ভজন সন্দর্ভ

(ষষ্ঠ খণ্ড)

শ্রীভক্তিবিলাস ভারতী

10

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

ভজন সন্দর্ভ

(ষষ্ঠ বেষ্ঠ)

এই বেষ্ঠে প্রয়োজন-তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। প্রয়োজন-তত্ত্ববিদ্ আচার্য্যগণ যে প্রয়োজন-তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন তাহাই সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে প্রয়োজন-তত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু; শ্রীল রূপ-গোস্বামিপ্রভু, শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু, শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভু, শ্রীল প্রবোধনন্দ সরস্বতীপাদের রাধারস-সুধানিধি, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়, শ্রীল সরস্বতী গোস্বামি ঠাকুর ও অন্যান্য মহাজনগণের প্রকাশিত প্রয়োজন-তত্ত্ব-শিরোমণির স্বরূপ, সেবা, ভাব, মাধুর্য্যাতিশয়, উপলব্ধি, প্রাপ্তি ও আস্বাদন সংক্ষেপে প্রকাশিত হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ-প্রবর
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের
কৃপাকণাধারী
ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ কর্ত্তৃক
সঙ্কলিত, সংগৃহীত ও প্রকাশিত।

শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিতের তিরোভাব তিথি।
১৩ই আষাঢ়, ১৩৭৭ সাল, ইং ২৮শে জুন, ১৯৭০।

—প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীরূপানুগ ভজনাশ্রম—পি, এন, মিত্র ব্রিকফিল্ড রোড্, কলিকাতা-৫৩।
২। শ্রীরূপানুগ ভজনাশ্রম—পোঃ—শ্রীমায়াপুর, ঈশোদ্যান, মায়াপুর ঘাট, নদীয়া।
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ—৩৫ সতীশ মুখার্জ্জি রোড্ কলিকাতা-২৬।
৪। মহেশ লাইব্রেরী—২/১, শ্যামাচরণ দে, ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২।
৫। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার—৩৮, বিধানসরণী কলিকাতা-৬।

আনুকূল্য—[illegible]
২৫.০০

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ কর্ত্তৃক শ্রীরূপানুগ ভজনাশ্রম, পি, এন, মিত্র ব্রিকফিল্ড্ রোড্, কলিকাতা-৫৩ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীমদনমোহন চৌধুরী কর্ত্তৃক শ্রীদামোদর প্রেস ৫২এ, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

বিষয়-জ্ঞাপণী

প্রথম-দ্যুতি—১—২৬। প্রীতি—১-৫। রাগ-রহস্য—৫-৮। বেদে প্রকটিত প্রয়োজন-তত্ত্ব, শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত প্রয়োজন-তত্ত্ব, প্রয়োজন-তত্ত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন আচার্য্যগণের মতের তুলনামূলকপঞ্জী—৮-৯। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর প্রয়োজন বিচার—৯-২৬।

দ্বিতীয় দ্যুতি—২৬—৩৭। শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর উজ্জ্বলনীলমণি—নায়ক-বিভেদ, নায়িকা-বিভাগ, অষ্ট নায়িকা-ভেদ, নায়িকাগণের স্বভাব, দূতী-ভেদ, সখী-ভেদ, বয়ো-ভেদ, উদ্দীপন-বিভাব ভেদ, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী, ভাবোৎপত্তি, স্থায়িভাব, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব—২৬-৩২। সাধারণ, মান, প্রেম-বৈচিত্ত্য, প্রবাস, সম্ভোগ—৩২-৩৪। বিদগ্ধমাধব নাটকে—প্রেমোৎপত্তির কারণ, বিকার, লক্ষণ, মুরলী, শ্রীকৃষ্ণের রূপ, শ্রীরাধার রূপ, মুরলী-ধ্বনি—৩৪-৩৭।

তৃতীয় দ্যুতি—৩৮-৮১। শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর প্রীতি-সন্দর্ভ—আনন্দ, সালোক্য মুক্তি, সার্ষ্টিমুক্তি সারূপ্য, সামীপ্য, সাযুজ্য—৩৮-৪১। প্রীতিমান ভক্তই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অভীষ্ট প্রাপ্তির নিশ্চয়তা, স্বরূপ-লক্ষণ, গুণাতীত-তত্ত্ব, তটস্থ লক্ষণ, শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি, প্রীত্যাবির্ভাবের ক্রম, প্রীত্যাভাস, সাময়িক উদ্ভব, প্রকটোদয় অবস্থা, প্রভাব নামক আবির্ভাব, প্রীতি লক্ষণের নিষ্কর্ষ, তারতম্য ভেদ, রতি, প্রেম, মান, স্নেহ, রাগ, অনুরাগ—৪১-৪৮। ভক্ত ও প্রীতির তারতম্য, অনুকম্পিত, মিত্র, প্রিয়, পরিকরগণের ভাব-তারতম্য, শ্রীগোপগণের প্রীত্যুৎকর্ষ, সখাগণের, গোপীগণের, শ্রীরাধাঠাকুরাণীর পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত মহাত্ম্য, প্রীতির রসাবস্থা—৪৮-৫৫। দৃশ্যকাব্যের রসভাবনা বিধি, শ্রব্য-কাব্যের রসভাবনা বিধি, উদ্দীপন বিভাব, প্রেমবশ্যত্ব—৫৫-৬০। ক্রিয়া, লীলা, দ্রব্য, অস্ত্র, বাদিত্র, চিহ্ন, উদ্দীপন, অঙ্গ, অনুভাব, প্রলয়, ব্যভিচারী—৬০-৬৩। হাস্যরস, বীররস, রসাভাসাদি—৬৩-৬৯। মুখ্য রস—শান্ত, দাস্য, প্রশ্রয়-ভক্তিরস—৬৯-৭১। বৎসল রস, মৈত্রীরস—৭১-৭৪। উজ্জ্বল রস,—আলম্বন,—সখীগণ, সুহৃদ, তটস্থা, পতিপক্ষ, উদ্দীপনা, জতিরূপ উদ্দীপন, অনুভব, অলঙ্কার, ব্যভিচার, অনুমোদনাত্মক, কুমারীগণের পূর্ব্বরাগ;—৭৪-৭৮। সম্ভোগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য, প্রবাস, দূর-প্রবাস, লীলাচৌর্য্য, সঙ্গান, রাস, জলক্রীড়া, বৃন্দাবন-বিহার, সম্প্রয়োগ, শ্রীরাধার সৌভাগ্য—৭৮-৮১।

চতুর্থ দ্যুতি :—৮১-৯৭। মনঃশিক্ষা,—৮১-৮৩। স্বনিয়ম,—৮৩-৮৪। বিলাপকুসুমাঞ্জলি—৮৪-৯১। ব্রজবিলাসস্তব—৯১-৯৭।

পঞ্চম দ্যুতি—৯৭-১০৪। বিশাখানন্দদ-স্তোত্র—৯৭-১০৪।

ষষ্ঠ দ্যুতি—১০৪-১২৬। শ্রীরাধারস সুধানিধি—১০৪-১১৫। ঐ দ্বিতীয় খণ্ড—১১৫-১২৬।

সপ্তম দ্যুতি—১২৬-১৩২।। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—১২৬-১৩২।

অষ্টম দ্যুতি—১৩২-১৪৩।। প্রার্থনা—১৩২-১৩৯। শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—১৩৯-১৪৩।

নবম দ্যুতি—১৪৩-১৫৮। রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা—১৪৩-১৫৪। মাধুর্য্য-কাদম্বিনী—১৫৪-১৫৮।

দশম দ্যুতি—১৫৮-১৭২। শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের প্রয়োজনতত্ত্ব বর্ণন—সুখ, চতুর্ব্বর্গ, অধিকারী, পারকীয়রসের অপ্রাকৃতত্ব, ও শুদ্ধত্ব, শ্রীরূপ-সনাতনের মত, প্রকট ও অপ্রকট লীলার বৈশিষ্ট্য—১৫৮-১৬৩। রসপরীক্ষা, শান্তরস, প্রীতিভক্তিরস, বিশ্রম্ভ, প্রণয়, মধুর রসের পরমোপাদেয়ত্ব, গৌণরসের উপাদেয়ত্ব, রসাভাস, পরোঢ়াত্ব রহস্য, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে অপ্রাকৃত রসের ক্রমবিকাশের ইতিহাস, প্রেমরস, বিপ্রলম্ভ, চিন্ময়দেহে রস প্রকাশ প্রপঞ্চগত রস, নিম্বার্ক ও গৌড়ীয়ের রস বৈশিষ্ট্য, প্রেম,—১৬৩-১৬৮। প্রীতির স্বরূপ ও কার্য্য, প্রার্থনা, সাধুসঙ্গ, অচিন্ত্য-প্রভাব, নিত্যরাস ও প্রীতির বিশুদ্ধ পরিচয়, স্বরূপ ও বস্তু, প্রেম-মন্দির, প্রেমারুরুক্ষু ভক্তের ক্রমোন্নতি, প্রেমই জীবের প্রয়োজন, প্রেমবিলাস, বিবর্ত্ত, সমাধি, স্বরূপসিদ্ধি ও বস্তুসিদ্ধি, আপনদশা ও স্বরূপসিদ্ধি, সিদ্ধিতে দর্শন, বিপ্রলম্ভ, চিত্তবৃত্তি, পক্ষপাতিত্ব, গোপীগৃহেজন্ম, শ্রীধামপ্রীতি ও ভক্তসেবা-লালসা, বিশ্বমঙ্গল, কর্ম্মের চরম ফল—১৬৮-১৭২।

একাদশ দ্যুতি—১৭৩—২০৮। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের প্রয়োজনতত্ত্ব বর্ণন—১৭৩-১৮২। উপদেশামৃত ব্যাখ্যা—১৮৩-১৯২। বিপ্রলম্ভ—১৯২-২০৪। নিত্যসিদ্ধ—২০৪-২০৮।

দ্বাদশ দ্যুতি—২০৮-২১৪। অষ্টকাল-লীলা—২০৮-২১৪।

ত্রয়োদশ দ্যুতি—২১৫-২১৭। লীলা প্রবেশ বিচার ২১৫-২১৭।

চতুর্দ্দশ দ্যুতি—২১৭-২২১। সম্পত্তি বিচার—২১৭-২২১।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ভজন সন্দর্ভ

(ষষ্ঠ বেষ্ঠ)

প্রয়োজন রত্নাবলী

প্রেমের প্রয়োজন-শিরোমণিস্বরূপ প্রথম দ্যুতি।

শ্রীরাধিকামাধবয়োরপার-মাধুর্য্য-লীলা-গুণ-রূপ-নাম্নাম্।
প্রতিক্ষণ-স্বাদন-লোলুপস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

রাধাকৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপদ্মানাং মধুপান মহোৎসবা আলীনাং দয়িতা যা শ্রীনয়নমণিমঞ্জরী তস্যাঃ কৃপাবলং দাস্যা অস্যায় পরম সম্বলম্। কুণ্ডতটে বিরাজন্তী গোষ্ঠবাটী সুশোভিতা শ্রীকুঞ্জকুটিরে তত্র পাল্যদাস্য পদং পরং, অপ্যাযোগ্যায়-দুর্ব্বারাশাবন্ধায় সুধোদধিং বিরহোৎকণ্ঠক্লিষ্টায় দেহি মহ্যং কৃপাময়ি॥

চিরাদদত্তং নিজ-গুপ্তবিত্তং স্বপ্রেম-নামামৃতমত্যুদারঃ। আপামরং যো বিততার গৌরঃ কৃষ্ণো জনেভ্যস্তমহং-প্রপদ্যে॥ সর্ব্ববেদান্তসারং যদ্ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণম্। বস্ত্বদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্॥

ভক্তচতুষ্টয় পুরী হইতে শ্রীনবদ্বীপে আসিয়াই সর্ব্বপ্রথমে শ্রীবাসঅঙ্গনে উপস্থিত হইয়া পুরী হইতে শ্রীজগন্নাথ-দেবের বিচিত্র মহাপ্রসাদসহ শ্রীগুরুপাদপদ্মে পৌছিলেন এবং মহাপ্রসাদ শ্রীগুরুদেবকে দিয়া সকলেই সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া রহিলেন। শ্রীগুরুদেবও অনেকদিন তাঁহাদের দর্শনাভাবে ব্যাকুল হইয়া ছিলেন; তাহাদিগকে দেখিয়াই পরমানন্দে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া বসাইলেন। তাঁহারাও দীনভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া পুরীর সমস্ত সমাচার বিশেষতঃ শ্রীল বাবাজীমহারাজের কৃপামৃত বর্ষণের কথা সমস্তই নিবেদন করিলেন। গঙ্গাস্নান করিয়া সেদিন শ্রীবাসঅঙ্গনেই প্রসাদ পাইলেন। শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদ তথাকার সকল বৈষ্ণবগণই দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া সম্মানপুর্ব্বক পরমানন্দে জয়ধ্বনি সহকারে সেবা করিলেন। প্রসাদ সেবা করিবার পর তাঁহারা মাধবীতলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সমীপে উপবিষ্ট হইলে শ্রীল বাবাজীমহারাজ বলিতে লাগিলেন;—"তোমরা পুরীতে অভিধেয়তত্ত্বের বিস্তৃত বিবরণ শ্রবণ করিয়াছ; এক্ষণে প্রয়োজন-তত্ত্বের বিষয় শ্রবণ কর।"

সম্বন্ধী—শ্রীকৃষ্ণ, অভিধেয়—ভক্তি ও প্রেমই—প্রয়োজন। ইহা সর্ব্বশাস্ত্র, বেদ, পুরাণাদি তথা প্রমাণচক্রবর্ত্তি-চূড়ামণি শ্রীমদ্ভাগবতও প্রতিপাদন করিয়াছেন এবং সর্ব্বমহাজনগণও তাহাই বর্ণন করিয়াছেন। চতুর্ব্বর্গ-ধিক্কারী প্রেমই পরমার্থ বা চরমপ্রয়োজন বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। সেই প্রেম বা প্রীতি সম্বন্ধেই বলিতেছি—শ্রবণ কর। "প্রীতি", এই শব্দটী বড়ই মধুর। উচ্চারিত হইবামাত্র উচ্চারণকারী ও শ্রোতাগণের হৃদয়ে একটী তীব্র মধুময় ভাব উদয় করায়। সকলে ইহার যথার্থ অর্থ বুঝিতে পারে না; তবুও এ নামটী শুনিতে ভালবাসে। জীবমাত্রই প্রীতির বশীভূত। প্রীতির জন্য অনেকে প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করে। প্রীতিই মানব-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। অনেকে মনে করেন স্বার্থ-লাভই জীবের মুখ্য প্রয়োজন। তাহা নহে, প্রীতির জন্য মানবগণ সমস্ত স্বার্থ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হয়। স্বার্থ কেবল নিজের সুখ-স্বচ্ছন্দতা অন্বেষণ করে, কিন্তু প্রীতি

প্রিয় বস্তু বা ব্যক্তির সুখ-স্বচ্ছন্দতার জন্য সমস্ত স্বার্থকে বিসর্জ্জন করিয়া থাকে। যেখানে স্বার্থ ও প্রীতির বিরোধ হয় সেখানে সর্ব্বত্র প্রীতির জয় হয়। বিশেষতঃ স্বার্থ প্রবল হইলেও সর্ব্বদা প্রীতির অধীন। স্বার্থই বা কি? যাহা নিজের প্রিয় তাহাই স্বার্থ। সুতরাং মানবজীবন প্রীতির অধীন বলিলেও নিরর্থক বাক্য হয় না। স্বার্থাদি জীবনের তাৎপর্য্য হইলেও প্রীতিই জীবনের মুখ্য তাৎপর্য্য হইয়া উঠে।

পরমার্থ তত্ত্বেও প্রীতির প্রাধান্য দেখা যায়। যাঁহারা ঐহিক জগতের সুখকে অনিত্য মনে করিয়া পারমার্থিক সুখের অন্বেষণ করেন, তাঁহারা হয় স্বীয় ভোগবাঞ্ছার পরবশ বা মুক্তিবাঞ্ছায় উত্তেজিত। যাঁহারা ভোগবাঞ্ছার বশীভূত, তাঁহারা ইহকালে ধন-ধান্য, রাজ্য-সম্পদ, পুত্র-কলত্রের অন্বেষণে ব্যস্ত অথবা স্বর্গে ইন্দ্রত্ব, দেবত্ব, ব্রহ্মলোকাদিতে সুখে অবস্থিতি করিবার বাসনায় বিব্রত থাকেন। সেই সেই ভোগ তাঁহাদের প্রীতিকর বলিয়া তাহাতে ধাবিত হন। আবার যাঁহারা মুক্তিবাঞ্ছায় উত্তেজিত তাঁহাদের সেই সেই ভোগ বিষয়ে প্রীতি হয় না। সেই সেই ভোগ হইতে বিমুক্ত হইবার বাসনাই তাঁহাদের ভাল লাগে। সুতরাং মুক্তিতে তাঁহাদের প্রীতি বলিয়াই তাঁহারা মুক্তি অন্বেষণ করেন। ভোগবাঞ্ছাপ্রিয় ব্যক্তিগণ ভোগে প্রীতিলাভের আশা করেন। মুক্তিবাঞ্ছাপ্রিয় ব্যক্তিগণ মুক্তিতে প্রীতিলাভের আশা করেন। সুতরাং উভয়েরই পক্ষে প্রীতিলাভ শেষ প্রয়োজন। প্রীতিই পারমার্থিক সমস্ত চেষ্টার একমাত্র উদ্দেশ্য। বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস প্রীতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন ;—

পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর, এ তিন ভুবন সার। এই মোর মনে, হয় রাতিদিনে, ইহা বই নাহি আর ॥ বিহি একচিতে, ভাবিতে ভাবিতে, নিরমাণ কৈল "পি"। রসের সাগর, মন্থন করিতে, তাহে উপজিল "রী" ॥ পুনঃ যে মথিয়া, অমিয়া হইল, তাহে ভিয়াঁয়িল "তি"। সকল সুখের, এ তিন আখর, তুলনা দিব সে কি? যাহার মরমে, পশিল যতনে, এ তিন আখর সায়। ধরম করম, সরম ভরম, কিবা জাতিকুল তার ॥ এ হেন পিরীতি, না জানি কি রীতি, পরিণামে কি বা হয়। পিরীতি বন্ধন, বড়ই বিষম, দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় ॥

পদার্থ দুই প্রকার, চিৎ ও জড়। চিদ্বস্তুই মূল পদার্থ এবং জড় তাহার বিকৃতিবিশেষ। জড়কে চিদ্বস্তুর প্রতিফলন বা ছায়া বলিলেও হয়। মূল বস্তুতে যাহা থাকে, ছায়াতেও তাহা কিয়ৎস্বরূপে বর্ত্তমান হয়। সুতরাং মূল বস্তুরূপ চিত্তত্ত্বে যাহা আছে জড়েও তাহা অবশ্য থাকিবে।

চিৎপদার্থে কি ধর্ম্ম আছে, তাহা অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, প্রীতিই চিদ্বস্তুর একমাত্র ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্ম প্রতিফলিতরূপে জড় বস্তুতেও কিয়ৎস্বরূপে অবশ্য বর্ত্তমান আছে। জড় যেরূপ চিদ্বস্তুর বিকৃতি, আকর্ষণ ও গতি তদ্রূপ প্রীতিধর্ম্মের বিকৃতি। সেই বিকৃতিই জড়ের ধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত। জড়ীয় পরমাণুমাত্রেই আকর্ষণ ও গতিরূপ প্রীতির বিকৃত ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এখন দেখা যাউক প্রীতির স্বরূপ কি? আকর্ষণ ও গতি বিশুদ্ধভাবে চিদ্বস্তুতে প্রীতিরূপে লক্ষিত হয়। আত্মাই চিদ্বস্তু। আত্মা শব্দে পরমাত্মা অর্থাৎ বিভু চৈতন্য এবং জীবাত্মা অণু চৈতন্য উভয়কেই বুঝিতে হইবে। উভয় চৈতন্যই প্রীতিধর্ম্মবিশিষ্ট। বিশুদ্ধ প্রীতিধর্ম্ম আত্মা ব্যতীত আর কিছুতেই নাই। আত্মার ছায়া যে মায়া-প্রসূত জড় তাহাতে সেই বিশুদ্ধ ধর্ম্মের বিকৃতি মাত্র আছে, ধর্ম্ম স্বয়ং নাই। এই কারণে জড় জগতে কোন ভৌতিক বস্তুতে প্রীতির বিশুদ্ধ স্বরূপ নাই। প্রীতির বিকৃত স্বরূপ আকর্ষণ ও গতিমাত্র তাহাতে আছে। সেই বিকৃত ধর্ম্মানুসারে পরমাণু সকল পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া স্থূল হয়। আবার স্থূল বস্তুসকল পরস্পর আকর্ষণদ্বারা পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে। স্বতন্ত্র গতিশক্তিদ্বারা পৃথক্ হইয়া সূর্য্যাদি মণ্ডল-সকলের ভ্রমণ-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। প্রতিফলিত বস্তু ও বস্তু-ধর্ম্মে যাহা দেখিতেছি তাহাই আবার বিশুদ্ধরূপে মূল বস্তুতে লক্ষ্য করিতে পারা যায়।

আত্মাতেও স্বতন্ত্রতা ও আকর্ষণাধীনতা সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়। আত্মা জগতে বদ্ধজীবরূপে বর্ত্তমান।

জীবাত্মা বা অণুচৈতন্য সংখ্যায় অনন্ত। তাহা প্রীতিধর্ম্মবিশিষ্ট। সেই প্রীতিধর্ম্মের পরিচয় এই যে, প্রত্যেক আত্মা স্বতন্ত্রতা বশতঃ পৃথক্ হইয়া থাকিতে চায়। জড়জগতে অর্থাৎ প্রতিফলিত জগতে এক বস্তুকে অন্য বস্তু টানিয়া লইতে চায় এবং প্রত্যেক বস্তু স্বীয় স্বতন্ত্র গতিক্রমে পৃথক্ হইয়া যাইতে চায়। বৃহজ্জড় ক্ষুদ্র জড়কে টানে। সূর্য্য বৃহদ্বস্তু, সুতরাং অন্যান্য গ্রহ ও উপগ্রহগণকে আপনার দিকে টানে, কিন্তু সেই সেই গ্রহ ও উপগ্রহগণ স্বীয় স্বীয় স্বতন্ত্র গতিবলে সূর্য্য হইতে পৃথক্ থাকিতে গিয়া গোলাকারে ভ্রমণ করে। আবার গ্রহদিগের পরস্পর আকর্ষণ ও গতিও সেই কার্য্যের সহায় হইয়াছে। যেরূপ প্রতিফলিত জগতে দেখা যাইতেছে, সেইরূপ চিজ্জগতেও দেখিতে হইবে। ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিয়াছেন ;—প্রতিফলিত জগতে পঞ্চভূত, চন্দ্র, সূর্য্য, বিদ্যুৎ, নক্ষত্র প্রভৃতি দেখা যাইতেছে। সেই সমুদয়ই আদর্শরূপ চিজ্জগতে অর্থাৎ ব্রহ্মপুরে তত্তদ্রূপে বিরাজমান। ভেদ এই যে, চিজ্জগতে সমস্ত বিচিত্র ব্যাপার সমাহিত অর্থাৎ হেয়-পরিবর্জ্জিত, বিশুদ্ধ ও আনন্দময়। জড়জগতে ঐ সমস্ত হেয়পরিপূর্ণ, অসম্পূর্ণ ও সুখ-দুঃখজনক। অতএব চিজ্জগতের মূলধর্ম্ম প্রীতি। তাহা কবি চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন ;—

'ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া, আছয়ে যেজন, কেহ না দেখয়ে তারে। প্রেমের পিরীতি, যেজন জানয়ে, সেই সে পাইতে পারে॥" "পিরীতি পিরীতি, তিনটী আখর, পিরীতি ত্রিবিধ মত। ভজিতে ভজিতে, নিগূঢ় হইলে, হইবে একই মত॥"

চিন্ময় বৃন্দাবনবিহারীই চিজ্জগতের সূর্য্য। জীবসমূহ তাঁহার লীলাপরিকর। কৃষ্ণ জীবকে প্রেমাকর্ষণ-ধর্ম্মে টানিতেছেন। জীবনিচয় নিজ স্বতন্ত্র গতিক্রমে তাঁহা হইতে পৃথক্‌ভাবে থাকিতে চেষ্টা করিতেছে। ফল এই যে, বলবান্ আকর্ষণ জীবগণকে টানিয়া কৃষ্ণের নিকট লইয়া যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবগতি পরাভূত হইয়াও জীবগণকে মণ্ডলাকার কৃষ্ণরূপ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ফিরাইতেছে। ইহাই কৃষ্ণের নিত্যরাস। তন্মধ্যে কৃষ্ণের স্বরূপশক্তিগত সহচরীগণ বিশেষ নিকটস্থা। সাধনসিদ্ধা সহচরীগণ কিয়দ্দূরে অবস্থিতা। কৃষ্ণের চিন্ময় লীলাই প্রীতিধর্ম্মের বিশুদ্ধ পরিচয়।

কৃষ্ণ কি সকল জীবকে আকর্ষণ করিতেছেন? যদি তাহা করেন তবে কেন সকল জীবই কৃষ্ণোন্মুখ নয়? কৃষ্ণ সত্যই সকল জীবকে আকর্ষণ করিতেছেন। কিন্তু ইহাতে একটু কথা আছে। মুক্ত ও বদ্ধ ভেদে জীব দুই প্রকার। মুক্তজীব স্বীয় প্রীতিকে স্পষ্ট অনুভব ও ক্রিয়াপর করেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণ মুক্তজীবের উপর স্বভাবতঃ বলবান্। বদ্ধজীব দুইভাগে বিভক্ত। যাঁহারা একবারে কৃষ্ণ হইতেব হির্ম্মুখ তাঁহাদের প্রীতিধর্ম্ম অত্যন্ত জড়গত হইয়া বিকৃত। সুতরাং বিষয়-প্রীতি ব্যতীত আর তাঁহারা কিছু জানেন না। ইন্দ্রিয়দিগের বিষয়ে আসক্ত হইয়া তাঁহারা একান্তভাবে ইন্দ্রিয়-তর্পণে রত আছেন। আপনাকে আপনি ভুলিয়া জড় সুখের অন্বেষণ করিতেছেন। আবার জড় সুখসমৃদ্ধিকারী জড় বিজ্ঞানকে বহুমাননদ্বারা জড় পূজায় রত থাকেন। আত্মা কিছু নয়, আত্মচিন্তা কেবল ভ্রম, আত্মোন্নতি-চেষ্টা কেবল মানসিক পীড়া—এইরূপ প্রলাপ বাক্যে আপনাদিগকে নিরন্তর বঞ্চনা করিয়া থাকেন। কেহ বা স্বর্গ-সুখাদির জন্য বহুবিধ কর্ম্মকাণ্ড প্রচার করতঃ আত্মজগতের সুখ হইতে বঞ্চিত হন। বদ্ধজীবের মধ্যে কেহ কেহ বিবেক ও বৈরাগ্যসম্পন্ন হইয়া আত্ম-বিষয়ে শ্রদ্ধা লাভ করেন। সেই শ্রদ্ধাবলে তাঁহারা চিজ্জগতের সূর্য্য স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধাকর্ষণ কিয়ৎ পরিমাণে অনুভব করতঃ কৃষ্ণাকৃষ্ট হন। বহুবিধ সাংসারিক, বৈজ্ঞানিক ও পারলৌকিক চেষ্টার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াও কৃষ্ণসঙ্গ-সুখ ভোগ করেন। তাঁহাদের যেরূপ ভাব তাহা শ্রীচণ্ডীদাস বর্ণন করিয়াছেন, যথা ;—কানু সে জীবন, জাতি প্রাণধন, এ দুটী নয়ানের তারা। হিয়ার মাঝারে, পরাণ পুতলি, নিমিখে নিমিখহারা॥ তোরা কুলবতী, ভজ নিজপতি, যার মনে যেবা লয়। ভাবিয়া দেখিনু, শ্যাম বঁধু বিনে, আর কেহ মোর নয়॥ কি আর বুঝাও, ধরম করম, মন স্বতন্তরী নয়। কুলবতী হঞা, পিরীতি আরতি,

আর কার জানি হয়॥ যে মোর করম, কপালে আছিলা, বিধি মিলাওল তায়। তোরা কুলবতী, ভজ নিজপতি, থাক ঘরে কুল লই॥ গুরু দুরজন, বলে কুবচন, সে মোর চন্দন চুয়া। শ্যাম অনুরাগে, এ তনু বেচিনু, তিলক তুলসী দিয়া॥ পড়শী দুর্জ্জন, বলে কুবচন, না যাব সে লোক পাড়া। চণ্ডীদাসে কয়, কানুর পিরীতি, জাতি কুল শীল ছাড়া॥

জীব এ জগতে জড়াভিমানে আপনার স্বরূপ ভুলিয়াছেন। এই সংসারে অনেক প্রকার সম্বন্ধ পাতাইয়া অনেক লোকের সহিত নানাবিধ ব্যবহার করিতেছেন। লিঙ্গ শরীরকে 'আমি' করিয়া নিজের মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার-গঠিত একটী নূতন শরীর কল্পনা করিয়াছেন। সেই লিঙ্গ শরীর সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞানকে সম্মান করতঃ নিজ সম্পত্তি বলিয়া ভ্রান্ত হইতেছেন। আবার ভূতময় স্থূলদেহে অহংজ্ঞানপ্রযুক্ত আমি অমুক ভট্টাচার্য্য বা অমুক সাহেব মনে করিয়া কতই রঙ্গ করিতেছেন। কখন মরেন, কখন জন্মগ্রহণ করেন। কখন সুখে ফুলিয়া উঠেন, কখন বা দুঃখে শুকাইয়া যান! ধন্য পরিবর্ত্তন! ধন্য মায়ার খেলা! পুরুষ হইয়া একটী মহিলাকে বিবাহ করিতেছেন আবার স্ত্রীলোক হইয়া একটী পুরুষের হস্ত ধারণ করতঃ একটী প্রকাণ্ড সংসার পত্তন করিতেছেন। সংসারে গুরুজনের সেবা, পাল্যজনকে পালন, রাজাকে ভয় এবং শত্রুকে ঘৃণা করিতেছেন। এবম্বিধ আরোপিত সংসারে অবস্থিত জীবের কি দুর্দ্দশা। কতকগুলি সংসারের আরোপিত বিধিকে স্বীয় স্বামী জ্ঞান করিয়া নিত্যপতি কৃষ্ণকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। এস্থলে কৃষ্ণ সম্বন্ধে একটী ভাব উদয় হয়। মহাপ্রভু নিজ শ্লোকে ঐ ভাবটী এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন,—"পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু। তমেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গ-রসায়নম্॥" পরপুরুষানুরক্ত রমণী গৃহকর্ম্ম সকলে ব্যগ্র থাকিয়াও নূতন সঙ্গরস আস্বাদন করিতে থাকে। সংসার-বিধি-বদ্ধজীবের শ্রীকৃষ্ণে বিশুদ্ধ প্রীতি উদয় হইবার পূর্ব্বেই এই প্রকার পূর্ব্বরাগ হয়। ক্রমে অভিসার ও মিলন ঘটিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বের বিষয় শ্রবণ, শ্রীকৃষ্ণ-গুণ কীর্ত্তিত হইলে শ্রবণ, সেই বিচিত্র সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তির চিত্র দর্শন এবং তাঁহার আকর্ষণীশক্তি-স্মরণ, বংশীনাদ-শ্রবণ হইতেই পূর্ব্বরাগ উদয় হয়। উদিতপূর্ব্বরাগ ব্যক্তির স্বজাতীয়াশয়যুক্ত সহচরীদিগের সহায়তায় মিলন হয়। ক্রমে সচ্চিদানন্দ পুরুষের সহিত প্রীতি বদ্ধমূল হইয়া উঠে।

চিৎস্বরূপ ব্রজধামে সচ্চিদানন্দ লীলা নিত্য। জীব চিৎকণ, অতএব সেই লীলার অধিকারী। মায়াবদ্ধ হইয়া জীবের চিৎস্বরূপের পরিচয় যেরূপ লিঙ্গ শরীরে ও স্থূলদেহে ভ্রান্তরূপে উদয় হইয়াছে সেই চিৎস্বভাব যে বিশুদ্ধ কৃষ্ণ-প্রীতি তাহা জড়বিজ্ঞান-প্রীতি বা স্থূল-বিষয়-প্রীতিরূপে ভ্রান্তভাবে উদয় হইয়াছে। সুতরাং মাংসগত প্রীতি বা মানস-ভাব-গত প্রীতি শুদ্ধ প্রীতির বিকৃতি মাত্র। ইহারা প্রীতি নয়। স্বীয় স্বরূপ-ভ্রমক্রমে ইহাদিগকে প্রীতি বলিয়া উক্তি করা যায়। এক আত্মার জন্য আত্মাতে যে আনুরক্তি তাহাই শুদ্ধ প্রীতি শব্দের অর্থ; যথা বৃহদারণ্যকে;—যাজ্ঞবল্ক্য-পত্নী মৈত্রেয়ী জড়জগতে ও লিঙ্গজগতে বিরাগ লাভ করতঃ স্বীয় পতির নিকট সদুপদেশ জিজ্ঞাসা করিলে, যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন,—"হে মৈত্রেয়ী, স্ত্রীলোকদিগের তত্ত্বতঃ পতিকামনায় পতি প্রিয় হন না; কিন্তু সকলের প্রিয় যে আত্মা তাঁহার কামনায় পতিপ্রিয় হন। সমস্ত বিষয়ই আত্ম কামনায় প্রিয় হয়। সুতরাং জড়জগতে ও লিঙ্গশরীরে বিরাগপ্রাপ্ত জীব পরম প্রিয়বস্তু যে আত্মা তাঁহাকে দর্শন মনন ও তৎসম্বন্ধে বিজ্ঞানলাভ করিবে, তাহা হইলে সমস্ত পরিজ্ঞাত হইবে।" পরম প্রামাণিক এই বেদবাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, স্থূল ও লিঙ্গময় এই জড়ে প্রেম নাই। যে কিছু প্রেমের আভাস দেখা যায়, তাহা কেবল আত্মসম্বন্ধে অনুভূত হয়। শুদ্ধজীব চিন্ময়, অতএব আত্মা। আত্মারই আত্মা প্রতি যে প্রেম তাহাই বিশুদ্ধ প্রীতি। সেই প্রীতিই একমাত্র অন্বেষণীয় বস্তু। বিশ্ব প্রেম অথবা মানুষে ও মানুষে প্রেম কেবল আত্ম প্রেমের বিকারমাত্র। আত্মা ও আত্মাতে যে প্রেম তাহাই একমাত্র আদর্শ। শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন যে,—"কৃষ্ণমেবমবেহি ত্বমাত্মানং জগদাত্মনাম্।" অখিল

আত্মার আত্মা সেই চতুঃষষ্টি মহা গুণবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ। সকল জীবের কৃষ্ণপ্রতি যে প্রেম তাহাই নিরুপাধিক ও চরম। প্রীতির স্বরূপ না বুঝিয়া যাঁহারা মনোবিজ্ঞান ও প্রীতিবিজ্ঞান ইত্যাদি লিখিয়াছেন, তাঁহারা যতই যুক্তি যোগ করুন না কেন, কেবল ভস্মে ঘৃত ঢালিয়া বৃথা শ্রম করিয়াছেন। দম্ভে মত্ত হইয়া স্বীয় স্বীয় প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র, জগতের কোন উপকার করা দূরে থাকুক, বহুতর অমঙ্গল সৃজন করিয়াছেন। দাম্ভিক লোকদিগের বাগাড়ম্বর পরিত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধ আত্মরতি ও আত্মক্রীড় হইয়া নিরুপাধিক প্রীতি-তত্ত্ব অনুভব করতঃ জীব-স্বভাবকে উজ্জ্বল করা একান্ত প্রয়োজন।

প্রাকৃতকবিগণের বর্ণিত নায়ক নায়িকার আকর্ষণে যে উন্মাদনা, কোথাও বা স্বার্থত্যাগের অভিনয়ের বিষয় বর্ণিত আছে তাহাতে জড়েন্দ্রিয় প্রতি নিজ মনেরই তৃপ্তি অনুস্যূত থাকায় তাহা কখনও প্রেম বা প্রীতি হইতে পারে না। জড়জগতে বাৎসল্য ও সখ্য মধ্যেও ঐরূপ নিজেন্দ্রিয়তর্পণ থাকায় তাহাও প্রেম হইতে পারে না। মমত্ব বোধে যে আসক্তি তাহার হেতু সঙ্গ। সঙ্গক্রমেই আসক্তি বৃদ্ধি হয় ও বিয়োগে শোক হয় তাহা জড়-বস্তুর প্রতিও দেখা যায়। তাহা কখনও প্রেমশব্দবাচ্য নহে। প্রেমের নিদর্শন অল্পাক্ষরে অথচ সুস্পষ্টভাবে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যায়;—"আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি 'কাম'। কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম॥" জাগতিক মমত্ববুদ্ধি হইতে যে আসঙ্গলিপ্সা তাহা নিজেন্দ্রিয়-তর্পণ মাত্র। প্রেম বলিতে ভগবত্তোষণে যে একাগ্রতা, অব্যভিচারিণী রতি তাহাকেই বুঝায়।

নিরীশ্বর নীতিশূন্য মানবগণের হৃদয়ে আদৌ প্রেম থাকিতে পারে না। তাহারা পরদ্রোহী। নিজ সুখ লাগি অপরের অশুভ সাধনকেই ব্রত করিয়াছে। নিরীশ্বর নৈতিকগণেরও সমাজের সুশৃঙ্খলাদি স্থাপনের যে উপদেশ বা আচরণ তাহার মূলে নিজ সুখবাঞ্ছা থাকায় তাহা প্রেম নহে। কর্ম্মমার্গীয় ব্যক্তিগণ বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড, জৈমিনী বা পাশ্চাত্য মনীষী কম্‌টের অনুবর্ত্তনে কর্ম্মফল বিভাগকর্ত্তা একতত্ত্বকে ঈশ্বর বা অন্য কোন নামে স্বীকার করিলেও তাঁহারা সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানের কৃপায় তাঁহাদের বিশ্বাস না থাকায় সেশ্বর পরিচয়েও নিরীশ্বর। অতএব ঐহিক ও পারত্রিক নিজ ও পর হিতসাধনে যত্ন করিলেও তাহা প্রেম নহে—কাম। যেখানে ঈশ্বরবিশ্বাস ও ঈশ্বর-প্রেম নাই, সেখানে জীবে প্রেম কখনও স্থান প্রাপ্ত হয় না। ব্যষ্টিগতভাবে জীবে প্রেমের কথা যাঁহারা প্রচার করেন তাহার মূলে দেহ-সম্পর্কীয় কতিপয় জীবে আবদ্ধ থাকায় উহা সর্ব্বজীবে প্রেম ছলনা মাত্র। ক্রমপন্থায় কনিষ্ঠ, মধ্যমউত্তীর্ণ উত্তম ভাগবতের যে দর্শন 'স্থাবর-জঙ্গমাত্মক নিখিল সংসারেই ভগবদ্দর্শন এবং সমস্ত বিশ্বকে শ্রীভগবানে দর্শন' তাহাতে নিখিল সংসারেই ভগবৎক্ষেত্র এবং ভগবানই সংসারের অদ্বিতীয় আশ্রয় দর্শন করিয়া সকল বস্তুকেই প্রেম নয়নে অবলোকন করেন। ইহা পরমেশ্বরের অনন্য মমতার ফল। এ অবস্থায় ভক্তের নিখিল ইন্দ্রিয়বৃত্তি ভগবদুন্মুখ হয় এবং আত্মার সুদৃঢ় অজ্ঞানাবরণ উন্মুক্ত হয়। তখন তিনি সর্ব্বত্রই ভগবানের পরমমাধুর্য্য দর্শন করিয়া আকৃষ্ট হন। ইহাই প্রেমের পূর্ণ পরাকাষ্ঠা। এই অবস্থা হইলে অদ্বয়জ্ঞানের বিকাশে জীবে প্রেম সম্ভবপর হয়। নচেৎ কৃত্রিমভাবে এপাত্রে ওপাত্রে প্রেম করিতে করিতে জীবে প্রেম হয় না। 'ভগবান যখন আমাদের প্রেমের পাত্র হ'ন তখন তৎসম্বন্ধে সৎপাত্র আমাদের 'প্রেম' ইহাই বিশ্বপ্রেম। এই ক্রমপন্থাই প্রকৃত মার্গ। ভগবানকে মূলে ধরিয়া প্রথম হইতে তাঁহাকে 'প্রীতি' করিতে হইবে। ক্রমে সম্বন্ধজ্ঞান পুষ্ট হইতে থাকিলে ও সেই প্রেম ক্রমে অর্চ্চাবিগ্রহ' হইতে অন্তর্য্যামী, বৈভব, ব্যূহ ও পরতত্ত্বে পূর্ণ ভগবদ্বিগ্রহে বিস্তারিত হইলে প্রেম পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। একটী দুইটী তিনটী জীবে প্রেম করিতে করিতে প্রেমবর্দ্ধনের উপদেশ ও যুক্তি অশাস্ত্রীয় ও ব্যর্থ হয়। (ঠাকুর ভক্তিবিনোদ)।

রাগ-রহস্য :—আকাশ বা অবকাশ ভূমিকা তিনটী, যথা—বাহ্যাকাশ, হার্দ্দাকাশ ও পরাকাশ। স্থূল-জগৎ বাহ্যাকাশে, সূক্ষ্ম বা মনোময় জগৎ হার্দ্দাকাশে ও বৈকুণ্ঠ বা চিজ্জগৎ পরাকাশে অবস্থিত। এই আকাশ ও জগত্রয়ের স্রষ্টা

শ্রীভগবান। হ্লাদিনী বা পরমানন্দ-দায়িনী শক্তি একমাত্র তাঁহাতেই নিত্য অবস্থান করেন এবং তিনি সেই শক্তির দ্বারা বদ্ধজীবগণের উদ্ধার সাধন কল্পে আনন্দের প্রলোভন দেখাইবার জন্য হার্দ্দাকাশে অন্তর্য্যামী-পুরুষ বা ব্যষ্টি-বিষ্ণু ও বাহ্যাকাশে বিরাট্‌পুরুষ বা সমষ্টি বিষ্ণুরূপে এবং ভোগবুদ্ধিশূন্য মুক্ত জীবসমূহকে বিমল সেবানন্দ সুখ নিত্যকাল আস্বাদন করাইবার জন্য বৈকুণ্ঠে ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের আলয়স্বরূপ নারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিতে যুগপৎ বিরাজমান থাকেন। আনন্দশক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্ যদি আকাশত্রয়ে বর্ত্তমান না থাকিতেন তাহা হইলে আনন্দ বা প্রীতিলাভের সম্ভাবনা থাকিত না, এবং প্রীতির আশা না থাকায় কেহ কদাপি কোন প্রকার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইত না। যথা শ্রুতি,—"কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশে আনন্দঃ ন স্যাৎ।" সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, প্রীতি বা আনন্দের বশীভূত হইয়া জীবগণ নিজ নিজ কার্যে প্রবৃত্ত হয়। বুধগণ এই প্রীতিকে চিত্ত ও বিষয়ের বন্ধন-সূত্র কহেন। প্রীতিরূপ বন্ধন-সূত্র বিষয়ের যে অংশকে অবলম্বন করিয়া থাকে তাহার নাম রঞ্জকতা ধর্ম্ম এবং চিত্তের যে অংশকে অবলম্বন করিয়া থাকে তাহার নাম রাগ।

বিষয়ের নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়া-গত যে সৌন্দর্য্য বা চমৎকারিতা তাহাকে রঞ্জকতা ধর্ম্ম কহে। বিচারের পূর্ব্বে বিষয়ের সৌন্দর্য্য দেখিবামাত্রই চিত্ত যে প্রবৃত্তিক্রমে সেই পদার্থের প্রতি ধাবিত হয় তাহাই রাগ শব্দ বাচ্য (Free spontaneous attachment)। রাগ-কার্য্যে বিচারের প্রয়োজনীয়তা না থাকায় পণ্ডিতগণ উহাকে সিদ্ধ-বৃত্তি-স্বরূপ বলিয়া জানেন। সিদ্ধ-বৃত্তি-স্বরূপ রাগ স্বাভাবিক রুচির দ্বারা উত্তেজিত হয়। রাগ যে বস্তুর প্রতি ধাবিত হয় তাহাকে তাহার ইষ্ট-বিষয় কহে। নিত্য ও অনিত্য-ভেদে রাগের ইষ্ট-বিষয় দ্বিবিধ। নিত্য-ইষ্ট-বিষয়ের প্রতি রাগ যখন ধাবিত হয় তখন তাহাকে বৈকুণ্ঠ-রাগ এবং অনিত্য-ইষ্ট-বিষয়ের প্রতি যখন ধাবিত হয় তখন তাহাকে জড়রাগ আখ্যা দেওয়া হয়। বৈকুণ্ঠ-রাগ কালে পরমাদ্ভুত ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের নিত্য-আলয়-স্বরূপ শ্রীভগবানই একমাত্র ইষ্ট-বিষয় বলিয়া স্বীকৃত হন। আপাতমনোহর ও পরিণামে দুঃখপ্রদ অনিত্য পদার্থসমূহই জড়-রাগের ইষ্ট-বিষয়। জীবের চিত্তস্থ রাগ একই তত্ত্ব বিধায় বৈকুণ্ঠ-রাগ ও জড়-রাগে বিষয়ের ভিন্নতা আছে, রাগে ভিন্নতা নাই। "জীব নিত্য কৃষ্ণদাস" কেহ মানুক বা না মানুক জীবমাত্রই ভগবদ্দাস। যে সমুদয় জীব নিজ তাত্ত্বিকস্বরূপজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত তাহাদিগের রাগ পূর্ণভাবে নিত্য ইষ্টবিষয়-রূপ শ্রীভগবানের প্রতি স্বাভাবিক রুচিবশতঃ সদাকাল অবাধে প্রবাহিত হয়। যে কাল পর্য্যন্ত অজ্ঞানান্ধ জীবকুল নিজ তাত্ত্বিকস্বরূপের পরিচয় লাভ করিতে সমর্থ হয় না, ততকাল রজ্জুতে সর্পজ্ঞানের ন্যায় তাহারা জড়দেহে আত্মবোধ করিতে ও জড়াভিমানবশতঃ অন্যান্য জড়পদার্থের (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্থের) প্রতি রাগযুক্ত হইতে বাধ্য হয়। জলের উচ্চে গমনের অসামর্থ্যতার ন্যায় ঈশবিমুখ অজ্ঞজীবের চিত্তস্থ রাগও নিত্য বিমলানন্দপূর্ণ অত্যুন্নত বৈকুণ্ঠরাজ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে না পারিয়া ত্রিতাপপূর্ণ বৈকুণ্ঠাধোভাগেস্থিত হেয় জড়জগতের আপাত-মনোরম নশ্বর পদার্থসমূহের প্রতি প্রবলবেগে ধাবিত হইয়া থাকে। এবং অভক্তদিগকে ইন্দ্রিয়দ্বারে নানাপ্রকার ক্ষণস্থায়ী সুখ সম্ভোগ করায় ও ভাবী ঐন্দ্রিয়িক সুখের হানি আশঙ্কা করিয়া বা তাহার বৃদ্ধির জন্য কোন কোন ভগবদ্বিমুখ জীবের নিকট সকামভাবে ঈশ্বরোপাসনার জাল বিস্তার করিয়া থাকে। সকাম উপাসনার দ্বারা সাধক যে নিজ সুখ-সাধনের চেষ্টামাত্র করে তাহা জড়-রাগেরই বিলাস। তদ্দ্বারা জড়-রাগকে খর্ব্ব না করিয়া অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় বরং উহার পুষ্টি সাধনই করিয়া থাকে। জড়রাগকে খর্ব্ব করিতে হইলে, যত্নপূর্ব্বক কাল-সর্প-জ্ঞানে সকাম উপাসনার ভাবকে হৃদয় হইতে অপসারিত করিতে হইবে। জড়-রাগকে বৈকুণ্ঠাভিমুখী করিতে হইলে সকাম উপাসনার ভাবকে বিসর্জ্জন দিয়া কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া নিষ্কামভাবে কৃতজ্ঞতা সহকারে সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কর্ত্তব্যবুদ্ধি হইতে বিধির আদর ও অবিধির পরিত্যাগ—এই বিচারদ্বয় উপস্থিত হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণ বিচারপূর্ব্বক পরমেশ্বরের ভজনের পদ্ধতি সকল

সংস্থাপন করিয়া যাহা শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই বিধি। কর্ত্তব্যবুদ্ধির সাধন হইতে শাস্ত্রের শাসন ও বিধির আদর হইয়া উঠে। বিধিপূর্ব্বক সাধন করিতে করিতে অনর্থরাশি পরিত্যক্ত হয় তখন অনর্থোপগমে 'রাগ' নির্ব্বিচারে ও অবাধে বৈকুণ্ঠাভিমুখে নিত্যকাল ধাবিত হইতে থাকে। যতদিন বৈকুণ্ঠরাগের উদয় না হয় ততদিন বৈধমার্গ আচরণীয়। জড়-রাগের প্রাদুর্ভাবে যেমন বৈকুণ্ঠবিষয়ে রাগ থাকে না, বৈকুণ্ঠ-রাগোদয়ে তদ্রূপ প্রপঞ্চ বিষয়ে আর রাগ থাকে না। তখন সঙ্গে সঙ্গে দেহধারণের উদ্দেশ্যটী পর্য্যন্তও পরিবর্ত্তিত হইয়া ইন্দ্রিয় দ্বারে বাহ্য সুখ সম্ভোগার্থে দেহ রক্ষার অবশ্যকার পরিবর্ত্তে কেবল ভগবৎ-প্রীতিসাধনের জন্য দেহযাত্রা-নির্ব্বাহের আবশ্যকতা হইয়া পড়ে। এবং ভক্তিসাধনের অনুকূলে প্রপঞ্চ স্বীকারে প্রবৃত্তি হয়। জড়-রাগের অভাবে জড়পদার্থের প্রতি আসক্তি অবশ্যই খর্ব্ব হয়, তৎসহ প্রাপঞ্চিক বিষয়ের প্রতি অনাসক্তি স্বাভাবিকভাবে উপস্থিত হয়। ভক্তগণের ভক্তির অনুকূলে আবশ্যক মত প্রপঞ্চ স্বীকারকে জড়কার্য্যের মত দেখাইলেও তাহা অপ্রাকৃত বা বৈকুণ্ঠরাগের বিলাস। ভক্তদিগের ব্যবহারে জড়-রাগের অবস্থান লেশ মাত্র সম্ভবপর নহে।

জ্ঞান সম্বন্ধ-বোধ-পূর্ব্বিকা। দ্রষ্টার চিত্তস্থ রাগ অপরিচিত ব্যক্তির প্রতি ধাবিত হয় না। সম্বন্ধ জ্ঞাত হইলে রাগ অবিলম্বে জাগ্রত হয় এবং জ্ঞাতাকে তৎসেবায় নিযুক্ত করে। অতএব রাগ সম্বন্ধ-জ্ঞানাভাবে সুপ্ত ও সম্বন্ধজ্ঞানে জাগ্রত ও ক্রিয়াশীল হয়। বৈকুণ্ঠ-রাগের প্রথম প্রকাশ শ্রদ্ধা। তাহা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া রুচি, আসক্তি, প্রেম, ভাবও পরে মহাভাব পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হয়। জড়রাগ অনিত্য অনুপাদেয় প্রাকৃত বস্তুতে সম্বন্ধজ্ঞান সংযুক্ত হইলে, কুণ্ঠাধর্ম্ম প্রযুক্ত প্রাকৃত কামে পর্য্যবসিত হয়। বিমল ভগবৎপ্রীতি উদ্দেশক বৈকুণ্ঠরাগ অপ্রাকৃত বা নিত্যবস্তুনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় পরমোপাদেয় সুনির্ম্মল নিত্য ভগবৎ প্রেমাখ্যা প্রাপ্ত হয়।

রাগ যখন জড়-সম্বন্ধ নির্ম্মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠরাগের দিকে অগ্রসর হয় তখন প্রথম নিষ্কামোপাসনামূলক বৈধ বা সাধক জীবন লাভ করেন। অতঃপর সাধকাবস্থা অতিক্রমপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠরাগ উদিত হইলে ভগবানের অঙ্গকান্তিরূপ ব্রহ্ম বা জড়ভাবপরিশূন্য চিন্মাত্রতত্ত্ব (মায়াবাদী নহে), ঐশ্বর্য্যপর দেবতা নারায়ণস্বরূপ এবং শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি পর পরভাবে রাগের বৃদ্ধিক্রমে দর্শনের বিষয়হয়। "কৃষ্ণে ভগবত্তা-জ্ঞান সম্বিতের সার" বিচার জ্ঞান শক্তির সর্ব্বোচ্চবিকাশ ভূমিকায় শ্রীকৃষ্ণে রতি উৎপন্ন হয়। রাগের তারতম্যানুসারে সেই শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিই আবার শুদ্ধ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের পাত্ররাজরূপে অনুভূত হইয়া থাকেন। মধুর রসই রাগের সর্ব্বাপেক্ষা আকৃষ্টির ও লোভনীয় বস্তু। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিবার জন্য লজ্জা ও ভয় সর্ব্বতোভাবে পরিত্যক্ত হয়। শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী এই মধুর রসের প্রধানা সেবিকা। তাঁহার ভাবলুব্ধ হইয়া ও তাঁহার আনুগত্যেই শ্রীকৃষ্ণের সেবা হইয়া থাকে। রাগ ক্রমে নিজ হেয় স্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধস্বরূপে বৈকুণ্ঠ রাগরূপে প্রকটিত হয়। ভগবজ্‌জ্ঞান স্ফুট বা অস্ফুটভাবে প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে। তাহা অজ্ঞের জড়মস্তিষ্কের বোধগম্য হয় না। মাৎসর্য্য ও স্বার্থপরতারূপ হেয় দুর্গন্ধ হৃদয় হইলে অপসারিত হইলে ভগবজ্‌জ্ঞানও ক্রমে স্বয়ং প্রকাশাবস্থা লাভ করেন।

শ্রীভগবান্‌ই একমাত্রই নিত্যানন্দময় তত্ত্ব যাহা রাগের অন্বেষণীয় বস্তু। যাঁহারা রাগকে ভগবৎমুখী করিতে সমর্থ, তাঁহারই কেবল নিত্যকাল আনন্দে মগ্ন থাকিতে পারেন। জড়পদার্থসমূহ নিত্যসত্তা সংরক্ষণে অসমর্থ বলিয়া তদভিমুখী রাগ নিত্য আনন্দ লাভে সম্পূর্ণ অক্ষম। নিত্যানন্দ লাভ করিবার যে ইচ্ছা হইতে আসিতেছে এবং কি প্রকারে তাহা সম্ভবপর হয়? উহা জীবের শুদ্ধস্বরূপগত বৈকুণ্ঠরাগেরই অহৈতুক স্বভাবের বিলাস। তাহা হইলে সাধুবাক্য ও শাস্ত্রানুসারে সেই বৈকুণ্ঠরাগোচিত-পন্থার অনুশীলন করিতে হইবে। বর্ত্তমান অবস্থায় সেই বৈকুণ্ঠরাগ জড়-রাগাকারে বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া স্বরূপ প্রকট করিবার জন্য যে সদালোচনা করিবার যোগ্যতা ও অনুকূল অবস্থা পাওয়া গিয়াছে, তজ্জন্য আমরা শ্রীভগবানের নিকট ঋণী। অতএব বৃথা কার্য্যে সময় নষ্ট না

করিয়া তীব্র ব্যাকুলতার সহিত সাধুসঙ্গে শ্রীগুরুকৃপায় সেই রাগকে ক্রমশ বৈকুণ্ঠরাগের গতি তীব্র হইতে তীব্রতররূপে প্রকাশের সাধন করিলে প্রেমধন লাভ করিয়া ধন্য হওয়া যাইবে। "প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।"

বেদে প্রকটিত প্রয়োজনতত্ত্ব।—ওঁ শং নো দেবীরভীষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে। শংযোরভিস্রবন্তু নঃ॥ (অথর্ব্ব ১।৬।১)॥ দেবীঃ (হে দেবীগণ!) আপঃ (চরণামৃত বা অধরামৃতরূপ অপ্রাকৃত বারি) অভীষ্টয়ে (আমাদের অভিলষিত) পীতয়ে (পানের বিষয়) ভবন্তু (হউক) [অর্থাৎ উহার পান-দ্বারা ঈপ্সিত প্রেমসেবা বৃদ্ধিলাভ করুক]। নঃ (আমাদের) শং (কল্যাণ হউক), নঃ (আমাদের) শংযোঃ (মঙ্গলজনক যোগের নিমিত্ত) [উহা] অভিস্রবন্তু (অভিগমন করুক)।

অমল-প্রমাণ-চক্রবর্ত্তিচূড়ামণি ও শ্রীচৈতন্যমত-মঞ্জুষা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত প্রয়োজনতত্ত্ব।

১। "স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিম্। ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্॥" অর্থাৎ পরস্পর অঘনাশন হরিকে স্মরণ করিতে করিতে ও করাইতে করাইতে সাধনভক্তি হইতে পরাভক্তির উদয় হয়। তদ্দ্বারা উৎপুলকিত হইয়া পড়েন॥ (ভাঃ ১১।৩।৩১।)

২। এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা, জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ। হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥ অর্থাৎ কৃষ্ণসেবা-ব্রত পুরুষ অবশ-চিত্ত হইয়া স্বীয় প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্ত্তনে জাতানুরাগবশতঃ শ্লথহৃদয় হন; উন্মত্তের ন্যায় লোকবাহ্য অর্থাৎ অপেক্ষা-শূন্য হইয়া কখনও হাস্য, কখনও রোদন, কখনও চীৎকার, কখনও গান-নৃত্যাদি করেন। (ভা ১১।২।৩৮)।

৩। সর্ব্ববেদান্তসারং যদ্ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণম্। বস্ত্বদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্॥ (ভাঃ ১২।১৩।১২) অর্থাৎ ইহাতে নিখিল বেদান্তের সারভাগ বর্ণিত হইয়াছে। ইহা আত্মৈকত্বস্বরূপ ব্রহ্মবস্তুবিষয়ক এবং কৈবল্যরূপ একমাত্র ফলজনক।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনের শ্রীপাদপদ্ম একাধারে শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য সম্বন্ধিতত্ত্ব এবং অভিধেয় ভক্তি ও ভক্তিরসাস্বাদনরূপ প্রয়োজন—প্রেমের বিষয়-বিগ্রহরূপে বর্ণন করিয়াছেন। এইরূপ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ এবং শ্রীশ্রীগোপীনাথও একাধারে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের অধিদেব। শ্রীগৌড়ীয়ানাথ শ্রীগৌরসুন্দরও একাধারে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের অধিদেব। সেই শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-যুগল-মিলিত ষোল নাম বত্রিশ-অক্ষরাত্মক মহামন্ত্ররূপেও নিজেকে বিতরণ করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুই তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিবলে স্বয়ং মহামন্ত্র এবং মহামন্ত্রের ঋষি।

প্রয়োজনতত্ত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন আচার্য্যগণের মতের তুলনামূলক-পঞ্জী।

১। শঙ্কর—ব্রহ্মজ্ঞানই পুরুষার্থ "ব্রহ্মাবগতির্হি পুরুষার্থ" (সূঃ ভাঃ ১।১।১); কৈবল্য বা নিত্যসিদ্ধ নির্ব্বাণ (ঐ, ৪।৪।১৬,২২); সগুণ ব্রহ্মোপাসকের ঈশ্বর-সাযুজ্য (ঐ, ৪।৪।১৭); সগুণ-ব্রহ্মবিদ্‌গণের পুনর্জ্জন্ম হয় না; আর নির্গুণ-ব্রহ্মবিদ্‌গণের অনাবৃত্তি নিত্যসিদ্ধ (ঐ, ৪।৪।২২)।

২। ভাস্কর—সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বশক্তিমত্তা ও নিরতিশয় আনন্দপ্রাপ্তি; 'সদ্যোমুক্তি' ও 'ক্রম-মুক্তি'। সদ্যোমুক্ত নিরবধিক ঐশ্বর্য্য ও ক্রম-মুক্ত সাবধিক ঐশ্বর্য্য লাভ করেন; ক্রম-মুক্ত ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইয়া সদ্যোমুক্তগণের ন্যায় সর্ব্বশক্তিমান্ হন। (সূঃ ভাঃ ৪।৪।৭-২২)।

৩। শ্রীরামানুজাচার্য্য—সাক্ষাৎকার (শ্রীভাষ্য ৩।২।২৩); সর্ব্বদেশ-সর্ব্বকাল-সর্ব্বাবস্থোচিত সর্ব্বকৈঙ্কর্য্য-প্রাপ্তি (যঃ মঃ দীঃ ৮ অঃ)।

৪। শ্রীমধ্বাচার্য্য—নৈজসুখানুভূতি (আত্মবিম্বস্বরূপ বিষ্ণুতে প্রবিষ্ট হইয়া বিষ্ণুসহ জীবের আনন্দভোগ) (ঐতরেয়ভাষ্য ২।২।৩, অনুব্যাখ্যান ৩।৪)।

৫। শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য—ব্রহ্মসাক্ষাৎকার (বেদান্তপারিজাতসৌরভ ৩।২।২৬); ব্রহ্ম-সাযুজ্য ও আত্মস্বরূপ-প্রাপ্তি (ব্রহ্মসাযুজ্য=জীবের স্বরূপতঃ ও ধর্ম্মতঃ ব্রহ্ম-সাদৃশ্য ; আত্মস্বরূপ=জীবত্বের পূর্ণ-বিকাশ); আত্মস্বরূপ-প্রাপ্তি (জীবের স্বরূপ ও ধর্ম্মেরবিকাশ) ব্রহ্মস্বরূপ-লাভের (স্বরূপতঃ ও ধর্ম্মতঃ ব্রহ্মসাদৃশ্য) কারণ। ভক্তিরস (বেদান্ত-কামধেনু, ১০ শ্লোক)।

৬। শ্রীবিষ্ণুস্বামী—পরানন্দ (ভাবার্থ দীপিকা ১।৭।৬ ধৃত শ্রীবিষ্ণুস্বামিবাক্য)।

৭। শ্রীধরস্বামী—জীবের শুদ্ধস্বরূপ-প্রাপ্তি ('সুবোধিনী '১৫।৭) ; পরমাত্মৈকদর্শন [ব্রহ্মের ও জীবতত্ত্বের ঐক্য-দর্শন] (ভাঃ দীঃ ৬।১৬।৬৩)। অনুগতরূপে দণ্ডবৎ-প্রণামসহকারে ভগবচ্চরণমূলে শয়ন (ভাঃ দীঃ ১০।৮৭।৫০)।

৮। শ্রীবল্লভ—পুরুষোত্তম-প্রাপ্তি (অনুভাষ্য ৪।৪।২২ ; ৪।১ উপক্রম ১৮) ; মর্য্যাদা ভক্তির ফল—(১) সাযুজ্যরূপ ব্রহ্মভাব , পুষ্টিভক্তির ফল—(২) ভজনানন্দ বা প্রেম (ঐ, ৪।৪।১০-১১)।

৯। শ্রীজীবপাদ—"শ্রীকৃষ্ণপ্রেমলক্ষণ-প্রয়োজনম্" (তত্ত্ব সঃ ১ অনু), পরতত্ত্বানুভব (ভক্তি সঃ ১ অনু) ; ভগবৎ-প্রীতি "পরতত্ত্বসাক্ষাৎকারলক্ষণং তজ্জ্ঞানমেব পরমানন্দপ্রাপ্তিঃ সৈব পরমপুরুষার্থঃ" "ভগবৎ প্রীতিরের পরম-পুরুষার্থঃ" (প্রীতি সঃ ১ অনুঃ)।

১০। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ—প্রেম (চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৭৮ ; ২০।১৪৩) "** প্রেম-প্রয়োজন। পুরুষার্থ শিরোমণি প্রেম—মহাধন॥" (ঐ, মঃ ২০।১২৫) ; "সাধনের ফল 'প্রেম'—মূল প্রয়োজন" (ঐ, মঃ ২৫।১০২)।

১১। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী—পুরুষার্থমৌলিরূপা ভগবৎপ্রীতি (মাধুর্য্যকাদম্বিনী ১।৪)।

১২। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ—পুরুষোত্তম-সাক্ষাৎকার, তথা পরস্পর-হর্ষাতিশয় (গোঃ ভাঃ, ১।১ উপক্রম ; ঐ, ৪।৪)।

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর প্রয়োজন বিচার। বৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থে বর্ণিত :—(ভক্তিশাস্ত্র সমূহ বলিলেন—) আমরা বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্তিশাস্ত্র। আমাদের পক্ষে মোক্ষনিরূপণ যোগ্য নয়, তথাপি হেয় বস্তুর তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত তাহা পরিত্যক্ত হয় না—এই বিবেচনায় মোক্ষের পরিচ্ছদরূপ জ্ঞানাদিসাধনের সহিত মোক্ষকে সম্যগ্‌রূপে ত্যাগ করাইবার জন্য নিন্দাপূর্ব্বক মোক্ষ নিরূপণ করিতেছি। ভক্তিমাহাত্ম্যনিরূপণার্থে মোক্ষেরও কিছু কিছু মাহাত্ম্য বলিব। মোক্ষে কোন প্রকার সুখগন্ধ নাই বলিয়া সেই মোক্ষকে সাধ্য ফল বলিয়া নির্ণয় করি না। আরোগ্য ও সুষুপ্তি অবস্থায় যেরূপ অতি ক্ষুদ্র ব্যাতিরেক সুখ হয়, মোক্ষেও তদ্রূপ। সেই মোক্ষসুখের নাম অজ্ঞান। যাঁহাদের সুখ-তত্ত্ব-বোধ নাই, মোক্ষসুখে তাঁহাদেরই রুচি হয়।

হেলা বা পরিহাস ইত্যাদিক্রমে ভগবন্নামাভাসেও মোক্ষফল হয়। আবার সেই নামাভাস একবার জিহ্বায় উচ্চারিত বা কর্ণে প্রবিষ্ট হইলেই তাহা হয়। সুতরাং ভক্তদিগের অনায়াসে যে মোক্ষ হইতে পারে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। যোগী ও জ্ঞানী মুমুক্ষুগণের শাস্ত্রবিচারের চাতুর্য্যাভাব দ্বারাই মোক্ষ রমণীয় হইয়াছে। নৈয়ায়িকগণ একবিংশতি প্রকার আত্যন্তিক দুঃখধ্বংসকে মোক্ষ বলেন। অবিদ্যা-কর্ম্ম-ক্ষয়কে মায়াবাদী বৈদান্তিকগণ মোক্ষ বলেন।

সচ্চিদানন্দঘন-শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দ-সুখের সাক্ষাদনুভবরূপ ভক্তিসুখই সুখ। তাহার তুলনায় মোক্ষসুখ নাই বলিলেই হয়। তথাপি মোক্ষে কিছুমাত্র সুখ আছে বলিয়া স্বীকার করিলে সেই সুখ অতি অল্প বলিয়া বোধ হয়। অণুচৈতন্যস্বরূপ জীবের অনুরূপ-সুখ অবশ্যই অতি অল্প। মোক্ষে অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মানুভবসুখ স্বভাবতঃ অল্প। শুদ্ধাত্মতত্ত্বকেই ব্রহ্ম বলেন। সেই ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দঘনত্বাভাবে তদনুরূপ সুখও অত্যল্প ও শিথিল। কারুণ্যাদি-গুণহীন বলিয়া নির্গুণ, ভক্তজনসঙ্গরহিত বলিয়া নিঃসঙ্গ, চিত্তের আর্দ্রতাহীন বলিয়া নির্ব্বিকার, বিচিত্র শ্রীমূর্ত্তিবৈভব শূন্য বলিয়া বিচিত্র লীলাহীন, সুতরাং নিরীহ। এবম্ভূত ব্রহ্মসুখ কতই হইতে পারে?

সচ্চিদানন্দঘনীভূততাত্ত্বরূপ পরব্রহ্মই ভগবান্। সর্ব্বান্তর্য্যামী ও নিয়ন্তৃরূপে তিনিই পরমাত্মা বা পরমেশ্বর। নিবিড়ঘন সচ্চিদানন্দই তাঁহার সর্ব্বমহিমার্ণব মূর্ত্তি। সর্ব্ববিভুত্ব সর্ব্বব্যাপিত্বাদি গুণবিশিষ্ট স্বরূপ। তাঁহার আনন্দ-দুঘ-চরণারবিন্দ-ভক্তিসুখই সান্দ্রসুখানুভব। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ পৃথক্ পৃথক্ তত্ত্ব ন'ন। ব্রহ্ম সেই ভগবানের মহা বিভূতি। ব্রহ্ম ব্যতিরেক গুণ অর্থাৎ অপ্রকটিত-শক্তি-সম্পন্নতা-ভাব মাত্র। প্রকটিত অবিচিন্ত্য-অদ্ভুত-বিচিত্র-শক্তি-বিশিষ্ট সেই বস্তুই ভগবান্, সুতরাং সগুণ-নির্গুণাদি-বিরুদ্ধ-গুণ তাঁহাতে সামঞ্জস্যরূপে প্রবিষ্ট আছে। সুতরাং ব্রহ্মে কেবল শুষ্কজ্ঞান সংযোগে জীবের মোক্ষ মাত্র তুচ্ছ সুখলাভ। ভগবানে নির্ম্মল ভক্তিরসাস্বাদন-রূপ ভূমা সুখের সম্ভব। এতন্নিবন্ধন ভক্তিবৃত্তিদ্বারা শ্রীভগবচ্চরণাম্বুজাস্বাদনই একমাত্র সান্দ্রসুখ। ঘনমণ্ডল চন্দ্র ও ঘনমণ্ডল সূর্য্যস্থানীয় ভগবচ্চরণারবিন্দ সেই তত্ত্বের জ্যোৎস্না-তেজঃস্থানীয় জীব-স্বরূপ তত্ত্বের স্বভাবতঃ আশ্রয় ও সুখানুভবের স্থান।

শর্করাপিণ্ডের ন্যায় কৃষ্ণপাদপদ্মই সুখস্বরূপ ও সুখাধার। ব্রহ্ম কেবল সেই সুখ মাত্র, কিন্তু সুখাধার নন। ভগবান্ ও ব্রহ্মে এই প্রকার ভেদ কেবল ভগবানের অবিচিন্ত্যভেদাভেদ শক্তি হইতে পর্য্যবসিত হয়। কোন মতে জীব যৎস্বরূপ, ব্রহ্মও তৎস্বরূপ, সুতরাং জীব সচ্চিদানন্দঘন। কাজে কাজে জীবই ভগবান্। বেদাদির প্রাদেশিক বাক্যাশ্রয়ে এইরূপ সদোষমত যাঁহারা মানেন, তাঁহারা মানুন। যাঁহারা সমস্ত বেদাদির সারজ্ঞ, তাঁহারা বলেন যে জীবতত্ত্ব ব্রহ্মের অংশ। অস্ত্রদ্বারা যেরূপ কোন বস্তুর অংশ পৃথক্-কৃত হয় সেরূপ নয়, কিন্তু ঘনতেজঃসমূহ মণ্ডলরূপ সূর্য্যের কিরণজাল-গত অংশ পরমাণু যেরূপ, সেইরূপ অনন্তসংখ্যক জীব ভগবানের বিভিন্নাংশ। পূর্ণরূপ ভগবান্ মণ্ডলস্থ তত্ত্ব পূর্ণরূপেই অবস্থিত। জীবগণ কিরণপরমাণুরূপ চিৎকণ শুদ্ধরূপে তেজঃ-জালমধ্যগত।

সূর্য্যের কিরণপরমাণুগণ, অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গসমূহ এবং সমুদ্রের তরঙ্গমালা যেরূপ নিত্য পৃথক্ অংশ, সেইরূপ জীব সকল পরব্রহ্ম হইতে নিত্যসিদ্ধ পৃথক্তত্ত্বরূপে ভিন্ন। দৃষ্টান্তগুলি সম্পূর্ণরূপে তত্ত্বব্যঞ্জক হয় না। কোন কোন অংশে বিরোধ পড়ে, কেননা জড়জগদ্‌গত তত্ত্বমাত্রই চিজ্জগৎগত তত্ত্বকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে পারে না। ভগবানের অনাদিসিদ্ধা যে মায়াশক্তি, তদতিরিক্ত তাঁহার চিদ্বিলাসরূপা স্বরূপ-শক্তি আছে। সেই অনাদিসিদ্ধা স্বরূপশক্তিই মহাযোগাখ্যা শক্তি। মহাযোগাখ্যাশক্তি চিচ্ছক্তিরূপে পরিপূর্ণ তত্ত্বের বিলাস সম্পাদন করে এবং তটস্থশক্তিরূপে তদণুতত্ত্বরূপ জীবগণকে প্রকট করাইয়া তাঁহার ঐশ্বর্য্য বিলাস করায়। সেই শক্তিক্রমে অনন্ত জীব ভগবান্ হইতে নিত্য বিভিন্নাংশরূপে সিদ্ধ।

চিদ্ধর্ম্মত্ব, মন্তৃত্ব, জ্ঞাতৃত্ব, ভোক্তৃত্বাদি গুণবিশিষ্ট জীব ব্রহ্মসাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইয়াও সেই পরব্রহ্মের শক্তিবিশেষদ্বারা তটস্থ, অণুত্ব, অংশত্ব, মায়াবিভাব্যত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মনিবন্ধন, পরব্রহ্ম হইতে নিত্য ভিন্ন হইয়াছেন। সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ সাধুগন ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, জীবনিচয় ভগবানের ভেদাভেদপ্রকাশ। জড়মুক্তি লাভ করিয়াও তাঁহারা প্রায়ই ভিন্নরূপে অবস্থিতি করেন। তন্মধ্যে যাঁহারা কংসাদির ন্যায় অপরাধী এবং শাস্ত্রতাৎপর্য্যবিষয়ে অচতুরতাপ্রযুক্ত মুক্তিবাসনায় ভক্তিবঞ্চিত, তাঁহারা সাযুজ্যগর্ত্তে নিপাতিত হইয়া অভিলষিত সত্তা ক্ষয় করেন। জীবসকল স্বভাবতঃ সচ্চিদানন্দরূপী হইয়াও কৃষ্ণমায়া অনাদি অবিদ্যা কর্তৃক স্বীয়-তত্ত্ব-বিস্মৃতিক্রমে সংসৃতিভ্রমে পতিত। আমি শুদ্ধ চিন্ময়, কৃষ্ণদাস্যই আমার স্বভাব—এই স্বরূপ তত্ত্বটী ভুলিয়া তাটস্থ্যধর্ম্মবশে অজ্ঞানপরিণত মায়িক সংসৃতিহেতুভূত মায়িক অহঙ্কাররূপে জীবের অপগতি।

স্বরূপ-জ্ঞানের উদয় হইলে মায়া অপগত হয়। তাহা হইলে সংসৃতিভ্রমনিবৃত্তি হয়। তাহারই নাম মুক্তি। ভগবদ্ভজনের সঙ্গে সঙ্গে আনুষঙ্গিক ফলরূপ মুক্তিতে ঘনানন্দ ব্রহ্মাংশানুভব হয়। কিন্তু কেবল আত্মজ্ঞান চর্চ্চায় সেই মুক্তিতে ঘনানন্দসুখ হয় না, কেবল সংসার নিবৃত্তিরূপ দুঃখহানি হয় মাত্র। স্বীয় সাধনানুরূপ

ফলই সর্ব্বত্র সিদ্ধ হয়। এতন্নিবন্ধন কেবল স্বরূপজ্ঞানানুশীলনদ্বারা যে মোক্ষ লাভ হয়, তাহাতে তাহার সাধনানুরূপ অল্প ফলই ঘটে। যেরূপ স্বর্গকামিগণ স্বর্গের অসীম স্তব করেন, তদ্রূপ সংসারযাতনাদ্বারা উদ্বিগ্নচিত্ত রসহীন মুক্তিপিপাসু ব্যক্তিগণ বহু প্রকারে মোক্ষের স্তব করেন।

কৃষ্ণপাদপদ্মসেবীদিগের সাধনোচিত ফল ভক্তিসুখ অর্থাৎ প্রেমসুখ স্বভাবতঃ সুখের পরাকাষ্ঠা। সেই অনন্ত সুখের অবধি নাই। তাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এইরূপ বুঝাইবার জন্য পরমাতিশয়-প্রাপ্ত অবস্থাকে পরাকাষ্ঠা বলা যায়। ভক্তিসুখ পরম মহৎ, তাহা আনন্ত্য-ধর্ম্মে প্রতিক্ষণ বর্দ্ধনশীল। ব্রহ্মসুখ স্বভাবতঃ সীমাবিশিষ্ট। আত্মজ্ঞান মাত্রেরই সীমা লাভ করে। সুতরাং মুক্তির পর আর তাহার বৃদ্ধি নাই। অনন্তভক্তিসুখসম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে, প্রেম নিত্য হইলে পরব্রহ্মে স্বজাতীয়-ভেদ-দোষ ও জীবে বিজাতীয় দোষ হয়। তদ্বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, যিনি পরমাত্মা তিনিই পরব্রহ্ম এবং পরমেশ্বর। এইরূপ ঐক্যচিন্তায় স্বজাতীয় ভেদ নষ্ট হয়। তত্ত্বে জীব অংশ হইয়াও অভিন্ন, এইরূপ অচিন্ত্যভেদাভেদ মানিলে জীবের বৈজাত্যসত্ত্বেও বিজাতীয়ভেদ থাকে না। এই অচিন্ত্যভেদাভেদাখ্য সিদ্ধান্ত সমস্ত ভক্তিশাস্ত্রের সম্মত। ইহাতে যত যুক্তি করা যায়, ততই এই সিদ্ধান্তের সর্ব্বাঙ্গ নিশ্চয়রূপে বিশুদ্ধ বলিয়া প্রতীতি হয়। যুক্তি দুই প্রকার—স্বপক্ষ ও প্রতিপক্ষ। বেদ, পুরাণ ও সমস্ত মহাজনকৃত সিদ্ধান্ত ইহার পোষক, তাহারাই সপক্ষ। শ্রীশঙ্করাচার্য্যাদি শুষ্কজ্ঞানবাদাচার্য্যগণ ইহার প্রতিপক্ষ। শ্রীশঙ্কর বলিয়াছেন—"হে নাথ! তোমার ও আমার ভেদ অপগত হইলে আমি তোমার থাকি, কিন্তু তোমাকে আমার বলিতে পারিব না।" এইরূপ প্রতিপক্ষ-যুক্তিও ভেদাভেদবাদের পোষক। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত সর্ব্ববাদিসম্মত॥ আমাদের এই সিদ্ধান্তে পূর্ব্ব মহাজনগণের বাক্য ও ব্যবহারসকল সর্ব্বদা প্রমাণরূপে বর্ত্তমান।

এই সিদ্ধান্তের অনুকূল সমস্ত পুরাবৃত্ত। অতএব অর্থবাদত্ব কল্পনা ইহাতে কখনই সঙ্গত হয় না। কোন কোন অর্ব্বাচীন ব্যক্তি এই সিদ্ধান্তের মাহাত্ম্যসূচক প্রশংসাকে কেবল স্তুতি বলিয়া লোকের বিতৃষ্ণা জন্মাইবার চেষ্টা করেন, তাহা তাহাদের নির্লজ্জতা মাত্র। সহস্র সহস্র শাস্ত্রবচন এবং সনাতন, শুক, নারদ, প্রহ্লাদ, হনুমান্, প্রভৃতি মহজ্জনের সাধুবাক্য ও চরিত্রপ্রমাণ সত্ত্বেও নিজের ইচ্ছা-অনুসারে অন্যার্থকল্পনাপ্রবৃত্তি সজ্জনোচিত বলিয়া স্বীকৃত হয় না। নির্লজ্জ-অর্থবাদ-কল্পনা আচার্য্যরূপী হইয়া বিধি স্থাপন করত কোন স্থলে নাস্তিকতা প্রচারপূর্ব্বক তৎকল্পয়িতাকে দুস্তর নরকমধ্যে পাতিত করে।

যে সকল দৈত্যগণকে শাস্ত্রে গো-বিপ্রাদি-ঘাতী বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন, সেই কংসাদি দৈত্য যে সাযুজ্য-মোক্ষ লাভ করিয়াছেন, সেই মোক্ষকে কিরূপে শ্লাঘ্য বলা যায়? ভগবদ্ভক্তগণই সাধু এবং ভগবদ্বিদ্বেষিগণই অসুর। সাধুত্ব ও অসুরত্বে যেরূপ সর্ব্বদা বৈপরীত্য ধর্ম্ম আছে, তাঁহাদের সাধন ও সাধ্য-বিষয়েও সেইরূপ বৈপরীত্য ভাব থাকা আবশ্যক। অসুরদের সাধুবিদ্বেষ ও গো-বিপ্র-হননই সাধন এবং মোক্ষ সাধ্য; ভক্তদিগের ভক্তি সাধন ও প্রেম সাধ্য। যাঁহারা সেই মোক্ষপ্রয়াসী; তাঁহারা সুতরাং অসাধুদিগের ন্যায় কেবল-জ্ঞান-চেষ্টারূপ অসাধু সাধন আশ্রয় করেন।

কৃষ্ণভক্তিই সাধুত্ব এবং সাধুদিগের পরম সাধন। সেই ভক্তিদ্বারাই কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-যুগল-প্রাপ্তিই একমাত্র পরম সাধ্য ফল। ভক্তদিগের সহিত কর্ম্মী ও জ্ঞানীদিগের অনেক ভেদ। কর্ম্মী ও জ্ঞানীদিগের সাধনকালে কর্ম্ম ও জ্ঞান এবং সিদ্ধিকালে ভুক্তি অথবা আত্মারামতা। ভক্তদিগের সাধন-কালে শুদ্ধা ভক্তি। তাঁহারাই ভক্তিরসিক। সেই মহৎ ভক্তিতত্ত্ববাদীদিগের সিদ্ধকালে সেই ভক্তিই কৃষ্ণচরণাব্জ-মকরন্দরূপা প্রেমস্বরূপা। সেই প্রেমময়ী ভক্তি কেবল কৃষ্ণকৃপার অপেক্ষাকারীর সম্বন্ধে কৃষ্ণকৃপাক্রমে সিদ্ধ হয়। কর্ম্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্যাপেক্ষা থাকিলে সিদ্ধ হয় না। স্বধর্ম্মাচরণাদি কর্ম্ম। আত্মা-অনাত্মাদিতত্ত্ববোধই জ্ঞান। বিষয়াদি-বিতৃষ্ণাই বৈরাগ্য। কর্ম্ম, জ্ঞান

ও বৈরাগ্যাদিতে যাহাদের আসক্তি আছে তাহারা একমাত্র কৃষ্ণকৃপাকে অপেক্ষা করে না অর্থাৎ অনন্যশরণাপত্তিলক্ষণা শ্রদ্ধাকে মূল জানিয়া ভক্তির অনুষ্ঠান করে না, সুতরাং ভক্তিসিদ্ধি হয় না। কর্ম্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্যাদির সম্বন্ধে এই একমাত্র সিদ্ধান্ত, যখন যে কর্ম্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্য ভক্তি-সাধনের অনুকূল হয়, তখন তাহা কর্ত্তব্য; যখন প্রতিকুল হয়, তখন তাহা অকর্ত্তব্য। এইরূপ কর্ম্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্য গৌণরূপে ভক্তিসাধক হয়। ভক্তির পোষক হইয়া যে কর্ম্ম গৌণভক্তিরূপে ভক্তিত্ব লাভ করে, তদিতর সমস্ত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মই ভক্তির বিক্ষেপক। কর্ম্মবুদ্ধিতে যখন কর্ম্ম কৃত হয়, তখন তাহা ভক্তির বাধক। কর্ম্মতত্ত্বের স্বরূপ এই যে কর্ত্তব্যভাবে বা কাম্যভাবে কৃতকর্ম্ম প্রায় একটী পৃথক্ ফলোদ্দেশ করে। কাম্যভাবে কৃতকর্ম্ম স্বর্গাদি লাভরূপ বহির্ম্মুখ ফলের উদ্দেশ করে। কর্ত্তব্যভাবে কৃতকর্ম্ম কর্ম্মীর চিত্তশুদ্ধিরূপ ফল এবং দূরে আত্মারামত্ব-রূপ বহির্ম্মুখ ফলের উদ্দেশ করে। যে স্থলে কর্ম্ম কেবল শুদ্ধভক্তির সেবায় কৃত হয়, তখন তাহার কর্ম্মত্ব দূর হয়। জ্ঞানও তদ্রূপ স্বভাবতঃ আত্মারামতা-রূপ ক্ষুদ্র ফলের উদ্দেশ করে। জ্ঞানাঙ্গীয় কর্ম্মসকল সেই জন্যই ভক্তিসম্বন্ধে বিক্ষেপক হইয়া উঠে। বৈরাগ্য স্বভাবতঃ সর্ব্বপ্রকার বিচিত্র বিশেষের দূষক, সুতরাং চিদ্বিশেষাশ্রিত ভক্তিরসের শোষক। ভগবৎসেবাতেও নির্ব্বিণ্নতা উৎপত্তি করে। জ্ঞান সর্ব্বদাই ভক্তির হানিকর। কেবল শুষ্ক জ্ঞান-চর্চ্চায় আত্মতত্ত্ববোধই পরম ফল মনে করিয়া ভক্তিরসে অপ্রবৃত্তি করায়। ভক্তিশোধিত কর্ম্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্য ভক্তির অনুগত হয়। কর্ম্মের কাম্যফল নিরসনদ্বারা কেবল ভগবৎপ্রীত্যর্থে অর্পিত হইলে সেই কর্ম্ম ভক্তি-শোধিত হয়। মোক্ষে বৈতৃষ্ণ্যোৎপাদনপূর্ব্বক ভগবৎসেবাদিতে রাগোৎপত্তির দ্বারা বৈরাগ্যের ভক্তিশোধিত অবস্থা হয়। অদ্বৈতাত্মতত্ত্ববোধাদি ত্যাগপূর্ব্বক জ্ঞান যখন ভগবদীয়ত্ব বুদ্ধি উৎপত্তি করে, তখন জ্ঞান ভক্তিদ্বারা শোধিত হয়। সুতরাং কর্ম্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্য-চেষ্টা পরিত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধভক্তিচেষ্টাই জীবের কর্ত্তব্য। আত্মারামগণ সমাধিতে ব্রহ্মনিষ্ঠা অনুভব করতঃ ভগবৎকৃপা দ্বারা ভক্তসঙ্গবলে ক্ষুদ্রানন্দরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠা পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধভক্তিমার্গে প্রবেশ করেন।

জীবন্মুক্ত ও প্রাপ্তমোক্ষ এই দুইপ্রকার আত্মারাম। প্রাপ্তমোক্ষ আত্মারামগণ নিজব্রহ্মনিষ্ঠাক্রমে ভগবানের শক্তিদ্বারা সচ্চিদানন্দদেহ লাভ করতঃ সেই অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গে তাঁহার সেবা করেন। দেহাত্মাভিমানরূপ অহঙ্কার-ত্যাগমাত্রেই আত্মারামতা সিদ্ধ হয়। বশিষ্ঠাদি তত্ত্ববিদ্গণ বলেন, জড়াসক্তি-নির্বাতন এবং আত্মতত্ত্ব-দর্শনমাত্রেই অহঙ্কার ত্যাগ ঘটিয়া উঠে, সুতরাং তাহা সহজে ঘটে। সচ্চিদানন্দ ভগবানের আমি দাস, এই অহঙ্কার-বাসনাশূন্য আত্মারামতা প্রেমের বিরোধী। মোক্ষাদি ভক্তির অবান্তর ফল হইলেও সেরূপ আত্মারামতা গ্রাহ্য নয়। তৃপ্তির অভাবই প্রেমের লক্ষণ। সেই প্রেমই ভক্তির ফল। মোক্ষাদি কেবল ভক্তির অবান্তর ফল মাত্র। তদবস্থায় আত্মারামতা প্রেমের বাধক বলিয়া সাধুগণের মতে অতি হেয়।

যাঁহারা ভক্তিবাসনাশূন্য হইয়াও আত্মারামত্ব-সম্পত্তি লাভ করেন, তাঁহারা প্রেমজনিত অতৃপ্তিরূপ ফল পান না। বৈষ্ণবপ্রবরদিগের মতে ইহাই ভক্তিমাহাত্ম্য-রূপ মহাগুণ। ভক্তিবাসনা থাকিলে সেরূপ তুচ্ছফলে আবদ্ধ থাকিতেন না। স্বধর্ম্মাচরণাত্মক ভগবদাজ্ঞা পালন-রূপ বাহ্য-ভক্তির ফল চিত্ত-শুদ্ধি। চিত্তশুদ্ধির ফল আত্মারামতা। সুতরাং ভক্ত্যাভাস হইতেই অতিতুচ্ছ ফল আত্মারামতা। আন্তর ভক্তিরূপ শ্রদ্ধামূলক শ্রবণকীর্ত্তনাদি হইতে প্রেমসম্পৎরূপ মহাফল হয়।

যাঁহারা আত্মারামকে ভগবৎকৃপায় সাধুসঙ্গক্রমে পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণপাদাম্বুজ ভজনা করেন, তাঁহাদের নির্ব্বিঘ্নে ভক্তিনিষ্ঠা মহাসুখ অতি শীঘ্র উদয় হয়। বিবিধ সংসার-দুঃখ-ব্যাকুল ব্যক্তিদিগের শুদ্ধভক্তিসাধনে অনেক বিঘ্ন। আত্মারামতাদ্বারা ঐ সকল বিঘ্ন খর্ব্ব হইতে থাকে। তদবসরে যাঁহারা ভক্তির অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের

ভক্তিসিদ্ধি অনায়াসে হয়। অর্থাৎ ভক্তিসাধকের বিঘ্ন দূরীকরণ জন্য আত্মারামতার সহায়তা গ্রহণ কোন কোন ভক্তের মত, কিন্তু আমাদের মত এইরূপ "তত্তেঽনুকম্পাং" শ্লোকের প্রতিপাদ্য বিষয় যথা—"নিজ কৃতকর্ম্মবিপাকরূপ বর্ত্তমান জীবনযাত্রা নির্ব্বাহপূর্ব্বক ফলভোগ করিতে করিতে কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণভক্তিবিধান করত কৃষ্ণকৃপার আশায় জীবন ধারণ করেন, তিনি সেই মুক্তিপদরূপ কৃষ্ণপ্রেমের অধিকারী সুতরাং আত্মারামতা-লাভের স্পৃহা নিষ্প্রয়োজন। কৃষ্ণের চিৎকণ নিত্যদাস আমি, আমার কৃষ্ণব্যতীত আর কেহ রক্ষাকর্ত্তা বা পালনকর্ত্তা নাই। আমি অতি দীন ও হীন, কৃষ্ণনাম শ্রবণকীর্ত্তনাদি করিতে করিতে পূর্ব্ব কর্ম্মফল-ভোগস্বরূপ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিলে অবশ্য কৃষ্ণকৃপা লাভ করিব। এইরূপে কৃষ্ণসংসারস্থিতি দ্বারা আমরা কৃষ্ণপ্রেমফল পাইয়া থাকি।

ভক্তিতত্ত্বে কি স্ফূর্ত্তি হয় তাহা বলিতেছেন। ভক্তিব্যাপার সমস্তই অপ্রাকৃত। ভক্তির অনুভবিতা ভক্ত। ভক্তির অনুভবনীয় বিষয় কৃষ্ণ। আমি শুদ্ধ কৃষ্ণ দাস, এইমাত্র অনুভবিতার মূল লক্ষণ। নানা প্রকারে চরণসেবাই অনুভবিতার বহু প্রকার স্ফূর্ত্তি। অনুভবনীয় কৃষ্ণের বিচিত্রনামরূপ গুণলীলাবিলাসরূপ অনন্ত স্ফূর্ত্তি। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ করণ-বৃত্তিগণের স্ফূর্ত্তি। সেই সমস্তের অনন্তাভূত বিবিধ বিচিত্রতাই অনুভূতির স্ফূর্ত্তি। তাৎপর্য্য এই যে, ভক্তি ভক্ত জীবের হৃদয়ে আসিবামাত্র ভক্তের স্বস্বরূপ, কৃষ্ণস্বরূপ ও তদুভয় সম্বন্ধ স্বরূপ উদয় হয়। এই অবস্থাতেই ভক্তি আত্মারামতার চরমফলাপেক্ষা অনন্তগুণে বিশুদ্ধ ও আত্মপ্রদ। আত্মারামতার যে কিছু গুণ আছে তাহা ভক্তিপ্রবেশমাত্র উদয় হয় এবং উদয় হইয়া আত্মারামতার তিরস্কারী ভক্তিস্ফূর্ত্তিরূপ অনন্তচমৎকারিতার অনুভূতি উপস্থিত করে। অনুভবব্যতীত প্রাপ্ত বস্তুও অপ্রাপ্তরূপে পর্য্যবসিত হয়। কেবল জ্ঞানমার্গের সমাধিতে মনোবৃত্তি না থাকায় কেবল এক অস্ফুট সুখ উদয় হয়। তাহা বিস্তৃত হয় না। যে বস্তু বৃত্ত্যাভাবে অস্ফুট থাকে, তাহাই আবার চিত্তবৃত্তিতে স্ফটিকাচলে সূর্য্যকিরণের ন্যায় বিশেষরূপে স্ফূর্ত্তি পায়। তাৎপর্য্য এই যে, চিদানন্দরূপ জীবের চিন্ময় অহঙ্কার, চিত্ত, মন ও ইন্দ্রিয়বৃত্তিসকল সচ্চিদানন্দরূপ অংশী কৃষ্ণ হইতে স্বভাবতঃ সিদ্ধ। জড়াহঙ্কারাবৃত চিদহঙ্কার স্ফূর্ত্তি পায় না। ভক্তির উদয়ে তাহার স্ফূর্ত্তি হয়। স্ফূর্ত্তি হইলে চিন্ময় চিত্ত, মন ও ইন্দ্রিয় বৃত্তিসকল আপনাপন কার্য্য করিতে থাকে। সুতরাং অবান্তর ফলস্বরূপ মায়িক জড়াহঙ্কার, চিত্ত, মন ও ইন্দ্রিয় সকল ভক্তির স্ফূর্ত্তিপরিমাণে ক্ষয় হইয়া যায়। তখন কাজে কাজেই সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম বস্তু সেই সা বৃত্তিতে বিস্তৃতরূপে প্রকাশ পান। ইহাই প্রেমলক্ষণা ভক্তি। জ্ঞানমার্গীয় সমাধি এই যে, সমস্ত অহঙ্কার, চিত্ত, মন ও ইন্দ্রিয় জড়ময়। আত্মা শুদ্ধ চিন্ময়, তাহাতে কোন বৃত্তি বা কারণ নাই। জড়ীয় অহঙ্কার, চিত্ত, মন ও ইন্দ্রিয়বোধসকলকে বিনাশ করিতে পারিলেই আত্মা কেবল ও শুদ্ধ হয় এবং অন্য বস্তুমাত্রের স্ফূর্ত্তি থাকে না। তখন সর্ব্বগত ব্রহ্ম সেই কেবলাত্মাতে পর্য্যবসিত হয়। সর্ব্বময় ব্রহ্মে যে অপার আনন্দ আছে, তাহা সঙ্কুচিত হইয়া কেবলাত্মস্বরূপগত ক্ষুদ্রানন্দ মাত্র হয়। ইহাই চিদানন্দরূপ আত্মার নিতান্ত সঙ্কুচিত অবস্থা। সুতরাং ভক্তিতে আদর করিয়া জ্ঞান-সমাধিকে অনাদর করা উচিত। এই প্রকার জ্ঞানসমাধিজাত মোক্ষসুখ হইতে ভক্তিসুখ অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ। ভক্তিসুখ ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণের কৃপামাধুর্য্যদ্বারা প্রকটিত। সাযুজ্যমুক্তি-সুখ সর্ব্বদা কেবল অস্ফুট, সুতরাং ক্ষুদ্র ও একাকার। ভক্তিসুখ একরূপ হইয়াও অদ্ভুতরূপে বহুরূপ। শ্রীহরির মহা-ভক্তিবিলাস মাধুরীভর। সুতরাং তদুভয় প্রকার সুখ সর্ব্বদা পরস্পর বিপরীত অর্থাৎ প্রতিযোগী। ভক্তিসুখ যাঁহারা আস্বাদন করেন নাই তাঁহাদের পক্ষে অবিতর্ক্য। সর্ব্বদা একরূপ সচ্চিদানন্দঘন হইয়াও সেই পরব্রহ্মমূর্ত্তি ভগবান্ নিজের ভক্তির স্বশক্তিক্রমে শত শত নূতন নূতন বিচিত্র মাধুর্য্য অনুক্ষণ প্রকট করিয়া থাকেন। তাঁহার সেই চিচ্ছক্তি ভক্তেতর ব্যক্তির পক্ষে অবিতর্ক্য।

স্বশক্তিক্রমে শত শত নব বিচিত্রমাধুর্য্য প্রকটনই পারব্রহ্ম্য বা পরব্রহ্মতা এবং পারমৈশ্বর্য্য বা পরমেশ্বরতা। ইহাই ভক্তগণের প্রতি শ্রেষ্ঠতর করুণার প্রান্তসীমাপ্রকাশ। ইহাই ব্রহ্মসুখের ধিক্কারকারী ভক্তিস্বভাবোদিত

ভক্তদিগের নিবিড় মধুরানন্দানুভূতির শেষাবস্থা। সেই বিশেষ-বিচিত্রতা-সম্পন্ন ভগবান্ নিত্য বিরুদ্ধধর্ম্মসম্পন্ন—নিত্য নির্ব্বিশেষ হইয়াও নিত্য সবিশেষ। ইহা কেবল তদীয় অচিন্ত্যশক্তিদ্বারাই সিদ্ধ হয়। ক্ষুদ্র জৈববুদ্ধিতে ইহার প্রকৃষ্টরূপ অনুভূতি হয় না। স্বীয়-ভক্তবাৎসল্যক্রমে ভক্তদিগের সেই সেই বিষ মধুরানন্দলহরী সম্পত্তি প্রদান করিবার জন্য বহুতর বিশেষ বিস্তার করিয়াছেন। একস্বভাব হইয়াও প্রকৃতিরহিত আত্মতত্ত্বে ধ্রুবতর নিত্যভক্তগণের বিচিত্র অখিলকরণবৃত্তিবৈভব প্রকট করিয়াছেন। মায়াপ্রকৃতির কালদেশাদি পরিচ্ছেদাতীত পরম নিত্য অপ্রাকৃত বিশেষ বৈচিত্র্য বিধান করিয়াছেন। ইহাই অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বমূলক বিশিষ্ট ব্যাপার বিশেষ।

"নিত্যৈশ্বর্য্য, নিত্য নানা বিশেষ, নিত্যশ্রী, নিত্যভৃত্যসঙ্গ, নিত্যভক্তি, নিত্যধাম, নিত্যাদ্বৈতব্রহ্মরূপ এই সমস্ত গুণবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে মুমুক্ষা-বুভুক্ষাদি ভক্তিবিঘ্ন হইতে রক্ষা করেন॥" এই আশীর্ব্বাদ করিয়া কথা শেষ করিতেছেন। তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র ঐশ্বর্য্যের আধার। নির্ব্বিশেষরূপ বিশেষ দ্বারা শুদ্ধাত্মলক্ষণ স্বীয় সচ্চিদানন্দ অঙ্গকান্তিরূপ ব্রহ্মকে প্রকট করিয়া, স্বাংশরূপ বিশেষ দ্বারা পরমাত্মা পরমেশ্বরকে বিশ্বাত্মারূপে প্রকট করিয়া, বিভিন্নাংশরূপ বিশেষ দ্বারা অনন্ত অণুচৈতন্য জীবগণকে প্রকট করিয়া, স্বেচ্ছারূপ বিশেষ দ্বারা একাত্মভূত স্বীয় স্বরূপশক্তিকে চিদচিৎ-প্রকার-ভেদে পরিণত করিয়া, ছায়াশক্তিরূপ মায়াকে জগদধিকর্ত্রী করিয়া নিত্য বিশেষগুণসম্পন্ন। স্বয়ং নিত্য মহালক্ষ্মীপতি বৈকুণ্ঠাধীশ এবং হ্লাদিনী পরশক্তিপতি গোলোক বৃন্দাবনাধীশ; বিচিত্র বিবিধ রসরসিক ভৃত্যসঙ্গ। জ্ঞানকর্ম্মাদি তুচ্ছকারী নিত্যভক্তির আশ্রয়ভূত। নিত্য-অদ্বৈত-খণ্ডন সচ্চিদানন্দপরব্রহ্মরূপবিশিষ্ট। সেই কৃষ্ণ ব্যতীত আর কেহ রক্ষাকর্ত্তা নাই, তিনিই রক্ষা করুন।

ভগবদ্ভক্তি রসই মহারস। ইহাতে পণ্ডিতগণ কখনই কর্ক্কশ তর্ককণ্টক প্রয়োগ করিবেন না। যেননা, এই রস অতি সুকুমার। তথাপি আমরা এই রসে যে কিছু বিতর্ক-কণ্টক আনিলাম তাহার দুইটী তাৎপর্য্য। এক তাৎপর্য্য এই যে, বহির্ম্মুখ তার্কিকগণ প্রায়ই নির্ব্বাণ-মার্গরত। তাঁহারা বিতর্ক-ব্যতীত কিছুতেই প্রবৃত্ত হন না। তাঁহারা আমাদের এই বিতর্কদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নিজ মতের নিতান্ত দৌর্ব্বল্য বিচার করত ভক্তিরসে প্রবৃত্ত হইবেন। দ্বিতীয় তাৎপর্য্য এই যে, বহু নবীনভক্ত ভগবদ্ভক্তিতে শ্রদ্ধাপ্রযুক্ত প্রবিষ্ট হইয়াও বহির্ম্মুখতর্কানুরোধ করেন। তাঁহাদের সংশয় নিবৃত্তিহেতু এত তর্কমিশ্রিত কথাগুলি বলা হইল। ইহা আলোচনা করিলে অখিল সংশয় দূর হয় এবং নবীন ভক্তগণ আনন্দ লাভ করেন।

প্রীতির তারতম্যে ভগবৎপ্রকাশ ও ভক্ত তারতম্য। স্বর্গে ইন্দ্র বামনরূপী ভগবান্ বিষ্ণুর অংশপ্রকাশ অর্চ্চনসেবা ও কীর্ত্তনাদিদ্বারা ভগবৎ সাক্ষাৎকার ও সেবা লাভ করেন। তাহাও ক্ষণকালের জন্য। ইহা প্রেমময় সাক্ষাৎকার নহে, ভক্তির দ্বারাও নহে, পূর্ণাবির্ভাবও নহে। ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মাকর্তৃক যজ্ঞদ্বারা সহস্রশীর্ষ যজ্ঞাধিষ্ঠাতা মহাপুরুষরূপী ভগদংশ যজ্ঞভাগ গ্রহণ রূপ সন্তোষ প্রদান করেন (প্রেম নহে)। এ স্থানে ভক্তি বা প্রীতি নাই। শ্রীশিব ভক্তিদ্বারা শ্রীসঙ্কর্ষণদেবের আরাধনা দ্বারা মোক্ষদাতৃত্ব-শক্তিপ্রাপ্ত 'দাস্যপ্রেমী'। শ্রীবৈকুণ্ঠবাসী ভক্তগণ বিধিভক্তিদ্বারা ঐশ্বর্য্যমার্গে শ্রীনারায়ণের উপসনা দ্বারা শান্ত, দাস্য ও সখ্যার্দ্ধ (গৌরবসখ্য) পর্য্যন্ত লাভ করেন। তন্মধ্যে শ্রীমহালক্ষ্মী শ্রেষ্ঠা। তদপেক্ষা শ্রীপ্রহ্লাদ বাৎসল্য-ভক্তিদ্বারা (বৈধ) শ্রীনৃসিংহ ভগবানের (পরাবস্থস্বরূপের) বাৎসল্যপ্রেম লাভ করেন। তৎকৃপায় বলির সৌভাগ্য লাভ। তাঁহাদের ভগবদ্দর্শন নিত্য নহে। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যরূপ বৃহদ্ব্রতধারী শ্রীহনুমান শুদ্ধা দাস্যভক্তি দ্বারা সেবা করিয়া পরাবস্থস্বরূপ ভগবদ্বিগ্রহ শ্রীসীতা-রামের উপাসনা দ্বারা দাস্যপ্রেম লাভ করেন (গৌরব)। তাঁহার ভগবদর্শন নিত্য নহে। পাণ্ডবগণ সখ্যভক্তি-দ্বারা (গৌরব) সেবা করিয়া 'সখ্যপ্রেমী'। তন্মধ্যে অর্জ্জুন শ্রেষ্ঠ। বিদুর ও স্বধর্ম্মপরায়ণ শুষ্কজ্ঞানীভক্ত ভীষ্মের সৌভাগ্য পাণ্ডবগণের সম্বন্ধে। ইঁহাদের ভগবদ্দর্শনও নিত্য নহে। গীতার উপদেশ যথাশ্রুত অর্থ—শুষ্ক-

জ্ঞানীর সুখপ্রদ, কিন্তু শুদ্ধভক্তের নহে। যাদবগণ সম্বন্ধানুগ ভক্তিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য ও বৈধ-মাধুর্য্য প্রেমী। তন্মধ্যে শ্রীউদ্ধব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

ব্রজবাসীগণ শুদ্ধ রাগাত্মিকা ভক্তিদ্বারা পঞ্চপ্রকার রসেই মহাপ্রেমী। তন্মধ্যে মধুর-প্রেমিকাগণই শ্রেষ্ঠা। তন্মধ্যে আবার শ্রীরাধাই সর্ব্বোত্তমা পারকীয়াভাবে মাধুর্য্যরসে প্রেমিকা। শ্রীরুক্মিণীদেবীবাক্য—"গোপীগণ ইহলোক ও পরলোকের সকল প্রকার সাধ্য ও সাধনের অপেক্ষারহিত ও অতিশয় ব্যগ্র হইয়া পতিপুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে রাসক্রীড়াদিরূপ অনির্ব্বচনীয় বিলাস সকল দ্বারা সুগোপ্য রীতিতে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তাঁহার উত্তমোত্তম বহুবিধ সাধন দ্বারা সাধ্য ও চিত্তৈকাগ্রতা দ্বারা চিন্তনীয় শ্রীকৃষ্ণে অসাধারণ প্রেমলাভ করিয়া উৎকৃষ্ট সাধনের ও ধ্যানের বিষয় হইয়াছেন। আমরা শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী ও ধর্ম্ম-কর্ম্ম-পুত্র-পৌত্র-গৃহাদি-ব্যগ্রচিন্তা; আমরা পতিভাবে গৌরবান্বিত হইয়াই তাঁহার সেবা করিয়া থাকি; অতএব গোপীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের ভাব আমাদিগের অপেক্ষা অধিক এবং উৎকৃষ্ট হওয়াই উচিত; উক্ত ভাবও আবার আমাদিগের মাৎসর্য্যের বিষয় নহে; পরন্তু প্রশংসনীয়ই; কারণ, উহা আমাদিগের প্রভুর প্রিয়জনাধীনত্বরূপ মাহাত্ম্যই প্রকাশ করিতেছে।"

শ্রীকৃষ্ণ বাক্য:—আমি ব্রজবাসীদিগের ইচ্ছানুবর্ত্তী। তোমাদিগকে (দ্বারকার মহিষীগণকে) পরিত্যাগ করিলে যদি ব্রজবাসিগণ আপনাদিগের মঙ্গল ভাবেন, তাহা হইলে, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, সত্য সত্যই এখনই আমি তাহাই করিব। ব্রহ্মার প্রামাণিক বাক্য; "আমি ব্রজবাসিগণের প্রত্যুপকারে অসমর্থ, অতএব আমি তাঁহাদিগের নিকট ঋণী। যদিও আমি তাঁহাদিগের প্রীতির নিমিত্ত ব্রজে যাই ও বাস করি, তথাপি তাঁহাদিগের স্বাস্থ্য লাভ হইবে না। তাঁহারা আমাকে দর্শনমাত্র প্রগাঢ় ভাবের উদয়ে বিহ্বল ও মোহিত হইয়া দেহদৈহিক সমস্ত বিষয়ই বিস্মৃত হইয়া থাকেন। তাঁহারা তদবস্থায় আপনাকেও অনুসন্ধান করেন না, অন্যের কি কথা! আমাকে দেখিলেও মদ্বিরহ জন্য দুঃখের শান্তি হয় না; কারণ, আমার বিচ্ছেদ-চিন্তায় আকুলচিত্ত ব্রজবাসীদিগের সুখের নিমিত্ত আমি যে কিছু মধুর বিহারাদির অনুষ্ঠান করি; তৎসমস্তই তাঁহাদিগের ঐ দুঃখকে তৎক্ষণাৎ দ্বিগুণ করিয়া তুলে। আমি তাঁহাদিগের অদৃশ্য হইলে, তাঁহারা কখন প্রদীপ্ত বিরহানলে বিহ্বল হয়েন, কখন মৃতবৎ অবস্থান করেন, কখন উন্মাদাভিভূত হইয়া বিবিধ মধুরভাব আশ্রয় করিয়া থাকেন। তাঁহারা আমার বর্ণসদৃশ তিমিরপুঞ্জাদি যাহা কিছু অবলোকন করেন, তাহাকেই মদ্বুদ্ধিতে চুম্বন ও আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। অতএব আমার ব্রজে অবস্থান ও অনবস্থান উভয়ই সমান দেখিয়া সেইস্থানে গমন করিতেছি না। তবে যে তোমাদিগকে বিবাহ করিয়াছি, তাহার কারণ,—এই রুক্মিণীকে দর্শন করিয়া আমার গোপীগণের স্মৃতি আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। তখন মৎপ্রাপ্তিকামনায় কাত্যায়নীব্রতপরায়ণা অষ্টোত্তরশতাধিকষোড়শসহস্র গোপকন্যার সহিত তোমাদিগের সংখ্যার সাদৃশ্য দেখিয়া, তদ্দ্বারা আমার মনকে কিয়ৎপরিমাণে সুস্থ করিবার নিমিত্ত, আমি তোমাদিগকে এই স্থানে বিবাহ করিয়াছি। আমার সেই সকল মহাসুখ ও সেই মহামহিমা আমাকে ত্যাগ করিয়া নিজোচিত ব্রজস্থানেই গমন করিয়াছে। আমি সেই সেই মহামোহন লোকগণের সঙ্গে চিত্রাতিচিত্র, রুচির বিহার-সমূহদ্বারা আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়া রাত্রিদিবস জানিতে পারি নাই। আমি ব্রজে বাল্যক্রীড়াকৌতুকসহকারেই প্রধান প্রধান দৈত্যের বধসাধন করিয়াছি; দুষ্ট কালীয়কে দমনপূর্ব্বক দূরীভূত করিয়াছি, বামকরে অনায়াসে গিরিবর গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছি। আমি ব্রজে এরূপ সন্তোষার্ণবে নিমগ্ন ছিলাম যে, ব্রহ্মাদি দেবগণ আমার স্তব ও বন্দন করিতে প্রবৃত্ত হইলেও আমি তাঁহাদিগের দর্শন ও সম্ভাষণ দুঃখজনক বোধ করিয়া দেবকার্য্যসকল বিস্মৃত হইয়াছিলাম। আমি ব্রজে অপূর্ব্ববেশ, রূপ ও বংশীরবামৃত দ্বারা ব্রজবাসিগণের কথা দূরে থাকুক, অখিল বিশ্বসংসারকেই প্রেমভরে বিমোহিত করিয়াছিলাম। স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণিসকল, চেতন ও অচেতন নিখিল প্রপঞ্চ প্রেমপ্রবাহোত্থ সাত্ত্বিক বিকারসমূহ দ্বারা রুদ্ধ হইয়া স্বীয় স্বীয় স্বভাবের বৈপরীত্য প্রাপ্ত হইতেন। সেই আমি এখন আপনার জ্ঞাতি এই

যাদবগণকেও পরিহাস, ক্রীড়া.ও উৎসবাদি দ্বারাও সেই ভাব প্রাপ্ত করাইতে পারি না। তোমার (সত্যভামার) ন্যায় মানিনীর মানভঞ্জন করাও আমার পক্ষে দুষ্কর হইয়াছে দেখিয়া লজ্জায় প্রিয়া মুরলীকে ত্যাগ করিয়াছি। আমি ব্রজে যেরূপ লীলা করিয়াছিলাম এবং যেরূপ সুখে অবস্থান করিতাম, এখানে সেরূপ করা বা থাকা ত দূরের কথা ; তাহা বর্ণনা করিতেও পারি না।

প্রেমের লক্ষণ :—প্রেমকৃত প্রিয়জন-বিরহানল-বেগ হইতে যে সন্তাপ জন্মে, তজ্জনিত দুরন্ত শোকের প্রবেশে প্রথমতঃ অন্তরে অতিশয় দুঃখ হয় বটে, কিন্তু পরিণাম সম্ভোগ-সুখ হইতেও প্রশংসনীয় যে এক অনির্ব্বচনীয়, রসিক-জনৈকবেদ্য, মনোরম, আনন্দরাশির স্ফূর্ত্তি হয়, তাহা নিশ্চয়। কারণ, বিরহ জনিত শোক দুঃখের নিবৃত্তির পর চিত্ত সম্যক প্রসন্ন হইয়া সম্ভোগসুখসম্পন্নের ন্যায় মহাসুখে অবস্থান করিতে থাকে। শ্রীকৃষ্ণবিরহবিধুরচিত্ত পুনশ্চ তাদৃশ ভাবই ইচ্ছা করিয়া থাকে এবং সেই ভাবের কোন প্রকারে অভাব হইলে, অত্যন্ত দুঃখিতও হইয়া থাকে। যাঁহাদিগের মতে এই বিষয়টি রুচিকর হয় না, তাঁহারাও প্রিয়জনের স্মারক বিষয়কে পরমোপকারক বিবেচনা করিয়া থাকেন। কোন প্রকারে প্রিয়জনের স্মরণকার্য্যকে জীবনদান বলিয়াই জানিতে হইবে ; কারণ প্রাণাধিক জনের কখনও যে বিস্মরণ, তাহা মরণ হইতেও নিন্দনীয়। যদিও নিজ জীবনতুল্য প্রিয়জনের কদাপি বিস্মরণ সম্ভব হয় না, তথাপি তাঁহার স্মৃতি উৎকৃষ্ট জীবনের ন্যায় আনন্দ দান করিয়া থাকে।

প্রেমিক ভক্তের (শ্রীনারদের) প্রার্থনা ;—"হে কৃষ্ণচন্দ্র, আনন্দাস্পদ ভবদীয় অনুগ্রহে ভক্তিতে ও প্রেমে যেন কখনও কাহারও তৃপ্তি না হয় ; এবং তোমার কৃপাপ্রাপ্ত ভক্তজনের বিচিত্র চরিত্র অনুভব ও তাঁহাদের তারতম্য অবগত হইতে পারি।

হে ব্রজাঙ্গনগণ—প্রেমসরোবর-সঞ্চরণশীল রাজহংস, যেন গোকুলাব্ধি সমুত্থিত সেই সেই পরম অনির্ব্বচনীয় বেশ ও আচরণ দ্বারা প্রকাশিত মধুর হইতেও সুমধুর তোমার নামামৃত অবিরত পান করিতে করিতে মত্ত ব্যক্তির সদৃশ চেষ্টাবিশিষ্ট হইয়া সমস্ত লোককে আনন্দিত করিয়া জগতের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে পারি।"

"যে কোন ব্যক্তি কৃতনিশ্চয় হইয়া বাক্যদ্বারা, নেত্রদ্বারা, কর্ণদ্বারা বা অন্য কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গদ্বারা একবারও তোমার সেই ক্রীড়াভূমিসকল স্পর্শ করেন, তিনি গোপীকুচকলসগত কুঙ্কুম দ্বারা বিলসিত ত্বদীয় চরণ যুগলে নিত্য প্রেমভক্তি লাভ করিতে পারেন। (ইহা জীব প্রতি প্রেমিকের কারুণ্য)॥"

প্রেমিকভক্তগণ কৃষ্ণরসাবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণের ও তাঁহার সেবকসেবিকাগণের (প্রেমময়) নাম সদা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। কিন্তু অতিবিস্তৃত, সর্ব্ববিলক্ষণ, পরমপ্রকটিত প্রেমানলশিখার তাপে দগ্ধ গোপীগণের নামকীর্ত্তন করিতে গেলে তাঁহাদিগের স্মরণে তৎসম্বন্ধীয় তীক্ষ্ণ অনল হইতে সমুত্থিত শিখাগ্রকণিকার স্পর্শমাত্র বৈকল্যের উদয় হয় বলিয়া তাঁহাদের নাম মুখে গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া পড়েন।

প্রেমসিদ্ধির ভজনস্থান :—"উদ্ধবাদির ন্যায় ভক্তসকলের পরমৈকান্তিকতা-হেতু তত্তল্লীলাদির অনুভবে মনস্তৃপ্তিতে সুখোৎপত্তি হইয়া থাকে। ভগবানেরও তাদৃশ ভক্তসকলের মনোঽভীষ্ট-পূরণেই সুখোৎপত্তি হইয়া থাকে। অতএব সেই ভক্তসকলের এবং ভগবানের তদনুরূপ ব্যবহারই উচিত হইয়া থাকে। ভক্ত ও ভগবানের এতাদৃশ ব্যবহার বৈকুণ্ঠে হউক বা মর্ত্ত্যে হউক, এ বিষয়ে কোন বৈশিষ্ট্য নাই। প্রেমভক্তির পরিপোষকত্বহেতু বৈকুণ্ঠে সেবকসকলের সচ্চিদানন্দবিগ্রহানুরূপ ব্যবহার হইতে মর্ত্ত্যলোকের পাঞ্চভৌতিক দেহীর ন্যায় ব্যবহার উৎকৃষ্ট, সেইরূপ ভগবানেরও ভক্ত সকলের ইষ্ট-পরিপূর্ত্তিসম্পাদকত্বহেতু লৌকিক-বন্ধু-ব্যবহার, পরমৈশ্বর্য্য-প্রকটন হইতেও উৎকৃষ্ট। এইরূপ সিদ্ধান্তই প্রকৃত শ্লোক বর্ণন করিয়াছেন। প্রেমভক্তিবিশেষে নিষ্ঠাযুক্ত উদ্ধবাদির এই দৈন্য, সপ্রেম-ভক্তির পরম অনুকূল এবং পরমবৃদ্ধি সম্পাদক। সেই ভগবানেরও বিষয়ভোগী গ্রাম্যজনের ন্যায় বিহারাবলীই অনির্ব্বচনীয় প্রেমপ্রকটনে বিশেষ সমর্থ।

প্রেমোদ্রেকের পরিপাকমহিমা সেই পরমেশ্বরকেও সবন্ধু লৌকিকের ন্যায়ই করিয়া থাকে। ভগবানের ও ভক্ত সকলের পরস্পর প্রেমোদ্রেকের পরিপাক হইতেই সেই ভগবান্ নিজ ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়াও কেবল ভক্তবর্গের অভীষ্টপূরণার্থে লৌকিক বন্ধুবিশিষ্টের ন্যায় ব্যবহার করেন। তিনি ভক্তসকলকে বঞ্চিত করিবার জন্য লৌকিক আচরণ করেন না। কারণ তাদৃশ ভক্ত সকলের সমক্ষে চাতুরী স্থির থাকিতে পারে না। যদি বলপরমৈশ্বর্য্য-বিশেষের প্রকটন হইতেই তাঁহার মাহাত্ম্যবিশেষের জ্ঞান হইলেই প্রেমোদ্রেক হইয়া থাকে, লৌকিক-বন্ধুভাবে পুত্রাদিবুদ্ধিতে প্রেমোদ্রেক হইতে পারে না, বিশেষতঃ ভগবান্‌কে পুত্রাদিরূপে জ্ঞান করিলে দোষের সঞ্চার হইয়া থাকে। দশমস্কন্ধে ভগবৎস্তুতিতে শ্রীবসুদেব বর্ণন করিয়াছেন, "ত্বয়ি পরে যদপত্যবুদ্ধিঃ" বিষ্ণুপুরাণে "দেবক্যাশ্চাত্মজপ্রীত্যা"। লৌকিক সবন্ধুর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণে যে ভাব অর্পিত হইয়া থাকে আমি সেই ভাবেরই স্তব করিতেছি। যে ভাব কর্ত্তৃক ভয়-গৌরবাদির বিলোপপূর্ব্বক কৃষ্ণে সৎপ্রেম জনিত হইয়া থাকে। বসুদেবোক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, বসুদেব ভক্তিভর-স্বভাব-জনিত মনের অতৃপ্তি বশতঃ উক্ত শ্লোক বিনয় পুরঃসর কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ভগবানে প্রেমাতিশয়ের যেরূপে বৃদ্ধি হয় সেইরূপ আচরণ করাই কর্ত্তব্য।

প্রয়োজন সিদ্ধি :—শ্রীগোপকুমার বলিলেন, শ্রীনারদপ্রদত্ত শিক্ষানুসারে নিজপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের নাম সকল সংকীর্ত্তন করিতে করিতে এবং সুস্বরে তাঁহার লীলাসমুদয় গান ও চিন্তা করিতে করিতে তদীয় লীলাস্থল সকল অবলোকন করিয়া, যে ভাব ও দশা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহা প্রকাশ করিতে অক্ষম। আমি সর্ব্বদাই মহার্ত্তিভরে রোদন করিয়া কাতরভাবসহিত দিনযামিনী যাপন করিতাম। চিরানুষ্ঠিত বিষয়গুলি সুখের নিমিত্ত কি দুঃখের নিমিত্ত হইয়াছিল, বলিতে পারি না। আমি দাবাগ্নি-শিখাভ্যন্তরে বাস করিতেছি, কিম্বা পরমামৃতের ন্যায় মধুর স্বচ্ছ সুশীতল শ্রীযমুনাজল মধ্যে বাস করিতেছি, কোন প্রকারেই ইহা বলিতে পারি নাই। কোন সময়ে নিশ্চয় করিতে পারি নাই। কোন কোন সময়ে নিশ্চয় করিতাম যে, আমি কোন ধূর্ত্তহস্তে পতিত হইয়াছি। সর্ব্বদা বহু দুঃখরূপ-সাগরে নিমগ্ন হইতাম। কোন সময়ে সুখের গন্ধও আমাকে স্পর্শ করে নাই। এই রূপে বৃন্দাবনের-বিভূষণ-স্বরূপ এই নিকুঞ্জে রোদনসাগরে নিমগ্ন হইয়া মোহপ্রাপ্ত হইলাম। সেই দয়ালুচূড়ামণি অথচ মহাধূর্ত্তবর স্বয়ং সমাগত হইয়া, বংশীসংযুক্ত অমৃত-সুশীতল-করকমল দ্বারা মদীয় গাত্র হইতে ধূলিমার্জ্জন করিতে করিতে নাসারন্ধ্রে অপূর্ব্ব সৌরভ্যভর যত্নপূর্ব্বক প্রবেশিত করিয়া লঘু লঘু সলীল সঞ্চালনপূর্ব্বক আমায় সচেতন করিয়াছিলেন। তদীয় মুখপদ্ম নিরীক্ষণ করিয়া, আমি সসম্ভ্রমে উত্থিত হইলাম এবং হর্ষপূর্ণমানসে তাঁহার মনোহর-পীতবস্ত্র ধরিবার জন্য সমুদ্যত হইলাম। তখন সেই নাগরেন্দ্র স্বীয় লীলাবশে সেই মুরলী বাদিত করিতে করিতে পৃষ্ঠদিকে অপসরণ করিতে লাগিলেন এবং ঝটিতি কোন কুঞ্জমধ্যে লুক্কায়িত হইলেন। আমি ধাবমান হইয়াও তাঁহাকে ধরিতে পারিলাম না। সহসা তাঁহাকে অন্তর্হিত হইতে দেখিয়া মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইয়া শ্রীযমুনা প্রবাহে পতিত হইলাম। যমুনাবেগে সঞ্চালিত হইয়া চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া দেখিলাম, মনোবেগেরও অতিক্রমকারি মহাউর্দ্ধগ কোন যান দ্বারা ও মহাদ্ভুত মার্গদ্বারা কোন দেশান্তরে সমাগত হইয়াছি। চিত্ত স্থির করিয়া বিচারপূর্ব্বক দেখিলাম, আমি বৈকুণ্ঠলোকে উপস্থিত হইয়াছি। পরে সেই বৈকুণ্ঠলোক হর্ষভরে নিরীক্ষণ করিতে করিতেই অযোধ্যাদি পুরীও অতিক্রম করিয়া আমার চিরাশ্রয় সর্ব্বলোকের উপরি বিরাজমান ও প্রকাশমান সেই গোলোক প্রাপ্ত হইলাম।

মর্ত্ত্যভূমিতে শ্রীমথুরামণ্ডলে যাদৃশ অবলোকন করিয়াছিলাম, তথায় তাদৃশই অবলোকন করিলাম; অর্থাৎ পারমৈশ্বর্য্যাদির অভাবে ঐ স্থান পরম প্রেমবিশেষের কারণ হইয়াছিল। সমগ্রদেবতাগণের, লোকপালসকলের, গরুড়াদি পার্ষদ সকলেরও অগম্য সেই গোলোকে ভূমণ্ডলস্থ ভারতবর্ষান্তর্গত আর্য্যাবর্ত্তসম্বন্ধিনী রীতি সূর্য্যোদয়াদি দ্বারা দিব্যগতি, নরভাষা ও আচরণাদি দ্বারা ভৌমীগতি নিরূপণ করিয়া মহাচমৎকারভরে রুদ্ধ ও আনন্দরস-সমুদ্রে নিমগ্ন হইলাম। ক্ষণকাল পরে দেখিলাম, গোপসদৃশ মানবগণ বনে বনে পুষ্পচয়ন করিতেছেন। তাঁহারা

সর্ব্ববিষয়েই বিলক্ষণ। তাঁহাদিগকে দেখিলে মনে হয় যে, কেহ যেন তাঁহাদের চিত্তরূপ-ধন অপহরণ করিয়া লইয়াছে, সেই জন্যই যেন তাঁহারা ব্যাকুল হইয়াছেন। তাঁহাদিগকে দর্শন করিবামাত্রই আমি তাদৃশ ভাবযুক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম। পরমহংসসকলের মনোরথেরও দুর্লভ পরমহর্ষরাশি-সমূহ দ্বারা পরিষেবিতগণ ! কমলাপতিরও প্রণয়ভক্তজন সকলের প্রার্থনীয় দয়ার আস্পদগণ ! পরমদীন এই শরণাগতের প্রতি করুণাভরে দৃষ্টিপাত করুন। আপনারা কৃপাপূর্ব্বক বলুন, এই রাজ্যের নৃপতি কে ? তাঁহার গৃহই বা কোথায় ?

এই প্রকারে বারম্বার সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে অগ্রবর্ত্তী হইয়া গবাবাস সকল নিরীক্ষণ করিলাম। সমীপেই মাধুরীসারের পরীপাক শোভিত এক পুরী নিরীক্ষণ করিলাম। তাহার চতুর্দ্দিকে গোপীদিগের ভূষণশিঞ্জায় সুমধুর দধিমন্থনধ্বনি এবং অদ্ভুত গীত শ্রবণ করিলাম। অগ্রে দেখিলাম এক বৃদ্ধ ব্যগ্রতারসহিত অবিচ্ছেদে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া কীর্ত্তন ও রোদন করিতে করিতে নিবিষ্টচিত্তে একাকী অবস্থান করিতেছেন। প্রযত্নচাতুর্য্যে তাঁহা হইতেই গদ্গদাক্ষর শ্রবণ করিলাম। তিনি বলিলেন, ইহা শ্রীকৃষ্ণপিতা গোপরাজের পুর। আমি গোপুরে উপবিষ্ট হইয়া অন্য কর্ত্তৃক অদৃষ্ট অশ্রুত লক্ষ লক্ষ বার বহুপ্রকার আশ্চর্য্য অবলোকন করিলাম। সেই পুরবাসিগণ পরমানন্দপূর্ণ অথবা দুঃখরাশিযুক্ত, ইহা নিশ্চয় করিতে পারিলাম না। তথায় সমস্তই মর্ত্ত্যালোকস্থ মথুরামণ্ডল হইতে অভিন্ন।

তথায় সমাগত এক বৃদ্ধা বলিলেন, শ্রীনন্দনন্দন প্রাতঃকালে গো বয়স্য এবং অগ্রজ বলদেবের সহিত বনে বিহার করিতে গিয়াছেন। মাদৃশ ব্রজবাসিবৃন্দের প্রাণদাতা এখনই সন্ধ্যাকালে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। পরে শুনিলাম, গো সকলের হাম্বারবে সুললিততর, লীলাগীতের ষড়জাদি স্বর ও মল্লারাদি রাগযুক্ত, জগদ্বিলক্ষণ বিবিধ মূর্চ্ছনাদি ভঙ্গীদ্বারা শোভিত এবং সেই ব্রজবাসিবৃন্দের পরমাকর্ষণসংযুক্ত মোহজনক মুরলীধ্বনি। যে মুরলী-ধ্বনি-প্রভাবে তরুশ্রেণী হইতে রসের দীর্ঘধারা নিঃসৃত হইতেছিল; আভীরপল্লীবাসী সকল শরীরীর নেত্র হইতে অশ্রু-প্রবাহ নির্গত হইতেছিল, মাতা, মাতৃস্বসৃ, ধাতৃসকল এবং বৃদ্ধা সকলের স্তন হইতে ক্ষীর ক্ষরিত হইতেছিল, কালিন্দীর প্রচল জলবেগও প্রতিকূলবাহী হইয়াছিল। আমি বলিতে পারি না যে সেই বংশী গরল উদ্গীরণ করিতেছে অথবা অমৃতরস উদ্গীরণ করিতেছে; সেই বংশীনাদ বজ্রবৎ কঠোর অথবা জলবৎ তরল (কোমল), জ্বলিতাগ্নি হইতে অতি উষ্ণ অথবা সুধাংশু হইতেও শিশির। কারণ যে নাদ শ্রবণ করিবামাত্র অখিল ব্রজবাসী উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছিলেন।

অনন্তর দেখিলাম, গৃহনিঃসৃতা কতিপয় ব্রজযোষিৎ শ্রীনন্দনন্দের নীরাজনার্থ দীপসর্ষপাদি সামগ্রী হস্তে গ্রহণপূর্ব্বক গমন করিতেছেন; অপর কেহ কেহ শিরোপরি অলঙ্কার মাল্য অনুলেপনাদি উপভোগ-সামগ্রী ও নবনীত শিখরিণী প্রভৃতি খাদ্যসামগ্রী গ্রহণপূর্ব্বক গমন করিতেছেন। অন্যান্য ব্রজাঙ্গনা সম্ভ্রমরূপ-বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া কিছুরই অপেক্ষা না করিয়া, বেণুনাদমিশ্র ধেনুসকলের হাম্বারব যে দিক্ হইতে শ্রবণ করা যাইতেছে, সেইদিকে গমন করিতেছেন। কোন ব্রজাঙ্গনা বিপরীতভাবে ভূষণ সকল ধারণ করিয়া গমন করিতেছেন। কেহ বা নীবীবন্ধনে কেহ কেহ কেশবন্ধনেই ব্যাকুলা। অন্য কতিপয় ব্রজসুন্দরী স্থাবরভাব প্রাপ্ত হইলেন, অপর কেহ কেহ বিমোহিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। কোন কোন ব্রজসুন্দরী মূর্চ্ছিতা হইলেও অশ্রুলালাযুক্ত-মুখে সখীগণ কর্ত্তৃক নীয়মান হইয়া গমন করিতেছেন। প্রেমভরে সমাকুল অপর কোন ব্রজসুন্দরীকে সখীগণ দেখাইতেছেন, হে সখি ! ঐ দেখ শ্রীনন্দনন্দন আসিতেছেন। বিচিত্র বেশ বস্ত্র ও কান্তি দ্বারা ভূষিতা রমারও সৌভাগ্য-দর্প-খর্ব্বকারিণী সেই ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীনন্দনন্দনের নাম ও ঈহিত অর্থাৎ চেষ্টা গান করিতে করিতে যমুনাতটে আশ্রয় লইতেছেন। অনন্তর আমি কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়াই দ্রুতগামিনী সেই ব্রজসুন্দরী সকলের সহিত অগ্রসর হইলাম।

অনন্তর দূর হইতে দেখিলাম সেই মধুর মুরলী-ধারী শ্রীদামাদি সখাবৃন্দ ও পশু সমূহ হইতে দ্রুত নিঃসৃত হইয়া "হে শ্রীদামন্! ঐ দেখ তোমার কুল-কমল-ভাস্কর আমার প্রিয়সুহৃৎ স্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়াছি" এই কথা বলিতে বলিতে মন্দ মন্দ আগমন করিতেছেন। দেখিলাম, সেই মুরলীধারী আরণ্যবেশধারী। গমনকালে কদম্বমালা ও কর্ণভূষণাদি আন্দোলিত হইতেছে। গাত্রে অম্বরযুগল ও মস্তকে ময়ূরপিচ্ছ-নির্ম্মিত মুকুট শোভিত হইতেছে। নিজ গাত্রের সৌরভে দশদিক্ আমোদিত করিতেছেন। তাঁহার বিকসিত মুখ-কমলে লীলাময়ী স্মিতশ্রী দীপ্তি পাইতেছে। কৃপাবলোকন-হেতু নয়নারবিন্দ উল্লসিত হইতেছে। বিচিত্র সৌন্দর্য্যরাশিই তাঁহার মুখ্য ভূষণস্বরূপ হইয়াছে। তাঁহার করপদ্মের অঙ্গুলিদল গোরজশ্চুরিত চঞ্চল অলক সকলের সম্বরণেই ব্যগ্র হইতেছে। ধরাতলে শোভাতিশয় প্রদানার্থ ভূমিস্পর্শি নৃত্যবিলাসগামি কোমল শ্রীপদপদ্মদ্বয় উল্লাসবশতঃ বেগভরে উচ্চালিত করিয়া মনোহর হইতেছেন। গোলোকস্থ নিত্যপ্রিয়বর্গ কর্ত্তৃক চিত্ত দ্বারা গ্রহণীয় অদ্ভুত অপার মহত্ত্বের সাগরস্বরূপ সেই মুরলী-ধারী কৈশোর-সংযুক্ত গাত্ররূপমেঘ-কান্তি দ্বারা দশদিক উজ্জ্বলিত করিতেছেন।

তাঁহার অবলোকনে প্রেম বিমোহিত হইলে এই দীনলোকের প্রিয়তায় নিয়োজিত সেই মুরলীধারী সবলে লম্ফ দিয়া সমীপে আগমনপূর্ব্বক আমার কণ্ঠধারণ করিয়া সহসা ভূপতিত হইলেন। ক্ষণকাল পরে আমি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে যত্নপূর্ব্বক তাঁহার বাহুবন্ধন হইতে কণ্ঠ নিষ্কাশিত করিয়া উত্থিত হইয়া দেখিলাম, তিনি রাজোময় বর্ত্ম অশ্রুলালায় পঙ্কিল করিয়া ভূপতিত হইয়া আছেন। গোপীগণ সমাগত হইয়া শোকাকুল-স্বরে বলিতে লাগিলেন, কে এ স্থলে আগমন করিয়াছেন? কে এমন কার্য্য করিলেন? কে আমাদের প্রাণনাথকে এই দশায় উপনীত করিলেন? ব্রজবাসিবৃন্দ একস্বরে বলিতে লাগিলেন, "হায়! আমরা হত হইলাম"। তাঁহারা আমাকে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই মায়াবিবর কংসনৃপতির ভৃত্য। এইরূপে বারম্বার বিলাপ ও রোদন করিতে করিতে পীড়িতহৃদয়ে শ্রীনন্দনন্দনকে পরিবেষ্টন করিলেন। অনন্তর পৃষ্ঠদেশে গোপসমুদয় সমাগত হইয়া তাঁহাকে তাদৃশ অবস্থাযুক্ত দর্শনপূর্ব্বক করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। সেই ঘোর ক্রন্দনধ্বনি দূর হইতে শ্রবণ করিয়া ব্রজস্থ বৃদ্ধ নন্দাদি গোপসকল, পুত্রবৎসলা-যশোদা এবং অন্যান্য বৃদ্ধাগণ ও দাসীসকল 'হা হা' রবে বিলাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ধেনুসকল, বৃষ ও বৎস-সকল এবং কৃষ্ণসারাদি মৃগগণ তথায় আগমনপূর্ব্বক তাঁহার সেই দশা দর্শন করিয়া রোদন-কাতর হইয়াছিল। সেই পশুগণ অশ্রুধারায় মুখমণ্ডল বিধৌত করিতে লাগিল। স্নেহপূর্ব্বক মৃদু মৃদু আগমন করিয়া বারম্বার শ্রীনন্দনন্দনের গাত্র আঘ্রাণ ও লেহন করিতে-ছিল। তখন পক্ষিগণও ঊর্দ্ধদেশে দুঃখিত হইয়া ভ্রমণ করিতেছিল। তাহারা কোলাহলচ্ছলেই বারম্বার রোদন করিতেছিল। বৃক্ষাদি স্থাবরগণও দুঃখে উত্তপ্ত হইয়া যেন শুষ্ক হইয়া গেল। তৎকালে চরাচর সকলেই মৃতপ্রায় হইয়াছিল।

তখন আমিও মহাশোকসমুদ্রে মগ্ন হইয়া পরম ব্যথিত হইয়া স্বকর্ত্তব্যও বিস্মৃত হইয়া তাঁহার পাদযুগল নিজমস্তকে স্থাপন করিয়া বহুপ্রকার বিলাপ করিয়াছিলাম। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের-ন্যায়ই বেশ ও বয়ঃক্রমযুক্ত নীলাম্বর গৌরকান্তি শ্রীমান্ বলদেব দূরদেশ হইতে সভয়ে ও বেগে তথায় উপস্থিত হইলেন। পরমাভিজ্ঞগণের চূড়ামণি সেই শ্রীবলদেব অনুজের তাদৃশ অবস্থায় রোদন করিয়া ক্ষণকালপরে ধৈর্য্যবশতঃ ইতস্ততঃ দৃষ্টি-নিক্ষেপে আমাকে অলোকন করিয়া নিজ চেষ্টায় মদীয় বাহুযুগল অনুজের কণ্ঠে সংলগ্ন করিয়াদিলেন। এবং মদীয় হস্ত দ্বারা তদীয় শ্রীঅঙ্গ সম্মার্জ্জিত করাইলেন এবং বিচিত্র কাকু দ্বারা উচ্চৈঃস্বরে আমাকে তাঁহার আহ্বানও করাইলেন। পরিশেষে আমা-কর্ত্তৃকই তিনি তাঁহাকে ভূতল হইতে উত্থাপিত করিলেন।

অনন্তর তিনি অচিরজাত অশ্রুধারায় পরিমুদ্রিত শ্রীনেত্রপদ্ম বিকাশিত করিয়া আমাকে দেখিবামাত্র হর্ষভরে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া লজ্জিত হইলেন। বহুকাল পরে নয়নগোচর

প্রাণপ্রিয় সখার ন্যায় আমাকে প্রাপ্ত হইয়া সেই প্রভুবর স্বীয় বামকর-কমল দ্বারা আমার কর ধারণপূর্ব্বক বিচিত্র বিচিত্র প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। অবশেষে শ্রীমান্ সমবেত ব্রজবাসিবৃন্দকে সমানন্দিত করিয়া গজগমনে ব্রজবরে প্রবেশ করিলেন। শ্রীনন্দনন্দনের বিয়োগে কাতর বন্য মৃগগণ অন্যত্র গমনে অশক্ত হইয়া প্রভাতে পুনর্ব্বার প্রভুদর্শনাশায় ব্রজদ্বারেই রাত্রি যাপন করিতে লাগিল। বিহঙ্গগণ অদর্শনে দুঃখে কোলাহল ও রোদন করিতে করিতে নির্গত হইল।

অনন্তর পুত্রযুগল-নিরীক্ষণ করিয়া শুভ্রবস্ত্র শোভিতা যশোদা ও রোহিণীর স্তন হইতে ক্ষীর ও নয়ন হইতে অশ্রুধারা নির্গত হইতেছিল। তাঁহারা অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের প্রতি অঙ্গে মুহুর্মুহু নীরাজন করিয়া স্নেহভরে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আমাকে অন্তঃপুরে লইয়া জননীকে প্রণাম করাইলেন। শ্রীযশোদা অপূর্ব্ব প্রেমভর অবলোকনে হর্ষভরে পুত্রের ন্যায় আমাকে লালন করিয়াছিলেন। পরে সুচতুর রসিক শেখর-চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ স্নানকালে গোপযুবতিগণের সহিত বিচিত্র রস-বিলাসাস্বাদনাদি করিয়া নানা প্রকারে সরহস্যে ভোজনাদি সমাপন করিয়াছিলেন। আমি কৃষ্ণপ্রেমভরে পীড়িত-ব্যক্তিগণের পরম-প্রীতিদায়ক বিদগ্ধশিরোমণির সেই লীলাসকল অবগত হইলাম। অনন্তর তিনি যথাবিধি আচমনপূর্ব্বক লীলাভরে উত্তম তাম্বুল চর্ব্বণ করিয়া শ্রীরাধিকাকে দেখিতে দেখিতে তাম্বুলচর্ব্বিত আমার মুখে প্রদান করিলেন। স্নেহাতুরা জননী ভুক্তজারক মন্ত্রসকল পাঠ করিতে করিতে বামপাণিতল দ্বারা তাঁহার উদর বারম্বার লঘু লঘু মার্জ্জন করিতে লাগিলেন।

ক্ষণকাল ব্রজসুন্দরীবর্গের সহিত সকামে বিহার করিয়া জননী কর্ত্তৃক শয়নার্থ পুনঃপুনঃ আহ্বানে শয়নালয়ে অনর্ঘ্য-রত্নকাঞ্চন-খচিত অতি সুন্দর পল্যঙ্ক উপরি দুগ্ধফেণনিভ-তুলিকা-সংযুক্ত শয্যায় বহুরত্ননির্ম্মিত প্রাসাদশ্রেষ্ঠে মৌক্তিকমালাবৃত চিত্রবিতানে উপশোভিত, অগুরু-ধূপ-বাসিত রম্যপ্রকোষ্ঠে যাইয়া শয়ন করিলেন। সেই বিদগ্ধা শ্রীরাধিকা সংস্কারপূর্ব্বক তাম্বুলপুট তাঁহার মুখমধ্যে প্রদান করিতেছিলেন। চন্দ্রাবলী ও শ্রীললিতা লীলাভরে তাঁহার পাদ সম্বাহন করিয়াছিলেন। কোন গোপী বীজনার্থ চামর, কেহ বা তাম্বুল-সমুদয়, কেহ বিভাগক্রমে পতদ্গ্রহ সমুদয় (পিকদানী), কেহ কেহ বা সুবাসিত মধুর জলপূর্ণ ভঙ্গারিকা-সমুদয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ শ্রোত্রমনোহর সংকীর্ত্তন, গীত ও বাদ্য বাদিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের কৌতুক বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই সৌহার্দ্দপরিপূর্ণ হইয়া তাঁহাকে পরিসেবিত করিলে তিনি তাঁহাদের সকলকেই পরস্পরের অলক্ষ্যে অভ্যভীষ্ট তাম্বুল-চর্ব্বিত প্রদান করিলেন।

মহাধূর্ত্তসমাজের শিরোমণি স্বব্যবহারে প্রিয়াবৃন্দকে সন্তোষিত করিলেন এবং শ্রীরাধিকার প্রেমবার্ত্তায় সুনির্বৃত হইয়া নিদ্রিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ কোন সংজ্ঞা দ্বারা তাঁহাদিগকে সঙ্কেতিত করিলে তাঁহারা সকলেই হর্ষপরিপ্লুত হইয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন। অনন্তর শ্রীদাম সেই স্থানে আগমন করিয়া যত্নসহকারে আমাকে স্বীয়গৃহে লইয়া গেলেন। তাঁহার নিশাকালীন অন্যান্য ক্রীড়া বর্ণন করিতে অক্ষম।

পরদিন প্রভাতে শ্রীকৃষ্ণ জাগরিত হইলে শ্রীযশোদা শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে স্নান করাইলেন ও বিবিধ দ্রব্য ভোজন করাইলেন। গোপী সকলের সুখবার্ত্তায় ক্ষণকাল বিশ্রাম করাইয়া জননী পুত্রের শুভ বন-প্রয়ানের অনুষ্ঠান সকল করিতে লাগিলেন। ভাবি-বিচ্ছেদ-চিন্তায় অন্তরার্ত্ত গোপীগণ দিব্যমঙ্গল গীত গান করিতে করিতে পূর্ণকুম্ভাদি স্থপন করিলেন এবং দধি অক্ষত লাজাদি মঙ্গলদ্রব্য বিকিরণ করিতে লাগিলেন। জননী এক পীঠোপরি শ্রীবলদেবের সহিত পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে নিবেশিত করিয়া বনগমনোচিত ভূষণ সকল, গারুড়মণি, ব্যাঘ্রনখ, অভিমন্ত্রিত রক্ষাডোর, বিশল্যকরণী প্রভৃতি ঔষধি সকল গাত্রে পরিধাপিত করিলেন। বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী ও বৃদ্ধা গোপীগণ কর্ত্তৃক শুভাশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিয়া তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বরবিজ্ঞানার্থ নাসাগ্রে হস্তাঙ্গুলি-নিক্ষেপরূপ যাত্রাবিধি সম্যক্ অনুষ্ঠান করিলেন।

জননী কর্তৃক প্রদত্ত মাধ্যাহ্নিক ভোগ্য শ্রীদামের হস্তে অর্পণ করিয়া বেণু বাদিত করিতে করিতে গোসকলের সহিত অগ্রসর হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত সখিত্ববিষয়ে উপযুক্ত সহচরবর্গ ঘোষ হইতে দলে দলে বিভক্ত হইয়া স্ব স্ব ভোজ্যাদি গ্রহণপূর্ব্বক তথায় সমাগত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ কোন সময়ে তাঁহাদের সহিত বংশী, কদাচিৎ পত্রবাদ্য বহুপ্রকারে বাদিত করিতে করিতে প্রকাশিত হইতে লাগিলেন। অগ্রজ বলদেবের সহিত অবস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ চামর, ছত্র, পাদুকা, ব্যজন, আসন, ভোগ্য, পেয়, কন্দুক, তাল, মৃদঙ্গ প্রভৃতি ক্রীড়াসাধন-সামগ্রী-সংযুক্ত নর্ত্তন ও স্তবনশীল সহচরবৃন্দ সহ হর্ষ অনুভব করিয়াছিলেন। অগ্রে জ্যেষ্ঠ বলদেব, পশ্চাতে আমি (স্বরূপ গোপকুমার), গমন করিয়াছিলাম। বিরহদুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার প্রেমপাশবদ্ধ গোপীরাও সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। কোন ভাবপ্রভাবে (গোপীকর্তৃক-নিরীক্ষণজনিত) স্বেদযুক্ত পুত্রমুখ প্রথমতঃ হস্তদ্বারা পশ্চাৎ বস্ত্রাচঞ্চলদ্বারা সম্মার্জ্জনা করিতে করিতে জননীর স্তন হইতে ক্ষীরধারা নিঃসৃত হইতেছিল। সেই স্নেহাতুরা জননী বহির্দ্বার পর্যন্ত পুত্রের অনুগমন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক কথিত হইয়া দুই তিন পদ যাইতে না যাইতেই জননী গ্রীবাদেশ বক্র করিয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। নিমেষ পরেই হৃদয়ে পুত্রস্নেহ সঞ্চারিত হওয়ায় কিঞ্চিৎ বিস্মরণের ছলে পুনর্ব্বার ব্যগ্র হইয়া পুত্রসমীপে গমন করিলেন। পুত্রের মুখে ও হস্তে তাম্বুল সমর্পণ করিয়া নিবৃত্ত হইতে না হইতে পূর্ব্বের ন্যায় গ্রীবা ফিরাইয়া নিরীক্ষণ করিয়া পুনঃ বেগভরে গমন করিলেন। পথি মধ্যে ফলাদি কিঞ্চিৎ ভোজন করাইয়া গৃহে যাইতে যাইতে পুনরায় পুত্রসমীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। জননী পুনর্ব্বার পুত্রের বেশভূষা ও বস্ত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যথাযোগ্য সন্নিবেশিত করিয়া গমন করিতে করিতে পুনর্ব্বার সমাগত হইলেন এবং দুঃখিত হইয়া পুত্রকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। হে বৎস! অতিদূরে দুর্গম অরণ্যে গমন করিও না। কণ্টকাকীর্ণ বনাভ্যন্তরে কদাপি প্রবেশ করিও না। জননী কাকুবাক্যে নিজের শপথ প্রদানান্তর উক্তকার্য্য নিষেধ করিয়া কহিলেন, "হে তাত! রাম! তুমি অনুজের অগ্রে গমন করিবে। হে শ্রীদামন্! তুমি স্বরূপের সহিত তোমার সখার পৃষ্ঠদেশে থাকিবে, হে অংশো! তুমি কৃষ্ণের দক্ষিণদেশে থাকিবে, হে সুবল! তুমি বামদেশে থাকিবে। এইরূপে জননী দন্তে তৃণ-সংযোগ-পূর্ব্বক বারম্বার প্রার্থনা করিয়া পুত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। স্নেহভরে ব্যাকুল বুদ্ধি জননী এইরূপে বারম্বার যাতায়াত করিয়া, স্নেহবিষয়ে পরমস্নিগ্ধা নবপ্রসূতা সুরভিকেও জয় করিলেন।

পুত্র তাঁহার পাদগ্রহণ পূর্ব্বক প্রণাম ও আলিঙ্গন করিয়া প্রযত্নপূর্ব্বক বিবিধচ্ছলে ও নিজশপথ প্রদান করিয়া তাঁহাকে নিবর্ত্তিত করিলেন। তখন জননী বনসমীপে এক উচ্চস্থানোপরি আরোহণ করিয়া চিত্রিতের ন্যায় দূর হইতে পুত্রকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই সময় তাঁহার স্তন হইতে স্নেহবশে ক্ষীর ও নেত্রযুগল হইতে অশ্রুধারা গলিত হইতে লাগিল।

গোপীগণ পশ্চাতে গমন করিতে লাগিলেন। ভাবি বিচ্ছেদদুঃখে তাঁহাদের কণ্ঠ বাষ্পবেগে রুদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহারা গান করিতেও অক্ষম হইলেন। গমনকালে পদস্খলন হইতেছিল, অশ্রুধারায় দৃষ্টিরুদ্ধ হইল। সেই সময় তাঁহারা লজ্জা ও ভয়বশতঃ অলিঙ্গনাদি করিতে বা 'আপনার বিরহে আমরা কিরূপে জীবিত থাকিব?' ইত্যাদি কিছু বলিতে পারেন নাই। এই অবশ্যম্ভাবি-দুঃখের প্রতীকারে অসমর্থা সেই অবলাগণ মহা-শোকসাগরে নিপতিতা হইয়াছিলেন। যাঁহারা ব্রজ হইতে দূরদেশে আগমন করিয়াছেন, সেই ব্রজাঙ্গনাগণের হৃদয় ও ঈক্ষণ তিনি হরণ করিয়া লইলেন এবং অতিপ্রযত্নে নিবর্ত্তিত করিয়া, গ্রীবা ফিরাইয়া বারম্বার তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন নিবিড় বনে প্রবেশ করিবেন, তখন তিনি স্বয়ংই ব্যগ্রতাবশতঃ গ্রীবা বক্র করিয়া সপ্রেম-দৃষ্টিদ্বারা বারম্বার নিরীক্ষণ করিয়া, তাঁহাদিগকে আশ্বাসিত করিয়া ভ্রূসঙ্কেতাদি দ্বারা তাঁহাদের হৃদয়ে লজ্জা ও ভয় সঞ্চারিত করিলেন। সেই ব্রজাঙ্গনাগণ দুঃখভরে স্তম্ভিত হইয়া যশোদার অগ্রে তাঁহারই ন্যায় কোন উচ্চস্থানে অবস্থিত হইলেন।

পুরোহিত্যাদি-ব্রজজনবেষ্টিত স্বভাবস্নিগ্ধ বল্লভেন্দ্র শ্রীনন্দমহারাজ পত্নীর পুত্রবাৎসল্য অবলোকন করিয়া স্নেহোদ্রেকযুক্ত হইলেন এবং পুত্রের প্রতি সমগ্র-ব্রজবাসীর এমন কি ব্রজগোপীগণের সেই স্নেহভর বিলোকন করিয়া উপনন্দাদির সহিত দূরে অনুগমন করিয়াও পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। পুত্রবিচ্ছেদে কাতর হইয়া যুগপৎ বলদেবের সহিত পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া বারম্বার স্নেহপূর্ণ-হৃদয়ে পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ ও অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বহু বহু কর্ত্তব্য (ব্রজজনের আশ্বাসন ও রক্ষণ) নির্দ্দেশপূর্ব্বক পিতাকে প্রস্থাপিত করিলেন। শ্রীনন্দও গ্রীবা বক্র করিয়া যতক্ষণ দেখাগেল কৃষ্ণকে নিরীক্ষণ করিয়া অবস্থান করিলেন। যখন আর শৃঙ্গাদি কোন শব্দও শ্রুত হয় না তখন অগত্যা পদব্রজে বার্ত্তাহারী সকল নিয়োজিত করিয়া ব্রজাঙ্গনা সহ পত্নী যশোদাকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক গৃহে প্রস্থাপিত করিয়া নিজেও ব্রজে প্রত্যাগমন করিলেন। বিরহব্যথিত ব্রজাঙ্গনাবর্গ শ্রীনন্দনন্দনের সেই সেই বিলাসাবলী গান করিতে করিতে ব্রজে প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহার সঙ্গমধ্যানেই দিনক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তি স্থান সকলে গোচারণ করিতে করিতে এবং যমুনায় গোসকলকে জলপান করাইতে করাইতে কতই ক্রীড়া করিয়াছিলেন এবং সায়ংকালে সেইরূপই নিজ ব্রজে প্রত্যাগন করিয়া সেই ব্রজেশ-তনয়ব্রজবধূবর্গসহ ক্রীড়া করিয়াছিলেন। যদিও নন্দপুরী শ্রীনন্দীশ্বর প্রদেশে বর্ত্তমান আছে, তথাপি কৃষ্ণমতানুবর্ত্তী শ্রীগোলোকবাসিগণ সর্ব্বদা নিকুঞ্জাদিতেই বাস করিতে সাগ্রহে অভিলাষ করিয়া থাকেন। শ্রীগোলোকে বাস করিয়া যে আনন্দ ও সুখ অনুভূত হইয়া থাকে, সেই আনন্দ ও সুখ কীদৃক, ইহা ব্যক্ত করা যাইতে পারে না।

ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্যহেতু মুক্ত সকলের সুখ হইতে বৈকুণ্ঠবাসিগণের সুখ মহৎ। বৈকুণ্ঠসুখ হইতে অযোধ্যার সুখ মহৎ। তদপেক্ষা দ্বারকার সুখ মহৎ। রসবিশেষের তারতম্য এই সুখতারতম্যের কারণ। গোলোকবাসি সকলের যে সুখ, তাহা সকল সুখ হইতেই অধিকাধিক। তাদৃশ সৌহার্দ্দের একমাত্র বিষয় অবিচ্ছেদে সেই সুখের অনুভাবক গোলোকবাসিগণই প্রভুর সেই তত্ত্ব অবগত হইয়া থাকেন।

নিত্য বৈকুণ্ঠপার্ষদগণ নিত্যপ্রিয় গোপরাজ শ্রীমন্ নন্দাদিরই অবতারস্বরূপ। স্বর্গাদিতে বর্ত্তমান দেবগণ সেই বৈকুণ্ঠবসিরই প্রতিরূপ। প্রপঞ্চান্তর্গতত্ব-হেতু মায়িকের ন্যায়ই দেবগণ প্রতীত হইয়া থাকেন, এজন্য তাঁহাদিগকে প্রতিরূপ বলিয়াও বর্ণিত হইয়াছে। দেবগণকে অবতার বলিয়াও বর্ণন করিলেন না। বৈকুণ্ঠবাসিগণ গোলোকবাসির অবতার। স্বর্গস্থ দেবগণ বৈকুণ্ঠবাসিগণের প্রতিরূপ। সুতরাং স্বর্গবাসী দ্রোণবসু গোলোকবাসি-নন্দের অবতারের প্রতিরূপ। এই জন্য ভাঃ দশমস্কন্ধে নন্দকে দ্রোণবসুর অবতার বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। যেমন ক্রীড়াচিকীর্ষু-বিষ্ণুর অর্থাৎ উপেন্দ্রের প্রীত্যর্থে ধরাতলে বারম্বার দেবগণের অবতার হইয়া থাকে, সেইরূপ শ্রীগোলোকে বর্ত্তমান নিত্যপ্রিয় গোপরাজ শ্রীনন্দেরই অবতার বৈকুণ্ঠে নন্দনামা নিত্যপার্ষদ। তাঁহারই প্রতিরূপ দেবসমাজে দ্রোণনামে বসু। সেই গোলোকস্থ নন্দই পৃথিবীতে কদাচিৎ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এইরূপ শ্রীগোলোকে শ্রীবলরাম, বৈকুণ্ঠে শেষনামে নিত্যপার্ষদ, দেবসমাজে সপ্ত-পাতালবর্ত্তী ধরণীধর। পৃথিবীতে সেই মূল বলরাম কদাচিৎ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। সেইরূপ গোলোকে শ্রীদামা, বৈকুণ্ঠে নিত্যপার্ষদ গরুড়, দেবসমাজে বিনতানন্দন। পৃথিবীতে সেই শ্রীদামই কোন সময়ে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। গোলোকে শ্রীবসুদেব দেবকী, বৈকুণ্ঠে সুতপা পৃশ্নি, দেবসমাজে কশ্যপ অদিতি। সেই বসুদেব দেবকীই কোন সময়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। অন্যান্য স্থানেও এইরূপ বিচার করিতে হইবে।

কৃষ্ণের অবতারসমূহ যেমন অবতারীর সহিত অভিন্ন, সেইরূপ নিত্যপ্রিয়-গোপরাজ শ্রীনন্দাদির অবতার সকলও অবতারীর সহিত অভিন্ন। কারণ, অংশী হইতে অংশ অভিন্ন। নন্দাদির অবতার সকলও কাল অনুসারে,

কার্য্য ও স্থানানুসারে কৃষ্ণেরই ন্যায় কখন অংশরূপে, কখন বা পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। যেমন শ্রীকৃষ্ণ সত্যযুগের আদিতে পৃথিবী-উদ্ধারার্থ অংশরূপে বরাহশরীর ধারণ করিয়াছিলেন এবং দ্বাপরের শেষভাগে নিজপ্রেমভক্তি বিস্তারহেতু সুখক্রীড়া-বিশেষের জন্য শ্রীমথুরায় পূর্ণরূপে অবতরণ করিয়া থাকেন। সেইরূপ নন্দাদিরও অবতার-বিষয়েও ক্রম জানিতে হইবে। সেই গোলোকস্থ নন্দাদি কোন রসবলে অর্থাৎ পরমপ্রেমময়-ক্রীড়াবিশেষের বলে আকৃষ্ট হইয়া নিজ-নাথসহ কোন স্থলে অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা করিলে, পরমেশ্বরের ন্যায়ই নিজ নিজ অবতারবর্গসহ ব্রহ্মদত্ত-বরাদিরূপ-ছলবিশেষে ঐক্যপ্রাপ্ত হইয়া প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন। সেই সময় তাঁহাদের অবতারগণও তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই জন্যই মুনিগণ বলিয়াছেন যে, দ্রোণাদিই নন্দাদিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন।

শ্রীবৈকুণ্ঠলোক হইতে পরমোৎকৃষ্টমাহাত্ম্যবিশিষ্ট সেই শ্রীগোলোকে কংসাদি দৈত্য কিরূপে স্থান পাইতে পারে, দৌরাত্ম্য করিতে পারে? কিরূপে তথায় অচেতন কাষ্ঠাদিময় শকটাদি ও ধূলি প্রভৃতি অবস্থিত হইতে পারে? তদুত্তরে—বৈকুণ্ঠলোকে সমস্তই অনবদ্য অর্থাৎ বানরাদি জন্তু ও তৃণাদি বস্তু সচ্চিদানন্দময়। সেইরূপ গোলোকেও কংসাদি দৈত্যও শকটাদি বস্তুবৃন্দ সচ্চিদানন্দময়। কেবল প্রভুর বিনোদনার্থই তাহারা তত্তদ্রূপ ধারণ করিয়াছে। তথায় কোটি গোপবালক, বৃদ্ধ ও তরুণ সকলেই বিবেচনা করেন যে, আমিই কৃষ্ণেই মহাপ্রিয়, অপর ব্যক্তি কৃষ্ণের প্রিয় নহেন। শুধু তাদৃশ বিবেচনামাত্র নহে, তাদৃশ কৃষ্ণের প্রতি ব্যবহারও করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের প্রতি তাদৃশ বিশুদ্ধ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

তথাপি কাহারাও কদাচ তৃপ্তিলাভ হয় না; পরন্তু দীনতাজননী বিবিধা প্রেমতৃষ্ণা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে। তথায় কোটি কোটি গোপিদিগের প্রত্যেকেরই তাঁহার প্রতি পরা প্রীতি বর্ত্তমান আছে। তাঁহারও তাঁহাদের প্রতি কৃপাশক্তি বর্ত্তমান আছে। শত শত যুক্তিবলে নিশ্চিত হইয়াছে যে, এই গোপিগণ শ্রীকৃষ্ণের যাদৃশ প্রিয়, তাদৃশ প্রিয় গোলোকে বা অন্য কুত্রাপিও বর্ত্তমান নাই। তথাপি যখন তিনি যাঁহার প্রতি নিরীক্ষণ করেন, সেই সময় প্রতীত হয় যে, ইনিই কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়া। সকল গোপিকাই পরমপ্রেম-বিশেষের উপযুক্ত। কারণ ক্রীড়াসুখ-পরম্পরা সর্ব্বদা অনুভব করিলেও বিবেচনা করিতেন যে, আমার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তা নাই। "এতাদৃশী খেদবুদ্ধিই প্রেমপরিপাকের পরিচয়" গোপীগণ প্রত্যেকেই চিন্তা করিয়া থাকেন যে, আমার কি এমন সৌভাগ্য হইবে যে, শ্রীকৃষ্ণ আমায় অধমদাসী বলিয়া গণনা করিবেন? গোপসকলও পরমপ্রিয়তম হইলেও আপনাকে শ্রীকৃষ্ণের দাসবর বলিয়াই গণনা করিয়া থাকেন। "ইহা দ্বারা গোপিসকল হইতে গোপীদিগের ভাববিশেষ সূচিত হইল।" যদিও বৈকুণ্ঠবাসিদিগের ভক্তিস্বভাববলে শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দের ভজনানন্দ বিষয়ে তৃপ্তি নাই, তথাপি সেই বৈকুণ্ঠ-পার্ষদগণ প্রত্যেকেই চিন্তা করিয়া থাকেন যে, আমাদের সকলের উপরি পরমশক্তিমান্ শ্রীভগবানের কৃপারাশি নির্ব্বিশেষে বর্ত্তমান আছে। এই জন্যই বৈকুণ্ঠবাসী অপেক্ষা গোলোকবাসিগণের উৎকৃষ্টতা। গাঢ় প্রেমরসের প্রকৃতিগত অদ্ভুত গভীর এই মহিমা মহৎ সকলও তর্ক করিয়া নিশ্চয় করিতে পারেন নাই।

একদা শ্রীনন্দনন্দন যমুনাতীরে বিহার করিতে করিতে শ্রবণ করিলেন যে, কালিয়নাগ পুনঃ আপন হ্রদে আগমন করিয়াছে। তৎক্ষণাৎ তিনি একাকী তথায় গমন করিয়া বেগভরে জলে পতিত হইলেন এবং সেই কৌতুকী কালিয়-কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া আপনার কোন অবস্থা প্রদর্শন করাইয়াছিলেন। তাঁহার সহচর গোপসকল কালিয়হ্রদে তাঁহাকে চেষ্টারহিত অবলোকন করিয়া মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন। ধেনুসকল, বৃষ, বৎসতর, গ্রাম্যপশু সকল ও অরণ্যপশু সকল তীরে অবস্থিত হইয়া কৃষ্ণমুখোপরি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক মহাকরুণস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। পক্ষিগণ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে তথায় পতিত হইতে লাগিল এবং বৃক্ষাদি সকলও শুষ্ক হইয়া গেল। অতিদারুণ ত্রিবিধ মহোৎপাত সকলও আবির্ভূত হইল। প্রভুকর্ত্তৃক অন্তরে প্রেরিত হইয়া কোন বৃদ্ধ ব্রজমধ্যে

গমন করিয়া ঘোর আর্ত্তনাদ ও উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে সেই বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। এবং পূর্ব্বেই ব্রজে মহাভয়ঙ্কর মহোৎপাতে ঘোষবাসিগণ কৃষ্ণের অমঙ্গল হইয়াছে চিন্তা করিয়া কৃষ্ণের অন্বেষণে বাহির হইলে, শ্রীবলরাম 'মিথ্যা মিথ্যা' বলিয়া মৃতপ্রায় দ্রুত-গমনশীল ব্রজবাসিদিগকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন ও মাতা রোহিণীকে প্রবোধ দিয়া গৃহরক্ষণে নিয়োজিত করিলেন। নিজে দ্রুতগতিতে ব্রজবাসিবর্গের সহিত হ্রদতীরে উপস্থিত হইয়া অনুজের প্রভাব অবগত হইলেও ধৈর্য্যরক্ষা করিতে পারিলেন না। কাষ্ঠপাষাণ-বিদারণকারী বিবিধ বিলাপ করিতে করিতে মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর প্রাণি সকলের আর্ত্তিপূরিত মহাক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া ধীর-শিরোমণি শ্রীবলদেব চেতন প্রাপ্ত হইয়া চেতন প্রাপ্ত নন্দ যশোদার হ্রদে প্রবেশোদ্যত ও কাতর অবস্থাকে শান্ত করিতে সবলে অক্ষম হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া সগদ্গদ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন—"হে কৃষ্ণ, এই নন্দাদি ব্রজবাসিবর্গ বৈকুণ্ঠপার্ষদ গরুড়াদি নহেন, অযোধ্যানিবাসী শ্রীহনুমানাদি বানরও নহেন। এমন কি দ্বারকানিবাসী শ্রীমান্ উদ্ধবাদি যাদবও নহেন। ইহারা গোলোকবাসী, আপনিই ইঁহাদের একমাত্র জীবন। এই কারণ আমিও ইঁহাদিগকে রক্ষা করিতে অসমর্থ। এই ব্রজবাসি-বৃন্দ যে পর্য্যন্ত প্রাণহীন না হয়েন, এই বিবেচনা করিয়া হে দয়াময়! আপনি এই বিনোদ পরিত্যাগ করুন। অন্যথা গোষ্ঠজনের একমাত্র মিত্র! হে কৃষ্ণ! আপনিও শোকাতুর হইবেন। কারণ আপনার স্বভাবও অতি কোমল।

তখন ব্রজবাসিগণের সম্ভ্রম দেখিয়া সেই প্রভু আত্মকৌতুক পরিত্যাগপূর্ব্বক কালিয়ের ফণাবন্ধন হইতে বহির্গত হইয়া কালিয়ের বিস্তীর্ণ সহস্র সহস্র ফণাতে আরোহণ করিয়া প্রেয়সী গোপিকাগণকে সত্বর অন্যের অলক্ষ্যে আরোহণ করাইয়া মহাদ্ভুত রঙ্গে তাঁহাদের সহিত দিব্য গীত বাদ্য ও বিচিত্র নৃত্য কৌতুক বিস্তার করিয়া রাস-বিলাস-জনিত সুখ লাভ করিয়াছিলেন। এই রহস্য ক্রীড়া তাঁহার অদ্ভুতপ্রভাবে নন্দাদি অবলোকন করিতে পারেন নাই। তটোপরি বর্ত্তমান নন্দাদি বলরাম কর্ত্তৃক প্রবোধিত হইয়া কৃষ্ণকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক হর্ষ ও বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ কালিয়কে দমন করিয়া স্তবকারিণী নাগপত্নীগণের উত্তরীয়বস্ত্রে দীর্ঘ লাগাম নির্ম্মাণ করিয়া কালিয়ের নাসাবিদ্ধ করিয়া বামহস্তে লাগাম ধরিয়া দক্ষিণহস্তে বেণুবাদন করিতে করিতে ইতস্ততঃ চালিত করিতে লাগিলেন। অসংখ্য মুখদ্বারা ফণীন্দ্র কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া হ্রদ হইতে নিঃসৃত হইলেন। মহাশ্চর্য্যতর নিখিল অদ্ভুত কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা সেই ভগবান্ গরুড়েরও দুষ্প্রাপ্য-মহাপ্রসাদপংক্তি-লাভে মহাপ্রহৃষ্ট কালিয় হইতে গোপবধূ-বর্গসহ অবতরণ করিলেন। ভগবান্ সেই কালিয় মস্তকোপরি স্বীয় চরণচিহ্ন অর্পণ করিয়া কালিয়ের প্রতি অনুগ্রহ চিরস্মরণীয় করিয়াছেন।

করুণরসাদি-মিশ্রিত বীর-রস-লীলা বর্ণনা করিয়া শুদ্ধ বীর-রস-লীলা বর্ণন করিতেছেন। কোন সময়ে দুষ্ট কংসের প্রিয় অনুচর কেশি ও অরিষ্ট নামে অসুরদ্বয় একত্রে ব্রজে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহাদের ভয়ে গোপ-গোপীসকল আর্ত্তনাদ করিলে শ্রীকৃষ্ণ বাহ্বাস্ফোট-পুরঃসর বীরদর্পে অগ্রসর হইয়া কেশিকে পাদপ্রহারে দূরে নিক্ষেপ করিয়া বৃষকে (অরিষ্টকে) নাসিকাবদ্ধ করিয়া গোপীশ্বর শিবলিঙ্গ সম্মুখে স্থাপন করিলেন। এবং কেশির উপর শ্রীকৃষ্ণ আরোহণ করিয়া এবং বয়স্যবর্গকে আরোহিত করাইয়া বিচিত্র কুর্দ্দন-কৌতুক প্রদর্শনপূর্ব্বক পৃথিবীতে ও আকাশে ভ্রমণ করিতে করিতে নানাপ্রকার ক্রীড়া করিয়াছিলেন। এইরূপ মথুরা গমনরূপ পরম-করুণ-রসাদি আস্বাদন করিয়া থাকেন ও ব্রজবাসী-দিগের সহিত—অখিলরসামৃতমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোলোকে নিত্য প্রেমী পার্ষদগণকে নানাপ্রকার রসাস্বাদন করাইয়া থাকেন। সেই গোলোকবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রেমরূপ কালকূটে বিমোহিত হইয়া সেই লীলাকে সর্ব্বদাই অপূর্ব্ব বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। এই জন্যই সেই ব্রজবাসিবর্গের প্রেমাবেশের আবেগ সংযোগ-বিয়োগে নিরন্তর উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সকলের তথায় অনুসন্ধান তিরোহিত হইয়া যায়। তাদৃশ মহামোহন মাধুরীরূপ-নদীধারার সমুদ্রে নিমজ্জনহেতু এবং তাদৃশ প্রিয় প্রেমরূপ-মহাধনাবলী-লাভে উন্মত্ততাহেতু কাঁহারা কোন্ সামগ্রী না বিস্মৃত হয়েন? তথায় কি মহাশ্চর্য! অভিজ্ঞ শেখর অর্থাৎ চিদ্ঘনবিগ্রহ সেই প্রভুও নিজপ্রিয়দিগের

প্রেম-সমুদ্রে সংপ্লুত হইয়া কৃতবিষয় ও কার্য্যবিষয়ের কিঞ্চিন্মাত্রও সর্ব্বদা অনুসন্ধান করিতে পারেন না। কোন সময়ে সেই প্রেমের অনুকূল কিঞ্চিন্মাত্রের স্মরণও করিয়া থাকেন।

প্রভুপাদপদ্মের সচ্চিদানন্দময়ী সেই সেই পরিবারযুক্ত সেই নিত্যলীলা তদীয় সেবা কর্ত্তৃক যেন আকৃষ্যমান হইয়াই স্বয়ং প্রবর্ত্তমান হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ মধুপুরী গমন করিলে মাদৃশ জনসকল প্রভুর আদেশক্রমে স্বসদৃশ নন্দাদির সহিতই সেই ব্রজেই বাস করিয়া থাকেন। কারণ মধুপুরীতে অসদৃশ-জন-সংসর্গে মনোদুঃখ উপস্থিত হইতে পারে। গোলোকের এইরূপই স্বভাব যে, কৃষ্ণসঙ্গ ব্যতীতও সেই ব্রজেই অবস্থান করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে। কাহারও কোন সময়ে স্থানান্তরে গমনাদি করিতে ইচ্ছা হয় না। গোলোকে যে দুঃখ বর্ত্তমান আছে, সেই দুঃখসকল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখেরও মস্তকোপরি বারম্বার নৃত্য করে এবং তথায় যে শোক বর্ত্তমান আছে, সেই শোকও সমগ্র আনন্দ-রাশির উপরি পুনঃ পুনঃ নৃত্য করিয়া থাকে। এইরূপে তথায় বাস করিয়া চিরবাঞ্ছিত ও বাঞ্ছাধিক পরমফল অবিরত চিত্ত-পরিপূরণপুর্ব্বক অনুভব করিলেও বস্তুস্বভাব-বলে কদাপি তৃপ্তি লাভ হয় না। এই জন্যই আমি ব্রজাঙ্গনাগণের কুচকুঙ্কুমে পরিব্যাপ্ত তাঁহার মনোহর পাদপদ্মদ্বয় লেশপরিমিত কালের জন্যও পরিত্যাগ করিতে পারি না।

সেই ভগবান্ এই দীনতর জনে মাধুর্য্যনিষ্ঠার যে কৃপারূপ প্রসাদ অর্পণ করিয়াছেন, তাহা অন্যত্র অসম্ভব, এই জন্য কুত্রাপি ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য নহে। তথাপি শ্রীরাধার আজ্ঞাক্রমে তোমার হিতার্থেই ব্যক্ত করিলাম। আমি এইরূপে তথায় বহুকাল বাস করিয়া মর্ত্ত্যলোকস্থ শ্রীমথুরামণ্ডলকেও তাদৃশ অবলোকন করিয়াছিলাম। অর্থাৎ গোলোকতত্ত্বের অনুভব দ্বারা মথুরামণ্ডলের তত্ত্ব অনুভব সিদ্ধ হয়। এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত এই যে, জ্ঞানপর সকলের ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞান দ্বারা যেমন আত্মানুভব সিদ্ধ হয়, তদ্রূপ গোলোকজ্ঞানে মথুরামণ্ডলের জ্ঞান সিদ্ধ হয়। এই কারণেই মহাবাক্যে 'তত্ত্বমসি' আদিতে তৎপদের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই মথুরামণ্ডল সেইরূপে সেই সেই শ্রীযুক্ত গোপগোপী গো পশু পক্ষি কৃমি পর্ব্বত নদী তরু লতা গুল্মাদি দ্বারা পরিব্যাপ্ত। এই মথুরা মণ্ডল সেই গোলোকের ন্যায়ই শ্রীমৎকৃষ্ণচন্দ্র কর্ত্তৃক বিস্তার্য্যমাণ তাদৃশ ক্রীড়াশ্রেণীতে মণ্ডিত হইতেছে। এই জন্য আমি দুই স্থানেই অবস্থান করি। ঊর্দ্ধ অধোলোকে গমনাগমন কারণে যৎকিঞ্চিৎ দুঃখ হৃদয়ে সঞ্চারিত হয় বটে, কিন্তু লোকদ্বয়ে আশক্তি বশতঃ আমি স্পষ্ট অনুভব করিতে পারি না। এই স্থানদ্বয় হইতে অন্য কোন স্থানকে আমার দৃষ্টি শ্রবণ এবং মন স্পর্শও করে না, অন্য কোন স্থানে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বা তাঁহার নন্দাদির ন্যায় ভক্ত সকল বর্ত্তমান আছেন, ইহা আমার হৃদয়ে ধারণাও হয় না।

কোন সময়ে যদি বৈকুণ্ঠাদিবাসি লোকের সহিত দর্শন হয়, তাঁহাদিগকে দেখিয়া প্রতীতি হয় যে তাঁহারাও বুঝি শ্রীকৃষ্ণবিরহে ব্যথিত আছেন। কোন সময়ে সেই বৈকুণ্ঠাদিলোক-বাসিগণে ব্রজবাসি-লোকের সাদৃশ্য ও ভাব অবলোকন না করিয়া আমার হৃদয়ে যে অনুতাপ উপস্থিত হইত, তাহাতেই পরম প্রেম প্রকাশিত হওয়াতে পরম সুখের সঞ্চার হইত। অহো! নিখিল-ভুবন-বাসি লোক সকলের পুজনীয় সেই নন্দাদি লোক সকল কর্ত্তৃক সর্বদা অনুভবনীয় গোলোকরূপ মহৎপদার্থের কতগুলি বিবরণ প্রকাশ করিব? অতএব গোলোকের অখিল পরিকরকে আমি পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি।

সেই প্রেম অতি সুদুর্ল্লভ, সেই প্রেমের বিষয় বা আশ্রয় বা তদনুগ যদি কেহ কৃপাপুর্ব্বক সেই প্রেম প্রকট করেন, তাঁহার কৃপায় ও প্রবল আর্ত্তি ও লালসান্বিত হইয়া সেই কৃপা লাভের যত্ন করেন তবে তাহা সঞ্চারিত হইতে পারে। সেই মহৎ-সঙ্গম-মাহাত্ম্য পরমাদ্ভুত ও অত্যন্ত দুর্ব্বিতর্ক্য। সেই ভগবদ্ভক্তজনের সঙ্গই সকল পুরুষার্থশ্রেণীর মস্তকে বারবার নৃত্য করিয়া থাকে। অতএব মহৎসঙ্গ সর্ব্বসাধনবর্গের শ্রেষ্ঠ।

যদিও শ্রীভগবৎ-প্রসাদে গোলোকগমন ও তৎপ্রেম লাভ সম্ভূত হইতে পারে, তথাপি সাধকসকলের তত্তৎ-প্রাপ্তিবিষয়ে সাধন শ্রদ্ধা আসক্ত্যাদি নিমিত্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে। সাধন শ্রদ্ধাদি-বিষয়ে ঔদাসীন্য হইলে

শ্রীভগবানের প্রসাদই সম্ভূত হইতে পারে না। গোলোকে গমন করিবামাত্র সেই নাথের অর্থাৎ শ্রীমদনগোপালদেবের সহিত পরম অনির্ব্বচনীয় বিবিধ সুমধুর অসমোর্দ্ধ আলিঙ্গন চুম্বনাদি যাহা অন্যত্র কুত্রাপি লভ্য নহে সেই ক্রীড়া সকল অবিচ্ছেদে সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। মর্ত্ত্যলোকস্থ শ্রীমথুরা মণ্ডলের শ্রীগোলোকসহ অভিন্ন হইলেও ভৌম মথুরা-মণ্ডল গমন করিবামাত্র কাহারও সকল সময়ে বিবিধ রতি সিদ্ধ হয় না। কিন্তু যখন কোন দ্বাপর-যুগের অন্তে শ্রীগোলোক নাথ প্রকট হইয়া অবতীর্ণ হয়েন, তখন তথায় গমন করিবামাত্র সকলেরই তাদৃশ বিবিধ-রতি লাভ হইতে পারে। অন্য সময়ে কদাচিৎ কথঞ্চিৎ কোন ব্যক্তির তাদৃশ সিদ্ধি হইতে পারে। অর্থাৎ শ্রীগোপীনাথের যিনি প্রিয়তমা, তাঁহারই কৃপারাশিবলে কাঁহারও তাদৃশ সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। অতএব যাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণভক্তিই প্রিয়, মোক্ষাদি প্রিয় নহে, তাদৃশ শ্রীগোপীনাথের প্রিয়তমের কৃপায় সেই প্রেম লাভ হইয়াছে, তাদৃশ মহৎগণের পাদরজঃ যত্নপূর্ব্বক সংগ্রহ করিতে হইবে।

যে গোলোক বৈকুণ্ঠেরও উপরি ভাগে বিরাজমান। যে গোলোক গোপীরমণের চরণ প্রতি প্রেমরাশির প্রকাশ দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়, যে গোলোক বাঞ্ছার ও বাঞ্ছার উপরি বর্ত্তমান কোন গুরুফলের প্রাপ্তির বিষয়স্বরূপ। সেই গোলোকস্থ লোক সকলকে ধ্যান করিলে পরম প্রেম সম্পত্তি নিষ্ঠা উৎপন্ন হইয়া থাকে। উহা ভক্তি দ্বারা শ্রবণ কীর্ত্তন কথন ও ধ্যান করিলেও ঐ পদ লাভ করা যায়।

সেই নিরুপাধিক কৃপাকুল গুরুত্তম শ্রীগোপালরাজ-তনয়কে আমি প্রণাম করিতেছি। যিনি স্বয়ংই ভক্তি করাইয়া পরমোপকারীর ন্যায় ভক্তের প্রতি সন্তোষ যুক্ত হইয়া থাকেন।

দ্বিতীয় দ্যুতি

শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের উজ্জ্বলনীলমণি

শান্তাদি মুখ্যরসের বর্ণন শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে করিয়া অতিশয় গূঢ় ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠতম প্রয়োজন পরাকাষ্ঠা মধুর-রস সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হওয়ায়, উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে পৃথকরূপে বিস্তার করিয়া বর্ণন করিতেছেন। এই উজ্জ্বল-ভক্তিরসে শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন নায়ক-চূড়ামণি।

নায়ক-বিভেদ :—সেই নায়ক-চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ ত্রিবিধ। গোকুল, মথুরা ও দ্বারকায় ক্রমশঃ পূর্ণতম, পূর্ণতর ও পূর্ণ। অর্থাৎ গোকুলে পূর্ণতম, মথুরায় পূর্ণতর এবং দ্বারকায় পূর্ণ। ইঁহাদের মধ্যে আবার ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীরোদ্ধত ও ধীরশান্তভেদে পূর্ণতমাদি প্রত্যেক নায়কই চতুর্ব্বিধ। রঘুনাথ-রামচন্দ্রের মত যিনি গম্ভীর, বিনয়ী, যথাযোগ্য সকলের সম্মানকারী এই প্রকার আরও অনেক গুণশালী—তিনি ধীরোদাত্ত। কামদেবৎ যিনি একান্ত-প্রেয়সীবশ, নিশ্চিন্ত, নবযৌবনসম্পন্ন, নৃত্য-গীতাদিনিপুণ—তিনি ধীরললিত। যিনি ভীমসেনের ন্যায় উদ্ধত, আত্মশ্লাঘাপরায়ণ, রোষযুক্ত ও ছলনাদি গুণযুক্ত,—তিনি ধীরোদ্ধত। যিনি যুধিষ্ঠিরের ন্যায় ধার্ম্মিক, জিতেন্দ্রিয়, শাস্ত্র-জ্ঞানসম্পন্ন—তিনি ধীরশান্ত।

আবার পতি ও উপপতিভেদে উক্ত সমস্ত প্রকার নায়কই দ্বিবিধ। ইঁহারা আবার অনুকূল, দক্ষিণ, শঠ ও ধৃষ্টভেদে প্রত্যেকেই চারি প্রকার। এক নায়িকাতেই যিনি অনুরাগী তিনি অনুকূল, অনেক নায়িকাতে যিনি সমব্যবহারী তিনি দক্ষিণ, যিনি প্রেয়সীর সাক্ষাতে প্রিয়কথা বলেন ও অসাক্ষাতে অনিষ্টসাধন করেন তিনি শঠ এবং যিনি অন্য কান্তার সম্ভোগ-চিহ্নে চিহ্নিত হইয়াও ভয়শূন্য ও মিথ্যাবাদী তিনি ধৃষ্ট নায়ক। এইরূপে নায়ক ছিয়ানব্বই প্রকার। ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণে সকল প্রকার নায়কের গুণই বর্ত্তমান।

উজ্জ্বল-রসের স্থায়িভাব প্রিয়তা-রতি। প্রিয়তা-রতি বলিলে সামান্যতঃ ইহাই বুঝা যায় যে, যে প্রীতি প্রেয়সীজনে

'আমার প্রাণপতি' এই অভিমান লইয়া হৃদয়ে প্রকটিত হয়, তাহাই প্রিয়তা-রতি। সেই প্রিয়তা-রতির আশ্রয় প্রেয়সীগণ। কারণ, প্রেয়সীগণেই উক্ত রতি থাকে। অতএব উক্ত প্রেয়সীগণ আশ্রয়ালম্বন। আর প্রিয়তা-রতি নায়কগণকে বিষয় করিয়া আবির্ভূত হয় বলিয়া নায়কগণ বিষয়-আলম্বন। উক্ত প্রিয়তা-রতি গুণ-নাম প্রভৃতির শ্রবণাদিতে উদ্দীপিত হয় বলিয়া গুণ-নামাদি উদ্দীপনবিভাব। উজ্জ্বল-রসে নায়ক-চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন, শ্রীরাধিকাদি-কান্তাবর্গ আশ্রয়ালম্বন এবং গুণনাম-চন্দ্রাদি উদ্দীপন-বিভাব। পূর্ব্বে বিষয়ালম্বন নির্ণীত হইল, অতঃপর আশ্রয়ালম্বন বর্ণিত হইতেছে।

নায়িকা-বিভাগ :—প্রথমতঃ নায়িকা দ্বিবিধ, স্বকীয়া এবং পরকীয়া। কাত্যায়নী-ব্রতপরায়ণা-কন্যকাগণের মধ্যে যাঁহারা গান্ধর্ব্বরীতি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবাহিতা, তাঁহারা স্বীয়া। তদ্ভিন্ন ধন্যাদি-কন্যকাগণ পরকীয়া। প্রৌঢ়া শ্রীরাধাদি কৃষ্ণবল্লভাগণ পরকীয়া। তদ্ভিন্ন কয়েকজন স্বীয়া হইলেও পিতামাতা প্রভৃতির ভয়ে তাঁহারা পরকীয়া। দ্বারকার রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীগণ স্বীয়া।

তদনন্তর উক্ত স্বীয়া পরকীয়া নায়িকাগণ ত্রিবিধ—মুগ্ধা মধ্যা ও প্রগল্ভা। মধ্যা আবার মান-সময়ে ধীরামধ্যা, অধীরামধ্যা ও ধীরাধীরামধ্যাভেদে ত্রিবিধ। যে নায়িকা বক্রোক্তি দ্বারা গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ভর্ৎসনা করেন, তিনি ধীরামধ্যা। যিনি রোষবশতঃ শুধু নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করেন, তাঁহাকে অধীরমধ্যা বলা হয়। আর যিনি বক্রোক্তি-সহকারে ভদ্রোচিত ভর্ৎসন এবং রোষবশতঃ নিষ্ঠুর-ভর্ৎসনকারিণী, তিনি ধীরাধীরা মধ্যা। তিনি শ্রীরাধা। তন্মধ্যে প্রগল্ভা-নায়িকাও ধীর-প্রগল্ভা, অধীর-প্রগল্ভা, ধীরাধীরপ্রগল্ভাভেদে ত্রিবিধ। যিনি নিজরোষ-গোপন-পরায়ণা অথচ শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গন প্রভৃতিতে উদাসীনা, তিনি ধীর-প্রগল্ভা। যেমন ব্রজে চন্দ্রাবলী, পালিকা ও ভদ্রা। যিনি নিষ্ঠুর তর্জ্জন এবং কর্ণোৎপল প্রভৃতি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে তাড়না করেন, তিনি অধীর-প্রগল্ভা। যেমন ব্রজে শ্যামলা। যিনি রোষ গোপন করতঃ কিঞ্চিৎ তর্জ্জন করেন, তিনি ধীরাধীরা-প্রগল্ভা। যেমন ব্রজে মঙ্গলা। মুগ্ধা এক প্রকার মাত্র। মুগ্ধা মান-সময়ে অত্যন্ত রোষবশতঃ মৌন অবলম্বন করিয়া থাকেন। এই প্রকারে তিন প্রকার মধ্যা, তিন প্রকার প্রগল্ভা ও একপ্রকার মুগ্ধা; সর্ব্বসাকল্যে সাতপ্রকার হইল। তন্মধ্যে স্বীয়া এবং পরকীয়া ভেদহেতু নায়িকা চৌদ্দ প্রকার হইল। কন্যকাও মুগ্ধার মত এক প্রকার। অতএব পঞ্চদশ প্রকার নায়িকা সিদ্ধ হইল।

অষ্ট নায়িকা-ভেদ :—অতঃপর নায়িকাগণের অষ্ট অবস্থা বর্ণনা করা যাইতেছে। অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, বিরহোৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা এবং স্বাধীনভর্তৃকাভেদে নায়িকার অষ্টাবস্থা। যিনি সঙ্কেতাদি দ্বারা নায়ক শ্রীকৃষ্ণকে অভিসার করাইয়া থাকেন এবং নিজেও নায়কের উদ্দেশ্যে অভিসার করেন, তিনি অভিসারিকা। যিনি কান্তসঙ্গ-কামনায় কুঞ্জগৃহে সুরত-শয্যা ও আসন প্রভৃতি নির্ম্মাণ করেন এবং মাল্য তাম্বূল প্রভৃতি প্রস্তুত করেন তিনি বাসকসজ্জা। শ্রীকৃষ্ণের বিলম্ব হওয়ায় যিনি বিরহ বশতঃ উৎকণ্ঠিতা হয়েন তিনি বিরহোৎকণ্ঠিতা। কান্ত মিলিত হওয়ার জন্য সঙ্কেত করিয়াও যদি নায়িকাকে বঞ্চিতা করেন, অন্যস্থানে গমন করেন, তবে সেই নায়িকা বিপ্রলব্ধা নামে অভিহিতা হন। প্রাতঃকালে সমাগত অন্যকান্তা-সম্ভোগ-চিহ্নিত নায়ক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যিনি রোষ-পরায়ণা হয়েন, তিনি খণ্ডিতা অর্থাৎ মানবতী। যিনি মান অপগত হইলে পশ্চাৎ শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যাখ্যান করা হেতু সন্তাপযুক্তা হয়েন, তিনি কলহান্তরিতা বলিয়া কথিত হয়েন। কৃষ্ণ মথুরাদি দূরদেশে গেলে যিনি দুঃখার্ত্তা হন তিনি প্রোষিত-ভর্তৃকা। সুরত-ক্রীড়ার পর যনি শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় বেশাদির সংস্কার করিবার জন্য আদেশ করেন, তিনি স্বাধীন-ভর্তৃকা নায়িকা। পূর্বোক্ত পঞ্চদশ প্রকার উক্ত অষ্ট অবস্থা হয় বলিয়া পঞ্চদশকে আটগুণ করায় একশত বিশ প্রকার নায়িকার সংখ্যা হইল। আবার প্রত্যেক নায়িকাই উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভেদে ত্রিবিধ। এই প্রকারে তিনশত ষাট প্রকার নায়িকা সিদ্ধ হইল। বিভিন্ন প্রকারের নায়িকা এই ব্রজসুন্দরীগণের মধ্যে কোন কোন নায়িকা নিত্যসিদ্ধা যেমন—শ্রীরাধা চন্দ্রাবলী প্রভৃতি। কেহ কেহ সাধন-সিদ্ধা। সাধন-সিদ্ধাগণের মধ্যে আবার কেহ কেহ পূর্ব্বজন্মে

মুনি ছিলেন। কেহ কেহ বা পূর্ব্বজন্মে শ্রুতি ছিলেন। কেহ বা পূর্ব্বজন্মে দেবী ছিলেন। ব্রজে কৃষ্ণের কান্তা অনন্ত। অন্ততঃ তিনশতকোটি। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শ্রীশুকদেব-গোস্বামী বলিয়াছেন—'প্রমদা-শতকোটিভিঃ'। কোটিভিঃ এই বহুবচন থাকায় অন্ততঃ তিনশতকোটি স্বীকার করিতে হয়। এ সকল কৃষ্ণ-প্রেয়সীগণের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ভেদসকল বিদ্যমান।

নায়িকাগণের স্বভাবঃ—উক্ত নায়িকাগণের মধ্যে কাহারও কাহারও স্বভাব প্রখর। অতএব তাঁহারা প্রখরা—যেমন শ্যামলা, মঙ্গলা প্রভৃতি নায়িকাগণ। কেহ কেহ মধ্যা অর্থাৎ প্রাখর্য্য ও মৃদুতা দুই-ই তাঁহাদিগেতে আছে। এই জাতীয় কৃষ্ণ-প্রেয়সী হইয়াছেন শ্রীরাধা পালী প্রভৃতি ব্রজবধূগণ। কেহ কেহ মৃদ্বী—যেমন চন্দ্রাবলী প্রভৃতি। তাঁহাদের স্বভাবের সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য প্রভৃতি হেতুক শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীবর্গের মধ্যে সপক্ষ, সুহৃদপক্ষ, তটস্থপক্ষ এবং বিপক্ষ-ভেদে চারিপ্রকার ভেদ বর্ত্তমান উক্ত ভেদচতুষ্টয়ের মধ্যে কেহ কেহ বামা, কেহ কেহ বা দক্ষিণা। শ্রীরাধার সপক্ষ ললিতা বিশাখা প্রভৃতি। ললিতা প্রভৃতি স্বভাবের একান্ত সৌসাদৃশ্য বশতঃ পৃথক্ যুথ না করিয়া শ্রীরাধার সখিত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন। শ্রীরাধার সুহৃৎপক্ষ—শ্যামলা যুথেশ্বরী। তিনি কিঞ্চিৎ সাদৃশ্যবশতঃ শ্রীরাধার স্বভাবের সম্মানকারিণী, অতএব সুহৃৎপক্ষঃ। তটস্থপক্ষ ভদ্রা, তাঁহার নিকট শ্রীরাধার স্বভাব সদৃশও নহে বিসদৃশও নহে। অতএব তিনি তটস্থ। তিনিও যুথেশ্বরী। স্বভাবের একান্ত বৈসাদৃশ্য বশতঃ যুথেশ্বরী চন্দ্রাবলী শ্রীরাধার পতিপক্ষ অর্থাৎ বিরুদ্ধ পক্ষ। এই সপক্ষ-বিপক্ষাদি বশতঃ ব্রজের উজ্জল-রস নানা বৈচিত্রীর সম্পাদন করেন। শ্রীমতী রাধিকা—বামা, মধ্যা, নীলবস্ত্র পরিধান ও রক্তবস্ত্রের উত্তরীয় ধারণ করেন। ললিতা—প্রখরা, তিনি ময়ূর-পিঞ্ছবর্ণীয় বসন পরিধান করেন। বিশাখা—বামা, মধ্যা, তারাবলীযুক্ত বস্ত্র পরিধান করেন। ইন্দুরেখা—বামা, প্রখরা এবং অরুণবস্ত্রা। রঙ্গদেবী ও সুদেবী দুই জনই—বামা, প্রখরা এবং রক্তবস্ত্রশালিনী। ইহাঁরা সকলেই গৌরবর্ণা। চম্পকলতা—বামা, মধ্যা, নীলবস্ত্রা। চিত্রা—দক্ষিণা, মৃদ্বী, নীলবসনা। তুঙ্গবিদ্যা—দক্ষিণা, প্রখরা, শুক্লবস্ত্রা। শ্যামলা—বামা, দক্ষিণাযুক্তা, প্রখরা, রক্তবস্ত্রা। চন্দ্রাবলী—দক্ষিণা, মৃদ্বী, নীলবসনা। ইহাঁর সখী পদ্মা—দক্ষিণা ও প্রখরা। শৈব্যা—দক্ষিণা ও মৃদ্বী। ইহাঁরা দুই জনই রক্তবস্ত্রধারিণী।

দূতী-ভেদঃ—শৃঙ্গার-রসে দূতী দুই প্রকার। স্বয়ং দূতী এবং আপ্তদূতী। যদি নায়িকা স্বাভিযোগাদি প্রকাশ দ্বারা নিজেই মিলনের দৌত্য করেন, তবে তিনি স্বয়ং দূতী। নিজের অনুগত জনাদির দ্বারা দৌত্য করাইলে তাঁহারা আপ্তদূতী। আপ্তদূতী অমিতার্থা, নিসৃষ্টার্থা এবং পত্রহারিণী ভেদে ত্রিবিধা। যিনি কথা না বলিয়া ইঙ্গিত দ্বারাই দৌত্য-কার্য্য সম্পন্ন করেন তিনি অমিতার্থা। যিনি আদেশক্রমে দৌত্যাদি সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করেন, নিজে মিলনের ভারও গ্রহণ করেন, তিনি নিসৃষ্টার্থা। যিনি পত্রেরদ্বারা দৌত্যকার্য্য করেন এবং সমাধান করেন তিনি পত্রহারিণী। এই সকল দূতী শিল্পকারিণী, দৈবজ্ঞা, ব্রহ্মচারিণী, পরিচারিকা, ধাত্রেয়ী, বনদেবী, সখী প্রভৃতিই হইয়া থাকেন। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের দূতী তিনজন—বীরা, বৃন্দা এবং বংশী। বীরা—প্রগল্‌ভ-বাক্যশীলা; বৃন্দা—প্রিয়বাদিনী এবং বংশী সর্ব্বকার্য্যসাধিকা।

সখী-ভেদঃ—সখী পাঁচ প্রকার। সখী, নিত্যসখী, প্রাণসখী, প্রিয়সখী ও পরমপ্রেষ্ঠাসখী। ইহাঁদিগের মধ্যে আবার কেহ কেহ সম-স্নেহা এবং কেহ কেহ বিষম-স্নেহা। যিনি শ্রীকৃষ্ণে অধিক স্নেহ-সম্পন্না তিনি সখী। বৃন্দা কুন্দলতা, বিদ্যা, ধনিষ্ঠা, কুসুমিকা, কামদা ও আত্রেয়ী প্রভৃতি। ইহাঁরা সকলেই সখীভাব-সম্পন্না। যিনি শ্রীরাধার প্রতি অধিক স্নেহ করেন, তিনি নিত্যসখী। কস্তুরী, মনোজ্ঞা, মণিমঞ্জরী, সিন্দূরা, চন্দনবতী, কৌমুদী এবং মদিরা প্রভৃতি নিত্যসখী। উক্ত নিত্যসখীগণের মধ্যে যাঁহারা মুখ্যা, তাঁহারা প্রাণসখী। তুলসী, কেলিকন্দলী, কাদম্বরী, শশিমুখী; চন্দ্ররেখা, প্রিয়ম্বদা, মদোন্মদা, মধুমতী, বাসন্তী, কলভাষিণী, রত্নাবলী, মালতী প্রভৃতি প্রাণসখী। ইহাঁরা সকলে শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর প্রায় সমান রূপবতী। মালতী চন্দ্রলতিকা, গুণচূড়া,

বরাঙ্গদা ; মাধবী, চন্দ্রিকা, প্রেমমঞ্জরী, তনুমধ্যমা, কন্দর্পসুন্দরী প্রভৃতি কোটিসংখ্যক ব্রজসুন্দরি প্রিয়সখী। ইঁহাদের যাঁহারা প্রধানা তাঁহারা পরম-প্রেষ্ঠ সখী। ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, রঙ্গদেবী, সুদেবী, তুঙ্গবিদ্যা এবং ইন্দুরেখা ইহাঁরা যদ্যপি শ্রীরাধাগোবিন্দে সমস্নেহ-সম্পন্না, তথাপি শ্রীরাধার প্রতি পক্ষপাত করিয়া থাকেন।

বয়ো-ভেদ ব্রজের উজ্জ্বল-ভক্তিরসের আশ্রয়ালম্বনরূপা ব্রজবালাগণের বয়স চতুর্ব্বিধ। বয়ঃসন্ধি, নব্যযৌবন, ব্যক্তযৌবন এবং পূর্ণযৌবন। কলাবতী প্রভৃতি নায়িকাগণ বয়ঃসন্ধিতে অবস্থিতা। ধন্যা প্রভৃতি নব্যযৌবনশালিনী। শ্রীরাধিকা প্রভৃতি নায়িকাগণ, ব্যক্তযৌবন-সম্পন্না। চন্দ্রাবলী প্রভৃতি ব্রজবধূর বয়স ·পূর্ণযৌবন। পদ্মা প্রভৃতির বয়সও পূর্ণ-যৌবন।

উদ্দীপন-বিভাবভেদ। উদ্দীপন-বিভাব বহুবিধ। গুণ, নাম, তাণ্ডব-নৃত্য, বেণুবাদ্য, গো-দোহন, বিভূষণ, গীত, চরণচিহ্ন, অঙ্গ-সৌরভ্য, নির্ম্মাল্য, শিখিপিঞ্ছ, গুঞ্জাহার, অবতংস, কৃষ্ণমেঘ, চন্দ্র প্রভৃতি শৃঙ্গাররসকে উদ্দীপিত করে বলিয়া ইহারা উদ্দীপন-বিভাব।

অনুভাব :—অনুভাবও বহুবিধ। তন্মধ্যে ভাব, হাব, হেলা, শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য্য, প্রগল্ভতা, ঔদার্য্য, ধৈর্য্য, লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, কিলকিঞ্চিত, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, বিব্বোক, ললিত ও বিকৃত এই বিংশতিটী অলঙ্কার নামে অভিহিত। নির্ব্বিকারচিত্তে সর্ব্বপ্রথম যে বিকার পরিলক্ষিত হয়, তাহাকে 'ভাব' বলে। গ্রীবার বক্রতা ও ভ্রূনেত্রাদির বিকাশ যে অবস্থাকে সূচিত করে তাহা 'হাব' নামে অভিহিত। উক্ত হাব-অলঙ্কারে যদি কুচস্ফুরণ ও পুলক প্রভৃতি প্রকাশ পায় এবং নীবী বন্ধন ও পরিধেয় বস্ত্র স্খলন প্রভৃতি প্রকাশ হয়, তবে তাহা 'হেলা' বুঝিতে হইবে। রূপ এবং সম্ভোগাদি দ্বারা অঙ্গের বিভূষণকে 'শোভা' বলে। যৌবনোদ্রেকে শোভাই 'কান্তি'। দেশকালাদির দ্বারা পরিবর্দ্ধিতা কান্তিই দীপ্তি নামে অভিহিত। নৃত্যাদি-শ্রম-হেতুক শরীরের শিথিলতার নাম "মাধুর্য্য।" বিপরীত-সম্ভোগকে প্রগল্ভতা বলে। রোষকালেও বিনয়ব্যক্ত করাকে "ঔদার্য্য" বলে। দুঃখ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকিলেও প্রেমে নিষ্ঠা থাকিলে তাহাকে "ধৈর্য্য" বলে। নায়কের চেষ্টার অনুকরণের নাম "লীলা"। প্রিয় সহ একত্র স্থিতি হইলে মুখচক্ষুঃ প্রভৃতির তাৎকালিক প্রফুল্লতা 'বিলাস' নামে অভিহিত। স্বল্প বেশভূষাদির ধারণেও যদি শোভা হয়, তবে তাহাকে 'বিচ্ছিত্তি' বলে। অভিসারাদিতে অত্যন্ত সম্ভ্রমবশতঃ হারমাল্য প্রভৃতি যে যে স্থানে দেওয়া উচিত তদ্বিপর্য্যয় ঘটিলে তাহা "বিভ্রম" নামে কথিত হয়। শ্রীরাধাকৃষ্ণের পথরোধাদি-লীলায় হর্ষ-নিবন্ধন গর্ব্ব, অভিলাষ, রোদন, হাস্য, অসূয়া, ভয় ও ক্রোধের এককালে উদয়ের নাম 'কিলকিঞ্চিত'। কান্তের সংবাদ-শ্রবণে পুলকাদির দ্বারা অভিলাষ-প্রকটনের নাম 'মোট্টায়িত'। অধর-খণ্ডন ও স্তনাকর্ষণাদিতে আনন্দ জন্মিলেও ব্যথা প্রকাশকে "কুট্টমিত" বলে। চুম্বন আলিঙ্গন প্রভৃতি বাঞ্ছিত বস্তুতেও গর্ব্ববশতঃ অনাদরের নাম "বিব্বোক"। ভ্রূভঙ্গীদ্বারা, অঙ্গভঙ্গীদ্বারা এবং হস্তদ্বারা ভ্রমর-দূরীকরণ-চেষ্টাকে "ললিত" বলে। লজ্জাবশতঃ যাহা নিজকৃত কর্ম্ম তাহা না বলিয়া চেষ্টাদ্বারা যদি তাহা প্রকাশ করা হয়, তবে তাহাকে 'বিকৃত' বলা হয়।

এই জাতীয় আরও দুইটী অধিক অনুভাব আছে। অজ্ঞব্যক্তির ন্যায় জ্ঞাতবস্তু-বিষয়ক প্রশ্নকে "মৌগ্ধ্য" বলে। প্রিয়তমের সম্মুখে ভ্রমর প্রভৃতিকে দেখিয়া যে ভয় তাহার নাম "চকিত"। আরও কয়েকটী অনুভাব আছে। তাহাদেরও উদ্দেশ করা যাইতেছে। নীবি, উত্তরীয় এবং কেশ-বন্ধনের শিথিলতা ; গাত্রমোটন, জৃম্ভা, নাসিকার প্রস্ফুরণ, নিশ্বাস প্রভৃতিও অনুভাব।

সাত্ত্বিক। স্বেদ-স্তম্ভাদি অষ্ট সাত্ত্বিক উজ্জ্বল-রসেও প্রকটিত হইবে। ধূমায়িত, জ্বলিত, দীপ্ত, সুদ্দীপ্তরূপে উক্ত সাত্ত্বিক-ভাবসমূহ অভিব্যক্ত হইবে, ইহাও বুঝিতে হইবে।

ব্যাভিচারী। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বর্ণিত নির্ব্বেদ-বিষাদাদি ভাবসমূহই উজ্জ্বল-রসের ব্যাভিচারী-ভাব।

ভাবোৎপত্ত্যাদি। শৃঙ্গার-রসে ভাবোৎপত্তি, ভাব-সন্ধি, ভাব-শাবল্য, ভাব-শান্তিভেদে চারিটী দশা অর্থাৎ অবস্থা প্রকাশ পায়। হৃদয়ে ভাবের উন্মেষের নাম "ভাবোৎপত্তি"। তুইটী ভাবের পরস্পর মিলনের নাম "ভাবসন্ধি"। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভাবের পর পর ভাব দ্বারা যে উপমর্দ্দন তাহাকে "ভাব-শাবল্য" বলা হয়। ভাবের অন্তর্ধানের নাম "ভাবশান্তি"।

স্থায়িভাব। উজ্জ্বল-রসে স্থায়িভাব হইয়াছে মধুরারতি। প্রিয়তা-রতিকেই মধুরারতি বলে। কান্তভাবই মধুরা-রতি। মধুরা-রতি ত্রিবিধ—সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা। কুব্জাতে 'সাধারণী মধুরা-রতি'। তাহা অন্যান্য বস্তু হইতে অধিকমূল্য, সাধারণ মণির মত তুষ্প্রাপ্য এবং শুধু কৃষ্ণ-বিষয়িণী বলিয়া উজ্জ্বল। পট্টমহিষী রুক্মিণী প্রভৃতি দ্বারকামহিষীগণে 'সমঞ্জসা'। ইহা চিন্তামণির মত অত্যুজ্জ্বল, বহু বহু সাধারণ রত্নেরও প্রসবকারী অথচ অত্যন্ত তুর্ল্লভ। তাহা অত্যুজ্জ্বল, অতিতুর্ল্লভ ও অমূল্য। ব্রজদেবীগণে 'সমার্থারতি'। তাহা কৌস্তুভ-মণিতুল্য, কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সম্পত্তি; ইহা সর্ব্বমণি অপেক্ষা সর্ব্বাধিক এবং মহোজ্জ্বল, একমাত্র ব্রজবধূর সম্পত্তি। সমস্ত রতিগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বোপাধি-বিবর্জ্জিত, অতএব মহোজ্জ্বল, সামান্যভাবে—নিজসুখ-তাৎপর্য্যময়ী রতি সাধারণী, কৃষ্ণ এবং নিজের উভয়েরই সুখ-তাৎপর্য্যময়ী পত্নীভাবময়ী রতি সামঞ্জসা, শুধু কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্যময়ী রতি সমর্থা। সমর্থারতির পরিপাক-অবস্থার কথা বর্ণিত হইতেছে। সমর্থার প্রথম অবস্থার নাম রতি। তাহা ইক্ষু-বীজের ন্যায়। ইক্ষুবীজ ক্রমশঃ অঙ্কুরাদিক্রমে যেমন বৃক্ষাদিরূপে পরিণত হইয়া ক্রমশঃ সিতোপলা পর্য্যন্ত পর্য্যবসান হয়, তদ্রূপ মধুরারতি প্রেম হইতে আরম্ভ করিয়া মদনাখ্য-মহাভাব পর্য্যন্ত উন্নত অবস্থা লাভ করে বলিয়া মধুরা-রতিই বীজস্বরূপ। ইক্ষুবীজ হইতে আরম্ভ করিয়া যেমন ইক্ষুবৃক্ষাদির পর পর অবস্থাতে আস্বাদাধিক্য, তদ্রূপ রতির পর পর অবস্থাতে আস্বাদাধিক্য। বীজরূপ-রতির পর প্রেম ইক্ষুতুল্য, স্নেহ ইক্ষুরস-তুল্য, মান গুড়ের ন্যায়, প্রণয় খণ্ড-তুল্য। রাগ শর্করা-তুল্য। অনুরাগ সিতার ন্যায়, মহাভাব সিতোপলাতুল্য।

পূর্ব্ব-সংস্কারবশতঃ কিম্বা শ্রবণাদিজনিত প্রীতি বশতঃ শ্রীকৃষ্ণে মনোলগ্নতার নাম "রতি"। বিঘ্ন-সম্ভব থাকিলেও ঐ রতির হ্রাস দেখা না গেলে তাহা "প্রেম"। চিত্তের দ্রবীভাবের হেতু যে প্রেম তাহাকে "স্নেহ" বলে। তন্মধ্যে চন্দ্রাবলী প্রভৃতিতে তদীয়তাভাবময় 'ঘৃত-স্নেহ'। ঘৃত যেমন বস্তন্তরের সহিত মিশ্রিত হইলেই আস্বাদ্য হয়, তদ্রূপ আদরময় ভাবান্তর মিশ্রিত হইলেই চন্দ্রাবলী প্রভৃতির স্নেহ আস্বাদ্য হয়; এজন্য তাহাকে ঘৃতস্নেহ বলা হয়। "শ্রীকৃষ্ণের আমি" এই জাতীয় বুদ্ধিকে তদীয়তাভাব বলে। শ্রীরাধা প্রভৃতি ব্রজবধূগণের মদীয়তাভাবময় "মধুস্নেহ"। "আমার কৃষ্ণ" এই জাতীয় বুদ্ধিকে মদীয়তাভাব বলে। মধু যেমন অন্য বস্তুদ্বারা অসংস্পৃষ্ট হইয়াই স্বভাবতঃ পরম আস্বাদের যোগ্য, সেই প্রকার শ্রীরাধার স্নেহও অনুভাব অপেক্ষা না করিয়া পরম-আস্বাদ্য। অতএব উহা 'মধুস্নেহ' নামে আখ্যাত।

মান। স্নেহাধিক্য-বশতঃ উচিত কিম্বা অনুচিত কারণে কিম্বা স্নেহজনিত কোপ-বশতঃ অথবা কারণ ব্যতীত যে কুটিলতা তাহার নাম 'মান'। শ্রীচন্দ্রাবলী প্রভৃতি ব্রজবধূগণে দাক্ষিণ্যোদাত্ত মান কখনও বা বাম্যগন্ধোদাত্ত মান প্রকটিত হয়। শ্রীরাধাতে লক্ষিত মান প্রকাশিত হয়।

প্রণয়। মানের উন্নত অবস্থায় প্রিয়জনের দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়ের সহিত স্বীয় দেহাদির ঐক্যভাবনারূপ বিশ্বাসের নাম প্রণয়। তাহা দ্বিবিধ—সখ্য ও মৈত্র্য। প্রণয় বিনয়ান্বিত হইলে মৈত্র্য বলা হয়; ভয়শূন্য ও স্ববশতাময় প্রণয়ের নাম সখ্য।

রাগ। প্রণয়োৎকর্ষ-হেতু কৃষ্ণ-সম্বন্ধি তুঃখও সুখরূপে অনুভূত হইলে তাহাকে 'রাগ' বলে। প্রকাশমান রাগ দ্বিবিধ—নীলিমা ও রক্তিমা। চন্দ্রাবলী প্রভৃতিতে নীলরাগ। যে রাগের ব্যয় নাই, অত্যন্ত প্রকাশমান হইয়া আত্মগত ভাবকে আবৃত করে তাহাই নীলরাগ। নীলরাগ যখন চিরসাধ্য হয়, তাহাকে 'শ্যামরাগ' বলে। ভদ্রাদি

ব্রজবধূগণের শ্যামরাগ। শ্রীরাধা প্রভৃতিতে রক্তিমা-রাগের অন্তর্গত মঞ্জিষ্ঠারাগ। তাহা নিরপেক্ষ এবং ভাবাবরণ-শূন্য। শ্যামলাদিতে কুসুম্ভরাগ। তাহা সুখসাধ্য এবং কিঞ্চিৎ অন্যাপেক্ষ। পাত্রের গুণানুসারে রাগের স্থিতি জানিতে হইবে।

অনুরাগ। রাগের উন্নতাবস্থায় যখন সদা-অনুভূত শ্রীকৃষ্ণও প্রতিক্ষণে নবনবায়মান ও অপূর্ব্ব বলিয়া বোধ হয়, তখন তাহার নাম 'অনুরাগ'। অনুরাগে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে অপ্রাণিতেও জন্ম প্রাপ্তির ইচ্ছা, প্রেমবৈচিত্ত্য, বিচ্ছেদেও শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তি প্রভৃতি ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

ভাব। অনুরাগ যদি যাবদাশ্রয় বৃত্তি হইয়া আপনা দ্বারা সম্বেদনযোগ্য অর্থাৎ স্বীয়ভাবের উন্মুখতা দশা প্রাপ্তি পূর্ব্বক প্রকাশ লাভ করে তাহা হইলে তাহাকে 'ভাব' বলা যায়।

মহাভাব। রতির সর্ব্বোত্তম অবস্থা—যাহা অনুরাগের পর প্রকাশ পায়, তাহা 'মহাভাব'। ইহা মহিষী সকলে অতিশয় দুর্ল্লভ, কেবল ব্রজসুন্দরীগণেরই সম্বেদ্য অর্থাৎ সম্ভব হয়। ইহা শ্রেষ্ঠ অমৃতের তুল্য স্বরূপ সম্পত্তি ধারণ করিয়া চিত্তকে নিজের স্বরূপ প্রাপ্ত করায়। রূঢ় ও অধিরূঢ়ভাবে মহাভাব দ্বিবিধ। শ্রীকৃষ্ণের সুখেও পীড়াশঙ্কায় খিন্নতা, শ্রীকৃষ্ণদর্শনে নিমেষ অসহিষ্ণুতা প্রভৃতি লক্ষণ যে অবস্থায়, তাহা "রূঢ় মহাভাব"। যে ভাব-বশতঃ কোটি-ব্রহ্মাণ্ডগত-সুখও শ্রীকৃষ্ণ-সংযোগ-জনিত সুখের লেশ-মাত্রের সহিত তুলিত হইতে পারে না আর সমস্ত বৃশ্চিক-সার্পাদি-দংশন-জনিত দুঃখও শ্রীকৃষ্ণবিয়োগ-জনিত দুঃখের লেশমাত্রের সহিত তুলিত হইতে পারে না—তাহার নাম 'অধিরূঢ় মহাভাব'। অধিরূঢ় মহাভাব আবার মোদন ও মাদন নামে দ্বিবিধ। যে ভাবের আবির্ভাবে সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক-বিকার দর্শনহেতুক কৃষ্ণ এবং তাহার প্রেয়সীবর্গের মহা ক্ষোভ উপস্থিত হয়, তাহাকে 'মোদন' বলে। সেই মোদন শ্রীরাধিকার যূথেই বিদ্যমান থাকে অন্যত্র থাকে না। মোদনই বিরহাবস্থায় মোহন নামে অভিহিত হয়।—যে ভাবের উদয়ে, রাধাবিরহতাপে পট্টমহিষীআলিঙ্গিত হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের মূর্চ্ছা হয়। যে ভাবের প্রভাবে ব্রহ্মাণ্ডক্ষোভকারিয়া, তির্য্যগ্ জাতির পর্য্যন্তও রোদন উপস্থিত হয়, তাহা 'মোহন'। প্রায়শঃ বৃন্দাবনেশ্বরীতেই এই মোহন আবির্ভূত হন। মোহনেরই বৃত্তিভেদ হইয়াছে দিব্যোন্মাদ—যে দিব্যোন্মাদে উদ্‌ঘূর্ণা চিত্রজল্প প্রভৃতি প্রেমময়ী অবস্থাসকল প্রকটিত হয়। "উদ্‌ঘূর্ণা"—নানা প্রকার বিলক্ষণ বৈবশ্য চেষ্টাকেই উদ্‌ঘূর্ণা বলে। ললিত মাধবে ৩য় অঙ্কে উদ্‌ঘূর্ণা বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। "চিত্রজল্প"—প্রিয়তমব্যক্তির সুহৃদের সহিত দেখা হইলে গূঢ় রোষ বশতঃ যে ভূরিভাবময় জল্প অর্থাৎ কথন হয় তাহার নাম 'চিত্রজল্প', যাহার অন্তে তীব্র উৎকণ্ঠাই হইয়া থাকে। চিত্রজল্পের দশ অঙ্গ। ১। "প্রজল্প"—অসূয়া ঈর্ষা এবং মদযুক্ত অবজ্ঞামুদ্রা দ্বারা প্রিয়ব্যক্তির যে অকৌশলোদ্গার তাহার নাম 'প্রজল্প'। ২। "পরিজল্প"—প্রভুর নির্দ্দয়তা, শঠতা ও চাপল্যাদি দোষের প্রতিপাদন পূর্ব্বক যাহাতে আপনার বিচক্ষণতার প্রকাশ থাকে তাহাকে 'পরিজল্প' বলে। যথা (ভাঃ ১০।৪৭।১৩)। ৩। "বিজল্প"—গূঢ়রূপে মানমুদ্রা যাহার মধ্যবর্ত্তিনী ঈদৃশী সুস্পষ্ট অসূয়া দ্বারা কৃষ্ণের প্রতি যে কটাক্ষোক্তি তাহাকে 'বিজল্প' বলে। ৪। "উজ্জল্প"—যাহাতে গর্ব্বগর্ভ ঈর্ষ্যাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের কাঠিন্য কীর্ত্তন ও আসূয়া সহ সর্ব্বদা আক্ষেপ থাকে। ৫। "সংজল্প"—দুর্গম সোল্লুণ্ঠ আক্ষেপ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের যে অকৃতজ্ঞতার উক্তি। (ভাঃ ১০।৪৭।১৫-১৬)। ৬। "অবজল্প"—যাহাতে হরির প্রতি কাঠিন্য, কামিত্ব, ধূর্ত্ততা তথা ভয় হেতুই যেন ঈর্ষার সহিত আসক্তি অযোগ্যতা বর্ণিত হয়। ৭। "অভিজল্প"—'শ্রীকৃষ্ণ যখন পক্ষিকেও ক্ষেদান্বিত করেন তখন তাঁহাকে ত্যাগ করা উচিত' ভঙ্গিদ্বারা এইরূপ অনুতাপ বচন যাহাতে বর্ণিত হয়। (ভাঃ ১০।৪৭।১৮-১৭)। ৮। "আজল্প"—যাহাতে নির্ব্বেদহেতু কৃষ্ণের কুটিলতা এবং দুঃখপ্রদত্ব বর্ণিত থাকে তথা ভঙ্গি দ্বারা অন্যের সুখদাতৃত্ব কীর্ত্তন হয়। (ভাঃ ১০।৪৭।১৯)। ৯। "প্রতিজল্প"—যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের দ্বন্দ্বভাব দুস্ত্যজ্য, প্রাপ্তি অনুচিত ও দূতের সম্মানে বর্ণিত হয়। (ভাঃ ১০।৪৭.২০) ১০। "সুজল্প"—যাহাতে সরলতা নিবন্ধন

গাম্ভীর্য্য, দৈন্য ওচপলতার সহিত শ্রীকৃষ্ণবার্ত্তা জিজ্ঞাসা হয়। (ভাঃ ১০'৪৭।২১)। যে মহাভাবে অনন্ত-ভাবোদ্গম, বনমালাতেও ঈর্ষা, পুলিন্দাদি অস্পৃশ্য জাতিতেও শ্লাঘা, তমাল-স্পর্শিনী মালতীরও ভাগ্যবর্ণন—সেই মহাভাবই 'মাদন'। ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, প্রীতির অসমোর্দ্ধ অবস্থা। ইহা শ্রীরাধাতেই বিদ্যমান অন্যত্র নহে।

উক্ত ভাবসকলের আশ্রয়-নির্ণয়। কুব্জাতে সাধারণী রতি প্রেম পর্য্যন্ত বর্ত্তমান। পট্টমহিষীগণে সমঞ্জসা-রতি অনুরাগ পর্য্যন্ত উন্নত অবস্থা লাভ করে। তন্মধ্যে সত্যভামা এবং লক্ষণা রাধিকার অনুরূপা। রুক্মিণী এবং অন্যান্য পট্টমহিষীগণ চন্দ্রাবলীর অনুরূপা। ব্রজস্থিত প্রিয়নর্ম্মসখাগণের প্রেমের গতি অনুরাগ পর্য্যন্ত। ব্রজসুন্দরীগণের সমর্থারতির চরমাবস্থা মহাভাব পর্য্যন্ত। সুবলাদি-সখাগণের রূঢ় মহাভাব পর্য্যন্ত প্রেম প্রকাশ পায়। তন্মধ্যে অধিরূঢ় মহাভাব অন্য যূথে নাই, শুধু শ্রীরাধার যূথেই বিদ্যমান। তন্মধ্যে মোহন শ্রীরাধা, ললিতা, বিশাখাদিতে বর্ত্তমান। মাদন শুধু শ্রীরাধার মধ্যেই বিদ্যমান।

স্থায়িভাব :—স্থায়িভাব বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে বিপ্রলম্ভ চারিপ্রকার—পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেম-বৈচিত্ত্য ও প্রবাস। অঙ্গসঙ্গের পূর্ব্বে উৎকণ্ঠাময়ী যে রতি—তাহাকে পূর্ব্বরাগ বলে। তাহাতে দশটী দশা প্রাদুর্ভূত হয়। লালসা, উদ্বেগ, জাগরণ, কৃশতা, জড়তা, ব্যগ্রতা, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু। পূর্ব্বরাগ দর্শন (চিত্রপট ও সাক্ষাৎ), স্বপ্ন ও শ্রবণাদি হইতে উৎপন্ন হয়। 'শ্রবণ'—দূতী, বন্দী, সখী এবং গীতাদি হইতে যে শ্রবণ হয়। ভক্তিরস ভক্তকে আশ্রয় করিয়া প্রকট হয়, ব্রজদেবীসকল ভক্তের অবধিস্থান এ নিমিত্ত তাঁহাদেরই পূর্ব্বরাগ প্রথম হয়, ভগবানের রাগ, ভক্তরাগের পশ্চাৎ জন্মায়। ঐ রতি প্রৌঢ়, সমঞ্জস এবং সাধারণ ভেদে তিন প্রকার। সমর্থারতিস্বরূপকে প্রৌঢ় বলে। প্রৌঢ়ে লালসা আদি মরণ পর্য্যন্ত দশা হয়। "লালসা"—অভীষ্ট প্রাপ্তির ইচ্ছা দ্বারা যে অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা তাহাকে 'লালসা' কহে। ইহাতে ঔৎসুক্য, চপলতা, ঘূর্ণা এবং শ্বাসাদি হইয়া থাকে। "উদ্বেগ"—মনের চঞ্চলতার নাম 'উদ্বেগ'; ইহাতে দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগ, স্তব্ধতা, চিন্তা, অশ্রু, বৈবর্ণ্য ও ঘর্ম্মাদি হয়। "জাগর্য্যা"—নিদ্রার ক্ষয়কে 'জাগর্য্যা' কহে। ইহাতে স্তম্ভ, শোষ ও রোগাদি উৎপন্ন হয়। "তানব"—শরীরের কৃশতা। ইহাতে দুর্ব্বলতা ও ভ্রমণাদি উৎপন্ন হয়। "জড়িমা"—যাহাতে ইষ্ট ও অনিষ্টের পরিজ্ঞান নাই, প্রশ্ন করিলে অনুত্তর, দর্শন ও শ্রবণের অভাব। কোন প্রস্তাব না থাকিলেও হুঙ্কার, স্তব্ধতা, শ্বাস ও ভ্রমাদি জন্মে। "ব্যগ্রতা" ভাবের গাম্ভীর্য্য অর্থাৎ অতলস্পর্শতা প্রযুক্ত যে বিক্ষোভ তাহার অসহিষ্ণুতাকে 'বৈয়গ্র' বলে। ইহাতে বিবেক, নির্ব্বেদ, খেদ ও অসূয়াদি সম্মত হয়। "ব্যাধি"—যাহা অভীষ্টের অলাভ হেতু শরীরের পাণ্ডুতা (বৈবর্ণ্য), উত্তাপ (গ্লানি) জনক হয়। ইহাতে শীত, স্পৃহা, মোহ, নিশ্বাস এবং পতনাদি হয়। "উন্মাদ"—সর্ব্বত্র সর্ব্বদা, সর্ব্বাবস্থায় তন্মনস্কত্ব প্রযুক্ত সে এ বস্তু নয় এই বলিয়া ভ্রান্তি। ইহাতে ইষ্টের প্রতি দ্বেষ, নিশ্বাস, নিমেষ এবং বিরহাদি হয়। 'মোহ' ইহাতে চিত্তের বিপরীত গতি হয়, ইহাতে নিশ্চলতা ও পতনাদি হয়। 'মৃত্যু'—দূতীপ্রেরণ এবং স্বীয় প্রেমপীড়া খ্যাপন দ্বারা যদি কান্তের সমাগম না হয় তাহা হইলে কন্দর্পবানের পীড়নহেতু কান্তের অনাগমে মরণের উদ্যম ঘটিয়া থাকে, ইহাতে প্রিয়বস্তু সকল বয়স্যার প্রতি সমর্পণ এবং ভৃঙ্গ, মন্দপবন, জ্যোৎস্না ও কদম্বাদির অনুভব হয়। "সমঞ্জস"—যাহা সমঞ্জস রতির স্বরূপ। ইহাতে অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণকীর্ত্তন, উদ্বেগ, সবিলাপ উন্মাদ, ব্যাধি এবং জড়তা ইত্যাদি ক্রমশঃ উৎপন্ন হয়। সমঞ্জসরতি সঙ্গমের পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়া বিভাবাদির মিলনে সমঞ্জসাখ্য পূর্ব্বরাগ রস হয়।

সাধারণ—সাধারণপ্রায় রতি। ইহাতে বিলাপান্ত ষোলটী অতি কোমল ভাব কথিত হইয়াছে। পূর্ব্বরাগে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক বয়স্যা হস্তদ্বারা কামলেখ (পত্র) ও মাল্যাদি প্রেরিত হয়। "কামলেখ"—যে লেখা স্বীয় প্রেম প্রকাশ করে। যুবা কর্ত্তৃক যুবতীতে এবং যুবতী কর্ত্তৃক যুবাতে প্রেরিত হয়। উহা নিরক্ষর ও সাক্ষরভেদে দুই প্রকার। "নিরক্ষর"—রক্তবর্ণ পল্লবে যদি অর্দ্ধচন্দ্ররূপ নখাঙ্ক থাকে এবং তাহা বর্ণবিন্যাস বর্জ্জিত। "সাক্ষর"—

প্রকৃত ভাবাময়ী লিপি সহস্তে অঙ্কিত হয়। ইহাতে হিঙ্গুলের দ্রব অথবা কস্তুরিকা মসীরূপে ব্যবহৃত হয়। বৃহৎপুষ্পদল পত্র, কুঙ্কুম দ্রবদ্বারা মুদ্রা (মোহর) এবং পদ্মতন্তু দ্বারা বন্ধন করা হয়। কোন কোন পণ্ডিতেরা পূর্ব্বরাগ বিষয়ে প্রথম নয়ন প্রীতি (১) চিন্তা (২) আসঙ্গ (আসক্তি), (৩) সঙ্কল্প (৪) নিদ্রাচ্ছেদ, (৫) কৃশতা, (৬) বিষয় নিবৃত্তি, (৭) লজ্জাবিনাশ, (৮) উন্মাদ, (৯) মূর্চ্ছা, পরে (১০) মৃত্যু এইরূপ দশটী কামদশা কহিয়া থাকেন। এইরূপ শ্রীকৃষ্ণেরও পূর্ব্বরাগ।

মান—পরস্পর অনুরক্ত ও একত্র বা পৃথকাবস্থানেতে নায়ক নায়িকার অভিমত আলিঙ্গন ও বীক্ষণাদি রোধ কারিকে 'মান' বলে। ইহাতে নির্ব্বেদ, শঙ্কা, ক্রোধ, চপলতা, গর্ব্ব, অসূয়া, অবহিত্থা, গ্লানি এবং চিন্তা প্রভৃতি সঞ্চারী ভাব হয়। এই মানের "প্রণয়ই" উত্তম পদ। মান "সহেতু" ও "নির্হেতুভেদে দ্বিবিধ। স্নেহ হইতে প্রণয় উৎপন্ন হইয়া কোন স্থানে মানত্ব প্রাপ্ত হয় এবং কখন স্নেহ হইতে মান উৎপন্ন হইয়া প্রণয়ত্ব লাভ করে। একারণ প্রণয়েরই শ্রেষ্ঠতা বোধ হইতেছে। মানের প্রতি কারণ ঈর্ষ্যা অর্থাৎ ঈর্ষ্য হইলেই মান হয়। প্রিয়ব্যক্তির মুখে "বিপক্ষের বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন" হইলে প্রণয় মুখ্য যে ভাব তাহা ঈর্ষ্য। ঈর্ষ্য মানকে প্রাপ্ত হয়। প্রাচীন মত,—স্নেহ ব্যাতিরেকে ভয় হয় না, প্রণয় ব্যতীত ঈর্ষ্যা হয় না, একারণ মান প্রকার দুইয়েরই প্রেম প্রকাশক হয়। স্নেহ অর্থাৎ নায়িকাবিষয়ক চিত্তের আর্দ্রীভাব ব্যতিরেকে নায়কের ভয় হয় না। 'প্রণয়' —ইহা নায়ক বিষয়ক সখ্য ব্যতিরেকে নায়িকার ঈর্ষ্য জন্মে না। শ্রুত, অনুমিত ও দৃষ্টভেদে 'বিপক্ষ-বৈশিষ্ট্য' তিন প্রকার। "শ্রুত"—প্রিয়সখী এবং শুক মুখে শ্রবণ। "অনুমিত"—ভোগাঙ্ক, গোত্রস্খলন (এক ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তি বলিয়া আহ্বান) এবং স্বপ্নভেদে অনুমান তিন প্রকার। 'নির্হেতুমান' কারণের অভাব—নায়ক নায়িকার কারণাভাসহেতু। যে প্রণয় উদিত হয় তাহাই 'নির্হেতুমানতা প্রাপ্ত' হয়। পণ্ডিতগণ প্রণয়ের পরিণামকে সহেতুক মান আর ঐ প্রণয়ের বিলাস জনিত বৈভবকে নির্হেতুকমান কহেন। ইহাকে প্রণয়-মান বলিয়াছেন। প্রেমের গতি সর্পের ন্যায় স্বাভাবিক কুটিল। অতএব কারণের অভাবে ও কারণসত্ত্বেও মানের উদয় হয়। ইহাতে অবহিত্থাদি ব্যভিচারি ভাব জানিতে হইবে। নির্হেতুকমান স্বয়ং বিনাযত্নে উপশম প্রাপ্ত হয়। সহেতুক মান—সাম, ভেদ, ক্রিয়া, দান, নতি এবং উপেক্ষাদি রসান্তর দ্বারা উপশমিত হয়। প্রিয় বাক্যের নাম—"সাম", নিজের ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করাইয়া নায়িকার অযোগ্যতা জ্ঞাপনের নাম—"ভেদ"। বয়স্যাদির দ্বারা ভয় প্রদর্শনকে—'ক্রিয়া' বলে। বস্ত্র-মাল্যাদি প্রদানের নাম—"দান"। "নতি"—নমস্কার। ঔদাসীন্য প্রকাশ করাকে—"উপেক্ষা" বলে। ভয়-কষ্টাদি প্রদানের প্রস্তাব—'রসান্তর' নামে অভিহিত। মান শান্তির চিহ্ন অশ্রু, স্মিত প্রভৃতি।

প্রেম বৈচিত্ত্য—শ্রীকৃষ্ণ নিকটে থাকিলেও অনুরাগের আধিক্য বশতঃ কৃষ্ণ নিকটে নাই বুদ্ধিতে যে বিরহ তাহা—'প্রেম-বৈচিত্ত্য'।

প্রবাস—পূর্ব্বে সঙ্গমবিশিষ্ট নায়ক-নায়িকাদ্বয়ের যে দেশ, গ্রাম, বন ও স্থানান্তরের ব্যবধান হয়। ইহাতে হর্ষ, গর্ব্ব, মত্ততা ও লজ্জাবর্জ্জন করিয়া শৃঙ্গারযোগ্য যে সকল ব্যভিচারি ভাব তৎসমুদয় কীর্ত্তিত হইয়াছে। উহা বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বকভেদে দুই প্রকার। কার্য্যানুরোধে দূর গমনকে "বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবাস" কহে। ইহা শ্রীকৃষ্ণের ভক্তপ্রীণনাদিরূপ কার্য্য। কিঞ্চিদ্দূর এবং সুদূরভেদে বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবাস দুই প্রকার। গোচারণাদির জন্য নিত্যই কিঞ্চিৎদূরে শ্রীকৃষ্ণ গমন করেন। ইহা কিঞ্চিদ্দূরগত প্রবাস। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গেলে তাহা দূরনিষ্ঠ প্রবাস বলিয়া কথিত হয়। তাহাতে উক্ত দশ-দশা অত্যন্ত প্রবলরূপে আবির্ভূত হয়। ভাবী, ভবন ও ভূতভেদে বুদ্ধিপূর্ব্বক সুদূর প্রবাস তিন প্রকার।

অবুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবাস—যাহা পরাধীন হইতে উৎপন্ন হয়। ইহা দিব্য ও অদিব্যাদি জনিত ক্রমে অনেক প্রকার। উক্ত প্রেমভেদ সকলের অর্থাৎ প্রৌঢ়, মধ্য, মন্দ তথা মধুস্নেহ, ঘৃত স্নেহ এবং মঞ্জিষ্ঠ প্রভৃতি ভাব সকলের

নানা প্রকারত্বে উক্ত দশাগুলিও নানা প্রকার হয়। সমস্ত প্রেমভেদের এই উক্ত লক্ষণদশা প্রায় সাধারণরূপে সম্ভব হয়। শ্রীকৃষ্ণের প্রকটিত লীলাবিশেষানুসারে ব্রজসুন্দরীদিগের বিরহাবস্থা বর্ণিত হইল। গোলোক-বৃন্দাবনে সর্ব্বদা রাসাদিক্রীড়াদ্বারা বিহারশীল শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজসুন্দরীদিগের কখনই বিচ্ছেদ হয় নাই। মথুরা গমনাদি বিরহ কেবল প্রকট লীলায় ভৌম বৃন্দাবনে সম্ভাবিত হইয়াছিল।

সম্ভোগ—দর্শন এবং আলিঙ্গনাদির আনুকূল্য হেতুক নায়িকাদিগের যে ব্যাপার, তাহার উল্লাসের উপরি যে ভাব আরোহণ করে তাহার নাম 'সম্ভোগ'। ইহা মুখ্য ও গৌণভেদে দুই প্রকার। জাগ্রদবস্থায় মুখ্য-সম্ভোগ চারি প্রকার। এই চারিটী—পূর্ব্বরাগ, মান, কিঞ্চিদ্দূর ও সুদূরভেদে সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান হইয়া থাকে অর্থাৎ পূর্ব্বরাগান্তর লজ্জা ও ভয়হেতুক অধর-নখ-ক্ষত প্রভৃতির অল্পতা হেতু যে সম্ভোগ তাহা সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ। মানান্তের সম্ভোগ, অসূয়া-মাৎসর্য্যাদি রোষাভাষ মিশ্রিত থাকায় তাহাকে সঙ্কীর্ণ বলে। কিঞ্চিদ্দূর-গত প্রবাসান্তে যে স্পষ্টসম্ভোগ তাহা সম্পন্ন; ইহা আগতি ও প্রাদুর্ভাবভেদে দুই প্রকার। লৌকিক ব্যবহার দ্বারা আগমন হইলে তাহা আগতি। প্রেমসংরম্ভ অর্থাৎ রূঢ়ভাবের বিক্রম দ্বারা বিহ্বলা প্রিয়তমাদিগের সম্মুখে অকস্মাৎ কৃষ্ণের যে আবির্ভাব তাহা 'প্রাদুর্ভাব'। আর যে সম্ভোগ সুদূর প্রবাসের পর অতি স্পষ্টভাবে সম্পন্ন হয় তাহা 'সমৃদ্ধিমান। পরস্পর দর্শন দুর্ল্লভ স্থলে যে অতিরিক্ত সম্ভোগ উপস্থিত হয় তাহাই' সমৃদ্ধিমান-সম্ভোগ'। দর্শন, স্পর্শন, কথন, পথরোধ, বনবিহার, জলকেলি, বংশীচৌর্য্য, নৌকাখেলা, লুকায়নলীলা, মধুপান, রাস, কপটনিদ্রা, দ্যূতক্রীড়া, বস্ত্রাকর্ষণ, চুম্বন, আলিঙ্গণ, নখার্পণ, বিম্বাধর সুধাপান এবং সম্প্রয়োগাদি সম্ভোগের অনন্ত বিভেদ।

প্রাচীনপণ্ডিতগণ পরিকরগণের সহিত যে অনন্ত মধুর রস রহিয়াছে তাহার চরম সীমা দর্শন করান নাই, তাহা অজ্ঞাতই যাহিয়াছে; মহানুভব ভক্তকর্তৃক এযাবৎ অপ্রাপ্তচরই রহিয়াছে। যেমন সমুদ্রের তলও নাই পারও নাই, তাহার ন্যায় এই মধুররস অতলত্ব ও অপারত্ব প্রযুক্ত দুর্ব্বিগাহতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তটস্থা হইলে কিঞ্চিমাত্র স্পর্শ মাত্র করা যায়, অন্ত পাইতে শুকদেব, লীলাশুক ও জয়দেবাদি কেহই সমর্থ হন নাই। ইতি উজ্জ্বল-নীলমণি সমাপ্ত।

পদ্যাবলীতে—"কৃষ্ণ কৃষ্ণ এই বাক্য, ইহা প্রাণিদিগের পাপনাশন বিষয়ে অতিশয় সমর্থ; কিন্তু যদি শ্রীকৃষ্ণ-চরণারবিন্দে সান্দ্রানন্দিনী প্রেমভক্তি উৎপন্না হয়, তাহা হইলে সেই প্রেমীভক্তের চরণে মোক্ষসম্পত্তি "আমাকে গ্রহণ কর, আমাকে গ্রহণ কর, এই বলিয়া লুণ্ঠিত হইতে থাকে।"

"আর্ত্তবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ উপচার দ্বারা পূজা করিলে তদ্দ্বারা পরমানন্দের উদয় হয় না, কেবল প্রেম-মাত্রেই ভক্তজনের হৃদয় পরমানন্দে দ্রবীভূত হয়। ইহার দৃষ্টান্ত এই যে, যে পর্য্যন্ত উদরে ক্ষুধা ও দুঃসহা পিপাসা থাকে, সেই পর্য্যন্তই ভক্ষ্য ও পেয়বস্তু সুখদায়ক হয়, অন্যথা হয় না, তদ্রূপ।" "অহে মানবগণ! কৃষ্ণভক্তিরস-দ্বারা ভাবিতা (সুবাসিতা) মতি যদি কোন স্থানে প্রাপ্ত হও, তবে ক্রয় করিবে, উহার মূল্য কেবলমাত্র লালসা, তদ্ভিন্ন কোটি কোটি জন্মের সুকৃতি দ্বারাও ঐ মতি লভ্য হয় না।" "জ্ঞান ও সিদ্ধি এই দুই তুলাতে তুলিত আছে, কিন্তু প্রেম ও কৃষ্ণনাম তুলাতে তুলিত হয় নাই।"

বিদগ্ধমাধব নাটকে

প্রেমোৎপত্তির কারন—পূর্ব্বরাগ, বিকার, চেষ্টা, কামলিখন। যথা শ্রীরাধার উক্তি—পূর্ব্বরাগপ্রাপ্তা শ্রীরাধা কহিলেন,—"কোন এক পরপুরুষের 'কৃষ্ণ' নামাক্ষর শ্রবণ করিয়া আমার মতি লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে; অপর কোন এক পুরুষের "বংশীধ্বনি" আমার হৃদয়ে ঘন উন্মাদ উদয় করাইতেছে; আবার "পটে" পুরুষান্তরের স্নিগ্ধঘনদ্যুতি "দর্শন" করা অবধি, উহা আমার হৃদয়ে লাগিয়াই রহিয়াছে। হা ধিক্, আমার কি তিনজন পৃথক্ পুরুষে এরূপ রতি হইল? আমার মরণই ভাল।

বিকার—"হে সখি, রাধার হৃদয়বেদনা আরোগ্য করা দুঃসাধ্য, ইহার চিকিৎসা করা হইলেও কুৎসাতেই পর্য্যবসান হইতেছে।" "কন্দর্পলেখা" যথা—"হে সুন্দর, প্রতিচ্ছন্দগুণ ধারণপূর্ব্বক তুমি আমার মন্দিরে বাস করিতেছ; আমি যে-দিকে চকিত হইয়া পলাই, তুমি সেই দিকেই পথ রোধ কর"। "চেষ্টা"—(পৌর্ণমাসীর প্রতি মুখরার উক্তি) 'সম্মুখে ময়ূরপুচ্ছ দেখিয়া সহসা এই বালা উৎকম্প আশ্রয় করেন, গুঞ্জা দর্শনপূর্ব্বক অশ্রুপতনের সহিত চিৎকার করেন, কোন্ নবীনগ্রহ ইহার চিত্তভূমিতে প্রবেশপূর্ব্বক অপূর্ব্ব নটন-ক্রীড়ার চমৎকারিতা উৎপন্ন করিতেছে, তাহা আমি জানি না'। "ব্যবসায়" (বিশাখার প্রতি শ্রীরাধার উক্তি)—'যখন কৃষ্ণই আমার প্রতি অকরুণ হইলেন, তখন হে সখি, তোমার দোষ কি? তুমি বৃথা রোদন করিও না; তুমি আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ারূপ একটি কার্য্য করিতে পার,—বৃন্দাবনে তমালস্কন্ধে আমার এই ভুজবল্লী বন্ধনপূর্ব্বক আমার তনুকে চিরকাল রাখিও।' "ভাবের স্বভাব"—"হে সুন্দরি, নন্দনন্দনসম্বন্ধীয় প্রেমা যাঁহার হৃদয়ে জাগিয়াছে, তাঁহার বক্র মধুরভাব-বিক্রমসকল স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সেই প্রেম দুইরূপে কার্য্য করে, অর্থাৎ নূতন সর্পবিষের কটুতার গর্ব্বকে স্বজাত পীড়ার দ্বারা নির্ব্বাসিত করে, অর্থাৎ যাহার পর নাই এরূপ দুঃখ উদয় করায়, আবার আনন্দের অমৃত-মাধুর্য্যের যে অহঙ্কার, তাহার সঙ্কোচনকারী পরম সুখ প্রদান করেন।

সাহজিক প্রেমধর্ম্মের লক্ষণ—"স্বারসিক অর্থাৎ স্বাভাবিক-প্রেমের প্রক্রিয়া এইরূপ ক্রীড়া করে,—(প্রিয়ের মুখে) স্বীয় স্তুতি শ্রবণ করিলে উদাসীনতা দেখাইয়া বিশেষ ব্যথা ধারণ করে। (প্রিয়ের মুখে স্বীয়) নিন্দা শুনিলে উহা পরিহাস-শ্রী ধারণপূর্ব্বক (প্রভূত) আনন্দ প্রদান করে; প্রেমের পাত্রের কোন 'দোষ' দেখিলে তাহাতে প্রেমের কোন ক্ষয় হয় না; আবার তাহার কোন "গুণ" দেখিলে (তাহাতে প্রেমের) বৃদ্ধিও হয় না।" "রাগপরীক্ষানন্তর শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাত্তাপ—'আমার নিষ্ঠুরতা শ্রবণ করতঃ চন্দ্রবদনী শ্রীরাধা প্রেমাঙ্কুর ভেদপূর্ব্বক স্বীয় ব্যথিতান্তঃকরণে কোন মতে শান্তি বা ধৈর্য্যভার বিধানপূর্ব্বক হয়ত বিমুখী হইয়া পড়িবেন; অথবা পামর কন্দর্পের ধনুককে ভয় করিয়া তিনি জীবন পরিত্যাগ করিবেন। হায়! আমি মূঢ়তাপূর্ব্বক ফলোন্মুখী মৃদু মনোরথ-লতাকে একেবারেই উন্মূলিত করিলাম'॥ শ্রীরাধার উক্তি—'হে সখি, যাঁহার আলিঙ্গন-সুখার্থিনী হইয়া গুরুলোকদিগের সম্মুখে গুরুতর লজ্জাও শিথিল করিয়াছিলাম, আর তোমরা আমার প্রাণাপেক্ষা সুহৃত্তম হইলেও তোমাদিগকে যাঁহার জন্য বহু ক্লেশ দিয়াছি, সাধ্বী-স্ত্রীগণের অধ্যাসিত (আশ্রিত) যে (পাতিব্রত্য) ধর্ম্ম, তাহাকেও যাঁহার জন্য (আশ্রয়িতব্য) বস্তু বলিয়া গণনা করি নাই; হায়, সেই কৃষ্ণকর্ত্তৃক উপেক্ষিতা হইয়াও এই পাপীয়সী আমি জীবিত আছি! অতএব আমার ধৈর্য্যকে ধিক্'।

শ্রীকৃষ্ণপ্রতি—'আমি নিজের সহজ-বাল্যভাব-বশে গৃহমধ্যে খেলা করিতেছিলাম,—কাহাকে 'ভদ্র' বলে, কাহাকে 'অভদ্র' বলে কিছুমাত্র জানিতাম না! এরূপ আমাদিগকে সহায়হীন দশায় লইয়া ফেলা কি তোমার পক্ষে উপযুক্ত হইয়াছে? আর এখন তোমার উদাসীনপদবী (পথ) বিস্তার করা কি ন্যায্য?' শ্রীকৃষ্ণ সমক্ষে ললিতার উক্তি—'ক্লেশকলঙ্কিত অতঃকরণবিশিষ্ট আমরা অদ্যই যমপুরী গমন করিতেছি, কিন্তু এই কৃষ্ণ বঞ্চনাপূর্ণ-প্রণয়-হাস্য পরিত্যাগ করিতেছে না! হে বুদ্ধিমতি রাধিকে, এই গভীর কাপট্যপূর্ণ আভীর-পল্লীলম্পটে তোমার এত অধিক উৎকৃষ্ট প্রেম কিরূপে জন্মিয়াছিল?' শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পৌর্ণমাসীর উক্তি—'হে কৃষ্ণার্ণব, ধর্ম্মপতিরূপ তরুর নৈকট্য-পথ দূরে পরিত্যাগ করিয়া, তীব্রবেগে ধর্ম্মসেতু ভাঙ্গিয়া, গুরুজনরূপ পর্ব্বত বলপূর্ব্বক লঙ্ঘন করতঃ, নবরসস্বরূপা রাধিকা-নদী তোমাকে লাভ করিয়াছিল, তুমি এখন বাগূর্ম্মিদ্বারা ইহার প্রতি বিমুখ-ভাব কিরূপে বিস্তার করিতেছ?'

মুরলী—তিনঅঙ্গুলী-পরিমিত ইন্দ্রনীলমণিখচিত, উভয়পার্শ্বে অরুণমণি দ্বারা তৎপরিমাণ-স্থল-শোভিত, তাহার মধ্যে হীরকোজ্জ্বলিত বিমল-স্বর্ণময়ী এই কল্যাণী কৃষ্ণকেলিমুরলী কৃষ্ণকরে বিহার করিতেছে। 'হে সখি

মুরলি, তুমি—সদ্বংশজাত, পুরুষোত্তমের হস্তস্থিত এবং জাতিতে সরলা হইয়াও কেন গোপাঙ্গনাগণের বিমোহন-কারী বিশেষ গুরুতর (বিষম) মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছ ?'

'হে সখি মুরলি, তুমি—মহাছিদ্রসমূহে পূর্ণ, লঘু, অতিকঠিন, নীরস ও জটীল হইয়াও কোন্ পুণ্যোদয়হেতু কৃষ্ণ-বদনচুম্বনানন্দনন্দনময় কৃষ্ণকরালিঙ্গন-ভজন স্বীকার করিতেছে ?" "মুরলীরব"—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মধুমঙ্গলের উক্তি—'মেঘের গতিরোধপূর্ব্বক, তুম্বুরাদি গন্ধর্ব্বকে চীৎকার করত, সনন্দনাদি ঋষিগণের ধ্যান ভঙ্গ করিয়া, ব্রহ্মার বিস্ময় উৎপাদনপূর্ব্বক, ধীর-স্থির বলিরাজকে ঔৎসুক্যসমূহের দ্বারা চটুল-চঞ্চল করত, পৃথ্বীধারী সর্পরাজ অনন্তকে ঘূর্ণনপূর্ব্বক এবং ব্রহ্মাণ্ডকটাহভিত্তি ভেদপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি ভ্রমণ করিয়াছিল।'

শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণন—"এই কৃষ্ণ নয়নশোভায় অতিসুন্দর শ্বেতপদ্মের প্রভা হরণ করিয়াছেন; ইঁহার নবকুঙ্কুমদ্যুতিবিড়ম্বিপীতাম্বর শোভা পাইতেছে; ইনি বন্যবেশালঙ্কারাদিদ্বারা দিব্য-বেশাদির আদর দূর করিয়াছেন;—এবম্ভূত ইন্দ্রনীলমণি অপেক্ষাও মনোহরদ্যুতিসম্পন্ন উজ্জ্বল কৃষ্ণচন্দ্র শোভা পাইতেছেন।" "হে সখি, হে বরাঙ্গি, যাঁহার বাম-জঙ্ঘার অধস্তটে দক্ষিণ পদ ন্যস্ত, যাঁহার অঙ্গ-মধ্যভাগ—কিঞ্চিৎ ত্রিভঙ্গময়, যাঁহার তির্য্যক্ কন্ধর স্তম্ভিত (স্থির), যাঁহার নেত্রাঞ্চল বঙ্কিম, সেই ঈষদুন্মীলিত (মুকুলিত) অধরে চঞ্চল অঙ্গুলীর সংলগ্ন বংশীধারী এবং মুখপদ্মে ভ্রূরূপি-ভ্রমর-পরিশোভিত তোমার সম্মুখস্থিত এই পরমানন্দময় পুরুষকে তুমি স্বীকার কর।' "হে সুমুখি, আমাদের সম্মুখে ইনি কোন্ বিশ্বকর্ম্মা ?—যিনি তীক্ষ্ণ দীর্ঘ অপাঙ্গরূপ টঙ্কের ছটা-দ্বারাই কুলবধূদিগের স্বধর্ম্মরূপ পাষাণবৃন্দকে ভেদ করত, অসংখ্য মরকতমণিতুল্য স্বীয় শ্যামসুন্দর বপুর্দ্বারা গোষ্ঠপ্রকোষ্ঠ যুগপৎ রচনা করিতেছেন।"

"হে সখি, মহা-ইন্দ্রমণিমণ্ডলীর মদবিনাশিনী দেহদ্যুতিবিশিষ্ট ব্রজরাজকুলচন্দ্রস্বরূপ কোন নব্যযুবা স্ফূর্ত্তি লাভ করিতেছেন;—ধৈর্য্যশীলা কুলাঙ্গনা-সমূহের নীবিবন্ধচ্ছেদনকারী কৌতুকবিশিষ্টা ইঁহার বংশীধ্বনি জয়যুক্ত হইতেছে।

শ্রীরাধার রূপ বর্ণন—"যাঁহার নয়নশোভা নবীন নীলপদ্মের শোভাকে বলপূর্ব্বক গ্রাস করে, যাঁহার প্রফুল্ল মুখোল্লাস কমলবনকে উল্লঙ্ঘন করে, যাঁহার অঙ্গকান্তি সুন্দর জাম্বুনদকে কষ্টদশায় নীত করায়, এবম্ভূত শ্রীরাধিকার বিচিত্ররূপ আশ্চর্য্যরূপে বিলাস অর্থাৎ স্ফূর্ত্তি লাভ করিতেছে।"

"চন্দ্রশোভা রাত্রিতে সুন্দর হইয়াও দিবাভাগে বিরূপতা প্রাপ্ত হয়, পদ্মও দিবাভাগে সুন্দর হইয়াও রাত্রিতে মলিন (মুদিত) হয়, কিন্তু হে সখে, আমার প্রিয়তমা রাধিকার বদন দিবারাত্র সর্ব্বদাই শোভায় উজ্জ্বল, সুতরাং কাহার সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে ?"

"যাঁহার মন্দমন্দ হাস্যযুক্ত গণ্ডস্থল প্রমদরসতরঙ্গযুক্ত হইয়াছে, মদকলচঞ্চলা ভৃঙ্গীর ভ্রান্তিরূপা ভঙ্গী ধারণপূর্ব্বক কামধেনুর ন্যায় যাঁহার ভ্রূলতা নৃত্য করিতেছে, তাঁহার নেত্রপক্ষবিনিঃসৃতকটাক্ষ আমার হৃদয়কে দংশন করিয়াছে।

ললিত মাধবে শ্রীকৃষ্ণদর্শনে শ্রীরাধার উক্তি—"হে সহচরি নবঘনদ্যুতি, মদমত্ত হস্তীর ন্যায় লীলাকারী, আশঙ্কা-শূন্য এই যুবা কে ? ইনি কোথা হইতে আসিয়াছেন ? আহা, ইনি চঞ্চলগতিদ্বারা এবং চৌরের ন্যায় দৃষ্টিদ্বারা চিত্তকোষ হইতে আমার চিত্তের ধৃতিধন লুটিয়া লইতেছেন। শ্রীরাধা-দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—"যে রাধিকা আমার মনঃকরীন্দ্রের নিকট বিহার-গঙ্গা-স্বরূপা, আমার চক্ষুচকোরের নিকট শরচ্চন্দ্রের অতিশয় প্রভারূপা এবং আমার বক্ষঃরূপ আকাশের নিকট তদাভরণস্বরূপ সুন্দর তারাবলীর ন্যায়, অদ্য আমি সেই রাধিকাকে উন্নত-মনোরথের সহিত প্রাপ্ত হইলাম।"

বিদগ্ধমাধবে শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির লালসা :—শ্রীরাধার উক্তি :—"সখি ! শ্রীকৃষ্ণের বাক্য নারিকেলের জল এবং

এবং তদীয় হাস্য কর্পূর সদৃশ, এই দুই একত্র মিশ্রিত করিয়া পান করত গরল-জালায় আমি কাতর হইয়াছি, তাঁহার অঙ্গসঙ্গরূপ অমৃত ব্যতিরেকে এ জীবন রক্ষা পাইবে না।" শ্রীরাধাপ্রাপ্তির আশায় শ্রীকৃষ্ণের অবস্থা—'একে দুঃশীল মলয় পবন বলপূর্ব্বক আমার শরীরকে ক্লিষ্ট করিতেছে, তাহাতে আবার চন্দ্র ক্রোধ প্রকাশ করিয়া অগ্নিচূর্ণ সদৃশ তুষার বর্ষণ করিতেছে, এদিকে আবার হত মদন অলিহুঙ্কৃতি দ্বারা স্পষ্টরূপে তর্জ্জন করিতেছে, হায়! আমি যে শ্রীরাধা ব্যতিরেকে ক্ষণকালও যাপন করিতে পারিতেছি না।' (এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন)।

বিশাখা শ্রীরাধার প্রেমচিহ্ন শ্রীকৃষ্ণকে বর্ণন করিতেছেন—'শ্রীকৃষ্ণ! প্রসঙ্গাধীন দূর হইতে তোমার নামাক্ষর কর্ণে প্রবিষ্ট হইলে অমনি খঞ্জনাক্ষী উন্মাদভাব লাভ করত চীৎকার করিতে করিতে কম্পিত হইতে থাকেন, হা কষ্ট! আর অধিক কি বলিব, দৈবাৎ যদি অসিতবর্ণ নবজলধর দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে উৎকণ্ঠিতচিত্তে তৎক্ষণাৎ আলিঙ্গন নিমিত্ত পক্ষদ্বয় ইচ্ছা করেন।" "শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির অভাব ক্ষণকালকে কল্পাধিক জ্ঞান"—ললিতা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন:—"হে কুহক! সখী যে তোমা বিরহিত কেশরকুঞ্জে অবস্থিত হইয়া ত্রুটিমাত্র কালকেও কল্পাধিক করিয়া মানিয়াছেন।"

মুরলী-ধ্বনি—শ্রীরাধার উক্তি:—"সখি! গৃহকর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিলে যে করস্তম্ভ করিয়া দেয়, রাত্রিতে পতিপার্শ্ব হইতে আকর্ষণ করিয়া লইয়া আইসে এবং যে গুরুজন-সমক্ষে গৌরাঙ্গীদিগের নীবি মোচন করিয়া দেয় সেই গোকুলানন্দের ধূর্ত্তা মুরলী আজ আমার বশতাপন্ন।"

শ্রীরাধা বিরহে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থা—শ্রীরাধা প্রতি নান্দীমুখী—"সখি! কৃষ্ণ ক্ষণকালের জন্যও সুহৃদগণের সঙ্গে পরিহাস করিতেছেন না এবং চম্পকপুষ্পদ্বারাও চূড়াবন্ধন করিতেছেন না; কেবল যোগির ন্যায় ভোগাশা বিসর্জ্জন দিয়া তোমার মুখচন্দ্র মাত্র চিন্তা করিতে করিতে সুখানুভব করিতেছেন।" মধুমঙ্গল প্রতি শ্রীকৃষ্ণ—'আমার অগ্রে রাধা পশ্চাতে রাধা এবংগগণমণ্ডলে রাধা বিরাজ করিতেছেন, হায়! আমার সম্বন্ধে ত্রিলোকী রাধাময় হইল কেন?' শ্রীকৃষ্ণদর্শনোৎকণ্ঠায় ও বিরহে শ্রীরাধার অবস্থা—'কৃশাঙ্গী শ্রীরাধা হরিবিরহে খিন্না হইয়া মধ্যাহ্নকালীন প্রজ্বলিত সূর্য্যকান্তমণির ন্যায় অরুণবর্ণ বপু: এবং কারণ্ডব পক্ষীতুল্য পাণ্ডুবর্ণ গণ্ডস্থলের রুচি ধারণ করতঃ নিদ্রাবেশে মুদ্রিত নয়ন কমলে দুঃখাতিশয় বিস্তার করিতেছেন।' শ্রীরাধা প্রতি ললিতা—"সুন্দরি! তোমাকে বলিয়াছিলাম যে ব্যক্তি নন্দনন্দননিষ্ঠ প্রেম নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা করে তাহার কখন অশ্রুধারার বিরাম হয় না"। বৃন্দা কহিলেন—"রাধে! নিরন্তর আনন্দাশ্রুবিগলিত হওয়ায় তোমার লোচনদ্বয় অঞ্জনশূন্য হইয়াছে, ঘর্ম্মজলে বিলেপন ধৌত হওয়ায় কুচদ্বয় রক্তিমা পরিত্যাগ করিয়াছে এবং তোমার বক্ষস্থল যোগ (সঙ্গ) বিষয়ে উৎকণ্ঠিত হইয়াছে।"

বরপ্রার্থনা—পৌর্ণমাসীবাক্য—"হে কৃষ্ণ! তুমি বৃন্দাবন কুঞ্জকন্দরে গুণবৃন্দমাধুর্য্য বিস্তার পূর্ব্বক শ্রীরাধার সহিত সর্ব্বদা মঙ্গল জনক কেলিবিভ্রম অভ্যাস কর। অপর যে ব্যক্তি অন্তঃকরণ মধ্যে আদর প্রকাশ পূর্ব্বক কর্ণদ্বয় উদ্ঘাটন করিয়া তোমার গোকুলকেলিরূপ নির্ম্মল সুধাসিন্ধুর বিন্দুও সেবা করেন, তাহা হইলে তাঁহার রাধাময়ী মাধবী-মধুরিমা-রূপ স্বারাজ্য-অর্জ্জনকারী দৃঢ়তর প্রেমতরঙ্গ তোমার পদকমলে উদিত হউক।

তৃতীয় দ্যুতি

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর প্রয়োজনতত্ত্ব বর্ণন

(প্রীতি সন্দর্ভ)

আনন্দ—তৈত্তিরীয় উপনিষদে ব্রহ্মানন্দ বল্লী ৮ম অনুবাকে বর্ণিত—

যুবা, সাধু, অধীতবেদ, ক্ষিপ্রকর্ম্মা, দৃঢ়কায় ও বলবানসর্ব্বসম্পদ পূর্ণ পৃথিবী যাঁহার অধিকৃত, বিবিধ বিষয়-ভোগদ্বারা মনুষ্যলোকের যে শ্রেষ্ঠ আনন্দ লাভ করেন, তাহা শ্রেষ্ঠ মানুষানন্দ। শ্রোত্রিয়, ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণ বিষয়-কামনা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম ও বিদ্যাবিশেষদ্বারা প্রাপ্ত উক্ত আনন্দ মানুষানন্দের শতগুণ—তাহা মানুষ-গন্ধর্ব্বের আনন্দ। এই মানুষ-গন্ধর্ব্বানন্দের শতগুণ আনন্দ জন্ম হইতে যাঁহারা গন্ধর্ব্ব-জাতি তাহারা এবং ব্রহ্মবিদ ব্রাহ্মণ বিষয় কামনা ত্যাগ করিয়া প্রাপ্ত হন। তাঁহার শতগুণ দেব-গন্ধর্ব্বের আনন্দ। তাহার শতগুণ আনন্দ—চিরলোক লোকপিতৃগণের আনন্দ। ব্রহ্মবিদ ব্রাহ্মণ বিষয়বাসনা ত্যাগ করিয়া সাধন করিলে তিনিও ঐ আনন্দ পাইতে পারেন। তাহার শতগুণ আনন্দ—স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত কর্ম্মবিশেষ দ্বারা দেবলোকে জন্মগ্রহণান্তর অজানজ দেবগণের আনন্দ। ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণ বিষয়বাসনা ত্যাগ করিয়া সাধনবিশেষদ্বারাও উহা পাইতে পারেন। তাহার শতগুণ—অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক কর্ম্মদ্বারা দেবলোক প্রাপ্ত কর্ম্মদেবগণের আনন্দ। তাহার শতগুণ আনন্দ অষ্ঠ বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, ইন্দ্র ও প্রজাপতি এই ৩৩ জন দেবগণের আনন্দ। তাহার শতগুণ—ইন্দ্রের আনন্দ। তাহর শতগুণ—বৃহস্পতির আনন্দ। তাহার শতগুণ—প্রজাপতির আনন্দ। তাহার শতগুণ—ব্রহ্মার আনন্দ। এই ব্রহ্মানন্দ পর্য্যন্ত ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণ বিষয় বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধনবিশেষ ও তারতম্য দ্বারা লাভ করিতে পারেন। এইপ্রকারে ব্রহ্মানন্দের যথার্থ তুলনা হয় না। ইহা নির্ণয় করিতে না পারিয়া বেদলক্ষণ বাক্য ও মন নিবৃত্ত হয়। তাহারা মুক্তিলাভের অধিকারী। মুক্তি দুই প্রকার—সদ্যমুক্তি ও ক্রমমুক্তি। কিন্তু পরতত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত স্বরূপজ্ঞান লাভ হয় না। ভগবৎপ্রাপ্তি দুইপ্রকার—(১) ভজন স্থানে ও (২) বৈকুণ্ঠে ভগবৎপ্রাপ্তি। উৎক্রান্তদশায় স্থূল-সূক্ষ্ম-নাশে, সদ্য ও ক্রমমুক্তি। জীবন্মুক্তি উপাধির মিথ্যাত্ব প্রতীতিতে এবং বৈমুখ্যাপগমে পরতত্ত্বের স্বপ্রকাশতা লক্ষণ ধর্ম্মের অব্যবধানে। মুক্তি আত্যন্তিক পুরুষার্থ। ধর্ম্মে, অর্থে ও কামে যমভয় আছে। পরতত্ত্ব সাক্ষাৎকারাত্মক মোক্ষ—পরম পুরুষার্থ। পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের মধ্যে অস্পষ্টবিশেষ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার অপেক্ষা, স্পষ্টবিশেষ প্রকাশভূত পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার শ্রেষ্ঠ। তদপেক্ষা, সশক্তিপ্রকাশ ভগবৎসাক্ষাৎকার শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে ভক্তিদ্বারা প্রিয়ত্বলক্ষণধর্ম্মবিশেষ ভাগবৎসাক্ষাৎকার মুখ্য ও পরম অন্তরঙ্গ পরম পুরুষার্থ। প্রীতি পরতম পুরুষার্থ। প্রীতি-হেতু সাক্ষাৎকারে ভগবানের স্বরূপ, স্বরূপবৈভব, ধাম, পরিকর ও লীলা প্রত্যক্ষ হয়। অণু জীবে প্রীতির অপূর্ণতা হেতু শৈশব, বাল্য, যৌবনে বিভিন্ন প্রীতিরবস্তুর সন্ধান করে, কিন্তু তাহাতে তৃপ্ত হইতে পারে না। এই তুচ্ছ প্রীতির জন্য জীব আপন জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করে। কিন্তু পূর্ণ-প্রীতির একমাত্র পাত্র শ্রীভগবান্। যেথানে মুক্তি পর্য্যন্ত তুচ্ছ।

সাক্ষাৎকার দুইপ্রকার—অন্ত ও বহিঃ। তন্মধ্যে বহিঃসাক্ষাৎকার শ্রেষ্ঠ। মুক্তির মধ্যে—সামীপ্যমুক্তি শ্রেষ্ঠ। ভিতরে বাহিরে আনন্দময়ের অনুভূতিতেই পরমানন্দ লাভ হয়। জ্ঞানীর ঐকাত্ম্য অপেক্ষা ভক্তের বিচারে তাদাত্ম্য অনেক বড় কথা। জীবন্মুক্তি ভজনস্থানে ভগবদিচ্ছাক্রমে ব্রহ্মবিদ্যা ও ভাগবদ্ধর্ম্মোপদেশের জন্য তদনুগত্যময়ী হইলে তাহা ভক্তির অনুকূলে গৃহীত হইতে পারে। জীবন্মুক্তির পরও দেহ ধ্বংস হয় না। সাধন-নিষ্ঠা ও প্রাপ্তি-উৎকণ্ঠায় ভগবৎকৃপায় অনায়াসে অবিদ্যা, বাসনা ও অপ্রারব্ধকর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। প্রারব্ধ কর্ম্মভোগ অনভিনিবেশে হয়। তাহা ভগবৎনামে নিষ্ঠার উদয়েই ধ্বংস হয়। আর জীবন্মুক্ত শেষে অহিংসা মুক্তি পর্য্যন্ত লাভ করে। অতএব জীবন্মুক্তের দশা ভক্তির প্রথমাবস্থাতেই অতি অনায়াসেই লাভ হয়। তদপেক্ষাও অধিক মঙ্গল লাভ হয়। ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের

মুক্তি হইতে ভগবৎসাক্ষাৎকারের মুক্তি পৃথক্। মৃত্তিকাবরণবৎ রজতমঃআবরণ মুক্ত (ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের মুক্তি) কিন্তু কাঁচাবরণবৎ নির্লিপ্তভাবে সাত্ত্বিক আবরণযুক্ত বহিশ্চর জীবন্মুক্ত ভগবৎকৃপায় মায়াবরণ মুক্ত হইয়া স্বরূপশক্তির-বৃত্তি-ভূত (চিৎ-জ্ঞান) বিদ্যার আবির্ভাবে ও কৃপায় মায়াবৃত্তি নিবৃত্তিতে পরতত্ত্বরূপ পরমানন্দ প্রাপ্তিই "অস্তিমামুক্তি"। যে মুক্তিতে আনন্দ হইয়া যওয়া হয় তাহাতে আনন্দলাভরূপ আস্বাদনাভাবে পুরুষার্থের অভাবই হইয়া থাকে। কথঞ্চিৎ সাম্মুখ্য (কৃষ্ণদাস অভিমান), ইহাতে মায়া-নিবৃত্তি ঘটে। যাহার কর্ম্ম-ক্ষয় হইয়াছে তিনি আত্মকাম পরতত্ত্ব অনুভবাভিলাষী হন। (ব্রহ্মপ্রাপ্তি শব্দে তাদাত্ম্য প্রাপ্তি)। পাপ, জরা, মৃত্যু, শোক, ক্ষুধা ও পিপাসা রাহিত্য, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প ব্রহ্মের ৮টী সাধারণ গুণ মুক্তের হয়। সকাম ও নিষ্কামকর্ম্ম পরমার্থ নহে—পরন্তু অর্চ্চনাদি ভক্তি পরমার্থ। আত্মার ধ্যান পরমার্থ নহে, কারণ পরমেশ্বর হইতে ভেদপর দ্বৈতী যোগীগণ পৃথক্ পৃথক্ দেহে আত্মা ও পরমাত্মার যোগকে পরমার্থ বলেন। পরমাত্মা পৃথক্ দেহে পৃথক্ নহে, এক বলিয়া তাহা পরমার্থ হইতে পারে না। পরন্তু শুদ্ধ ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবজ্ সম্বন্ধ জ্ঞানের নামই পরমার্থ। ব্রহ্মেও আনন্দ আছে। পরমাত্মা-সাক্ষাৎকাররূপ মুক্তিতেও আনন্দানুভব আছে। নারায়ণ সাক্ষাৎকারই মোক্ষ।

অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পঞ্চক্লেশশূন্য, দশ নামাপরাধশূণ্য ও মোক্ষাভিলাষশূণ্য হৃদয়ে সাধুসঙ্গ ও কৃপায় শ্রুতগৃহীতা ভগবানের যশ ও গঙ্গাস্নানাদিদ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে তদ্ভক্তিবিশেষাবির্ভূত শ্রীভগবানের তদীচ্ছাময় তদীয় স্বপ্রকাশতা-শক্তি-প্রকাশে সম্যক চিত্তের বিশুদ্ধি ঘটে ও তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা ভগবৎসাক্ষাৎকার হয়েন। অন্তঃ ও বহিঃ ভেদে সাক্ষাৎকারদ্বয়ের মধ্যে বহিঃসাক্ষাৎকার শ্রেষ্ঠ। অবতার কালেও অশুদ্ধ চিত্তে সাক্ষাৎকারের আভাস (যোগমায়া সমাবৃত)। অবতার ভিন্ন ও অবতার কালেও বৈষ্ণবাপরাধ থাকাকালে যে দর্শন তাহা অদর্শন। অবতার কালে বিপরীত দর্শনও হয়। বিষয়াভিনিবেশ, ভগবদবজ্ঞারূপ বহির্ম্মুখ, অরুচি ও বৈকৃত্য বিদ্বেষীর ভগবদ্দর্শন লাভের সময় হইতেও অপরাধীর ক্লেশ নাশ আরম্ভ হয়। ভক্তাপরাধ-হীন ব্যক্তির অবতারকালে ভগবৎসাক্ষাৎকারের সঙ্গে সঙ্গেই নিখিল ক্লেশ বিমুক্ত হয়। অপরাধীর অপরাধের ক্ষয়ের পরিমাণে ক্লেশের ক্ষয় হয়। ভক্তের যে বিষয়াভিনিবেশ—তাহা ভগবানের লীলাশক্তির দ্বারা যোগমায়া কৃত। তাহা ভগবানের লীলামোদপোষনার্থ ভগবদিচ্ছায় প্রকটিত হয় তাহা 'অভিভবাভাস'। ভগবাদিচ্ছায় প্রকাশিত বলিয়া জয়-বিজয়ের বৈরভাবাভাস ও চতুঃসনের অপরাধাভাস।

সালোক্য মুক্তি ঃ—সাধনসিদ্ধ ভক্ত ভক্তি-প্রভাবে প্রারব্ধ-অপ্রারব্ধ কর্ম্মবিনাশে স্থূলসূক্ষ্মদেহনাশান্তে উৎক্রান্ত দশায় (অস্তিমামুক্তিতে) জীবস্বরূপ চিন্ময়স্বরূপশক্তি প্রকটিত ভগবদ্ধামে স্থিত শোভারূপ অনন্ত চিন্ময় মূর্ত্তি ভগবৎ-সেবোপযোগী ভগবৎজ্যোতির অংশভূত ভগবদিচ্ছাক্রমে নিজরুচি অনুরূপ মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া মিলিত হন। তাহাই পার্ষদদেহ প্রাপ্তি। সিদ্ধ-প্রনালীতে শ্রীগুরুদেবের ধ্যানযোগে জাত মূর্ত্তি মানসে সেবা করিতে করিতে ভক্তিবলে ভগবৎ ইচ্ছা ও কৃপায় লভ্য হয়। কোন স্থলে এই প্রাকৃত দেহই অচিন্ত্য-ভগবৎশক্তি-প্রভাবে জ্যোতির্ম্ময় চিন্ময় পার্ষদ দেহে পরিণত হয়। যথা—ধ্রুব।

সার্ষ্টি মুক্তি ঃ—ত্যক্তসমস্তকর্ম্ম আত্মসমর্পণকারী ভক্ত ভগবৎকৃপায় নিখিল চিদচিৎ সৃষ্টিস্থিতি-নিয়মনরূপ জগদ্ব্যাপার ব্যতীত অংশভূত ব্রহ্মাদি দেবগণের আধিপত্য, সমস্তলোকে স্বচ্ছন্দগতি ও অণিমা (অণুকরণ), লঘিমা (হাল্কাকরণ), মহিমা (বড়করণ), প্রকাম্য (দূরস্থকে নিকট আনয়ন), বশিত্ব (বশীভূতশক্তি), ঈশিত্ব (ভৌতিক দ্রব্যের উপর প্রভুত্ব), কামবসায়িতা (ইচ্ছানুরূপ শক্তি প্রকাশ) ও প্রাপ্তি। ভগবানের সমান নিত্য কিন্তু গৌণ আংশিক ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি হয়।

সারূপ্য ঃ—ভগবৎকৃপায়, শ্রীবৎস, কৌস্তভ, শ্রীকরচরণগত চিহ্নাদি ব্যতীত চতুর্ভুজ পীতবসনাদি রূপ প্রাপ্ত হয়।

সামীপ্য ঃ—ভাগবতী গতি পার্ষদত্ব প্রাপ্তি। প্রেমভক্তিযোগে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সাযুজ্য ঃ—ভক্তের অনাদৃত সেবাসম্ভাবনাহীন। ভগবানের শ্রীঅঙ্গে লীন হইয়া থাকে। ভগবান্ হইতে পারে না, জীবই থাকে কিন্তু মায়া সম্পর্ক থাকে না, আনন্দ নিমগ্নতা স্ফূর্তি মাত্র (অন্তঃসাক্ষাৎকার)। কোথায় কোথায় ভগবৎকৃপায় কিঞ্চিৎ ভোগও ভুক্তাবশেষ আস্বাদন হয়। লীন থাকিলেও প্রেয়সীবর্গের সহিত বিহারাদির অনুভূতি থাকে না। কাহারও ভাগ্যক্রমে কৃপাপূর্ব্বক শ্রীঅঙ্গ হইতে নিষ্কাসিত করিয়া পার্ষদ করেন। অন্য মুক্তি দ্বারা সেবা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু সাযুজ্য মুক্তিতে সেবা সম্ভাবনা না থাকাতে ভক্তের নিকট ঘৃণ্য। ব্রহ্মসাযুজ্য অপেক্ষা ভগবৎসাযুজ্য অধিক ঘৃণিত।

চারিপ্রকার মুক্তি ভগবৎসাক্ষাৎকারের বৈশিষ্ট্যে ব্রহ্মকৈবল্য হইতে শ্রেষ্ঠ। অস্পষ্ট-বিশেষ ব্রহ্ম-কৈবল্যের পর স্পষ্ট-বিশেষ ভগবৎপ্রাপ্তি শ্রেষ্ঠ (যেমন অজামীলের নামাভাসে প্রাপ্ত)। বহিঃসাক্ষাৎকারময় বলিয়া সামীপ্য মুক্তি মুক্তি মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

প্রলয় কালে সমুদয় জীব স্বপ্ন বিহীন গাঢ় নিদ্রায় মগ্নপ্রায় নিজ-কর্ম্ম সমূহসহ প্রকৃতিতে লীন থাকে। যখন কর্ম্ম উদ্বুদ্ধক্রিয়াবিশেষরূপে ব্যক্ত হইবার যোগ্য হয় তখন সৃষ্টি আরম্ভ হয়। প্রথমে ব্রহ্মার সৃষ্টি। অনন্ত জীব-গণের মত অনন্ত ব্রহ্মারও উপাধি-শরীরাদি প্রকৃতিতে লীন আছে। তাহার একজনের উপাধি সৃষ্টি করিয়া ভগবান্ তদ্দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেন। অন্য জীব সৃষ্টি না হইলেও সেই কল্পে ইহাকে লইয়া সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। সৃষ্ট্যাদি ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ। সৃষ্ট্যাদি ব্যাপার অনাদি।

সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, ঊতি, মন্বন্তর ; ঈশকথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয় মহাপুরাণের প্রতিপাদ্য দশটী অর্থ মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণিত মুক্তি অর্থে প্রেমভক্তি। পোষণ অর্থেও প্রেমভক্তি। ভগবানের অনুগ্রহই পোষণ ; নিজপ্রীতিদানই সেই অনুগ্রহের পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্তি। মুক্তি অপেক্ষা প্রেমভক্তি শ্রেষ্ঠ। 'কৈবল্য'-শব্দে শুদ্ধ ভক্তিযোগ, উহাই পরম প্রয়োজন, উহাই প্রীতি। ভক্তের প্রকৃষ্ট সঙ্গফলে ভক্তিযোগ-লক্ষণ প্রেম অপবর্গ হয়

ভাঃ ১।১।২ শ্লোকে 'কৃতি' :—কোনরূপে সে সাধনানুক্রমপ্রাপ্ত ভক্তিদ্বারা কৃতার্থ। "সদ্য"—সে সময় ব্যাপিয়া। "শুশ্রূষু" = শ্রবণেচ্ছু, "তৎক্ষণাৎ" = তখন হইতে সর্ব্বক্ষণ। "অপর"—মোক্ষবাসনাযুক্ত, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার প্রভৃতি। "অবরুদ্ধ"—বশীভূত (প্রীতিই উদ্দেশ করিতেছেন)। চতুঃশ্লোকী—প্রবিষ্ট, অপ্রবিষ্ট ভক্তের অন্তরেন্দ্রিয় সমূহে (মনে) ও বহিরিন্দ্রিয় সমূহে স্ফূর্ত্তি। ভক্তগণে—সর্ব্বপ্রকারে অনন্যবৃত্তিতার হেতুভূত স্বপ্রকাশ (প্রেম নামক আনন্দা-ত্মক কোন অনির্ব্বচনীয় বস্তু আমার 'রহস্য'। 'জ্ঞান'—ভগবজ্জ্ঞান। 'বিজ্ঞান'—ভগবদনুভব। 'রহস্য'—প্রেমভক্তি। 'অঙ্গ'—সাধন-ভক্তি। প্রেমের বিরল প্রচারত্ব ও মহত্ত্ব কারণে সহজে অদেয় কিন্তু মুক্তি সহজে দেয়। শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাবের মূলীভূত উদ্দেশ্য মহিমা বর্ণনে ভগবৎপ্রীতির উদ্বোধন। ভগবৎ-প্রীতির দ্বারা মোক্ষের তিরস্কৃতি স্বরূপদ্বারা ও পরিকরদ্বারা। 'ভক্তের সুখ দুঃখ'—ভগবৎ অনুভব-সুখ ও বিরহ দুঃখে ইষ্টস্ফূর্ত্তি জন্য পুরুষার্থ। পূর্ব্বসংস্কার ও সকামব্যক্তির সংসর্গে—স্বর্গলাভ। মহদপরাধফলে নরকগতি লাভ হইলেও সর্ব্বাবস্থায় শ্রীভগবানে আসক্তচিত্তের তাহাতে অভিনিবেশ হয় না। মোক্ষসুখে উল্লাস ও নরকদুঃখে ব্যথিত হয় না ; শ্রীভগবানে পুরুষার্থ বুদ্ধি থাকায় তাঁহাতেই অভিনিবেশ থাকে ; অন্য সকলে তুচ্ছ বুদ্ধি হয়। ভক্তির আভাসে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ সকলই সুলভ কিন্তু ভক্ত আদর করেন না। ভক্তের সঙ্গের লবমাত্রও স্বর্গ ও মোক্ষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মুক্তজীব মায়া সম্বন্ধ বর্জ্জনের পর শুদ্ধস্বরূপ জীবের ভক্ত ও ভক্তির কৃপায় পার্ষদ দেহ লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের গুণে আকৃষ্ট হইয়া হরিভজন করেন। ভক্ত ও ভগবানের নিকট অপরাধ না হইলে (মুক্তজীব) জ্ঞানিগণের দেহাদ্যাভিমানের অভাব হেতু চিত্ত বিক্ষেপের অভাব নিবন্ধন (ভক্তির কৃপা হইলে) নিত্যযুক্তত্বও একান্তত্ব সম্ভব। অপরাধ হইলে জীবন্মুক্তেরও পতন (সংসার) অনিবার্য্য।

ভাঃ ১১।১৪।১৫ শ্লোকোক্ত—নিরপেক্ষ—নিষ্কিঞ্চনভক্ত, শান্ত—ক্ষোভরহিত। সমদৃষ্টি—হেয় উপাদেয় বৈরভাব রহিত। মুনি—নারদাদির পদধুলিতে কৃষ্ণভক্তের অহৈতুকী ভক্তির প্রতিদান—অসমর্থতারূপ দোষ পবিত্র করেন। (ভক্তের চরণধূলির দ্বারা ভক্তি হয় তদ্দ্বারা মাধুর্য্যানুভব করা যায়।)

প্রীতিমান ভক্তই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ :—চতুর্ব্বর্গাধিকারী অকিঞ্চনের জন্যই ভগবৎ প্রসঙ্গের আবির্ভাব। কোনও ভক্তের চতুর্ব্বর্গের কামনা হইলেও ভগবান্ উপশম করেন। সুখ-দুঃখে ভগবৎস্মৃতির অভিনিবেশের ব্যাঘাতকারক বলিয়া চতুর্ব্বর্গ অশুদ্ধ। শুদ্ধজীব সুখ-দুঃখে অভিনিবিষ্ট হন না। ভক্তের ভগবৎসুখানুসন্ধানময়ী চরণকমলের সেবা ব্যতীত চতুর্ব্বর্গাদি আর কিছুই প্রার্থনীয় নাই। শুদ্ধভক্তের অন্তর্বাঞ্ছা শ্রীভগবানের প্রীতিসেবার উপযোগী হইলে গ্রহণীয়, নিজসুখসম্পাদনের জন্য নহে। শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজের রাজসূয় যজ্ঞ, দ্বারকায় ন্যায় ঐশ্বর্য্য (পরমেষ্ঠি) কৃষ্ণসেবার জন্য, প্রীতিসেবা সম্পন্নের জন্য। কোন কোন ভক্ত "সামীপ্য" মুক্তি স্বীকার করেন, তাহা সর্ব্বক্ষণ অন্তঃসাক্ষাৎকার থাকা সত্ত্বেও তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বহিঃ-সাক্ষাৎকারের জন্য—ভক্তসেবোপযোগিনী "সামীপ্য" মুক্তি প্রার্থনা করেন। তদ্দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তির ব্যাকুলতার জন্য ভগবদ্ভক্তির (শুদ্ধ) গৌরবই ঘোষনা করে। ভক্তগণ বাসনানুসারে ভগবৎসেবোপযোগি ভগবদ্ধামে থাকিয়া সেবার জন্য 'সালোক্য"; মহাসমারোহে সেবার জন্য "সার্ষ্টি"; সতত নিকটে থাকিয়া সেবার জন্য "সামীপ্য", তদীয় সুখানুরূপ সেবা করিবার জন্য "সারূপ্য" মুক্তি স্বীকার ও প্রার্থনা করেন। কোন কোন ভক্ত প্রার্থনা না করিলেও আপনা আপনিই ঐ সকল মুক্তি মিলিয়া যায়। পার্ষদত্বলক্ষণাগতি—সালোক্য মুক্তি।

অভীষ্ট প্রাপ্তির নিশ্চয়তা—একান্তিভক্ত—দুইপ্রকার (১) অজাতপ্রীতি,—সর্ব্বপুরুষার্থরূপে ভগবৎপ্রীতি প্রার্থনীয় বলিয়া একান্তি। (২) জাতপ্রীতি তিন প্রকার, (ক) ভগবদনুভবমাত্রে নিষ্ঠাসম্পন্ন শান্তভক্ত কেবল দর্শন প্রার্থনা করেন, বাহিরে একবার দর্শন করিলেও সর্ব্বদা অন্তঃসাক্ষাৎকার বর্তমান; কিন্তু সেবাভিলাষ নাই যথা কর্দ্দমঋষি। (খ) দর্শন-সেবনাদি রসময় পরিকর-বিশেষাভিমানী। (গ) স্বয়ং পরিকর বিশেষ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে :—"যদি আমাকে পাইতে ইচ্ছা করে, তবে নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইবে ইহার অন্যথা হইবে না।" ভজনানুরূপ প্রাপ্তি হইবে। ব্রজদেবী, দ্বারকাবাসী, পাণ্ডবগণ প্রভৃতি পার্ষদগণের প্রকট লীলার পর, অপ্রকট লীলায় প্রবেশের পর, শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি, বহিঃসাক্ষাৎকার, তাহা স্ফূর্ত্তি নহে।

অংশী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরিকরগণও অংশী। বিদুর যমরাজের অংশী। প্রকট লীলায় অংশ অংশীতে প্রবেশ করেন। অপ্রকট কালে অংশী হইতে অংশ পৃথক্ হইয়া যমরাজ যমলোকে গমন করেন। অভিমন্যুর চন্দ্রলোকে গমন ঐরূপ। প্রভাসতীর্থে যাদবগণের যদুবংশ ধ্বংস, মহিষীহরণ প্রভৃতি ঐন্দ্রজালিক মায়িক। যাদবগণ কৃষ্ণপার্ষদ নিত্য দ্বারকাবাসী। ঐ প্রকার অন্য পার্ষদগণও বুঝিতে হইবে। পরীক্ষিত মহারাজের ব্রহ্মনির্ব্বানে প্রবেশের পর ক্রমভগবৎপ্রাপ্তি রীতিতে ভগবৎপ্রাপ্তি বুঝিতে হইবে। ভীষ্ম, পৃথুমহারাজ, ভরতমহারাজ ও অজামিল ঐ প্রকার বুঝিতে হইবে।

মহাভক্তগণ না চাহিলেও তাঁহাদের নিকট প্রীতির অনুকূল সম্পত্তি উপস্থিত হইয়া থাকে। ভগবান্ যদি সম্পত্তি দান না করেন তাহাতে প্রীতির লাঘব হয় না। না দেওয়ার জন্য প্রীতির উল্লাস আর দিলেও প্রীতির উল্লাস কোন অবস্থায়ই লাঘব হয় না। যেমন—শ্রীসুদামাবিপ্র।

প্রীতিমান ভক্তের বৈশিষ্ট্য এই যে,—ভক্তকে নিজদত্তবস্তু প্রচুর হইলেও ভগবান্ অল্প মনে করেন; আর ভক্ত-প্রদত্ত বস্তু অতিতুচ্ছ হইলেও তাহা ভগবান্ প্রচুর করিয়া মনে করেন। ভক্তের প্রীতি ভিন্ন অন্য কোন প্রার্থনা নাই। "জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মম্। স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিত-শ্রীমুখেন ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্"। অপ্রকট প্রকাশেও শ্রীকৃষ্ণ পরিবারবর্গের সহিত বিহার করেন এই শ্লোকের তাৎপর্য্য। শ্রীকৃষ্ণ যদুবর-পার্ষদগণের সহিত নিত্য পরমোৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন। নিজ

বাহুগণ ব্রজে দুইভুজ ও দ্বারকায় কখন দ্বিভুজ, অধর্ম্মনাশ ও অধর্ম্মবহুল রাজন্যবর্গকে বিনাশার্থ কখনও চতুর্ভুজরূপে ও দ্বারকায় বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধরূপে অথবা দৈর্দোভিঃ কালত্রয়গত ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের বাহুস্বরূপ, তাঁহাদের দ্বারা (অধর্ম) পাপরাশি নাশ করিয়া অথবা নিজাবির্ভাব দ্বারা স্থাবর জঙ্গম সকলের বিশেষতঃ ব্রজের ও দ্বারকা মথুরার স্থাবর জঙ্গমের নিজচরণের বিচ্ছেদ হন্তা হইয়া দেবকীতে জন্মরূপ বাদ গ্রহণ করিয়া জয়যুক্ত আছেন। নিত্য বিহার প্রতিপাদনের জন্য নিখিল জীবের আশ্রয় জননিবাস—জন-স্বজন তিনি নিজভক্ত হৃদয়ে সপরিকর দ্বারকা-মথুরা-বৃন্দাবনবিহারিরূপে প্রকাশমান আছেন। তিনি স্বয়ং কি কার্য্যে জয়যুক্ত? ব্রজ-মথুরা-দ্বারকা বণিতা (অত্যন্ত অনুরাগী) গণের কাম লক্ষণ যে দেব (অপ্রাকৃত) শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁহাদের হৃদয়ে ও উদ্দীপন স্বরূপে (কাম ও কামের [প্রেমের] অধিষ্ঠাতৃ দেবতা অভেদ) পরমানন্দ স্বরূপতা পরমপুরুষার্থতারূপে নিত্য জয়যুক্ত আছেন। **"ভগবৎপ্রীতির লক্ষণ"**—প্রীতিতে—বিষয় ও আশ্রয় আছে, বিষয়ের আনন্দে আশ্রয়ের আনন্দ, আশ্রয়ের পৃথক আনন্দ নাই। প্রীতির বাচক শব্দ—হাব, হার্দ্দ, সৌহৃদ। বিষয়ের আনুকূল্যভাবে তদনুগত স্পৃহা উল্লাসময় ভজনবিশেষ। ইহার প্রতিযোগী—বিদ্বেষ। প্রিয়তার বিষয়—যাহাকে ভালবাসা যায় (শ্রীকৃষ্ণ), আশ্রয়—ভক্ত। প্রতিযোগী=শত্রু। সুখ :—আশ্রয় আছে বিষয় নাই। বাচকশব্দ—মুৎ, প্রমোদ, হর্ষ, আনন্দ। উল্লাসাত্মক জ্ঞান বিশেষ। প্রতিযোগী—দুঃখ, ইহাতেও আশ্রয় আছে বিষয় নাই। সুখের আশ্রয়—সুকর্ম্মান্বিত জীবও দুঃখের আশ্রয়—দুষ্কর্ম্মান্বিত জীব।

স্বরূপ লক্ষণ :—বিষয়ানুকূল্যাত্মক। তদানুকূল্যানুগত ও তদনুভব হেতুকোল্লাসময় জ্ঞানবিশেষঃ। **তটস্থ লক্ষণ** :—উপমা—প্রবাসী পুত্রের জন্য 'পুত্রের দুগ্ধপানে পুষ্ট হইবে বলিয়া' নিজে কষ্ট করিয়াও টাকা পাঠাইয়া পুত্রের পুষ্টি-সংবাদে যে সুখ তাহা 'বিয়ানুকূল্যাত্মক'। কাছে আনিলে অর্থাভাবে কষ্ট হইবে ভাবিয়া কাছে না আনার ইচ্ছা 'আনুকূল্যানুগত তৎস্পৃহা।' তাহার কুশল সংবাদে 'মনে মনে বুকে করিয়া লালন করিতেছি তাহাতে পুত্রের কত আনন্দ হইতেছে' ইহা "তদনুভব হেতুকোল্লাসময় জ্ঞানবিশেষঃ"। ইহা পরোক্ষভাবে ভগবৎপ্রীতির লক্ষণ দেখান হইল। ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত (শরীর), চেতনা, ধৈর্য্য—বিকারযুক্ত পদার্থ 'ক্ষেত্র' মায়িক। ক্ষেত্রজ্ঞ-আত্মা। মায়ার সত্ত্বগুণ হইতে সুখের উৎপত্তি ; সুখ—মায়াশক্তি-বৃত্তিময়ী। বিষয়-প্রীতি—মায়াশক্তি-বৃত্তিময়ী। ভগবৎপ্রীতি—স্বরূপশক্তি-বৃত্তিময়ী। এ জন্য উভয়ের ভেদ। ভগবৎপ্রীতি—শ্রীভগবৎবিষয়ানুকূল্যাত্মক, আনুকূল্যের অনুগত অভিলাষাদিময় জ্ঞান-বিশেষ। 'পূজ্যজননিষ্ঠ প্রিয়তা' ভক্তি-শব্দে অভিহিত হয়। পরমেশ্বরনিষ্ঠ ভগবৎপ্রীতি 'ভক্তি'-শব্দে কথিত হয়। সাক্ষাৎ (অন্বয়) ভাবে ভগবৎপ্রীতি। ভাঃ ৩.২৫।৩২ শ্লোকে—শ্রীভগবান্ কহিলেন—'মাতঃ, যে সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা শব্দাদি-বিষয়ের জ্ঞান জন্মে, ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ-দেবতাগণের শ্রীগুরূপদিষ্ট বেদ-বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানক্রমে শুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি শ্রীভগবান্ হরিতে যে অহৈতুকী যে বৃত্তি তাহাই ভাগবতী ভক্তি ; অধিকৃত চিত্ত শুদ্ধসত্ত্ব পুরুষের পক্ষে ঐ ভক্তি মুক্তি হইতেও গরীয়সী।" উক্ত শ্লোকে—গুণলিঙ্গ—ত্রিগুণ উপাধি যাঁহাদের—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব। আনুশ্রবিক কর্ম্ম—শ্রুতি পুরাণাদিতে যাঁহাদের কর্ম্ম—চরিত্র জানা যায়—তাঁহারা আনুশ্রবিক-কর্ম্মা। এই তিন দেবের মধ্যে ব্রহ্মা ও শিবের মায়িকগুণের সাহিত সাক্ষাৎ সম্পর্ক থাকায় গুণলিপ্ত। বিষ্ণু সত্ত্বগুণের সন্নিধানে অবস্থান করতঃ সেই গুণকে ক্রিয়াশীল করিয়া পালনকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তিনি স্বরূপশক্তির বৃত্তিভূত শুদ্ধসত্ত্বাত্মক বলিয়া 'সত্ত্ব' পদে তাঁহাকে নির্দেশ করিয়াছেন। কারণ ব্রহ্মা ও শিবের যে বৃত্তি আছে, তাহাকে ভক্তি বলা যায় না, কেবল বিষ্ণুতে যে বৃত্তি—তাহাকেই ভক্তি বলা যায়। বৃত্তি :—যে যে কার্য্যদ্বারা ভগবান সুখী হয়েন (সেই রুচিকর চেষ্টা) সেই সেই কার্য্যে প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তি যে জ্ঞানের স্বরূপ সেই জ্ঞানকেই প্রবৃত্তি বলা হইয়াছে। এই বৃত্তি যদি চঞ্চলচিত্ত ব্যক্তির হয় তবে তাহা ভক্তি নহে। একমনা :—একাগ্রচিত্ত, একমাত্র শ্রীহরিতে যাঁহার মন এমন ব্যক্তির বৃত্তিই ভক্তি। ব্রহ্মে পরমানন্দস্বরূপতা আছে ; পরমাত্মায় পরমানন্দ

স্বরূপতা ও অসমোর্দ্ধ প্রভুতারূপ—ঐশ্বর্য্য আছে; আর ভগবানে তদুভয় ত' আছেই, তদ্ভিন্ন সর্ব্বমনোহরতা-প্রধান রূপ-গুণ-লীলাদিসৌষ্ঠবরূপ মাধুর্য্যও আছে। বিষয়-সৌন্দর্য্যই স্বাভাবিকী ভক্তির হেতু। এই সৌন্দর্য্য ভগবানের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য মাধুর্য্য। স্বরূপ-ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যপূর্ণতত্ত্বই ভগবান্। শ্রীমৎস্য, কূর্ম্ম প্রভৃতি ভগবদবতার—শ্রীকৃষ্ণে তাহার পরিপূর্ণতম পরাকাষ্ঠা। 'অনিমিত্তা'—ফলাভিসন্ধিশূন্যা (নিষ্কামা)। "স্বাভাবিকী"—কেবল বিষয়সৌন্দর্য্য হইতে নিজেই সমুৎপন্না (বলপূর্ব্বক নিষ্পন্না নহে)। তাহা ভগবতী ভক্তি—ভগবৎসম্বন্ধিনী-প্রীতি, অন্য ভক্তি—সাধনভক্তি ও ভাবভক্তির সহিত প্রেমভক্তির কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আছে বলিয়া তদুভয়েরও স্বাভাবিকত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। সাধন ও ভাব—বৃত্তি-শব্দের গৌণত্ব বুঝিতে হইবে। তাহা সিদ্ধি—মোক্ষ হইতে শ্রেষ্ঠ। 'প্রীতি'—মোক্ষ হইতে গাঢ় পরমানন্দরূপত্বহেতু শ্রেষ্ঠ। প্রীতি গুণাতীত বস্তু হইলেও সর্ব্বগুণের বিকারভূত মনে শ্রীভগবৎকৃপাবিশেষেই সেই বৃত্তির উদয় সম্ভব হয়। মনের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া সেই জ্ঞানবিশেষ প্রকাশ পায়, ইহাই 'বৃত্তি'। ভাঃ ৩।২৫।২৫ শ্লোকে শ্রদ্ধা, রতি, ভক্তির উল্লেখ আছে। শ্রদ্ধা প্রীতি নহে তাহাতে আনুকূল্য প্রবৃত্তি জন্মে না। রতি ও ভক্তি উভয়ই আনুকূল্যময়ী প্রীতি জ্ঞাপক। রতি হইতেও ভক্তির আনুকূল্য আধিক্য। পরিপূর্ণ আনুকূল্যাদিময়ী ভক্তি গ্রহণে ঈষদূন আনুকূল্যাদিময়ী রতি গৃহীত হইয়াছে। এস্থানে 'ভক্তি'-শব্দে 'প্রেমভক্তি' সাধনভক্তি নহে।

গুণাতীতত্ব ঃ—ভগবৎপ্রীতি সর্ব্বোত্তম। গুণময়বস্তু বিকারশীল, বিকারশীল বস্তু সর্ব্বোত্তম হইতে পারে না। পরমেশ্বরবিষয়ক জ্ঞান নির্গুণ। শরণাপত্তি জনিত সুখ নির্গুণ (ভাঃ ১১।২৫।২৩,'২৮)। ভগবানের আনন্দ দুই প্রকার (১) স্বরূপানন্দ, (২) স্বরূপশক্তির আনন্দ। স্বরূপানন্দ দুই প্রকার :—(ক) মানসানন্দ, (খ) ঐশ্বর্য্যানন্দ। শ্রীভগবান্ আনন্দস্বরূপ, আনন্দমূর্ত্তি বলিয়া স্বরূপ হইতে তিনি এক প্রকার আনন্দ পান, তাহা "স্বরূপানন্দ"। স্বরূপশক্তি হইতে ধাম, পরিকর, লীলার আবির্ভাব। এ সকল হইতে যে আনন্দ লাভ করেন তাহা "স্বরূপশক্ত্যানন্দ"। ধাম, পরিকর, লীলার আনন্ত্য নিবন্ধন তাহার যে স্বচ্ছন্দতা তাহা তাঁহার "ঐশ্বর্য্যানন্দ"। কারুণ্যাদি গুণ প্রকট করিয়া যে চিত্তপ্রসাদ লাভ করেন তাহা "মানসানন্দ"। তাহা বহুবিধ। মনোবৃত্তি স্বরূপশক্তির পরিণতি বলিয়া উহা স্বরূপশক্ত্যানন্দও বটে। পরিকরগণের (ভক্তের) ভক্তিতে তিনি যেরূপ মনপ্রসাদ লাভ করেন আর কিছুতে তেমন নহে। হ্লাদিনীশক্তির দ্বারা তিনি আনন্দিত হয়েন, ভক্তি তাহার সারস্বরূপা। এজন্য তাঁহার যাবতীয় মানস ভক্ত্যানন্দের অধীন। ভক্তের হৃদয়ে ভক্তির অধিষ্ঠান। ভগবানের হৃদয় ভক্তির অধীন, এজন্য সাধুভক্তগণ তাঁহার হৃদয়কে গ্রাস করিয়াছে অর্থাৎ ভক্তির কাছে ভগবানের কোন স্বাতন্ত্র্য নাই; ভগবানের মানসানন্দের উপর ভক্ত্যানন্দের একাধিপত্য। (ভাঃ ৯.৪.৬৩)। ভাঃ ৯।৪।৬৪ শ্লোকে—"হে ব্রাহ্মণ, আমি যাঁহাদের পরমগতি, সেই সাধুগণ ব্যতীত নিজেকে ও নিজের আত্যন্তিকী সম্পৎকে আমি অভিলাষ করি না।" "নিজেকে" অভিলাষ করি না বলায়—স্বরূপানন্দের উপর ভক্ত্যানন্দের একাধিপত্য। 'নিজের আত্যন্তিকী সম্পৎকে অভিলাষ করি না' বলায়,—ঐশ্বর্য্যানন্দের উপর ভক্ত্যানন্দের একাধিপত্যও কথিত হইল। এবং ভাঃ ১১।১৪।১৫ শ্লোকে—"ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ। ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্।" ইহাতে স্বরূপানন্দ ও ঐশ্বর্য্যানন্দ হইতে ভক্ত্যানন্দের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন।

হ্লাদিনীরই কোন সর্ব্বাতিশায়িনী বৃত্তি নিয়ত ভক্তবৃন্দে নিক্ষিপ্তা হইয়া ভগবৎপ্রীতি নাম ধারন পূর্ব্বক বিরাজ করেন। অতএব সেই প্রীতি অনুভব করিয়া শ্রীভগবান্ ও শ্রীমদ্ভক্তগণ অতিশয় প্রীত হয়েন। নিরন্তর চিন্তন হেতু উভয়ে উভয়ের হৃদয় ব্যাপিয়া অবস্থান করেন, অন্যবস্তুর স্মৃতি দূরে থাকুক স্মৃতিস্থান হৃদয়েরও অনুসন্ধান থাকে না। পরস্পর তন্ময়তা। অত্যন্ত আবেশ দ্বারা একতাপ্রাপ্তিহেতু জলন্ত লৌহ অগ্নিরূপে তাদাত্ম্য-ধর্ম্ম লাভ করার ন্যায় হয়। লৌহ যেমন অগ্নি হইয়া যায় না তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার। উভয় উভয়কে পরাজয় করেন, কখনও ভক্ত ভগবান্ হইয়া যান না। নিত্যমুক্ত হইলেও ভগবান্ ভক্তের স্নেহরজ্জুতে বদ্ধ। অন্যের

বশীভূত না হইলেও ভক্তের বশীভূত। উভয়ের অন্য বান্ধব নাই। ভক্তও কিছু না চাহিলেও ভগবানের সেবা চা'ন, অতএব উভয়েই পরাজিত।

ভগবৎ প্রীতির তটস্থ লক্ষণ—শ্রীহরিকথা শ্রবণাদি-সময়ে অশ্রুপুলকাদির উদ্গাম ভগবৎপ্রীতির তটস্থ লক্ষণ। চিত্তের দ্রবতা হইলে রোমাঞ্চ, আনন্দাশ্রু ও আশয় শুদ্ধি হয়। আশয় (চিত্ত) শুদ্ধি না হইলে অশ্রুপুলকাদি কিয়ৎ-পরিমানে উপস্থিত হইলেও ভাগবৎপ্রীতির সম্যক আবির্ভাব হয় নাই জানিতে হইবে। আশয়শুদ্ধি বলিতে অন্যাভিলাষ পরিত্যাগও প্রীতিতাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। যথা—অক্রুর (ভাঃ ১০।৩৮।২৬)।

যাহারা উপকার ও প্রত্যুপকারের জন্য পরস্পরকে ভজন করে তাহারা অন্যকে ভজন করে না, (নিজেকে) আপনাকেই ভজন করে। স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভজনের ভান করে। তাহাতে সৌহৃদ্য নাই। যাহারা ভজন করে না এমন লোকদিগকে দুই প্রকারের লোক ভজন করে। এক প্রকার—দয়ালু। ঐ কর্ম্ম দ্বারা দয়ালুব্যক্তির ধর্ম্ম হয়। দ্বিতীয়প্রকার—মাতাপিতার মত স্নেহশীল, তাঁহারা সৌহৃদ্য লাভ করেন। স্বার্থসিদ্ধির জন্য নহে, অথচ পরম্পর পরস্পরের আনুকুল্য করিতেছে। প্রীতিতেই প্রীতির তাৎপর্য্যাবসান। ইহা লৌকিক শুদ্ধাপ্রীতি ইহাদের কৃপাযোগ্যাদি কর্ত্তৃক প্রীত্যাস্বাদের অপেক্ষা নাই। উভয়ের যে ভজন সেই ভজনই প্রীতির জীবন। সুখ ও আনুকুল্য—দয়া না করিলে আনুকুল্য করে না, আনুকুল্য না করিলে প্রীতিও করে না।

শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি—শ্রীকৃষ্ণ রসিকশেখর, প্রেমরস আস্বাদনে অত্যন্ত লোলুপ, অত্যন্ত ব্যগ্র, তথাপি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পরাকাষ্ঠারূপ পরাবধি প্রাপ্ত করাইবার জন্য বিশেষ ধৈর্য্য সহকারে অপেক্ষা করতঃ ঔদাসীন্য ও উপেক্ষাদি দেখাইয়া আর্ত্তি ও বিমলতায় প্রচুর সমৃদ্ধি-সম্পন্ন করাইয়া আস্বাদন করিয়া বিপুল আনন্দানুভব করেন ও ভক্তকেও বিপুল আনন্দানুভব করান। যেমন স্বহস্ত রোপিত অতিযত্নে লালিত বৃক্ষের আম্র সুপক্কাবস্থা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া আস্বাদনে সময়ের প্রতীক্ষা করা অনাদর নহে, উহা আদরই। সেই প্রকার। কৃপালুর ঔদাসীন্যে দয়নীয় ব্যক্তির প্রীতি ধ্বংস হয়। আর শ্রীকৃষ্ণের ঔদাসীন্যে ভক্তের প্রেম বৃদ্ধি পায়। ভক্তগণ যেমন শ্রীকৃষ্ণকে প্রীতি করেন, শ্রীকৃষ্ণও ভক্তগণকে প্রীতি করেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তগণের যে প্রীতি তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ—বিষয়, ভক্ত—আশ্রয়। ভক্ত বিষয়ক প্রেমে ভক্ত—বিষয় ও শ্রীকৃষ্ণ—আশ্রয়।

শ্রীবৃত্রাসুরের শুদ্ধা প্রীতি ছিল। তাঁহার প্রার্থনা (ভাঃ ৬।১১।২৩-২৬) (১) "হে কমলনয়ন! অজাতপক্ষ পক্ষী-শাবকগণ মাতার, ক্ষুধার্ত্ত গোবৎস যেমন স্তন্যের, বিষন্না প্রিয়া যেমন বিদেশগত প্রিয়ের দর্শন অভিলাষ করেন, আমার মনও তেমন আপনাকে দেখিতে উৎকণ্ঠিত।" উপমার পর পর উৎকর্ষ। (২) "হে নিখিল সৌভাগ্যনিধে! আপনাকে ত্যাগ করিয়া ধ্রুবপদ, ব্রহ্মপদ, সমস্ত পৃথিবীর কর্ত্তৃত্ব, রসাতলেয় প্রভুত্ব যোগসিদ্ধি বা মোক্ষ কিছুতেই আমার আকাঙ্ক্ষা নাই।" (৩) "হে হরে! আপনার চরণযুগল যাহাদের একমাত্র আশ্রয়, আমি সেই হরিদাসগণের দাসানুদাস হই পরেও হইব। আমার মন প্রাণনাথ আপনার গুণ স্মরণ করুক, বাক্য আপনার গুণ কীর্ত্তন করুক, শরীর আপনার কর্ম্ম করুক।" (৪) "আমি নিজ কর্ম্মসমূহ দ্বারা সংসার চক্রে ভ্রমণ করিতেছি। আপনার ভক্তগণের সহিত আমার সৌখ্য হউক। আপনার মায়া পরবশ আমার চিত্ত, দেহ, পুত্র, পত্নী, গৃহে আসক্ত আছে, আর যেন ঐ সকলে আসক্ত না হয়।" ইহা শুদ্ধা প্রীতির কথা, সাময়িক ভাবোচ্ছ্বাস নহে। অজাতপক্ষ পক্ষীশাবকের খাদ্য পাইলে ও গোবৎসের স্তন্য পান হইলে মাতাকে পরিত্যাগ করে। কিন্তু প্রিয়া প্রিয় উভয়ে সহমরণাদি পর্য্যন্ত দেখা যায়—প্রিয়গতজীবন। কেবল দর্শনজন্য ব্যাকুলতা নহে, সেবা সম্বন্ধও তৎসহ বর্ত্তমান।

প্রীত্যাবির্ভাবের ক্রম—শ্রীভগবানের মাধুর্য্য আস্বাদনই প্রীতির তাৎপর্য্য। তদভাবে অন্য তাৎপর্য্য থাকিলে অসম্পূর্ণ আবির্ভাব। তাহা দুই প্রকার (ক) প্রীত্যাভাসের উদয় (খ) ঈষদ্ উদ্গাম। ঈষদুদ্গাম দুই প্রকার (ক) প্রীতিচ্ছবির মাত্র সাময়িক উদ্ভব, (খ) প্রীতিরই উদয়-অবস্থা।

প্রীত্যাভ্যাস—ছায়াতে কায়ার সাদৃশ্য থাকিলেও ছায়া কায়া নহে, সেই প্রকার ছায়াসদৃশ প্রীত্যাভাসে প্রীতির চিহ্ন চিত্তদ্রব, অশ্রু, পুলকাদি সাদৃশ্য দেখা গেলেও তাহা যথার্থ প্রীতি নহে। ভাঃ ৩.২৮।৩৪ শ্লোকে দেবহূতি কপিল সংবাদে—"যম, নিয়ম আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি অঙ্গযুক্ত কোন কোন অষ্টাঙ্গ যোগী যোগাঙ্গের ধ্যানের স্থলে সাদৃশ থাকায় যোগাঙ্গের অধীনভাবে ভগবানের রূপ স্মরণ করেন। ভক্ত্যঙ্গ সাধন ফলে প্রীত্যাভাস লাভ হেতু—হৃদয় দ্রবীভূত, পুলকিত ও ঔৎসুক্য জনিত আনন্দ সংপ্লবে নিমজ্জিত হয়। কিন্তু যোগাঙ্গরূপেই কৈবল্যেচ্ছারূপ কপটতা, সংসার মুক্তিরূপ স্বার্থপরতা থাকায় তাঁহার চিত্ত বড়শীর ন্যায় অরসগ্রহ লৌহবৎ। কঠিন চিত্ত (স্নেহশূন্য অরসিক) ভগবানের অনমোর্দ্ধ মাধুর্য্যাস্বাদনে বিমুখ। কুটিল—সাধনের লক্ষ্য গোপন কারক। কাপট্যযুক্ত করিতেছে—যোগসাধন, দেখাইতেছে—ভক্তির অঙ্গ সাধন)। দম্ভিক, সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি পাইতে চেষ্টাশীল—স্বার্থপর, অথচ যাঁহাকে স্মরণ করিয়া মুক্তি পাইল, তাঁহার প্রতি একেবারে উদাসীন। ঐ সকল যোগীগণ শ্রীহরির স্মরণদ্বারা চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন করিয়া শেষে তাঁহাকে ত্যাগ করেন। চিত্ত মোক্ষাভিলাস দোষ জড়িত থাকায় ভক্তের ন্যায় প্রীতির ফল যে 'একমাত্র মাধুর্য্যানুভবে মগ্ন থাকা' তাহা পারে না—শ্রীভগবান্‌কে ছাড়িয়া দেয়; ভক্ত কিন্তু ভগবান্‌কে কোনও অবস্থায়ই ত্যাগ করিতে পারে না। সে কারণ ভগবান্‌ও রসগ্রহ ভক্তকে ত্যাগ করিতে পারেন না; শ্রীচরণাশ্রয় দিয়া রাখেন।

প্রীতিচ্ছবির মাত্র সাময়িক উদ্ভব—(ভাঃ ৬।১।১৭) "যাঁহারা কৃষ্ণগুণানুরাগি—মন একবার মাত্র তাঁহার চরণকমলযুগলে নিবেশিত করেন, তাঁহারা যম কিম্বা পাশধারী যমকিঙ্করগণকে দেখেন না। কারণ তাঁহাদের সমস্ত প্রায়শ্চিত্ত (শ্রীকৃষ্ণচরণকমলে মনোনিবেশ করায়) অনুষ্ঠিত হইয়াছে। গুণানুরাগী শব্দে—'রাগ'-শব্দ অর্থে প্রীতি ও রঞ্জন হয়। এ স্থলে রঞ্জন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। রং করিলে যেমন রং সেই বস্তুর উপরে লাগে অভ্যন্তরে প্রবেশ করে না, এস্থলে যাঁহাদের কথা বলা হইতেছে তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের গুণ মনকে সামান্য স্পর্শ করিয়াছে, সন্ধান পাইয়াছেন, কিন্তু উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের গুণ উপলব্ধি করেন, তাঁহারা আত্মহারা হইয়া তাঁহাকে ভালবাসেন। প্রীতির স্বভাবে অখণ্ড কৃষ্ণস্মৃতি উপস্থিত করেন, নিমেষার্দ্ধকালের জন্য বিস্মৃত হয়েন না। এখানে একবার মাত্র স্মরণের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাদৃশ স্মরণ-পরায়ণ নহেন। তবে প্রেমভিন্ন একবারও শ্রীকৃষ্ণচরণে মনঃ-সন্নিবেশ ঘটিতে পারে না বলিয়া যখন মনঃ-সন্নিবেশ ঘটে, তৎকালের জন্য প্রেমের কথঞ্চিৎ আবির্ভাব নিশ্চিত। এজন্য ইহা প্রীতিচ্ছবির সাময়িক আবির্ভাবের দৃষ্টান্ত। এ প্রকার সৌভাগ্যও যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা অজামিল প্রভৃতি হইতেও শ্রেষ্ঠ। কারণ যম বা যমকিঙ্কর তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। অজামিল যমকিঙ্কর-কর্ত্তৃক বন্ধী হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে অজামিল পাতকী স্বীকৃত হন নাই। পাতকীর জিহ্বায় মৃত্যুকালে নামের আবির্ভাব হয় না। ঈদৃশ পুত্রের নামকরণ সময়েই পাপ বিনষ্ট হওয়ায় নিরপরাধী অথচ সঙ্কেতাদি দ্বারা শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তনকারীর নিকট যমকিঙ্করাদি ভ্রমক্রমে যাইতে পারেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-গুণানুরাগি-গণের কাছে তাহারা ভ্রমক্রমেও যাইতে সমর্থ হন না। ইহাতে গুণানুরাগীর মহাপ্রভাব দর্শিত হইল।

প্রীতির প্রকটোদয় অবস্থা—ভাঃ ১।৮।২২—প্রীতির প্রথমোদয়াবস্থায়—"শ্রীহরিতে অনুরক্ত ধীরগণ সহসাই দেহাদি বস্তুস্থিত আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া পারমহংস্যের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হন"। 'দেহাশক্তি পরিহার প্রীতির অবান্তর ফল' এজন্য প্রথমোদয়াবস্থা। তাহাতেও ভগবন্নিষ্ঠা বর্ত্তমান থাকায় সাধকগণের পারমহংস্যাশ্রমের পরাকাষ্ঠা সর্ব্বোচ্চাবস্থা প্রাপ্তি। যেহেতু অধ্যাত্মনিষ্ঠ সন্ন্যাসি-বিশেষকে পরমহংস বলা যায়। আত্মনিষ্ঠা হইতে ভগবন্নিষ্ঠার শ্রেষ্ঠত্ব হেতু দেহাত্মাসক্তি রহিত (মাৎসর্য্যাদির অভাব নিবন্ধন) ভগবন্নিষ্ঠ পুরুষ পরমহংসগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে প্রিয়ব্রত মহারাজের কথা। ভক্তগণের সংসারে অভিনিবেশ থাকে না। তথাপি বিঘ্নবশে প্রবৃত্তি ও পূর্ব্বাভ্যাস বলে নিবৃত্তি সঙ্গত। বিঘ্ন উপস্থিত হইলেও ভক্তগণ ভক্তিমার্গ পরিত্যাগ করেন না। সম্পদে বিপদে ভক্তগণ বিকার প্রাপ্ত (ভজন হইতে বিচলিত) হন না। তবে ক্রোধ অভিসম্পাৎ ইত্যাদি অগস্ত্য, নারদ,

পরীক্ষিত মহারাজের দেখা যায়। তাহা বৈষ্ণবোচিত মহতের আদর শিক্ষা, কৃষ্ণপাদপদ্ম প্রাপ্তি ও কৃষ্ণের ইচ্ছার অনুকুলে সত্বর শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম প্রাপ্তি ও কৃষ্ণের ইচ্ছার অনুকুলে সত্বর শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মে আকর্ষণ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণেচ্ছায় বুঝিতে হইবে। উহাতে অভিনিবেশ না থাকায়—আভাস মাত্র ; উহার মূলে ভগবানের কোন গূঢ় উদ্দেশ্য আছে বুঝিতে হইবে। মহাত্মা প্রহ্লাদ অকিঞ্চন ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ হইতে উত্তমশ্লোক ভগবানের সেবা লাভ করিয়া মুহুর্মুহু পরমানন্দ বিস্তার করতঃ দুঃসঙ্গ হেতু যাহারা দীন (দুর্দ্দশাগ্রস্ত) তাহাদের মনও সম—(নিজের মনের মত পরমানন্দপূর্ণ) শান্ত করিতেন। যাহাতে ভগবৎপ্রীতির আবির্ভাব ঘটে, তাহার (১) ইষ্টে পরমাবেশ এবং (২) ধ্বংসের কারণ উপস্থিত হইলেও আবেশ সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায়স্থায়িত্ব ধ্বংশ হয় না; (৩) পরমানন্দপূর্ণতা এবং (৪) সংসর্গাদিদ্বারা অন্য দুঃখীরও পরমানন্দ বিধানে সামর্থ্য এই চারিটি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে।

প্রভাব নামক আবির্ভাব—হরির ভাবে উন্মত্ত ব্যক্তিগণ আপনার সুখ দুঃখ কিছুই জানেন না, তিনি পরমানন্দে আপ্লুত থাকেন। ইহা নারায়ণ পঞ্চরাত্রে বর্ণিত আছে। "তাঁহারা স্মৃতিপরায়ণ মচ্চিত, মদ্গতপ্রাণ (অন্নগত প্রাণের ন্যায়) হইয়া পরস্পরে বোধ জন্মান ; নিয়ত আমার কথা বলিয়া তুষ্টি ও প্রীতি (যুবক যুবতীর ন্যায়) লাভ করেন।" (গীতা ১০।৯)। যাঁহারা এইরূপে নিয়ত আমাকে প্রীতিপূর্ব্বক ভজন করেন তাঁহাদিগকে আমি বুদ্ধিযোগ দান করি যদ্দ্বারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হন। (গীতা ১০।১০)।

প্রীতি লক্ষণের নিষ্কর্ষ—নিখিল-পরমানন্দ-চন্দ্রিকার চন্দ্রমা ; সকল ভুবনের-সৌভাগ্যসার-সর্ব্বস্ব (ইহাকে অবলম্বন করিয়া) প্রাকৃত সত্বগুণের উপজীব্য অনন্ত বিলাসময় মায়াতীত বিশুদ্ধসত্বের অনবরত উল্লাসহেতু অসমোর্দ্ধ মধুর শ্রীভগবানে কোনও প্রকারে চিত্তের অবতারণা হেতু বিধির অপেক্ষা না করিয়া স্বভাবতঃই যাহা সম্যকরূপে উল্লাস প্রাপ্ত হয়, অন্যবিষয় দ্বারা যাহা খণ্ডিত হয় না ; যাহা অন্য তাৎপর্য্য সহিতে পারে না ; হ্লাদিনী-সার-বৃত্তি-বিশেষ যাঁহার "স্বরূপ" ; ভগবদানুকুল্যাত্মক আনুকুল্যের অনুগত ভগবৎ-প্রাপ্ত্যভিলাষাদিময় জ্ঞানবিশেষ যাহার "আকার" তাদৃশ ভক্তের মনোবৃত্তি যাহার "দেহ" পীযূষ-পুর হইতেও সরস (রসযুক্ত) আপনাদ্বারা যাহা নিজদেহ রসযুক্ত করে, ভক্তকৃত-আত্মরহস্য-সংগোপন-গুণময় রসনা "চন্দ্রহার" এবং নেত্রাশ্রুরূপ মুক্তাদি যাহার "ভূষণরূপে" পরিব্যক্ত সমস্তগুণ আপনাতে নিহত রাখাই যাহার "স্বভাব", অশেষ-পুষার্থ-সম্পত্তিকে যিনি দাসী করিয়াছেন, ভগবানে পাতিব্রত্য-ব্রত-নিষ্ঠা দ্বারা যিনি আত্মহারা-ভগবানের মনোহরণই যাঁহার একমাত্র "উপায়"-এমন চিত্তহারিনী রূপবতী ভাগবতী (ভগবদ্বিষয়িনী) "প্রীতি" ভগবান্‌কে অধিকরূপে সেবা করিয়া বিরাজ করিতেছেন।

প্রীতির পূর্ণাবির্ভাব। শ্রীকৃষ্ণে ভগবত্তার পরিপূর্ণতমতা হেতু শ্রীকৃষ্ণ বিষয়েই প্রীতির পূর্ণতম আবির্ভাব। স্ব-যোগমায়া আবিষ্কৃত বৃন্দাবনে সতত বিরাজমান নরাকার অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্য-নীরনিধি শ্রীকৃষ্ণ 'রূপ' দর্শনদানদ্বারা নর-নারী, স্থাবর-জঙ্গম, গো, হরিণ, পক্ষী ও বৃক্ষলতা সকলকেও প্রেম প্রদান করিতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণে অনুপম সর্ব্বসাদগুণ্য বিরাজ করিতেছে বলিয়া, পরম প্রেমোৎপাদন করাই তাঁহার স্বভাব। মহাভাবোদয়ে—আশ্রয়ের যোগ্যতাবিশেষে শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রেমজনকত্ব অপেক্ষা করে। যথা ব্রজগোপীগণে প্রেমের পরাকাষ্ঠার প্রাদুর্ভাব। যিনি যে পরিমাণ মাধুর্য্যানুভব করিতে সমর্থ তাহাতে সেই পরিমাণে প্রেম প্রকটিত হয়। অপরাং-বজ্রলেপ অনাবৃত স্বচ্ছচিত্তে যোগ্যতানুরূপ প্রেমের আবির্ভাব হয়।

প্রীতির তারতম্য ভেদ। শ্রীভগবদাবির্ভাবরূপ-পরমানন্দরূপতার তারতম্য-অনুসারে ভগবৎপ্রীতির আবির্ভাব-তারতম্য এবং প্রীতিরই অন্যান্য গুণের তারতম্যানুসারে প্রীতির তারতম্য। তাহা দুই প্রকার—(১) গুণ-

সকল 'ভক্তচিত্ত সংস্কারের' হেতু, (২) গুণসকল ভক্তগণের 'অভিমানের' হেতু। প্রথম প্রকারের গুণসকলের স্বরূপ ও তদ্দ্বারা প্রীতির তারতম্য ভেদ যথা—(১) প্রীতি ভক্তচিত্তকে 'উল্লসিত' করে, (২) 'মমতা', দ্বারা যোজনা করে, (৩) 'বিশ্বাসযুক্ত' করে, (৪) প্রিয়াতিশয় দ্বারা 'অভিমান বিশিষ্ট' করে, (৫) 'বিগলিত' করে, (৬) নিজ বিষয় (আলম্বনের) প্রতি 'অভিলাষাতিশয়' (প্রচুর লোভ) দ্বারা আসক্ত করে, (৭) প্রতিক্ষণে নিজবিষয়কে নূতন হইতে নূতনতররূপে 'অনুভব করায়', (৮) অসমোর্দ্ধ চমৎকারিতা-দ্বারা 'উন্মাদিত' করে।

১। যাহা উল্লাসাধিক্য ব্যক্ত করে তাহার নাম 'রতি':—কেবল ভগবানেই তাৎপর্য্য থাকে (প্রয়োজন-বুদ্ধি); তদ্ভিন্ন অন্য সকল বস্তুতে তুচ্ছ বুদ্ধি জন্মে। নির্ব্বেদ বিষাদাদি তেত্রিশ ব্যভিচারিরূপ সঞ্চারিভাব দ্বারা দুঃখ-প্রতিম উষ্ণ স্বভাব নিরন্তর প্রকাশ করিলেও ইষ্ট-বিষয়ে উত্তরোত্তর অভিলাষ বৃদ্ধিহেতু অশান্ত হইলেও প্রবল আনন্দ-রূপিণী রতি কোটিচন্দ্র হইতেও স্বাদময়ী-সুখসেব্যা। উহাকে ভাবও বলে। 'তিনি আমার' ধারনায় প্রাপ্ত্যাভিলাষ, সৌহৃদ্যাভিলাষ ও আনুকূল্যাভিলাষ দ্বারা চিত্ত আর্দ্র হইতে থাকে। অন্তঃকরণকে স্নিগ্ধ করে, মুহুর্মুহু মাধুর্য্যস্ফূর্ত্তিতে মধুর হইতে মধুরতম মনে হয়। প্রিয়শ্রবা শ্রীকৃষ্ণে নারদের রতি ইহার দৃষ্টান্ত।

২। মমতাতিশয়ের-আবির্ভাব হেতু সমৃদ্ধা প্রীতি প্রেম। চিত্ত সম্যক মসৃণ (স্নিগ্ধ) হয়, অতিশয় মমতাসম্পন্ন গাঢ়তাপ্রাপ্ত ভাব। ধ্বংসের কারণ বর্ত্তমান থাকিলেও মমতার প্রাচুর্য্যহেতু প্রীতিকে ধ্বংস করা ত' দূরের কথা কোনরূপে ক্ষীণও করিতে পারে না। তাহা ভক্তচিত্তকে ভগবানের সহিত যোজিত করে, কেহ কাহাকেও ছাড়িতে পারে না। "অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা। ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম প্রহ্লাদোদ্ধব-নারদৈঃ।" অর্থাৎ বিষ্ণুই একমাত্র মমতার পাত্র, আর কেহই নাই, এরূপ প্রেমসঙ্গত মমতাকে ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব, ও নারদাদি বৈষ্ণবগণ (প্রেম) 'ভক্তি' বলিয়া উক্তি করেন। (নারদপঞ্চরাত্র)

৩। বিশ্রম্ভাতিশয়াত্মক প্রেমের নাম প্রণয়। স্পষ্টভাবে সম্ভ্রমাদির যোগ্যতা থাকিলেও যে রতিতে তাহার লেশ মাত্রও থাকে না তাহা 'প্রণয়'। "বিশ্রম্ভ":—বিশ্বাস, সম্ভ্রমরাহিত্য গৌরববুদ্ধির অভাব (অভেদ বুদ্ধি), স্বীয় মন, প্রাণ, বুদ্ধি, দেহ, পরিচ্ছদাদির সহিত প্রিয়ের সে সকলের অভেদ বুদ্ধি। যথা—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীদামাদির ভাব।

৪। প্রিয়াতিশয়ের অভিমানহেতু প্রণয় যদি কৌটিল্যাভাস-পূর্ব্বক ভাববৈচিত্রী ধারণ করে, তবে তাহাকে 'মান' বলে। পরস্পর অনুরক্ত এবং একত্র অবস্থিত দম্পতির অভিলষিত আলিঙ্গনও দর্শনাদির (অভিলাষ থাকা সত্ত্বেও) রোধকারী ভাব (রোষ বিশেষ) কে 'মান' বলে। ইহাতে বাহিরে উপেক্ষা থাকে বটে কিন্তু প্রণয় বর্ত্তমান থাকায় ভিতরে অনুরক্তির কিঞ্চিন্মাত্র ন্যূনতা ঘটে না। মান উপস্থিত হইলে ভক্তের প্রণয় কোপ-নিবন্ধন (নিরপেক্ষ পরতত্ত্ব) ভগবানও প্রেমময় ভয় প্রাপ্ত হয়েন। যথা—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীগণের ভাব।

৫। অত্যন্ত চিত্তদ্রবাত্মক প্রেমই "স্নেহ"। শ্রীভগবানের সম্বন্ধাভাষেই মহাবাষ্পাদি-বিকার, প্রিয়দর্শনাদিতে অতৃপ্তি এবং প্রিয়তমের অত্যন্ত সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কাহারও নিকট হইতে তাঁহার অনিষ্টাশঙ্কা জন্মে। প্রেম যখন অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার বিষয়ালম্বন শ্রীকৃষ্ণের উপলব্ধি প্রকাশ করে অর্থাৎ ইতঃপূর্ব্বে ভক্ত কথঞ্চিৎ গোপন করিতে সমর্থ হইলেও যখন আর গোপন করিতে সমর্থ হন না, তাঁহার সম্বন্ধাভাষে সুপ্রচুর অশ্রু নির্গমন দ্বারা উপলব্ধি ব্যক্ত হইয়া পড়ে, অঙ্গ-সঙ্গে, দর্শনে ও স্মরণে চিত্ত বিগলিত হয়, তখন প্রেম 'স্নেহ' নামে অভিহিত হয়। অতিশয় মদীয়তা বুদ্ধি জন্য প্রেমের পরমোৎকর্ষাবস্থা। যথা—পাণ্ডবগণ।

৬। অতিশয় অভিলাষাত্মক স্নেহ 'রাগ'। ক্ষণিক বিরহেও অত্যন্ত অসহিষ্ণুতা, সংযোগে পরমদুঃখও সুখরূপে আর বিচ্ছেদে পরমসুখও দুঃখরূপে প্রতিভাত হয়। সর্ব্বক্ষণ চিত্ত আর্দ্র থাকে। (স্নেহের ন্যায় অঙ্গ-সঙ্গাদিতে নহে)। ইহাতে কৃষ্ণপ্রাপ্তির অভিলাষ অতিশয় প্রবল। যথা—কুন্তি।

৭। সেই রাগই নিজের বিষয়ালম্বনকে অনুক্ষণ নবীন নবীন রূপে অনুভব করাইয়া, নিজেও নূতন হইতে নূতন-তর হইলে **অনুরাগ** নামে অভিহিত হয়। ইহাতে পরস্পরের অত্যন্ত বশীভাব, প্রিয় সন্নিধানে থাকিয়াও প্রেমোৎকর্ষবশতঃ বিচ্ছেদ ভয়ে আর্ত্তিরূপ 'প্রেমবৈচিত্ত্য' ও শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধী অপ্রাণীতেও জন্ম লালসা, বিচ্ছেদে অতিশয় স্ফূর্ত্তি উপস্থিত হয়। যথা—দ্বারকার মহিষীগণ।

৮। অসমোর্দ্ধ্ব চমৎকারিতা দ্বারা উন্মাদক অনুরাগই নামে অভিহিত মহাভাব হয়। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ-সংযোগে নিমেষ অসহিষ্ণুতা; কল্পকালকে ক্ষণবোধ ও বিয়োগে ক্ষণকে কল্পকাল বোধ করায়। যোগ-বিয়োগ উভয় অবস্থায় মহা-উদ্দীপ্ত অশেষ সাত্ত্বিক বিকারাদি উৎপন্ন হয়। যথা—গোপীগণের। স্তম্ভ, ঘর্ম্ম, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয় এই অষ্ট সাত্ত্বিকভাব। একই সময়ে যদি পঞ্চ, ছয় বা সমুদায় ভাব উথিত হইয়া পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়, তবে সেই ভাবসমূহকে 'উদ্দীপ্ত' সাত্ত্বিক বলা হয়। সমস্ত সাত্ত্বিকভাব মহাভাবে পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় এই জন্য উদ্দীপ্ত ভাবসকল মহাভাবে 'সুদ্দীপ্ত' হয়। সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিককেই এস্থলে মহোদ্দীপ্ত বলা হইয়াছে। প্রীতির সংস্কার হেতুভূত গুণসকল প্রদর্শিত হইল।

ভক্তের অভিমান বিশেষের হেতুভূত গুণনিচয় দ্বারা ভক্ত ও প্রীতির তারতম্য—

শ্রীভগবানের স্বভাববিশেষ আবির্ভাবের সহায়তাপ্রাপ্ত প্রীতি কোন স্থলে (১) অনুগ্রাহ্যরূপে, কোন স্থলে (২) অনুকম্পিত রূপে, কোনস্থলে (৩) মিত্ররূপে কোনস্থানে (৪) প্রিয়া রূপে অভিমান উপস্থিত করায়। এস্থলে যে ভক্তের অভিমান বিশেষের কথা বলা হইয়াছে তাহার মূল 'সম্বন্ধজ্ঞান'। 'যে অভিমান বিশেষ' শ্রীভগবানের সম্বন্ধে। উভয়ের যথাযোগ্য 'সম্বন্ধ বোধ,' উভয়ত্র যুগপৎ যোগ্য-অভিমান ও যোগ্য-চেষ্টায় পুষ্ট হয়। যে জাতীয় ভক্তের সঙ্গাদি দ্বারা প্রীতির আবির্ভাব হয়—সে জাতীয় অভিমান উপস্থিত হয়। তাহাতে আগে হয়—শ্রীভগবানের স্বভাববিশেষের অভিব্যক্তি, তার পর সাধকভক্তের অভিমান। উভয়ের যোগ্য চেষ্টাও তাহাতে থাকে। ভগবান্ প্রভুত্বের পরিচয় দিলে ভক্ত দাসেরকার্য্য করেন। ইহা সাধক-ভক্তগণের কথা। নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণের প্রীতি কাহারও সঙ্গলব্ধা নহে, স্বভাবসিদ্ধা। নিত্য পরিকরগণের তদুভয় নিত্য—যেমন ব্রজরাজ ও কৃষ্ণের জনকাভিমান ও পুত্রভাব নিত্য ইত্যাদি। অনুগ্রাহ্যতা-অভিমানময়ী-প্রীতি 'ভক্তি'-শব্দে প্রসিদ্ধা। আরাধ্যজ্ঞানে যে ভক্তি তাহাও প্রীতির অনুগত।

অনুগ্রাহ্যাভিমান দুই প্রকার (১) পোষণ—শ্রীভগবান্ কর্তৃক স্বরূপদ্বারা ও নিজ-গুণদ্বারা আনন্দ প্রদান। (২) অনুকম্পা—শ্রীভগবান্ পূর্ণ হইলেও আপনাতে নিজ সেবাদি অভিলাষ সম্পাদন করিয়া সেবকাদিতে সেবাদি-সৌভাগ্য-সম্পাদিকা (ভগবানের) চিত্তার্দ্রতাময়ী সেবকাদির উপকারেচ্ছা। ভক্তির বশবর্ত্তী হইয়া ভক্ত-সৌভাগ্যসম্পাদনের জন্য সেবা গ্রহণে অভিলাষী হন। দুই প্রকার অনুগ্রাহ্যাভিমানীর মধ্যে কেহ ভগবানে 'নির্ম্মম', কেহ 'মমতাবিশিষ্ট'। ভগবানে পরব্রহ্ম বা পরমাত্মা বুদ্ধি করিয়া ভগবদ্দর্শন করিয়া চন্দ্র দর্শনে সকলের আনন্দের ন্যায়-মমতাব্যতীত ভগবদ্দর্শনে আনন্দ জন্মাইয়া—প্রীতি লাভ করেন। ঈদৃশ প্রীতিতে স্তুতি প্রভৃতি দ্বারা ভগবৎপ্রবণত্বই আনুকূল্য। তাঁহারা জ্ঞান-ভক্তি লাভ করেন। শমপ্রধান (ভগবানে বুদ্ধির নিষ্ঠাই শম) শান্ত ভক্ত। শ্রীসনকাদি নির্ম্মম-শান্ত-জ্ঞানী-ভক্ত। ভগবানের ব্রহ্মত্ব ও ভগবত্ত্ব লক্ষণদ্বয়ের মধ্যে—দ্বিবিধ ভক্ত 'তটস্থ' ও 'পরিকর'; তন্মধ্যে প্রীতির কারণের অঙ্গ 'তটস্থ' ভক্ত উপাঙ্গ ব্রহ্মত্বসূচক স্বভাবে প্রীতিমান ও ভগবত্ত্ব লক্ষণে কিঞ্চিৎ প্রীতিমান হইলেও মমতাহীন হওয়ায় পরিকরগণ অপেক্ষা প্রীতি হীন। তাঁহাদের ভগবানের সহিত কোন সম্বন্ধ হয় না। সম্বন্ধ-স্ফূর্ত্তি থাকিলেই মমতা জন্মে। 'মমতাই প্রীতির কারণ।'

অনুকম্প্য :—তাঁহারা শ্রীভগবানে 'মমতা-বিশিষ্ট'। তাঁহারা তিন প্রকার। (১) 'পাল্যত্ব'—শ্রীভগবানে পালক-ভাব, দ্বারকার প্রজা প্রভৃতির আশ্রয়াত্মিকা। শ্রীহরি হইতে যাঁহারা ন্যূন বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহাদিগকে শ্রীহরির অনুগ্রহের পাত্র বলা যায়। তাঁহাদের আরাধ্যাত্মিকা রতিকে 'প্রীতি' বলে। (২) 'ভৃত্যত্ব'—শ্রীভগবানে

শ্রীদারুকাদি সেবকগণের 'সেব্যভাব'। ভৃত্যগণের দাস্যাত্মিকা-ভক্তি। (৩) **লাল্যত্ব**—শ্রীভগবানের পুত্র, অনুজ, প্রদ্যুম্ন, গদ প্রভৃতির গুরু-ভাব বর্ত্তমান। লাল্যগণের প্রশ্রয়াত্মিকা ভক্তি। "প্রশ্রয়"—'স্নেহপূর্ণ আদর আমাতে ভগবানের আছে'—এই মনোভাব থাকে। ভগবান্‌কে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া চিত্তাদির লক্ষণ যে ভক্তি নমস্কারাদি কার্য্যদ্বারা ব্যক্ত—তাহা প্রীতি নহে। ভগবানে পালক, সেব্য বা গুরুভাব ব্যতীত 'কেবল আদরময়ী-প্রীতিকে' "সামান্য-ভক্তি" বলে।

অনুকম্পিত—শ্রীভগবান্ পুত্র ইত্যাদি ভাবে, 'আমি কৃপা-প্রদর্শন কারী' এই প্রকার অনুকম্পিত্ব অভিমানময়ী প্রীতির নাম বাৎসল্য। বৎসল শব্দে বক্ষোদান—অর্থে স্তন্যদান। পুত্রের প্রতি জননীর যে ভাব, যে প্রীতি, তাদৃশ ভাবময়ী, পুত্র-ভাবের উপলক্ষণে সেই প্রীতি গৃহীত হইয়াছে। জন্ম-হেতু পুত্র না হইলেও শ্রীভগবানে পুত্রের মত স্নেহ-যুক্ত আদর ও নিজেদের অনুকম্পিত্ব অভিমান থাকা চাই। ব্রজেশ্বরাদির প্রীতি তাদৃশ লক্ষণাক্রান্তা-প্রীতি বাৎসল্যের দৃষ্টান্ত।

মিত্ররূপে—আমার মত মধুর স্বভাব ইনি, নিরুপাধিক মদ্বিষয়ক প্রণয়ের আশ্রয়-বিশেষ-ভাবে মিত্রতা-অভিমানময়ী প্রীতির নাম মৈত্রী। তাহা দুই প্রকার—(১) "সুহৃদ" পরস্পর নিরুপাধিকোপকার রসিকতাময়ী মৈত্রীর অর্থাৎ মিত্রদ্বয় নিঃস্বার্থ ভাবে পরস্পরের উপকার করিয়া আনন্দ লাভ করিলে তাহাদের মৈত্রীর নাম 'সৌহৃদ'। তাহা যুধিষ্ঠির, ভীম, দ্রৌপদী প্রভৃতিতে আংশিক দৃষ্ট হয়। (২) "সখ্য"—সহবিহারশালী। প্রীতি-হেতু আপনার সহিত প্রিয়জনের অভেদবুদ্ধিতে প্রণয়ময়ী মৈত্রীর নাম 'সখ্য'। শ্রীমদর্জ্জুন, শ্রীদাম প্রভৃতি।

প্রিয়ারূপে:—ইনি "কান্ত" এইরূপ প্রীতির নাম কান্তভাব। শ্রীহরি ও তদীয় প্রেয়সীগণের সম্ভোগের আদি-কারণের নাম প্রিয়তা। ইহার অপর নাম মধুরা রতি। আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছার নাম 'কাম', আর শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ইচ্ছার নাম 'প্রেম'। সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া নিজেন্দ্রিয়-তৃপ্তিময়ী কুব্জার কাম অপ্রাকৃত কাম। ব্রজবধুগণের কান্তভাবে পরতত্ত্ববস্তু শ্রীকৃষ্ণকে আলম্বন করিয়া প্রকটিত, তাহাতে নিজেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছায় লেশমাত্রও নাই। প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী। গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত ক্রীড়া-বিশেষ (রাসাদি লীলা) নিজ শ্রবণ দ্বারাই দূর দেশ-কালবর্ত্তী জনগণেরও সত্বরই হৃদ্রোগ কাম দূরীভূত করিয়া পরম-প্রেম বিস্তার করে, তাহা পরম প্রেম-বিশেষময়। কান্তভাবরূপা প্রীতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। পঞ্চবিধা প্রীতি কোন কোন স্থলে মিশ্ররূপে বর্ত্তমান। ভীষ্মাদিতে জ্ঞানভক্তি ও আশ্রয়ভক্তি। যুধিষ্ঠিরে—সৌহৃদ্যের অন্তর্গত আশ্রয়-ভক্তি ও বাৎসল্য। ভীমের আশ্রয়ভক্তি, বাৎসল্য ও সখ্য। কুন্তিতে আশ্রয়ভক্তির অন্তর্ভুক্ত বাৎসল্য। শ্রীবসুদেব-দেবকীতে সাধারণ ভক্তি ও বাৎসল্য। শ্রীমদুদ্ধবের দাস্যান্তর্ভুক্ত সখ্য। শ্রীবলদেবের সখ্য, বাৎসল্য ও দাস্যভক্তি। পট্টমহিষীগণের দাস্যমিশ্র কান্তভাব। শ্রীমদ্‌ব্রজদেবীগণের—সখ্য-মিশ্র কান্তভাব। শান্তাদিভাব ও দাসাদি-অভিমান বিরহিত প্রীতি—সামান্যা প্রীতি। আসক্ত-কন্যা—সামান্যা-প্রীতি নির্মমভক্ত—সামান্য ও শান্ত ভক্ত—তটস্থ। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও কান্ত-সকল পরিকর। ইহাদের প্রীতি মমতার প্রাচুর্য্যহেতু "মমতা" নামে অভিহিতা। পরিকরগণের মধ্যে পাল্য ও ভৃত্যগণ অনুগত। তাঁহাদের ভক্তির নাম "সম্ভ্রম-প্রীতি"। লাল্য প্রভৃতি বান্ধব, তাঁহাদের প্রীতির নাম 'বান্ধবতা'। প্রিয়—কান্ত। আত্মা—পরমাত্মা। সুত—পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতিরূপ আর অনুজরূপ। সখা—যিনি প্রণয়-পূর্ব্বক সঙ্গে খেলা করেন। গুরু—পিত্রাদিরূপ। সুহৃৎ—দুই প্রকার, সম্পর্কিত ও নিরুপাধি-হিতকারী। কান্ত, পুত্র, সখা—ইহারা সম্পর্কিত ব্যক্তি। দৈব ইষ্ট—আশ্রয়নীয়—সেব্য।

শ্রীভগবানের স্বভাবানুভূতিই প্রীত্যাবির্ভাবের হেতু, ভক্তের আত্মানুভব নহে। ভক্ত্যাভিমান-বিশেষময়-প্রেমও ভগবৎ-স্বভাব দ্বারাই আবির্ভূত হয়। শ্রীভগবানে স্বরূপসিদ্ধ সকল প্রকাশ নিয়তই বর্ত্তমান আছে (ইহা ভগবৎ-স্বরূপসিদ্ধ)। আগমাদিতে যে নানা উপাসনা দেখা যায় তন্মধ্যে যেখানে যেমন প্রকাশ তথায় তেমন

অভিমান-বিশেষময়ী-প্রীতির আবির্ভাব হয়। "ভক্ত বিশেষের সঙ্গই" প্রকাশ বিশেষের হেতু। কিন্তু নিত্য ভক্তগণে তাদৃশ ভগবৎপ্রকাশ ও দাসাদি অভিমান নিত্যসিদ্ধ।

শ্রীভগবান্ ভিন্ন ভিন্ন ভাবের ভক্তের নিকট ভক্তকে কৃতার্থ করিবার জন্য বিভিন্ন 'প্রকাশ-মূর্ত্তিতে' আবি হয়েন। শ্রীভগবানে উক্ত "স্বরূপসিদ্ধ প্রকাশ-মুর্ত্তিসকল নিয়তই বর্ত্তমান আছে। প্রীতি আর ভগবা অভিমান একসঙ্গে উপস্থিত হয় বলিয়া অভিমান-বিশেষের সহিত তৎপরিমিত প্রীতির আবির্ভাব হয়। অভি প্রথমে আবিভূর্ত হয়, তার পরই সঙ্গেসঙ্গে মমতা-বিশেষ আবিভূর্ত হয়। শরীর সম্বন্ধে—সম্বন্ধাত্মক ভগবা আবির্ভাব হয়। উহা যে 'অভিমান' শরীরের ও সম্বন্ধের হেতু, সেই অভিমানই সম্বন্ধের মুখ্য হেতু,—শরীর না ভক্ত ও ভগবানের অভিমানই তাঁহাদের সম্বন্ধ ঘটিবার প্রধান হেতু। সম্বন্ধ না থাকিলে প্রীতি জন্মিতে পারে বলিয়া ভগবৎ-প্রীতিতেও অভিমান-বিশেষের একান্ত প্রয়োজনীয়তা। উহা প্রীতি-বৃদ্ধির সাধন করে, হানি ক না। অভিমান ও মমতা দ্বারা প্রীতির আতিশয় হয়।

শ্রীকৃষ্ণ স্বভাবতঃই সকলের প্রিয়। তাহাতে আবার যাঁহাদের নিকট তিনি নিজে পুত্রাদি স্বভাব প্রক করেন, তাঁহাদের তদ্দ্বারা যে মমতা জন্মে, সেই মমতা দ্বারা সাধারণ মমতা-সঞ্জাত প্রীতি হইতে বি বিশেষত্বযুক্ত প্রীতির আবির্ভাব হয়। সেই বিশেষত্ব—শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে আপনাতে প্রীতির উৎপত্তি। যথা ব্রজবাসীগণ শ্রীকৃষ্ণের চরণ-বিচ্ছেদ-ভয়েই ভীত, দাবানলে মৃত্যুভয়ে ভীত নহেন।

পরিকরগণের ভাব-তারতম্য—পরিকরগণ কেবল ভগবত্ত্বলক্ষণ-স্বভাবেই পরমাদরণীয় প্রীতিময় শ্রীভগবান্ স্বরূপ (পরমানন্দ), ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যপূর্ণ তত্ত্ববিশেষ। ব্রহ্মে মাত্র স্বরূপ অভিব্যক্তি। ভগবানে ত্রি প্রকারই সতত পূর্ণভাবে বর্ত্তমান, মাধুর্য্যই ভগবত্তা-সার। মাধুর্য্যানুভবের তারতম্যানুসারে পরিকরগণের আবির্ভা তারতম্য ঘটে। ভগবত্তা সাধারণতঃ (১) পরম (অসমোর্দ্ধ) ঐশ্বর্য্য (প্রভুতা)-রূপা। (২) স্বভাব, গুণ, রূ বয়স, লীলা এবং সম্বন্ধ-বিশেষের মনোহরত্বরূপ 'পরম-মাধুর্য্য-রূপা'। চতুর্ব্বিধ (দাস্য, মিত্র, বৎসল ও কান্তা) পরিকর দুইভাগে বিভক্ত। পরমৈশ্বর্য্যানুভব প্রধান ও পরম-মাধুর্য্যানুভব প্রধান। একে অন্য বঞ্চিত নহে, তবে একের আধিক্য ও অন্যের অল্পত্ব, সে-কারণ প্রধান বলা হইয়াছে। সর্ব্ব-প্রকার ঐশ্বর্য্য হইতে সাধ্বস (ভয়), সম্ভ্রম (ভয়াদি জনিত ব্যগ্রতা) ও গৌরব বুদ্ধি জন্মে। উহা অবয়ব (অঙ্গ) রূপা। সর্ব্বপ্রকার মাধুর্য্য হইতে 'প্রীতি' জন্মে উহা অবয়বী (অঙ্গীরূপা)। ভক্তিতে পরমৈশ্বর্য্যের উদ্দীপনত্ব সম্ভ্রম-গৌরবাদির অবয়ব সম্বন্ধে দেখা যায় অবয়বী-প্রীত্যংশে মাধুর্য্যের উদ্দীপনত্ব দেখা যায়। আবার পরমৈশ্বর্য্য মাধুর্য্য উভয়ের সম্মিলন পরমৈশ্ব প্রেমজনক বিবেচনা করিতে হইবে। অবয়বী অপেক্ষা অবয়বের নিকৃষ্টত্ব। দ্বারকার পার্ষদ-ভক্তগণ পরমৈশ্বর্য্যানুভ প্রধান। ব্রজবাসীগণের পরম মাধুর্য্যানুভব স্বভাবসিদ্ধ। তবে ঐশ্বর্য্য বিষয়ে অজ্ঞ নহেন। যাঁহারা মাধুর্য্যানুভ তাঁহারা মাধুর্য্যানুভব ত' করেনই, ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানকে তাঁহারা উপেক্ষা করিলেও তাহা তাঁহাদের স্ফুর্ত্তি পাই উপযোগী সময়ের অপেক্ষা করে, অবসর পাইলে অনাদৃত হইয়াও উপস্থিত হয়। যাহা ঐশ্বর্য্যানুভবীর পুরুষা বস্তু, মাধুর্য্যানুভবীর কাছে তাহা তুচ্ছ। ইহা মাধুর্য্যানুভবি ভক্তগণের পরমোৎকর্ষ। "মল্লানামশনির্ণাং" শ্লো অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে (১) মল্লগণ, (২) কংস পক্ষীয় অসৎ রাজগণ (৩) স্বয়ং কংস শত্রুবুদ্ধিসম্পন্ন প্রতি জ্ঞান দ্বারা দর্শন, (৪) মূঢ়গণ বিরাটরূপে সাধারণ নরবালক। সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহকে প্রাকৃত-বুদ্ধি ভগবদবজ্ঞাকারী, দ্বেষ্টা ও প্রীতিমান নহে। ইহাতে ভক্তগণের ঘৃণা জন্মে এজন্য বীভৎস রস। আর বিদ্বানগণে মধ্যে (৫) সাধারণ নরগণ—শ্রেষ্ঠ-নরবররূপে অনুভব থাকায় বিদ্বান—ইহারা সামান্য-ভক্ত। (৬) যোগী লীলাদর্শনার্থে আগত আকাশস্থিত চতুঃসন প্রভৃতি জ্ঞানী ভক্তগণ মমতাহীন। (৭) স্ত্রী-গণ মমতাশূন্য, প্রাকৃত কামের মিশ্রণ হেতু বিশুদ্ধা নহেন। স্ত্রী-গণ মধ্যে যাঁহাদের প্রীতি প্রচুর তাঁহাদের মম

বসম্পন্ন; 'অসমযুদ্ধ বলিয়া কৃপার্দ্রচিত্তে আক্ষেপ করিয়াছিলেন', তাঁহারা শ্রেষ্ঠ। মমতা-বিশেষ-সম্পন্ন বৃষ্ণিগণ পরমদেবতা—পরমারাধ্যভাব প্রতিপাদক ঐশ্বর্য্যজ্ঞান স্বাভাবিক। সম্বন্ধ বশতঃ প্রাপ্ত—ঐশ্বর্য্যানুগতিতে দৃশ গৌণবন্ধুভাবও স্বতঃপ্রাবল্যাপেক্ষায়। কিন্তু বৃষ্ণিগণ মধ্যে কংস, শতধন্বা ইহারা শ্রীকৃষ্ণকে জানিতে র নাই। (৯) মাতাপিতা—শ্রীবসুদেব-দেবকীর—'ঐশ্বর্য্যজ্ঞান সংসৃষ্ট' হইলেও লীলাবশে (জন্মলীলার স্মৃতি বশতঃ) র্য্যজ্ঞান' ব্যঞ্জিত হইলেও 'গৌণ'। (১০) গোপগণের শ্রীকৃষ্ণে স্বজনত্ব সাধারণভাবে নির্দ্দিষ্ট। গোপগণের বাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেরই শ্রীকৃষ্ণে যথাযোগ্য স্বজন-বুদ্ধির অভাব নাই। অতএব গোপগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব সূচিত ল। (যোগ্যতানুরূপ অনুভব)।

সমুদয় ভগবত্তার সকলে উপাসনা করেন না, অনুভবও করিতে পারেন না। যিনি ভগবানের যে পর্য্যন্ত ণা করিতে পারেন, তিনি সেই পরিমান গুণের অনুশীলন করিয়া উপাসনা করিবেন। যাঁহার যে কাম— র। যাঁহাদের ঐশ্বর্য্যানুভবের অভিলাষ তাঁহারা উপাস্যে ঐশ্বর্য্য-দ্যোতক গুণসকলের সমাবেশ চিন্তা করিবেন, র যাঁহাদের মাধুর্য্যানুভবের অভিলাষ তাঁহারা উপাস্যে মাধুর্য্য-দ্যোতক গুণ-সকলের সমাবেশ চিন্তা রিবেন। ইহা যোগ্যতানুরূপ উপাসনা।

শ্রীগোপগণের প্রীত্যুৎকর্ষ:—প্রচুররূপে পরমমাধুর্য্যের অনুভব করাই শ্রীগোপগণের স্বভাব। এই জন্য হারই পরমজ্ঞানী। সকল প্রীতি-জাতির চূড়ামণিরূপা পরমা-প্রীতি স্বভাবতঃই তাঁহাদের মধ্যে উদিত হয়। হাদের এই স্বভাব (স্বরূপানুবন্ধি ধর্ম্মই স্বভাব) প্রতিকূল অবস্থায় পড়িলেও আগন্তুক অন্য জ্ঞান হইতে প্রীতির ভিচার ঘটে না। প্রত্যুত অন্য জ্ঞানকে তিরস্কৃত করে। এজন্য মহান ঐশ্বর্য্য অনুভব করিলেও তাঁহাদের মাধুর্য্যানুভব- ত প্রীতির কোন ব্যতিক্রম ঘটে না। তাহার বিরোধী ঐশ্বর্য্যজ্ঞান উপস্থিত হইলে "এই বুঝি আমি সেই ম-মধুর প্রিয়বস্তু হারাইলাম", এই উৎকণ্ঠা-ব্যগ্রতা উৎপাদন করিয়া অনুরাগ-বৃদ্ধিরূপ মাধুর্য্যানুভব-স্পৃহাকে রও প্রবল করিয়া তোলে। ভক্তের স্বভাবের অনুরূপ শ্রীভগবানেরও স্বভাব প্রকটিত হয়। যথা—দেবহূতি পিলদেবের অপ্রকটে, দেবকী-বসুদেবের শ্রীকৃষ্ণে পুত্র-বুদ্ধি-হেতু। যুধিষ্ঠির মহারাজের কৃষ্ণ দ্বারকা গমন কালে ত্যাদি প্রেরণ দ্বারা; শ্রীবলদেব—রুক্মিণীহরণ সময়ে সৈন্যসহ গমনে এবং বলদেব ব্রজে গমন সময় শ্রীনন্দ-যশোদার ও দেবের ভাব। কালিয়দমন সময়ে ব্রজবাসী ও তত্রস্থ বৃক্ষলতা পর্য্যন্ত। ইত্যাদি। শ্রীগোপগণ স্বভাবতঃই ত্ব, ঈশ্বরত্ব অতিক্রম করিয়া পরম মাধুর্য্য জ্ঞানের বলবৎ সুখময়ত্ব অনুভব করেন। কোন স্থলে আবার বাবতঃ মাধুর্য্যানুভব-নিরত ব্যক্তিগণে ঐশ্বর্য্যের প্রকটনও 'আমাদের পুত্রাদি ঐ কিরূপে এমন কার্য্য করিতেছে!' রূপ বিস্ময়দ্বারা মাধুর্য্য-জ্ঞানকেই পোষণ করে। যথা—"নন্দাদি গোপগণ শ্রীকৃষ্ণকে মূর্ত্তিমান বেদ-সমূহ-কর্ত্তৃক দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত ও পরমানন্দে নির্বৃত হইলেন।" শ্রীগোকুলবাসিগণের প্রীতির শুদ্ধত্ব নিবন্ধন সেই তিই প্রশস্তা। শ্রীগোকুল-সম্বন্ধেই প্রীতির প্রাবল্য দেখা যায়। তথাকার বৃক্ষ-লতা, পশু-পক্ষী, বৃষ-গাভীগণের স্ত শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি বর্ত্তমান। তাহা হইলেও একমাত্র মাধুর্য্যজ্ঞানের নিধি শ্রীমদ্গোকুলেও **অনুগত** ও ন্ধব দ্বিবিধ ভগবৎপ্রিয়গণ মধ্যে মমতা-বিশেষধারী বলিয়া "বান্ধবগণের" পরমোৎকর্ষ। ব্রজময় পরস্পর নিরুপাধিক কার-রসিকতাময়ী মিত্রতার প্রভাব ("যন্মিত্রং পরমানন্দং" শ্লোকে) ঘোষিত হইল। সমস্ত ব্রজবাসীর শ্রীকৃষ্ণে ভাব থাকিলেও 'সখাগণেরই উৎকর্ষ' ('ইত্থং সতাং' শ্লোক ভাঃ ১০।১২।১১)।

সখাগণের প্রীত্যুৎকর্ষ:—শ্রীভগবানের সমস্ত রূপ হইতে কেবল প্রকটকালে শ্রীকৃষ্ণ রূপের কৃপার ধিক্য। কারণ, মায়াশ্রিত সাধারণ জনগণের নিকটও সাক্ষাৎ নরাকৃতি-পরমব্রহ্মরূপে প্রকাশ কেবল কট-কালে হয় বলিয়া; এবং জ্ঞানিগণের নিকট ব্রহ্মরূপে, ভক্তগণের নিকট পরদেবতারূপে 'স্ফূর্ত্তি' সকল সময় ভাবিত হয় বলিয়া, এতদুভয় অপেক্ষা দুর্লভ। তদপেক্ষা দুর্লভতম প্রকটকালেও সাধারণ ব্যক্তির অপ্রাপ্য

বন্ধুভাব। তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট অবস্থা সখাগণের। সাধারণ ব্রজবাসীগণ অপেক্ষা সখাগণের শ্রেষ্ঠত্ব। সখাগ
প্রেম-মহিমা এত গরীয়ান যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের মত সৃষ্টি করিতে পারেন না, এমন কি স্বয়ংও তাঁহাদের অ
পূরণ করিতে পারেন না। এই অভাব 'অবশ্য রসাস্বাদনের'। সখাগণ সখ্য-প্রেমের পরামাশ্রয়, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের বি
তিনি তাঁহাদের আকৃত্যাদি প্রকট করিলেও আশ্রয় জাতীয় বৈশিষ্ট্যের অভাব পূর্ণ করিতে পারেন নাই। এ
নিজে সখাদি-রূপ-ধারণ করিয়াও অতৃপ্তি বশতঃ যথার্থ সখাগণকে আনয়ন করিয়াছেন। আবার সখাগণ হই
মাতা-পিতার প্রীত্যুৎকর্ষ। **মাতা-পিতার প্রীত্যুৎকর্ষ** ঃ—পিতা-মাতার (কৃষ্ণ-প্রেয়সী ব্যতীত অন্য গোপীগণে
প্রেম—স্নেহ ও রাগের শেষ সীমা পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া নিরতিশয় প্রেম। তদপেক্ষা প্রে
গোপীগণের প্রেম শ্রেষ্ঠা।

গোপীগণের প্রীত্যুৎকর্ষ ঃ—ভগবন্নিষ্ঠ স্বরূপ-ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যের উৎকর্ষের পরাবধি স্বয়ংভগবান্ শ্রীব্রজে
নন্দনেই বর্ত্তমান। উহা ভগবত্তার পরিপূর্ণতম প্রকটন। বিলাসমূর্তি নারায়ণের প্রেয়সী শ্রীলক্ষ্মীদেবীও শ্রীকৃ
মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সঙ্গ লাভে লালসাবতী হইয়া শ্রীনারায়ণ হেন পতির সঙ্গময় ভোগ সকল পরিহার-পূর্ব্বক তপ
করিয়াও (কেবল সৌন্দর্য্যাদির বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধা) কৃষ্ণৈক নিষ্ঠা না থাকায় শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গ প্রাপ্ত হয়েন না
বৈকুণ্ঠে শ্রী, ভূ, লীলা প্রভৃতি শ্রীনারায়ণের বহু প্রেয়সীগণ মধ্যে শ্রীলক্ষ্মীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। সেই লক্ষ্মীদেবীও যাহা
নাই; সেই কৃষ্ণসঙ্গ-সুখোল্লাসরূপ প্রসাদ পাইয়াছেন একমাত্র ব্রজদেবীগণ। তাঁহারা রাসোৎসবে (যাহা শ্রীকৃ
নিখিল লীলার মুকুটমণি) শ্রীকৃষ্ণের নিকট সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাহাতে একমাত্র ব্রজদেবী ব্যতীত
কাহারও অধিকার নাই, এমন রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক বাহুদ্বারা গৃহীতকণ্ঠ হইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন।
সম্ভোগ-লীলার চরমাবধি, শ্রীকৃষ্ণ-সেবার পরমোৎকর্ষ। তাহাতে ব্রজদেবীগণের নিজ-সুখের লেশমাত্র গন্ধও না
কেবল কৃষ্ণসুখের অভিলাষিণী। তাঁহারা প্রেমের সর্ব্বোচ্চ সোপানে সমারূঢ়। তাঁহাদিগের নিজসুখবাঞ্ছা
থাকিলেও কোটিগুণ সুখ প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহারা বিপ্রলম্ভে রূঢ়ভাবা—মহাভাবোদ্গাম-সম্পন্না। তাঁহারা পর
প্রেমবতী, শ্রীকৃষ্ণের সৌহৃদও শেষসীমা প্রাপ্ত। প্রেমের গতি ইহার উপর আর নাই; সেজন্য তাঁহ
সর্ব্বশ্রেষ্ঠতমা। ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধব তাঁহাদিগের শ্রীচরণরেণু প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আর্ত্তিতে ও পরমদৈন্য-
তাঁহাদের শ্রীচরণরেণু ভিখারী হইয়া ব্রজে তৃণ-গুল্ম ইত্যাদি জন্ম প্রার্থনা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের নি
পতি। তাঁহার সঙ্গে ব্যভিচার দোষ হয় নাই। কারণ স্বভাবতঃ সর্ব্ব-হৃদয়-বিহারী শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে রাখি
ব্যভিচার দোষ হইতে পারে না। বিধির উত্তীর্ণ 'জারভাব'—প্রেমের পরাকাষ্ঠা আস্বাদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের
শ্রীযোগমায়া-কর্ত্তৃক প্রকটিত। সেই ব্রজদেবীগণের কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য পতি সঙ্গ হয় নাই। শ্রীযোগমায়া আবরণ করি
সর্ব্বক্ষণ রক্ষা করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহাদের সৌন্দর্য্য লক্ষ্মী হইতেও অনেক অধিক। তাঁহাদের ভক্তির প
মোৎকর্ষ নিবন্ধন তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বসদ্‌গুণও পরমোৎকর্ষ-রূপে বিরাজমান। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রতি আবি
তাঁহারা কুলবধূ বিচারে পরমানুরাগে দুস্ত্যজ-স্বজন-আর্য্যপথ লোক-বেদ-মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়া শ্রুতিগণে
অন্বেষণীয় পরম-প্রেমলক্ষণা মুকুন্দের (ব্রজেন্দ্র-নন্দনের) পদবী সংযোগ-পদ্ধতি ভজন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তি
একমাত্র চরমোপায় রূঢ়ভাব। শ্রীকৃষ্ণও পরম-মাধুর্য্যসার ভগবত্তা প্রকটন করিয়া অনির্ব্বচনীয় প্রসাদে নিজ চরণক
(যাহা লক্ষ্মী আরাধনা করিয়াও পান নাই) নিজেই গোপীগণের বক্ষে দিয়াছিলেন। সেই ব্রজদেবীগণ দ্বারক
মহিষীগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠা।

শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়নর্ম্মসখাদি কোন কোন গোপের মধুর ভাব থাকায় প্রেয়সীসহ বিহার—রাসাদিতে অনুমোদ
থাকিলেও তাঁহাদের পুরুষত্ব নিবন্ধন রমণীর মত সেই রহঃলীলা সম্বন্ধে লালসার অযোগ্যতা।

শ্রীরাধাঠাকুরাণীর পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত মাহাত্ম্য ঃ—শ্রীকৃষ্ণের কান্তাশিরোমণি সমস্ত স্বরূপ শক্তির, অন্তরঙ্গ

ও বহিরঙ্গা শক্তিরও অংশিনী—'শ্রীরাধা'। শ্রীকৃষ্ণ যেমন সমস্ত ভগবদাবির্ভাবের অংশী ; শ্রীরাধাও তদ্রূপ সমস্ত শক্তিগণের অংশিনী। শ্রীমদ্ভাগবতে তিনটী শ্লোকে শ্রীরাধার পরমোৎকর্ষের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। যথা—ভাঃ ১০।৩০।২৮—"অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥" "ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই ঐ ভাগ্যবতী কর্ত্তৃক আরাধিত হইয়াছেন—যেহেতু তিনি তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নির্জ্জন-স্থানে লইয়া গিয়াছেন।" ভাঃ ১০।২১।১৭ শ্লোকে—"পূর্ণাঃ পুলিন্দ্য"***ইত্যাদি। অর্থাৎ "এই সকল শবর-কামিনীও অত্য কৃতার্থ হইয়াছে। কারণ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়াগণের স্তনরঞ্জন কুঙ্কুমরাশি রতিকালে তদীয় পদযুগল স্পর্শে সমধিক সৌন্দর্য্য লাভ করিয়া পশ্চাৎ ভ্রমণকালে তৃণ সংলগ্ন হইলে তদ্দর্শনে শবরীগণের কামবেদনার উদয় হওয়ায় তাহারা ঐ কুঙ্কুমদ্বারা মুখ ও স্তনমণ্ডল লেপন করিয়া ঐ ব্যথা দূর করিতেছে।" ভাঃ ১০।৮৩।৪১ শ্লোকে "ন বয়ং সাধ্বি"***ইত্যাদি। অর্থাৎ 'হে সখি! আমরা সার্ব্বভৌম-পদ, ইন্দ্র-পদ, তদুভয়-পদ, অনিমাদি সিদ্ধি, ব্রহ্ম-পদ, মুক্তি-পদ, এমন কি, শ্রীহরির সালোক্য প্রভৃতি পদও প্রার্থনা করি না ; পরন্তু শ্রীরাধার কুচকুঙ্কুম-গন্ধ-যুক্ত শ্রীকৃষ্ণপদরজঃ মস্তকে ধারণই একমাত্র ইচ্ছা করিয়া থাকি।" ইহা দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণ-মহিষীগণের প্রার্থনা বাক্য। আদি-পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—"হে পার্থ! ত্রৈলোক্যের মধ্যে পৃথিবী ধন্যা, তাহাতে আবার বৃন্দাবন ধন্যা, বৃন্দাবনেও গোপীগণ ধন্যা, গোপীগণ মধ্যে আমার শ্রীরাধা ধন্যা।" পদ্মপুরাণে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে—'শ্রীরাধা বিষ্ণুর যে প্রকার প্রিয়া, তাঁহার কুণ্ডও সেই প্রকার প্রিয়। সমস্ত গোপীগণ মধ্যে শ্রীরাধাই বিষ্ণুর অত্যন্ত প্রিয়া।

অগ্নিপুরাণের বাসনা-ভাষ্যোদ্ধৃত বচন—"শ্রীউদ্ধব ব্রজে গমন করিলে উষাকালে শ্রীরাধা ভিন্ন সকল গোপী শ্রীহরির লীলা-বিহারাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। বিপ্রলম্ভে দশটী দশা মধ্যে নবম দশা—মূর্চ্ছা-দশা-প্রাপ্তা শ্রীরাধা প্রশ্ন করিতে অক্ষম থাকায় প্রশ্নাদি করিতে পারেন নাই। শ্রীরাধা ব্যতীত অন্য কেহই মোহাবস্থা প্রাপ্ত হন নাই, তাই তাঁহারা প্রশ্নাদি করিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং অন্যান্য গোপীগণ শ্রীরাধার দশা অপেক্ষা ন্যূন-দশা-প্রাপ্ত ছিলেন। বিরহের প্রাবল্যে প্রেমোৎকর্ষে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দশা প্রাপ্ত থাকায় শ্রীরাধিকা অন্যান্য গোপীগণ অপেক্ষা 'প্রেমের পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত', ইহা প্রমাণিত হইতেছে।" 'অনয়ারাধিতো' শ্লোকে ভাগবতে 'শ্রীরাধা কর্ত্তৃক ভগবান্ আরাধিত — সাধিত—বশীভূত। ভগবান্ সকলেরই; তাঁহার আশ্রয় কাহারও প্রতি তাঁহার পক্ষপাত নাই। হরি—সর্ব্বদুঃখ হরণ করেন, এক জনকে সুখ ও অন্য জনকে দুঃখ দিতে পারেন না ; ঈশ্বর—পরম স্বতন্ত্র, কাহারও অপেক্ষা রাখেন না। এবম্ভূত শ্রীকৃষ্ণ পক্ষপাতী হইয়া সকলকে দুঃখ দেওয়ায় সর্ব্ব-দুঃখ হন্তৃত্বের অভাব ও স্বতন্ত্রতা ত্যাগ এই স্বভাব-বিপর্য্যায় করা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে স্বেচ্ছায় অসম্ভব। যাঁহার গুণে বশীভূত (আরাধিত) হইয়া তিনি এরূপ করিয়াছেন, ইঁহা-কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ আরাধিত হইয়াছেন বলিয়া তিনি শ্রীরাধা। একা শ্রীরাধাকে লইয়া অন্তর্ধানে অন্য গোপীগণ হইতে শ্রীরাধার পরমোৎকর্ষ প্রতিপন্ন হইতেছে। তাহা হইলে তাদৃশ শ্রীভগবৎ-প্রীতি-মাধুরী-সকলে (শ্রীভগবানের মাধুর্য্যানুভবের তারতম্যানুসারে পরিকরগণের প্রীতি-মাধুরীর যে বহু তারতম্য ঘটে, তাহাতে) শ্রীরাধার প্রীতি-মাধুরী সর্ব্বোপরি আরোহণ করিয়াছে অর্থাৎ শ্রীরাধার প্রীতি-মাধুরী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। শ্রীরাধা-প্রেমে প্রীতির পরাবস্থাবধি।

প্রীতির রসাবস্থা :—এই প্রীতি বিভাব (কারণ); অনুভাব (কার্য্য) ও ব্যভিচারের (সহায়ের) সহিত মিলিত হইয়া যখন রসাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন উহা নিজে স্থায়িভাব বলিয়া কথিত হয়। প্রীতিরূপতা-হেতুই ভগবৎ-প্রীতির "ভাবত্ব" ; আর বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ ভাব সকলকে আত্মভাব প্রাপ্ত করায় তাহা—"স্থায়ী"। এই স্থায়ি-লক্ষণ ভগবৎ-প্রীতিতে বর্ত্তমান আছে বলিয়া তাহার স্থায়িত্ব নিশ্চিত হইতেছে। ভগবৎ-প্রীতির বিভাবনাদি-গুণ-দ্বারা অন্য (রসোপকরণ) সকলের বিভাবত্বাদি সম্ভব হয় এই কারণেও তাহার স্থায়িভাব-রূপতা নিশ্চিত হইতে পারে। স্থায়িভাবে, স্থায়িত্ব ও ভাবত্ব উভয় থাকা চাই। প্রীতি মাত্রই ভাব-বিশেষ ; ভগবৎ-প্রীতিও প্রীতি-

বিশেষ বলিয়া তাহার ভাবত্ব সম্ভব। ভগবৎ-প্রীতির বিভাবনা (আস্বাদন যোগ্যতা আনয়ন) দ্বারা আলম্বন ও উদ্দীপন বস্তুর বিভাবত্ব, অনুভাবনা দ্বারা নৃত্যাদির অনুভাবত্ব এবং তাহার সঞ্চারণ দ্বারা নির্ব্বেদাদির ব্যভিচারিত্ব। প্রীতি ব্যতীত কিছুই থাকে না; প্রীতিকে অবলম্বন করিয়াই অন্যান্য রসোপকরণের রসোপকরণতা, এই কারণেও ভগবৎ-প্রীতিকে স্থায়ীভাব বলে। বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারাদির স্ফূর্ত্তি-বিশেষ-দ্বারা স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্তা (রসরূপে পরিণত হইবার যোগ্যতা প্রাপ্তা) ভগবৎ-প্রীতি উক্ত বিভাবাদির সহিত মিলিত হইয়া তদীয় প্রীতি রসময় (রসবিশেষ) বলিয়া কথিত হয়। উহা ভক্তিরসময় রস, এই জন্য ইহাকে 'ভক্তিরস'ও বলে। রস প্রাপ্তিতে সামগ্রী তিন প্রকার (১) **স্বরূপ যোগ্যতা**—উহা ভগবৎ-প্রীতিতে স্থায়িভাবত্ব এবং অশেষ সুখতরঙ্গের সমুদ্ররূপ ব্রহ্মসুখ হইতেও অধিকতমত্বই প্রতিপাদিত হইতেছে। (২) **পরিকর যোগ্যতা**—ভগবৎ-প্রীতিতে (বিভাবাদি) কারণাদি 'পরিকর' সকল স্বভাবতঃই অলৌকিক অদ্ভুতরূপ। (৩) **পুরুষ-যোগ্যতা**—প্রহ্লাদাদির মত প্রবল প্রীতি-বাসনা, "যোগিগণের মত পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণ রসাস্বাদন করেন। রত্যাদি-বাসনা ব্যতীত রসাস্বাদন হয় না।" (সাহিত্যদর্পন ৩।৪১।)॥ অলৌকিক ভগবৎ-প্রীতিময় রসে অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ সত্ত্বই হেতু। "মল্লানামশনি" শ্লোকে ভগবৎ-প্রীতিরস (পঞ্চ মুখ্য ও সপ্ত গৌণরস) দেখাইয়াছেন। উক্ত শ্লোকে শ্রীস্বামীটীকা—"চমৎকৃতি সকল রসেই বর্ত্তমান আছে। তাহার অভাবে কোনও রস নিষ্পত্তি হয় না, এজন্য তাহা রসের প্রাণ বলিয়াছেন। উহা **অদ্ভুত রস**। কৃতিনারায়ণ রসকে অদ্ভুত বলিয়াছেন। মল্লাদির রৌদ্রাদি রস, কারণ এখানে ক্রোধ—প্রীতি-বিরোধী জিঘাংসাবৃত্তি-জাত। অলৌকিক রসে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। (লৌকিকে মধুর, সখ্য ও বাৎসল্য)।

রত্যাদি স্থায়ীর সুখতাদাত্ম্য (সুখময়তাকে) স্বরূপযোগ্যতা বলে। লৌকিক রস উৎপত্তি হয় না; কারণ মানব মানবীয় অবলম্বনে উভয়ের দেহাবেশ-নিবন্ধন রত্যাদির আবির্ভাবে প্রথমে কিঞ্চিত সুখ বর্ত্তমান থাকিলেও বিষয় সম্পর্কিত থাকায় পরিণামে দুঃখেই পর্য্যবসিত হয়। কারণ সুখ দুঃখ উভয়ের নির্লিপ্তাবস্থায় শ্রীভগবানে চিত্ত-স্থৈর্য্যই বাস্তবিক সুখ, আর বিষয়-সুখের অপেক্ষাই দুঃখ। আশ্রয়-বিষয়ালম্বনের নর-নারীর দেহের স্বরূপের (বিষ্ঠা, মুত্র, কৃমি, ক্লেদপূর্ণ-চর্ম্মাদি-নির্ম্মিত) কথায় ঘৃণার উদ্রেক হয় এই হেতু বীভৎ-রস হইতে পারে। দেহের কথা মনে করিলে জুগুপ্সা ছাড়া সামাজিকের মনে অন্য বৃত্তির উদয় হয় না, উহা রুচিকর নহে, ঘৃণার কথা, এই হেতু লৌকিক প্রীতির বিভাবাদির রসযোগ্যতায় অবিশ্বাস হেতু রসনিষ্পত্তি অসম্ভব। এই জন্য লৌকিক রতিতে দাস্যাদি রস নিষ্পত্তি অসম্ভব।

শান্তরসে স্থায়ী—**শম**। শ্রীভগবানে বুদ্ধি-নিষ্ঠাই শম। শুধু বিষয় হইতে মনকে প্রত্যাহৃত করা নহে। লৌকিক শান্তরতিতে ভগবানে নিষ্ঠাবুদ্ধি না থাকায় লৌকিক শান্তরস নিন্দনীয়। বিষয়ী হইতে মুক্ত-পর্য্যন্ত সর্ব্বজনে এমন কি ইন্দ্রিয়-রহিত চেতনা-শূন্যেও।শ্রীভাগবত-রস বিকারের কারণ হয়। যথা—ভাঃ ১০।১।৪ শ্লোকে—'নিবৃত্ততর্ষৈ'***ইত্যাদি। 'মুক্তগণ—সর্ব্বোত্তম মনে করিয়া, মুমুক্ষুগণ—ভবরোগের ঔষধ মনে করিয়া এবং বিষয়ীগণ—কর্ণ ও মনের আরামদায়ক মনে করিয়া শ্রীহরির গুণানুবাদ করেন, পশুঘাতী ব্যাধের বুদ্ধি হিংসা-দিগ্ধা বলিয়া তাহাদের নীরস-হৃদয়-জন্য বিরত হয়।' ভাঃ ১০।২১।১৯ শ্লোকে—'শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া শুষ্ক বৃক্ষ সকলও জীবিত হইয়া উঠিল। ব্রজের পশুও শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া আনন্দিত হয়। ভগবৎ-প্রীতিতে রস নিষ্পন্ন হয় এই অভিপ্রায়ে একমাত্র শ্রীমদ্ভগবৎ-প্রীতিব্যঞ্জক শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের রসরূপতা শ্রীবেদব্যাস স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভাঃ ১।১।৩ শ্লোকে—'শ্রীমদ্ভগবত রসময় গ্রন্থ।' রসিকগণ=যাঁহাদের প্রাচীন—পূর্ব্বজন্মের; নবীন—বর্ত্তমান জন্মের রসবাসনা আছে—তাঁহারই রসিক-রসবিজ্ঞ। রসানুভবী—দুই প্রকার (১) যাঁহারা পান করেন, তাঁহারা লীলা পরিকরগণ; তাঁহারা আপনা হইতেই লীলারসানুভব করিতেছেন ও সার অনুভব করিতেছেন। কারণ

তাঁহারা অন্তরঙ্গ। যাঁহারা যৎকিঞ্চিৎ রসসার আস্বাদন করেন তাঁহারা বহিরঙ্গ। তথাপি লীলাপরিকরগণের অনুভবময় রসের সহিত একরূপে ভাবিয়া পান কর। যে হেতু তাদৃশ-রূপেই সেই শুক মুখ হইতে ইহা গলিত প্রবাহরূপে বহিতেছে। ভগবৎ-প্রীতির পরমরসত্ব শব্দ-শাস্ত্রাক্ষর দ্বারাই প্রমাণিত হইল। সর্ব্ববেদান্ত-সারং" শ্লোকে—সেই "রসামৃততৃপ্তের" পদে ইহার পরমরসত্ব ঘোষনা করা হইয়াছে। এই রস আস্বাদন করিবার পর অন্য কোথাও রতি থাকে না বলিয়া ভগবৎ-প্রীতিরসের বিশেষত্ব সূচিত হইতেছে। ১।১।৩ শ্লোকে 'ভাবুক'-শব্দে রসবিশেষ-ভাবনাচতুর, 'বিশেষ' পদে রসের শ্রেষ্ঠত্ব সূচিত হইয়াছে। রসগ্রহজন মুকুন্দচরণালিঙ্গণ-শব্দে ভগবৎ-প্রীতিরসাস্বাদন স্মরণ করিয়া তাহার পরমোপাদেয়তা নিবন্ধন, সেই রসাস্বাদনরত ব্যক্তি তাহা আর ছাড়িতে পারে না।

দৃশ্যকাব্যের রসভাবনা বিধি। কাব্য হইতে রসাস্বাদন দুই প্রকার (১) দৃশ্যকাব্য—যে কাব্যে রঙ্গ-ভূমিতে নট-নটী-দ্বারা অভিনীত হয়, তাহার নাম দৃশ্যকাব্য। (২) যে কাব্য শ্রবণ করা যায় তাহা শ্রব্য-কাব্য। শ্রবণানুরাগ হইতে দর্শনানুরাগের প্রাবল্য হেতু দৃশ্যকাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব। দৃশ্যকাব্যে অভিনেতা যাঁহার চরিত্র অভিনয় (অনুকরণ) করেন সেই নায়ক (১) অনুকার্য্য। অভিনেতা নট (২) অনুকর্ত্তা। দ্রষ্টা, শ্রোতা, স্বচ্ছচিত্ত সভ্য (৩) সামাজিক। অভিনেতা নটও স্বচ্ছচিত্ত সহৃদয় হইয়া থাকেন। (৪) সামাজিক ও সহৃদয়—অনুকর্ত্তা। ইহারা পক্ষ চতুষ্টয় কথিত। সত্ত্বগুণের আধিক্যই স্বচ্ছ-চিত্ততার হেতু। সত্ত্ব—প্রকাশাত্মক। সত্ত্বগুণবিশিষ্ট ব্যক্তির চিত্তে কাব্য-নাটক-বর্ণিত বিষয় প্রতিফলিত হইয়া তন্ময়তা উপস্থিত হইতে পারে; তাহা হইতে রসাস্বাদন সম্ভব হয়। প্রাচীন নায়ক—যাঁহার চরিত্র অবলম্বন করিয়া কাব্য বা নাটক বর্ণিত হইয়াছে (অনুকার্য্য), আশ্রয়ালম্বন, উদ্দীপন-বিভাব, সাত্ত্বিক ও সঞ্চারী ভাবসমূহ তাঁহার প্রীতির সহিত মিলিত হয় বলিয়া মুখ্যভাবে রসের প্রবৃত্তি সম্ভব হয়। অভিনেতা নট বা অনুকর্ত্তার সহিত উক্ত বিভাবাদি ভাব সমূহের সাক্ষাৎ সম্পর্ক থাকে না। তাহাতে উক্ত ভাব সকল আরোপ হওয়ায় গৌণভাবে ব্যক্ত হয় একারণ উভয়ে একপক্ষ হইতে পারে না। প্রাচীন নায়কে মুখ্য ও নটে গৌণ-ভাবে রসের প্রবৃত্তি। লৌকিক প্রাচীন নায়ক নায়িকা মর্ত্ত্য-জগতের লোক, জীবনের পরিমাণ আছে, মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, লৌকিক প্রীতির ধ্বংসও নিশ্চিত, এজগতের বিঘ্নসমূহে চঞ্চল। তাদৃশ মনোযুক্ত নায়কে ব্রহ্মানন্দ-সহোদররসের নিষ্পত্তি অসম্ভব। অতএব প্রাকৃত প্রাচীন নায়কাদির রস নিষ্পত্তির আশ্রয় হইতে পারে না।

লৌকিক দ্বিতীয়পক্ষ খণ্ডন—২য়পক্ষ নট শিক্ষাদ্বারা নায়কের চরিত্র অভিনয় করেন, তাহাতে সহৃদয়তার (রসোপলব্ধি)করিবার ক্ষমতার কোন প্রয়োজন নাই। অতএব নটেও রসোদ্বোধ হইতে পারে না। তৃয়পক্ষঃ—একমাত্র সামাজিক রসোদ্বোধের আশ্রয়। সামাজিকের সহৃদয়তা আছে; শ্রব্য ও দৃশ্যকাব্য শুনিয়া দেখিয়া জগদ্বিস্মৃত হয়েন। কাব্যশাস্ত্র অনুভব করিবার শক্তিও তাঁহাদের আছে। বাধা না থাকায় প্রাকৃত লৌকিক রসদ্বোধ হয়।

ভগবৎ রসিকগণেরঃ—অলৌকিক ভগবৎ-প্রীতিরসের শ্রীভগবান্ ও তাঁহার পরিকরগণ অনুকার্য্য; লৌকিকত্ব, পরিমিতত্ব ও ভয়াদি সান্তরায়ত্ব দোষ তাঁহাদের মধ্যে না থাকায় রসোদয় হয়। অলৌকিক রসের স্থায়ীভাবরূপা ভগবৎ-প্রীতি বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারি ভাবযোগে রসাবস্থা প্রাপ্ত হয়। ভগবৎ-প্রীতির অলৌকিকত্ব প্রতিপন্ন পূর্ব্বেই হইয়াছে। রতির আস্বাদনের কারণকে বিভাব আস্বাদাঙ্কুর-যোগ্যতা আনয়ন করে। বিভাব দুইপ্রকার—আলম্বন ও উদ্দীপন। রতির বিষয়ালম্বন—শ্রীভগবান্, আশ্রয়ালম্বন—ভক্তগণ। অসমোর্দ্ধাতিশায়ি ভগবত্তা ও ভগবৎ-সাদৃশ্য দ্বারা তাঁহাদের অলৌকিকত্ব দেখাইয়াছেন। সেই ভগবত্তা লোকে অসম্ভব বলিয়া শ্রীভগবানে অলৌকিকত্ব, আর শ্রুত্যাদি-শাস্ত্রের স্পষ্ট উক্তি প্রমাণে ভক্তগণ সেই ভগবানের

সাদৃশ বলিয়া তাঁহাদের অলৌকিকত্ব। ইহা আলম্বন-বিভাবের অলৌকিকত্ব। উদ্দীপন বিভাবের অলৌকিক দুই প্রকার (১) তাঁহার সম্পর্কে লৌকিক বস্তু সকলের অলৌকিকত্ব। (২) নর-লীলায়ও তাঁহার গুণ চেষ্টাদির অলৌকিকত্ব। শ্রীকৃষ্ণের গুণ, চেষ্টা, প্রসাধন, হাস্য, অঙ্গগন্ধ, বংশী, শৃঙ্গ, শঙ্খ, পদচিহ্ন, ক্ষেত্র (লীলাভূমি তুলসী, ভক্ত, তদ্বাসর—একাদশী প্রভৃতি উদ্দীপন। বংশী-শৃঙ্গাদি লৌকিক, শ্রীকৃষ্ণে সে-সকল অলৌকিক। দৃষ্টান্ত- শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনিতে ময়ূরের নৃত্য, যমুনার জল-স্তম্ভন, প্রস্তর-তারল্য, বৃক্ষাদির পুলক ও ইন্দ্রাদির মোহ বর্ণিত হওয়া সাধারণ এ জগতের কাহারও বেণুতে না হওয়ায় বেণুধ্বনির অলৌকিকত্ব। হরির চরণে অর্পিত তুলসীর সং ব্রহ্মানন্দসেবী আত্মারাম সনকাদি মুনিগণেরও চিত্তবিক্ষোভ উপস্থিত হওয়ায় অলৌকিত্ব প্রতিপন্ন হইল। আগন্তি অন্যান্য বস্তুও সময় সময় উদ্দীপক হয়, তাহা স্বরূপভূত না হইলেও ভগবচ্ছক্তি যোগে পুষ্ট হইয়া মেঘাদিতে সে শক্তি সঞ্চারিত হয়, ইহাতে আগন্তুক উদ্দীপনের বিভাব সমূহের অলৌকিকত্ব। শ্রীকৃষ্ণের নরলীলায় রূপে অসমোর্দ্ধতা, যশ, শ্রী, ঐশ্বর্য্যের একান্ত আশ্রয়ত্ব এবং অনন্য-সিদ্ধত্বের উল্লেখ হেতু ("গোপ্যস্তপঃ" ইত্যাদি শ্লোকে উহার অলৌকিকত্ব প্রতিপন্ন হইল।

অনুভাবের অলৌকিকত্ব :—অনুভাব—রত্যাদির অব্যবহিত পরেই রসাদি-রূপে রূপান্তরিত করে। নৃত্য বিলুণ্ঠন প্রভৃতি যে সকল বাহিক ক্রিয়া চিত্তস্থ ভাব সকলের প্রকাশ করে, সে সকল অনুভাব। শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি শ্রবণ করতঃ জঙ্গম সমূহের স্পন্দন, বৃক্ষের পুলক, ময়ূরের নৃত্য, যমুনার জলস্তম্ভন, প্রস্তরের দ্রবীভাব। (শ্রীকৃষ্ণে বংশী উদ্দীপন বিভাব)। পুলক-স্তম্ভাদি অনুভাব ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে যত অনুভাব সমস্তই অলৌকিক।

ব্যভিচার-ভাব রসাবস্থায় উন্মুখ স্থায়ীভাবরূপ অমৃত-সমুদ্রকে চালিত অর্থাৎ তরঙ্গায়িত করে। সঞ্চারি-ভা রসোদ্বোধের সহকারী, কারণ—যাহা না হইলে রসোদ্বোধ সম্ভব হয় না। রসোদ্বোধের পূর্ব্বেই সঞ্চারি-ভা রত্যাদিকে চালনা করে। রসকে নহে। নির্ব্বেদাদি তেত্রিশ ব্যভিচারী-ভাব রসের সহায়। মধুররস সম্ভো ও বিপ্রলম্ভ-ভেদে দুইপ্রকার। বিপ্রলম্ভ—পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস ভেদে চতুর্ব্বিধ। বিপ্রলম্ভ হে উন্মাদ, অপস্মার, ব্যাধি, মোহ, মৃত্যু ব্যভিচারী উদিত হয়। সম্ভোগে—আলস্যাদি কতিপয় ব্যভিচারী উপস্থিত হয় ইহা এ জগতে দেখা যায় না এ জন্য অলৌকিক। কোন স্থলে অপ্রাপঞ্চিক লীলায় বিভাবাদি সকলেরই অলৌকিক স্বতঃসিদ্ধরূপে আছে। ব্রহ্মসংহিতার—"শ্রেয়ঃকান্তা" ইত্যাদি শ্লোকে ভগবান্ ও ভক্তের লীলা নিত্য ও সত্য তাহাতে পরিমিতত্ব দোষ থাকিতে পারে না। ভয়াদির অনবচ্ছেদ্যত্ব শ্রীপ্রহ্লাদাদিতে ও শ্রীব্রজদেবী প্রভৃতিতে ব্যক্ত আছে। জন্মান্তরাদি দ্বারা অচ্ছেদ্যত্বও—শ্রীবৃত্র, গজেন্দ্র ও শ্রীভরতাদিতে দেখা-যায়। ব্রহ্মানন্দাদি দ্বারা অচ্ছেদত্ব শ্রীশুকাদিতে প্রসিদ্ধ আছে। বিয়োগ দুঃখ বাহিরে থাকিলেও ভক্তগণের হৃদয়ে পরমানন্দঘন ভগবান্ ও তাঁহা ভাবের স্ফূর্ত্তি থাকায় ও ভাবি সংযোগ-সুখের পোষক হওয়ায় উহাতে রসের ব্যাঘাত ঘটে না বরং রস-মাধুর্য্যাতিশ প্রকাশিত হয়। তদ্রূপ করুণ রসেও প্রীত্যাস্পদের (শ্রীভগবানের) বিচ্ছেদ বা অনিষ্টাশঙ্কা উপস্থিত হইলে করু রসের উদ্রেক হয়, তখন লীলাশক্তি-যোজনা-ক্রমে মুন্যাদি কোন সর্ব্বজ্ঞ উপস্থিত হইয়া সান্ত্বনা করেন এবং শে প্রীত্যাস্পদের সহিত মিলন হয়। সেই প্রকার রতি (সুখান্তর্ভুক্ত) সিদ্ধ। এ কারণ ইহাতেও রসোদয় সিদ্ধ হইতেছে

অনুকর্ত্তা নটের:—ভগবৎ-প্রীতি দৃশ্য-কাব্যের ভক্তই অনুকর্ত্তা। তাঁহাদের রস নিজস্ব নহে। যে সক মহাভাগবতের হৃদয়ে, শ্রীভগবৎ-স্বরূপসমূহে ও তাঁহাদের পরিকরগণে রস পরিপূর্ণরূপে বিরাজ করিতেছে, তাঁহাদে কৃপায়, তাঁহাদের হৃদয়স্থ রস ঐ অনুকর্ত্তৃগণে সঞ্চারিত হয়। স্বরূপশক্তির বৃত্তিভূতা ভক্তি মহাভাগবতের কৃপা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে যেমন সঞ্চারিত হয় এবং তাহাতে উহার অপ্রাকৃতত্বের কোন ব্যতিক্রম ঘটে না, এস্থলে তদ্রূ তাঁহাদের অনুকর্ত্তৃত্ব শিক্ষালব্ধ নহে, ভক্তি-সম্ভূত, এ জন্য ভগবান্ ও পরিকরে ভক্তি-প্রভাবে তাঁহাদের লৌকিকত্বাদি দোষ তিরোহিত হয়। ভগবদ্বিষয়ক দৃশ্য-কাব্যের অনুকর্ত্তা ভক্তই। ভক্ত ভিন্ন অন্য জন সম্পূর্ণরূপে অনুকরণ করিতে

সমর্থ হয় না, ভগবদ্বিষয়ক রসোদয় হয়। কোন স্থলে শুদ্ধ ভক্তগণের ভগবল্লীলার কার্য্য অনুকরণ উপস্থিত হয়, তাহা তাঁহারা ভক্ত-সম্পর্কিত-রূপেই সেই অনুভাব প্রকাশ করেন ; স্বীয়রূপে নহে। দৃষ্টান্ত ;—'বসুদেবের কৃষ্ণে যেমন পুত্রভাব, গদ নামক তাঁহার অন্য পুত্রেও ভগবানের সঙ্গে সাধারণী-করণ হইবে না। গদের ভক্তভাব থাকায় অনুকর্ত্তাতে ভক্তভাব থাকিবে। ভক্তভাবের তিরোধান না হওয়ায় ভক্তির বিরোধ হইবে না। ভক্তি-দেবীর অনুগৃহীত জন ব্যতীত অন্যের হৃদয়ে ভক্তিরসের উদয় হইতে পারে না। এ জন্য ভক্তিরসে অনুকর্ত্তার মত সামাজিকও ভক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়, অভক্ত সামাজিক রসাস্বাদনের অধিকারী হইতে পারে না। দৃশ্যকাব্যের রসপরিপাটী বলা হইল।

শ্রব্য-কাব্যের রসভাবনা বিধি :—যাঁহাদের রতির উদয়াবস্থা, তাঁহারা ভাল বর্ণকের মুখে চমৎকার-জনক কোন ভগবৎ-প্রসঙ্গ শুনিলে, তাঁহাদের রসোদয় হইতে পারে। আর যাঁহারা প্রেম, স্নেহ, প্রণয় ইত্যাদি রতির উচ্চাবস্থা সমূহ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের তেমন কিছুর প্রয়োজন নাই। যে-কোন রূপে ভগবানের কথা মনে পড়িলে তাঁহাদের রসাস্বাদন উপস্থিত হয়, এমন কি সা, ঋ, গ, মা ইত্যাদি সপ্তস্বর যাহার কোন অর্থবোধ হয় না সে-স্বরে গান করিতে কি শুনিতেই রসাস্বাদন উপস্থিত হয়। তাহার দৃষ্টান্ত—দেবর্ষি নারদ। তাঁহাদের স্থায়ীভাব প্রীতির বিদ্যমানতা হেতু প্রেমদ্বারা বিভাবাদি সমস্ত উপস্থিত হয়। প্রহ্লাদ মহারাজেরও ভাঃ ৭।৪।৩৯-৪১ শ্লোক প্রমাণ।

ভগবৎপ্রীতি-রসিক দ্বিবিধ—(১) লীলান্তঃপাতী, (২) লীলান্তঃপাতিতাভিমানী। লীলান্তঃপাতীগণ—পূর্ব্বযুক্তিতে (প্রেমাদির উদ্ভাবিত বিভাবাদি যোগে) আপনা হইতেই রস সিদ্ধ হয়। (ক) লীলান্তঃপতিতাভিমানী-গণের নিজাভীষ্ট লীলান্তঃপাতী পরিকরগণের সহিত ভগবানের চরিত্র শ্রবণাদির দ্বারা রসোদয় হয়। তাঁহারা ত্রিবিধ পরিকরগণের সহিত লীলা শ্রবণ করিতে পারেন। (১) সমান বাসনা-বিশিষ্ট পরিকর, (২) বিভিন্ন বাসনা-বিশিষ্ট পরিকর, (৩) বিরুদ্ধ বাসনা-বিশিষ্ট পরিকর।

(১) পঞ্চবিধ (শান্ত-দাস্যাদি) স্থায়ীভাব মধ্যে লীলা-পরিকরের যাহা স্থায়ীভাব, শ্রোতা রসজ্ঞের স্থায়ীভাবও যদি তাহাই হয় তবে উভয়ে সমান বাসনা-বিশিষ্ট হয়েন ; তাহাতে বিভাবাদি সাধারণী কারণ হওয়ায় রসাস্বাদন সম্ভবপর হয়। তাঁহার তৎকালে এমন তন্ময়তা আসে যে তিনি মনে করেন কাব্যোক্ত ব্যাপার যেন আমার সম্বন্ধে ঘটিতেছে। আবার আত্মস্মৃতির বিলোপ না ঘটায় সেই ব্যাপার তাঁহার নহে এই প্রতীতিও থাকে, এই জন্য ভয়াদি-জনিত দুঃখ উপস্থিত না হইয়া সুখময় রসোদয় হয়। (২) যখন লীলান্তঃপাতী ও তাদৃশত্বাভিমানী বিভিন্ন বাসনা বিশিষ্ট হয়, তখন ভাব ও অনুভাব সকলের প্রায়ই সাধারণ্য হয়, তদ্দ্বারা সেই ভাবের (শ্রোতা প্রভৃতিতে যে জাতীয় ভাব আছে তাহার) উদ্দীপন মাত্র হয়, রসোদয় হয় না। (৩) (ক) যদি তদুভয় বিরুদ্ধ বাসনা-বিশিষ্ট হয়েন, একজন বৎসল, অন্যজন প্রেয়সী, তখন বাৎসল্যাদি-দর্শনে সেই সামান্য প্রীতির (যে প্রীতি সাধারণ সকল ভক্তেই আছে) তাহার উদ্দীপন হয়, ভাববিশেষের উদ্দীপন হয় না—রসের উদয়ও হয় না। (খ) শ্রীভগবানের মাধুর্য্য শ্রবণাদির দ্বারা (যে লীলা শ্রবণ করিলেন) সেই লীলান্তঃপাতী রসিকগণের মত স্বতন্ত্র ভাবেই রসোদয় হইয়া থাকে। এই প্রকারে ভগবৎ-প্রীতির রসত্ব প্রাপ্তি সিদ্ধ হওয়ায় জানা গেল যে—এই বিভাবাদি-সম্বলিতা ভগবৎ-প্রীতি, ভগবৎ-প্রীতিময় রস উৎপন্ন হয়। যে রসের কথা বলা হইল তাহা ভগবন্মাধুর্য্যানুকুল্যানুভব-লক্ষণ আস্বাদন দ্বারা উদ্দীপন বিভাব নিজাংশে আস্বাদরূপ ; আর ভগবদাদি-লক্ষণ আলম্বন-বিভাবাদিরূপে আস্বাদ্যরূপ। এই জন্য রসকে আস্বাদন ও আস্বাদ্য উভয়রূপই বলা হয়।

আলম্বন বিভাব। যাহাকে এবং যাহা দ্বারা রতি বিভাবিত হয় তাহার নাম বিভাব। তাহা দুই প্রকার :—আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন দুই প্রকার :—বিষয় ও আশ্রয়। বিষয়রূপে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। **বিষয় :—**

শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির আধাররূপে তাঁহার প্রিয়বর্গ আলম্বন। শ্রীকৃষ্ণ পরমসুন্দর অসমোর্দ্ধ রূপ-মাধুর্য্যের বিষয় পরমানন্দঘনত্ব হেতু স্বতঃই প্রিয়তম। শ্রীকৃষ্ণের অংশ-হেতু অন্তর্য্যামীপুরুষও প্রিয় হয়। জীব-স্বরূপ অন্তর্য্যামী-পুরুষের অংশ। এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ-পরম্পরায় শুদ্ধ জীবস্বরূপও প্রিয় হয়। জীবের অধ্যাস (আরোপ)-রূপ সম্বন্ধ পরম্পরায় প্রাণ, বুদ্ধি, মন, স্বাত্মা, দারা, পুত্র ও ধনাদিও প্রিয় হয়। শ্রীকৃষ্ণ নিজ মাধুর্য্য প্রকাশ না করিলেও প্রিয়তম ; এমন কি রূপান্তর প্রকটন করিলেও প্রিয়তম। এইরূপে তিনি স্বভাবতঃই পরম প্রিয়তম।

আশ্রয়। ভক্তের হৃদয়ে স্বর্গমোক্ষধিক্কারী পরমানন্দ থাকায় (ভক্তের পরমোৎকর্ষ ব্যঞ্জিত হওয়ায়) তাঁহার পরমপুরুষার্থ ভগবৎ-প্রীতির আলম্বন হইবার উপযুক্ত অর্থাৎ যোগ্যপাত্রে প্রীতি বিরাজ করিতেছেন। শ্রীভগবান্ স্মরণাদি-পথগত হইলে ভক্ত হইতে (অন্য স্থান হইতে আসেন না) প্রীতি অভিব্যক্ত হয়। এই জন্য ভগবৎপ্রিয় জাতরতি ব্যক্তিই প্রীতির আধার। ভক্তিকল্পলতা ভক্তের হৃদয়-ক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন হইবার পর শ্রীকৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। উহা ভক্ত ও ভগবান্ উভয়কেই আশ্রয় করিয়া থাকে। প্রিয়বর্গ প্রীতির আশ্রয় হইলেও শ্রীভগবান্ও তাহার আলম্বন। প্রীতি উভয়কে আলম্বন করিয়া থাকায় ভক্ত ভগবান্ যে কাহারও কথা শ্রবণ করিলে শ্রবণকারীর হৃদয়ে ভক্ত ভগবান্ উভয়-সম্বন্ধে প্রীতির আবির্ভাব হইতে পারে। ভগবৎ-প্রিয়বর্গ প্রীতির আধার হইলেও সকলে সর্ব্বপ্রকার প্রীতির আধার হইতে পারে না। শান্ত-দাস্যাদি বিভিন্ন প্রকার প্রীতির মধ্যে যে কোন প্রকারের প্রীতিকে প্রীতি-বিশেষ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। প্রিয়বর্গের মধ্যে যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া যে কোন বিশেষ-প্রীতি আবির্ভূত হয়, তাঁহাকেই সেই প্রীতির আলম্বন মনে করিতে হইবে। যেমন ব্রজরাজ-দম্পতিকে অবলম্বন করিয়া বাৎসল্য-প্রীতি আছে বলিয়া তাঁহারা বাৎসল্য-প্রীতির আশ্রয়। অন্য প্রিয়বর্গ দাস-সখা প্রভৃতি উদ্দীপন মাত্র। ব্রজের বাৎসল্য-প্রীতি যে সাধক ভক্তের মধ্যে আবির্ভূত হইবে, তাহার প্রীতির আশ্রয় ব্রজরাজ-ব্রজেশ্বরী। কারণ তাঁহার প্রীতি উঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন। পরিবারবর্গের মধ্যে যাঁহার প্রীতি ভক্তের নিজপ্রীতির অনুরূপ তিনি সবাসন (সমান বাসনা-বিশিষ্ট), যাঁহার প্রীতি অননুরূপ তিনি ভিন্নবাসনা (ভিন্ন বাসনা-বিশিষ্ট) ; সবাসন-পরিকর আলম্বন আর ভিন্ন-বাসন উদ্দীপন হইয়া থাকে। এইরূপে প্রীতির আলম্বন ও উদ্দীপন ভেদে প্রিয়বর্গ দ্বিবিধ হইতেছেন। উভয়বিধ প্রিয়বর্গের প্রতি ভক্তের যে প্রীতি, তাহা তাঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণ-প্রীতি আছে মনে করিয়া ; অর্থাৎ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসেন মনে করিয়াই তাঁহাদের প্রতি ভালবাসা। নিজের কোন ব্যবহারিক সম্পর্কের অনুরোধে সেই ভালবাসা নহে। একথা কেবল সাধক ভক্তের সম্বন্ধে নহে, পরিকরবর্গের সম্বন্ধেও বটে। এস্থলে (১) নিজ সম্বন্ধ-হেতুকা প্রীতি নিষেধ ; (২) ভগবৎ-প্রীতির সমাদর, (৩) যদি ভগবৎ-প্রীতির আশ্রয় হয়, তবে তাঁহার প্রতি প্রীতি। কুন্তিদেবীর প্রার্থনা ১নং। অর্থাৎ দেহ-সম্পর্কিত-প্রীতি নিষেধ করিয়া ভগবৎ-প্রীতি ও ভগবৎ-প্রিয়গণের সম্বন্ধে প্রার্থনা।

দেবকীর ছয়পুত্র আনয়ন প্রার্থনা—"কৃষ্ণের পানাবশিষ্ট স্তন্যের প্রভাবে উক্ত ছয় পুত্রকে উদ্ধার করিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণই দেবকীর হৃদয়ে ঐ প্রকার প্রেরণায় প্রার্থনা করাইয়াছিলেন—নিজ পুত্র সম্বন্ধে নহে। বলদেবের দুর্য্যোধনের পক্ষাবলম্বনাদি—লীলাবৈচিত্রী পোষনার্থে—শ্রীভগবল্লীলাশক্তিই এ সকল নানা বিরুদ্ধ ব্যাপারের সমাবেশ করিয়া থাকেন।

উদ্দীপন বিভাব—যে সকল বৈশিষ্ট্য শ্রীকৃষ্ণে আছে বলিয়া তিনি আলম্বন হয়েন, সে সকল ভাব বিভাবনের (উৎপাদনের) হেতুরূপে পৃথক্ নির্দিষ্ট হইয়া উদ্দীপন বলিয়া কথিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের গুণ, জাতি, ক্রিয়া, দ্রব্য ও কাল-ভেদে উদ্দীপন অনেক। শরীর, বাক্য ও মানস ভেদে গুণ ত্রিবিধা। শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত গুণ অপ্রাকৃত। তাঁহার গুণ গণনা করিতে কেহই সমর্থ নহে। শ্রীভগবানের অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে সেই সকল গুণের পরস্পর বিরুদ্ধ কোন কোন গুণও একমাত্র তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া আছে। 'মল্লানামশনি' শ্লোকে—শ্রীভগবান্ নির্দ্দোষ গুণ-

রত্নাকর। অন্যের গুণের মত তাঁহার গুণ-সকলে দোষ মিশ্রন নিষিদ্ধ হইয়াছে। শ্রীভগবানে যে সকল গুণ আছে, সে সকল তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্যকে আশ্রয় করে না এজন্য সে সকল গুণ অব্যভিচারী। একমাত্র তিনিই সকলের আশ্রয় ইহা তাঁহার নিজৈকাশ্রয়তা অথচ গুণসকলের তিনি কোন অপেক্ষা রাখেন না। সে সকল গুণ তিনি অন্যস্থান হইতে আহরণ করেন নাই, আর তিনি ভিন্ন অন্য কেহ আশ্রয় না থাকায় সর্ব্বদা গুণসকল তাঁহাতেই আছে। সে সকল তাঁহার স্বরূপসিদ্ধ। কোন কোন (পূর্ব্বোক্ত) গুণ সকলের বিরোধী বলিয়া কোন দোষ তাঁহাতে নাই। শ্রীভগবান্ সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বদোষ-বর্জ্জিত। তিনি দয়াময়; কিন্তু সময় সময় তাহার অভাব দেখা যায়, কারণ অভক্ত-গণের মায়াসম্ভূত দুঃখ মায়াতীত ভগবানের চিত্তকে স্পর্শ করিতে না পারায় তাহাদের দুঃখে ভগবানের সহানুভূতি জন্মে না এজন্য অভক্তগণ ইহ-পরকালে দুঃখ পায়। কিন্তু ভক্তগণের অপ্রাকৃত ভগবদ্বিচ্ছেদ-জনিত দুঃখ ভগবানের চিত্তকে স্পর্শ করিলেও ভক্তের দৈন্য-আর্ত্তি-জ্ঞাপন-মাত্রই দয়া করেন না। ভক্তিরস পুষ্ট হইলে সেই দুঃখ দূর করেন, ইহা তাঁহার অধিক দয়ারই পরিচয়। ভক্তের দৈন্য তেত্রিশ ব্যভিচার ভাবের অন্তর্গত একটি ভক্তি-রস-পোষক ব্যভিচার।

যজ্ঞপত্নীগণ ব্রাহ্মণী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে অঙ্গীকার করেন নাই, কারণ গোপ-লীলায় ব্রাহ্মণীগণকে প্রেয়সীরূপে গ্রহণ করিলে সেই লীলা লোকের রুচিকর হইত না। পরম তেজীয়ান শ্রীকৃষ্ণের উহা দোষের বিষয় না হইলেও যশস্কর নহে বলিয়া অনুচিৎ বিধায় গ্রহণ করেন নাই। ইহাতে নরগণের প্রীতি ও অনুরাগের হেতু হইবে না। "অচিরে ইহার পরজন্মে আমাকে প্রাপ্ত হইবেন", ইত্যাদি ভক্ত-সুহৃদত্ব-বৈপরীত্যাভাস—ভক্তির পোষক বলিয়া শ্রীভগবানের দয়ার বৈপরীত্য নহে। ভক্তগণ দূরস্থ ও পরিকর-ভেদে দ্বিবিধ। দূরস্থ ভক্তের জন্য ভক্ত-সুহৃদস্বরূপ প্রবল গুণ-দ্বারা ব্রহ্মণ্যত্বাদি গুণের আচরণ প্রায় দেখা যায়, যথা—শ্রীমদ্ অম্বরীষ-চরিতাদিতে। পরিকর ভক্তের জন্য তাহা দেখা যায় না, যথা—জয়-বিজয়ের শাপাদিতে। দূরস্থভক্ত ও পরিকর ভক্তাদি সম্বন্ধে ব্রহ্মণ্যত্বাদি গুণের আচরণ অনাচরণ উভয়ই সুহৃদত্বের চিহ্ন। ইহা তাঁহার প্রেমার্দ্রত্ব ও প্রেম-বশ্যত্ব এই দুই সর্ব্বোত্তম-গুণ-প্রকাশক। সমস্ত উদ্দীপনের মধ্যে মুখ্যভাবে এই দুই গুণ সেই সেই রতিতে বিস্ময়কররূপে বারম্বার আসিয়া পড়ে। তাহাতেও আবার দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রতিতে ইহাদের উদ্দীপনা অত্যাশ্চর্য্য। ভাব-বিশিষ্ট জনের দেহে যাহা প্রকাশ পায় সেই উদ্ভাস্বর নামক অনুভাব দ্বারা ব্যঞ্জিত শ্রীভগবানের প্রেমার্দ্রত্ব। তাহা শ্রীপৃথু-কর্ত্তৃক পূজিত ভগবানের ভাঃ ৪।২০।১৭-১৯ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। অনন্তর সাত্ত্বিকানুভব দ্বারা শ্রীভগবানের **দাস্যপ্রীতি** দ্বারা প্রেমার্দ্রত্বের দৃষ্টান্ত:—'শরণাগত জনে অর্পিত প্রচুর করুণায় ব্যাকুল ভগবানের নয়ন হইতে কর্দ্দম মুনির আশ্রমে অশ্রুবিন্দুসকল পতিত হইয়া বিন্দুসরোবর হইয়াছিল (ভাঃ ৩।২১।৩৮-৩৯)। **"বাৎসল্য-প্রীতি-দ্বারা"** :—শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম মাতা-পিতাকে (শ্রীনন্দ-যশোদাকে) আলিঙ্গন করিলেন, কিন্তু কিছুই বলিতে পারিলেন না। তাঁহাদের কণ্ঠ বাষ্প-দ্বারা রুদ্ধ হইয়াছিল। (ভাঃ ১০৮২।৩৪)। **"মৈত্রীদ্বারা"** :—শ্রীদামা বিপ্রের অঙ্গ-সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ নয়নাশ্রু বর্ষণ করিলেন (ভাঃ ১০।৮০।১৯)। **"কান্তভাবের দ্বারা"** :—রাসে কোন গোপীর কপোল সংস্পর্শ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের হস্তদ্বয়ে স্বেদোদ্গম হইল আর গোপীর পুলকোদ্গম হইল (প্রেমার্দ্রত্ব)।

প্রেমবশ্যত্ব। 'দাস্য-বশ্যত্ব'—"ভগবান্ গদাহস্তে বলির দ্বারে অবস্থিত হইলেন।" "বাৎসল্য-বশ্যত্ব"—"গোপীগণের করতালিতে শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য ও গান করিতে লাগিলেন" (ভাঃ ১০।১১।৭)। "সখ্য-প্রীতি-বশ্যত্ব"—"পাণ্ডবগণের শ্রীকৃষ্ণ সারথ্য, সভাপতিত্ব, সেবন, (মন বুঝিয়া কার্য্য করা) ইত্যাদি করিয়াছিলেন।" (ভাঃ ১।১৬।১৭)। ''কান্ত-প্রেম-বশ্যত্ব''—"ন পারয়েঽহং'' (ভাঃ ১০।৩২।২২)। শ্রীকৃষ্ণের উক্ত গুণদ্বয় দ্বারা সত্যাদির বৈপরীত্য ও পরমগুণশিরোমণির শোভা প্রকাশ করে, তাহা সর্ব্বোত্তম-গুণরাজ সর্ব্বচিত্তাহ্লাদক হয়। "সত-বিরোধী"—কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ (৬।১।৯,৩৪)। "শৌচ-বিরোধী"—কংসের সভায় রক্তাদি

রঞ্জিত দেহে প্রবেশ (ভাঃ ১০।৪৩।১৫)। "ক্ষান্তি-বিরোধী-গুণ"—কংসের বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের কোপ (ভাঃ ১০।৪৪।৩৪)। "সন্তোষ-বিরোধী"—"যশোদার স্তন্যপানে অতৃপ্তি, দধিভাণ্ডভঞ্জন, অসন্তোষ নবনীতচৌর্য্য" (ভাঃ ১০।৯।৬)। বলিতে "সরলতা-বিরোধী"। সুগ্রীব-হনুমানাদিতে "পক্ষপাত-ময়"। ভগবান্ ভক্তের পক্ষপাত করিয়া অন্যের অনিষ্ট করিলেও তাহাতে তাহার কল্যাণ হয়। "শম-বিরোধী"—প্রেম (কাম) দ্বারা প্রেয়সী বশীভূতত্ব। মহিষীগণ প্রেমবতী ছিলেন। শ্রীভগবানের মন শুদ্ধপ্রেমদ্বারা বিজীত হয়, স্ত্রী-জাতীয় বিভ্রম দ্বারা বিজীত হয় না। প্রেয়সী-বশীভূতত্ব কামক্রীড়া নহে 'প্রেমের ক্রীড়া' উহা শম-গুণ বিরোধী নহে। শ্রীরামচন্দ্রেরও সীতার বশীভূতত্ব জাগতিক কামের বৈরাগ্যোৎপাদনে শিক্ষার্থ, তাহা কামুকতা নহে। "সর্ব্বজ্ঞতা-বিরোধী"—অঘাসুরবধকালে (ভাঃ ১০।১২।২৬-২৭ ও ১০।১৩।১৬), শাল্বমায়া দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মোহভাব—(ভাঃ ১০।৭৭।২৮)। শ্রীভগবান্ লীলামাধুর্য্য-পোষণ জন্য অজ্ঞ-সম্ভব (শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে অসম্ভব হইলেও) মোহাদি অঙ্গীকার করেন। কুণ্ডিলনগরে শ্রীকৃষ্ণ একা যাওয়ায় বলদেবের সৈন্যাদি লইয়া গমন—তাঁহার মোহপ্রতীতি শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্টাশঙ্কায় শোক (ভাঃ ১০।৫৩।২১)। শ্রীকুন্তিদেবীর যশোদার দাম-বন্ধনে শ্রীকৃষ্ণের ভয় স্মরণ করিয়া বিমোহিত (ভাঃ ১।৮।৩১)। উক্ত দৃষ্টান্ত সমূহ দ্বারা যে শ্রীভগবানের শোক, মোহ, ভয়-সংযোগ দেখাইলেন, উহা ভগবানের দোষ নহে—"প্রেমপারবশ্যগুণের" পরমোৎকর্ষ্য শ্রীভগবানে যে স্বাতন্ত্র্যের কথা তাহা ভক্ত-সম্বন্ধ ব্যতীত অন্যত্র বুঝিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনে গোচারণাদির জন্য কষ্ট স্বীকার অবলম্বনে সাদ্গুণ্যের যে বৈগুণ্য দৃষ্ট হইতেছে, তাহা গোপালন-উপলক্ষে নানা জনকে বঞ্চনা করিয়া ব্রজ হইতে বনে গমন করিয়া তথায় স্বচ্ছন্দ-ভাবে নিজের মনের মত ক্রীড়ায় তথাকার স্থান ও কাল সুখময় থাকায় শ্রীকৃষ্ণ ক্লিষ্ট হন না, সুখীত্ব-গুণের উল্লাস হয়, হ্রাস হয় না। শ্রীকৃষ্ণের বাল-চাপল্য স্থৈর্য্য-গুণের বিরোধী হইলেও তাহা দ্বারা ব্রজবাসীগণের চিত্তবিনোদনার্থ জানিতে হইবে। অভিযোগাদি তাঁহাদের প্রেম-কৌতুক।

যুগপৎ নিজ প্রভাবে সকল গুণ প্রকাশ করিবার সামর্থ্য শ্রীকৃষ্ণের থাকিলেও লীলাসিদ্ধির জন্য যে গুণ যে লীলার উপযোগী সেই লীলাকালে সেই গুণ ব্যক্ত করেন, যাহা অনুপযোগী তাহা ব্যক্ত করেন না। "গুণ" যথা—'ধীরোদাত্ত'—শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন-ধারণ হইতে ইন্দ্র-সম্ভাষা পর্য্যন্ত ব্যক্ত করিয়াছেন। 'ধীর ললিত'—শ্রীব্রজদেবীগণের সহিত লীলায় সুন্দর ব্যক্ত হইয়াছে। "ধীরশান্ত"—যুধিষ্ঠিরাদির সন্নিধানে তাঁহাদের লালন-লীলায় সম্পূর্ণরূপে প্রকটিত হইয়াছিল। 'ধীরোদ্ধত'—দুষ্টের দমন-হেতু এ সকল গুণ তাদৃশ স্বভাবসম্পন্ন অসুরগণের সান্নিধ্য-বশতঃ কখন কখন শ্রীকৃষ্ণে উদিত হয়।

গুণ, জাতি, ক্রিয়া, দ্রব্য ও কালভেদে উদ্দীপন পঞ্চবিধ। গুণের কথা বলা হইল। এক্ষণে "জাতি"—দ্বিবিধা। শ্রীকৃষ্ণের জাতি ও শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্কিতগণের জাতি। "শ্রীকৃষ্ণের জাতি"—গোপত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব প্রভৃতি এবং শ্যামত্ব, কিশোরত্ব প্রভৃতি। অন্যত্র তাহার উপমা বুদ্ধিজনক উদ্দীপন। 'শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্কিতগণ জাতিতে' গো, গোপ প্রভৃতি।

ক্রিয়া—তাঁহার লীলা। মায়িক ও শ্রীবিগ্রহ-চেষ্টা-ভেদে দ্বিবিধ। ভগবৎ-সান্নিধ্য মাত্রে মায়া-দ্বারা প্রদর্শিতা সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-ক্রিয়া মায়িক লীলা। সৃষ্ট্যাদি জগদ্ব্যাপার মায়াশক্তির কার্য্য হইলেও মায়া স্বয়ং তাহা প্রকাশ করিতে পারে না। শ্রীভগবানের মহাবিষ্ণুনামক পুরুষাবতারের সান্নিধ্যপ্রাপ্ত হইয়া তত্তৎকার্য্য সম্পন্ন করেন। মহাবিষ্ণু তাহাতে লিপ্ত নহেন, কেবল দৃষ্টিপাত দ্বারা মায়াতে সৃষ্ট্যাদি শক্তি সঞ্চার করেন, এইরূপে ভগবৎ-সান্নিধ্য-বশতঃ জগদ্ব্যাপার নিষ্পন্ন হয়। সে সকল তাঁহার মায়াবলম্বনে নিষ্পন্ন হয় বলিয়া মায়িকী-লীলা। (২). তাঁহার "শ্রীবিগ্রহ চেষ্টা"—ভগবান্ নিজ মূর্ত্তিতে হাস্য, বিলাস, খেলা, নৃত্য ও যুদ্ধাদি যে-সকল চেষ্টা প্রকাশ করেন, সে সকল তাঁহার স্বরূপ-শক্তি-দ্বারা নিষ্পন্ন হয় বলিয়া সেই সেই চেষ্টা স্বরূপশক্তি-ময়ী। লীলা করাই ভগবানের স্বভাব হেতু, যে

যে জাতিতে অবতীর্ণ হয়েন তত্তৎ জাত্যুচিত লীলায় তাঁহার অভিনিবেশ শুনা যায়। যথা—মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতারে বহু অসুরকে বধ করেন। নানা অবতারের শ্রীবিগ্রহ চেষ্টা দ্বিবিধা (১) ঐশ্বর্য্যময়ী, (২) মাধুর্য্যময়ী।

মাধুর্য্যময়ী লীলা :—প্রিয়জনে প্রেমময়ী চেষ্টা—এই জন্য তাহাই বিহারাধিক্যের হেতু। শ্রীকৃষ্ণের স্বগণ ব্রজবাসী অলৌকিক হইলেও শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বিশেষে আবিষ্ট হইয়া লৌকিকের মত ব্যবহার করেন। শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তদনুরূপ ব্যবহার করেন। ইহা তাঁহার স্বমায়া-স্বগণে কৃপা। তাঁহাদের সহিত যাহাতে তাঁহার ঐশ্বর্য্য-প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়, এমন ক্রীড়া তিনি করেন না। নরলীলারত শ্রীকৃষ্ণে সেই সময় সেই লীলায় যাহা কিছু অলৌকিক ছিল তাহাও কেবল সেই সেই লীলারসে আসক্ত তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ঐশ্বর্য্যরূপে লীলাখ্য-শক্তিই স্বয়ং সম্পাদন করিতেন। তাহা যোগমায়ার প্রভাব। যথা—"মৃদ্ভক্ষণে যোগমায়া শ্রীকৃষ্ণবাক্য 'আমি মাটি খাই নাই' সত্য করিবার জন্য বদনে বিশ্বদর্শন করাইলেন"। দামবন্ধনে—দামের অভাব। তিনি শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা মাত্রই-দামবন্ধন স্বীকার করাইলেন। কালিয়হ্রদে পতিত সখাগণের মোহ নাশ ও গোকুলরক্ষার জন্য দাবানল পান, শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছামাত্রই তাহার প্রতিকার লীলাশক্তি করিয়াছিলেন। এইরূপ রাসে বহুমূর্ত্তি প্রকটন। ব্রহ্মানন্দীগণেরও ক্ষোভকারক রাসলীলায় আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের সহিত রমন অসম্ভব হইলেও ব্রজদেবীগণের প্রেম-প্রভাবে তাহা সম্ভব হইয়াছিল। যুগলগীতে ইন্দ্র, রুদ্র, ব্রহ্মাদি দেবেশ্বরগণ শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি শ্রবণ করিয়া মোহপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন (১০।৩৫।১৫)। ইত্যাদিতে পরমমধুর মাধুর্য্য-লীলার পরমোৎকৃষ্টত্ব বর্ণিত হইয়াছে।

ঐশ্বর্য্যময়ী লীলা—শ্রীকৃষ্ণের লোকমর্য্যাদাময়ী ধর্ম্মানুষ্ঠান লীলা, যথা—গৃহস্থাশ্রমোচিত ধর্ম্মসকল পালন, সমাগত ব্রাহ্মণাদির পরিচর্য্যা, অদ্ভুত বীরত্ব ও কর্ম্ম আদি ও নানা ঐশ্বর্য্য-প্রকটন লীলায় ঐকান্তিক ভক্তের রুচি না থাকিলেও উহা গুণবিশেষ, তাহা উদ্দীপন বিভাব। ধর্ম্মবীরগণ এই গুণের উদ্দীপনা হইতে বীররস আস্বাদন করেন। ধর্ম্মবীরাদি ভক্তগণের আস্বাদনীয়রূপে যেমন শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মানুষ্ঠান লীলা বর্ণিত হইয়াছে, তেমন কণিষ্ঠ জ্ঞানি-ভক্তগণেরই উপাদেয়রূপে প্রকাশমানা গার্হস্থ্য ধর্ম্মের উদাসীন বৈরাগ্যলীলাও উদ্ধব বর্ণন করিয়াছেন।

দ্রব্য :—পরিষ্কার, অস্ত্র, বাদিত্র, স্থান, চিহ্ন, পরিবার, ভক্ত, তুলসী, নির্ম্মাল্য প্রভৃতি। তন্মধ্যে "পরিষ্কার" (ভূষণ) বস্ত্র, অলঙ্কার, পুষ্পাদি, বস্ত্রালঙ্কারাদি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূত অপ্রাকৃত। শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্য তাহা পরিষ্কার-রূপে বর্ণিত পীতবস্ত্র বনমালার বিশেষ শোভাকর। কালিয়, বরুণ এবং গোবিন্দরূপে অভিষেক সময়ে ইন্দ্রাদি শ্রীকৃষ্ণকে বহু বস্ত্রাদি উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। রজকবধ—বস্ত্রাদির অভাব জন্য নহে। নরক-বধে যে প্রকার স্বরূপশক্তি-প্রকটিত ষোড়শ-সহস্র কন্যা আহরণ—সেই প্রকার শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির অভিব্যক্তি-বিশেষরূপে রজকবধে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূত বস্ত্রাদি গ্রহণ বুঝিতে হইবে। উদ্দীপন দ্রব্য 'পরিষ্কার' এই পর্য্যন্ত।

অস্ত্র :—বৃন্দাবনীয় লীলায় গোচারনার্থ 'যষ্টি'। দ্বারকা-লীলায় অসুরসংহারার্থ 'চক্র'।

বাদিত্র :—বাদ্যযন্ত্র—বৃন্দাবনে 'বেনু'। দ্বারকায় 'শঙ্খ' প্রভৃতি। **স্থান**—বৃন্দাবন মথুরা প্রভৃতি।

চিহ্ন :—পদচিহ্ন প্রভৃতি। **পরিবার**—গোপ প্রভৃতি। **নির্ম্মাল্য**—গোপীচন্দন প্রভৃতি। এইসকল যথাযোগ্য। বিভিন্ন রসোদ্দীপক।

কালরূপ উদ্দীপন :—শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী প্রভৃতি। শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণাদি যেমন রসের উদ্দীপন করে, তেমন ভক্তের নিজ যোগ্যতা ও রসের উদ্দীপন বিভাব হইতে দেখা যায়, যথা—"কুব্জা রূপ গুণ ও ঔদার্য্য সম্পন্না হওয়ায় কামবেগগ্রস্তা হইয়া মৃদু হাস্য সহকারে শ্রীকৃষ্ণের উত্তরীয়াকর্ষণ করিলেন। (ভাঃ ১০।৪২।৯)

অঙ্গ :—শ্রীভগবানের গুণাদির মত বিশেষ বিশেষ রসে তাঁহার অঙ্গবিশেষও উদ্দীপন-বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হয়। যথা—শ্রীকৃষ্ণের বক্ষস্থল দর্শনে প্রেয়সীগণের মধুর রতির উদ্দীপনা হয়। শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যামৃতপূর্ণ মুখ নয়ন সমূহ দর্শন করিলে তদীয় প্রিয়-বর্গের যিনি যে রতির আশ্রয়, তাঁহার সেই রতির উদ্দীপনা হয়। আশ্রিতগণের রক্ষণে

পরম সমর্থ অনন্তবলপূর্ণ বাহু দর্শন করিলে পাল্যগণের দাস্যরতির উদ্দীপনা হয়। "সারঙ্গ"-শব্দে ভ্রমর ও ভক্ত: শ্রীকৃষ্ণ-চরণকমল মধুপানে দাসভক্তগণের দাস্যরতির উদ্দীপন হয়—উহা আশ্রয়। বিরোধীগণও প্রতিকূলতা দ্বা রসের উদ্দীপন বিভাব হইয়া থাকে, যথা—বিরুদ্ধ রাজগণের প্রতিকূলতায় শ্রীবলদেবের বাৎসল্য উদ্দী হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের ধূলি-কর্দ্দমাদিতে ক্রীড়াহেতু মালিন্যাদি বাৎসল্যাদি রসে উদ্দীপন হইয়া থাকে। বৃদ্ধাদি প্রাতিকূল্যাদি কান্তাভাবাদিতে উদ্দীপন হয়। মালিন্য ও প্রাতিকূল্যাদি, ভয়ানকাদি গৌণ সপ্তরস শান্তাদি পঞ্চ মুখ্য-ভক্তিরসের পোষকতাই করে। প্রায়ই ব্যভিচারিতা ধারণ করে। দ্বাদশ রসের দ্বাদশটী স্থায়িভাব যখন কোন মুখ্যরসের সহিত মিলিত হয়, তখন গৌণরসটী স্থায়িভাব বিশিষ্ট হইলেও মুখ্যরসের ব্যভিচারভাবরূ পরিণত হয়। ব্যভিচার ভাব সকল স্থায়িভাবরূপ অমৃত সাগরে মগ্ন হইয়া তরঙ্গের ন্যায় স্থায়ী‧ভাবকে বর্দ্ধিত করি গতি সঞ্চার করে, এই জন্য ব্যভিচার ভাব সকল স্থায়ীভাবরূপতাও প্রাপ্ত হয়। যথা—কালিয় হ্রদে কালিয়-কর্তৃ বেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া ব্রজরাজদম্পতির করুণরসের উদ্রেক হওয়ায় উহা বাৎসল্য রসকে বৃদ্ধি ও উচ্ছলিত করিয়াছিল

উদ্দীপন বিভাব সকলের মধ্যে শ্রীবৃন্দাবন-সম্বন্ধীয় উদ্দীপন সমূহই উত্তম। উহাতে সকলেরই একমাত্র পর প্রীত্যাস্পদ শ্রীকৃষ্ণেরও নিরতিশয় প্রীতি শুনা যায়। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৃন্দাবনস্থ প্রকাশ ও লীলাসমূহ পরমশ্রেষ্ঠ। শ্রীবৃন্দাবনী লীলায় শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলাবলির উক্তি হইয়াছে। অষ্টবর্ষ পর্য্যন্ত শিশু, ষোড়শবর্ষ-পর্য্যন্ত বাল্য-পৌগণ্ড বলে শ্রীবৃন্দাবনীয় প্রকাশ ও লীলার (১) ঐশ্বর্য্যগত প্রকাশ লীলার উৎকর্ষ। (২) কারুণ্যগত প্রকাশ লীলার উৎকর্ষ—(যথা—পূতনার মাতৃগতি) (৩) মাধুর্য্যগত প্রকাশ ও লীলার উৎকর্ষ বর্ণিত আছে। ইত্যাদি বিবিধ লীলায় ব্যক্ত হইয়াছে

অনুভাব :—যে সকল চিহ্ন দ্বারা রতির আবির্ভাব জানা যায় সে সকলের নাম অনুভাব। শ্রীকৃষ্ণ সম্ব বস্তু সমূহে মনঃ সংযোগ ঘটিলে অনুভাব সমূহ ব্যক্ত হয়। উহা দুই প্রকার—উদ্ভাস্বর ও সাত্ত্বিক। রতির আবির্ভা দ্যোতক যে নৃত্যাদি উদ্ভাসিত হয় অর্থাৎ প্রবলাকারে প্রকাশিত হয়, সে সকলকে উদ্ভাস্বর বলে। উদ্ভাস্বর নাম অনুভাব সকল ভাবসম্ভূত হইলেও বহিশ্চেষ্টা প্রায় সাধ্য—নৃত্য, বিলুণ্ঠন, গান, ক্রোশন, তনুমোটন, হুঙ্কার জৃম্ভন, দীর্ঘশ্বাস, লোকাপেক্ষা-ত্যাগ, লালাস্রাব, অট্টহাস, ঘূর্ণা, হিক্কা প্রভৃতি। ইহারা সাধন—অভ্যাস নহে অর্থাৎ নৃত্যাদি শিক্ষা করিয়া কেহ নৃত্যাদি করিলে তাহা অনুভাব নহে। ভগবৎ-প্রীতির আবির্ভাবে উক্ত কারণে ভক্তের দেহে যে নৃত্যাদি চেষ্টা প্রকাশ পায় তাহাকেই অনুভাব বলে। আর কেবল অন্তর্বিকার হইতে যে সকল সাত্ত্বিক ভাব সমূহ উৎপন্ন হয় তাহাকে সাত্ত্বিক অনুভাব বলে। উহা—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বৈবর্ণ্য অশ্রু ও প্রলয় এই আট প্রকার। উহারা সত্ত্ব হইতে উৎপন্ন বলিয়া সাত্ত্বিক। শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধি ভাব সমূহ দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অথবা কিঞ্চিৎ-ব্যবধান-আক্রান্ত-চিত্তকে সত্ত্ব বলে। উভয়বিধ অনুভাবই সত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হয়। উদ্ভাস্বর নৃত্যাদি বুদ্ধিপূর্ব্বক ও স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক অনুভাব সকল আপনা হইতেই আবির্ভূত হয়, ইহাই প্রভেদ।

প্রলয় :—চেষ্টালোপ—ভগবৎপ্রীতি-হেতুক প্রলয়ে বাহ্যচেষ্টা লোপ পায়। কিন্তু অন্তরে ভগবৎ-স্ফূর্তি লুপ্ত হয় না। যেমন উদ্ধব-বিদুর সংবাদে ভাঃ ৩।২।৪ শ্লোকে—"উদ্ধব মুহূর্ত্তকাল মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে পুলক উদ্গত হইল ইত্যাদি। ধীরে ধীরে তিনি ভগবল্লোক হইতে শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণেচ্ছু শ্রীবিদুরের প্রেমাকর্ষণে নরলোকে পুনরায় আগমন করিলেন। তাঁহার প্রেম সমাধি ভঙ্গ হইয়া বাহ্য স্মৃতি উপস্থিত হইল।" গরুড় পুরাণেও "প্রলয় নামক সাত্ত্বিককে সুষুপ্তি" বলিয়াছেন। জ্ঞানিগণের ব্রহ্মসমাধি প্রলয় নামক সাত্ত্বিকের অনুরূপ হইলেও তাহাতে উপাস্য উপাসকের ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হয়, বহির্বৃত্তি ও অন্তর্বৃত্তি উভয়ই লোপ পায়; আর ভক্তের 'প্রলয়ে' মনোবৃত্তির বিলোপ না ঘটায় প্রীতির বিষয় ও আশ্রয়রূপে ভগবান্ ও ভক্ত উভয়ের ভেদ স্ফূরিত থাকে।

ব্যভিচারী :—সঞ্চারীভাব—যাহা ভাবের গতিকে সঞ্চারণ করে আর বিশেষভাবে সর্ব্বপ্রধানরূপে স্থায়িভাবে বিচরণ করে এই অর্থে ব্যভিচারী বলে। উহা তেত্রিশ প্রকার। ভগবৎ-প্রীতিতে অধিষ্ঠান হেতু ব্যভিচারী

সমূহ লৌকিক গুণময় ভাবের মত হইলেও বাস্তবিক পক্ষে সে সকল গুণাতীত। শ্রীমদ্ভাগবতে এ সকল সংবলাত্মক ভগবৎ-প্রীতিময় রসও ব্যঞ্জিত হইয়াছে। ভাঃ ১১।৩।৩২-৩৩ শ্লোকোক্ত—"হরি—(আশ্রয়) আলম্বন বিভাব। স্মরণ করা—উদ্দীপন বিভাব। স্মরণ করাইয়া দেওয়া—উদ্ভাস্বর নামক অনুভাব। পুলক—সাত্ত্বিক। চিন্তাদি—সঞ্চারী ভাব। সঞ্জাতা প্রেমভক্তি—স্থায়িভাব। পরমবস্তু প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে মৌনাবলম্বন করেন"—ইহাতে বিভাদির সংবলন (সম্মিলন) বর্ণিত হইয়াছে। পরমবস্তু—পরম রসাত্মক বস্তু।

পঞ্চবিধ রসের স্থায়িভাব সমূহ অন্যভাবের আশ্রয় এবং নিয়তই আধাররূপে থাকে বলিয়া এ সকল মুখ্য। সেই হেতু সে সকল স্থায়িভাব-সঞ্জাত শান্তাদি রসও মুখ্য। আর যে অদ্ভুতাদি রসের বিস্ময়াদি স্থায়িভাব সে সকল ভগবৎ-প্রীতি সম্বন্ধেই ভাগবত রসের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং কদাচিৎ উপস্থিত হয়, নিয়ত আধার নহে এ জন্য এ সকলের গৌণত্ব। অদ্ভুতাদি গৌণরসে স্থায়ি বিস্ময়াদি স্বরূপতঃ স্থায়ী লাভের যোগ্য নহে ; বিভাব শ্রীকৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্ত ও কৃষ্ণসম্বন্ধি বস্তুনিচয়ের চমৎকারিতা দ্বারা স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হয়। তাহা স্বতন্ত্রভাবে নহে। ভগবৎ-প্রীতি বিস্ময়াদির অন্তর্ভুক্ত হইলে সে সকলের স্থায়িত্ব সম্ভব হয়।

ভগবৎ-প্রীতিময় "অদ্ভুত রস"—যাহাতে আলম্বন—অলৌকিক ক্রিয়াদি দ্বারা বিস্ময়ের বিষয় শ্রীকৃষ্ণ, বিস্ময়ের আধার শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়জন। "উদ্দীপন"—শ্রীকৃষ্ণের বিস্ময়কর চেষ্টা ; "অনুভাব"—নেত্র বিস্তারাদি। "ব্যভিচারি"—আবেগ, হর্ষ, জাড্যাদি, "স্থায়ী"—শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিময় বিস্ময়। যথা—দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণ এক দেহদ্বারা এক সময়ে পৃথক্ পৃথক্ ষোড়শ সহস্র স্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সৌভার ঋষির ন্যায় কায়ব্যূহ রচনা করেন নাই।

হাস্যরস ঃ—আলম্বন—চেষ্টা, বাক্য, বেষ-বিকৃতি-বিশেষ দ্বারা ভগবৎ-প্রীতিময় হাস্যের বিষয় শ্রীকৃষ্ণ, হাস্যের আধার শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়জন। কখনও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ও অপ্রিয় উভয়েই হাস্যের বিষয় হয়। তখনও হাস্যের কারণের—প্রীতির বিষয় সেই শ্রীকৃষ্ণই মূলাবলম্বন। 'উদ্দীপন"—হাস্যজনক শ্রীকৃষ্ণ বা তাঁহার প্রিয়াপ্রিয় জনের চেষ্টা, বাক্য, বেষাদির বিকৃতি। "অনুভাব"—নাসা, ওষ্ঠ ও গণ্ডের বিশেষরূপে স্পন্দনাদি "ব্যভিচারী"—হর্ষ, আলস্য, অবহিত্থাদি স্থায়ী শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিময় হাস। সেই হাস—স্ববিষয়ানুমোদনাত্মক কিম্বা উৎপ্রাসাত্মক চিত্তবিকাশ। সেই হেতু চিত্তবিকাশাত্মকরূপে হাস্যের বিষয়ও আছে। যথা—গোপীগণ ব্রজেশ্বরীর নিকট 'শ্রীকৃষ্ণ অন্যায় করিলে বলিলে হাস্য করেন' এই অভিযোগ করিলেও ব্রজেশ্বরী শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার করিবার ইচ্ছা করেন নাই, তাহাতে তদীয় চাপল্যের অনুমোদনাত্মক হাস্যরতি হইল। "বস্ত্রহরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বৃক্ষারোহণ করিলে সখাগণ হাস্য করিলে তিনি তাঁহাদের সহিত উচ্চহাস্য সহকারে পরিহাস করিয়া বলিলেন।" ইহা উৎপ্রাসাত্মক হাস্য। অন্যত্র শ্রীকৃষ্ণের অপ্রিয় জনের বেষ বিকৃতি-জন্য হাস্য, যথা—পৌণ্ড্রক আপনাকে বাসুদেব বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য কৃত্রিম চতুর্ভুজাদি ধারণ করিয়াছিলেন, ইহা শুনিয়া উগ্রসেনাদি হাস্য করিলেন।

বীররস ঃ—ধর্ম্ম, দয়া, দান ও যুদ্ধাত্মক চারিপ্রকার। "ধর্ম্মবীর রস"—ধর্ম্মবীররসে বিষয়ালম্বন শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে প্রচুর ধর্ম্মানুষ্ঠান-বাঞ্ছারূপ ধর্ম্মোৎসাহের কোন বিষয় না থাকায় শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিময়রূপেই ধর্ম্মবীরের বিষয় হয়েন। আধার—ভক্তগণ। 'উদ্দীপন'-সচ্ছাস্ত্র শ্রবণাদি। 'অনুভাব'—বিনয়-শ্রদ্ধাদি। 'ব্যভিচারী'—মতি, স্মৃতি প্রভৃতি ; 'স্থায়ী'—ভগবৎ-প্রীতিময় ধর্ম্মোৎসাহ। যথা—শ্রীযুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞদ্বারা কৃষ্ণার্চ্চনের প্রার্থনা।

দয়াবীর ঃ—ভগবৎ-প্রীতি-সমুৎপন্না সর্ব্বভূত-বিষয়িণী যে দয়া দ্বারা সকলকে তদীয় বলিয়া অবগত হওয়া যায় সেই দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া আত্মোৎসর্গ করিয়াও যাঁহার তৃপ্তি সাধন করিবার ইচ্ছা হয়, এমন দীনবেশাচ্ছন্ন নিজরূপ শ্রীকৃষ্ণ দয়াবীর রসের বিষয়। তাদৃশ দয়ার আধার—ভক্ত। পিত্রাদির তাদৃশী দয়া বাৎসল্যাদি কিম্বা কারুণ্যই পোষণ করে। "উদ্দীপন"—দৈন্যাত্তি ব্যঞ্জনাদি। 'অনুভাব'—আশ্বাস-বাক্যাদি। 'ব্যভিচারী'—ঔৎসুক্য, মতি, হর্ষাদি। "স্থায়িভাব"—ভগবৎ-প্রীতিময়-দয়োৎসাহ। যথা—রন্তিদেব ও ময়ূরধ্বজ রাজা।

দানবীর। দুই প্রকারে সম্পন্ন হয় (১) বহুপ্রদরূপে, (২) সমুপস্থিত দুর্ল্ভ বস্তুর ত্যাগ দ্বারা। বহুপ্রদ দু
প্রকার (ক) অন্যসম্প্রদানক, (খ) তৎসম্প্রদানক। (ক) শ্রীকৃষ্ণের কল্যানার্থ (তদীয় সন্তোষের জন্য) ভি
ব্রাহ্মণদিগকে হঠাৎ সর্ব্বস্ব দান করেন—তাহাকে অন্যসম্প্রদানক বলে। (খ) শ্রীহরির মাহাত্ম্য অবগত হইয়া
অহন্তাস্পদ মমতাস্পদ সকলই শ্রীহরিকে সম্প্রদান করেন ; ইহা তৎসম্প্রদানক দানের দ্রব্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে
পর্য্যবসিত হয় বলিয়া এবং তৎসম্প্রদানিক দানের উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে থাকে বলিয়া উভয়ত্র অত
দানেচ্ছারূপ দানোৎসাহের বিষয় শ্রীকৃষ্ণই হয়েন। আধার—শ্রীকৃষ্ণজন। "অন্যসম্প্রদানে" শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে হইলে
ব্রাহ্মণাদিকে দান করা যায় বলিয়া উহা বহিরঙ্গ, তাহা বাহ্যিক চেষ্টামাত্র। "উদ্দীপন"—সম্প্রদান-দর্শনা
"অনুভাব"—বাঞ্ছার অতিরিক্ত দান, স্মিত প্রভৃতি। "ব্যভিচারী"—বিতর্ক, ঔৎসুক, হর্ষাদি। "স্থায়িভাব"
কৃষ্ণপ্রীতিময় দানোৎসাহ। যথা—শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবে শ্রীনন্দ মহারাজের দান। "তৎসম্প্রদানক"—বলিমহারা
দান। সমুপস্থিত দুর্ল্ভবস্তুত্যাগরূপ দানবীর রসের বিষয়—শ্রীকৃষ্ণ। আধার—তাঁহার ভক্ত। "উদ্দীপন"
কৃষ্ণালাপ, স্মিত প্রভৃতি। "অনুভাব"—ত্যাগের উৎকর্ষ বর্ণন, দৃঢ়তা প্রভৃতি। "সঞ্চারী"—প্রচুর ধৈ
"স্থায়িভাব"—ভগবৎ-প্রীতিময় ত্যাগোৎসাহ। যথা—চতুর্ব্বিধ মুক্তিকে তুচ্ছ করিয়াও ভক্তগণের সেবা প্রার্থনা।

যুদ্ধবীররস—যাহাতে যোদ্ধা শ্রীভগবানের প্রিয়তম। সখাগণসহ যুদ্ধ ক্রীড়াতে মিত্রগণ। বাস্তবযুদ্ধে প্রতিপক্ষ
শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ করিলে ভক্তের শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিময় প্রবল যুদ্ধেচ্ছারূপ উৎসাহের বিষয়রূপে শ্রীকৃষ্ণেরই আলম্বনত্ব সর্ব্বো
ভাবে সিদ্ধ হইতেছে। শত্রু-ব্যক্তি কেবল যোদ্ধার বহিরঙ্গ আলম্বন। ক্রীড়া-যুদ্ধে যোদ্ধা ও প্রতিযোদ্ধারূপ মি
আশ্রয় ও বিষয়ালম্বন হয়েন। "উদ্দীপন"—প্রতিযোদ্ধার স্মিত ইত্যাদি। "ব্যভিচারী"—গর্ব্ব, আবেগা
"স্থায়িভাব"—কৃষ্ণপ্রীতিময় যুদ্ধোৎসাহ। শ্রীকৃষ্ণ, কৃষ্ণপ্রিয়তম ও কৃষ্ণপ্রতিপক্ষ-ভেদে ত্রিবিধ প্রতিযোদ্ধা। শ্রী
প্রতিযোদ্ধা, যথা—বলরামের সহিত বিবিধ প্রকার যুদ্ধ। হরিবংশে—কুন্তির সম্মুখে ক্রীড়াযুদ্ধে কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে
করিলেন। কৃষ্ণপ্রিয়তম প্রতিযোদ্ধা—রাম-কৃষ্ণাদি গোপগণ নৃত্যগীত ও বাহুযুদ্ধ করিয়া ক্রীড়া করিতেছিলে
শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে অন্য গোপগণও তাঁহার সন্তোষের নিমিত্ত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণপ্রতিপক্ষ—জরাসন্ধ বধের উপ
শ্রীকৃষ্ণ ভীমকে বৃক্ষশাখা চিরিয়া সঙ্কেত জানাইলেন। (ভাঃ ১০।৭২।৪১)

রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস, করুণরস ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে দ্রষ্টব্য। রসাভাসাদি ভঃ রঃ সিঃ উঃ ৯ ও বিবৃতি দ্র
মুখ্যরস ভঃ রঃ সিঃ পশ্চিম বিভাগ দ্রষ্টব্য। মধুররস উজ্জ্বলনীলমণিতে বর্ণিত হইয়াছে।

রসাভাসাদি :—সকল রসের আভাসতা প্রাপ্ত্যাদি জানিবার নিমিত্ত আশ্রয়-নিয়ম ও পরস্পর ব্যব
অনুসন্ধান করা যাইতেছে। তন্মধ্যে "আশ্রয়-নিয়ম" শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধানুরূপ, যথা—পিত্রাদিতে প্রাকৃত বাৎসল
নিয়ত আশ্রয়ত্বের মত ব্রজরাজাদিতে অপ্রাকৃত বাৎসল্যের নিয়ত আশ্রয়ত্ব। অন্যান্য রসেও সেই প্রকার
পঞ্চরসের পরস্পর ব্যবহার, সেই সেই রসের আশ্রয়-জনগণের অনুরূপ। 'কুলীন ব্যক্তিগণের কুলী
সহিত মিলনের অসঙ্কোচ ও অকুলীনের সহিত মিলনের সঙ্কোচ ন্যায়' মনে করিতে হইবে। যথ
ভগবৎ-প্রেয়সী প্রভৃতির ভগবৎ-বৎসলাদির মিলনে সঙ্কোচাদি। গৌণ-সপ্তরসে ও মুখ্য-পঞ্চরসের যথা
বৈর, উদাসীনতা ও অনুগামীতা আছে। যথা—হাস্যের বিয়োগাত্মক ভক্তিময়াদি চারি রসে
শান্তে উদাসীনতা, অন্যত্র অনুগামিতা ইত্যাদি। গৌণ রসের সহিত গৌণ রসের বৈর, মধ্যস্থতা ও
বুঝিতে হইবে। যথা—হাস্যরসের করুণ ও ভয়ানক বৈরী, বীরাদি মধ্যস্থ এবং অদ্ভুত মিত্র ইত্যাদি ; ইহা ভ
রসামৃতসিন্ধুতে বর্ণিত হইয়াছে। রস সমূহের এই প্রকার সম্বন্ধ স্থির হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় কাব্যসমূহে
রসের সহিত অযোগ্য অন্যরসের সম্মিলনে আস্বাদের যে ব্যাঘাত ঘটে, তাহাই রসাভাস ; আর যে স্থানে অঙ্গ
সঙ্গতি, ভঙ্গীবিশেষ-দ্বারা যোগ্য স্থায়ীর (যে স্থায়ীভাব অবলম্বনে কাব্য রচিত তাহার) উৎকর্ষের হেতু হয়

স্থলে রসের উল্লাসই হইয়া থাকে। কোন কারণে অযোগ্য স্থায়ীর উৎকর্ষ ঘটিলে রসাভাসেরই উল্লাস ঘটিয়া থাকে। যথা—শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা গমন কালে যুধিষ্ঠিরের পুর-মহিলাগণ বলিয়াছেন—"এই শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই সেই পুরাণ-পুরুষ, একমাত্র যিনি আত্মীয় অবিশেষরূপে অবস্থিত ছিলেন * * * ইনি যাঁহাদের পাণিগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা জন্মান্তরে নিশ্চয়ই ব্রত, স্নান, হোমাদি-দ্বারা ঈশ্বরের অর্চ্চনা করিয়াছেন,—যেহেতু ব্রজসুন্দরীগণ যে কৃষ্ণের অধরামৃত স্মরণ করিয়া মোহপ্রাপ্ত হন, ইহারা তাহা মুহুর্মুহু পান করিতেছেন।" (ভাঃ ১।১০।২৮)। জ্ঞান-বিবেকাদি প্রকাশন-হেতু শান্তরসে উপক্রম করা হইয়াছিল, কিন্তু মধুর রসে উপসংহার করা হইয়াছে। শান্তরসের সহিত মধুর রসের মিলনে শান্তরসের সঙ্কোচরূপ অযোগ্য-সঙ্গতি-দ্বারা রসাভাস হইয়াছে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে রসাভাস থাকিতে পারে না। তাহার সমাধান যথা—ইহা পুরস্ত্রীগণের উক্তি নহে, শান্তরসযোগ্য বর্ণনা এক পুরুষের উক্তি ও পরে উজ্জ্বল-রসোপযোগী বর্ণন অন্য রমণীগণের, ও "এবম্বিধা বদন্তীনাং * * *" ভাঃ ১।১০।৩১) শ্রীসূতের উক্তি তাহা সকলের আনন্দ-ব্যঞ্জক। অন্য দৃষ্টান্তে পৃথুমহারাজের উক্তিতে—"আমি লক্ষ্মীর ন্যায় উৎসুক হইয়া আপনাকে ভজন করিব, এক পতির জন্য দুইজন অভিলাষী হওয়ায় আমাদের ত' কলহ হইবে না?" পৃথুমহারাজের দাস ভাবের স্তব, তাহাতে মধুর ভাবের সম্মেলনে রসাভাস দেখা যায়। তাহার সমাধান, যথা—বিষ্ণুর পরম কৃপাপুষ্ট বীরাখ্য দাসভাবপুষ্ট পৃথুমহারাজের লক্ষ্মীর সহিত প্রতিযোগিতা নহে—লক্ষ্মীর ভক্ত্যাংশই দৃষ্টান্তরূপে লওয়া হইয়াছে। পরবর্ত্তী শ্লোকে "দীনবৎসল আপনি দীনের প্রতি দয়া করিয়া তাহাদের তুচ্ছ কার্য্যকেও বহুমানন করেন" ইত্যাদি উক্তিতে পৃথুমহারাজ নিজেকে তুচ্ছ বলিয়া মনে করেন, লক্ষ্মীর সহিত প্রতিযোগিতা তিনি করিতে পারেন না। এইরূপ শ্রীবামনদেব বলিমহারাজের মস্তকে চরণ অর্পণ করিলে প্রহ্লাদ মহারাজের উক্তি—"এই প্রসাদ লক্ষ্মী ও ব্রহ্মাও পান নাই" (ভাঃ ৮।২৩।৬)। শ্রীনৃসিংহদেব যখন তাঁহাকে কৃপা করেন তখন তিনি বলিয়াছিলেন—"ব্রহ্মা, শিব ও লক্ষ্মীর মস্তকে যে হস্ত অর্পিত হয় নাই, এই অনুকম্পায় তাহা আমার মস্তকে অর্পিত হইল" (ভাঃ ৭।৯।২৫)। তখন ব্রহ্মাদি উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও আমাকে কৃপাপূর্ব্বক শ্রীচরণ ও হস্ত অর্পণ করিলেন। ইহা তখনকার শ্রীভগবানের কৃপার কথা বর্ণনা করিলেন, অন্য সময়ের বা লক্ষ্মী-আদিকে করেন না এ প্রকার নহে।

রুক্মিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—"আত্মারাম মুনিগণ আপনার মাহাত্ম্য বর্ণন করেন, আপনি ত্রিজগতের আত্মা ও আত্মদ।" (ভাঃ ১০।৬০।৩৯)। রুক্মিণীদেবীর মধুর রতিতে শান্ত রতির কথা—মধুর সহিত শান্তরতির সম্মিলনে রসাভাসের ন্যায় মনে হয়; তাহার সমাধান—শ্রীরুক্মিণীদেবী লক্ষ্মী-স্বরূপা তাঁহার ভক্তি দাসত্বাভিমানময়ী ঐশ্বর্য্য ও স্বরূপজ্ঞানমিশ্র কান্তাভাব। সেই কারণে তাদৃশ ভক্তির পোষক-হেতু তাঁহার উক্তি সঙ্গতই হইয়াছে।

শ্রীবলদেবের নানারস থাকিলেও শঙ্খচূড় বধের পূর্ব্বে হেরিকা লীলায় (প্রেয়সীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিহার লীলায়) শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুগলিত হইয়া বলদেবের গানাদি ও দ্বারকা হইতে ব্রজদেবীগণের সংবাদ লওয়া প্রভৃতি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলদেবের অসঙ্গত বিধায় রসাভাসের মত মনে হয়। তাহার সমাধান—শ্রীকৃষ্ণ যেমন তাঁহার ভক্তগণের সুখব্যঞ্জক নানা লীলার নিমিত্ত পরস্পর বিরুদ্ধ বহুগুণ ও ভাব ধারণ করেন, তিনি অচিন্ত্যশক্তিশালী বলিয়া তাঁহাতে কোন বিরোধ ঘটে না—তেমনি তাঁহার লীলাধিকারী পরিকরগণও বহু বিরুদ্ধ গুণ ধারণ করিয়া থাকেন; তাদৃশ গুণ ধারণ করিবার যোগ্যতা তাঁহাদের আছে। এ কারণে বলদেবের উক্ত কার্য্য অসঙ্গত নহে। শ্রীমদ্ উদ্ধব সম্বন্ধেও এইপ্রকার।

বসুদেব দেবকীর পুত্রকে জগদীশ্বর জ্ঞান—বাৎসল্যের বিরোধীরূপ রসাভাসের সমাধান উক্ত প্রকার জানিতে হইবে।

গৌণরসের সহিত অযোগ্য গৌণরসের মিলনে রসাভাব ও তাহার সমাধান—ব্রজবাসীগণের ক্রন্দন ও

মূর্চ্ছাতে করুণ-রসের উদয়ে বলদেবেরও করুণ-রসের উদয় না হইয়া তিনি করুণরসের বিরোধী হাস্য করায় রসাভাস হইল ; তাহার সমাধান,—বলরাম কৃষ্ণের পরমপ্রিয়, মর্ম্মবেত্তা, প্রভাবজ্ঞ ; বিশেষতঃ কালিয়-হ্রদ-পতনোদ্যত ব্রজবাসী-গণকে সান্ত্বনা দান ও রক্ষা করা তখন তাঁহার প্রয়োজন ছিল। পরে শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া হাস্য করিয়াছিলেন, তাহা কৃষ্ণের প্রতি তিরস্কার ব্যঞ্জক। বলদেবের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রচুর স্নেহ ছিল, তাহা রুক্মিণী-হরণ-কালে—কৃষ্ণ একাকী যাওয়ায় নিজে প্রভাবজ্ঞ হইয়াও স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া সসৈন্যে নিজেও গমন করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার স্নেহ-ব্যঞ্জক। শ্রীকৃষ্ণের অভীষ্ট-লীলার অনুরূপ করিয়া বলদেবের হাস্য বৈরূপ্য প্রাপ্ত না হইয়া যোগ্যই হইয়াছে।

অযোগ্য সঞ্চারি সংযোগে রসাভাসের দৃষ্টান্ত :—বিদেহরাজ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন—"আমার একান্ত ভক্ত হইতে বন্ধু অনন্ত, লক্ষ্মী ভার্য্যা, এবং পুত্র ব্রহ্মা, আমার প্রিয় অধিক নহে" এই বাক্য সত্য করিবার জন্য আপনি আমাদের নয়নগোচর হইলেন (ভাঃ ১০।৮৬।৩২)। ইহাতে বিদেহরাজের গর্ব্ব-নামক সঞ্চারিভাব, স্থায়িভাবরূপা ভক্তি—অনন্তাদি-হেলনরূপ আভাসতা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার সমাধান,—(যথার্থ ব্যাখ্যা) "অনন্ত (বাসস্থান) ; লক্ষ্মী (পত্নী) এবং ব্রহ্মা (পুত্র) বলিয়া একান্ত ভক্ত হইতে (শ্রীকৃষ্ণের) প্রিয় নহেন, কিন্তু তাঁহারাও একান্ত ভক্তশ্রেষ্ঠ বলিয়া আমার অত্যন্তপ্রিয়" এই বাক্য সত্য করিবার জন্য, আমরা একান্ত-ভক্তশ্রেষ্ঠ সেই অনন্ত প্রভৃতির অনুগামী—এই অংশেই আপনি আমাদিগকে কৃপা করিয়াছেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে সেই নন্দ-যশোদার এই প্রকার পরমানুরাগ দর্শন করিয়া আনন্দে উদ্ধব নন্দকে বলিলেন। (ভাঃ ১০।৪৬।২৯)। ইহাতে ব্রজরাজদম্পতির শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদ-দুঃখানুভাবময়ী উদ্ধবের ভক্তি, তাহার (ভক্তির) অযোগ্য হর্ষ-সম্মিলনে হর্ষ-সঞ্চারি রসাভাস হইয়াছে। ইহার সমাধান—বলদেবের (কালিয়-হ্রদে পতিত শ্রীকৃষ্ণের দুঃখে ব্রজবাসীর) ন্যায়। ব্রজরাজদম্পতির সান্ত্বনার জন্য উদ্ধব আসিয়াছেন, তাঁহাদের সম্মুখে দুঃখ প্রকাশ করিলে তাঁহাদের দুঃখ-সমুদ্র উথলিয়া উঠিবে এই হেতু তাঁহাদের অনুরাগ-মহিমা দর্শনে বিস্ময়জনিত হর্ষ প্রকাশ করাই উদ্ধবের উপযুক্তই হইয়াছে।

কুব্জার :—শ্রীকৃষ্ণের বলদেবাদির সহিত থাকাকালে "তোমাকে দেখিয়া আমার চিত্ত উল্লসিত হইয়াছে" ইত্যাদি সর্ব্বজন সমক্ষে চাপল্য নায়িকার পক্ষে নিতান্ত অসঙ্গত। ইহার সমাধান—কুব্জা সাধারণী নায়িকা বলিয়া সেই চাপল্য মধুররসের দোষ নহে। (ভাঃ ১০।৪২।৮)

ভাঃ ১০।৩৫।১৪ শ্লোকে ব্রজেশ্বরী-সভায় "তব সুতঃ সতি" শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীত শ্রবণে ইন্দ্রাদি দেবতার মোহ বর্ণনায় গুরুজন সমক্ষে নিজেদের মোহ বর্ণন করেন নাই বলিয়া ব্রজদেবীগণের চাপল্য-দোষ প্রকাশ পায় নাই। (যুগল গীত=দুইটি করিয়া শ্লোকে লীলা ও তৎপোষ্যজনের পূর্ব্বাপরীভাবে বর্ণনা আছে বলিয়া যুগল-গীত নামে প্রসিদ্ধ)।

ভাঃ ১০।৩৫।১৭ শ্লোকে "ব্রজতি তেন" শ্রীকৃষ্ণের বেণুগান শ্রবণে ব্রজদেবীগণ নিজেদের কন্দর্পপীড়া এবং কবরী-বসন-শৈথিল্য বর্ণনা করিয়া অত্যন্ত মোহের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। ইহাতে ব্রজদেবীগণের নিজভাব বর্ণন করিয়াছেন ও "ব্যোমজান বর্ণিতা" ইত্যাদি শ্লোকে বেণুগান শ্রবণে দেবীগণের কামপীড়া, কোটি-বসন-স্খলন ও মোহ বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ব্রজদেবীগণের সজাতীয় ভাব। এ সকল অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীতে বর্ণিত হওয়ায় দোষের বিষয় হয় নাই। শ্রীশুকদেবগোস্বামিপ্রভু বিভিন্ন সভায় বর্ণিত কথা একত্র সংগ্রহ করিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

ভাঃ ১০।৩৫।২০—"কুন্দ-দাম-কৃত" ইত্যাদি শ্লোকে সখাগণের সহিত যমুনা বিহার, অপরাহ্নে গৃহাগমন ও তৎকালে গন্ধর্ব্বাদির স্তব বর্ণিত হইয়াছে—ইহা ব্রজেশ্বরীর সভায় দোষাবহ নহে।

অযোগ্য অনুভব সম্মিলনে রসাভাস—বলি শুক্রাচার্য্যকে বলিলেন—"আমি নিরপরাধ, যদিও (শ্রীবামনদেব) ইনি অধর্ম্ম করিয়া আমাকে বন্ধন করিলেন তথাপি আমি ব্রহ্মণরূপী ভীত এই রিপুকে হিংসা করিব না।" শ্রীবামনদেব সম্বন্ধে বলির অধর্ম্মাদি শব্দ প্রয়োগ করাতে ভক্তিময় (দাস্যরস) আভাসতা প্রাপ্ত হইয়াছে (ভাঃ ৮।২০।১০)। ইহার সমাধান—এই উক্তি শুক্রাচার্য্যকে বঞ্চনার্থে প্রযুক্ত এবং তৎকালে বলি মহারাজের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভক্তি জন্মে নাই, তখন দানরূপ-কর্ম্মমিশ্রা-ভক্তির অনুষ্ঠানে ব্রতী ছিলেন। শ্রীবামনদেবের পাদপদ্ম-স্পর্শ ও প্রহ্লাদ মহারাজের কৃপা লাভের পর তাঁহার সাক্ষাৎ ভক্তি জন্মিয়াছিল, এজন্য এস্থলে রাসাভাস দোষ ধরা যাইতে পারে না।

ভাঃ ১০।৭১।১০ শ্লোকে উদ্ধব বলিলেন—"হে কৃষ্ণ! জরাসন্ধ বধ বহু প্রয়োজন সিদ্ধির হেতু হইবে।" শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখেই তাঁহার নাম ধরিয়া সম্বোধন করা দ্বারা দাস্য-ভক্তির রসাভাস ঘটে। ইহার সমাধান—শ্রীকৃষ্ণের নামই তাঁহার পরম যশঃ-স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্ত্তনে তাঁহার যশঃ-কীর্ত্তন করা হইয়াছে, অবজ্ঞা করা হয় নাই। ভক্তগণ সে কারণে তাঁহার নাম উচ্চারণ করেন, উহাতে রসাভাস ঘটে নাই।

ভাঃ ১০।৭৫।৫ শ্লোকে বর্ণিত—"যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণ পদ-প্রক্ষালনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।" যুধিষ্ঠির-কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইলে দাস্য-ভক্তির রসাভাস দোষ হইত, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণাশ্রিত ব্যক্তিগণের পক্ষে তাঁহার ইচ্ছা দুর্লঙ্ঘ্য বলিয়া স্বেচ্ছাবশেই শ্রীকৃষ্ণ উক্তকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই প্রকার ব্যবহার শ্রীকৃষ্ণ নিজেই নারদাদির পাদ-প্রক্ষালনেও দেখা যায়। এজন্য রাসাভাস হয় নাই।

কৃষ্ণ-সখাগণকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে ভয়সঙ্কুল তালবনে গমনে নিযুক্ত করায় সখ্যময় রাসাভাস হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সমান চেষ্টাশীল বলিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের বীর্য্য অবগত থাকায় অযোগ্য হয় নাই, প্রত্যুত শ্রীকৃষ্ণের মত বীর-স্বভাব সেই গোপকুমারগণের তাহা সখ্যময়-প্রীতি-পোষণের হেতুই হইয়াছিল।

ভাঃ ১০।৯০।২২ দ্বারকায় জলবিহারে মহিষীগণ—"ন চলসি * * * বসুদেবনন্দনাঙ্ঘ্রিং" বলাতে শ্বশুরের নাম গ্রহণ—অযোগ্য অনুভব সম্মিলন স্বকীয় মহিষীগণের কান্তভাবে রসাভাস দোষ স্পর্শ করিতেছে। তাহার সমাধান—বাস্তবিক পক্ষে, দেব—পরমারাধ্য শ্বশুরের মুখ্যপুত্র আমাদের পতি, তাঁহার চরণ বসু—পরমধন-স্বরূপ ইহা মহিষীগণের মনে হইয়াছিল, দৈবাৎ প্রেমোন্মত্তাবস্থায় বলাতে দোষ হয় নাই।

ভাঃ ১।১১।৩২—"শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনা হইতে দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিলে মহিষীগণ আগত পতিকে দর্শনের পূর্ব্বে মনোদ্বারা, দৃষ্টিগোচর হইলে দৃষ্টিদ্বারা এবং নিকটবর্ত্তী হইলে পুত্রদ্বারা আলিঙ্গন করিলেন, তাঁহাদের উদ্ভট ভাব, অশ্রু-নিরোধ করিলেও তাহা ক্ষরিত হইয়াছিল।" পুত্রদ্বারা আলিঙ্গন হেতু কান্তভাব আভাসতা প্রাপ্ত হইয়াছে। কারণ পুত্র-দ্বারা পতি-সম্ভোগ অযোগ্য। কিন্তু "মহিষীগণের পুত্রগণ তাঁহাদের পতি শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গন প্রাপ্ত হইলেন," ইহা দেখিয়া তাঁহাদের প্রীতি পুষ্ট হইয়াছিল। সাধারণ প্রীতি-পোষণের জন্য, কান্তাভাব-পোষণের জন্য নহে বলিয়া রসাভাস হয় নাই।

অযোগ্য উদ্দীপনের সম্মিলনে রসাভাস—অক্রুর বৃন্দাবনে আসিবার সময়—"যাহা গোপীগণের কুচকুঙ্কুমাঙ্কিত আমি শ্রীকৃষ্ণের সেই চরণ কমল দর্শন করিব।" "গোপীগণের কুচকুঙ্কুমাঙ্কিত"-পদে যে রহস্য-লীলা-চিহ্ন বর্ণিত হইয়াছে তাহার সন্ধান দাস-ভক্তগণের অনুচিত। তাহাতে দাস্যভাব-ময় রসাভাস ঘটিয়াছে। তাহার সমাধান—শ্রীকৃষ্ণের চরণের প্রেমমাত্র সুলভত্ব চিন্তনই অক্রুরের অভিপ্রেত ছিল, সুতরাং অনুসন্ধান না করিয়াই কেবল ভক্তির উল্লাসকরূপে সেই বিশেষণ (কুচকুঙ্কুমাঙ্কিত) নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়া কোন দোষ ঘটে নাই।

আশ্রয় আলম্বন অযোগ্যতায় রসাভাস—ভাঃ ১০।২৩।১৮ শ্লোকে "শ্রুত্বাচ্যুতম্" ইত্যাদি শ্লোকে যজ্ঞপত্নীগণের প্রীতি বর্ণিত আছে। শ্রীকৃষ্ণের গোপকুমার অভিমান, তাঁহার মধুর-প্রীতির আশ্রয় ব্রাহ্মণী, পুলিন্দী বা হরিণী হওয়া উচিত নহে। কিন্তু তাহা বর্ণিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণীগণকে শ্রীকৃষ্ণ কান্তারূপে অঙ্গীকার করেন নাই, তাঁহারাও

শ্রীকৃষ্ণের নিকট মধুর-রসের নায়িকার মত কোন ভাব প্রকাশ করেন নাই, তাঁহারা, দাস্য মাত্র প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সুতরাং মধুর-রসাভাস দোষ ঘটে নাই। হরিণীগণকে উপলক্ষ করিয়া শ্রীব্রজদেবীগণ নিজ রস বর্ণন করিয়াছেন। বিশেষতঃ তাহাতে বৃন্দাবন সম্বন্ধে তত্রত্য পশুজাতির মাহাত্ম্য এবং শ্রীকৃষ্ণের বেণু-মাধুর্য্য বর্ণিত হইয়াছে। উভয়ত্র পুলিন্দী এবং হরিণীগণকে অবলম্বন করিয়া উজ্জ্বল রস বর্ণিত হয় নাই। সেই সেই স্থানে ব্রজদেবীগণই বাস্তবিক আলম্বন, এই জন্য রসাভাস ঘটে নাই।

ভাঃ ১০।২১।৭ শ্লোকে "অক্ষণ্বতাং ফলমিদং" ইত্যাদি বাক্যে শ্রীব্রজদেবীগণ নিজেদের কৃষ্ণানুরাগ গোপন করিয়া কৃষ্ণ-বলরামের যে মুখমাধুর্য্য সমস্ত ব্রজবাসী বর্ণন করিয়া থাকেন সে মাধুর্য্য বর্ণনচ্ছলে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের মুখমাধুর্য্য বর্ণন করিয়াছেন; কেননা তিনি বলরামের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বেণু বাজাইয়া যাইতেছিলেন এবং স্নিগ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছিলেন। সুতরাং এস্থলে শ্রীব্রজদেবীগণের উক্তি 'শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্য-বর্ণনে পর্য্যবসিত হওয়ায় বলদেবের মাধুর্য্য-বর্ণনরূপ উজ্জ্বল- রসাভাস ঘটে নাই বরং রসোৎকর্ষই সাধিত হইয়াছে। রসাভাস দোষ ঘটে নাই।

ভাঃ ১০।৬৫।১৭—"শ্রীবলরাম দ্বারকা হইতে বৃন্দাবনে চৈত্র বৈশাখ দুইমাস গোপীগণের রতি বহন করিয়াছিলেন।" তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী হইলে গুরুতর দোষ হইত। ঐ সকল গোপী শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী নহেন। সুতরাং রসাভাস দোষ ঘটে নাই। (শ্রীকৃষ্ণ-ক্রীড়া সময়ে যে সমস্ত গোপী উৎপন্ন হয়েন নাই এবং যাঁহারা অত্যন্ত বালিকা ছিলেন) তাঁহারা শ্রীবলরামের সহিত রতি বহন করিয়াছিলেন (শ্রীধরস্বামী)।

ভাঃ ১০।১৪।৩২—"নন্দগোপ ব্রজবাসীগণের পরমানন্দ স্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন যাঁহাদের মিত্র।" তাহা জ্ঞান-ভক্ত্যাংশ-বাসিত সহৃদয়গণের চমৎকারার্থ, ব্রজবাসীর ভাগ্য প্রশংসা-বৈশিষ্ট্য বর্ণন-ভঙ্গিতে বন্ধুভাবেরই উৎকর্ষ প্রকাশে প্রবর্ত্তিত হওয়ায় রসের উল্লাসই হইয়াছে। "ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা" ইত্যাদি শ্লোকেও সখ্য-রসাস্বাদনের চমৎকারিতা সম্পাদন করায় রসের উল্লাস দেখা যায়। সখ্যের সহিত দাস্যের ও শান্তের সম্মিলনে রসাভাস হয় নাই।

ভাঃ ১০।৪৯ অধ্যায়ে বর্ণিত কুন্তীদেবীর শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে ভগবান্ ঈশ্বর বলিয়া জানিলেও বাৎসল্য-দ্বারা ঐশ্বর্য্য পরাভূত হওয়ায় বাৎসল্য রসের চমৎকারিতা দ্বারা রসোল্লাস হইয়াছে।

ভাগবতে শ্রীহনুমানের রাম-লীলা বর্ণনায় ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানরূপ উপাসনাতে মাধুর্য্যময়ী রামলীলায় রসাভাস মনে হয়। কিন্তু স্বরূপাদি বর্ণনায় পরিসমাপ্তি মাধুর্য্যময় লীলায় ও দাস্যভাব থাকায় স্বরূপৈশ্বর্য্য-জ্ঞান-সম্পন্ন শ্রীহনুমানের উপাসনায় মাধুর্য্যময় দাস্যভাবের উৎকর্ষ-জ্ঞাপিত হইয়াছে।

ভাগবতে ৫।১৯ অধ্যায়ে বর্ণিত সীতার বিরহে শ্রীরামচন্দ্রের শোকাকুলতা স্ত্রৈণ-পুরুষের ন্যায় নহে। নিজ পরিকরগণের প্রতি তাঁহার যে কৃপা, সেই কৃপার বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি শোকাকুল হইয়াছিলেন। আর সীতাদির যে দুঃখ তাহা ভগবদ্বিরহ দুঃখ, উহা লীলা-পরিপাটী-বিশেষ অন্তঃসাক্ষাৎকার। শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে যে ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিক ত্যাগ নহে। আর কালপুরুষের সহিত অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়া শ্রীলক্ষ্মণকে যে ত্যাগ তাহাও বাস্তবিক ত্যাগ নহে, তাহা লীলা অপ্রকট করিবার ভঙ্গী বিশেষ। অপ্রকট লীলাবসানে তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। শ্রীহনুমান্ তাহার সাক্ষ্য দিয়াছেন—"এখনও আমরা সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের সেবা করিতেছি। কিংপুরুষ-বর্ষেও আমরা তাহা দর্শন করিতেছি।

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত কোন কোন স্থলে ব্রজদেবীগণের মধুর রসের সহিত শান্তরসের রসাভাসের ন্যায় বর্ণনা দেখা যায়, তাহাতে দ্ব্যর্থবোধক পরিহাসময়ী বচন-ভঙ্গীতে মধুর-রসের নায়িকার উপযুক্ত পরিহাসোক্তি দ্বারা উল্লাস সাধিত হইয়াছে।

রুক্মিণীদেবীরও শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক কান্ত-ভাবের প্রশংসাসূচক উৎকর্ষ ব্যাপনোদ্দেশ্যে (অন্য রাজ অপেক্ষায়) কান্ত-ভাবের উল্লাস হইয়াছে। বৈরীরূপে অযোগ্য বীভৎস-রসের সম্মেলনে রসাভাস হয় নাই।

শ্রীকৃষ্ণের কালিয়-দমন-লীলায় ব্রজগোপীগণের শ্রীকৃষ্ণের সাহাস্য দৃষ্টি (উজ্জ্বল-রসের সঙ্গতি) স্মরণ মাত্রে পর্য্যবসিত হওয়ায় করুণ-রসের স্থায়ীভাব শোকের উৎকর্ষ-প্রাপ্ত হাওয়ায় রসের উল্লাস হইয়াছে।

রাসে শ্রীকৃষ্ণ-বংশী শ্রবণ করিয়া ব্রজগোপীগণের পতি-সম্মুখে চাপল্য অসঙ্গত হইলেও তাঁহাদের মহাভাবের উদ্গমে অন্যানুসন্ধান না থাকায় রসাভাস হয় নাই।

মুখ্য রস

শান্তভক্তিরস :—অপর নাম জ্ঞান-ভক্তিরস। শ্রীচতুঃসনাদি শান্তরসের আধার। ভগবৎ-প্রীতিমান না হইলে পরব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি শান্তরসের আশ্রয় হইতে পারে না। শ্রীশুকদেব আজন্ম জ্ঞাননিষ্ঠ নির্গুণ ব্রহ্মসমাধি-মগ্ন ছিলেন, সে অবস্থায় তাহাতে ভগবৎ-প্রীতির সম্ভাবনা ছিল না। পরে কোনরূপে ভগবল্লীলাকৃষ্ট হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করেন এবং ভগবৎ-প্রীতিমান হয়েন। সেই হইতে তিনি শান্তরসের আলম্বন হইয়াছেন। "জ্ঞান-ভক্তিরূপ স্থায়ীভাব"—যথা (ভাঃ ৩।১৫।৪৬) চতুঃসন শ্রীবৈকুণ্ঠদেবকে বলিলেন 'তুমি হৃদয়স্থ হইয়াও দুরাত্মাদিগের নিকট অন্তর্দ্ধত থাক অর্থাৎ তাঁহারা দেখিতে পায় না, কিন্তু অদ্য আমাদের নিকট হইতে অন্তর্দ্ধত হইতে পারিলেন না; আমাদের নয়ন-গোচর হইলেন। তোমা হইতে উৎপন্ন আমাদের পিতা ব্রহ্মা যখন তোমার রহস্য উপদেশ করিয়াছিলেন, তখন কর্ণপথে তুমি আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছ সুতরাং কিরূপে অন্তর্দ্ধত হইবে? জ্ঞান-ভক্তির উপযোগী বিভাবাদির একত্র অনুভব দ্বারা সমর্থিত হওয়ায় জ্ঞানভক্তিময় শান্তরস নিষ্পন্ন হইয়াছে।

আশ্রয়ভক্তিরস :—দাস্য-রস সমূহের মধ্যে আশ্রয় ভক্তিরসের বিষয়াবলম্বন—পালকরূপে স্ফূর্ত্তিমান শ্রীকৃষ্ণ। আশ্রয়ালম্বন—তাঁহার লীলান্তঃপাতী পরমপাল্য পরিকরবর্গ। অন্যত্র বৈকুণ্ঠস্থিত-গণের নিকট চতুর্ভুজ নরাকার বিষয়াবলম্বন। শ্রীমদুদ্ধবাদির নিকট পরম মধুর-প্রভাব শ্রীমন্নরাকারই বিষয়। সেই পাল্যগণ দ্বিবিধ—(১) প্রপঞ্চ কার্য্যাশ্রিত অধিকারীগণ বহিরঙ্গ কিন্তু ব্রহ্মা-শিবাদি জগৎ-কার্য্যাধিকারী হইলেও ভক্তি-বিশেষ বর্ত্তমান থাকায় তাঁহারাও অন্তরঙ্গ। (২) শ্রীকৃষ্ণের চরণচ্ছায়াই যাঁহাদের জীবাতু তাঁহারা অন্তরঙ্গ। তাঁহারা ত্রিবিধ (ক) সাধারণ জন, (খ) যদুপুরবাসী, (গ) ব্রজপুরবাসী।

দাস্যভক্তিময় রস—প্রভুরূপে স্ফূর্ত্তিমান দাস্য-ভক্তির আশ্রয়—শ্রীকৃষ্ণ বিষয়। আধার—শ্রীকৃষ্ণ-লীলাগত নিজগুণে গরীয়ান তাঁহার ভৃত্যবর্গ। শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরাকার ও নরাকার-ভেদে দ্বিবিধ আবির্ভাব—আলম্বন। (১) 'অঙ্গসেবক'—অঙ্গমর্দ্দনকারী, তাম্বুল অর্পণকারী, বস্ত্র অর্পণকারী, গন্ধ অর্পণকারী-ভেদে বহুবিধ। (২) 'পার্ষদ' :—মন্ত্রী, সারথি, সেনাধ্যক্ষ, ধর্ম্মাধ্যক্ষ (বিচারক), দেশাধ্যক্ষ প্রভৃতি। বিদ্যাচর্য্যা-দ্বারা সভার রঞ্জক ও ভাট প্রভৃতি পার্ষদ। শ্রেষ্ঠত্ব নিবন্ধন পুরোহিতগণ গুরুবর্গেরই অন্তর্গত আংশিক-পার্ষদ। (৩) অশ্বারোহি সৈন্য, পদাতি, শিল্পি প্রভৃতি প্রেষ্য। প্রেষ্য—প্রিয়, পার্ষদ—প্রিয়তর ও অঙ্গসেবক—প্রিয়তম। শ্রীউদ্ধব (মন্ত্রী), দারুক (সারথী) প্রভৃতি পার্ষদ হইলেও ইহাদের অঙ্গ-সেবাদি বৈশিষ্ট্য থাকায় ভৃত্যবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে উদ্ধবেরই সর্ব্বাধিক্য। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে ভৃত্য, সুহৃদ ও সখা বহুবার বলিয়াছেন। আশ্রয়-ভক্তিরসের উদ্দীপনই এই রসের উদ্দীপন। তন্মধ্যে অঙ্গ-সেবকগণে বিশেষতর গুণ—সৌন্দর্য্য ও সৌকুমার্য্য প্রভৃতি। ক্রিয়া—শয়ন, ভোজনাদি। দ্রব্য—সেবাযোগ্য বস্তু, উচ্ছিষ্টাদি। আর পার্ষদগণে—প্রভুত্বাদি গুণ এবং প্রেষ্যগণে—প্রতাপাদি গুণ উদ্দীপন হইয়া থাকে। অনুভাব—আশ্রয়-ভক্তিরসের অনুভাবই এ রসের অনুভাব। তদ্রূপ যোগাবস্থায় (শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিতাবস্থায়) দাসগণের নিজ নিজ কর্ম্মে তৎপরতাও—অনুভাব। সেই তৎপরতা এমনই যে সেবাকালে কম্প-স্তম্ভাদির উদগম হইলে, সেবার বিঘ্নাশঙ্কায় ভৃত্যগণ অনুশোচনা করেন। অঙ্গসেবাদি কর্ম্মতৎপরতা এ রসের অসাধারণ ধর্ম্ম, আর কম্পাদি সর্ব্বসাধারণ ধর্ম্ম সকল রসেরই অনুভাব, এজন্য উক্ত কর্ম্মতৎপরতাই বলবত্তা। অযোগেও নিজ নিজ কর্ম্মানুসন্ধান কিংবা তদীয় শ্রীমূর্ত্তিতে সেই সেই পরিচর্য্যাদি কর্ম্মানুষ্ঠান দাস্য-ভক্তিময়-রসের অনুভাব। আশ্রয়-ভক্তিরসে যোগে—হর্ষ, গর্ব্ব,

ধৃতি এবং অযোগে—ক্লম ও ব্যাধি এই পাঁচ প্রকার সঞ্চারিভাব দাস্য ভক্তিরসেও সেই সকল অনুভাব। দাস্য-ভক্তি-নামক প্রীতি ইহার—স্থায়ীভাব। তাহা অক্রূরাদির—ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-প্রধান, শ্রীঅক্রূর ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের পরম মাধুর্য্যানুভাব করিলেও যমুনা-হ্রদে তাঁহার ঐশ্বর্য্য-বিশেষ দর্শন করিয়া তাহাতেই চমৎকারিতা পোষণ করায় ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানের প্রাধান্য ব্যক্ত হইয়াছে। মাধুর্য্য-প্রধান উদ্ধবের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান সম্পন্ন হইলেও মাধুর্য্যজ্ঞানময় ব্রজবাসীর ভাগ্য প্রশংসা করিয়াছেন বলিয়া মাধুর্য্য-জ্ঞানের প্রাধান্য প্রতিপন্ন হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের লীলা অপ্রকটেও শ্রীউদ্ধব তাঁহার মাধুর্য্য-লীলা স্মরণ করিয়া খেদ প্রকাশ ও বর্ণন করিয়াছেন (ভাঃ ৩।২।২৫—৩৪)। শ্রীব্রজস্থ ভৃত্যগণের কেবল মাধুর্য্যময়। তাঁহাদের মাধুর্য্যজ্ঞান থাকা সত্ত্বেও ব্রজরাজকুমার পরম গুণবান, অত্যন্ত প্রভাবশালী বুদ্ধিতে আদর বর্ত্তমান থাকায় শ্রীব্রজস্থ ভৃত্যগণের প্রীতির ভক্তিরস সিদ্ধ হয়। তাঁহাদের একমাত্র মাধুর্য্য-জ্ঞানময় অত্যন্ত সেবাভিলাষ এ রসের 'বিয়োগের পর স্ফূর্ত্তি'—'শ্রীউদ্ধব শ্রীকৃষ্ণ-চরণকমল-সুধা আস্বাদন করিয়া মুহূর্ত্তকাল মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তীব্র ভক্তিযোগে সেই সুধায় নিমগ্ন হইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। বিরহ-দুঃখ-মগ্ন-ব্রজে এই রূপেই ব্যবহার রক্ষার্থ কাহারও কাহারও নিকট কৃপা বশতঃ শ্রীকৃষ্ণ অবিচ্ছেদে স্ফূর্ত্তি পাইতেন। এই হেতু শ্রীউদ্ধব ব্রজে কাহারও কাহারও সুখ বর্ণনা করিয়াছেন। ব্রজে প্রীতি-হীন কেহ নাই। কিন্তু সকলেই যদি বিরহ-ব্যাকুল হইতেন তাহা হইলে তত্রত্য ব্যবহারিক চেষ্টা নষ্ট হইত, ব্রজের লোক-স্থিতি ধ্বংস হইত। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া পশু-পক্ষী সাধারণ গোপ-গোপীর নিকট সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি পাইতেন। ব্রজে ত্রিবিধ প্রেম দেখা যায় :—(১) বিবেকশূন্য, (২) বিশ্রম্ভ-প্রধান ও (৩) উৎকণ্ঠা-প্রধান। যাঁহাদের প্রেম বিবেকশূন্য—তাঁহারা স্ফূর্ত্তি-লাভেই মনে করেন—শ্রীকৃষ্ণ আমাদের কাছেই সর্ব্বদা আছেন। সাধারণ গোপীগণ—কেহ বিবেকশূন্য কেহ বিশ্রম্ভ-প্রধান। যাঁহাদের প্রেম—বিশ্রম্ভ-প্রধান, তাঁহারা স্ফূর্ত্তি-লাভে মনে করেন, 'শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রজে আসিবেন বলিয়াছিলেন, এই তিনি আসিয়াছেন—আমার কাছে উপস্থিত আছেন।' সখাগণের প্রেম—বিশ্রম্ভ-প্রধান। মাতা-পিতা ও প্রেয়সীগণের প্রেম উৎকণ্ঠা-প্রধান। তাঁহাদের স্ফূর্ত্তিতে তৃপ্তি দূরের কথা যখন কৃষ্ণ ব্রজে ছিলেন তখন অনেক সময় তিনি সম্মুখে থাকিলেও তাঁহারা ভাবিতেন 'আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি !' এইরূপ তাঁহারা সাক্ষাৎকারকেও স্ফূর্ত্তি মনে করিতেন। সুতরাং বিচ্ছেদ-কালে স্ফূর্ত্তি তাহাদের সান্ত্বনা কি প্রকারে করিবে। তাঁহাদের সান্ত্বনার জন্য শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে ব্রজে পাঠাইয়াছিলেন। উদ্ধব কৃষ্ণ-কথা-দ্বারা তাঁহাদের মনস্তাপ দূর করিতেন, কৃষ্ণ-কথায় তাঁহাদের দিন ক্ষণকালের মত অতিবাহিত হইত। নদী, বন ইত্যাদি ব্রজবাসীগণকে কৃষ্ণের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেন (ভাঃ ১০।৪৭।৫৪-৫৭)। মহাভাগবতবর উদ্ধব (বদরিকাশ্রমে) শ্রীকৃষ্ণকে অন্তর্হৃদয়ে সন্নিবেশিত করিয়া তপঃ অনুষ্ঠান পূর্ব্বক জগতের একমাত্র বন্ধু (শ্রীকৃষ্ণকে) যাঁহার কথা বলিয়াছিলেন, হরির সেই বিশাল গতি প্রাপ্ত হইলেন। (ভাঃ ১১।২৯।৪৬)। (তুষ্টিরূপ ভগবৎ-সাক্ষাৎ-কার)। (শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে দ্বারকা-বৈভব দর্শন ও চতুঃশ্লোকী উপদেশ বুঝাইয়াছিলেন, ইহা তাঁহার অভীষ্ট-সম্পাদন [উপযোগ] ইষ্টসিদ্ধিকর ব্যাপার)। নিজ বিষয়ক জ্ঞান প্রচারের জন্য শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে পৃথিবীতে রাখিয়াছিলেন। শ্রীশুকদেব-কর্ত্তৃক শ্রীমদ্ভাগবত প্রচারের পর শ্রীকৃষ্ণের সেই সেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া তখন উদ্ধবকে পৃথিবীতে রাখিবার প্রয়োজন থাকিত না। বিয়োগান্তর শ্রীউদ্ধব এইরূপে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইলেও কিন্তু কায়ব্যূহ-দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ব্রজে পাঠাইয়াছিলেন। যেহেতু 'আসামহো চরণ-রেণুজুষা' ইত্যাদি শ্লোকে ব্রজে কৃষ্ণপ্রাপ্তি বিষয়ে তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্প ব্যক্ত হইয়াছে, সে সঙ্কল্প কখনও ব্যর্থ হইতে পারে না। ১১।২৯ শ্রীশুক॥

প্রশ্রয়-ভক্তিরস :—বিষয়ালম্বন শ্রীকৃষ্ণ লালকরূপে স্ফূর্ত্তি পাইয়া প্রশয়-ভক্তির বিষয় হয়েন। ইহাতেও তাঁহার আবির্ভাব পরমেশ্বরাকার ও নরাকার দ্বিবিধ। আশ্রয়ালম্বন-রূপে লাল্যবর্গ ত্রিবিধ। ব্রহ্মাদির আশ্রয় পরমেশ্বরাকার। শ্রীমদ্দশাক্ষর মন্ত্রধ্যানে যেসকল গোপবালক দেখা যায় তাঁহাদের আশ্রয় নরাকার এবং দ্বারকা-জাত লাল্যগণের আশ্রয় উভয়বিধরূপ। যে সকল লাল্য যথাযোগ্য পুত্র, অনুজ ও ভ্রাতুস্পুত্রাদি। তন্মধ্যে কেহ কেহ গুণে, কেহ কেহ

আকারে কেহ কেহ উভয় প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের সদৃশ। শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণের প্রত্যেকের দশটি করিয়া পুত্র হইয়াছিল, তাঁহারা নিখিল আত্মসম্পদে (গুণে) পিতার তুল্য হইয়াছিলেন। জাম্ববতীর এই পুত্র সাম্বাদি পিতৃসম্মত হইয়াছিলেন (ভাঃ ১০।৬১।৭-১৮)। শ্রীকৃষ্ণের মর্য্যাদা দর্শক সেই সেই লীলা প্রদর্শন করিবার জন্য সাম্ব স্ত্রীবেশে সজ্জিত হইয়া ব্রাহ্মণগণের নিকট গমন করিয়াছিলেন। প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি রুক্মিণীর পুত্রগন পিতার তুল্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা জাম্ববতীর পুত্রগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। রুক্মিণীর পুত্রগণ মধ্যে শ্রীপ্রদ্যুম্ন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,—আকৃতি, অবয়ব, গতি, স্বর ও অবলোকনাদি সর্ব্ববিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের সাদৃশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (ভাঃ ১০।৫৫।৩৩)। প্রদ্যুম্নকে দেখিয়া তাঁহার জননীগণ লজ্জানিবন্ধন পলায়ন করিলেন (ভাঃ ১০।৫৫।২৭—২৮)। প্রদ্যুম্নের পিতৃ-সদৃশ নিজেশ ভাব ছিল। প্রদ্যুম্নের আকৃতি অবিকল শ্রীকৃষ্ণের মত। জননীগণ তাঁহাকে দেখিয়া আকৃতি সাদৃশ্য নিবন্ধন কৃষ্ণ-সন্দেহে মাতা-গণ লুকাইলেও তাঁহার প্রতি পতি-ভাবনা উপস্থিত হইত না। ইহা তাঁহাদিগের ভাবের প্রভাব। কৃষ্ণ-স্বরূপ ব্যতীত অন্যত্র কৃষ্ণের আকৃতির ঐক্য থাকিলেও তাঁহাদের পতি বুদ্ধি হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ ও প্রদ্যুম্নের আকৃতিতে ঐক্য থাকিলেও স্বরূপে পার্থক্য আছে। মাতৃগণ ব্যতীত অন্য রমণীগণের প্রদ্যুম্নকে দেখিয়া চিত্ত বিক্ষুব্ধ হইত। **উদ্দীপনঃ**— গুণ, জাতি, ক্রিয়া ও দ্রব্য-প্রধান উদ্দীপন। **গুণ ঃ**—ভক্তের নিজ-বিষয়ে কৃষ্ণের বাৎসল্য, স্মিত-দৃষ্টি প্রভৃতি এবং তাঁহার কীর্ত্তি, বুদ্ধি, বলাদির পরম মহত্ত্ব। **জাতি-ক্রিয়াদি ঃ**—যথাযোগ্য 'অনুভাব'—বাল্যকালে-মৃদুবাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে ইচ্ছামত নানা প্রশ্ন করা, তাঁহার নিকট ক্রীড়নকাদি প্রার্থনা করা, তাঁহার অঙ্গুলি, বাহু প্রভৃতি অবলম্বনে অবস্থিতি; ক্রোড়ে উপবেশন এবং চর্ব্বিত তাম্বূলাদি গ্রহণ। 'কৈশোরে ও যৌবনে'—শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা-পালন, তদীয় চেষ্টার অনুসরণ,-স্বাতন্ত্র্য-ত্যাগ প্রভৃতি, বাল্য ও অন্য সময়ে তাঁহার আনুগত্য। **সাত্ত্বিক ঃ**—স্তম্ভাদি সমুদয়। **ব্যভিচারী ঃ**— হর্ষ-গর্ব্বাদি। **স্থায়ী ঃ**—প্রশ্রয়ভক্তি নামক দাস্য-রতি। 'বাল্য'—লাল্য অভিমানময়ত্ব নিবন্ধন তাঁহাদের মধ্যে প্রশ্রয়-বীজ দৈন্যাংশে বর্ত্তমান আছে বলিয়া তাঁহাদের স্থায়িভাব প্রশ্রয়-ভক্তি নামে অভিহিত।

বৎসল রস

আলম্বন ঃ—লাল্যরূপে স্ফূর্ত্তিমান বাৎসল্যের বিষয়—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার আবার পিতৃত্বাদিরূপ গুরুবর্গ, তাহাতে নরাকার শ্রীকৃষ্ণই—বিষয়ালম্বন। গুরুবর্গের শ্রীবসুদেব, দেবকী, কুন্তি প্রভৃতির ভক্ত্যাদি—মিশ্রবৎসল আর শ্রীযশোদা, নন্দ এবং তাঁহাদের সমবয়স্কা, আত্মীয়া প্রভৃতি গোপ-গোপী—শুদ্ধ-বৎসল। ইহাদের 'স্বাভাবিক বাৎসল্যোপযোগী বৈদগ্ধী'— "পূতনা-বধান্তে গোপীগণ নিজ অঙ্গে, করে ও শ্রীকৃষ্ণ-অঙ্গে বীজ-ন্যাস করিলেন। **গুণ ঃ**—শ্রীকৃষ্ণের লাল্য-ভাবোচিত গুণ। 'শৈশব-চাপল্য'—"ব্রজেশ্বরীর সমবয়স্কা আত্মীয়া ও কৃষ্ণের প্রৌঢ়া ভ্রাতৃবধূগণ শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-চাপল্যের কথা যশোদার নিকট বলিলেন।" 'কৌমার কাল ছাড়া অন্য সময়ে'—বিনয়, লজ্জা, প্রিয়ম্বদত্ব, সারল্য, দাতৃত্বাদি গুণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে শোভা পায়। কান্তি, অবয়ব সমূহের সৌন্দর্য্য, সর্ব্ব-সল্লক্ষণত্ব, পূর্ণ কৈশোর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি ইত্যাদি গুণও সদা বর্ত্তমান আছে। **জাতি ঃ**—গোপত্বাদি। **ক্রিয়া ঃ** - জন্ম, বাল্যক্রীড়াদি। 'পৌগণ্ডাদি বয়সে'—মান্য জনের সম্মানাদি। **দ্রব্যরূপ উদ্দীপন ঃ**—তাঁহার ক্রীড়া-ভাণ্ড, বসনাদি। **কাল**—তাঁহার জন্ম-দিনাদি। **অনুভাব**—"উদ্ভাস্বর"-লালন, শিরোঘ্রাণ, আশীর্ব্বাদ, হিতোপদেশ-দান, তর্জ্জনাদি। দুঃখেও কৃষ্ণকে ভুলাইবার জন্য মিথ্যা-হাস্যাদিও বাৎসল্যের অনুভাব। দুষ্ট-জীবাদি হইতে অনিষ্টাশঙ্কাও বাৎসল্যের অনুভাব। শ্রীকৃষ্ণের কল্যাণার্থে দেবাদি-পূজাও বাৎসল্যের অনুভাব। শ্রীকৃষ্ণের কোন অলৌকিক কার্য্য দেখিয়া তাঁহার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে নির্ণয় করিতে না পারিলেই মাতা-পিতা ছাড়া অন্য বৎসলগণের পক্ষে সেই কার্য্যের অনুরূপ কারণ উপস্থিত হইতে পারে—ইহাও অনুভাব। কার্য্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে নির্ণীত হইলেও তাঁহার মাতা-পিতা সেই কার্য্যের অনুরূপ কারণ মনে করাও—অনুভাব।

শুদ্ধ ব্রজের মাধুর্য্যময়ী বাৎসল্যে স্বরূপশক্তি শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বররূপ আবির্ভাব অসমোর্দ্ধ ঐশ্বর্য্য প্রকটন করি বাৎসল্য-প্রীতি-সমুদ্রের বিক্ষোভ করিতে পারে না বা এ মাধুর্য্যকে বিকৃত করিতে পারে না, তখন পরাজয় স্বীকা করিয়া ঐশ্বর্য্যজ্ঞানরূপ বিক্ষোভ ঘুচাইয়া থাকেন।

তত্ত্বজ্ঞান ঃ—শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যপূর্ণ তত্ত্ব-বিশেষ—স্বয়ংভগবান্ হইলেও তিনি যশোদানন্দন। অসমো ঐশ্বর্য্য প্রকটন করিলেও তিনি যশোদা-নন্দনই থাকেন এ মাধুর্য্যকে আবরণ করিতে ঐশ্বর্য্য অক্ষম—ইহাই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ইহাতে ব্রজেশ্বরীর পুত্র ভাবের নৈশ্চল্য ও তত্ত্ব-জ্ঞানের বাস্তবার্থ প্রদর্শিত হইতেছে। কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ মহামুনি গোষ্ঠীর স্তব ও বসুদেবের পুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধির কথা শুনিয়াও নন্দ-যশোদার শ্রীকৃষ্ণে পুত্রভাব অপনোদিত হয় নাই উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও নন্দ মহারাজের কৃষ্ণের প্রতি ঈশ্বর বুদ্ধি জন্মে নাই, পুত্র-ভাব অবিচলিত ছিল। তবে উদ্ধব প্রতি নন্দবাক্যে—"যেন পরমেশ্বর কৃষ্ণে রতি হয়" ও অন্যত্র 'পাদপদ্ম' ইত্যাদি পাও যায় তাহার সমাধান—"উদ্ধব! তোমার কথামত কৃষ্ণ যদি পরমেশ্বর হ'ন হউন, তাহান প্রতি রতি হউক" এ উদ্দেশ্যে এবং বিরহে দৈন্য-বশতঃ বলিয়াছিলেন। ইহা দৈন্যসঞ্চারী অনুরাগ-দ্যোতক মহানুরাগেরই মহান আবর্ত্ত। সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসেই ভক্তের বিরহে অত্যন্ত দৈন্য উপস্থিত হয়। (চিত্রকেতুরও দৈন্য দেখা যায়।) তাঁহার অভিপ্রায় শ্রীকৃষ্ণ পিতৃজ্ঞানে আমার প্রতি প্রণামাদি-রূপ যে গৌরব প্রকাশ করিয়াছে তাহা হইতে যেন আমি বঞ্চিত না হই। শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে শরীর মন ও বাক্যের যথাযোগ্য চেষ্টা প্রার্থনা করিয়াছেন। 'ঈশ্বর'-শব্দ লালনাে —প্রেম-পূর্ণ আদর-সূচক প্রযুক্ত হইয়াছে। এ সকল বাৎসল্যের 'উদ্ভাস্বর'।

সাত্ত্বিক—স্তম্ভাদি অষ্ট-প্রকারই হইয়া থাকে। মাতার—স্তন্য-ক্ষরণরূপ আর একপ্রকার অধিক (নয় প্রকার)।

সঞ্চারি—সে সকল সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ-কৃত, লীলাজাত, লীলাশক্তি-কৃত এবং ঐশ্বর্য্যময়-লীলাজাত।

স্থায়িভাব—বাৎসল্য। বিভাবাদি সম্মেলনে বৎসল-রস বিস্ময়কর হয়। প্রথম "অপ্রাপ্তিময় ভেদ"; যথা—গোপীগণ যশোদার পুত্রোৎপত্তির কথা শুনিয়া আনন্দিত ও ভূষিত হইলেন। সেই অযোগের পর প্রাপ্তি-লক্ষণ সিদ্ধি-রূপ যোগ। (ভাঃ ১০।৫।৯—১০)॥ "বিয়োগ"—উদ্ধবের ব্রজাগমনে নন্দ-যশোদার ভাব। (ভাঃ ১০।৪৬.২৭-২৮)॥ "তুষ্টি-নামক যোগ"—কুরুক্ষেত্রে তিন মাস যাপন নন্দ, গোপ-গোপীগণের ক্ষণকাল বোধ হইয়াছিল। ভাঃ ১০।৮৪।৫৯,৬৬)। কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ সকল গোপ-গোপীগণের নিভৃতে সকল অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছিলেন। ব্রজে পুনরাগমনের অঙ্গীকার করিয়া সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজাগমন ব্যতীত ব্রজবাসীগণের অন্য কামনা ছিল না। কৃষ্ণ না আসা পর্য্যন্ত তাঁহারা মথুরা মণ্ডলস্থ 'গোরই'-গ্রামে অবস্থান করিতেছিলেন। তথা হইতে শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া তাঁহারা ব্রজে কৃষ্ণসহ গমন করেন, তাঁহার পর আর বিচ্ছেদ ঘটে নাই। শ্রীবৃন্দাবনের অপ্রকট প্রকাশে তাঁহার সঙ্গে ব্রজবাসীগণের নিত্য-বিহার বলিয়া তাহা 'নিত্যতুষ্টি' বলা হইয়াছে।

মৈত্রীরস

আলম্বন। বিষয়—মিত্ররূপে স্ফূর্ত্তি পাইয়া শ্রীকৃষ্ণই মৈত্রীর বিষয় হয়েন। শ্রীকৃষ্ণের লীলান্তঃপাতী মিত্র-বর্গ ইহার আশ্রয়। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সজাতীয় ভাব-বিশিষ্ট এবং সেইভাব নিজ-প্রভাবেই উৎকৃষ্ট সখ্য-ভাবে কোন কোন স্থলে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজরূপে আবির্ভূত হইলেও নরাকার বলিয়াই প্রতীত হয়েন। বিশ্বরূপ দর্শনের পর অর্জ্জুন—"চতুর্ভুজ-রূপ হও" এবং সেই চতুর্ভুজরূপে আবির্ভূত হইলে "আমার চিত্ত প্রসন্ন হইল—আমি সুস্থ হইলাম"। বিশ্বরূপাদি ও ভয়াদি অর্জ্জুনের অভীষ্ট নহে। সুহৃদ ও সখা-ভেদে মিত্র দ্বিবিধ। (১) যাঁহাদের পরস্পর নিরুপাধি উপকার রসিকতা-ময়ী প্রীতি, তাঁহারা 'সুহৃদ'। (২) সহবিহারশালী প্রণয়ময়ী প্রীতি যাঁহাদের তাঁহারা 'সখা'। ভীমসেন, দ্রৌপদী প্রভৃতি সুহৃদ। অর্জ্জুন, শ্রীদাম-বিপ্রাদি সখা। শ্রীগোকুলে শ্রীদামাদি গোপবালকগণ সখা।

আগমে বসুদাম, কিঙ্কিনী প্রভৃতি সখার কথা কথিত আছে। ভবিষ্যপুরাণে উত্তরখণ্ডে মল্ললীলায়—সুভদ্র, মণ্ডলী-ভদ্র, ভদ্রবর্দ্ধন, গোভট, যক্ষেন্দ্রভট প্রভৃতি সখা বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে সহস্র সহস্র গোপবালক ছিলেন বলিয়াছেন, কিন্তু মাত্র কয়েক জনের মাত্র নাম উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের সখা তাঁহারই তুল্য। সমান গুণ, স্বভাব, বয়স, বিলাস, বেশ-বিশিষ্ট প্রভৃতি আগমবাক্যে শ্রীকৃষ্ণ-সাম্য প্রদর্শিত হইয়াছে। গোপ-জাতিতে অভিব্যক্ত দেবগণ মাহাত্ম্য-সাম্য কৃষ্ণসখা অভিহিত হইয়াছেন। গোপালরূপী রাম-কৃষ্ণকে (প্রকৃতি-বেশ-লীলা-সাম্য) গুণ-সাম্য বলিয়া স্তব করিয়াছেন। ভাঃ ১০।২৩।৮ শ্লোকে গোপ-বালকগণের শাস্ত্রজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। ভাঃ ১০।২১।৫ "বর্হাপীড়ং-" শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের আলম্বনত্ব বর্ণিত হইয়াছে। উদ্দীপন সমূহের মধ্যে **গুণ**—অভিব্যক্ত মিত্রভাবতা, সরলতা, কৃতজ্ঞতা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, প্রতিভা, দক্ষতা, শৌর্য্য, বল, ক্ষমা, কারুণ্য, রক্তলোকত্ব প্রভৃতি এবং অবয়ব ও বয়সের সৌন্দর্য্য, সর্ব্বসল্লক্ষণত্ব প্রভৃতি। সৌহৃদ্যময় মৈত্রীতে সরলতা প্রভৃতির প্রাধান্য। আর সখ্যময় মৈত্রীতে বৈদগ্ধ, সৌন্দর্য্যাদিমিশ্র সরলতাদির প্রাধান্য। উভয়াংশ মিশ্রিত মৈত্রীতে গুণাংশদ্বয়ের যথাযোগ্য মিশ্রণ বুঝিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের পর অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সারথ্য, মৈত্রী ও সৌহৃদ্য স্মরণ করিয়া বাষ্প-গদগদ কণ্ঠে যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন। (ভাঃ ১১।৪।১-৪)। গোপগণ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের গুণ বনভোজন কালে গোবৎস-হরণ লীলায় বর্ণিত হইয়াছে (ভাঃ ১০।১৩।১০-১৩)। কালিয়-হ্রদে জলপানে মৃত গোপ-বালকগণ কৃষ্ণের কৃপাদৃষ্টিতে পুনর্জ্জীবন লাভে মৈত্রীর উদ্দীপন কারুণ্য অভিব্যক্ত হইয়াছিল। ভাঃ ১০।১৫।১৬ শ্লোকে ও 'কুন্দ-দাম'-শ্লোকে "সখাগণের সুখদাতা শ্রীকৃষ্ণ গোপ ও গোধন-বৃত হইয়া বিহার করেন।" ইত্যাদি বাক্যে মৈত্রীর উদ্দীপক গুণের বর্ণনা হইয়াছে।

জাতি—ক্ষত্রিয়ত্বে সৌহৃদ্যময় মিত্রভাবের প্রাচুর্য্য আর গোপত্বে সখ্যময় মিত্রভাবের প্রাচুর্য্য।

ক্রিয়া—সৌহৃদ্যময় প্রীতিরসে যে সকল কার্য্যে বিক্রমাদির প্রাধান্য থাকে সে সকল ক্রিয়া এবং সখ্যময় প্রীতি-রসে নর্ম্ম, গান, নানা ভাষাভিজ্ঞতা, গবাহ্বান, বেণুবাদ্যাদি, কলানৈপুণ্য, বাল্যাদিযোগ্য ক্রীড়া প্রভৃতি। **বেশ**—ময়ুর-পুচ্ছ, গৈরিক রাগ ও তরুপল্লব দ্বারা মল্লের ন্যায় বদ্ধ পরিকর। "শ্যামং হিরণ্যপরিধি" নটবেশ। গোকুলে পরিধানীয় ও উত্তরীয় বস্ত্রদ্বয় (ধূতি চাদর) ধারণ করিয়া ধার্ম্মিক গৃহস্থের বেশে থাকেন। গোপবেশ, মল্লবেশ, নটবেশ ও রাজ-বেশ দ্বারা গোপাদ্যুচিত লীলা শোভা পায়। দ্বারকাদিতে রাজবেশেরই প্রাচুর্য্য। **দ্রব্যরূপ উদ্দীপন**ঃ—বসন, ভূষণ, শঙ্খ, চক্র, শৃঙ্গ, বেণু, যষ্টি, প্রেষ্ঠজন প্রভৃতি। **কালরূপ উদ্দীপন**ঃ—গোচারণ, বনভোজন, মল্লক্রীড়া প্রভৃতির উপযুক্ত কাল। বর্ষাকালোচিত ক্রীড়ায় বর্ষাকাল। **অনুভাব**ঃ—উত্তাম্বর। সৌহৃদময়ী মৈত্রীতে নিঃস্বার্থভাবে শ্রীকৃষ্ণের হিতানুসন্ধান, সঙ্গত কি অসঙ্গত তাহা বলা, সহাস্য-আলাপ প্রভৃতি। সখ্যময়ী মৈত্রীতে অসঙ্কুচিত প্রীতিময় চেষ্টা—একত্র খেলা, সঙ্গীতাদি, কলাভ্যাস, ভোজন, উপবেশন, শয়ন, পরিহাস, রহোলীলা শ্রবণ-কথনাদি।

সাত্ত্বিকঃ—অশ্রু, প্রলয়। **সঞ্চারি**ঃ -হর্ষ। **স্থায়ীভাব**ঃ—মৈত্রী। শ্রীদাম বিপ্রাদির সেই ভাব ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-দ্বারা সঙ্কুচিত, আর শ্রীঅর্জ্জুনাদির সেই ভাবদ্বারা ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান সঙ্কুচিত। এই উভয়বিধ মৈত্রে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানের মিশ্রণ আছে। শ্রীগোপ-বালকগণের মৈত্রীরূপ স্থায়িভাব শুদ্ধ। যেহেতু তাহা কখনও বিকার প্রাপ্ত হয় না। ঐশ্বর্য্য-দর্শনে শ্রীদামবিপ্র ও অর্জ্জুনের মৈত্রী সঙ্কোচের কথা প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু গোপ-বালকগণের সম্বন্ধে সঙ্কোচের কথা শুনা যায় না। **সৌহৃদ**ঃ—ভীমের আলিঙ্গন। **সখ্য**ঃ—অর্জ্জুনের কৃষ্ণ সহ একত্র বিহার। শ্রীকৃষ্ণের সহিত সহস্র সহস্র স্নিগ্ধ গোপ-বালক সহস্র সহস্র গোবৎস অগ্রে করিয়া গমন। শ্রীকৃষ্ণে আসক্তিরূপ ভাব। গোপ-বালকগণের সহিত বিহার প্রণয়ের পরিচয়। অর্জ্জুনের প্রিয়সুহৃদ কৃষ্ণের বিচ্ছেদজনিত শোক—বিয়োগাত্মক মৈত্রীরস। "বিয়োগের পর সংঘটিত তুষ্ট্যাত্মক যোগ" যথা :—'পাণ্ডবগণ সুন্দররূপে সর্ব্বার্থ বশীভূত করিয়া বৈকুণ্ঠের চরণ কমলকে আত্যন্তিক জানিয়া মনোদ্বারা ধ্যান-প্রভাবে ভক্তির উদ্রেক হইয়াছিল। তদ্দ্বারা বিশুদ্ধবুদ্ধি একান্তমতি পাণ্ডবগণ

সেই পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণে গতি লাভ করিলেন। যাহা বিষয়াকৃষ্ট অসাধু ব্যক্তিগণের দুর্ল্লভ, তাহা বিধূতকল্মষ বিষ্ণু স্থান, বিরাজ অপ্রাকৃত আত্মাদ্বারাই সশরীরে অন্যের অসম্ভব হইলেও পাণ্ডবগণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দ্রৌপদী তাঁর পতিগণের অনপেক্ষতা জানিয়া ভগবান্ বাসুদেবে একান্তমতি হইয়া তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইলেন (ভাঃ ১।১৫।৪৮-৫০) শ্রীকৃষ্ণের সখা গোপ-বালকগণের তাঁহার দেশান্তর গমন হেতু বিয়োগাত্মক মৈত্রী-রসের উদাহরণ বাৎসল্য রসানুসারে জানা যায়।

উজ্জ্বল রস

আলম্বন ঃ—কান্তরূপে স্ফূর্ত্তিমান শ্রীকৃষ্ণ উজ্জ্বলরসে বিষয়ালম্বন। আর সজাতীয়ভাবা তদীয় বল্লভাগণ-আশ্রয়ালম্বন। উজ্জ্বলরসের আশ্রয়রূপা শ্রীব্রজদেবীগণ পরমস্বীয়া হইলেও প্রকট লীলায় পারকীয়ার ন্যায় প্রতীয়মান হয়েন। রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীগণের প্রগাঢ় অনুরাগ থাকিলেও বিধিসিদ্ধ দাম্পত্যের অপেক্ষা আছে। অপ্রকট লীলায় নিত্যত্ব হেতু বিবাহ-বিধি প্রবর্ত্তনার কোন অবকাশ নাই, তথাপি তাহাতে মহিষীগণের আমরা শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী এই অভিমান লীলাশক্তির অচিন্ত্য-প্রভাবে বর্ত্তমান থাকে। স্বীয়া ও স্বকীয়া এক কথা।

শ্রীব্রজদেবীগণের দাম্পত্য অনুরাগ-সিদ্ধ। তাঁহাদের পরাবধিপ্রাপ্ত অনুরাগের কাছে বিবাহ বিধির অপেক্ষা উপস্থিত হইতে পারে না। তাহাতে উপাধি ও বিধির সংযোগ নাই। প্রকট লীলায় শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাক্রমে পরমানুরাগের মাধুর্য্য প্রকটনার্থ অঘটন-ঘটন-পটিয়সী-শক্তি যোগমায়া-দ্বারা পারকীয় ভাবের উদ্গম হইয়াছিল। তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীত্ব নিত্য স্বভাবসিদ্ধ। অপ্রকট লীলায় দাস, সখা, পিতা-মাতা ও প্রেয়সীগণ লইয়া শ্রীকৃষ্ণ নিত্য বিহার করিতেছেন। সেই লীলায় তিনি নিত্য কিশোর। তাহাতে জন্ম-লীলার অভিব্যক্তি নাই। জন্ম ব্যতীত কেহ কাহারও পিতা-মাতা হইতে পারে না। সেই অপ্রকট-প্রকাশ-লীলায় শ্রীনন্দ-যশোদা শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা না দেখিলেও তাঁহাতে সর্ব্বদা পুত্রবুদ্ধি ও তদুচিত ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। শ্রীব্রজদেবী সম্বন্ধেও সেই প্রকার। অপ্রকট লীলার নিত্যত্ব বিধায় বিবাহাদির আরম্ভ কাল নির্দ্দেশাদি করিতে হয় বলিয়া তাহাতে উহা অসম্ভব। তাঁহারা তাঁহার নিত্য-প্রেয়সী, কখন কিরূপে সিদ্ধ হইল তাহা অনুসন্ধানের অবকাশ তাঁহাদের নাই; লীলাশক্তির অচিন্ত্য-প্রভাবে সিদ্ধ। একারণ ব্রজদেবীগণ পরম স্বকীয়া। প্রকট লীলায় স্বরূপশক্তি দ্বারা পারকীয়া ভাব প্রকটিত হওয়ায় তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গমে লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, স্বজন, বান্ধব ও লজ্জার বাধা আসিয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদের পরাবধি প্রাপ্ত অনুরাগের উদ্দাম প্রভাবে সে বাধা সকল উল্লঙ্ঘিত হইয়াছিল। লজ্জা-ধৈর্য্যাদি ত্যাগই তাঁহাদের উৎকর্ষ নহে, তাঁহাদের উৎকর্ষ—পরাবধিপ্রাপ্ত প্রবল অনুরাগ। তাহাতে নিজ-সুখের লেশমাত্র গন্ধও নাই, কেবল কৃষ্ণ-সুখ-তাৎপর্য্যময়। এ প্রকার অনুরাগ ব্রজদেবী ভিন্ন অন্য কাহাতেও নাই। ইহাই তাঁহাদের অসমোর্দ্ধ প্রেম-মহিমা। শ্রীউদ্ধবাদি সেই প্রেম-মহিমারই স্তব করিয়াছেন। প্রাকৃত রসবিদ্গণও ব্রজদেবীগণের পরমোৎকর্ষ স্বীকার করেন। ব্রজে শ্রীধন্যাদি কতিপয় গোপকুমারী শ্রীকৃষ্ণকে পতিভাবে পাইবার জন্য কাত্যায়নী-ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বস্ত্রহরণ-লীলায় অঙ্গীকার করিয়া গান্ধর্ব্ব-রীতিতে বিবাহ করেন, উহা ব্রজে অব্যক্ত থাকায় তাঁহারাও অসঙ্কোচে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গম পান নাই। মহিষীগণ অপেক্ষা তাঁহাদের উৎকর্ষ। ব্রজের উৎকর্ষ কেবল প্রেমাধিক্য-বশতঃ।

স্বকীয়-পারকীয় বিচারে কুব্জা পরকীয়া নায়িকা মধ্যে গণ্য, সে বিচারে ব্রজদেবীগণের প্রেমোৎকর্ষ নহে বা বাধাদি অতিক্রম জন্য নহে, তাঁহাদের প্রেমোৎকর্ষ জাত্যাংশে। গোপীপ্রেম স্বভাবতঃই অসমোর্দ্ধ, এ কারণ সেই জাত্যাংশে শ্রেষ্ঠ। যদিও তাঁহাদের প্রেম জাত্যাংশে প্রবল তাহা হইলেও তাঁহাদের মধ্যে তারতম্য বর্ত্তমান। তন্মধ্যে শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণ-বশীকারিত্ব প্রেম-বৈশিষ্ট্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সেই জাতি মধুরা-রতির ভেদ—(১) সাধারণী—কুব্জাদির সাধারণী রতির পরিণতি প্রেম পর্য্যন্ত। (২) সমঞ্জসা রতি—মহিষীগণের প্রেমের পরিণতি অনুরাগ পর্য্যন্ত

(৩) সমর্থারতি—ব্রজদেবীগণের প্রেমের পরিণতি মহাভাব-পর্য্যন্ত, এ কারণ ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। সমর্থারতি ব্যতীত অন্য কোনও রতি নিবারনাদি যোগে মহাভাব পর্য্যন্ত পর্য্যবসিত হয় না। সমর্থারতি যেরূপ নিজ-প্রেম-বলে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গমের যাবতীয় বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিতে পারে, অন্য রতি সেরূপ পারে না। পরম স্বকীয়ত্ব সমর্থা-রতির সহিত মিলিত হওয়ায় এবং তাহাতে বিষয়ালম্বন শ্রীকৃষ্ণ হওয়ায় তাঁহাদের মহিমা এত শ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণ কোন সময় ব্রজদেবীগণের পর-পুরুষ নহেন। ব্যবহারিক ও পরমার্থিক দৃষ্টিতেও নহে। প্রকট ও অপ্রকট উভয় লীলায়ই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি। তাঁহারা অপ্রকট লীলায় নিত্য প্রেয়সীগণের সহিত একীভূত হইয়াছিলেন। প্রকট-লীলায়ও প্রেয়সীগণের পতিম্মন্য গোপগণ কৃষ্ণের প্রতি অসূয়া করেন নাই। যোগমায়া প্রভাবে নিজ প্রেয়সীগণের পতিম্মন্য গোপগণ নিজ-স্ত্রীগণকে নিজ কাছে দেখিতেন। যোগমায়া-প্রভাব ব্রজদেবীগণকে সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদের পতিম্মন্যগণের ভোগ-বুদ্ধি হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

ব্রজদেবীগণের দৈহিক বৈশিষ্ট্য :—ভাঃ ১০।২৯।৪৩। গুণ-বৈভব-কৃত-বৈশিষ্ট্য—ভাঃ ১০।৩২।১০। কলা-বৈদগ্ধীকৃত-বৈশিষ্ট্য :—ভাঃ ১০।৩৩।৭-১০ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে।

সাধারণী-নায়িকাগণের মধ্যে সৈরিন্ধ্রী মুখ্যা। স্বকীয়া পট্টমহিষী-গণের মধ্যে রুক্মিণী ও সত্যভামা দুই জন মুখ্যা। যথা হরিবংশে—রুক্মিণী কুটুম্বদিগের অধীশ্বরী, সত্যভামা স্ত্রীগণের মধ্যে উত্তমা ও অতিশয় সৌভাগ্যবতী (শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া) ছিলেন। ব্রজদেবীগণের মধ্যে শ্রীরাধিকা মুখ্যা। গোপালতাপনীতে যে গান্ধর্ব্বিকার উল্লেখ আছে; এই শ্রেষ্ঠত্ব-চিহ্নদ্বারা তিনি রাধা বলিয়া অনুমিত হয়েন। সেইকৃষ্ণ-বল্লভাগণের বহু ভেদ, তাহা ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণিতে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ রাজকুমারীগণের পাণিগ্রহণ করেন, তাহার কারণ—সেই রাজকুমারী ও গোপকুমারীগণ একাত্মা ছিলেন; তাঁহারা কৃষ্ণ-প্রাপ্তি ব্যতীত প্রাণ পরিত্যাগ সংকল্পে তাঁহাদের প্রীতির পরিচয়ে তাঁহাদিকে বিবাহ করিয়াছিলেন। পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—"তাঁহারা কৈশোরে গোপ-কন্যা ও যৌবনে রাজকন্যা হইয়াছিলেন।

সখীগণ :—ব্রজদেবীগণের রাসে কৃষ্ণান্বেষণে যাঁহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিরহ দর্শন করিয়াছেন তাহাতে সখীত্বারোপ এবং সেই বিহারে অনুমোদন দ্বারা শ্রীরাধার সখীত্বের প্রকাশ করিতেছেন।

সুহৃদ :—শ্রীরাধা-সম্বন্ধে "অনয়ারাধিতো" শ্লোকোক্ত শ্রীরাধার ভাগ্যদ্বারা রাধার সুহৃদ।

তটস্থা :—"অপ্যেণপত্নী" (ভাঃ ১০।৩০।১১) শ্লোকে রাধার সম্বন্ধে ঔদাসীন্য জন্য ইনি তটস্থা।

প্রতিপক্ষ :—ভাঃ ১০।৩০।৩০ শ্লোকোক্ত শ্রীরাধার প্রতি মাৎসর্য্য বলিয়া শ্রীরাধার প্রতিপক্ষ। রুক্মিণীর প্রতি সত্যভামার পারিজাতাহরণাদিতে প্রতিপক্ষ স্পষ্ট আছে। ভগবদ্ভক্তগণের পরস্পর বিরোধের কারণ কি? শ্রীকৃষ্ণও ব্রজদেবীগণের ঈর্ষা, মদ ও মানাদি দূর করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন (ভাঃ ১০।২৯।৪৮) ও ব্রজদেবীগণের মানাদিকে 'দৌরাত্ম্য'-শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন (ভাঃ ১০।৩০।৩৪)। তাহাতে বক্তব্য এই যে—শ্রীভগবানের সমুদয় ক্রীড়াই প্রীতি-পোষণের জন্য, এই হেতু ভাঃ ১০।৩৩।৩৬ শ্লোকে "সেই লীলায় ভক্তগণ আসক্ত হন।" শৃঙ্গার-ক্রীড়ার স্বভাব—বিভিন্ন প্রকৃতির প্রেয়সীবর্গের ঈর্ষা, মদ, মানাদিরূপে ভাব-বৈচিত্রীকে পরিকর (সহায়) করিয়া রস পোষণ করেন, ইহা রসপরিপাটী। শ্রীভগবান্ নিজ লীলায় সে সকল অঙ্গীকার করেন। আপনাকে দক্ষিণ, অনুকূল, শঠ ও ধৃষ্ট এই চতুর্ব্বিধ নায়কত্ব যথাস্থানে ব্যক্ত করেন। সুতরাং লীলাশক্তিই ভাবানুরূপে উহা প্রকটন করেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে প্রেয়সীগণের দৈন্য-বশতঃ একজাতীয় ভাব উপস্থিত হওয়ায় সকলের সখ্য অভিব্যক্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে শ্রীব্রজদেবীগণের প্রবল তৃষ্ণা বৃদ্ধি করিবার জন্য বিরহ-লীলা প্রকটন করেন। ব্রজদেবীগণের সেই তৃষ্ণা বৃদ্ধিই নাগর-চূড়ামণীন্দ্র কৃষ্ণের অত্যন্ত রুচিকর।

উদ্দীপনা :—অভিব্যক্তভাবত্ব :—(স্কন্দ পুরাণে) গোপগণের হিতও গোপীগণের রতির নিমিত্ত স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ

'তুলসী' তোমাকে বৃন্দাবনে রোপন ও সেবা করিয়াছেন। ভাঃ ১০।৩১।২, ৮, ১২ ও ১৬ শ্লোকে ব্রজদেবীগণের ভাব-অভিব্যক্ত বর্ণিত হইয়াছে। **সম্ভোগে** :—ভাঃ ১০।২৯।৪২—৪৬ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। গুণ বিশেষের উদ্দীপনের বিভাবের কথা ব্যক্ত আছে। **প্রেয়সীবশত্ব** :—রুক্মিণী-হরণে ও ব্রজদেবীগণের প্রেমবশ্যত্ব প্রসিদ্ধ আছে।

জাতিরূপ উদ্দীপন :—শ্রীকৃষ্ণের গোপত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব ভেদে জাতি দ্বিবিধ। **ক্রিয়ারূপ উদ্দীপন**:—ভাব-সম্বন্ধিনী ও স্বাভাবিক-বিনোদময়ী। **দ্রব্যরূপ উদ্দীপন** :—শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী 'দ্রব্যরূপ'। **পরিকররূপ উদ্দীপন**—ব্রজরমণীগণ উদ্ধবকে দেখিয়া ইত্যাদি। **মণ্ডনরূপ উদ্দীপক** :—কুঙ্কুমই উদ্দীপন-দ্রব্য। বংশীরূপ উদ্দীপন দ্রব্য। পদাঙ্করূপ উদ্দপীন দ্রব্য। নখাঙ্করূপ উদ্দীপন দ্রব্য। **কালরূপ উদ্দীপন** :—রাসোৎসবাদি সম্বন্ধী কাল। শ্রীকৃষ্ণের গুণ সকল যেমন উদ্দীপন বিভাব, সে সকল গুণপোষক সেবোপযোগী বলিয়া তাঁহার প্রেয়সীগণের গুণসমূহও উদ্দীপন বিভাব। তন্মধ্যে কতিপয় গুণ তাঁহাদের নিজ সম্বন্ধীয়, কতিপয় নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেয়সী-সম্বন্ধীয় ভেদে দ্বিবিধ।

অনুভাব :—"কুব্জার অনুভাব"—ভাঃ ১০।৪৮।৫ কুব্জা স্নান, গন্ধাদি অনুলেপন দ্রব্যগ্রহণ, মনোহর বস্ত্রাদি প্রসাধন পুর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। "পট্টমহিষীগণের অনুভাব" :—শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া নিরন্তর বর্দ্ধনশীল হর্ষ-সহকারে অনুরাগযুক্ত হাস্য-দৃষ্টিপাত, নবসঙ্গলালসা প্রভৃতি বিভ্রমসমূহ ধারণ করিয়াছিলেন। (ভাঃ ১০।৬১।৫)। "ব্রজদেবীগণের অনুভাব" :—অপরাহ্নে ব্রজপ্রবেশ সময়ের বিবরণ (ভাঃ ১০।১৫।৪২-৪৬)। ও "আসমহো"-শ্লোকে স্বজন আর্য্যপথ ত্যাগাদি তাঁহাদের প্রীতির অনুভাব। প্রায় সমস্ত ব্রজসুন্দরীর অনুভাব—উদ্ভাস্বর, সাত্ত্বিক. অলঙ্কার ও বাচিক-ভেদে চতুর্ব্বিধ। উদ্ভাস্বর যথা :—নীবি-উত্তরীয়-ধম্মিল্ল-ভ্রংশন. গাত্রমোটন. জৃম্ভা, গাত্রের প্রফুল্লতা, নিশ্বাসাদি। **সাত্ত্বিক সমুহ** :—রাসে শ্রীকৃষ্ণের বাহু চুম্বন করিলেন।

অলঙ্কার :—বিংশতি প্রকার :—ভাব, হাব, হেলা (অঙ্গজ), শোভা, মাধুর্য্য. প্রাগল্ভ্য. ঔদার্য্য, ধৈর্য্য, কান্তি ও দীপ্তি এই সাত (যত্নজ); লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, কিলকিঞ্চিত, বিভ্রম, বিব্বোক, ললিত. কুট্টমিত, মোট্টায়িত ও বিকৃত (এই দশ স্বভাবজ)। **বাচিক** :—আলাপ, বিলাপ, সংলাপ, প্রলাপ, অনুলাপ, অপলাপ, সন্দেশ, অতিদেশ, অপদেশ, উপদেশ, নির্দ্দেশ ও ব্যপদেশ-ভেদে বাচিক দ্বাদশ প্রকার।

ব্যভিচার :—নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, মদ, গর্ব্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপস্মার, ব্যাধি, মোহ, মৃতি আলস্য, জাড্য, ব্রীড়া, আবহিত্থা, স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ঔৎসুক্য, উগ্রতা, অমর্ষ, অসূয়া, চাপল্য, নিদ্রা, সুপ্তি (স্বপ্ন) ও বোধ। **স্থায়ীভাব**—উজ্জ্বলরসে কান্তভাব স্থায়ী। তাহার হেতু দ্বিবিধ—কৃষ্ণের স্বভাব ও রমণী-বিশেষের স্বভাব। এই কান্তভাব দুই প্রকার—সাক্ষাদুপভোগাত্মক ও সাক্ষাদুপভোগ-অনুমোদনাত্মক। প্রথম প্রকারের নায়িকাগণের, আর শেষোক্ত তাঁহাদের সখীগণের। যে সকল নায়িকাতে নায়িকাত্ব ও সখীত্ব মিশ্রণ থাকে, সে সকলে উভয়বিধ কান্তভাবের মিশ্রণ থাকে। সম্ভোগেচ্ছাই সাধারণী রতির কারণ। সমঞ্জসা রতিতে সম্ভোগেচ্ছা কখন রতির সহিত অভিন্ন থাকে কখন পৃথকরূপে প্রতীত হয়। নিজের ও কান্তের উভয়ের সুখ-সম্পাদনেচ্ছা থাকে। যথা—দ্বারকার মহিষীগণ। সমর্থারতিতে সম্ভোগেচ্ছা রতির সহিত অভিন্ন থাকে। কেবল কান্তের সুখ-সম্পাদনেচ্ছাই থাকে। ব্রজদেবীগণের কান্তভাব হইতে সম্ভোগেচ্ছা অভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণে রতি ছাড়া তাঁহাদের পৃথক্ সম্ভোগেচ্ছা নাই।

ব্রজদেবীগণের কান্তভাবে বহু ভেদ আছে, তন্মধ্যে ত্বদীয়তা ও মদীয়তা-ভেদে দ্বিবিধ। যথায় আদর-বিশেষ বর্ত্তমানে 'আমি তোমার' ভাব থাকায় কান্তের প্রতি নিজেদের অধীনতা, বিনয়, স্তুতি, অনুকুলতা ত্বদীয়তাতে প্রচুররূপে ব্যক্ত হয়। প্রেয়সীগণের কান্তভাবে তুমি আমার (মদীয়তা) অভিমান থাকে। কান্ত আপনার অধীন নিগূঢ় অভিপ্রায় জ্ঞান। পরিহাস ও কৌটিল্যাভাস প্রচুর বর্ত্তমান থাকে। মধ্যস্থিতা পরমদুর্ল্লভতা-ভাব-বিশেষ-ধারিণী শ্রীরাধা। শ্রীরাধার মদীয়াভিমানময় কান্তভাবের জন্য তাঁহার মাহাত্ম্য সর্ব্বাধিক।

দ্বারকায় শ্রীসত্যভামার ভাব শ্রীরাধার ভাবের অনুগত বলিয়া নিখিল মহিষী হইতে তাঁহার প্রশংসা শুনা যায়। তাঁহাতে ভাব সাদৃশ্যও সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্তা। সৌভাগ্যে সত্যভামা অধিক (হরিবংশে)। তাহার প্রমাণ—অঙ্গণে পারিজাত বৃক্ষ। স্বদীয়তা ভাব শ্রীরাধার ভাবের বিরোধী বলিয়া স্বদীয়-ভাবময়ী চন্দ্রাবলী শ্রীরাধার প্রতিপক্ষ নায়িকা। শ্রীবিল্বমঙ্গল বলিয়াছেন—"রাধার মোহন-মন্দির হইতে চন্দ্রাবলীর নিকট উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—"রাধে! কুশল ত? তখন শ্লেষে চন্দ্রাবলী বলিলেন (কংস ক্ষেমং) সে কুশল কি? কৃষ্ণ বলিলেন অয়ি বিমুগ্ধে তুমি কংস দেখিলে কোথায়? চন্দ্রাবলী বলিলেন এস্থলে রাধা কোথায়? ইহা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ ঈষদ্ধাস্যযুক্ত হইয়া লজ্জায় অবনত বদন হইয়াছিলেন। রাসে শ্রীকৃষ্ণের পুনরাবির্ভাব-বর্ণন প্রসঙ্গে চন্দ্রাবলী-সদৃশ ভাববতী নায়িকাদ্বয় চন্দ্রাবলীর সখী শব্যা ও পদ্মা বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

শ্রীরাধার সদৃশ ভাববতীর কথা ১০।৩২।৭ম ও ৮ম শ্লোকে বর্ণিত। ইঁহারা চন্দ্রাবলী বা তাঁহার সখীগণের মত স্পর্শ করিলেন না। মদীয়ত্বাভিমানে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আগ্রহের সহিত স্পর্শ করিলেন না দেখিয়া বাম্য হইলেন। ইঁহারা প্রায় শ্রীরাধার সমান হেতু মদীয়াভিমানময় কান্তভাববতী শ্রীরাধার অনুগতা "শ্রীবিশাখা (ধ্যান নিষ্ঠিকা)" ও "রাধা অনুরাধা ললিতা" ভবিষ্য-পুরাণের উত্তরখণ্ডে বর্ণিত।

তদীয় ও মদীয় উভয় ভাবেরই সম্মিলনে (ভাঃ ১০।৩২।৪ শ্লোকের শেষচরণ) 'কাচিদ্দধার' শ্লোকে—শ্রীকৃষ্ণ-বাহু নিজ স্কন্ধে ধারণ দ্বারা তদীয়ত্ব চন্দ্রাবলীর ভাব দাক্ষিণ্যাংশে ও শেষোক্ত শ্রীরাধার মদীয়াংশের সাম্য হেতু ভাব-সাবর্ণ্যাদি জানা যায়। ইহার মদীয়াংশের প্রবাল্য হেতু শ্রীরাধাতে ইঁহার সৌহার্দ্দ্য আছে—ইনি শ্যামলা বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত কোন গোপী গোবিন্দকে আসিতে দেখিয়া কেবল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন। আর কিছু না বলার ভাব সুস্পষ্ট নয় বলিয়া ইনি 'তটস্থ-পক্ষ—ভদ্রা'। শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া সমস্ত গোপী নিজ নিজ ভাবের পরমানন্দরূপতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

"অনুমোদনাত্মক"—রুক্মিণীর বিবাহে নাগরিকাগণের উক্তি—"শ্রীকৃষ্ণ যেন রুক্মিণীর পাণি-গ্রহণ করেন।" প্রেমের (কান্ত ভাবের) কলা (কিছুমাত্র লেশ) তদ্দ্বারা বদ্ধ (সেই সুখে আকুল) প্রেমকলাবদ্ধ নানা-বাসনাবিশিষ্ট নাগরিকের হৃদয়ে দাম্পত্য স্থিতিরূপ কান্ত-ভাবের সামান্য অংশেরই 'অনুমোদন' উৎপন্ন হইয়াছিল। কলা-দ্বারা বিষম ভাববিশিষ্ট হইলেও সমস্ত নাগরিকের চিত্তবৃন্দ সর্ব্বপ্রকারভাব অতিক্রম-পূর্ব্বক সকলকে এক মত করিয়া উল্লাসিত সে ভাব উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই কান্ত-ভাবরূপ পূর্ণশশধর স্বয়ং যাঁহাদের চিত্তে উদিত হয় তাঁহাদের চিত্তে সেই ভাবের নিরতিশয় উল্লাস হইয়া থাকে।

এইরূপে আলম্বনাদি এবং স্থায়ীভাবের চরমসীমায় (মহাভাবের) সম্মিলন-চমৎকারিতা বহন করিয়া উজ্জ্বল-নামক রস নিষ্পন্ন হয়। উজ্জ্বল-রসে সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ নামক দুইটি ভেদ আছে। বিপ্রলম্ভ ব্যতীত সম্ভোগের পুষ্টি হয় না। "যেমন রঞ্জিত বস্ত্র পুনরায় রঞ্জিত হইলে তাহার রাগ (রং) অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়" তদ্রূপ। সেই বিপ্রলম্ভের পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেম-বৈচিত্ত্য ও প্রবাস এই চতুর্ব্বিধ ভেদ আছে। ব্রজগোপীগণের পূর্ব্বরাগ কোন স্থলে বাল্যেও সম্ভোগ বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহারা স্বাভাবিক ভাববতী, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও নিমিত্ত কদাচিত সেই ভাবাবির্ভাব-প্রভাবে কৈশোরাবির্ভাব হেতু সঙ্গত হয়। যথা ভবিষ্যপুরাণে কার্ত্তিক প্রসঙ্গে—"ভগবান্ কৃষ্ণ বাল্যেও কৈশোর ভাব আশ্রয় করিয়া" অন্য সময়ে সেই ভাব আচ্ছাদিত হইলে কৈশোরাদিও আচ্ছাদিত হইয়া অবস্থান করে। সেই হেতু ভাবাদির অবিচ্ছিন্নতার অভাব ঘটে বলিয়া বাল্যের সম্ভোগ অত্যন্ত রসধায়ক নহে। মহাতেজস্বিতা প্রভাবে ষষ্ঠ বর্ষ হইতে অবিচ্ছেদে কৈশোরাবির্ভাব ঘটিলে শ্রীব্রজদেবীগণের পুনর্ব্বার পূর্ব্বরাগ উৎপন্ন হয়। শ্রীঃ ভাঃ ১০।২১।১-১৩ ও ১৯ শ্লোকে ব্রজদেবীগণের পূর্ব্বরাগ বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় শ্লোকে নিজভাব গোপন করিয়া অপরোক্ষ-ভাবে বেণুগীতের কথা বর্ণিত হইয়াছে। ৪র্থ শ্লোকে কন্দর্পবেগে তাঁহাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হওয়ায়

অপরোক্ষ বর্ণনেও অসমর্থা হইয়াছিলেন। ৫ম শ্লোকে অধর-সুধার প্রাচুর্য্যানুভবে মোহ। ৬ষ্ঠ শ্লোকে পরস্পর আলিঙ্গনের দ্বারা প্রেমোন্মাদ অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। ভাব প্রাবল্যে ৭ম শ্লোকে ভাব-গোপন হয়, ভাব-পারবশ্যে অসমর্থতা হয়। ৮ম ও ৯ম শ্লোকে জ্ঞানতঃ ভাবাভিব্যক্তি-দ্বারা ভাব-পারবশ্য; এই প্রকারে পরোক্ষ-বিধানার্থে অগ্রবর্ত্তী গোপীগণ বেণু-গীত শ্রবণ করিয়া ১৩শ শ্লোকাদিতে বিজাতীয় ভাব বর্ণন করিয়াছেন। এবম্বিধ পূর্ব্বরাগ বর্ণনের উপসংহারে বনচারী ভগবানের ক্রীড়া বর্ণন করিতে গোপীগণ তন্ময়তা প্রাপ্ত হইলেন। ১০।২১।২০ শ্লোকে তন্ময়তা শ্রীকৃষ্ণে পরমাবেশ সূচিত হইয়াছে। **কুমারীগণের পূর্ব্বরাগঃ**—ভাঃ ১০।২২ অধ্যায়ে বস্ত্রহরণ-প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে। এই অবস্থায় কাম-লেখাদি প্রেরণ সাধিত হয়।

সম্ভোগঃ—অনন্তর পূর্ব্বরাগান্তর সংঘটিত সম্ভোগ বর্ণিত হইতেছে। সেই সম্ভোগে সাধারণতঃ সন্দর্শন সংজল্প, সংস্পর্শ ও সম্প্রয়োগ-রূপ চতুর্ব্বিধ ভেদ দৃষ্ট হয়। সম্যক দর্শন যাহাতে সেই ভাব সন্দর্শন। শ্রীরুক্মিণীদেবীর পূর্ব্বরাগান্তর সঞ্জাত সন্দর্শন ও সংস্পর্শন নামক সম্ভোগ ভাঃ ১০।৫৩।৫৪-৫৫ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। ব্রজকুমারীগণের সন্দর্শন ও সংজল্প ভাঃ ১০।২২।৯ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে (বস্ত্রহরণ লীলায়)। বনিতার (অনুরাগবতী রমণীর) অনুরাগাস্বাদনে রসজ্ঞগণের যেমন বাঞ্ছা হয় তাঁহার স্পর্শাদিতে তেমন বাঞ্ছা হয় না। বস্ত্রহরণ-লীলায় লজ্জাচ্ছেদ-নামক পূর্ব্বানুরাগ ব্যঞ্জক দশা-বিশেষ আছে। রসশাস্ত্রে উল্লেখ আছে—নয়নপ্রীতি, প্রথম সম্ভোগ, সংজল্প, নিদ্রাচ্ছেদ, বিষয় নিবৃত্তি, লজ্জাচ্ছেদ, উন্মাদ, মূর্চ্ছা ও মৃত্যু এই দশবিধ স্মরণদশা। অনুরাগ-ব্যঞ্জক দশ দশা মধ্যে কুলকুমারীগণের লজ্জাচ্ছেদেই অনুরাগের পরাকাষ্ঠা ব্যক্ত হয়। তাঁহারা দশমী দশা মৃত্যু পর্য্যন্ত অঙ্গীকার করেন, তথাপি লজ্জাত্যাগে সম্মতা হয়েন না। সুতরাং ব্রজকুমারীগণের প্রচুরতম অনুরাগ আস্বাদন করিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রকার পরিহাস করিয়াছিলেন। ভাঃ ১০।২২।১১ শ্লোকে যে সকল সখার কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বদা সঙ্গী, অন্তঃকরণস্বরূপ, অঙ্গনির্ব্বিশেষ, সখ্য ভিন্ন অন্যভাব স্পর্শ করেন না। গৌতমীয় তন্ত্রে তাঁহাদের পূজা-বিধি আছে। দাম, সুদাম, বসুদাম ও কিঙ্কিণী। সুতরাং সখাগণ সমক্ষে প্রকাশ করিলেও বস্ত্রহরণ-লীলা গুপ্তভাবেই নিষ্পন্ন হইয়াছে। এ কারণ সখা সমক্ষে তাদৃশ রাগানুস্বাদনরূপ কৌতুক নির্ব্বাহার্থ শ্রীকৃষ্ণ পরিহাস পরিপাটীময় বাক্য প্রয়োগে রসের ব্যাঘাত ঘটে নাই, উল্লাসই হইয়াছে। 'শুদ্ধভাবে প্রসাদিত ভগবান্ তাঁহাদিগকে আহতা দেখিয়া প্রীত হইয়া' (ভাঃ ১০।২২।১৮)। আহতা, স্ত্রী-স্বভাব লজ্জাংশ অবশিষ্ট ছিল বলিয়া নম্রতা হেতু তাঁহাদের সেই ঈষদ্ভগ্ন দেখা গিয়াছিল। তাঁহাদের সেই লজ্জাংশ ধ্বংস দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে "ব্রত ধারণ করিয়া বিবস্ত্রা জলে প্রবেশ করিয়াছ কেন" এই প্রকার কৌতুক-বাক্য শুনিয়া উহা আপনাদের ব্রত-ভঙ্গের কারণ মনে করিয়া সেই ব্রত-পূর্ত্তি-কামনায় সেই ব্রত ও অন্যান্য অশেষ কর্ম্মের সাক্ষাৎ ফলস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন। "বিবস্ত্রা হইয়া", বাক্যে বঞ্চনা, "এস্থানে আসিয়া নিজ নিজ বস্ত্র লইয়া যাও" বাক্যে 'লজ্জা দিয়া উপেক্ষা',. "সত্য বলিতেছি পরিহাস নহে" বাক্যে থাকে উপহাস, বিবস্ত্রা স্নানের প্রায়শ্চিত্তরূপে "বদ্ধাঞ্জলি হইয়া আইস" ইত্যাদি বাক্যে ক্রীড়া-পুত্তলিকার মত করায় —শ্রীকৃষ্ণেরই দোষ। ব্রজদেবীগণের বঞ্চনাযোগ্য কোন দোষ ছিল না। তথাপি তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে দোষারোপ না করিয়া পরমপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভে পরমানন্দিত হইয়াছিলেন। ভাঃ ১০।২২।২২।

যজ্ঞপত্নীগণ ব্রাহ্মণী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী হইবার অযোগ্য বিধায় পূর্ব্বরাগ উদিত হয় নাই। পূর্ব্বরাগের মত যে ভাব এবং তদনন্তর সন্দর্শন ও সংজল্পরূপ সম্ভোগের মত প্রতীয়মান সম্ভোগাভাস। ভাঃ ১০।২৩।২০-৩০। ইহাতে গ্রীষ্মকালে যজ্ঞপত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাপ্তি জনিত তাপ হইতে মুক্ত হইলেন। তন্মধ্যে কোন যজ্ঞপত্নীর অযোগ্যতা (ব্রাহ্মণীদেহে কৃষ্ণ প্রেয়সীত্ব লাভে) নাশ পূর্ব্বক পূর্ব্বরাগান্তরজাত সেই সংস্পর্শনাত্মক সম্ভোগ নিষ্পন্ন হইয়াছিল। ভাঃ ১০।২৩।৩৫ শ্লোকে পতি-কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ কোন যজ্ঞ পত্নী, তিনি যেমন শুনিয়াছিলেন, ভগবান্‌কে তদ্রূপ ধারন করিয়া কর্ম্মানুবন্ধন (পূর্বজন্মের কর্ম্মফল লব্ধ) দেহ বিশেষরূপে ত্যাগ করিলেন (অন্তঃকালে চিন্তানুরূপ

দেহান্তে প্রাপ্তি)। তাদৃশী প্রাপ্তি প্রতিপন্ন হয়। তাঁহাদের বল্লভ-রূপে কৃষ্ণপ্রাপ্তি গোপীরূপ প্রাপ্তির পরই সম্ভব। ব্রহ্মণীরূপে নহে ; ইহাও সূচিত হইল। 'লীলানরবপু' ভাঃ ১০।২০।৩৭ শ্লোকে গো, গোপ, গোপীগণকে ক্রীড়া করাইবার নিমিত্ত স্বয়ং ক্রীড়া করেন। প্রকট লীলায় কৃষ্ণপ্রাপ্তির অসম্ভাবনায় দশমী দশায় (দেহত্যাগে) কষ্টের সহিত অবিচ্ছেদে (কৃষ্ণপ্রাপ্তির) কৃষ্ণানুসন্ধান বর্ত্তমান থাকায় উৎকণ্ঠা পুষ্টি লাভ করিয়াছিল, তাহাতে রসোৎকর্ষ প্রতিপন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্মণপত্নীগণের গোপীদেহ-প্রাপ্তির পর শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তি সঙ্গত হয়।

বস্ত্রহরণ লীলায় কুমারীগণ কৃষ্ণকে যে ভাবে পাইয়াছিলন, তাহাতে তাঁহারা কৃতার্থ হন নাই। এ জন্য এই প্রাপ্তিতে পূর্ব্বরাগাংশ অতিক্রান্ত হয় নাই। 'পূর্ণা পুলিন্দা', 'যর্হ্যম্বুজাক্ষ' শ্লোকে কোন কোন গোপীর রাসের পূর্ব্বে কৃষ্ণস্পর্শ লাভের কথা শুনা যায়, তাহা উঁহাদের বেণুগীত শ্রবণজ মূর্চ্ছাদির প্রশমনের নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছিল ; সম্ভোগ-রীতিতে সেই স্পর্শ সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। রাসেই প্রথম মিলন তাহা অভিসার ও রাসারম্ভে প্রত্যাখ্যানাদিতে, প্রার্থনাদিতে জানা যায়। (ভাঃ ১০।২৯.৪)।

মান। সম্ভোগের মধ্যে মানরূপ বিপ্রলম্ভ হয়। তাহা সহেতু ও নির্হেতু-ভেদে মান দ্বিবিধ। মানময় বিলাস কৃষ্ণের পরম-সুখদ। যথা—শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে বলিয়াছেন—'হে সুন্দরী ! তুমি আমাকে কি বলিবে তাহা শুনিবার নিমিত্ত পরিহাস করিয়া আমি এইরূপ আচরণ করিয়াছি। আমার আরও ইচ্ছা ছিল প্রণয়কোপে কম্পিত অধর-বিশিষ্ট তোমার মুখ দর্শন করি।" রুক্মিণীদেবীর অবিক্ষেপিত্ব মান কান্ত-ভাবাখ্য প্রীতির পোষক। রাসে প্রথম সঙ্গ বলিয়া ব্রজদেবীগণের বিপক্ষের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনাদি জনিত ঈর্ষার উদ্রেক হইতে পারে নাই। সুতরাং রাসে তাঁহাদের মান পরিত্যাগ-জনিত ঈর্ষা-হেতুকই বুঝা যায়। স্তবাদি-দ্বারা ঈদৃশ মান প্রশমিত হয়। ইহা কেবল প্রণয়ের বিলাস-বিশেষ হেতুর অভাব প্রতীত হয় বলিয়া নির্হেতুমান বলা যায়। উহা নায়কেরও হয়। ব্রজসুন্দরীগণের সৌভাগ্যমদ ও মান, প্রণয়-মান। শ্রীরাধার প্রণয়-মান (ভাঃ ১০।৩০।৩৫-৩৭)। ইহার পর শ্রীকৃষ্ণেরও প্রণয়-মান উপস্থিত হইয়াছিল (ভাঃ ১০।৩০।৩৮)। এস্থলে ব্রজদেবীগণের অহেতু ও শ্রীকৃষ্ণের হেত্বাভাসজ-মান। ব্রজদেবীগণের প্রণয় নিজপ্রবাহোদ্রেক-দ্বারা স্বরসাবর্ত্তরূপ কৌটিল্যস্পর্শে মান-নামক প্রীতি-বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হয়। তাঁহাদেরই শুদ্ধ মানাখ্য বিপ্রলম্ভ উৎপন্ন হয়। তাহাতে অন্য কৃষ্ণপ্রেয়সীগণের আবার হেতু সত্ত্বেও বিষাদময় চিন্তাপ্রধান মান উপস্থিত হয়। যথা—ভাঃ ১০।৬০ অধ্যায়ে রুক্মিণীর প্রতি কৃষ্ণের প্রণয়-পরিহাসময় বচন সমূহ আছে, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের সকৌতুক অভিপ্রায়—রুক্মিণী সরল প্রেমবতী এবং গাম্ভীর্য্যবতী। সেই হেতু আমি যে প্রিয়ার সকোপ-বিলাপ কিম্বা প্রেম-নির্ব্বন্ধ-প্রকাশক সবিকার (অশ্রু-পুলকাদি) কণ্ঠোক্তি-বিশেষশ্রবণের ইচ্ছা করি, তাহা এই রুক্মিণীতে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইবে না। সুতরাং কোপ-বিলাস অথবা তাদৃশোক্তিতে উহা হইতে যাহা প্রকাশ পায় যথেষ্ট পরিহাস দ্বারা আমি সেই-চেষ্টা করিব। যেহেতু ভ্রাতৃবৈরূপ্যাদি-দ্বারাও ইঁহার কোপোদ্রেক হয় নাই। মিলন-সুখই উহার সর্ব্বস্ব, সুতরাং মিলন-সুখের প্রতি তুচ্ছতা প্রকাশ করিলে কোপ উপস্থিত হইবে। যদি কোপ না জন্মে আমার বিরহ-ভয়ে প্রেম-নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিবেন। ভাঃ ১০।৬০ অধ্যায়ে বর্ণিত শ্লোক সমূহে শ্রীরুক্মিণীদেবীর প্রণয়ে স্বরসাবর্ত্তরূপ কৌটিল্যাভাবে মানাযোগ্যত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। উহা ব্রজদেবীগণ ভিন্ন অন্য কাহারও হয় না।

মানান্তর সঞ্জাত সম্ভোগ :—এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের মনোহর বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার কর-চরণাদি অঙ্গসমূহ দ্বারা কল্যাণ সমৃদ্ধ হইয়া (গ্রহণও আলিঙ্গনাদি দ্বারা পূর্ণমনোরথ হইয়া) ব্রজদেবীগণ বিরহ-দুঃখ বিসর্জ্জন করিলেন। ভাঃ ১০।৩৩,১।

প্রেমবৈচিত্ত্য :—ভাঃ ১০।৯০।১৩-২৪ বর্ণিত। মহিষীগণের বুদ্ধি অপহৃতা হইয়াছিল। একমাত্র মুকুন্দেই চিত্তবৃত্তি নিবদ্ধ থাকায় তাঁহারা সমাধিস্থের ন্যায় ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন। পুনর্ব্বার অনুরাগ-বিশেষ-

বশে উন্মাদিনীর মত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সহিত সে সময় বিহার করিলেও তাঁহাকে অগোচরে অবস্থিতের ন্যায় ভাবিয়া জড়-বিচারশূন্য হইয়া উক্ত বচন সমূহ ব্যক্ত করেন। অতঃপর মহিষীগণের তাদৃশ অশেষ বিপ্রলম্ভের পর সঞ্জাত নিত্যই সর্ব্বাত্মক সম্ভোগ বর্ণিত হইতেছে—যোগেশ্বর কৃষ্ণের প্রতিক্রিয়মান এইপ্রকার ভাব দ্বারা মাধবীগণ (মধুবংশোদ্ভূত কৃষ্ণের নিত্য প্রেয়সী) বৈষ্ণবীগতি (শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধিনী-গতি—নিত্য-সংযোগ) লাভ করিলেন (ভাঃ ১০।৯০।২৫)।

প্রবাসঃ—ইহা নানা প্রকার। উজ্জলনীলমণি গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রবাস কিয়দ্দূর গমনময় প্রবাস দ্বিবিধ—এক লীলাগত ও লীলাপরম্পরাগত। এক লীলাগত যথা—শ্রীভগবান্ অতর্কিতভাবে অন্তর্হিত হইলে ব্রজসুন্দরীগণ তাহাকে না দেখিয়া সন্তপ্তা হইলেন। ভাঃ ১০।৩০।১। প্রথমে প্রলাপাখ্য দশা (শ্রীরাধার) শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর শ্রীরাধার প্রলাপ—'হা নাথ! হা রমন! হা প্রেষ্ঠ ইত্যাদি (ভাঃ ১০।৩০।৩৯)। সমুদয় ব্রজদেবীগণের প্রলাপ ভাঃ ১০।৩১।১-১৯ পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। (ইহা অনুরাগের পরমোৎকর্ষ)।

সম্ভোগঃ—গোপীগণ কেশবের ঈষদ্দর্শনে পরমানন্দ লাভ করিলেন, তাঁহাদের বিরহ সন্তাপ দূরীভূত হইল ভাঃ ১০।৩২।৯। "লীলাপরম্পরাগত কিঞ্চিদ্দূর প্রবাস":—শ্রীকৃষ্ণ বনগমন করিলে যাঁহাদেব মন অনুগমন করিয়াছিল সেই গোপীগণ তদীয় লীলাগান-পূর্ব্বক অতিকষ্টে দিবস অতিবাহিত করিলেন। (ভাঃ ১০।৩৫।১।

দূর প্রবাসঃ—বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ ও অতীত-ভেদে তিন প্রকার। ভাবী প্রবাসঃ—ভাঃ ১০।৩৯।১৩-৩১ বর্ত্তমান দূর প্রবাসঃ—ভাঃ ১০।৩৯।৩৪-৩৭। ভূতদূর প্রবাসঃ—ভাঃ ১০।৪৬।৪ শ্লোক সমূহে বর্ণিত হইয়াছে উদ্ধব ও বলদেবের দ্বারা সংবাদ প্রেরণে দেখা যায়। উদ্ধবের দৌত্য ভাঃ ১০।৪৭ ও বলরামের দৌত্য ভাঃ ১০।৬৫ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমদুদ্ধবের নিকট ব্রজদেবীগণ যেমন উন্মাদ বচন, সেইপ্রকার বলদেবের নিকট প্রেম জনিত ঈর্ষাবশে হাস্য বচন বর্ণিত হইয়াছে। ব্রজদেবীগণ উদ্ধবকে আত্মা, অধোক্ষজ জানিয়া পূজা ও নন্দমহারাজ উদ্ধবকে বাসুদেব বুদ্ধিতে পূজা তাহা বাসুদেব ও কৃষ্ণ অভিন্ন জানিয়া পূজা, স্বতন্ত্র বুদ্ধিতে নহে। উভয়ে শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন জ্ঞানে আতিথ্যোচিত পূজা করিয়াছিলেন।

দূর প্রবাসান্তর জাত সন্দর্শনাদিময় সম্ভোগ কুরুক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি আছে। ভাঃ ১০।৮২।৩৯ হইতে ৪৬ শ্লোক পর্য্যন্ত বর্ণনা আছে। ৪৫ ও ৪৬ শ্লোকে গোপীগণের বৃন্দাবনেই প্রকাশভেদে সর্ব্বব্রজের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিত্যবিহার প্রদর্শিত হইয়াছে। (শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ)। ব্রজদেবীগণের সেই প্রকার নিত্যবিহার অনুভব উপস্থিত হইয়াছিল। ৪৭ শ্লোকে অধ্যাত্ম-শিক্ষানুরূপে উক্ত অনুভব ব্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং তাদৃশ অধ্যাত্ম-শিক্ষায় ও ব্রজদেবীগণ অপ্রকট লীলায় নিত্য বিহারশীল শ্রীকৃষ্ণকেই অবগত হইয়াছিলেন, ব্রহ্মকে নহে। তথাপি তাঁহাদের প্রাপ্ত্যুৎকণ্ঠা বর্ণিত হইয়াছে ভাঃ ১০।৮২।৩৯ শ্লোকে। এইরূপে সন্দর্শন, সংস্পর্শন ও সংজল্পাত্মক সম্ভোগ এস্থলে বর্ণিত হইল। কুরুক্ষেত্রে মাসত্রয় সম্বাসাত্মক (সম্যকরূপে একত্র অবস্থানরূপ) সম্ভোগের অন্য বৈশিষ্ট্য এস্থলে উহ্য আছে। আবার পরে ভবিষ্যতে যে পুনর্ব্বিচ্ছেদ ও সম্ভোগ উপস্থিত হইবে তাহা এস্থলে সূচিত হইয়াছে। যথা গোপীগণের গুরু ও গতি ভগবান্ সেইপ্রকার অনুগ্রহ (৪৮ শ্লোকে বর্ণিত অভীষ্ট সিদ্ধিরূপ) করিলেন। কেননা, তিনি তাঁহাদের গতি—নিত্য প্রাপ্তব্য। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে পদ্মোত্তরখণ্ডানুসারে নিত্যপ্রাপ্তি এইপ্রকার প্রদর্শিত হইয়াছে—"শ্রীকৃষ্ণ দন্তবক্র বধের পর দ্বারকা হইতে বৃন্দাবনে পুনরাগমন করেন, তখন প্রাপঞ্চিক লোকের নিকট প্রকট থাকিয়া দুইমাস ব্রজদেবীগণের সহিত বিহার করেন। তৎপর প্রাপঞ্চিক লোকের নিকট অপ্রকটভাবে শ্রীব্রজসুন্দরীগণকে নিত্য সংযোগদান করেন।" শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।১২।৯-১০ শ্লোকদ্বয়ে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজদেবীগণের অতীত বিরহের কথা বলিয়াছেন। দ্বারকায় প্রকট-বিহার-কালে কথিত তখন প্রকটব্রজে শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতি না থাকায়, সে সময় অতীত বিরহের বর্ণন করায়, তৎকালে প্রকাশান্তরে—অপ্রকট ব্রজলীলায় তাঁহাদিগের সহিত কৃষ্ণের বিহার সূচিত

হইতেছে। সুতরাং তৎকালে ব্রজদেবীগণের বিরহ ছিল না—ইহা জ্ঞাপিত হইয়াছে। তারপর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁহাদের স্বপ্রাপ্তিসুখোল্লাস বর্ণন করিয়াছেন। "সমাধিকালে মুনিগণ যেমন নামরূপ জানেন না, তদ্রূপ মদীয় অনুষঙ্গ-বদ্ধ-বুদ্ধি গোপীগণ স্ব, আত্মা, উহা, ইহা জানেন না ; সমুদ্র সলিলে নদী যেমন প্রবেশ করে ; তদ্রূপ তাঁহারা নাম-রূপে প্রায়-প্রবিষ্টা। ভাঃ ১১।১২।১১। (অনুষঙ্গ-বদ্ধ-বুদ্ধি —অনু— মহাবিরহের পর যে শ্রীকৃষ্ণ, আমার সঙ্গ, তাহাতে যাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তির নিশ্চলভাবে অস্থিতি) সেই গোপীগণ তৎকালে পরমানন্দাবেশে কিছুই জানিতে পারেন নাই, হর্ষ ও মোহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সে অবস্থায় তাঁহাদের জ্ঞানের একতানতার দৃষ্টান্ত—সমুদ্র সলিলে যেমন নদী প্রবেশ করে।

ব্রজদেবীগণ কৃষ্ণকে যেরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা ভাঃ ১১।১২।১২ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে—"আমার (কৃষ্ণের) স্বরূপ-জ্ঞানবতী সৎকামা অবলাগণ জার-রূপে প্রতীত (তাঁহারা আমার নিত্যপ্রেয়সী-লক্ষণ নিজ-স্বরূপ না জানিয়া পূর্ব্বে আমাকে জাররূপে প্রতীতপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তথাপি সৎকামা আমাতে কাম—রমণ (পতি) ভাবে অভিলাষ যাঁহাদের, তাঁহাদের মত হইয়া পশ্চাৎ রমণ-রূপে) রমণ—পরব্রহ্ম আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গ-প্রভাবে অন্য সহস্র-সহস্র-জন প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভাঃ ১১।১২।১২ ব্রজদেবীগণেতে পারকীয় ভাব তাহা কিছুকাল ব্যাপী। অস্মাদুপজীব্য শ্রীমদ্রূপগোস্বামিপাদের উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থের উপক্রমে "নষ্টা যদঙ্গিনিরসে" ইত্যাদি শ্লোকে 'ঔপপত্য' এই প্রকার অভিপ্রায়ই প্রকাশ করা হইয়াছে। অবতার সময়েই পারকীয়ার মত ব্যবহারের কথা অবগত হওয়া যায়। আর সেই গ্রন্থের উপসংহারে—ললিত মাধবের "দগ্ধং হস্ত দধানয়া বপুঃ" ইত্যাদি শ্লোকে ঔপপত্য-ভ্রম নিবৃত্তির পরবর্ত্তিনী-লীলায় সর্ব্বফলস্বরূপ সমৃদ্ধিমান নামক সম্ভোগ দর্শিত হইয়াছে।

এই প্রকার বিপ্রলম্ভ চতুষ্টয়-পুষ্ট দর্শনাদি ভেদত্রয়াত্মক সম্ভোগের অন্য ভেদও জানা যায়। যথা—লীলাচৌর্য্য, সঙ্গান, রাস, জলক্রীড়া, বৃন্দাবন-বিহার ইত্যাদি। **লীলাচৌর্য্য**—ভাঃ ১০।২২।৬। **সঙ্গান**—ভাঃ১০।৩৩।৯। ভাঃ ১০.৩৪।২০-২২ ভবিষ্যপুরাণের উত্তরখণ্ডে বলরামের ও কৃষ্ণের একত্র বিহরের কথা উক্ত হইয়াছে। অদ্যাপি আর্য্যবর্ত্তীয় প্রজাগণের তাদৃশ আচরণ দেখা যায়। হোরিকা উৎসব-হেতু সখ্যোল্লাস ধারী শ্রীবলরামেরও সম্মিলিত বিহার সঙ্গত হয়। **রাস**—ভাঃ ১০।৩৩ অধ্যায়ে। **জলক্রীড়া**—ভাঃ ১০।৩৩।২৩। **বৃন্দাবন-বিহার**—১০।৩৩।২৪ বর্ণিত হইয়াছে। **সম্প্রয়োগ**—ভাঃ ১০.৩৩.২৫। **শ্রীরাধার সৌভাগ্য** ঃ—ভাঃ ১০।৩০।২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩ প্রভৃতি শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। ইতি "প্রীতিসন্দর্ভে" প্রয়োজন-তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইল।

চতুর্থ দ্যুতি

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপ্রভু-প্রকাশিত প্রয়োজন পরাকাষ্ঠা পদ্ধতি (মনঃশিক্ষা)

যিনি সমস্ত পার্থিব বন্ধন-ছেদনের লীলা-প্রকাশপূর্ব্বক শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর একান্ত শরণাপত্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং যাঁহাকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ ক্রমে শ্রীশ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামী প্রভু সমস্ত (ভজন-) রহস্য শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই সর্ব্বজগন্মান্য শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী কৃত মনঃশিক্ষাতে ভজন-পদ্ধতি শিক্ষা দিয়াছেন। বহু ভাগ্যক্রমে যে সময় জীবের শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়িণী শ্রদ্ধার উদয় হয়, তখন তাঁহার যাহা যাহা নিতান্ত কর্ত্তব্য, সেই সমস্ত স্বীয় মনকে লক্ষ্য করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন। এই দ্বাদশটী শ্লোক গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদিগের প্রাণধন।

১। হে স্বান্ত —হে ভ্রাত মন! তোমার চরণ ধরিয়া কাকুতি বাক্যে আমি তোমার নিকট এই প্রার্থনা করি যে,—তুমি শ্রীগুরু, শ্রীব্রজধাম, শ্রীব্রজবাসিগণ, সুজন, ভূসুরগণ, স্বমন্ত্র, শ্রীহরিনাম ও শ্রীব্রজযুবদ্বন্দ্বের শরণাপত্তিতে দম্ভ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অত্যন্ত অপূর্ব্বরতি বিধান কর।

২। শ্রুতিগণনিরুক্ত ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম কিছুই করিও না। শ্রুতিগণ যাহা সর্ব্বোপরি সর্ব্বোপাদেয় বলিয়া চর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রচুর পরিচর্য্যা কর। শ্রীশচীনন্দনকে শ্রীনন্দনন্দন ও শ্রীগুরুদেবকে মুকু শ্রেষ্ঠ বলিয়া সর্ব্বদা স্মরণ কর।

৩। যদি রাগাত্মিকা ভক্তির সহিত ব্রজবাস-লালসা কর এবং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সাক্ষাৎ পরিচর্য্যা আশা ক তবে হে মন! তুমি জন্মে জন্মে শ্রীস্বরূপ গোস্বামী, শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভৃতি শ্রীশ্রীমহাপ্র কৃপাপাত্রদিগকে নিত্য স্মরণ ও প্রণাম কর।

৪। হে মন! মতিসর্ব্বস্বহরণী অসদ্বার্ত্তারূপা বেশ্যা ও সর্ব্বাত্মনিগলনী মুক্তিব্যাঘ্রীর কথা নিশ্চয়-রূপে পরিত্য কর। আরও বলি, পরব্যোম-গতিদায়িনী-রূপা লক্ষ্মীপতির সম্বন্ধে রতি ত্যাগ-পূর্ব্বক স্বরতিদ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকে ভজনা কর।

৫। হে মন! কামাদি স্পষ্ট বাটপাড় সমূহ কর্ত্তৃক অসচ্চেষ্টারূপ কষ্টপ্রদ বিকট পাশশ্রেণী দ্বারা আম গলদেশ বদ্ধ হওয়ায় 'আমি হত হইয়াছি'—এই বলিয়া তুমি কাতরস্বরে বকারি শ্রীকৃষ্ণের পথরক্ষকগণকে অর্থ বৈষ্ণবগণকে প্রচুরভাবে উচ্চ চীৎকার করিয়া ডাকিতে থাক; তাহাতে তাঁহারা অবশ্য তোমাকে এরূপ অবস্থা হইতে রক্ষা করিবেন।

৬। কাম-ক্রোধাদির দমন হইলেও কপটতারূপ মহাশত্রুকে জয় করিবার উপদেশ,—হে চেতঃ! তুমি সাধনের পথ অবলম্বন করিয় স্পষ্ট (উদীয়মান) কপট-কুটিনাটী-সমূহ-রূপ গর্দ্দভের ক্ষরণশীল মূত্রে স্নান করি আপনাকে পবিত্র মনে করিতেছ; কিন্তু, তদ্দ্বারা তুমি আপনাকে দহন করিতেছ এবং ঐ সঙ্গে ক্ষুদ্রজীব যে আমি আমাকেও দহন করিতেছ। তাহা না করিয়া কেবল গান্ধর্ব্বা-গিরিধর-পদপ্রেমে বিলাসমান সুধাসমুদ্রে স্না করত আপনাকে ও আমাকে নিরন্তর সুখ প্রদান কর।

৭। হে মন! নির্লজ্জা শ্বপচরমণী প্রতিষ্ঠাশা আমার হৃদয়ে নৃত্য করিতেছে, তখন নির্ম্মল সাধু প্রেম সে হৃদয়ে কেন স্পর্শ করিবে? তুমি প্রভু-দয়িত অতুল সামন্তকে সর্ব্বদা সেবা কর। তিনি অতি শীঘ্রই সেই চণ্ডালিনী দূর করত নির্ম্মল সাধু প্রেমকে তোমার হৃদয়ে সন্নিবেশ করাইবেন।

৮। হে মন! তুমি ব্রজমণ্ডলে দৈন্য-কাকুতির সহিত শ্রীগিরিধরকে সেইরূপ ভজনা কর, যাহাতে তিনি কৃপা করিয়া শঠ যে আমি, আমার দুষ্টতা দূর করেন, উজ্জ্বল প্রেমামৃতও আমাকে দেন এবং শ্রীগান্ধর্ব্বার ভজনলাভে জন্য আমাকে প্রেরণা দান করেন।

৯। হে মন! তুমি ব্রজবিপিন-চন্দ্রকে আমার অধীশ্বরী শ্রীরাধিকার প্রাণনাথ বলিয়া, ব্রজেশ্বরী শ্রীরাধিকাকে মদীয় অধীশ্বরী বলিয়া, শ্রীললিতা সখীকে ব্রজবনেশ্বরীর অতুলনীয়া সখী বলিয়া, শ্রীমতী বিশাখাকে শিক্ষাগুরু বলি এবং শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীগোবর্দ্ধনকে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের দর্শন ও প্রেমক্রীড়ায় রতিদায়ক বলিয়া নিরন্তর স্মরণ কর।

১০। হে মন! তুমি একমাত্র শ্রীমতী রাধিকারই ভজন কর; যেহেতু তিনি রতি, গৌরী ও লীলাকে স্বীয় সৌন্দর্য্যের দ্বারা সন্তাপিত করিয়াছেন; শচী, লক্ষ্মী ও সত্যভামাকে সৌভাগ্যচালনার দ্বারা পরাভূত করিয়াছে এবং চন্দ্রাবলী প্রভৃতি নবীন ব্রজসতীদিগকে কৃষ্ণবশীকার-শক্তিদ্বারা দূরে ক্ষেপন করিয়াছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণে অত্যন্ত প্রিয়তমা সহচরী।

১১। গূঢ় ভজনের সাধনাঙ্গ সকল বলিতেছেন,—হে মন! তুমি ব্রজে স্বগণ-সহিত স্মরণ-বিলাস-পরায় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সাক্ষাৎ-সেবা লাভকরণার্থ শ্রীরূপের সহিত সগণ শ্রীনন্দনন্দনের অর্চ্চন-কীর্ত্তন-ধ্যান-শ্রবণ-প্রণামরূপ পঞ্চামৃত যথানীতি পান করিতে করিতে শ্রীগোবর্দ্ধনকে ভজনা কর।

১২। যিনি সমুখ শ্রীরূপের অনুগ হইয়া গোকুলবনে অতিশ্রেষ্ঠ এই 'মনঃশিক্ষাদ'-নামক একাদশ শ্লোক

মধুর বাক্যে, উচ্চৈঃস্বরে অর্থ-সমূহের সম্যগ্ জ্ঞান-সহকারে গান করেন, তিনি শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের অতুল ভজনরত্ন লাভ করেন। (ফলশ্রুতি)।

স্বনিয়ম (ইহাতে ভাবের কথা প্রকাশিত করিয়াছেন)

১। শ্রীগুরুদেবে, তৎপ্রদত্ত মন্ত্রে, নাম বিষয়ে, শ্রীগৌরাঙ্গের পাদপদ্মে, শ্রীস্বরূপ গোস্বামীতে, শ্রীরূপ গোস্বামিতে শ্রীসনাতন গোস্বামিতে, পর্ব্বতরাজ গোবর্দ্ধনে, শ্রীরাধাকুণ্ডে, মথুরা-পুরীতে, শ্রীবৃন্দাবনে, গোষ্ঠে, ভক্তে এবং ব্রজবাসিগণের প্রতি আমার পরমানুরাগ নিত্য অবস্থান করুক।

২। সদৈব্দবের মুখ-ক্ষরিত রস সপ্রেমে আস্বাদন-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ-যুক্ত হইলেও অন্যস্থানে ক্ষণকালও বাস করিব না, কিন্তু এই ব্রজ-ভূমিতে গ্রাম্য অর্থাৎ ইতর-জনের সহিতও গ্রাম্যালাপ করিতে করিতে জন্মে জন্মে বাস করিব।

৩। শ্রীকৃষ্ণ যদি স্বয়ং অনুমতিও করেন, তথাপি সর্ব্বদা যাহা শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের লীলা-স্থানে সুশোভিত, সেই ব্রজধাম ত্যাগ করিয়া আমি বহুকাল যাবৎ কৃষ্ণ-বিরোহী হইলেও প্রৌঢ়-বিভবশালী যদুপতিকে দর্শন করিবার জন্য ও তাঁহার আহ্বানবাক্যেও দ্বারাবতীতে ক্ষণকালের জন্যও নিশ্চয়ই যাইব না।

৪। "উন্মাদ বশতঃ শ্রীরাধিকা দ্বারকায় গমন-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া সর্ব্বজন সমক্ষে শোভা পাইতেছেন;" এই কথা যদি আমার শ্রুতি-তটের গোচর হয়, তবেই মনোধিক দ্রুতগামী খগেন্দ্ররাজ গরুড় হইতেও সবেগে ব্রজপুর হইতে উড্ডীয়মান হইয়া উদ্ধত মনে শ্রীকৃষ্ণ সমীপে গমন করিব।

৫। আদি-রহিত কিম্বা আদির-সহিত বর্ত্তমান, অতি-মৃদু এবং প্রতিক্ষণে প্রকাশমান কারুণ্যশালী অথবা বিবিধ গুণযুক্ত করুণা-শূন্যই হউন্ পরব্যোমেশ্বর শ্রীনারায়ণ হইতেও শ্রেষ্ঠ সেই নররূপী ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণই এই ব্রজধামে জন্মে জন্মে আমার প্রভুবর হউন্।

৬। বীণাবাদক নারদাদি মুনিগণ বেদে যাঁহাকে গান করিয়াছেন, সেই প্রবীণা গান্ধর্ব্বা কৃষ্ণপ্রিয়তমা শ্রীরাধিকাকে দাম্ভিকতাবশতঃ অনাদর-পূর্ব্বক যে কপটী কেবল গোবিন্দের ভজনা করে তাহার অপবিত্র সমীপদেশে আমি ক্ষণকাল মাত্রও গমন করি না, ইহাই আমার স্থির ব্রত।

৭। এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যাঁহার "রাধা" এই স্ফূর্ত্তিযুক্ত নাম শ্রবণে নিখিল মনুষ্য প্রেমরসে অভিষিক্ত হয়, এই শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণকে যে ব্যক্তি প্রেমনমিত হইয়া উপাসনা করেন, অহে তার্কিক সকল! আমি তাঁহার চরণদ্বয় প্রক্ষালন-পূর্ব্বক পবিত্রজল সহর্ষে পান করিয়া নিরন্তর মস্তকে প্রতিদিন ধারণ করি।

৮। আমি স্বীয় প্রিয়তম বন্ধুগণ-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়াছি, সুতরাং নিরতিশয় দুঃখার্ণবে মগ্ন হওত প্রাণ ধারণে সচেষ্ট হইয়া দন্তে তৃণ ধারণ পূর্ব্বক নিরন্তর কাকুতি-দ্বারা প্রার্থনা করিতেছি যে, অদ্য স্বয়ং গান্ধর্ব্বা শ্রীরাধা আমাকে স্বীয় পাদপদ্ম সমীপে আনয়ন করুন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তি অনায়াসেই হইবে।

৯। আমি অহঙ্কারশূন্য হইয়া ব্রজোৎপন্ন ক্ষীরাদি ভোজনীয় দ্রব্য ও পরিধেয় বস্ত্রাদি দ্বারা আহার ব্যবহারাদি নির্ব্বাহ করত, নিয়ম-পূর্ব্বক পর্ব্বতরাজ গোবর্দ্ধনের সন্নিহিত রাধা-কুণ্ড-তীরেই বাস করিব এবং মরণ সময়ে শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতির সম্মুখে প্রিয়তম শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরেই প্রাণ ত্যাগ করিব।

১০। যাঁহার সুশোভিত অঙ্গলাবণ্য, দেদীপ্যমান শোভারও জয়শীল অনেক শোভাকেও জয় করিয়াছে সেই শ্রীরাধিকার এবং সৌন্দর্য্যগুণে নিখিল কন্দর্প-বিজেতা গোবর্দ্ধনধারি শ্রীকৃষ্ণকেও আমি নিকুঞ্জ প্রভৃতি নির্জ্জন স্থান, শ্রীরূপ গোস্বামিরূপ-প্রিয়তমের পশ্চাদ্গামী হইয়া সহর্ষে পূজাদি বিবিধ কার্য্য করিব।

১১। কোন ক্ষুদ্রতম ব্যক্তি-কর্ত্তৃক বিরচিত এই স্বীয় নিয়ম-সূচক স্তোত্রকে বিশুদ্ধ মনে যে ব্যক্তি পাঠ করেন সেই ব্যক্তি অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া ব্রজ-ভবনে বসতি-সুখ লাভ করিয়া এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলরূপে চিত্তার্পণ করত সেই ব্যক্তি শ্রীরূপের সহিত সহর্ষে শ্রীরাধাকৃষ্ণকে ভজন করেন।

"বিলাপ কুসুমাঞ্জলি"-তে সেবার ব্যবস্থা

১। হে সখি! রূপমঞ্জরি! তুমি এই ব্রজমণ্ডলীতে সতী বলিয়া বিখ্যাত, কখন পর-পুরুষের মুখও দর্শন কর না, তবে ভর্ত্তার অনুপস্থিত-কালে তোমার যে বিম্বাধরে ক্ষত ইহা কি কোন শুকপক্ষী বিধান করিয়াছে?

২। হে স্থলকমলিনি! তুমি এই কাননে গর্ব্বিতা হইয়া পুষ্পগুচ্ছের বিকাশচ্ছলে যে অতিশয় হাস্য করিতেছ, তাহা অতি যুক্তি-সঙ্গত, যে হেতু সেই কৃষ্ণভৃঙ্গ নিখিল সুগন্ধিযুক্ত লতাসমূহকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার পথই অন্বেষণ করিতেছেন।

৩। হে রতিমঞ্জরি! বিবিধ গোপপত্নী-সঙ্কুল নন্দরাজের বসতি-স্থল এই বৃন্দাবনে তুমিই একমাত্র প্রচুর পুণ্যশালিনী, যে হেতু কন্দর্প-ক্রীড়ার অতিশয্য বশতঃ বিস্মৃত প্রিয়তম মেখলার অন্বেষণার্থ অদ্য নিজের কর্ত্রী শ্রীরাধিকা-কর্ত্তৃক প্রার্থিতা হইয়া কন্দরে গমন করিতেছ।

৪। যে এই যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়পাত্র, উৎকৃষ্ট প্রভাব সম্পন্ন এবং প্রভু হইয়াও আমাকে নিরুপম কৃপার দ্বারা অভিষেক করিয়াছেন, সেই গুরুকে আমি আশ্রয় করি।

৫। যিনি অশেষ ক্লেশকর ও দুস্তর গৃহরূপ নির্জ্জল মহাকূপ হইতে সদ্যঃ কৃপা রজ্জু-দ্বারা উদ্ধার পূর্ব্বক নিজের পদ্ম-নিন্দিত চরণ প্রান্ত লাভ করাইয়া স্বয়ং শ্রীদামোদরকে অর্পণ করিয়াছেন এবং যিনি স্বভাবতই প্রগাঢ় দয়ার অম্বুধি স্বরূপ ও স্বতন্ত্র সেই শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে আমি ভজনা করি।

৬। যিনি সর্ব্বদা পরদুঃখে দুঃখী ও দয়ায় সাগর, অভিলাষ না থাকিলেও অতি যত্নসহকারে অজ্ঞান আমাকে বৈরাগ্য যুক্ত ভক্তিরস লাভ করাইয়াছেন, সেই শিক্ষাগুরু শ্রীসনাতনকে আমি আশ্রয় করি।

৭। হে স্বামিনি! শ্রীরাধিকে! আমি আপনার দাসী, কিন্তু অতিশয় উৎকট বিরহানল আমার হৃদয়কে সাতিশয় দগ্ধ করিতেছে এবং আমি অত্যন্ত রোদন বশতঃ কাতর হইয়াছি, সুতরাং ব্যাপার-শূন্য হইয়া কতিপয় পদ্যের দ্বারা গোবর্দ্ধনের একাদেশে বিলাপ করিতেছি।

৮। হে ক্রীড়াকারিণি! শ্রীরাধিকে! আমি নিখিল দুঃখ সাগরে অতিশয় উত্তপ্ত এবং অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছি অতএব তুমি আমাকে স্বীয় কৃপারূপ প্রবল নৌকা-দ্বারা অপূর্ব্ব নিজ পাদপঙ্কজ লাভ করাও।

৯। হে দেবি! তোমার অদর্শন-রূপ কালসর্পের দংশনে এই জন মৃতপ্রায় হইয়াছে, অতএব তোমার পাদপদ্মে সম্মীলিত রসরূপ মহৌষধি দ্বারা জীবিত কর।

১০। হে দেবি! আমি তোমার চরণ-পদ্মের ক্ষুদ্র দাসী, কিন্তু বিয়োগ-রূপ দাবানলে আমার তনুলতা সাতিশয় দগ্ধ হইতেছে, সুতরাং ক্ষণকাল অমৃত-স্বরূপ দৃষ্টি দানে আমাকে জীবিত কর।

১১। আহা! হে সুমুখি! স্বপ্নেও কি তোমার চরণাম্বুজাত পরাগরূপ পটবাস অর্থাৎ ফল্গু প্রভৃতি সুগন্ধি চূর্ণ, যাহা ভূষণ স্বরূপ, তদ্দ্বারা পরম শোভা ধারণ করিয়া আমার মস্তক কবে সার্থক করিবে?

১২। হা কল্যাণি! শ্রীরাধিকে! অমৃত-সাগরের রস-স্বরূপ তোমার নূপুর-ধ্বনি কবে আমার বধিরতা দূর করিবে?

১৩। হে দেবি! জ্যোৎস্নাভিসারে ভীতি বশতঃ দিক্-বিদিকে উদ্ঘূর্ণিত কটাক্ষ নিক্ষেপ দ্বারা কানন সমূহকে নীলপদ্ম সদৃশ করিতেছ, সেই নেত্রভঙ্গদ্বয় দ্বারা এই অধম জনকে কি একবার দেখিবে না?

১৪। হে বৃন্দাবনেশ্বরি! যে অবধি এই বৃন্দাবনে কোন অনির্ব্বচনীয়া শ্রীরূপমঞ্জরী তোমার পরিচর্য্যাদির প্রকার শিক্ষার জন্য আমার প্রতি নেত্র প্রকাশ করিয়াছেন, সেই অবধি তোমার চরণদ্বয়ের অলক্তক-দর্শনে আমার অভিলাষ হইয়াছে।

১৫। হে বিকসিত-পদ্মাক্ষি! যদবধি তোমার সরোবর (শ্রীরাধাকুণ্ড) শব্দায়মান ভ্রমর-সমূহ-কর্ত্তৃক উল্লসিত পদ্ম-নিচয়ের দ্বারা অত্যন্ত সুশোভিত এবং সুমধুর জলে পরিপূর্ণ হইয়া আমার নেত্রদ্বয়ের সাক্ষাতে বিকাশমান হইয়াছেন, সেই অবধি তোমারই দাস্য রসে আমার লালসা জন্মিয়াছে।

১৬। হে দেবি! তোমার পাদপদ্মের দাস্য ব্যতিরেকে আমি কোন কালে অন্য সখীত্বাদি প্রার্থনা করি না, অতএব তোমার সখীত্বের প্রতি আমার নিত্য নমস্কার থাকুক, নমস্কার থাকুক এবং আমি সপথ করিয়া বলিতেছি তোমার দাস্যের প্রতি আমার অনুরাগ হউক, অনুরাগ হউক।

১৭। হে রাধে। তুমি নখদলিত গর্ব্বিত হরিদ্রার ন্যায় গৌরাঙ্গী, আমি অতিশয় সন্তোষের সহিত তোমার চরণস্থ অতি সুললিত অলক্তক পঙ্‌ক্তিতে সংযুক্ত সৌভাগ্য সূচক যবাদি চিহ্ন-সমূহ-দ্বারা বাহুদ্বয়কে চিহ্নিত করিয়া অবস্থিত থাকিলে আমার অভিলাষিত অতিপ্রিয় ত্বদীয় চরণকমলের সেবা কবে আমাকে দান করিবে? আমি সবিষাদে ইহাই প্রার্থনা করিতেছি।

১৮। হে দেবি! আমি অনেক সুমধুর জল-দ্বারা প্রণালী প্রক্ষালন করিয়া এবং ঐ প্রণালীকে আমার বিস্তৃত কেশ-কলাপ-দ্বারা প্রিয়-জ্ঞানে সম্মার্জ্জিত করিয়া কবে প্রতিদিন তোমার উৎকৃষ্ট বাহ্য ভবন ধুপ-নিবাহের দ্বারা সুবাসিত করিব?

১৯। হে সুন্দরী! গৃহ মধ্যে প্রাতঃকালে কর্পূর বাসিত মৃত্তিকা ও সুবাসিত জল তোমার চরণদ্বয়ে প্রদান করিয়া জলধারায় পুনঃ প্রক্ষালন-পূর্ব্বক পরিচরণ-যোগ্য স্থান কবে কেশ-দ্বারা মার্জ্জিত করিব?

২০। ভো রাধিকে! তুমি পাদ প্রক্ষালন ও দন্ত-সমার্জ্জন করিয়া স্নানার্থ অন্য ভবনে উপবেশন করিয়া থাকিলে এই দাসী কবে তোমার গাত্র, সুগন্ধি তৈল সকলের দ্বারা মার্জ্জিত (উদ্বর্ত্তিত) করিবে?

২১। হে রাধিকে! তুমি আপনার মুখপদ্ম দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিয়াছ, তোমার প্রতি যে প্রীতি তাহাই ললিত অর্থাৎ কণ্ঠাভরণ-বিশেষ, তদ্দ্বারা কোন সখী প্রথমতঃ গন্ধ কর্পূর ও পুষ্প-দ্বারা বাসিত জলের কলস সমূহ আমাকে অর্পণ করিবেন, তৎপরে আমি ঐ সকল কলসের ধারা দ্বারা কবে তোমার উত্তম অভিষেক বিধান করিব?

২২। হে শশিমুখি! আমি অতিহর্ষে পুলকিতাঙ্গ হইয়া তোমার স্নানান্তে রমণীয় মৃদু অঙ্গ হইতে সূক্ষ্ম বসন দ্বারা জল অপসারণ করিব, তাহাতে তুমি আনন্দিত হইয়া ইতস্ততঃ নেত্ররূপ মীনকে বিচলিত করিবে, তদনন্তর নিতম্বদেশে রক্তবস্ত্র ও তৎপরে নিরুপম মনোহর নীলাম্বর মস্তকাগ্র হইতে সর্ব্বাঙ্গে যোজিত করিব?

২৩। হে নন্দনন্দনপ্রেয়সি? আমি যথাক্রমে পাদপ্রক্ষালন করিয়া নর্ম্মদা নাম্নী কোন মালাকার কন্যা কর্ত্তৃক গ্রথিত সূক্ষ্ম মাল্যের দ্বারা তোমার কেশকলাপে কবে সাতিশয় প্রণয় পুরঃসর বেণী বিধান করিব? ইহাই সবিষাদে প্রার্থনা করিতেছি।

২৪। হে দেবি! আমি কি তোমার ললাটে সুন্দর মৃগমদের দ্বারা পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সানন্দে তিলক রচনা পূর্ব্বক অতি চিক্কণ কুঙ্কুমাভরণ গাত্রে অর্পণ করিয়া স্তন যুগলকে গন্ধ দ্রব্য দ্বারা চিহ্নিত করিব?

২৫। হে দেবি! তোমার সীমন্তে রত্নশলাকা দ্বারা আমি যে সিন্দুর রেখা লিখিব ঐ রেখা কি ত্বদীয় অলক পঙক্তিকে শোভিত করিবে?

২৬। হে দেবি! আমি অতিশয় হর্ষ সহকারে তোমার এই তিলকের চতুর্দ্দিকে অরুণবর্ণ সুগন্ধি-রস দ্বারা ধীর হস্তে কি সেই প্রকার বিন্দু সকল রচনা করিব? যে সকল বিন্দু শ্রীকৃষ্ণের মত্ততা কারক শ্রেষ্ঠ মহৌষধির ন্যায় হইবে।

২৭। হে বরোরু! রাধিকে! ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ মত্ত গজরাজের বন্ধন নিমিত্ত যে তোমার কর্ণদ্বয় কন্দর্পের বন্ধন রজ্জুর ন্যায় হইয়াছে, সেই কর্ণদ্বয়কে কি আমি অত্যন্ত সুখানুভব-পূর্ব্বক অবতংস (কর্ণভূষণ) দ্বারা ভূষিত করি ?

২৮। হে সুন্দরি! শ্রীকৃষ্ণ অবলোকন না করুন এই অভিপ্রায়ে তাঁহা হইতে আবরণ করিবার নিমিত্ত আমি যে তোমার স্তনোপরি কঞ্চুলি অর্পণ করিয়াছিলাম, তাহা যে কেবল মিথ্যা ইহা বিবেচনা করিও না, কিন্তু হে স্বামিনি! রাধিকে! শ্রীকৃষ্ণই সহসা সেই বঞ্চুলিতা প্রাপ্ত হইয়া যেহেতু, নিজের রত্নযুগল বোধে প্রাণাপেক্ষাও অধিক। বিবেচনাতেই সঙ্গোপন করিতেছেন।

২৯। হে হেমগৌরী! শ্রান্তি হেতু অলসান্বিত শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ-শয্যাতে যে তোমার সুন্দর বক্ষস্থল, তাহাতে এই তোমার দাসী কি নানাবিধ মণি-সমূহের গ্রন্থন জন্য সুশোভিত মুক্তামালা পরিকল্পিত করিবে? অর্থাৎ আমি কি তোমার হার পরিধান করাইব ?

৩০। হে ইন্দীবরাক্ষি! অর্থাৎ হে কৃষ্ণভৃঙ্গাকর্ষক নীলোৎপল নয়নে! মণিযুক্ত নীলচূড়াবলী অর্থাৎ চূড়িকা বিশেষ দ্বারা তোমার হরিদয়িত ভুজযুগলকে এবং উৎকৃষ্ট অঙ্গুরীয়ক দ্বারা তোমার অঙ্গুলীচয়কে কি ভূষিত করিব? ইহাই আমি সখেদে প্রার্থনা করিতেছি!

৩১। হে সুলোচনে! আমি তোমার চরণপদ্মদ্বয়কে মণিময় নূপুর দ্বারা কি অর্চ্চনা করিব? এবং ঐ চরণপদ্ম-পুষ্পের পত্র-স্বরূপ অঙ্গুলী-সমূহকে অত্যুৎকৃষ্ট পদাঙ্গুল-ভূষণ দ্বারা অর্চ্চনা করিব? তথা শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-পীঠ-স্বরূপ তোমার কটিদেশকে কাঞ্চীদাম (চন্দ্রহার) দ্বারা অর্চ্চিত করিব?

৩২। হে রাধিকে! যাহা মুরারি শ্রীকৃষ্ণের মতিরূপা হংসীর অধৈর্য্যকারী ও অতিশয় মনোহর মৃণাল সদৃশ ভুজদ্বয়ে কি আমি অগ্রে হর্ষাতিশয় বশতঃ বিনম্রা হইয়া মণি-সমূহ-রচিত কঙ্কনদ্বয় সংযুক্ত করিব?

৩৩। হে সৌভাগ্যশালিনি! রাধিকে! তোমার যে কণ্ঠদেশ এই বৃন্দাবনে রাসোৎসব-কালে গোকুলচন্দ্রের হস্তস্পর্শ জন্য নিরতিশয় সৌভাগ্য-যুক্ত হইয়াছিল এই পরিচর্য্যাকাঙ্ক্ষী জন (আমি) কি তাদৃশ কণ্ঠদেশকে কণ্ঠাভরণ দ্বারা পূজা করিবে?

৩৪। হে সুমুখি! যে সামন্তককে বলরাম উদ্ধত শঙ্খচূড়ের বিনাশ বশতঃ সন্তুষ্টমনা হইয়া মধুমঙ্গলের হস্ত দ্বারা তোমাকে অর্পণ করিয়াছিলেন, যাহা কৃষ্ণাঙ্গিঙ্গনে কৌস্তুভ-মণির মিত্র-স্বরূপ হইয়াছে। সেই স্যমন্তককে কি তোমার হার (মুক্তামালার) মধ্যস্থ করিব?

৩৫। হে কৃশোদরি! তোমার মধ্যদেশ অতিক্ষীণ, যদি ভগ্ন হয় এই আশঙ্কায় যাহার উভয়াগ্রভাগ সুশোভিত গুচ্ছদ্বারা দীপ্তিমান্ হইয়াছে, তাদৃশ নূতন স্বর্ণ-ডোর দ্বারা ঐ মধ্যদেশ কবে বন্ধন করিব?

৩৬। হে হেম-গৌরাঙ্গি! রাধিকে! তোমার তিল-পুষ্প-জয়কারিণী নাসিকা আমার হস্ত হইতে কনক গুণযুক্ত এবং শ্রীকৃষ্ণরূপ ভ্রমরের ক্ষোভ-জনক সুন্দর গোলাকার উৎকৃষ্ট মুক্তা পুষ্পরসের ন্যায় কি গ্রহণ করিবে? অর্থাৎ তোমার নাসাতে কি মুক্তা পরাইব?

৩৭। হে স্বর্ণগৌরি! অঙ্গদের সহিত তোমার বামবাহুতে পট্টবস্ত্রের গুচ্ছ-দ্বারা পরিশোভিত নূতন রত্নমালা, আমি আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া কবে পরিধান করাইব?

৩৮। হে চঞ্চলনেত্রে! আমি যে তোমার কর্ণদ্বয়ের উপরিভাগে চক্রযুক্ত শলাকা-রূপ কর্ণাভরণ অর্পণ করিয়াছি, উহা সম্প্রতি চক্রের ন্যায় গোপবধূসকলের ক্ষোভকারক মুরারিকে ভ্রমণ করাইবে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ তদ্দর্শনে উন্মত্ত হইবেন।

৩৯। হে মৃগলোচনে! শ্রীকৃষ্ণের আমোদের ভবন-স্বরূপ তোমার যে চিবুকপ্রদেশ তাহাতে কবে কস্তুরী দ্বারা বিন্দু রচনা করিব?

৪০। হে দেবি! যেমন পদ্মরাগমণি-নির্ম্মিত সূত্রদ্বারা গজমুক্তা সুশোভিত হয়, তেমনি তোমার দশন-পঙক্তিকে রক্তবর্ণ রেখা দ্বারা আমি কবে ভূষিত করিব?

৪১। হে সুবর্ণাঙ্গি! অভিনব কর্পূর-সংযুক্ত খদির উৎকৃষ্ট রাগ দ্বারা আমি যাহাকে সুরঞ্জিত করিয়াছি এবং যাহা উৎকৃষ্ট অমৃতের ন্যায় উন্মাদক ও যাহাতে বিম্বফলের সদৃশ শোভা বিস্তার হইতেছে, তাদৃশ তোমার ওষ্ঠ-রূপ বিম্বফলে কি শ্রীকৃষ্ণরূপ শুকপক্ষী দংশন করিবে?

৪২। হে সুবর্ণাঙ্গি! যে নেত্রের কটাক্ষ-বিলাসের ঘূর্ণন বশতঃ ক্ষণকাল মধ্যে অত্যুন্নত শ্রীকৃষ্ণরূপ গজরাজ বদ্ধ হইয়া থাকে এবং যে স্বীয় চঞ্চলতা গুণে খঞ্জন পক্ষীকেও পরাজিত করিয়াছে, এতাদৃশ তোমার নেত্রযুগলকে আমি কবে কজ্জল দ্বারা ভূষিত করিব?

৪৩। হে রাধিকে! তোমার মান-ভঞ্জন সময়ে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যাহার চিহ্ন দ্বারা মস্তক রঞ্জিত করিয়াছিলেন, তাদৃশ অলক্তা আমা-কর্ত্তৃক তোমার পদদ্বয়ের নিম্নে অর্পিত হইয়া কবে সাতিশয় কান্তি বিস্তার করিবে?

৪৪। হে কলাবতি দেবি রাধিকে! যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-রূপ রাসলীলা-রস সম্মেলন হইয়া থাকে এবং যাহাতে কন্দর্প-ক্রীড়া-বশতঃ শ্রীকৃষ্ণও উজ্জ্বল কলানিধিরূপে বিখ্যাত হইয়াছেন, এতাদৃশ তোমার নত স্কন্ধদেশে আমি ভ্রমত্ত মর ঝঙ্কৃতি সেই মধুর মল্লীমালা দাসীর ন্যায় অর্পণ করিব।

৪৫। হে সুমুখি! হে মুগ্ধাঙ্গি রাধিকে। সূর্য্যকান্ত মণি-খচিত বেদি মধ্যে ভক্তিভাবে সূর্য্যদেবকে অর্ঘ প্রদানের নিমিত্ত তুমি যখন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা হইয়া থাকিবে এবং সখীসকল যখন তোমার চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিবে, তাদৃশ কালে এই দাসী কি পূজোপহার দ্রব্য সকল তোমার নিকটে অর্পণ করিবে?

৪৬। হে বরোরু রাধিকে! নন্দরাজমহিষী যশোদাদেবীর অনুমতি বশতঃ তুমি নিজে বহুবিধ সুমিষ্ট অন্ন অর্থাৎ লড্ডুক, পিষ্টক, পায়সাদি অতি যত্নসহকারে পাক করিয়া নিজ সখীবৃন্দ ললিতাদির অথবা মাদৃশ (রতিমঞ্জরী) প্রভৃতির হস্ত দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত কি যশোদার নিকট অর্পণ করিবে?

৪৭। হে মঙ্গলশালিনি রাধিকে! আমি অন্নাদি ভোজ্য-বস্তুসহ ব্রজরাজরাজ্ঞী যশোদার নিকট উপস্থিত হইলে, ঐ যশোদাদেবী "এ রাধার সখী" এই জ্ঞানে নিজ জননীর ন্যায় স্নেহ প্রকাশ-পূর্ব্বক ললাটে ললাট দিয়া হৃষ্ট হওত আমাকে কবে আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিবেন?

৪৮। হে দেবি রাধিকে! শ্রীকৃষ্ণের ভুক্তাবশেষ, ধনিষ্ঠা সখী পরমাদর-পূর্ব্বক আমাকে অর্পণ করিলে তাহা আমি কি তোমার আগে লইয়া আসিব?

৪৯। হে কুঙ্কুম লিপ্তাঙ্গি! ললিতাদি সখীগণ কর্ত্তৃক তুমি যখন পরিবেষ্টিতা হইয়া থাকিবে তখন শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ-সংযুক্ত ও অমৃততুল্য সুস্বাদু নানাবিধ ভোজ্য ও পানীয় বস্তু সকল এই বৃন্দাবনে অত্যন্ত যত্নসহকারে আমি কি তোমাকে ভোজন করাইব?

৫০। হে চঞ্চললোচনে! পানার্থ নবপাটলাদি দেশ-সম্ভূত-কর্পূর দ্বারা মধুর জল অর্পণ করিয়া প্রণয় বশতঃ কবে আচমনীয় দন্তকাষ্ঠাদি তোমাকে অর্পণ করিব?

৫১। হে দেবি রাধিকে! তোমার ভোজন সময়ে অতি যত্ন-সহকারে সুগন্ধি ধূপসমূহ ও তৎকালোপযোগী চামরাদি, হায়। কবে আমি সম্প্রদান করিব?

৫২। হে মধুরাঙ্গি! আমি হর্ষবশতঃ রোমাঞ্চিত কলেবরে কবে তোমার মুখপদ্মে অতিশ্রেষ্ঠ সুযোগ্য সুগন্ধি-দ্রব্য-দ্বারা পুরিত তাম্বুলদল খদির লবঙ্গাদি দ্বারা সজ্জিত বীটিকা অর্পণ করিব?

৫৩। হে দেবি! তুমি দেব শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী, ললিতা সখী অতিশয় হৃষ্টা হইয়া তোমাকে দীপাদি দ্বারা

আরত্রিক করিবেন ও অন্যান্য সখীগণও আর্ব্বুদ প্রাণের সহিত অভিনব মঙ্গল সূচক গান ও পুষ্পাদির দ্বারা আরত্রিক করাইবেন এবং আমিও দাসীভাবে কেশ দ্বারা তোমাকে আরত্রিক করিব ?

৫৪। হে দেবি ! আমি স্বীয় হস্ত-দ্বারা মনোহর বিলাস-শয্যা রচনা করিব, তুমি ঐ শয্যাকে ললিতাদি সখীবৃন্দের সহিত অতিশয় কৌতুক-বিস্তার-পূর্ব্বক শয়ন করিয়া ভূষিত করিবে ?

৫৫। হে মনোজ্ঞহৃদয়ে রাধিকে ! যে দিন এই কিঙ্করী (আমি) পাদদ্বয় এবং এই রূপমঞ্জরীও তোমার হস্ত-পদ্মদ্বয় সম্বাহন করিবেন, হায় ! হে কৃপাময়ি ! আমাদিগের উভয়ের সম্বন্ধে সেই দিন কি শুভদিন বলিয়া কথিত হইবে।

৫৬। হে সুমুখি ! প্রচুরতর ভাগ্যোদয়ের বলে বন্ধুগণের সহিত তোমার ত্যক্ত চর্ব্বিত তাম্বুল এবং পাদপ্র প্রক্ষালন-সম্ভূত অমৃতময় ধারাবাহিকজল প্রেম-সহকারে আমি কি ভক্তিলতার ন্যায় এই ব্রজমণ্ডলীতে লাভ করিব ?

৫৭। হে দেবি রাধিকে ! আমি তোমার সুখ সাধনে একান্ত-চিত্ত হইয়াছি, অতএব ভোজন শেষ হইলে অতি স্নেহ বশতঃ তুমি স্বীয় মুখপদ্ম হইতে আমাকে কি অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করিবে ?

৫৮। হে স্বামিনি রাধিকে। শ্রীকৃষ্ণের রন্ধন-নিমিত্ত নন্দগৃহে গমনকালে তোমার রোমরাজী অত্যন্ত প্রফুল্লিত হয় এবং হৃদোত্থিত সুখবশতঃ তোমার যে গমন ইতস্ততঃ স্খলন হয়, এতাদৃশ ভাবাপন্ন হইলে পর তুমি কি আমার নেত্র গোচর হইবে ?

৫৯। হে স্বামিনি ! ললিতা ও বিশাখা উভয় পার্শ্বে এবং অন্য সখীগণ চতুর্দ্দিকে এবং আমি পশ্চাদ্ভাগে তোমাকে বেষ্টিত করিব কিন্তু শ্রীরূপমঞ্জরীদেবী তোমাকে সখী-বেষ্টিত করিয়া এই ব্রজপথে পথ-শ্রান্তিতে কটিদেশের ঈষৎ বক্রতা বশতঃ স্কন্ধাবলম্বন পূর্ব্বক কি আনয়ন করিবেন ?

৬০। যে নন্দীশ্বর বৃন্দাবন-বন্দিত শ্রেষ্ঠ গোসমূহের হম্বারবে এবং বিবিধ বন্দি-কলা-কুশল গোপগণের কোলাহলে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয় হইয়া শোভা পাইতেছে।

৬১। এতাদৃশ নন্দালয় নন্দীশ্বরে তুমি প্রণয়িজনবেষ্টিত হইয়া গমনকালে ধনিষ্ঠাদেবী তোমাকে দূর হইতে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক হৃষ্ট হইয়া প্রণয় বশতঃ কবে শীঘ্র আমাকে অগ্রে আনয়ন করিবেন ?

৬২। হে রসবতি রাধিকে ! গতি-বিশেষ-চতুরা-নিপুণ পাদদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া যশোদাদি গুরুবর্গকে নমস্কার করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত রন্ধন ক্রিয়া সমাধান করিয়া কবে তুমি আমাকে সুখসাগরে মগ্ন করিবে।

৬৩। হে দেবি রাধিকে ! তুমি নতবদনে শ্রীকৃষ্ণের তৃপ্তি-সাধনার্থ রোহিনীদেবীর হস্তে যথাক্রমে ভোজ্য-পেয়াদি রসাল বস্তুসমূহ অর্পণ করিবে, ঐ অবস্থায় কবে আমি প্রফুল্ল-বদনা তোমাকে দর্শন করিব ?

৬৪। হে দেবি রাধিকে। গুরুজনের সভায় ভোজনার্থ উপবেশন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নত-দৃষ্টিতে যাঁহাকে কষ্টসহে দর্শন করিতেছেন এবং যাহা শ্রীকৃষ্ণের সকটাক্ষ বদনপদ্ম সন্দর্শনে সাতিশয় হর্ষবশতঃ উৎসুক হইয়াছে, হে মাধুর্য্য-শালিনি ! তোমার সেই মুখপদ্ম কবে আমাকে ইষ্ট করিবে ?

৬৫। অয়ি রাধিকে ! যিনি গোকুলের রক্ষা বিষয়ে গৃহীতব্রত সুতরাং সদা বিপিনে ভ্রমণশীল এবং চঞ্চল-চিত্তা জননী যশোদা যাঁহাকে লালন করিতেছেন, সেই ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক তুমি অবলোকিত হইয়া কবে তাঁহাকে ঈষৎ হাস্যান্বিত মাধুর্য্যময় কপোলে অবলোকন করিবে ?

৬৬। হে সুমুখি রাধিকে ! সমূহ মাতৃবর্গের মধ্যেও সুস্নেহবতী যশোদা তোমার গাত্রস্পর্শ-পূর্ব্বক শপথ দিয়া ভোজনের অনুরোধ করিলে তুমি যখন লজ্জাবনতবদনে আনন্দ-সহকারে ললিতাদি প্রিয়জনের সহিত ভোজন করিতে থাকিবে, এমতাবস্থায় তোমাকে দেখিয়া আমি কি অদ্য চিত্তে নিরতিশয় সুখ লাভ করিব ?

৬৭। হে খঞ্জনাক্ষি ! যশোদা যখন তোমাকে আলিঙ্গন, মস্তক-চুম্বন ও অতি স্নেহপূর্ব্বক নববধূর ন্যায় লালন পালন করিবেন. তখন তোমাকে দেখিয়া আমি কি হৃদয়ে মহান্ উৎসব বিস্তার করিব ?

৬৮। হে সখি রূপমঞ্জরি! যিনি প্রীতিবশতঃ তোমার হস্তে হস্তলতা অর্পণ করিয়াছেন এবং স্বভাবতই যাঁহার লোচনদ্বয় আরক্ত ও শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের পূর্ব্বেই যাঁহার মন প্রেমাম্বুধিতে মগ্ন হইয়াছে' সেই শ্রীরাধিকার অনুগামিনী হইয়া আমি কি তাঁহাকে হরিবিভূষিত কেলিকুঞ্জে লইয়া যাইব ?

৬৯। হে সখি রূপমঞ্জরি! যিনি তোমার সহিত রাধাকুণ্ডের তীরস্থ নিকুঞ্জ গৃহে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে নানাবিধ পুষ্পরচিত অলঙ্কারে ভূষিত করিয়াছেন, হায়! সেই ঈশ্বরী শ্রীরাধিকা কি আমার নেত্র গোচর হইবেন ?

৭০। হে সৌভাগ্যশালিনি! বিচক্ষণ-নামক শুকপক্ষীর প্রমুখাৎ ব্রজরাজ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রশস্ত অভিসার-কাল শ্রবণ করিয়া এই বৃন্দাবনে অত্যন্ত হৃষ্ট হওত অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র তথা কুসুম-রচিত কর্ণভূষণ ও হারাদি অলঙ্কার দ্বারা তোমাকে কি অলঙ্কৃত করিব ?

৭১। হে দেবি রাধিকে! মধুপ-পঙক্তি-কর্ত্তৃক সতত সম্মীলিত নানাবিধ পুষ্পে বিরচিত মালা এবং প্রসিদ্ধ কুঙ্কুম দ্বারা সুশোভিত কামোদ্দীপক বিচিত্র রেখা দ্বারা যাহার দ্বারদেশ শোভমান হইতেছে, সেই মদনানন্দপ্রদ নামক গৃহ মধ্যে কবে আমি মল্লীপুষ্প-সমূহ দ্বারা শয্যা রচনা করিব ?

৭২। হে কনকগৌরি রাধিকে! শ্রীরূপমঞ্জরী যাঁহার পাদপদ্ম সম্বাহন করিতেছেন সেই গোষ্ঠেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের বাহুতে তুমি মস্তক স্থাপন করিয়া রহিয়াছ, হায়! তাদৃশ কালে কি আমি অল্পে অল্পে তোমার পাদপদ্ম সম্বাহন করিব ?

৭৩। হে রাধে! কৌতুক ক্রীড়া বিষয়ে অতি চতুর-ব্যক্তিদিগের শিরোমুকুট শ্রীকৃষ্ণ যখন গোবর্দ্ধন পর্ব্বত সমীপে দানচ্ছলে তোমাকে অবরোধ করিবেন এবং তুমিও যখন ভ্রূকুটি-বিস্তার-পূর্ব্বক নেত্রযুগলকে দপিত করিবে, সেই অবস্থাতে আমি কি তোমাকে দর্শন করিব ?

৭৪। হে মধুরমুখি! ভ্রমর যেমন উৎকৃষ্ট মধুলোভে এক পুষ্প ত্যাগ করিয়া অন্য পুষ্পে গমন করে, তেমনি শ্রীকৃষ্ণ, ত্বদীয় অঙ্গ-গন্ধ-বহনকারী বায়ু আঘ্রাণ করিয়া, চন্দ্রাবলীর স্বহস্ত-রচিত মল্লীপুষ্পময় শয্যাও ত্যাগ করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে আসিয়া তোমার সহিত মিলিত হইয়াছেন, এমতাবস্থায় কবে আমি তোমার গৌরব গান করিয়া দর্প করিব ?

৭৫। হে শশিমুখি। যাহার চতুর্দ্দিকে উন্মত্ত ভ্রমর-কুল ঝঙ্কার করিতেছে এবং যাহাতে পদ্মসমূহ শোভমান হইতেছে এবং পক্ষিগণের শব্দে যাহার তীর-চতুষ্টয় আন্দোলিত হইতেছে, সেই শ্রীরাধাকুণ্ড-তীরে স্বীয় সখিবৃন্দ সহ প্রাণপতি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তোমার উৎকৃষ্ট নূতন ক্রীড়া সমূহ আমি কবে দর্শন করিব ?

৭৬। হে বরোরু রাধিকে! যাহার মধ্যভাগ ভ্রমরের গুঞ্জনে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, সেই শ্রীরাধাকুণ্ডের দেদীপ্যমান তটবর্ত্তি বিকসিত কুসুম-ব্যাপ্ত কুঞ্জমধ্যে অরিষ্টবিজয়ি শ্রীকৃষ্ণ আমায় প্রিয় সুখসমুদ্র বিস্তার পূর্ব্বক কবে বিবিধ পুষ্পসমূহ-দ্বারা তোমার ভূষণ ব্যাপার সহর্ষে সম্পাদন করিবেন ?

৭৭। বিকসিত বিবিধ কুসুম ও মহৎ গুঞ্জাফল এবং ময়ূরপিচ্ছ-সমূহকে কোন সখী অন্তঃকরণে আনন্দিত ও ভীত হইয়া যাহাতে তৎকালে অর্পণ করিয়াছে এবং স্পর্শ-সুখ অনুভব করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কম্পিত হইয়া যাহার সাতিশয় শোভা বিস্তার করিতেছেন, তথা স্পর্শ-কালে শ্রীকৃষ্ণকে বেষ্টন করতঃ যাঁহার মনোজ্ঞ রুচি বিস্তীর্ণ হইতেছে, এবং স্পর্শসুখে শ্রীরাধারও অঙ্গ পুলকিত হইয়াছে, স্বামিনী শ্রীরাধিকার সেই কেশপাশ কি আমার অসীম আনন্দ বিধান করিবে ?

৭৮। হে সুমুখি! কাম-ক্রীড়া সময়ে ভ্রান্তি-বশতঃ মত্ত হইয়া যৎকালে লীলাপদ্ম-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রহার করিবে, তৎকালে এই সখী (আমি) এবং ইহার সজাতীয় অন্য সখী কি ঈষৎ হাস্য-বদনা হইবে ?

৭৯। হে সুভগমুখি। তোমার সুললিত বাহুদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ আলিঙ্গিত হইয়া স্বীয় মনোহর বাহু তোমার

স্কন্ধে অর্পণ করায় তোমারও স্কন্ধদেশ নম্র হইয়াছে, হায়! এতাদৃশ অবস্থায় সেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত সুমধুর কন্দর্প গান করিয়া তুমি কবে আমাকে আনন্দ প্রদান করিবে?

৮০। হে ক্রীড়াকুশলে! রাধিকে! তুমি পাশা-ক্রীড়ায় শ্রীকৃষ্ণকে জয় করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক মুরলী গ্রহণ করত আমার প্রতি নিক্ষেপ করিবে, আমি কবে সেই মুরলীকে গোপন করিয়া রাখিব?

৮১। হে সুমুখি! কন্দর্পসুখপ্রদ এই মন্দির মধ্যে মালতীপুষ্প বিরচিত কেলি শয্যায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত উত্তর-প্রত্যুত্তর-রূপ বাক্যভঙ্গী বিস্তার করিয়া যখন তোমার গণ্ডস্থল পুলকিত হইবে, সেই সময় আমি কবে পুলকাঙ্গী হইয়া তোমাকে চামরাদি ব্যজন করিব?

৮২। হে দেবি! হে লজ্জাপুঞ্জমূর্ত্তে! হে উদ্যৎকমলবদনে! নৃত্যাদি চাতুর্য্যসহ লীলাবশতঃ অভিসার করিয়া আসিতে আসিতে গমনের আড়ম্বর হেতু তোমার পদযুগল শ্রম-ব্যথিত হইলে, যদিচ তুমি লজ্জাশীলা তথাপি লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া আমার নাম গ্রহণ-পূর্ব্বক অর্থাৎ অয়ি রতিমঞ্জরি! আমি পথ-শ্রান্তা হইয়া আগমন করিয়াছি, আমার পাদ-সম্বাহন কর এই বলিয়া আমাকে নিজজন জানিয়া কবে পাদ-সম্বাহনে নিয়োগ করিবে?

৮৩। হে নপ্ত্রি রাধিকে! তোমার সূর্য্যপূজার কাল সমুপস্থিত হইয়াছে, এ স্থান হইতে গিয়া কোথায় বসিয়া আছ? মুখরার এরূপ রোষ বাক্য এই বিষয়ে অমৃতের ন্যায় আমাকে কি সুখী করিবে?

৮৪। হে দেবি! ঈষৎ হাস্যরূপ কর্পূরবাসিত তোমার বাক্যামৃতকে কি আমি নেত্র ও শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা সেবন করিব?

৮৫। হে সুব্রতে রাধিকে! প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণ এবং কোটিল্য-পর সখীগণের সহিত পুষ্পচয়ন খেলা করিতে করিতে মিথ্যা কলহ পূর্ব্বক ক্রোধ ভিন্না অর্থাৎ ত্যক্ত স্বভাবা হইয়া অতিশয়রূপে কি আমার হর্ষ বিধান করিবে?

৮৬। হে সদয়ে রাধিকে! নানাবিধ অসহ সুবিস্তর বিনয় বাক্য দ্বারা তোমার স্বামী শ্রীকৃষ্ণ তোমার মানভঞ্জন করাইবার নিমিত্তি আমাকে সম্যক্ প্রার্থনা করিলে, আমি মানভঙ্গ নিমিত্ত অতিব্যগ্র হইয়া কবে শ্রীললিতার পাদ সমীপে পতিত হইব?

৮৭। হে ধৈর্য্যগুণশালিনি! মঙ্গল গীত নৃত্য ও বীণাদি বাদ্যোৎসবের সহিত সুবাসিত বিশুদ্ধ জলপূর্ণ ঘটের দ্বারা পৌর্ণমাসীদেবী স্বয়ং অতি প্রীতি-পূর্ব্বক বৃন্দাবনের মহারাজ্ঞী করিবার নিমিত্ত যে তোমার অভিষেক করিবেন সেই মহাভিষেক কি আমি দর্শন করিব?

৮৮। হে মনোজ্ঞবদনে! তোমার ভ্রাতা শ্রীদাম রাখী-পূর্ণিমায় কৃপণা জটিলাকে অযুত গো দান-পূর্ব্বক সন্তুষ্ট করিয়া আলয়ে লইয়া গেলে "মাতা-পিতার দর্শনে সুখ ও শ্বশুরালয়ে দীর্ঘকাল বাস জন্য শোক" এই উভয় এককালে অনুভব পূর্ব্বক রোদনাতিশয্যে তুমি যখন গলিত হইবে তৎকালে অতিবাৎসল্য বশতঃ তোমার মাতা কীর্ত্তিদা ও পিতা বৃষভানু আমার অগ্রে হে মাতঃ! রোদন করিও না, তুমি আমাদের চক্ষুঃ তোমাকে না দেখিলে চক্ষুর অন্ধ্য হয় এই বলিয়া মস্তক গাত্রাদি স্পর্শন-পূর্ব্বক কি লালন বিধান করিবেন?

৮৯। হে দয়াশীলে! লজ্জাবশতঃ সখীদিগকে অগ্র হইতে আমাকে গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের গহ্বরে লইয়া গিয়া গান সাধন কাব্য এবং তাহার স্বরভেদ কবে শিক্ষা করাইবে?

৯০। হে দেবি রাধিকে! ললিতাদেবী নিশ্চয়ই আমার নিমিত্ত তোমার নিকট প্রার্থনা করিবেন, আমি ত্বদীয় পরিবার সুতরাং লজ্জাতে অবনত, ইহা দেখিয়া সুখী হইয়া তুমি কবে সুমধুর রসঘটিত বাক্য সকল আমাকে পাঠ করাইবে?

৯১। হে দেবি রাধিকে! যাহা ভ্রমরগণের-গুঞ্জনে ব্যাপ্ত হইয়াছে সেই তোমার স্বীয় কুঞ্জের সমীপবর্ত্তি কুঞ্জ মধ্যে কবে আমাকে তুমি বীণা শিক্ষা করাইবে?

৯২। হে দেবি রাধিকে! শ্রীকৃষ্ণের সহিত কন্দর্পলীলায় বিচ্ছিন্ন প্রিয়তম হার গ্রন্থন করিবার নিমিত্ত সখীদিগের সমীপে লজ্জাবশতঃ কবে ইঙ্গিত দ্বারা আমাকে আদেশ করিবে?

৯৩। হে দেবি রাধিকে! তুমি কবে যথা সময়ে চতুর্দ্দিকে অবলোকন পূর্ব্বক স্নেহবশতঃ নিজ মুখ হইতে আমার মুখে চর্ব্বিত তাম্বুল প্রদান করিবে?

৯৪। হে শশিমুখি! প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিবিড় মদন যুদ্ধে যে প্রিয় সুন্দর ক্ষুদ্র ঘণ্টিকাকে প্রেম-দর্পে বিস্মৃত হইয়াছিলে, পুনর্ব্বার নিতম্ব-ভূষণ সময়ে তাহা অন্বেষনার্থ আমাকে কি প্রেরণ করিবে?

৯৫। হে ধৈর্য্যশালিনি দেবি রাধিকে! এই ব্রজে অতীব অল্পদোষে তুমি রাগান্বিত হইয়া আমাকে সন্তাড়ন করিয়াছিলে, অনন্তর ললিতাদেবী, কর্ত্তৃক আমি তোমার নিকট নীত হইলে তুমি কি ঈষৎ কৃপাবলোকন করিবে?

৯৬। হে দেবি রাধিকে! আমি তোমারই, তোমা বিনা ক্ষণকালও জীবন ধারণ করিতে পারি না, ইহা জানিয়া আমাকে স্বীয় শ্রীচরণ-প্রান্ত প্রদান কর।

৯৭। হে চঞ্চললোচনে রাধিকে! এই রাধাকুণ্ড তোমার এবং তোমার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের প্রেম বিলাসের নিত্যস্থান, অতএব এই কুণ্ডতীরেই আমার নিত্যবাস ও নিত্যস্থিতি হউক।

৯৮। হে শ্রীরাধাকুণ্ড! তোমার তীরে সর্ব্বদা মদীশ্বরী সেই শ্রীরাধিকা বিবিধ কামরঙ্গে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সহিত খেলা করেন, তুমি সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রিয় হইতেও প্রিয়, অতএব তুমি কৃপাপূর্ব্বক এই আমার জীবন-স্বরূপ শ্রীরাধিকাকে দর্শন করাও।

৯৯। হে সুমুখি বিশাখে! মদীশ্বরী শ্রীরাধিকা তোমার সমবয়স্ক প্রযুক্ত তুমি ইহার কৌতুকাস্পদ হইয়াছ; অতএব ইনি ক্ষণকালও তোমার সঙ্গ পরিত্যাগ করেন না, আমিও বিরহ কাতরা, সুতরাং ইহাকে দর্শন করাইয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর।

১০০। হে নাথ! হে গোকুলসুধাকর! হে সুপ্রসন্ন মুখরাবিন্দ! হে মধুরস্মিত! হে কৃপার্দ্র শ্রীকৃষ্ণ! যে স্থানে তোমার সহিত নিকট প্রণয় বিস্তার-পূর্ব্বক প্রিয়া শ্রীরাধিকা বিহার করিতেছেন, আমাকেও প্রিয়-সেবার নিমিত্ত সেই স্থানেই লইয়া যাও।

১০১। হে প্রাণেশ্বরি! লক্ষ্মীদেবীও যাঁহার পাদপদ্মের নখাঞ্চলের সৌন্দর্য্য বিন্দুমাত্রও লাভ করিতে সমর্থ নহেন, সেই তুমি যদি আমাকে ত্বদীয় লীলাদি দর্শন-যোগ্য চক্ষুদান না কর তবে এই দুঃখরূপ দাবাগ্নিপ্রদ জীবনে ফল কি?

১০২। হে বরোরু! সম্প্রতি আমি অমৃতসাগর-রূপ আশা সমূহে নিশ্চয় অতি কষ্টসৃষ্টে কাল যাপন করিলাম, তুমি যদি আমাকে কৃপা না কর, তবে এ প্রাণ বা ব্রজবাস, অধিক কি শ্রীকৃষ্ণেও আমার প্রয়োজন নাই।

১০৩। হে কৃপাময়ি! তুমি যদি এই দুঃখিত জন আমাকে অতিশয় কৃপা না কর তবে আমার অকারণ বাক্য প্রয়োগে প্রয়োজন কি? এবং শ্রীরাধাকুণ্ডের মধ্য-ভাগকে যে সেবা করিলাম তাহাই বা আমার কি করিবে?

১০৪। অয়ি প্রণয় শালিনি! আমি প্রচুর দুঃখ-দাবানলে দগ্ধ হইতেছি, অতএব প্রণয়-পুষ্ট দাস্য লাভের নিমিত্ত হৃদয়ে স্থাপন করিয়া এই বিলাপ-রূপ কুসুমাঞ্জলি তোমার পাদপদ্মে অর্পণ করিলাম, এই বিলাপ-রূপ কুসুমাঞ্জলি তোমার কিঞ্চিন্মাত্রও তুষ্টি বিধান করুক॥ ইতি॥

"ব্রজবিলাস স্তবে"—(ব্যবহার লিখিত হইয়াছে)

১। কাম ক্রোধাদি ছয় রিপু, সংসার পথে নিগূঢ়ভাবে অবস্থিত হইয়া প্রতিষ্ঠারূপ রজ্জু-দ্বারা আমাকে বদ্ধ করিয়াছে, অতএব শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত-রূপ বীরগণ তাহাদের রজ্জুছেদন-পূর্ব্বক তাহাদিগকে সংহার করিয়া আমাকে রক্ষা করুন।

২। আমি বার্দ্ধক্যরূপ দাবানলে অতিশয় দগ্ধ হইতেছি ও ভয়ানক অন্ধতারূপ কালসর্প আমাকে দংশন করিতেছে, পরাধীনতারূপ শাণিত শরে ও ক্রোধাদিরূপ সিংহ-সমূহে আবৃত হইয়াছি, অতএব হে হরে! হে স্বামিন্! আমি সেই সমস্ত উপদ্রব পরাজয় করিয়া যাহাতে সুস্থ চিত্তে নিরন্তর তোমাকে ভজনা করিতে সক্ষম হই করুণা-পূর্ব্বক আশু তোমার সেই প্রেমসুধারস আমাকে পান করাও।

৩। আমি যাঁহাদের মাধুর্য্যরূপ সুদিব্য সুধা সমুদ্র স্মরণ করিয়া অতিশয় হৃষ্টচিত্ত হইতেছি, সুতরাং কতিপয় শ্লোক দ্বারা তদীয় ব্রজধাম ও নিখিল ব্রজবাসি-দিগকে প্রণাম পূর্ব্বক সেই নিজ ইষ্টদেব শ্রীরাধাকৃষ্ণকে দেখিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করি।

৪। প্রকটিত লীলার স্বরূপামৃত লাভে এই অনঙ্গ অঙ্গলাভ করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক শৃঙ্গারাদি রস দ্বারা পুনঃ পুনঃ যাঁহাদের ক্রীড়া কৌতুক পরিবর্দ্ধন করিতেছেন, এবং নিখিল যুগল-মূর্ত্তির শিরোভূষণস্বরূপ সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণকে কবে আমি অনুরাগ নয়নে দর্শন করিব?

৫। যে স্থানে শত শত লক্ষ্মী-তুল্য রুক্মিণী সত্যভামা প্রভৃতি পট্টমহিষীগণের সহিত স্বয়ং প্রভু বিহার করিয়াছিলেন এবং যে স্থান সহোদর বলদেব ও পুত্র প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি আত্মীয় পরিকরে পরিবৃত, সেই দ্বারাবতী বৈকুণ্ঠ-ধাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং প্রেম-ক্ষেত্র ব্রজধাম যাঁহার অন্তর্গত ও স্বয়ং ভগবান্ যে স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সুতরাং দ্বারাবতী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ সেই মথুরামণ্ডলকে আমি নিয়ত ভজনা করি।

৬। যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামাদি প্রিয়বয়স্য ও বলদেবের সহিত মিলিত হইয়া গাঢ় অনুরাগ বশতঃ গোচারণ দ্বারা অদ্যাপি নিয়ত ক্রীড়া করিতেছেন, যাহার অনির্ব্বচনীয় কোন রস-মাধুরী সহৃদয় ভক্তগণের হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে, এবং যিনি মধুরাপুরী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধাম সেই ব্রজ-মণ্ডলকে আমি আশ্রয় করি।

৭। যে স্থানে হাস্য-পরিহাসাদি নর্ম্ম-চতুরা ললিতাদি সখীগণে পরিবৃত ও অনুরাগ পূর্ব্বক কেলি তৎপর হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রত্যেক তরু, কুঞ্জ, লতা ও গিরি-গুহায় নিয়ত বিহার করিতেছেন এবং ঐ রাধাকৃষ্ণের পাদপদ্মের সৌরভে যে স্থান অতি রমণীয় সেই শ্রীবৃন্দাবন-ধাম আমি ভজনা করি।

৮। যে স্থানে স্বয়ং লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছেন, যে স্থানে অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি নিয়ত পরিপূর্ণ রহিয়াছে, ধেনুগণের শ্রীবৃদ্ধির জন্য যাহার সৃষ্টি হইয়াছে এবং ব্রজবাসিগণ নিয়ত যে স্থানে অবস্থিতি করেন, বাৎসল্য হেতু নন্দযশোদা কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ পরমসুখে যে স্থানে বিহার করিতেছেন, গোষ্ঠের শীর্ষস্থান-স্বরূপ সেই নন্দালয় নন্দীশ্বরকে আমি ভজনা করি।

৯। যিনি এই স্থানে পুত্রের কল্যাণ-কামনায় সমাদর পূর্ব্বক প্রত্যহ নানাবিধ মিষ্টান্ন ও রত্নাদি ভূষিত সুদিব্য গাভী সকল দান করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন, যিনি পুত্রস্নেহ বশতঃ তদ্গাত-চিত্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ ঐ সকল ব্রাহ্মণ-গণের নিকট নিজ পুত্রের মঙ্গল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সেই গোকুলেন্দ্র শ্রীনন্দকে অমি ভজনা করি।

১০। পুত্রস্নেহ-বশতঃ সর্ব্বদা যাঁহার স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরণ হইত এবং যিনি কোন কারণ বশতঃ পুত্রের অঙ্গ হইতে ঘর্ম্মোদ্গম হইতেছে দেখিয়া এতই ব্যস্ত হইতেন যে, যেন অর্ব্বুত-দেহ-প্রাণ ধারণ করিয়া তাহার শান্তি-বিধান করিতেছেন এবং যিনি ক্ষণ-কাল পুত্রমুখ দর্শন না করিলে সদ্যঃ প্রসূত গাভীর ন্যায় ভয় বিহ্বল ও ব্যগ্র হইয়া অতিশয় বিলাপ করিতেন, সেই গোষ্ঠেশ্বরী যশোদা আমাকে রক্ষা করুন।

১১। যিনি নিজ পুত্র বলদেব অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণকে স্নেহরসে অভিষিক্ত করিতেন, যিনি আশ্চর্য্য পাকাদি কার্য্যে প্রবীণ এবং যিনি নিজ সখ্যভাব-দ্বারা যশোদা ও নন্দের অতিশয় প্রীতি বর্দ্ধন করিতেন, সেই ঈশ্বরী রোহিণীকে আমি ভজনা করি।

১২। কোটি চন্দ্রের দীপ্তি অপেক্ষাও যাঁহার উজ্জ্বল কান্তি, যিনি দুর্ব্বার ও অতিদুর্দ্দান্ত রিপুগণের মদ-গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছেন এবং যিনি স্নেহ বশতঃ অরণ্য প্রদেশে নিমেষ কালের নিমিত্তও চঞ্চল বলিয়া নিজ অনুজ শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্ব পরিত্যাগ করিতেন না এবং তদীয় বল-বীর্য্য অবগত হইয়াও যিনি তাঁহাকে শিক্ষা দিতে ত্রুটি করিতেন না, সেই ধেনুকারী বলদেবকে আমি স্তব করি।

১৩। যাঁহার নাম পর্য্যন্য, যিনি 'শ্রীকৃষ্ণ আমার পৌত্র' এই বলিয়া অন্যান্য মেঘ গণকে নিয়ত অবজ্ঞা করিতেন এবং যিনি সমস্ত রহস্য বিস্তার করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণেন্দ্রিয়ে বিহার করিতেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার কথা শুনিতে বড়ই ভাল বাসিতেন সেই শ্রীকৃষ্ণ-পিতামহ শ্রীপর্য্যন্যকে আমি প্রণাম করি।

১৪। 'শ্রীকৃষ্ণ আমার নাতী, আমার প্রিয় কৃষ্ণের কতই সুখ সমৃদ্ধি' এই বলিয়া যিনি অহঙ্কারে পৃথিবীতে পা দিতেন না, নাতী বলিয়া যিনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত সর্ব্বদা হাস্য পরিহাসাদি করিতেন এবং শ্রীকৃষ্ণের পিতামহী বলিয়া যাঁহার কৌতুক কথা শুনিতে ভাল বাসিতেন, সেই বরীয়সী কৃষ্ণ-পিতামহীকে আমি প্রণাম করি।

১৫। শ্বেত শ্মশ্রু-রাজিতে যাঁহার মুখ অতি সুন্দর, যিনি শ্যামবর্ণ ও পণ্ডিত এবং সকল মন্ত্রণাভিজ্ঞ, যিনি ব্রজপতি নন্দের সভায় অবস্থিতি করিয়া নিয়ত পূজিত হইতেন ও যিনি ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া প্রাণপণে তাঁহার সন্তোষ বিধান করিতেন সেই শ্রীকৃষ্ণ পিতৃব্য উপনন্দ নিরত এই গোষ্ঠ রক্ষা করুন।

১৬। যিনি গৌরবর্ণ সুকোমলমতি ও উদার চরিত্র, যিনি নন্দের কনিষ্ঠ ও স্নেহের পাত্র শ্যামবর্ণ শ্মশ্রু-রাজিতে যাঁহার মুখ অতি সুন্দর, নন্দের প্রতি যাঁহার অতিশয় ভক্তি, যিনি সুনন্দার পিতা এবং যিনি মহিষদধি দ্বারা প্রাণপণে নীরাজনায় তৎপর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সুখ-সম্পত্তি বিস্তার করিতেছেন সেই মহিষী-পতি সনন্দ আমাদিগকে রক্ষা করুন।

১৭। যিনি শ্যামবর্ণ ও সূক্ষ্মমতি, যিনি যুবা ও প্রিয়দর্শন, যিনি জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও পাণ্ডিত্য বলে বৃহস্পতিকেও জয় করিয়াছেন, যিনি ব্রজপতি নন্দের বামভাগে অবস্থিত এবং যিনি প্রিয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণপণে রক্ষা ও নিয়ত উপদেশ করিতেছেন, আমি প্রীতি পূর্ব্বক সেই উপনন্দ পুত্র সুভদ্রকে স্তব করি।

১৮। যিনি বাৎসল্যবশতঃ দৈত্যভয়ে অতিশয় ব্যাকুল ও কোমলাঙ্গ পুত্র কৃষ্ণের রক্ষায় সতত ব্যগ্রচিত্ত হইয়া উপবাসাদি বহুবিধ ব্রতাবলম্বনে জগন্মাতা ভগবতীকে সন্তোষ করিয়াছিলেন, অনন্তর তাঁহার অনুগ্রহে যিনি দৈত্যঘাতী বীরপুত্র প্রসব করিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের ধাত্রী-মাতা অম্বিকা আমাদিগকে রক্ষা করুন।

১৯। যাঁহার বীরত্ব সূচক শব্দে অর্থাৎ এই সমস্ত দানবগণ ইহারা কে? ইহারা ক্ষুদ্র হইতে ও ক্ষুদ্র জীব ইহাদিগকে আমি দূরে নিক্ষেপ করিতে পারি, ইত্যাকার অহঙ্কার সূচক বাক্যে ব্রহ্মাণ্ডকটাহ স্ফুটিত হইত এবং স্নেহ-পরতন্ত্র হইয়া জননী অম্বিকা রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত যাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এই ব্রজমণ্ডলে সেই ধাত্রীপুত্র বিজয়কে আমি ভজনা করি।

২০। যিনি এই ব্রজধামে পুরোহিত হইয়া প্রথমে মন্ত্র পাঠ ও আশীর্ব্বাদ-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত অঙ্গের শান্তি ও স্নেহবশতঃ প্রতিদিন তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিতেন এবং সমগ্র বেদমূর্ত্তিমান হইয়া যাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছে সেই মুনীন্দ্র ভাগুরির পাদপদ্ম যুগল আমি বন্দনা করি।

২১। যিনি শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রণয়ের পাত্র এবং শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য বয়স্য অপেক্ষা যিনি অতি প্রবীন, যিনি কৃষ্ণবর্ণ, গুণ, বয়স, বেশ ও সৌন্দর্য্যাদি দ্বারা আমি কৃষ্ণের সমান এই বলিয়া যিনি সর্ব্বদা আনন্দিত এবং যিনি সখা কৃষ্ণের ক্ষণকাল অদর্শন হইলে স্নেহ বশতঃ অতিশয় অধীর হইতেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ সহচর শ্রীদামকে আমি সর্ব্বদা প্রাপ্ত হই।

২২। যিনি প্রগাঢ় অনুরাগহেতু বিরহভয়ে স্বপ্নেও শ্রীকৃষ্ণের হস্ত পরিত্যাগ করিতেন না, শ্রীরাধিকার

প্রণয় প্রবাহে নিয়ত যাহার চিত্ত অভিষিক্ত এবং যাহার কলেবর প্রেম-পরিপূর্ণ সেই কৃষ্ণ-বয়স্য সুবলকে আমি প্রণাম করি।

২৩। যাঁহারা নানা স্থানস্থিত গাভীগণকে একত্র করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরমানন্দে হাত-কাড়াকাড়ি ও হাস্য পরিহাসাদি কৌতুকবাক্যে খেলা করিতেছেন এবং যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পরম মিত্র ও প্রেম সমুদ্রের জলে যাঁহাদের গৌরবরূপ মহাপঙ্ক প্রক্ষালিত হইয়াছে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাদিদেবেরও পুজনীয় সুতরাং আমরা তাঁহা অপেক্ষা অতিশয় নিকৃষ্ট যাঁহাদের এই বোধ ছিল না এবং শ্রীকৃষ্ণের মত বেশ-ভূষাদিতে সকলেই বিভূষিত এবং যাঁহাদের মনপ্রাণাদি সর্ব্বস্বধন শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে সমর্পিত, সেই কৃষ্ণ সহচর সমূহকে আমি ভজনা করি।

২৪। যিনি মূর্ত্তিমান হাস্যরস ও সর্ব্বদা হৃষ্টচিত্ত, যিনি অতিশয় বুভুক্ষার পরবশ এবং যিনি বাগভঙ্গী দ্বারা প্রতিদিন প্রাণাধিক বয়স্য রাধাকৃষ্ণকে হাস্যরসে নিমগ্ন করিয়া বিরাজ করিতেছেন, সেই কৌতুক-প্রিয় বৃন্দাবনচন্দ্রের কৌতুক-সহায় মধুমঙ্গলকে প্রীতিসহকারে আমি বন্দনা করি।

২৫। যিনি প্রতিদিন নিগূঢ়-ভাবে বৈদগ্ধ-চতুরা ললিতাদি সখীদ্বারাও প্রেমভরে সুন্দর-রূপে রাধাকৃষ্ণের মান ও অভিসারাদি উৎসব পরিপুষ্ট করিয়া তদুত্থিত সুখরূপ অমৃতরস পুনঃ পুনঃ উপভোগ করিতেছেন এবং যিনি ব্রজধামের নিয়ত কল্যাণ সাধন করিতেছেন, সেই ভগবতী পৌর্ণমাসীকে আমি ভজনা করি।

২৬। যিনি খর্ব্বশ্মশ্রু ও উদার চরিত্র, যাঁহার বংশ অতি উজ্জ্বল, যিনি গৌরবর্ণ ও অতি সম্ভ্রান্ত, যাঁহার বয়স পঞ্চাশত বর্ষ ও ব্রজের মধ্যে যিনি অতি প্রবীন এবং যিনি নন্দের পরম সহায়, যিনি জ্যেষ্ঠ সন্তান শ্রীদাম অপেক্ষাও কণিষ্ঠপুত্রী শ্রীরাধিকাকে বড়ই ভাল বাসেন, সেই উন্নত কীর্ত্তি শ্রীবৃষভানুকে আমি সর্ব্বদা ভজনা করি।

২৭। যিনি এই ব্রজধামে নব্যযুবক ও নবীনযুবতী শ্রীরাধাকৃষ্ণরূপ নাতীদ্বয়ের শৃঙ্গার রস বিষয়ে ব্যক্ত ভাবে যেন বিরোধ উপস্থিত করিয়া ভঙ্গীক্রমে তাঁহাদের অপার আনন্দ পরিবর্দ্ধিত করিতেছেন, সেই বৃদ্ধা শ্রীরাধিকার মাতামহী মুখরাকে আমি নিজ মস্তকে বহন করি।

২৮। যিনি প্রতিদিন এই ব্রজধামে শ্রীরাধিকার কুশল বার্ত্তা জানিবার নিমিত্ত ব্যাকুল চিত্তে যত্ন ও প্রীতি সহকারে ধাত্রীর কণ্যাদ্বয়কে প্রেরণ করিতেন, সেই রাধার জননী কীর্ত্তিদা আমাদিগকে রক্ষা করুন।

২৯। যিনি প্রগাঢ় প্রেমরসে নিমগ্ন ও প্রিয়তা হেতু কিঞ্চিৎ ঔদ্ধত্যভাব অবলম্বন-পুর্ব্বক প্রাণপ্রিয় বয়স্যদ্বয় শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা ও অভিসার বিষয়ে যথাক্রমে চাতুর্য্যও রসপূর্ণ বাক্যদ্বারা নিজ সখী শ্রীরাধিকাকে প্রতিদিন সখীজন সমুচিত মান শিক্ষা প্রদান করিতেন, সেই ললিতা আমাকে নিজগণ মধ্যে পরিগ্রহ করুন।

৩০। যিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রণয় ও সুন্দর কৌতূকের পাত্রী, যিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় সুদিব্য সঙ্গীত দ্বারা কোকিলের স্বর পরাজয় করিতেছেন, সেই বিশাখা অনুগ্রহ পুর্ব্বক সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে সঙ্গীত শিক্ষা প্রদান করুন।

৩১। যিনি প্রেমরসে নিমগ্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে প্রত্যেক নব নব কুঞ্জ সুগন্ধি কুসুম সমূহে ভূষিত করত সখীগণ পরিবৃত রাধাকৃষ্ণের লীলানন্দ বিস্তার করিতেছেন, আমি নিয়ত সেই বৃন্দাকে বন্দনা করি।

৩২-৩৭। নন্দালয়ে শ্রীরাধিকাকে আনয়ন কার্য্যে কুন্দলতা; শ্রীকৃষ্ণের নিকট রাধিকাকে অভিসার কার্য্যে প্রাণসখী ধনিষ্ঠা; শ্রীরাধাকৃষ্ণের শৃঙ্গার-রসসুখ বর্দ্ধনার্থ অবন্তি ত্যাগ-পুর্ব্বক ব্রজধামে অবস্থিতি-কারিণী নান্দীমুখীকে; শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের জল-বিহার-সেবা-সুখ-সম্পাদিনী কালিন্দী (যমুনা) এবং যাঁহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনোৎসবকারিণী সেই সখীগণকে বন্দনা করি। বংশী, দর্পণ, দ্যূতক্রীড়া, জল, কর্পূরাদি-বাসিত তাম্বুল ও বীণাদি উপকরণে সেবাকারী কৃষ্ণ সেবকগণকে আমি ভজনা করি।

৩৮-৩৯। তাম্বুলদান, পাদমর্দ্দন, জলদান ও অভিসারাদি কার্য্যগণ দ্বারা শ্রীরাধিকাকে পরিতৃপ্ত-কারিনী ললিতাদি

সখী অপেক্ষা প্রিয়তমা এবং কেলিস্থানে অসঙ্কোচে গমন-কারিণী রাধারাণী শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করি। নিজ সুখাভিলাষ ত্যাগ করিয়া প্রেমভরে নত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সুখভিলাষে রত শ্রীকৃষ্ণ পরিবার ভক্তগণকে ভজন করি।

৪০। যাঁহারা শ্রীরাধার ক্ষণকাল অদর্শনে মৃতপ্রায় হয়েন, শ্রীরাধার সুখে নিজেকে সুখী বোধ করেন, সেই শ্রীরাধার ভাগ্যবতী পরিচারিকাগণকে পুনঃ পুনঃ ভজনা করি।

৪১। সৌভাগ্য, গর্ব্ব, বিভ্রম প্রভৃতি নায়িকা-গুণ-বিশিষ্ট শ্রীরাধিকার শৃঙ্গাররসপুষ্টির নিমিত্ত সাপত্ন্যভাবে শ্রীকৃষ্ণ যে সকল ব্রজসুন্দরীদিগের সহিত ক্ষণকাল ক্রীড়া করিয়াছিলেন সেই সকল ভাগ্যবতী চন্দ্রাবলী প্রভৃতি ব্রজরমণীদিগকে আমি পুনঃ পুনঃ ভজনা করি।

৪২-৪৭। শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদিগকে কোটি ব্রহ্মাণ্ডাপেক্ষা সমধিক প্রেমদ্বারা নিয়ত রক্ষা করিতেছেন ও যাঁহারা নিজ পুত্রাপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণেতে অধিক স্নেহশীলা সেই গোপীগণকে আমি ভজনা করি। শ্রীকৃষ্ণলীলার সহায়ক ধেনুগণ আমাকে আশু রক্ষা করুন। কৃষ্ণ-বলরাম বয়স্যগণসহ যে ধেনুগণকে পালন-দোহনাদি উৎসব রত থাকিতেন, যাঁহাদের খুরোত্থিত ধূলি নিজ অঙ্গের শোভা বিস্তার করিতেন সেই সকল সুরভী-নন্দিনী ধেনুদিগকে ভজনা করি। শ্রীকৃষ্ণের পদ্মগন্ধ বৃষভের জয় হউক। কোমল তৃণ ও গাত্র-কণ্ডুয়নাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-পাল্য গোবৎসগণের উল্লম্ফন গতি দেখিতে বাসনা করি।

৪৮-৪৯। শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুধামৃত পানে পুষ্ট, মধুরধ্বনিতে শ্রীরাধিকার উৎকট মান অপনয়নকারী মুরলীকে নমস্কার করি। দূতীর বাক্য, সখার বাগ্‌ভঙ্গী ও শ্রীকৃষ্ণ চরণে পতিত হইয়াও যে শ্রীরাধার মান ভঙ্গে অক্ষম, সেই মান ফুৎকার মাত্রেই অপসারিতকারিণী পরম সৌভাগ্যবতী সখীস্বরূপা বংশীকে নিয়ত স্তব করি।

৫০-৫১। মুরলিনাদে প্রফুল্ল শ্রীরাধাকুণ্ডস্থ নিকুঞ্জদ্বারে নৃত্যোৎসবকারী তাণ্ডবিক ময়ূর-শ্রেষ্ঠকে স্মরণ করি। সপ্তাহকাল শ্রীকৃষ্ণ-হস্তে অবস্থিত, সর্ব্ব পূজ্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক মর্য্যাদাপ্রাপ্ত, শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস-বিগলিত কুঙ্কুমরাগে যাঁহার গুহা রঞ্জিত এবং যাঁহার শিলা রত্নখট্টার ন্যায় আচরণ করিতেছে সেই গোবর্দ্ধন আমাদিগকে রক্ষা করুন।

৫২-৫৬। শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডের মধ্যে প্রবেশ স্বরূপ শ্রীরাধা-মাধবের প্রিয় রাসস্থলীকেই আশ্রয় করি। অংশ-লব মাত্রেও বৃন্দাবনাদি যাহার সমান হইতে পারে না, শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা শ্রীরাধার ন্যায় প্রিয়তম শ্রীরাধাকুণ্ডকেই আশ্রয় করি। শ্রীকৃষ্ণের কাম-ক্রীড়াস্থলী শ্রীরাধাকুণ্ড-তটস্থ সমুজ্জ্বল মহাকুঞ্জকে সর্ব্বদা ভজনা করি।

৫৭-৫৮। নেত্রে দীর্ঘতা, নেত্র-প্রান্তে কুটিলতা, স্তন ও বক্ষস্থলে স্থূলতা, মৃদুবাক্যে অতিবক্রতা, নিতম্বে বিশালতা এবং সর্ব্বাঙ্গে যদ্দ্বারা অলৌকিক মাধুর্য্য প্রকাশ হয় সেই রাধা-মাধবের নূতন সুমধুর বয়ঃ সন্ধি অর্থাৎ পৌগণ্ড-কৈশোর-সংযোগকে আমি অনুভব করি। শ্রীরাধা-মাধবের অতিপ্রিয় শ্রীরাধাকুণ্ডকে আমি ইষ্ট-সরোবর জ্ঞানে নিত্য ভজনা করি।

৫৯-৬০। পরমশোভমান, ব্রজাঙ্গনাগণের শ্রীকৃষ্ণদর্শনার্থ সুযোগ্য স্থল, পাবন সরোবর আমাকে নিকটে রক্ষা করুন। নন্দপিতা পর্য্যন্ত ক্ষুধাতৃষ্ণা বর্জন করিয়া কৃষ্ণকে প্রাপ্তির জন্য যথায় নারায়ণ-দেবের অরাধনা করিয়াছিলেন সেই "ক্ষুন্নাহার" তড়াগই আমার আশ্রয় হউক।

৬১-৬৬। শ্রীরাধারূপস্থলী ও মণ্ডপ শ্রীকৃষ্ণ দর্শনার্থ আশ্রয় করি। ত্রৈলোক্যের অদ্ভুত মাধুর্য্য পরিবৃতা রাসস্থলীর বাসের প্রতিকূল হইতে আমাকে রক্ষা করুন। শ্রীরাধাকৃষ্ণের নৌকাবিহার-স্থলী মানস গঙ্গা আমাকে প্রতিকূল হইতে রক্ষা করুন। শ্রীকৃষ্ণবিলাসক্ষেত্র ও গৈরিকাদি ধাতু বিচিত্রাঙ্গ শৈলবর্য্যকে ভজনা করি। যমুনা ও শ্রীরাধা-কুণ্ডাদি সরোবরগণকে ভজনা করি।

৬৭-৬৯। শ্রীরাধার কচ্ছপী বীণা ও শ্রীকৃষ্ণ-মুরলী শব্দে অতিহৃষ্ট মৃগপতিগণ আমাকে নিত্যই সন্তুষ্ট করুন। শ্রীরাধা-কৃষ্ণের বিলাসস্থান কুঞ্জসমূহ আমি সুদীর্ঘ কেশপাশ দ্বারা মার্জ্জন করি। যে সকল বৃক্ষতলে নবযুবদ্বয় দিবারাত্র হৃষ্টচিত্তে বিহার করেন সেই সকল বৃক্ষ আমাকে রক্ষা করুন।

৭০-৭৮। শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম-সেবায় পুষ্পপ্রদাতা লতাগণকে আমি অতি প্রেমে সেবা করি। শ্রীরাধাকৃষ্ণের সমীপে সুমধুর শব্দে উল্লাস বিধানকারী ব্রজস্থ পক্ষিগণ আমাকে অবলোকন করুন। আম্রবকুল, কদম্ব, মাধবী প্রভৃতি বৃক্ষ-লতাকে আমি বন্দনা করি। শ্রীকৃষ্ণ যাহার প্রফুল্ল কুসুমদ্বারা শ্রীরাধিকাকে ভূষিত করিয়াছিলেন, শ্রীরাধা যাহাকে স্বাধীন করিয়াছেন সেই শ্রীমান্ কদম্বেশ্বর আমার নেত্র-সুখ বিস্তার করুন। শ্রীকৃষ্ণাভিষেক জলে প্রাদুর্ভূত গোবিন্দকুণ্ড আমার নেত্র-গোচর হউন। অন্নকূটনামক স্থানকে আমি আশ্রয় করি। গোবর্দ্ধনের উপরি শ্রীকৃষ্ণ যথায় রাজভোগ ভোজন ও বিহার করিয়াছিলেন সেই স্থানকে অতি অনুরাগে ভজনা করি। দানঘট্টী কৃষ্ণবেদিকাকে নমস্কার করি। দান-লীলা-নিবর্ত্তন-কারী দান সরোবর আমাকে বাসস্থান প্রদান করুন।

৭৯। বলদেবকুণ্ড, কদম্বখণ্ড-সরোবর, পুষ্পসরোবর, রুদ্রসরোবর, অপ্সরসরোবর, গৌরী সরোবর, জ্যোৎস্নামোক্ষ সরোবর, মাল্যহার সরোবর, বিবুধারি সরোবর এবং ইন্দ্রধ্বজ প্রভৃতি যে সমস্ত সরোবর গোবর্দ্ধনের চতুর্দ্দিকে শোভা পাইতেছে, ইঁহাদিগকে এবং চক্রকতীর্থে দৈবৎ গিরিস্থিত শ্রীরত্নপীঠ-সমূহকে আমি স্তব করি।

৮০-৮৩। দোলাক্রীড়ার রসভরে উৎফুল্ল বদন শ্রীরাধা-গোবিন্দকে সখীগণ প্রত্যেক বসন্তকালে যে স্থানে আন্দোলিত করেন, সেই প্রসিদ্ধ মহৎ গোবিন্দস্থলকে আমি ভজনা করি। কালিয়-হ্রদকে আমি ভজনা করি। শীতার্ত্ত কৃষ্ণকে দ্বাদশ-সূর্য্য-তাপ-দ্বারা সেবা করিয়াছিলেন যে স্থানে সেই দ্বাদশসূর্য্য-নামক তীর্থকে আশ্রয় করি। অত্যন্ত আতপে শ্রীকৃষ্ণেরঅঙ্গ হইতে পতিত ঘর্ম্মদ্বারা যে তীর্থ হইয়াছিল সেই প্রস্কন্দন কুণ্ডকে বন্দনা পূর্ব্বক আশ্রয় করি।

৮৪-৮৫। কাত্যায়নী-ব্রত-পরায়ণা গোপকণ্যাগণের বস্ত্রহরণ লীলাস্থলী চীরঘাটকে আশ্রয় করি। শ্রীকৃষ্ণ কেশী দৈত্যকে বধ করিয়া তাহার রুধির-ক্লিন্ন হস্ত যে স্থানে ধৌত করিয়াছিলেন সেই কেশীতীর্থকে আম ভজনা করি।

৮৬-৯১। যথায় যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে চতুর্ব্বিধ অমৃত-নিন্দি অন্ন ভোজন করাইয়াছিলেন সেই স্থানকে ও যাজ্ঞিক বধূবর্গকে বন্দনা করি। কৃষ্ণপ্রণয়ি গোপীগণ যে সদাশিবের ভজন করিয়া অতিশীঘ্র কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করিয়াছিলেন সেই গোপেশ্বর সদাশিবকে প্রতিদিন ভজন করি। বৃষভানুরাজ-স্থাপিত শ্রীরাধার্চ্চিত শ্রীসূর্য্যদেব কৃষ্ণপ্রাপ্তির বিঘ্নকারীগণ হইতে রক্ষা করুন। যথায় শ্রীকৃষ্ণজন্মোৎসবে নন্দমহারাজ ভূষিত দ্বিলক্ষ নূতন গোবৎস এবং দিব্যালঙ্কার রত্নপর্ব্বত ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন সেই সুবৃহৎ কাননকে বন্দনা করি। বৃষভানুপুরে আমার প্রচুর প্রীতি থাকুক। শেষশায়ী—শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠ যথায় শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণ-চরণ অতি কর্কশ ভয়ে নিজ বক্ষে ধারণ করিতে ভীতা হইয়াছিলেন তথায় নিত্যস্থিতি হউক।

৯২-৯৩। যথায় গোপীকাদিগের বিলাসার্থ কাম-সরোবর হইয়াছিল সেই কাম্যবনকে ভজনা করি। যথায় শ্রীরাধা সখীগণসহ মল্লী হইয়া মল্লরাজ শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়া মদনরাজের তুষ্টি বিধান করিয়াছিলেন সেই ভাণ্ডীর বনকে আমি ভজনা করি।

৯৪-৯৬। শ্রীবলদেব-কর্ত্তৃক হলাগ্রাকৃষ্ট যমুনা-তীরস্থ রামঘাটকে ভক্তিসহকারে বন্দনা করি। অঘাসুর বধস্থলী আমাদিগকে কৃষ্ণ বয়স্যগণের ন্যায় রক্ষা করুন। কৃষ্ণ-মহিমা দর্শনোৎসুক ব্রহ্মা যথায় গোবৎসও গোপবালকগণকে হরণ করিয়াছিলেন, সেই বৎসহার-স্থলীকে আমি ভজনা করি।

৯৭-৯৮। যথায় ব্রহ্মা গোবৎসবৎসপাল হরণ জন্য অপরাধ হেতু শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়াছিলেন সেই শ্রীকৃষ্ণ সহ তীর্থ চতুর্ম্মুখ নামক স্থানকে আমরা নিরন্তর নমস্কার করি। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম দ্বাদশ বনকে বারম্বার বন্দনা করি।

৯৯। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমরসে-পূর্ণ দাস ও মিত্র শ্রীউদ্ধব প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৃন্দাবনে বাস করিয়া ব্রজবাসিগণকে দশমাস কাল শ্রীকৃষ্ণের কথাতেই জীবিত রাখিয়াছিলেন, সেই উদ্ধবকে আমি বন্দনা করি।

১০০। যথায় ব্রহ্মা তৃণ-গুল্মাদিতেও দীর্ঘকাল জন্ম আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, সেই বৃন্দাবনে জন্মলাভ করত যাঁহারা বাস করিতেছেন আমি পরম বিনয়-পূর্ব্বক প্রতিদিন ক্রমশঃ তাঁহাদিগকে বন্দনা করি। যাঁহারা শ্রীরাধাকুণ্ডের

তীরে প্রেমামৃতপানে পুষ্ট হইয়া বাস করিতেছেন সেই শ্রীরাধাকুণ্ডবাসি মহাত্মাগণ আমার জীবনের উপায় স্বরূপ হউন।

১০১। শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে বহুবাক্য-দ্বারা যাঁহাদিগকে সুস্পষ্টরূপে বারম্বার প্রতিপাদিত করিয়াছেন, যাঁহারা কৃষ্ণলীলার অনুকূল-স্বরূপ, কৃষ্ণপ্রিয় ও সর্ব্বানন্দময় সেই যৎকিঞ্চিৎ তৃণগুল্ম কীট-পতঙ্গাদি গোষ্ঠস্থ সমস্ত বস্তুকে আমি সস্পৃহে বন্দনা করি।

১০২। আমি নিরন্তর হে রাধে! হে কৃষ্ণ! এই বলিয়া উন্মত্তের ন্যায় প্রলাপ পূর্ব্বক গোবর্দ্ধনের নিকট ভ্রমণ করিতে করিতে এবং কোন কোন স্থানে প্রেম বিবশতা হেতু স্খলিত হইতে হইতে কবে আমি ব্যাকুল চিত্তে উচ্ছলিত নয়নদ্বয়ের সলিল দ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের ক্রীড়া স্থান সকলকে সেচন করিব।

১০৩। ব্রহ্মা, নারদ, মহাদেব এবং উত্তম প্রেমভক্ত সকল যাঁহারা উচ্ছলিত মাধুরী শীঘ্র উত্তম-রূপে জানিতে পারেন না, কিন্তু এক মাত্র বলদেব ও তন্মাতা রোহিণীদেবী ও প্রেম-বশতঃ উদ্ধব নিশ্চয় জানেন, আমি সেই শ্রীবৃন্দাবনের কিরূপে বর্ণনা করিব।

১০৪। আমি প্রেম-সমুদ্রে স্নাত হইলেও বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন ভগবদ্ধামে ভগবজ্জনের সঙ্গেও ক্ষণমাত্র বাস করিব না কিন্তু ব্রজবাসিগণের মধ্যে যে কোন প্রেমশূন্য ব্যক্তির সহিত যদি বৃথালাপ করিতে হয় তাহা করিয়াও আমার প্রতিক্ষণ অত্যাসক্তি পূর্ব্বক নিত্যই ব্রজে বাস হউক।

১০৫। শ্রীরূপমঞ্জরী অনুরাগবশতঃ শ্রীকৃষ্ণকে যাঁহার অনুরক্ত করিয়া দিয়াছেন, সেই বৈদগ্ধ্যাদি গুণ-সকলের দ্বারা আরাধিতা শ্রীরাধিকার পাদযুগলে আমার রতি হউক।

১০৬। ব্রজজনের প্রকাশমান মাধুরী দ্বারা অতি সুন্দর এই ব্রজবিলাস নামক স্তব যাঁহারা আনন্দিত হইয়া নিয়ত সাদরে পাঠ করেন তাঁহারা পরিকরগণের সহিত মনোজ্ঞমূর্ত্তি-মিথুন অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণকে এই বৃন্দাবনে দর্শন করেন।

ইতি শ্রীব্রজবিলাস স্তব সমাপ্ত।

পঞ্চম দ্যুতি

শ্রীবিশাখানন্দদ-স্তোত্র। (লীলা)

১। ভাব, নাম ও গুণাদির একতা প্রযুক্ত যিনি সাক্ষাৎ শ্রীরাধিকাস্বরূপ এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রেয়সী সেই বিশাখা আমার প্রতি প্রসন্না হউন।

২। যিনি এই জগন্মণ্ডলে বিধাতার সমুজ্জ্বল তরুণীসৃষ্টির কৌশল-সম্পত্তি-স্বরূপা, সেই কোন অনির্ব্বচনীয়া বৃন্দারণ্যবিহারিণী শ্রীমতী রাধিকা জয়যুক্তা হউন।

৩-৪। যাঁহার অঙ্গ দ্বিধাকৃত স্বর্ণতুল্য, রক্তবস্ত্র যাঁহার অবগুণ্ঠন, যাঁহার বেণী অতি যত্ন সহকারে সুবদ্ধ এবং মনোহর কুঙ্কুমদ্বারা যাহার অঙ্গ লিপ্ত। যাহার ললাটপট্টে দ্বিকলচন্দ্রের মধ্যে কস্তুরী তিলক সমুজ্জ্বল, প্রস্ফুটিত রক্তপদ্ম দ্বারা যাঁহার মনোহর কর্ণভূষণ।

৫-৭। অগুরু কুঙ্কুমাদি বিচিত্রবর্ণ-বিন্যাসে যাঁহার বিগ্রহ চিত্রিত; কৃষ্ণরূপ চৌরভয়ে যিনি কাঁচুলী দ্বারা স্তন-মণিকে গোপন করিয়াছেন। হার-নূপুর, কেয়ূর, নাসাগ্রস্থিতমুক্তা, সাক্ষরাঙ্গুরীয় এবং অন্যান্য উত্তমভূষণ-দ্বারা যিনি ভূষিতা। সুদীপ্ত কজ্জল দ্বারা যাঁহার নেত্র-রূপ নীলোৎপল যুগল সুদীপ্ত, সৌরভ বিশিষ্ট উজ্জ্বল তাম্বুল দ্বারা যাহার শ্রীমুখপদ্ম মনোহর।

৮-১০। যাঁহার সুপক্ক বিম্বীফল তুল্য অধর ঈষৎ হাস্যলেশ দ্বারা শোভিত এবং যিনি সুমধুর আলাপ-রূপ অমৃত দ্বারা সখীকুলকে সঞ্জীবিত করিতেছেন। যিনি বৃষভানুরাজের কুলকীর্ত্তিকে বর্দ্ধন করিতেছেন। যিনি সূর্য্যদেবের সেবা করেন ও যিনি স্বীয় জননী কার্ত্তিদা-রূপ খনিসমুৎপন্ন রত্নসম্পত্তিস্বরূপ, যাঁহার শোভা দ্বারা লক্ষ্মী পরাজিতা, এবং যিনি বেশরচনা দ্বারা অতিশয় দেদীপ্যমানা হইয়াছেন। যিনি অনঙ্গমঞ্জরীর জ্যেষ্ঠা শ্রীদামের আনন্দদায়িনী অথচ কনিষ্ঠা, যিনি মুখরার অমৃত দৃষ্টিতে দৌহিত্রী স্বরূপ, যিনি মুখরার আশ্রিত।

১১-১২। যিনি পৌর্ণমাসীর বহিঃস্থিত প্রাণ-পঞ্জরের শারিকা স্বরূপ, সুবলের প্রণয়ে যাঁহার উল্লাস হয় এবং ঐ সুবলের প্রতি যিনি সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া থাকেন। যিনি ব্রজেশ্বরী যশোদার কৃষ্ণতুল্য স্নেহাস্পদ এবং ঐ যশোদাতে যাহার অত্যন্ত ভক্তি তথা যিনি কীর্ত্তিদা নাম্নী স্বীয় জননীর বাৎসল্য-রসে সংযুক্ত, রোহিণীদেবী মঙ্গল কামনায় যাঁহার মস্তক ঘ্রাণ করেন।

১৩-১৯। যাঁহার ভক্তি পরম্পরা ব্রজরাজনন্দের পাদপদ্মে অর্পিত, এবং ব্রজরাজ নন্দ মহাশয়েরও যিনি বৃষভানুরাজের ন্যায় প্রেমপাত্রী। যিনি গুরুবুদ্ধিতে দূর হইতে বলদেবকে প্রণাম করেন এবং বধূ বুদ্ধিতে বলদেবেরও যিনি লজ্জাযুক্ত প্রেমভূমি। যিনি ললিতা-কর্ত্তৃক প্রাণতুল্য সংললিত এবং স্বীয় প্রাণাধিক ললিতা-কর্ত্তৃক যিনি আবৃতা ও ললিতার প্রাণরক্ষার্থ যিনি অদ্বিতীয় রক্ষিকা; যথা যাঁহার শরীর ললিতারই বশীভূত। বৃন্দা-কর্ত্তৃক সুখজ্জিত কুঞ্জরূপ কামমন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক খণ্ডিত-মানা হইয়া যিনি ললিতার ভয়ে কম্পযুক্তা। বিশাখা-সখীর নর্ম্মবাক্য ও সখ্যভাবে যিনি সুখী হইয়া বিশাখার প্রতি তদ্গতচিত্তা হন। বিশাখার প্রাণরূপ দীপ-শ্রেণীর দ্বারা যাঁহার নখচন্দ্রিকার আরতি সম্পন্ন হয়। যাঁহার স্মিতরূপ কুমুদ কলিকা সখীবর্গের জীবনৌষধি স্বরূপ এবং যিনি স্নেহামৃতে স্বজনগণকে প্রফুল্লিত করেন তথা যিনি গোবিন্দবল্লভা। বৃন্দারণ্যরূপ মহারাজ্যের মহাভিষেক দ্বারা যাঁহার মহতী উজ্জ্বলতা হইয়াছে এবং যাঁহার বদন গোষ্ঠবাসি জনসকলের জীবনোপায়-স্বরূপ তথা যাঁহার দন্ত সকল সুশোভিত হইয়াছে।

২০-২৩। বৃন্দাবনের সমস্ত তরু, লতা, মৃগ ও পক্ষী যাঁহার পরিচিত এবং বৃন্দাবনস্থ তরুলতা সম্বন্ধীয় সখ্যরূপ সৌরভে যাঁহার মানস সুরভিযুক্ত। জন্মাবধি যিনি স্নিগ্ধস্বভাবা হইয়া সর্ব্বত্র স্নেহ প্রকাশ করেন এবং যিনি "রাধা" এই নামোচ্চারণ মাত্রেই সকলের চিত্ত দ্রবীভূত করেন তথা যিনি দীনপালিকা। গোকুলে কৃষ্ণচন্দ্রের সর্ব্বাপৎ শান্তি-পূর্ব্বক ধীরলালিত্য বৃদ্ধির জন্য যিনি ব্রতাদির অনুষ্ঠান করেন। যিনি বিনীতভাবে গুরু, গো এবং ব্রাহ্মণদিগের পূজাদি কার্য্যে নিরত এবং ঐ গুর্ব্বাদির শত শত আশীর্ব্বাদ হেতুক নিয়ত বর্দ্ধমান সৌভাগ্যাদি গুণ যাঁহাতে সংযুক্ত রহিয়াছে।

২৪-২৫। দুর্ব্বাসা ঋষির বরে যাহার পাকান্ন আয়ুঃ, গো,-যশঃ ও সম্পত্তি এই সমস্তই প্রদান করিতে সমর্থ, সুতরাং যশোদার আজ্ঞায় যিনি নন্দালয়ে কুন্দলতা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের অন্নাদি-পাকার্থ প্রত্যহ আনীতা হইয়া থাকেন। যাঁহার বাক্যামৃত ব্রজজীবন শ্রীকৃষ্ণের জীবনৌষধি-স্বরূপ এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণের পাদরেণুকে স্বকীয় প্রাণ সমূহ দ্বারা রক্ষা করেন।

২৬-৩০। শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম সমুত্থিত মকরন্দ সমন্বিত অরিষ্টমর্দ্দি নামক সরোবরে প্রতিদিন অতি যত্ন সহকারে স্নান করেন। রাধাকুণ্ডের পুরোবর্ত্তি তীর-সন্নিহিত রত্নমণ্ডপে যিনি দিবা নিশি নর্ম্মভাষিণী প্রিয়তমা সখীদিগের সহিত ভঙ্গী-পূর্ব্বক পরিহাস সুখ বিস্তার করিতেছেন। যিনি গোবর্দ্ধন গুহার লক্ষ্মী, গোবর্দ্ধন-বিহারিণী এবং গোবর্দ্ধনধারি শ্রীকৃষ্ণে যাঁহার নিয়ত প্রেম। গন্ধর্ব্ব অর্থাৎ আশ্চর্য্য গান নিমিত্ত যিনি গন্ধর্ব্বা। (১) রাধা অর্থাৎ দুঃখের অপহারিণী এবং ক্লেশ নাশার্থ যাঁহাকে আরাধনা করা যায় এই অর্থে যিনি রাধা (২) যাঁহার নিমিত্ত চঞ্চল চকোরের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের অপাঙ্গ চঞ্চল এই অর্থে যিনি চন্দ্রকান্তি (৩) বন্ধু অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের আরাধিকা এই

অর্থে যিনি রাধিকা (৪) এবং গন্ধর্ব্ব কুলোৎপন্নত্ব হেতু গন্ধশালিনী হইয়া স্বীয় গন্ধ দ্বারা যিনি সমস্ত গোকুলকে অতিশয় গন্ধযুক্ত করিয়াছেন এই অর্থে যাহার নাম গান্ধর্ব্বিকা (৫) এই পাঁচটী নাম-দ্বারা গোকুলবাসীজন-কর্তৃক যিনি আহুতা হইয়া থাকেন।

৩১-৩২। যিনি সুবর্ণ প্রতিমা সদৃশ, মৃগনয়না এবং রঙ্গিণীনামক সখীর প্রিয়তমা, স্বয়ংও রঙ্গিনী এবং যিনি সুরঙ্গ-নামক শ্রীকৃষ্ণের হরিণের শব্দকে উপহাস-পূর্ব্বক স্বীয় রঙ্গিণী হরিণীর শব্দ শ্রবণে গমন করিয়াছিলেন। স্বীয় কান্ত শ্রীকৃষ্ণের আকাঙ্ক্ষায় যিনি নন্দীশ্বর গ্রামে গমনার্থ উৎকণ্ঠাবদ্ধ হইয়াছেন এবং নবানুরাগের সম্বন্ধরূপ মদিরায় যাঁহার মানস উন্মত্ত।

৩৩-৩৬। মদনোন্মত্ত গোবিন্দকে অকস্মাৎ দর্শন করিয়া যিনি সহাস্য বাক্য কথন-পূর্ব্বক রোদন করিয়া কম্পিতা হয়েন এবং যিনি ক্রোধান্বিতা হইয়া ওষ্ঠ দংশন করেন। গোবিন্দ ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক সুচারু মুখপদ্ম অবলোকন করিলে যিনি পুষ্পাকর্ষণচ্ছলে ঊর্দ্ধদেশে বাহু-মূলের সঞ্চালন করেন। শ্রীকৃষ্ণের সমক্ষেই কোন বিশেষ ভাববশতঃ কৃষ্ণ দর্শন না করিয়াই যেন পুষ্পদলে কৃষ্ণমূর্ত্তি লিখিয়া কৃষ্ণবিলোকিতা সেই প্রকৃতিকে যিনি দর্শন করিতে থাকেন। কোপবতী রাধিকা লীলা বশতঃ যাচক কৃষ্ণকে অবজ্ঞা করিয়াই যেন ভঙ্গী পূর্ব্বক গোবর্দ্ধন গহ্বরকে প্রফুল্ল নেত্রে দর্শন করেন।

৩৭-৩৮। মাধব সুবলের স্কন্ধে বাহু বিন্যস্ত করিয়া দর্শন করিলে যিনি ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক তমাল-বৃক্ষকে তাড়ন করেন। শ্রীকৃষ্ণ বিলাস বশতঃ-হাস্য সহকারে লীলাপদ্ম চুম্বন করিলে যিনি হাস্য করিয়া ললাট হইতে কস্তুরীরস গ্রহণ-পূর্ব্বক একবার মাত্র আঘ্রাণ করেন।

৩৯-৪৩। মহাভাবস্বরূপ উজ্জ্বল চিন্তার দ্বারা যাঁহার শরীর অতি পবিত্র এবং সখীগণের প্রণয়রূপ উদ্বর্ত্তন অর্থাৎ কুঙ্কুমাদি দ্বারা যাহার কান্তি সুন্দর হইয়াছে। পূর্ব্বাহ্নে কারুণ্য অর্থাৎ দয়ালুতা-রূপ অমৃত-ধারা এবং সায়াহ্নে লাবণ্য অর্থাৎ কান্তিরূপ অমৃতের বন্যা দ্বারা যিনি স্নান-পূর্ব্বক লক্ষ্মীদেবীকেও গ্লানি যুক্ত করিতেছেন। লজ্জারূপ পট্টবস্ত্র দ্বারা যাঁহার অঙ্গ আচ্ছাদিত এবং যিনি সৌন্দর্য্যরূপ ঘুসৃণ অর্থাৎ কুঙ্কুম দ্বারা শোভিত; শ্যামবর্ণ উজ্জ্বল অর্থাৎ শৃঙ্গাররসরূপ যে কস্তুরী তদ্দ্বারা যাঁহার কলেবর বিচিত্রিত হইয়াছে। কম্প, অশ্রু, পুলক, স্তম্ভ, স্বেদ, গদ্গদ, রক্ততা, উন্মাদ ও জড়তা, এই নয়টি উত্তম রত্নদ্বারা যিনি অলঙ্কার রচনা করিয়া পরিধান করিয়াছেন। সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যাদি গুন সমূহই যাঁহার পুষ্পমালা স্বরূপ এবং ধীরাধীরত্ব ভাবরূপ সুগন্ধকেই যিনি পটবাস অর্থাৎ কর্পূরাদি-রূপে ব্যবহার করিতেছেন।

৪৪-৪৮। প্রচ্ছন্ন মানই যাঁহার ধম্মিল্ল, যিনি সৌভাগ্যরূপ তিলকে উজ্জ্বল এবং শ্রীকৃষ্ণের নাম ও যশঃ শ্রবণই যাঁহার সুন্দর কর্ণভূষণ। অনুরাগরূপ তাম্বুলের রক্তিমায় যাঁহার ওষ্ঠ রঞ্জিত, প্রেমকৌটিল্যই যাঁহার কজ্জল শ্রীকৃষ্ণের ও সখীগণের উপহাস বাক্য শ্রবণে সমুৎপন্ন মধুর হাস্যরূপ কর্পূর দ্বারা যিনি সুবাসিত হইয়াছেন। সৌরভ অর্থাৎ কীর্ত্তিরূপ অন্তঃপুর মধ্যে যিনি গর্ব্বরূপ পর্য্যঙ্কে আনন্দে শয়ান হইয়া প্রেমবৈচিত্ত্য-রূপ চঞ্চল তরল (হারমধ্যস্থিত মণি) দ্বারা শোভা পাইতেছেন। সপ্রণয় ক্রোধ-সম্ভূত রক্তিমা-রূপ কাঁচুলী দ্বারা যিনি স্তনযুগলকে আবৃত করিয়াছেন এবং সপত্নীগণের কুটিলতম মুখ ও হৃদয়ের শোষণকারিণী যশঃশ্রী অর্থাৎ যশঃ-সম্পত্তিই যাঁহার উৎকৃষ্ট কচ্ছপী অর্থাৎ বীণারব হইয়াছে। মধ্যতা অর্থাৎ যৌবন-রূপ স্বীয় সখীর স্কন্ধদেশে যিনি আপনার লীলা-রূপ করপদ্ম অর্পণ করিয়াছেন এবং যিনি শ্যামা অর্থাৎ বিশেষ-গুণ-যুক্তা স্ত্রী তথা যিনি শৃঙ্গাররস দ্বারা কন্দর্পমত্ততারূপ মধু পরিবেশন করিতেছেন।

৪৯-৫৩। যিনি সৌভাগ্যবতী স্ত্রীগণের মস্তকস্থিত ভূষণ-মঞ্জরী-স্বরূপা, বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে যিনি যশকে কর্ণভূষণ করিয়াছেন। যিনি বৈদগ্ধ্য অর্থাৎ রসিকতার সুধাসিন্ধু, চতুরতা-রূপ অমৃতের একমাত্র পুরী

(বাসস্থান), মাধুর্য্যামৃতের লতা এবং গুণরত্নের পেটিকা। সূর্য্য-দর্শনে পদ্মের প্রকাশের ন্যায় যাঁহার দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের কামোদ্রেক হইয়া থাকে এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণের মানস-রূপ কুমুদের উল্লাস বিষয়ে চন্দ্রকিরণ স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণের মানস হংসের সম্বন্ধে যিনি উৎকৃষ্ট মানসগঙ্গা এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণ-রূপ চাতক পক্ষির জীবনৌষধিরূপ নবজলদের জলধারা। যিনি শ্রীকৃষ্ণের নেত্রদ্বয়ের প্রসিদ্ধ অঞ্জন সুধার বর্ত্তি (বাতি) স্বরূপ এবং যিনি বিলাসশ্রান্ত শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে বসন্ত-কালীন বায়ু সমূহ।

৫৪-৫৮। যিনি শ্রীকৃষ্ণরূপ মত্তমাতঙ্গের বিহারার্থ অপার দীর্ঘিকা-স্বরূপ এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ-রূপ মহামৎস্যের সম্বন্ধে যিনি ক্রীড়া নিমিত্ত আনন্দসমুদ্র। যিনি শ্রীকৃষ্ণরূপ ভ্রমরের অভিনব আম্রমুকুল এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণ-রূপ কোকিলের আনন্দপ্রদ মন্দারপর্ব্বতস্থ বিস্তৃত উপবন-স্বরূপ। যিনি কৃষ্ণের কেলীরূপ উৎকৃষ্ট উপবন-বিহারে অদ্ভুত কোকিলা-স্বরূপ এবং যিনি ধ্বনি-দ্বারা নিকটে আনীত বীরবর শ্রীকৃষ্ণের সুধীর মনোমৃগা। প্রণয়োদ্রেকই অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির একতর, তদ্দ্বারা যিনি গিরিধারি শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিয়াছেন এবং নিজেও মাধবের অতিশয় বশীভূতা বলিয়া লোকমধ্যে মাধব-প্রিয়া নামে অভিহিতা হয়েন। শ্রীকৃষ্ণরূপ তমালবৃক্ষে যিনি বিলাসবতী স্বর্ণযূথিকা-স্বরূপ এবং গোবিন্দরূপ নবমেঘে যিনি অদ্ভুত ও সুস্থির বিদ্যুল্লতা রূপ।

৫৯-৬৪। গ্রীষ্মকালে গোবিন্দের সর্ব্বাঙ্গে যিনি কর্পূর, চন্দন ও চন্দ্রিকা-স্বরূপ এবং যিনি শীতকালে শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর শরীর সমুদয়ে মনোহর পীতবর্ণ কৌষেয় পটী। যিনি বসন্তকালে শ্রীকৃষ্ণ-রূপ তরুর উল্লাসার্থ মধুরাকৃতি বসন্ত-কালীন শোভা এবং যিনি বর্ষাকালে শ্রীকৃষ্ণের হর্ষদায়িনী মনোহর মল্লার রাগের শোভা-স্বরূপ। যিনি শরৎ-ঋতুতে একান্ত রাস-রসিক শ্রীকৃষ্ণকে স্পষ্টরূপে বরণ করিবার নিমিত্ত সখীকে আশ্রয় করিয়া রাসশ্রীরূপে বিহার করিতেছেন। হেমন্তকালে কাম-যুদ্ধের নিমিত্ত ভ্রমনকারী রাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় পৌরুষ দ্বারা পরাজয় করিবার নিমিত্ত যিনি মূর্ত্তিধারিণী জয়লক্ষ্মী স্বরূপ হইয়াছেন। সুদীর্ঘকালে নিখিল প্রশংসনীয় বস্তু সকল হইতে সর্ব্বতোভাবে সারাকর্ষণ পূর্ব্বক একত্র যোগ করত বিধাতা আশ্চর্য্য শোভার সহিত যাঁহাকে নির্ম্মাণ করিয়া, বারম্বার আত্মশ্লাঘা করত পূজা করিয়াছেন এবং গৌরী ও লক্ষ্মীরও যে সৌন্দর্য্য অন্বেষনীয় তদ্দ্বারা যাঁহার পাদপদ্মের নখকান্তি বন্দিত হইতেছে।

৬৫-৭০। শরৎঋতুজাত পদ্ম, শারদচন্দ্র ও মণি-দর্পণ প্রভৃতি যাঁহার মুখ-পদ্মস্থিত পরম শোভার লেশমাত্রকে স্তব করিতেছে। স্থায়িভাব ও সঞ্চারিভাবে সুন্দর উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক এবং বিভাবাদি অনুভাবের সহিত বিভাব অর্থাৎ ভাবনা-বিষয়ভূতা হইলেও স্বয়ং শ্রীরাধা শ্রীরসতা অর্থাৎ শৃঙ্গার-স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। যিনি সৌভাগ্য-রূপ দুন্দুভির সমুন্নত ধ্বনি কোলাহলদ্বারা সর্ব্বক্ষণ প্রচুর অহঙ্কার সম্পন্ন নিখিলবিপক্ষ গোপীদিগকে অতিশয় ত্রাসযুক্ত করিতেছেন। যিনি মদনভরে আলস্যযুক্ত এবং যিনি লক্ষ লক্ষ বিপক্ষদিগের হৃৎকম্প সম্পাদক স্বীয় মুখশ্রীদ্বারা বকারি শ্রীকৃষ্ণ-চিত্তকে বশীভূত করিয়াছেন। যাঁহার শোভা কোটি কোটি কন্দর্পের রমণীয় শোভারও জয়কারিণী, সেই গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণের চঞ্চল অপাঙ্গ-ভঙ্গী দ্বারা যাঁহার পাতিব্রত্য বিস্মারিত হইয়াছে। "কৃষ্ণ" এই বর্ণযুগলরূপ মোহমন্ত্র দ্বারা যিনি মোহিতা এবং কৃষ্ণাঙ্গের উৎকৃষ্ট সুগন্ধ-রূপ মনোজ্ঞ মাদন অর্থাৎ মহাভাবের পরাকাষ্ঠা দ্বারা যিনি উন্মত্তা।

৭১-৭২। কুটিল ভ্রূরূপ প্রচণ্ড কন্দর্পের উদ্দণ্ড ধনুতে যিনি অপাঙ্গ-রূপ শরবিক্ষেপ দ্বারা মাধবকে বিহ্বল করিয়াছেন। নিজাঙ্গ সৌরভের উদ্গার-রূপ মাদকৌষধির বায়ুপ্রবাহ দ্বারা যিনি সর্ব্বজনের একমাত্র উন্মাদকারী শ্রীকৃষ্ণকেও উন্মত্ত করিয়াছেন।

৭৩-৭৬। দৈবতাৎ শ্রুতিপথে সমাগত রাধা-নাম-রূপ নীহার বায়ুদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ বিপুল ও শীৎকার পূর্ব্বক কম্পান্বিত হইতে থাকিলে যিনি তাঁহার মন হরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণের অভিলাষবতী রসনার দ্বারা যাঁহার বদনপ্রভারূপ অমৃত

লেহনীয় হইতেছে এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণের অন্যত্র যে তৃষ্ণা তাহার সংহারী অমৃতসারের একমাত্র জলাধার (ঝারি) বিশেষ অর্থাৎ যিনি শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য বাসনাও পূরণ করেন। যিনি রাসনৃত্য-রূপ রসোল্লাস দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিয়াছেন, যাঁহার কোকিল তুল্য সুমধুর স্বর সুতরাং যিনি স্বীয় গানে শ্রীকৃষ্ণকে প্রফুল্লিত করিয়াছেন। যিনি কৃষ্ণকেলি-রূপ সুধাসিন্ধুর মকরী-স্বরূপা হইয়া পরিহাস জন্য আস্ফালন ক্রীড়া দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মকরধ্বজ অর্থাৎ কাম বর্দ্ধন করিতেছেন।

৭৭-৮১। যাঁহার গমন মত্তগজ, কুচকুম্ভ যুগল গন্ধমদ-দ্বারা শ্রেষ্ঠ, মধ্যদেশ দুর্দান্ত সিংহ সদৃশ এবং ত্রিবলি সকল দুর্গের ভিত্তি স্বরূপ। যাঁহার লোমাবলী নাগপাশ-তুল্য শোভাসম্পন্ন, নিতম্বদেশ সুবিশাল রথ, দন্ত-সকল দুর্দ্দান্ত সামন্ত অর্থাৎ স্বরাজ্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী রাজা এবং পদাঙ্গুলী-সমূহ পদাতিক সৈন্য। পদদ্বয় দুইটী পদাতিক-সৈন্যাধ্যক্ষ, পুলক সকল বিস্তৃত কবচ, উরুযুগল দুইটী মণি-নির্ম্মিত জয়-স্তম্ভ, বাহুযুগল দুইটী শ্রেষ্ঠ সুদৃঢ় নাগপাশ। ভ্রূদ্বয় বক্র কার্ম্মুক, কটাক্ষ সকল শাণিত শর, কপাল অর্দ্ধচন্দ্র নামক উৎকৃষ্ট অস্ত্র, নখাঙ্কুর সমুদায় অঙ্কুশ। মুখমণ্ডল স্বর্ণেন্দু-ফলক (চর্ম্ম) করদ্বয়ের কান্তি দুইটী খড়্গ, করাঙ্গুলি সকল বল্লাভার নামক প্রসিদ্ধ অস্ত্র-বিশেষ, গণ্ডযুগল দুইটী স্বর্ণ দর্পণ।

৮২-৮৬। কেশপাশ তীব্র ক্রোধ, কর্ণদ্বয় উত্তম ধনুর্গুণ, বন্ধুক অর্থাৎ বাঁধুলী পুষ্পতুল্য অধরস্থ রক্তিমাই করকম্পনসম্পাদক অতিশয় প্রতাপ। চূড়া, কিঙ্কিণী ও নূপুরের শব্দ সকল দুন্দুভি প্রভৃতির রণবাদ্য, চিবুক প্রশস্ত মঙ্গল দ্রব্য, কণ্ঠ জয়প্রদ শঙ্খ। আলিঙ্গন-ক্রিয়া ব্রহ্মাস্ত্র, সৌরভ মত্ততাজনক ঔষধ, বাণী দেহ-বুদ্ধির বিমোহিনী মোহন-মন্ত্র সম্পত্তি। নাভী রত্নাদির ভাণ্ডার, নাসাশ্রী সকল শোভাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, স্মিতলেশও অচিন্ত্য অনির্ব্বচনীয় বশীকরণ ঔষধ বিশেষ। চূর্ণ-কুন্তল সকল রণভঙ্গপ্রদ ভয়ঙ্কর ভৃঙ্গাস্ত্র, মূর্ত্তিটী কন্দর্প যুদ্ধের মূর্ত্তিমতী জয়লক্ষ্মী এবং বেণী জয়শালিনী ধ্বজা।

৮৭-৯৪। হে রাধিকে, এইপ্রকার তোমার কামসংগ্রামের সামগ্রী সকল, অন্যের সম্বন্ধে এ সমুদয় দুর্ঘট, অর্থাৎ তোমাভিন্ন অন্য ব্যক্তি এতাদৃশ কামঅস্ত্র প্রাপ্ত হইতে পারে না কিন্তু সেনাপতি স্বরূপ ললিতাদি সখীগণেরও কাম সংগ্রাম সামগ্রী তোমার সদৃশ। আমি মহারাজ কন্দর্প কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া এই ব্রজে দানীন্দ্ররূপে বিখ্যাত আছি অতএব তোমরা অহঙ্কারমদে আমাকে অবজ্ঞা করিয়া—শোভনা সীমান্তের সিন্দুর, তিলক, উত্তমকান্তি বিশিষ্ট হার, অঙ্গদ, কঞ্চুলিকা, নাসামৌক্তিক, বস্ত্র, কেয়ূর, সাক্ষরাঙ্গুরী এবং কজ্জল শোভিত কর্ণভূষণদ্বয়, এই সকল যুদ্ধ সামগ্রীর মূল্য পরার্দ্ধাপেক্ষাও অধিক। তথা ব্রজোৎপন্ন প্রযুক্ত মূল্যবান্ দধি গব্যাদির উপযুক্ত কর আমাকে না দিয়া তোমরা ক্রীড়া করিতে করিতে যে ভ্রমণ করিতেছ, ইহাতে বোধ হয় তোমরা আমার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছ, কিন্তু আমি একাকী তোমরা শত শত অতএব ক্রম করিয়া যুদ্ধ কর, প্রথমতঃ অতি কোপনা ললিতা প্রচুর রূপে যুদ্ধ করুন, তৎপরে তুমি, তাহার পর যুদ্ধপ্রিয় অন্যান্য গোপী, সকল যুদ্ধ করুন। আর যদি অহঙ্কার বশতঃ সকলে মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা কর, তবে অগ্রে আইস, আমি দুই বাহুদ্বারা ক্ষণকালে তোমাদিগকে চূর্ণ করিব।

৯৫—৯৭। শ্রীকৃষ্ণের এইপ্রকার পরিহাস রচিত সগর্ব্ব বাক্য শ্রবণ করিয়া সখীগণ সমভিব্যাহারে আনন্দাতিশয় প্রযুক্ত শ্রীরাধার মানস মদন-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল। অনন্তর শ্রীরাধা ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক কটাক্ষ-বাণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে স্তব্ধীভূত করিয়া হংস তুল্য ভঙ্গীতে গমন করিতে লাগিলেন, শ্রীকৃষ্ণ মন্দ মন্দ হাস্য করিয়া তদীয় বস্ত্রাঞ্চল ধারণ করিলেন। তখন শ্রীরাধা অনায়াসে বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করিয়া মনোহর হেলা নামক ভাববিশেষ প্রকাশ করিয়া গমন করিতে করিতে পুরোবর্ত্তি পথরোধক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রোষদৃষ্টিতে অবলোকন করিতে লাগিলেন।

৯৮—৯৯। অনন্তর শ্রীরাধা শীঘ্র মানসগঙ্গা উত্তীর্ণ হইবার জন্য নৌকারোহণ করিলেন, যখন নৌকা কম্পিত হইতে লাগিল, তখন তিনি ভীতিবশতঃ কৃষ্ণ নাবিককে স্তব করিতে লাগিলেন। অপর, শ্রীকৃষ্ণ যখন রাধাকুণ্ডের জলক্রীড়ায় অনায়াসে পরাজিত হয়েন তখন তাঁহাকে উপহাস করিবার নিমিত্ত শ্রীরাধা স্বয়ং হাস্যবদনে হাস্যমুখী সখী সকলকে নিযুক্ত করেন।

১০০। যে মন্দিরে আম্রমুকুলের মকরন্দ ক্ষরণ হইতেছে এতাদৃশ মন্দিরে কেলিশয়নে যিনি শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কুন্দপুষ্প-দ্বারা মণ্ডিত হইয়াছিলেন।

১০১। নানা পুষ্প, বিবিধ মণি, ময়ুরপিচ্ছ ও গুঞ্জাফলাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক রচিত ধম্মিল্ল দেখিয়া যাঁহার রোমরূপ কামাঙ্কুর প্রফুল্লিত হয়।

১০২-১০৩। যিনি সুসখ্যরূপ মধু দ্বারা উন্মত্ত হইয়া মনোহর কুঞ্জমধ্যে কুচচিত্রকারী শ্রীকৃষ্ণের করকমলকে কুচবিক্ষেপ দ্বারা বিক্ষিপ্ত করিতেছেন। বিলাসকালে যত্নসহকারে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত চর্ব্বিত তাম্বূলে দোষারোপ করতঃ বামতা প্রযুক্ত যিনি ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক গ্রহণ করিতেছেন না।

১০৪। পশাখেলায় পণীকৃত বংশী যদি চ শ্রীকৃষ্ণ সুন্দররূপে গোপন করিয়াছিলেন তথাপি বলপূর্ব্বক কৃষ্ণহস্ত হইতে গ্রহণ করায় হাস্যমুখী সখী সকল কর্ত্তৃক যিনি সংস্তুত হইয়াছিলেন।

১০৫-১০৬। বিশাখা কর্ত্তৃক গূঢ় পরিহাসোক্তি দ্বারা পরাজিত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যিনি ঈষৎ হাস্য অর্পণ করিতেছেন, পরিহাস অধ্যয়ন বিষয়ে যিনি শ্রেষ্ঠ অধ্যাপিকা এবং যাঁহার বাক্‌পটুতা সরস্বতীকেও পরাজয় করিয়াছে। বিশাখার নিকট শ্রীকৃষ্ণ নির্জ্জন ক্রীড়ার কথা উদ্ঘাটন করায় যিনি ভ্রূভঙ্গী লীলা সহকারে তাঁহাকে পদ্মদ্বারা দুইবার তাড়না করিতেছেন।

১০৭। ললিতাদি সখীর অগ্রে দূতী নেত্রভঙ্গী দ্বারা কৃষ্ণের সম্ভোগচিহ্ন সূচনা করিয়া দিলে, যিনি ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক ক্রোধভরে ঐ দূতির প্রতি হুঙ্কার করিতেছেন।

১০৮। কখন প্রণয়মান বশত মধুর হাস্য সম্বরণ পূর্ব্বক মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক যিনি কন্দর্পবাণ সমূহে ভীতা হইয়া নিদ্রাচ্ছলে হাস্যবদন মাধবকে আলিঙ্গন করিতেছেন।

১০৯। বিহারকালে কৌতুক-বশতঃ হাস্যমুখ শ্রীকৃষ্ণ কুপিত হইয়া অতিশয় মৌনাবলম্বন করিলে যিনি কাতরা হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করত পূজা করিতেছেন।

১১০। পরস্পর প্রণয়মানে শ্রীরাধা মৌনিনী হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে মৌনাবলম্বন করিতে দেখিলেন, পরে কন্দর্প মিত্র কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে মৌনভঙ্গ দেখিয়া নিজেও মৌনভঙ্গ করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন।

১১১। কখন পথমধ্যে 'চন্দ্রাবলীর সহিত মিলিত শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সম্ভোগে দূষিত হইয়াছেন', এই কথা ক্রুর সখীর প্রমুখাৎ শুনিয়া ক্রোধভরে মুকুন্দের প্রতি মান অবলম্বন করিয়া রহিলেন।

১১২। পাদযুগলের অলক্তক রসে যাঁহার মস্তক সুশোভিত এবং যিনি শত শত কাকুবাক্য প্রয়োগ করিতেছিলেন, সেই কংসারি শ্রীকৃষ্ণকে চঞ্চল লোচনে অবলোকন করিতে দেখিয়া যিনি অশ্রুযুক্তা হইয়াছিলেন।

১১৩-১১৪। যিনি কোন সময়ে যমুনাতীরে সখীগণ পরিবৃতা হইয়া পুষ্পছেদন খেলায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করিয়া থাকেন। সেই পুষ্পছেদন খেলায় পুষ্পনিমিত্ত প্রেম সম্পাদিত কোপবশতঃ গমন করিলে শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক বস্ত্রাঞ্চল ধারণপূর্ব্বক যাঁহাকে পরাবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।

১.৫। শ্রীকৃষ্ণ বিহারকালে শ্রমবশতঃ ক্লান্ত হইয়া শ্রমাপনোদন নিমিত্ত ললিতার ক্রোড়ে মস্তক বিন্যস্ত করিলে যিনি তাঁহাকে প্রেমসহকারে রক্তবর্ণ পটাঞ্চল দ্বারা স্বয়ং বীজন করিয়া থাকেন।

১১৬। যিনি শ্রীকৃষ্ণ কল্পিত বিবিধ ভাষায় ভূষিত হইয়া যিনি পুষ্পরচিত দোলায় সুমধুর গান কৌতুকে প্রেম-সহকারে প্রিয়তম সখীবৃন্দ কর্ত্তৃক দোলিতা হইয়া থাকেন।

১১৭। যিনি রাধাকুণ্ড তীরবর্ত্তি কুঞ্জাঙ্গনে গানকারিণী সখীগণে পরিবৃতা হইয়া বীনাগানে আনন্দিত শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত চুম্বনে লজ্জিতা হইয়াছিলেন।

১১৮। যিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া পরস্পরের কেলিরূপ কর্পূর দ্বারা সুবাসিত তাম্বুল বীটিকা গোবিন্দের মুখকমলে অর্পণ করিতেছেন।

১১৯। গোবর্দ্ধন গহ্বররূপ শয্যায় গোবিন্দের বক্ষঃস্থলে সানন্দে শয়ন করিয়া যিনি ললিতা কর্ত্তৃক স্বীয় পটাঞ্চল দ্বারা বীজ্যমানা হইতেছেন।

১২০। যিনি অত্যাশ্চর্য্য উচ্চারিত গানলেশে মাধবকে উন্মত্ত করিয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক বিশাখা দ্বারা তদীয় বেণু ও হার হরণ করাইয়াছিলেন।

১২১। যিনি বীণাধ্বনিতে শ্রীকৃষ্ণকে কম্পিত করিয়া তদীয় হস্ত হইতে মুরলী বিচ্যুত করিয়াছিলেন এবং যাঁহার করভূষণ চুড়িকার শব্দ শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ দেহ, গৃহ ও পথ বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

১২২। মুরলী-ধ্বনি যাঁহার গৃহমর্য্যাদা, ধর্ম্মমর্যাদা ও কুলমর্য্যাদাকে গ্রাস করিয়াছে এবং যিনি শৃঙ্গ-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ঐ তিনের প্রতি সতিল জলাঞ্জলিত্রয় অর্পণ করিয়াছেন।

১২৩। যাঁহার অধর শ্রীকৃষ্ণের পুষ্টিকর, আমোদযুক্ত ও সুধাসার অপেক্ষাও সমধিক এবং শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের অমৃতই যাঁহার স্বীয় মাধুর্য্য সম্পাদন করিতেছে।

১২৪-১২৬। আপনার "শ্রীরাধা" এই নাম সহিত যিনি শ্রীকৃষ্ণকে রাধামাধব বলিয়া বিখ্যাত করিয়াছেন এবং মাধবেরই রাধা এই নামে যিনি জগৎ মধ্যে বিখ্যাত হইয়াছেন। মৃগনাভির সুগন্ধ সম্পত্তির ন্যায়, চন্দ্রের চন্দ্রিকার ন্যায় এবং তরুর শোভন মঞ্জরীর ন্যায় যিনি এই সংসারে শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। রঙ্গী অর্থাৎ কৌতুকশালি শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক যিনি সঙ্গরঙ্গে মিলন ভঙ্গী সহকারে সকামা রঙ্গিনী নামক স্বীয় হরিণের কমোন্মত্ততা রঙ্গিণী নাম্নী পত্নীরূপে সম্পাদিতা হইয়াছেন অর্থাৎ হরিণের সহিত হরিণীর ন্যায় শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ লাভ করিয়াছেন এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রঙ্গভঙ্গে সুরঙ্গীকৃত অর্থাৎ সুন্দর ভঙ্গীযুক্ত রঙ্গ কৌতুহল দান করিয়াছেন।

১২৭-১৩০। যাঁহাদিগের অন্তঃকরণ, শ্রীরাধার রূপ রসাস্বাদ বিষয়ে সুপটু আশাযুক্ত অর্থাৎ রূপদর্শনলোলুপ এবং শ্রীরাধা বিষয়ক অভিনিবেশ দ্বারা মানস দ্রবীভূত, সেই সকল ধন্য জন কর্ত্তৃক লীলাযুক্ত ও অমৃতবর্ষিপদ্য দ্বারা গীয়মানা শ্রীরাধাকে নমস্কার করিয়া এই মাদৃশ দুঃখীজন দুষ্ট, নিষ্ঠুর ও শঠ হইলেও শ্রীরাধার পাদপদ্ম যুগলের একমাত্র আশ্রিত ও কাতর হইয়া বারম্বার উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া প্রার্থনা করিতেছে যে, সেই এই শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী করুণা করত নিজগণের মধ্যবর্ত্তি করিয়া সাক্ষাৎ নিজসেবা বিষয়ে আমাকে নিযুক্ত করুন।

১৩১। পদ্মাক্ষী শ্রীরাধাকে আমি ভজনা করি, সুমধুর ও মন্দহাস্যমুখী শ্রীরাধাকে আমি স্মরণ করি এবং করুণাভরে আর্দ্রচিত্তা শ্রীরাধাকে আমি কীর্ত্তন করি, যেহেতু শ্রীরাধা ভিন্ন আমার আর অন্য গতি নাই।

১৩২-১৩৩। যে ব্যক্তি অতিশয় দীনচিত্তে লীলা নামাঙ্কিত এই বিশাখানন্দদ নামক স্তোত্র নিরন্তর পাঠ করেন, তাঁহার শ্রীবৃন্দাবনে বাস হয়, এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হইয়া আপনার সহিত মিলিতা শ্রীরাধায় সেই ব্যক্তির প্রীতি উৎপাদন করতঃ সাক্ষাৎ তদীয় প্রিয় সেবন বিষয়ে তাঁহাকে নিযুক্ত করেন।

১৩৪। শ্রীযুক্ত রূপগোস্বামীর পাদপদ্ম ধূলীর একমাত্র সেবনকারি মাদৃশ কোন ব্যক্তি পদ্যদ্বারা এই মালা গ্রন্থন করিয়াছে, শ্রীরূপগোস্বামীর পাদপদ্মাশ্রিত অথচ শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভক্তগণ ইহাকে আঘ্রাণ করুন॥ ইতি শ্রীবিশাখানন্দদ নামক স্তোত্র সমাপ্ত।

ইহাতে যেরূপ 'লীলাদি' বর্ণিত হইয়াছে, সেইরূপ লীলাচেষ্টা অষ্টকালীয় লীলার মধ্যে দর্শন করিতে হইবে।

শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুর প্রয়োজন লাভাশার কথা নিজ আচরণে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কোন ভক্ত কর্তৃক রচিত গীতের মধ্যে প্রচলিত আছে :—

কোথায় গো প্রেমময়ি রাধে রাধে! রাধে রাধে গো জয় রাধে রাধে॥ দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ রাধে রাধে। তোমার কাঙ্গাল তোমায় ডাকে রাধে রাধে॥ রাধে বৃন্দাবন বিলাসিনি রাধে রাধে। রাধে কানুমনোমোহিনী রাধে রাধে॥ রাধে অষ্টসখীর শিরোমণি রাধে রাধে। রাধে বৃষভানু নন্দিনী রাধে রাধে॥ (গোসাঞী) নিয়ম করি সদাই ডাকে রাধে রাধে। (গোসাঞী) একবার ডাকে নিধুবনে, আবার ডাকে কুঞ্জবনে রাধে রাধে॥ (গোসাঞী) একবার ডাকে রাধাকুণ্ডে, আবার ডাকে শ্যামকুণ্ডে রাধে রাধে। (গোসাঞী) একবার ডাকে কুসুমবনে আবার ডাকে গোবর্দ্ধনে রাধে রাধে॥ (গোসাঞী) একবার ডাকে তাল বনে আবার ডাকে তমাল বনে রাধে রাধে। (গোসাঞী) মলিন বসন দিয়ে গায় ব্রজের ধূলায় গড়াগড়ি যায় রাধে রাধে॥ (গোসাঞী) মুখে রাধা রাধা বলে ভাসে নয়নের জলে রাধে রাধে। (গোসাঞী) বৃন্দাবনে কুলি কুলি কেঁদে বেড়ায় রাধা বলি রাধে রাধে॥ (গোসাঞী) ছাপান্ন দণ্ড রাত্রি দিনে, জানে না রাধা গোবিন্দ বিনে রাধে রাধে। তারপর চারি দণ্ড শুতি থাকে স্বপনে রাধা গোবিন্দ দেখে রাধে রাধে॥

ষষ্ঠ দ্যুতি

শ্রীরাধাকৃষ্ণ সেবারস সম্বন্ধে শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ শ্রীরাধারস-সুধানিধিতে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন।

নিজ-রস-মাধুর্য্যে চিত্ত আবিষ্ট হওয়ায় উদ্দীপ্ত সাত্বিক ভাবোত্থ পুলকনিচয় দ্বারা যিনি প্রস্ফুটিত কদম্ব কুসুমের ছটাকে নিন্দা করিতেছেন, বাহুযুগল উর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বারম্বার 'হরি হরি' বলিতেছেন, চঞ্চলভাবে নৃত্য করিতেছেন; কৃষ্ণ বিরহিণী শ্রীরাধার ভাবানুকরণ করিয়া অশ্রু-নির্ঝর ধারায় ধরাতল অভিষিক্ত করিতেছেন এবং যিনি কীর্ত্তনপর নিজ ভক্তগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছেন, সেই স্বপ্রেমামৃত দানে ভুবনোল্লাসকারী শ্রীগৌরচন্দ্রকে আমরা নমস্কার করি। ১।

নিকুঞ্জলীলা-বিহারান্তে যোগীন্দ্র মহাদেবেরও দুর্গমগতি মধুসূদন অর্থাৎ রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার বসনাঞ্চলসঞ্চালনোত্থ ধন্যাতিধন্য পবনস্পর্শে আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন, সেই বৃষভানু-রাজনন্দিনী শ্রীরাধা যথায় অবস্থান করিতেছেন, সেই কালিন্দ-পুলিনবর্ত্তী অতিরম্য-শ্রীবৃন্দাবনের কেলিকুঞ্জ যে দিকে অবস্থিত, সেই দিকও অতিধন্য, তাহাকে নমস্কার করি। ২।

যিনি ব্রহ্মেশ্বরাদির সুদুর্ল্লভ শ্রীচরণ-কমলরেণুর পরমাদ্ভুত বৈভবে মহাঐশ্বর্য্যবতী এবং সর্ব্বার্থসার শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-রসবর্ষিণী কৃপার্দ্র দৃষ্টিতে মহামাধুর্য্যবতী সেই বৃষভানু রাজনন্দিনী শ্রীরাধার মহিমাকে নমস্কার। ৩।

শিব-বিরিঞ্চি-শুক-নারদ ও ভীষ্ম প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ভাগবতগণও অযোগ্য হেতু সহসা যাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারেন না, সেই পরমপুরুষের সদ্য বশীকরণকারী অনন্তশক্তিসম্পন্ন চুর্ণৌষধির ন্যায় শ্রীরাধিকার চরণ রেণুকে আমি অনুসরণ করি। ৪।

উদার স্বভাবা গোপীগণ যে শ্রীচরণ-রেণু মস্তকে ধারণ করিয়া শিখিপুচ্ছমৌলী নাগরমণি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়গুণের সহিত কাম্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং যাহা ভাবোৎসব দ্বারা ভজনকারী ভক্তজনের রসলাভের কামধেনু স্বরূপ সেই শ্রীরাধিকা-চরণরেণুকে আমি স্মরণ করি ॥ ৫॥

চিন্ময়-আনন্দরসসাররূপ নিজাঙ্গ-সঙ্গ-সুধাতরঙ্গ সমূহ দ্বারা যিনি শ্রীনন্দনন্দনকে সর্ব্বতোভাবে অভিষিক্ত করাইতেছেন এবং সঞ্জীবনী মহৌষধি যেরূপ মূর্চ্ছিত যুদ্ধবীরকে জীবিত করে, তদ্রূপ অসংখ্য কন্দর্পশর-বিদ্ধ মূর্চ্ছিত শ্রীনন্দ-নন্দনের সঞ্জীবনী মহৌষধিরূপা ঐ নিকুঞ্জ দেবী সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করিতেছেন ॥ ৬ ॥

যাঁহার লীলা লাবণ্য ক্ষণে ক্ষণে চমৎকার ও মনোহর, সেই ভুবন-মোহন শ্যামসুন্দরের মহামধুরাঙ্গের ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমকারী যে শ্রীরাধানন মধুরাঙ্গের কলা নিধান এবং রসসিন্ধুর সার স্বরূপ সেই শ্রীরাধা মুখ চন্দ্র কবে নয়ন গোচর হইবে ? ॥ ৭ ॥

শিখণ্ডমৌলী পরমপুরুষ হইয়াও কেলিকুঞ্জভবনাঙ্গনে প্রবেশার্থ যাঁহার কিঙ্করীগণকে নিত্য বহুবার কাতর বাক্যে প্রার্থনা করিয়া থাকেন, আমি শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়নিধিস্বরূপা সেই বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধার কেলি কুঞ্জান্তর্গত গৃহ প্রাঙ্গনের কবে মার্জ্জনী (ঝাঁটা) হইব ? ॥ ৮ ॥

মন ! তুমি সকল মহৎবৃন্দকে দূরে পরিত্যাগ করিয়া প্রণয়ের সহিত শ্রীবৃন্দাবন অনুসরণ কর। তথায় সন্তারনীকৃত (সাধুগণের উদ্ধারোপায়) স্বভাব সুধারসের প্রবাহস্বরূপ শ্রীরাধা নামে এক সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ দিব্য নিধি আছেন ॥ ৯ ॥

হে শ্রীরাধিকে ! কোন বিদগ্ধ চূড়ামণি (শ্রীকৃষ্ণ) তোমার পদে পতিত হইয়া একবার মাত্র আলিঙ্গন প্রার্থনা করিলে তুমি সেই নিত্যাস্বাদ্য আলিঙ্গন-রসের অনুভবে প্রমোদিত হইয়া, সন্ত্রভঙ্গ-অতিরঙ্গ-নিধিরূপে অর্থাৎ বাহিরে রোষাভাষ প্রদর্শনার্থ ভ্রূভঙ্গ এবং অন্তরে অতিশয় কৌতুহল প্রকাশরূপ কুট্টামিত ভাবের আধার স্বরূপ হইয়া 'না না' বলিতে থাকিবে, আমি সেই কথা শ্রবণ করিব ? ১০ ॥

অসংখ্য গোপাঙ্গণার মধ্যে আমি কেবল যাঁহার চরণ কমলের নখচন্দ্র মণিচ্ছটার অনির্ব্বচনীয় বিস্ফূর্জ্জন নয়নগোচর করিয়াছি, সেই পূর্ণানুরাগে রসসিন্ধুর সার—মদনাখ্য-মহাভাবময়ী-মূর্ত্তি শ্রীরাধিকা কবে আমার প্রতি কৃপা করিবেন ।। ১১ ।।

উৎফুল্লমান রস-সাগর শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ-মাধুর্য্যরূপ তরঙ্গ সমূহোত্থ প্রণয়-দ্বারা অথবা তাঁহার প্রণয় লাভার্থ যাঁহার নয়ন যুগল লোল, সেই শ্রীবৃন্দাবনের নব-নিকুঞ্জ গৃহের অধিদেবী শ্রীরাধার পুণ্যদৃষ্টি আমার প্রতি কবে পতিত হইবে ? ॥ ১২ ॥

হে বৃন্দাবনেশ্বরি ! রসিকভ্রমর শ্রীকৃষ্ণ, তোমার যে প্রেমরূপ অমৃতের সারভূত মকরন্দরস-প্রবাহে পূর্ণ চরণ-কমল হৃদয়ে ধারণ করিয়া তীব্র মদন-জ্বালা নির্ব্বাপিত করেন, আমি সেই পরম শীতল চরণ-কমলকে ভজনা করি ॥ ১৩ ॥

যে স্থানের পল্লবযুক্ত লতা মঞ্জরী শ্রীরাধার কর-কমলযুগল দ্বারা সংস্পৃষ্ট, শ্রীরাধার পদচিহ্ন দ্বারা শোভমানা মধুরস্থলী যথায় অবস্থিত, এবং যে স্থানে প্রেমোন্মত্ত বিহগাবলী দ্বারা শ্রীরাধার যশোগানে মুখরিত, শ্রীরাধার সেই বিহার-বিপিনে আমার মন ক্রীড়া করুক ।। ১৪ ।।

শ্রীযমুনার জলে অবগাহন করিতে চল, বলিলে শ্রীবৃষভানু রাজনন্দিনী মধুর হাস্য করিয়া আমাকে বলিবেন,— সখি ! যে পর্য্যন্ত রজনী আছে, তাবৎ অপেক্ষা কর, এবম্প্রকার রসদ কেলিকদম্বজাত মান আমি কবে লাভ করিব ॥ ১৫ ॥

রসিকেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের মুখেন্দুবিম্ব দূর হইতে দর্শন করিয়া যিনি লজ্জা বশতঃ পদাঙ্গুলীতে দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া রমণীয় স্বভাব-বিশিষ্টা হইয়াছেন এবং নূপুর-ঝঙ্কারের সহিত পদক্ষেপ করিতেছেন, আহা ! আমি সেই শ্রীরাধাকে কবে দর্শন করিব ॥ ১৬ ॥

হে রাধে ! কেলি-কুঞ্জভবনে রসিক-নাগর শ্রীকৃষ্ণের সহিত সঙ্গরঙ্গে রজনী জাগরণ করিয়াছ বলিয়া তুমি

প্রাণকান্তের ক্রোড়ে থাকিয়াও "হা মোহন" বলিয়া অকস্মাৎ মধুর প্রলাপকারিণী এবং শ্যামানুরাগ-মদনবিহ্বল-মোহনাঙ্গী কোন শ্যামা নায়িকার শিরোমনি নিকুঞ্জ সীমায় জয়যুক্ত হইতেছেন ॥ ৪৭ ॥

হে শ্রীরাধিকে! কুঞ্জাভ্যন্তরে আনির্ব্বচনীয় রসোৎসবের আরম্ভে তোমার রহঃ-পরিচারিকা আমি কুঞ্জদ্বারে অবস্থান পূর্ব্বক সেই ঈষৎস্ফুট মধুরালাপ মিশ্রিত ভূষণ শিঞ্জন শ্রবণ করিয়া করে রসহ্রদে পতিতা হইব ?॥ ৪৮ ॥

যিনি উৎকট বিরহতাপ প্রশমনার্থ মধুমতী মধুরস্বরা বীণা হস্তে লইয়া নাগর শিরোমণি ভাবলীলা গান করিতেছেন, হায়! কখন বা অশ্রুবর্ষণ দ্বারা জলনিধি সদৃশ দুঃখের দিনকে আনয়ন করিতেছেন, সেই শ্রীরাধা আমার হৃদয়ে উদিত হউন ॥ ৪৯ ॥

অহো! বৃন্দাবনে পরস্পর হাস-পরিহাস বিলাসকেলী-বৈচিত্র্য জৃম্ভিত মহারসবৈভব দ্বারা বিলাসবান্ কোন বিদগ্ধ যুগল-কর্ত্তৃক আমার হৃদয় অপহৃত হইয়াছে ॥ ৫০ ॥

নেত্রান্ত সঞ্চালন দ্বারা উন্মীলিত মহাপ্রেম রসামৃত সিন্ধুর তরঙ্গোচ্ছাসে বিশ্বপ্লাবনকারী তড়িন্মালা গৌর-নবকৈশোর মধুর কোন এক নাগরীগণের শিরোভূষণ নবরত্ন সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করিতেছেন ॥ ৫১ ॥

অমন্দ কৃষ্ণপ্রেমের চিহ্নসকল দ্বারা যাঁহার হৃদয়ের সকল নির্ব্বন্ধ শিথিলীভূত হইয়াছে, যিনি দয়াসাগরের পার, দিব্যকান্তির মধুর লাবণ্য দ্বারা সুন্দর, নিখিলবেদও তাঁহার লক্ষণ নির্ণয়ে একান্ত অসমর্থ এবং রসসাগর শ্রীকৃষ্ণের সার স্বরূপ, সেই অনির্ব্বচনীয় সুকুমার শ্রীরাধাখ্য-'রত্ন' জয়যুক্ত হইতেছেন ॥ ৫২ ॥

আমি প্রীতিবশতঃ স্বামিনীর স্বহস্তপ্রদত্ত প্রসাদ-স্বরূপ পট্টবস্ত্র ও কুচতটে কঞ্চুলিকা ধারণকারিণী নিত্য পার্শ্বে স্থিতা এবং তদীয় বিবিধ পরিচর্য্যা-চতুর কিশোর-সুকুমারী-রূপে কি আপনাকে গণনা করিব ?॥ ৫৩ ॥

অহো! হে শ্রীরাধে! তোমার কেশপাশকে নখদ্বারা এক-একটি করিয়া পৃথগ্ভূত করিতে, স্বর্ণ-কলসাকার স্তনযুগলে কঞ্চুলী অর্পণ করিতে এবং কোথাও বা সুগুল্ফে দ্বিধাবিভক্ত মণিমঞ্জীর পরিধান করাইতে তোমার সুপরিচারিকা কবে হইব ?॥ ৫৪ ॥

অতিস্নেহবশতঃ উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম গ্রহণকারী তথা কস্তূরীচন্দনাদি বহু সুগন্ধি উপচার দ্বারা পূজাকারী এবং বৃন্দাবনে অনুচরণশীল পরমানন্দী যে আমি, আমার মন শ্রীরাধার শ্রীচরণরূপ কোমলপদ্মে বসতি করুক ॥ ৫৫ ॥

যদিও এ দাসীজন নিজ প্রাণেশ্বরীর দয়ার প্রাত্রী এবং সেই হেতু স্নেহভরে আমাকে বারম্বার চুম্বন ও আলিঙ্গন করিতেছেন, তথাপি হে শ্রীরাধে! তুমি যে অদ্ভুতগতি, তোমার পদরস বিনা সেই আমার মন নিঃস্ব রহিয়াছে ॥ ৫৬ ॥

নামগ্রহণমাত্র প্রোদ্দামপুলকবিধায়িনী অনির্ব্বচনীয়া কৌমারোজ্জ্বলা প্রীতিকে যাঁহারা সর্ব্বদা ভজনা করিতেছেন, রহঃ-কেলীকুঞ্জে সেই শ্রীরাধামাধবের শৈশবক্রীড়াচ্ছলে বিবাহোৎসব আমি শ্রীবৃন্দাবনের নবকুসুম নিচয় আনয়ন করতঃ কবে আনন্দের সহিত সম্পাদন করিব ?॥ ৫৭ ॥

মধুর বীণাগান বিদ্যার নিধিস্বরূপা এবং করীন্দ্রের বনসম্মিলনমদোন্মত্তা করিণীর ন্যায় সুন্দর গতিবিশিষ্টা বৃষভানুপুত্রী শ্রীরাধা, মনোহর বেণুমার্গে বীণার ন্যায় পঞ্চম-স্বরে সঙ্গীতকারী প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীযমুনাতীরে কবে বা সম্মিলিত হইবেন ॥ ৫৮ ॥

শ্রেষ্ঠ হাসরতি-সমন্বিত মোহনাদ্ভুত বিলাস রাসোৎসবে বিচিত্র তাণ্ডব নাট্য প্রকটন দ্বারা শ্রমহেতু যাঁহার গণ্ডস্থল ঘর্ম্মসিক্ত হইয়াছে, পাদসেবনে কৃতার্থপ্রাণা আমি সেই নাগরিমণি ও রসিকশেখরকে কবে বা আনন্দের সহিত ভজনা করিব ?॥ ৫৯ ॥

শ্রীবৃন্দাবনে মঞ্জুল নিকুঞ্জ গৃহে গৃহে আত্মেশ্বরীকে অন্বেষণ করিতে করিতে, "হা রাধে! সবিদগ্ধ দর্শিত

চিন্ময়-আনন্দরসসাররূপ নিজাঙ্গ-সঙ্গ-সুধাতরঙ্গ সমূহ দ্বারা যিনি শ্রীনন্দনন্দনকে সর্ব্বতোভাবে অভিষিক্ত করাইতেছেন এবং সঞ্জীবনী মহৌষধি যেরূপ মূর্চ্ছিত যুদ্ধবীরকে জীবিত করে, তদ্রূপ অসংখ্য কন্দর্পশর-বিদ্ধ মূর্চ্ছিত শ্রীনন্দ-নন্দনের সঞ্জীবনী মহৌষধিরূপা ঐ নিকুঞ্জ দেবী সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করিতেছেন ॥ ৬ ॥

যাঁহার লীলা লাবণ্য ক্ষণে ক্ষণে চমৎকার ও মনোহর, সেই ভুবন-মোহন শ্যামসুন্দরের মহামধুরাঙ্গের ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমকারী যে শ্রীরাধানন মধুরাঙ্গের কলা নিধান এবং রসসিন্ধুর সার স্বরূপ সেই শ্রীরাধা মুখ চন্দ্র কবে নয়ন গোচর হইবে? ॥ ৭ ॥

শিখণ্ডমৌলী পরমপুরুষ হইয়াও কেলিকুঞ্জভবনাঙ্গনে প্রবেশার্থ যাঁহার কিঙ্করীগণকে নিত্য বহুবার কাতর বাক্যে প্রার্থনা করিয়া থাকেন, আমি শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়নিধিস্বরূপা সেই বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধার কেলি কুঞ্জান্তর্গত গৃহ প্রাঙ্গনের কবে মার্জ্জনী (ঝাঁটা) হইব? ॥ ৮ ॥

মন! তুমি সকল মহৎবৃন্দকে দূরে পরিত্যাগ করিয়া প্রণয়ের সহিত শ্রীবৃন্দাবন অনুসরণ কর। তথায় সন্তারনীকৃত (সাধুগণের উদ্ধারোপায়) স্বভাব সুধারসের প্রবাহস্বরূপ শ্রীরাধা নামে এক সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ দিব্য নিধি আছেন ॥ ৯ ॥

হে শ্রীরাধিকে! কোন বিদগ্ধ চূড়ামণি (শ্রীকৃষ্ণ) তোমার পদে পতিত হইয়া একবার মাত্র আলিঙ্গন প্রার্থনা করিলে তুমি সেই নিত্যাবাঞ্ছ আলিঙ্গন-রসের অনুভবে প্রমোদিত হইয়া, সভ্রূভঙ্গ-অতিরঙ্গ-নিধিরূপে অর্থাৎ বাহিরে রোষাভাষ প্রদর্শনার্থ ভ্রূভঙ্গ এবং অন্তরে অতিশয় কৌতুহল প্রকাশরূপ কুট্টমিত ভাবের আধার স্বরূপ হইয়া 'না না' বলিতে থাকিবে, আমি সেই কথা শ্রবণ করিব? ১০ ॥

অসংখ্য গোপাঙ্গণার মধ্যে আমি কেবল যাঁহার চরণ কমলের নখচন্দ্র মণিচ্ছটার অনির্ব্বচনীয় বিস্ফূর্জ্জন নয়নগোচর করিয়াছি, সেই পূর্ণানুরাগে রসসিন্ধুর সার—মদনাখ্য-মহাভাবময়ী-মূর্ত্তি শ্রীরাধিকা কবে আমার প্রতি কৃপা করিবেন ॥ ১১ ॥

উৎফুল্লমান রস-সাগর শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ-মাধুর্য্যরূপ তরঙ্গ সমূহোত্থ প্রণয়-দ্বারা অথবা তাঁহার প্রণয় লাভার্থ যাঁহার নয়ন যুগল লোল, সেই শ্রীবৃন্দাবনের নব-নিকুঞ্জ গৃহের অধিদেবী শ্রীরাধার পুণ্যদৃষ্টি আমার প্রতি কবে পতিত হইবে? ॥ ১২ ॥

হে বৃন্দাবনেশ্বরি! রসিকভ্রমর শ্রীকৃষ্ণ, তোমার যে প্রেমরূপ অমৃতের সারভূত মকরন্দরস-প্রবাহে পূর্ণ চরণ-কমল হৃদয়ে ধারণ করিয়া তীব্র মদন-জালা নির্ব্বাপিত করেন, আমি সেই পরম শীতল চরণ-কমলকে ভজনা করি ॥ ১৩ ॥

যে স্থানের পল্লবযুক্ত লতা মঞ্জরী শ্রীরাধার কর-কমলযুগল দ্বারা সংস্পৃষ্ট, শ্রীরাধার পদচিহ্ন দ্বারা শোভমানা মধুরস্থলী যথায় অবস্থিত, এবং যে স্থানে প্রেমোন্মত্ত বিহগাবলী দ্বারা শ্রীরাধার যশোগানে মুখরিত, শ্রীরাধার সেই বিহার-বিপিনে আমার মন ক্রীড়া করুক ॥ ১৪ ॥

শ্রীযমুনার জলে অবগাহন করিতে চল, বলিলে শ্রীবৃষভানু রাজনন্দিনী মধুর হাস্য করিয়া আমাকে বলিবেন,—সখি! যে পর্য্যন্ত রজনী আছে, তাবৎ অপেক্ষা কর, এবম্প্রকার রসদ কেলিকদম্বজাত মান আমি কবে লাভ করিব ॥ ১৫ ॥

রসিকেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের মুখেন্দুবিম্ব দূর হইতে দর্শন করিয়া যিনি লজ্জা বশতঃ পদাঙ্গুলীতে দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া রমণীয় স্বভাব-বিশিষ্টা হইয়াছেন এবং নূপুর-ঝঙ্কারের সহিত পদক্ষেপ করিতেছেন, আহা! আমি সেই শ্রীরাধাকে কবে দর্শন করিব ॥ ১৬ ॥

হে রাধে! কেলি-কুঞ্জভবনে রসিক-নাগর শ্রীকৃষ্ণের সহিত সঙ্গরঙ্গে রজনী জাগরণ করিয়াছ বলিয়া তুমি

প্রাণকান্তের ক্রোড়ে থাকিয়াও "হা মোহন" বলিয়া অকস্মাৎ মধুর প্রলাপকারিণী এবং শ্যামানুরাগ-মদনবিহ্বল-মোহনাঙ্গী কোন শ্যামা নায়িকার শিরোমনি নিকুঞ্জ সীমায় জয়যুক্ত হইতেছেন ॥ ৪৭ ॥

হে শ্রীরাধিকে! কুঞ্জাভ্যন্তরে অনির্ব্বচনীয় রসোৎসবের আরম্ভে তোমার রহঃ-পরিচারিকা আমি কুঞ্জদ্বারে অবস্থান পূর্ব্বক সেই ঈষৎস্ফুট মধুরালাপ মিশ্রিত ভূষণ শিঞ্জন শ্রবণ করিয়া কবে রসহ্রদে পতিতা হইব ? ॥ ৪৮ ॥

যিনি উৎকট বিরহতাপ প্রশমনার্থ মধুমতী মধুরস্বরা বীণা হস্তে লইয়া নাগর শিরোমণি ভাবলীলা গান করিতেছেন, হায়! কখন বা অশ্রুবর্ষণ দ্বারা জলনিধি সদৃশ দুঃখের দিনকে আনয়ন করিতেছেন, সেই শ্রীরাধা আমার হৃদয়ে উদিত হউন ॥ ৪৯ ॥

অহো! বৃন্দাবনে পরস্পর হাস-পরিহাস বিলাসকেলী-বৈচিত্র্য জৃম্ভিত মহারসবৈভব দ্বারা বিলাসবান্ কোন বিদগ্ধ যুগল-কর্ত্তৃক আমার হৃদয় অপহৃত হইয়াছে ॥ ৫০ ॥

নেত্রান্ত সঞ্চালন দ্বারা উন্মীলিত মহাপ্রেম রসামৃত সিন্ধুর তরঙ্গোচ্ছাসে বিশ্বপ্লাবনকারী তড়িন্মালা গৌর ও নবকৈশোর মধুর কোন এক নাগরীগণের শিরোভূষণ নবরত্ন সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করিতেছেন ॥ ৫১ ॥

অমন্দ কৃষ্ণপ্রেমের চিহ্নসকল দ্বারা যাঁহার হৃদয়ের সকল নির্ব্বন্ধ শিথিলীভূত হইয়াছে, যিনি দয়াসাগরের পার, দিব্যকান্তির মধুর লাবণ্য দ্বারা সুন্দর, নিখিলবেদও তাঁহার লক্ষণ নির্ণয়ে একান্ত অসমর্থ এবং রসসাগর শ্রীকৃষ্ণের সার স্বরূপ, সেই অনির্ব্বচনীয় সুকুমার শ্রীরাধাখ্য-'রত্ন' জয়যুক্ত হইতেছেন ॥ ৫২ ॥

আমি প্রীতিবশতঃ স্বামিনীর স্বহস্তপ্রদত্ত প্রসাদ-স্বরূপ পট্টবস্ত্র ও কুচতটে কঞ্চুলিকা ধারণকারিণী নিত্য পার্শ্বেস্থিতা এবং তদীয় বিবিধ পরিচর্য্যা-চতুর কিশোর-সুকুমারী-রূপে কি আপনাকে গণনা করিব ? ॥ ৫৩ ॥

অহো! হে শ্রীরাধে! তোমার কেশপাশকে নখদ্বারা এক-একটি করিয়া পৃথগ্‌ভূত করিতে, স্বর্ণ-কলসাকার স্তনযুগলে কঞ্চুলী অর্পণ করিতে এবং কোথাও বা সুগুল্‌ফে দ্বিধাবিভক্ত মণিমঞ্জীর পরিধান করাইতে তোমার সুপরিচারিকা কবে হইব ? ॥ ৫৪ ॥

অতিস্নেহবশতঃ উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম গ্রহণকারী তথা কস্তুরীচন্দনাদি বহু সুগন্ধি উপচার দ্বারা পূজাকারী এবং বৃন্দাবনে অনুচরণশীল পরমানন্দী যে আমি, আমার মন শ্রীরাধার শ্রীচরণরূপ কোমলপদ্মে বসতি করুক ॥ ৫৫ ॥

যদিও এ দাসীজন নিজ প্রাণেশ্বরীর দয়ার প্রাত্রী এবং সেই হেতু স্নেহভরে আমাকে বারম্বার চুম্বন ও আলিঙ্গন করিতেছেন, তথাপি হে শ্রীরাধে! তুমি যে অদ্ভুতগতি, তোমার পদরস বিনা সেই আমার মন নিবিষ্ট রহিয়াছে ॥ ৫৬ ॥

নামগ্রহণমাত্র প্রোদ্দামপুলকবিধায়িনী অনির্ব্বচনীয়া কৌমারোজ্জ্বলা প্রীতিকে যাঁহারা সর্ব্বদা ভজনা করিতেছেন, রহঃ-কেলীকুঞ্জে সেই শ্রীরাধামাধবের শৈশবক্রীড়াচ্ছলে বিবাহোৎসব আমি শ্রীবৃন্দাবনের নবকুসুম-নিচয় আনয়ন করতঃ কবে আনন্দের সহিত সম্পাদন করিব ? ॥ ৫৭ ॥

মধুর বীণাগান বিদ্যার নিধিস্বরূপা এবং করীন্দ্রের বনসম্মিলনমদোন্মত্তা করিণীর ন্যায় সুন্দর গতিবিশিষ্টা বৃষভানুপুত্রী শ্রীরাধা, মনোহর বেণুমার্গে বীণার ন্যায় পঞ্চম-স্বরে সঙ্গীতকারী প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীযমুনাতীরে কবে বা সম্মিলিত হইবেন ॥ ৫৮ ॥

শ্রেষ্ঠ হাসরতি-সমন্বিত মোহনাদ্ভুত বিলাস রাসোৎসবে বিচিত্র তাণ্ডব নাট্য প্রকটন দ্বারা শ্রমহেতু যাঁহাদের গণ্ডস্থল ঘর্ম্মসিক্ত হইয়াছে, পাদসেবনে কৃতার্থপ্রাণা আমি সেই নাগরিমণি ও রসিকশেখরকে কবে বা আনন্দের সহিত ভজনা করিব ? ॥ ৫৯ ॥

শ্রীবৃন্দাবনে মঞ্জুল নিকুঞ্জ গৃহে গৃহে আত্মেশ্বরীকে অন্বেষণ করিতে করিতে, "হা রাধে! সবিদগ্ধ দর্শিত পথে

কেন যাইতেছ না।" এইরূপ রহস্যালাপ করিতে করিতে শ্রীরাধার কুচপ্রান্তভাগলগ্না কস্তুরী-পঙ্কে পঙ্কিল শ্রীযমুনা-সলিলে স্নান করিতে করিতে নির্ম্মল হইয়া, হায়! আমি কবে কুদেহজ-মলকে বিসর্জ্জন করিব? ॥ ৬০ ॥

রসৈকদায়িনী! প্রণতি দ্বারা তোমার পাদস্পর্শ যাঁহার রসোৎসব, সেই ইন্দীবর-শ্যাম শ্রীগোবিন্দকে প্রার্থনা করিতে করিতে, সুন্দর রহঃ-কুঞ্জগুলি সম্মার্জ্জিত করিতে এবং মালা, চন্দন, গন্ধপাত্র, সুরসাল তাম্বুল ও স্বাদু পানীয় দ্রব্যাদি বিলাসোপকরণগুলি কেলিকুঞ্জে আনয়ন করিতে আমি কবে তোমার প্রেষ্যা (প্রেরণযোগ্যা দাসী) হইব? ॥ ৬১ ॥

অহো! লাবণ্যামৃত-বার্ত্তা দ্বারা যিনি এই জগতকে সংপ্লাবিত করিতেছেন এবং যাঁহার বদন-চন্দ্রিকা অনন্ত শারদ-পূর্ণশশীর সুষমা বিস্তার করিতেছেন, সেই বৃন্দাবনের মঞ্জুকুঞ্জ গৃহিণী (শ্রীরাধা) অখিল সাধ্য-সাধন কথা তুচ্ছীকৃত পূর্ব্বক স্বদাসোৎসব প্রদান করিয়া বিরাজ করিতেছেন ॥ ৬২ ॥

হে কিতব! হে ধূর্ত্তশিরোমণি! নন্দ-নন্দন তুমি কোন এক স্থানে স্বীয় অপাঙ্গ দৃষ্টিদ্বারা দুইতিন বার প্রার্থনা করিলে তাহার প্রত্যাখ্যান-ছলে যিনি উদার সঙ্কেত-স্থান নির্দ্দেশ করেন, সেই শ্রীরাধা নিভৃত কদম্ব বাটিকায় ত্বদীয় বঞ্চনাশঙ্কা বশতঃ একাকিনী যাইতে পারিবেন না। অতএব অনুচরীরূপে করে আমাকে সঙ্গে যাইতে আদেশ করিবেন? ॥ ৬৩ ॥

আহা! শ্রীরাধার সেই নিরুপমা ভ্রূনর্ত্তন চাতুরী, সেই চারু অপাঙ্গ-দর্শন চাতুরী বরতনু শ্রীকৃষ্ণের বাগ্বৈদগ্ধীর ন্যায় বচন-চাতুরী, সঙ্কেতাগম-চাতুরী, নব নব কেলি-কলা-চাতুরী এবং সখীগণের সহিত পরিহাসোৎসবে যে চাতুরী তাহা সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত সর্ব্বোপরি বিরাজ করুক ॥ ৬৪ ॥

যাঁহারা উন্মীলিত যুগলানুরাগ গরিমার দেদীপ্যমানা মাধুরী-ধারাসারধুরন্ধর দিব্য ললিত কন্দর্পের উৎসবের সহিত নিত্য ক্রীড়াশীল অথচ চিত্তে চির-খেদান্বিত, সেই শ্রীরাধামাধবের কৌমারকালেও যে নিত্যাভিনব কেবল কলা-চাতুর্য্য-লহরীর শিক্ষাদি দীক্ষারস, তাহা আমাদের সম্বন্ধে পরাবধি-স্বরূপ হউক ॥ ৬৫ ॥

যাঁহারা সুকৃতিজনের হৃদয় হরণ করিয়া ব্রজনগরের পথে পথে খেলা করিয়া বেড়াইতেছেন এবং অকস্মাৎ সেই কৌমার-কালেই যাঁহাদের নব-কৈশোর বিভব প্রকটিত হওয়ায় রহঃ-প্রদেশে যাইয়া পরস্পর পরিহাসাদি লীলাবিহারে প্রবৃত্ত হইলেন, সেই শ্রীরাধা-ব্রজেন্দ্রনন্দনকে আমি কবে বা দর্শন করিয়া পূর্ণকাম হইব? ॥ ৬৬ ॥

হে শ্রীরাধে! তোমার নব পরিমল-সমন্বিত প্রফুল্ল মল্লিকা মালাবেষ্টিত ধম্মিল্ল (খোঁপা), নিবিড় সিন্দুর-বিন্দু পরিশোভিত ললাটদেশ; অনুপম-দীর্ঘাপঙ্গছবি, প্রেমোল্লাস-পূর্ণ চারুচন্দ্রাংশু হাস্য এবং তোমার বক্ষজদ্বয়ের রহস্যতাকে স্মরণ করি॥ ৬৭ ॥

লীলায় যাঁহাদের কোটীলক্ষ্মীর লক্ষণীয় লক্ষণ-নিচয় শোভা পায়, সেই শত শত ব্রজকিশোরীগণের দ্বারা সেবনীয় এবং কি এক জ্যোতিসিঞ্চনকারী উজ্জ্বলরসে, প্রাগ্‌ভাব-স্বরূপ, অতি মধুর শ্রেষ্ঠ 'শ্রীরাধার' নাম, ব্রজমণ্ডলে কোন এক ভাগ্যবানের শ্রীরাধা-ধ্যান-বিভাবিতচিত্তে বহু সৌভাগ্য-সম্পদ দ্বারা বিস্তার প্রাপ্ত হইতেছেন ॥ ৬৮ ॥

যাহা নবযৌবনোদয়ে মহালাবণ্য লীলাময়, যাহা সান্দ্রানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগ ঘটিত শ্রীমূর্ত্তিরও সম্মোহনকারী, যাহা শ্রীবৃন্দাবনে নিকুঞ্জকেলি বিষয়ে সুন্দর এবং শ্রীগোবিন্দের-ন্যায় ব্রজেন্দ্রর গৃহিণীর একমাত্র প্রীতির বিষয়, সেই কুঙ্কুম-গৌরচ্ছবি শ্রীরাধারূপমাধুর্য্য জয়যুক্ত হউন ॥ ৬৯ ॥

আহা! যিনি প্রেমানন্দরসবারিধির (শ্রীকৃষ্ণের) মহাকল্লোল-মালায় আকুলিতা হইয়া চঞ্চলারুণ নয়নাপাঙ্গ-চারুতা দ্বারা কেলিকলা মহোৎসবের কিছু বিচার করিতেছেন, সেই অদ্ভুত কামবৈভবময়ী জগন্মোহিনী শ্রীরাধা শ্রীবৃন্দাবনের নিকুঞ্জমন্দিরে আনন্দিত হইতেছেন ॥ ৭০ ॥

ব্রজমণি শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার নবপ্রেমানুভাব চঞ্চল ভ্রূভঙ্গলব দ্বারা বিমোহিত, যিনি ভক্তৈকচিন্তামণি ও নিবিড়

প্রতিক্ষণ মনোহর অদ্ভুত রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র লীলানিধি-স্বরূপে! হে শ্রীরাধিকে! নিজকৃপাতরঙ্গচ্ছটা আমার প্রতি নিহিত কর ॥ ৯৩ ॥

হে সান্দ্রানন্দঘন-শ্রীকৃষ্ণানুরাগ লহরী-নিস্যন্দি পদাম্বুজদ্বন্দ্বে! হে বৃষভানুনন্দিনি শ্রীরাধে! তোমার প্রসাদোৎসব-লাভেচ্ছু কোনও এক বৃন্দাবন কন্দর্প (শ্রীকৃষ্ণ) তোমার কিঙ্করীগণকে হর্ষভরে বহুশঃ প্রার্থনা করেন। আমি তোমার সেই চরণ-কমলকে সর্ব্বদা বন্দনা করি ॥ ৯৪ ॥

যাহা একবার মাত্র উচ্চারণ করিলে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণও তৎক্ষণাৎ আকৃষ্ট হইয়া থাকেন, যাঁহাতে প্রীতি সম্পন্ন হইলে সমস্ত পুরুষার্থে তুচ্ছতা উপস্থিত হয়, স্বয়ং মাধব (শ্রীকৃষ্ণ) ও যাঁহার নামাঙ্কিত মন্ত্র প্রীতিপূর্ব্বক জপ করিয়া থাকেন, সেই অদ্ভুত 'রাধা' এই বর্ণদ্বয় আমার রসনায় স্ফুরিত হউক ॥ ৯৫ ॥

যমুনাতটবর্ত্তী-কুঞ্জ মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ যোগীন্দ্রের ন্যায় যাঁহার পদজ্যোতি-ধ্যান-পরায়ণ হইয়াও প্রেমাশ্রুতে অভিষিক্ত হইয়া সর্ব্বদা যাহা জপ করিতেছেন সেই অনির্ব্বচনীয় অদ্ভুত উল্লাসকর রতি রসানন্দ-সম্মোহিতা 'রাধা' এই দুই অক্ষর-যুক্তা পরাবিদ্যা আমার হৃদয়ে সদা স্ফুরিত হউক ॥ ৯৬ ॥

যাহা দেবতা, কি ভক্ত, মুক্ত ও সুহৃদ্গণের অত্যন্ত দূরবর্ত্তী, যাহা প্রেমানন্দরস-স্বরূপ এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যাহা প্রেমভরে শ্রবণ করেন, জপ করেন, কখন বা সখীগণের মধ্যে পরমানন্দে গান করেন, কখন বা প্রেমাশ্রু-মুখ হইয়া জল্পনা করেন সেই রাধানামামৃতই আমার জীবন ॥ ৯৭ ॥

যিনি প্রৌঢ়ানুরাগোৎসবের দ্বারা প্রিয়তম ব্রজমণি শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বদা ভজনা করিতেছেন, যাঁহারা গোবিন্দ সখ্যোৎসুক তাঁহারাও যাঁহার শ্রীচরণাশ্রয়মাত্র পরম কৃতার্থ হইতেছেন, যিনি একরসবতী এবং যাঁহার আরাধনায় পরমাগ্রদা সিদ্ধি লাভ হয় সেই শ্রুতিমৌলিশেখর-লতানাম্নী শ্রীরাধিকা কি আমার প্রীতি সম্পাদন করিবেন ॥ ৯৮ ॥

যাঁহার গাত্রে কোটি বিদ্যুতের ছবি, শ্রীমুখে প্রবর্দ্ধিত আনন্দচ্ছবি, বিম্বোষ্ঠে নব বিদ্রুমচ্ছবি, করে অশ্বত্থাদি সৎপল্লবের ছবি, স্তনযুগলে স্বর্ণকমলকলিকার ছবি, সেই ফুল্লেন্দীবর-নেত্রা, নবকুঞ্জকেলীমধুরা শ্রীরাধার রূপমাধুর্য্যকে বন্দনা করি ॥ ৯৯ ॥

মুক্তা-পংক্তি-প্রতিম-দশনা, চারুবিম্বাধরৌষ্ঠী, ক্ষীণমধ্যা, নব নব রসাবর্ত্ত গম্ভীর নাভি, স্থূলকটি, তারুণ্য সমুন্মেষিত লাবণ্যসিন্ধু, বৈদগ্ধীর হৃদয় স্বরূপা নাগরী শ্রীরাধা রক্ষা বিধান করুন ॥ ১০০ ॥

হে স্নিগ্ধা কুঞ্চিত নীলকেশি! হে বিদলিত বিম্বাধরৌষ্ঠী! হে চন্দ্রবদনে! হে ক্রীড়াশীল খঞ্জন-গঞ্জনাক্ষি! হে দেদীপ্যমান-নাসাগ্রমুক্তাফলে! হে পীনশ্রোণি! হে ক্ষীণোদরি! হে স্তনতটীবৃত্তচ্ছটাত্যদ্ভুতে! হে ভুজবল্লি চারুবলয়ে! হে রাধে! তুমি স্বরূপ প্রকটিত কর ॥ ১০১ ॥

যাহাতে কন্দর্প রাজাধিষ্ঠিত শ্রেণীরূপ হেম-বরাসন ও ললিত নবযৌবন শোভা পাইতেছে, এবং যাহা অদ্ভুত প্রস্থনাঞ্জলি বিরচিত ও নবরসের লীলাভূমি শ্রীরাধার সেই শ্রীঅঙ্গে সুমোহন লীলাপাঙ্গ বিচিত্র তাণ্ডব-কলা-পাণ্ডিত্য, লজ্জা যবনিকার পুনঃপুনঃ সৃষ্টি করিয়া উন্মীলিত হইতেছে ॥ ১০২ ॥

যাহাতে সেই লাবণ্যের চমৎকৃতি ও কৃষ্ণের মনোহর নব বয়ঃ সন্ধির মাধুর্য্য শোভমান, যাহাতে শ্রীরাধাশ্যামের কেলি-কলা-বিলাস লহরী-চাতুর্য্য বিদ্যমান, যাহাতে সর্ব্বাশ্চর্য্যত্ব, পরিস্ফুট, যাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও অবচ্ছিন্নতা নাই, গুরুগৌরবে স্তুতি নাই, অপরাধ নাই, কি সম্ভ্রমও নাই, শ্রীরাধামাধবের সেই অনির্ব্বচনীয় সহজ প্রেমোৎসব তোমাদের রক্ষা বিধান করুন ॥ ১০৩ ॥

অহো! মধুর হইতেও মধুরানন্দ-মূর্ত্তি মেঘশ্যাম শ্রীকৃষ্ণ নবোদার গাঢ়ানুরাগ-বশে যাঁহাদের দর্শনাকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন সেই শ্রীবৃন্দাবনে সুমহিম চমৎকারকারী ও অদ্ভুত রসের নিধান শ্রীরাধার পদাঙ্ক সকল কি আমার নয়নগোচর হইবে? ॥ ১০৪ ॥

কেন যাইতেছ না।" এইরূপ রহস্যালাপ করিতে করিতে শ্রীরাধার কুচপ্রান্তভাগলগ্না কস্তুরী-পঙ্কে পঙ্কিল শ্রীযমুনা-সলিলে স্নান করিতে করিতে নির্ম্মল হইয়া, হায়! আমি কবে কুদেহজ-মলকে বিসর্জ্জন করিব ? ॥ ৬০ ॥

রসৈকদায়িনী! প্রণতি দ্বারা তোমার পাদস্পর্শ যাঁহার রসোৎসব, সেই ইন্দীবর-শ্যাম শ্রীগোবিন্দকে প্রার্থনা করিতে করিতে, সুন্দর রহঃ-কুঞ্জগুলি সম্মার্জ্জিত করিতে এবং মালা, চন্দন, গন্ধপাত্র, সুরসাল তাম্বুল ও স্বাদু পানীয় দ্রব্যাদি বিলাসোপকরণগুলি কেলিকুঞ্জে আনয়ন করিতে আমি কবে তোমার প্রেষ্যা (প্রেরণযোগ্যা দাসী) হইব ? ॥ ৬১ ॥

অহো! লাবণ্যামৃত-বার্ত্তা দ্বারা যিনি এই জগতকে সংপ্লাবিত করিতেছেন এবং যাঁহার বদন-চন্দ্রিকা অনন্ত শারদ-পূর্ণশশীর সুষমা বিস্তার করিতেছেন, সেই বৃন্দাবনের মঞ্জুকুঞ্জ গৃহিণী (শ্রীরাধা) অখিল সাধ্য-সাধন কথা তুচ্ছীকৃত পূর্ব্বক স্বদাসোৎসব প্রদান করিয়া বিরাজ করিতেছেন ॥ ৬২ ॥

হে কিতব! হে ধূর্ত্তশিরোমণি! নন্দ-নন্দন তুমি কোন এক স্থানে স্বীয় অপাঙ্গ দৃষ্টিদ্বারা দুইতিন বার প্রার্থনা করিলে তাহার প্রত্যাখ্যান-ছলে যিনি উদার সঙ্কেত-স্থান নির্দ্দেশ করেন, সেই শ্রীরাধা নিভৃত কদম্ব বাটিকায় ত্বদীয় বঞ্চনাশঙ্কা বশতঃ একাকিনী যাইতে পারিবেন না। অতএব অনুচরীরূপে করে আমাকে সঙ্গে যাইতে আদেশ করিবেন ? ॥ ৬৩ ॥

আহা! শ্রীরাধার সেই নিরুপমা ভ্রূনর্ত্তন চাতুরী, সেই চারু অপাঙ্গ-দর্শন চাতুরী বরতনু শ্রীকৃষ্ণের বাগ্বৈদগ্ধীর ন্যায় বচন-চাতুরী, সঙ্কেতাগম-চাতুরী, নব নব কেলি-কলা-চাতুরী এবং সখীগণের সহিত পরিহাসোৎসবে যে চাতুরী তাহা সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত সর্ব্বোপরি বিরাজ করুক ॥ ৬৪ ॥

যাঁহারা উন্মীলিত যুগলানুরাগ গরিমার দেদীপ্যমানা মাধুরী-ধারাসারধুরন্ধর দিব্য ললিত কন্দর্পের উৎসবের সহিত নিত্য ক্রীড়াশীল অথচ চিত্তে চির-খেদান্বিত, সেই শ্রীরাধামাধবের কৌমারকালেও যে নিত্যাভিনব কেবল কলা-চাতুর্য্য-লহরীর শিক্ষাদি দীক্ষারস, তাহা আমাদের সম্বন্ধে পরাবধি-স্বরূপ হউক ॥ ৬৫ ॥

যাঁহারা সুকৃতিজনের হৃদয় হরণ করিয়া ব্রজনগরের পথে পথে খেলা করিয়া বেড়াইতেছেন এবং অকস্মাৎ সেই কৌমার-কালেই যাঁহাদের নব-কৈশোর বিভব প্রকটিত হওয়ায় রহঃ-প্রদেশে যাইয়া পরস্পর পরিহাসাদি লীলাবিহারে প্রবৃত্ত হইলেন, সেই শ্রীরাধা-ব্রজেন্দ্রনন্দনকে আমি কবে বা দর্শন করিয়া পূর্ণকাম হইব ? ॥ ৬৬ ॥

হে শ্রীরাধে! তোমার নব পরিমল-সমন্বিত প্রফুল্ল মল্লিকা মালাবেষ্টিত ধম্মিল্ল (খোঁপা), নিবিড় সিন্দুর-বিন্দু পরিশোভিত ললাটদেশ ; অনুপম-দীর্ঘাপঙ্গছবি, প্রেমোল্লাস-পূর্ণ চারুচন্দ্রাংশু হাস্য এবং তোমার বক্ষজদ্বয়ের রহস্যতাকে স্মরণ করি॥ ৬৭ ॥

লীলায় যাঁহাদের কোটীলক্ষ্মীর লক্ষণীয় লক্ষণ-নিচয় শোভা পায়, সেই শত শত ব্রজকিশোরীগণের দ্বারা সেবনীয়
এবং কি এক জ্যোতিসিঞ্চনকারী উজ্জ্বলরসে, প্রাগ্‌ভাব-স্বরূপ, অতি মধুর শ্রেষ্ঠ 'শ্রীরাধার' নাম, ব্রজমণ্ডলে কোন
এক ভাগ্যবানের শ্রীরাধা-ধ্যান-বিভাবিতচিত্তে বহু সৌভাগ্য-সম্পদ দ্বারা বিস্তার প্রাপ্ত হইতেছেন ॥ ৬৮ ॥

যাহা নবযৌবনোদয়ে মহালাবণ্য লীলাময়, যাহা সান্দ্রানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগ ঘটিত শ্রীমূর্ত্তিরও সম্মোহনকারী,
যাহা শ্রীবৃন্দাবনে নিকুঞ্জকেলি বিষয়ে সুন্দর এবং শ্রীগোবিন্দের-ন্যায় ব্রজেন্দ্রর গৃহিণীর একমাত্র প্রীতির বিষয়, সেই
কুঙ্কুম-গৌরচ্ছবি শ্রীরাধারূপমাধুর্য্য জয়যুক্ত হউন ॥ ৬৯ ॥

(শ্রীকৃষ্ণের) মহাকল্লোল-মালায় আকুলিতা হইয়া চঞ্চলারুণ নয়নাপাঙ্গ-
আহা! যিনি প্রেমানন্দরসবারিধির
চারুতা দ্বারা কেলিকলা মহোৎসবের কিছু বিচার করিতেছেন, সেই অদ্ভুত কামবৈভবময়ী জগন্মোহিনী শ্রীরাধা
শ্রীবৃন্দাবনের নিকুঞ্জমন্দিরে আনন্দিত হইতেছেন ॥ ৭০ ॥

যিনি ভক্তৈকচিন্তামণি ও নিবিড়
ব্রজমণি শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার নবপ্রেমানুভাব চঞ্চল ভ্রূভঙ্গলব দ্বারা বিমোহিত,

প্রতিক্ষণ মনোহর অদ্ভুত রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র লীলানিধি-স্বরূপে! হে শ্রীরাধিকে! নিজকৃপাতরঙ্গচ্ছটা আমার প্রতি নিহিত কর ॥ ৯৩ ॥

হে সান্দ্রানন্দঘন-শ্রীকৃষ্ণানুরাগ লহরী-নিষ্যন্দি পদাম্বুজদ্বন্দ্বে! হে বৃষভানুনন্দিনি শ্রীরাধে! তোমার প্রসাদোৎসবলাভেচ্ছু কোনও এক বৃন্দাবন কন্দর্প (শ্রীকৃষ্ণ) তোমার কিঙ্করীগণকে হর্ষভরে বহুশঃ প্রার্থনা করেন। আমি তোমার সেই চরণ-কমলকে সর্ব্বদা বন্দনা করি ॥ ৯৪ ॥

যাহা একবার মাত্র উচ্চারণ করিলে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণও তৎক্ষণাৎ আকৃষ্ট হইয়া থাকেন, যাঁহাতে প্রীতি সম্পন্ন হইলে সমস্ত পুরুষার্থে তুচ্ছতা উপস্থিত হয়, স্বয়ং মাধব (শ্রীকৃষ্ণ) ও যাঁহার নামাঙ্কিত মন্ত্র প্রীতিপূর্ব্বক জপ করিয়া থাকেন, সেই অদ্ভুত 'রাধা' এই বর্ণদ্বয় আমার রসনায় স্ফুরিত হউক ॥ ৯৫ ॥

যমুনাতটবর্ত্তী-কুঞ্জ মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ যোগীন্দ্রের ন্যায় যাঁহার পদজ্যোতি-ধ্যান-পরায়ণ হইয়াও প্রেমাশ্রুতে অভিষিক্ত হইয়া সর্ব্বদা যাহা জপ করিতেছেন সেই অনির্ব্বচনীয় অদ্ভুত উল্লাসকর রতি রসানন্দ-সম্মোহিতা 'রাধা' এই দুই অক্ষরযুক্তা পরাবিদ্যা আমার হৃদয়ে সদা স্ফুরিত হউক ॥ ৯৬ ॥

যাহা দেবতা, কি ভক্ত, মুক্ত ও সুহৃদ্‌গণের অত্যন্ত দূরবর্ত্তী, যাহা প্রেমানন্দরস-স্বরূপ এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যাহা প্রেমভরে শ্রবণ করেন, জপ করেন, কখন বা সখীগণের মধ্যে পরমানন্দে গান করেন, কখন বা প্রেমাশ্রু-মুখ হইয়া জল্পনা করেন সেই রাধানামামৃতই আমার জীবন ॥ ৯৭ ॥

যিনি প্রৌঢ়ানুরাগোৎসবের দ্বারা প্রিয়তম ব্রজমণি শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বদা ভজনা করিতেছেন, যাঁহারা গোবিন্দ সখ্যোৎসুক তাঁহারাও যাঁহার শ্রীচরণাশ্রয়মাত্র পরম কৃতার্থ হইতেছেন, যিনি একরসবতী এবং যাঁহার আরাধনায় পরমাগ্রদা সিদ্ধি লাভ হয় সেই শ্রুতিমৌলিশেখর-লতানাম্নী শ্রীরাধিকা কি আমার প্রীতি সম্পাদন করিবেন ॥ ৯৮ ॥

যাঁহার গাত্রে কোটি বিদ্যুতের ছবি, শ্রীমুখে প্রবর্দ্ধিত আনন্দচ্ছবি, বিম্বৌষ্ঠে নব বিদ্রুমচ্ছবি, করে অশ্বত্থাদি সৎপল্লবের ছবি, স্তনযুগলে স্বর্ণকমলকলিকার ছবি, সেই ফুল্লেন্দীবর-নেত্রা, নবকুঞ্জকেলীমধুরা শ্রীরাধার রূপমাধুর্য্যকে বন্দনা করি ॥ ৯৯ ॥

মুক্তা-পংক্তি-প্রতিম-দশনা, চারুবিম্বাধরৌষ্ঠী, ক্ষীণমধ্যা, নব নব রসাবর্ত্ত গম্ভীর নাভি, স্থূলকটি, তারুণ্য সমুন্মেষিত লাবণ্যসিন্ধু, বৈদগ্ধীর হৃদয় স্বরূপা নাগরী শ্রীরাধা রক্ষা বিধান করুন ॥ ১০০ ॥

হে স্নিগ্ধা কুঞ্চিত নীলকেশি! হে বিদলিত বিম্বাধরৌষ্ঠী! হে চন্দ্রবদনে! হে ক্রীড়াশীল খঞ্জন-গঞ্জনাক্ষি! হে দেদীপ্যমান-নাসাগ্রমুক্তাফলে! হে পীনশ্রোণি! হে ক্ষীণোদরি! হে স্তনতটীবৃত্তচ্ছটাত্যদ্ভুতে! হে ভুজবল্লি চারুবলয়ে! হে রাধে! তুমি স্বরূপ প্রকটিত কর ॥ ১০১ ॥

যাহাতে কন্দর্প রাজাধিষ্ঠিত শ্রেণীরূপ হেম-বরাসন ও ললিত নবযৌবন শোভা পাইতেছে, এবং যাহা অদ্ভুত প্রসূনাঞ্জলি বিরচিত ও নবরসের লীলাভূমি শ্রীরাধার সেই শ্রীঅঙ্গে সুমোহন লীলাপাঙ্গ বিচিত্র তাণ্ডব-কলা-পাণ্ডিত্য, লজ্জা যবনিকার পুনঃপুনঃ সৃষ্টি করিয়া উন্মীলিত হইতেছে ॥ ১০২ ॥

যাহাতে সেই লাবণ্যের চমৎকৃতি ও কৃষ্ণের মনোহর নব বয়ঃ সন্ধির মাধুর্য্য শোভমান, যাহাতে শ্রীরাধাশ্যামের কেলি-কলা-বিলাস লহরী-চাতুর্য্য বিদ্যমান, যাহাতে সর্ব্বাশ্চর্য্যত্ব, পরিস্ফুট, যাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও অবচ্ছিন্নতা নাই, গুরুগৌরবে স্তুতি নাই, অপরাধ নাই, কি সম্ভ্রমও নাই, শ্রীরাধামাধবের সেই অনির্ব্বচনীয় সহজ প্রেমোৎসব তোমাদের রক্ষা বিধান করুন ॥ ১০৩ ॥

অহো! মধুর হইতেও মধুরানন্দ-মূর্ত্তি মেঘশ্যাম শ্রীকৃষ্ণ নবোদার গাঢ়ানুরাগ-বশে যাঁহাদের দর্শনাকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন সেই শ্রীবৃন্দাবনে সুমহিম চমৎকারকারী ও অদ্ভুত রসের নিধান শ্রীরাধার পদাঙ্ক সকল কি আমার নয়নগোচর হইবে? ॥ ১০৪ ॥

হে রাধে তোমাকে কেলিতল্পের প্রতি বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করতঃ অধর সুধা-পান করিয়া এবং প্রখর নখর দ্বারা স্তনমণ্ডল রেখাঙ্কিত করিয়া রসিকমণি শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে কম্পিত-হস্তা দেখিয়া তোমার নীবী বন্ধন করিয়া দিবেন, আমি কুঞ্জছিদ্র পথে কবে তাহা নয়ন গোচর করিব ? ॥ ১০৫ ॥

হে রাধে ! আমার এমন শুভদিন কবে হইবে ? যেদিন তোমার স্তনপটে অনির্ব্বচনীয় পত্রাদি রচনা করিবার নিমিত্ত হস্ত, সঙ্কেত-কুঞ্জে কৃষ্ণাভিসার সময়ে তোমার অনুগমন করিতে পদদ্বয়, কুঞ্জছিদ্রপথে তোমার সহিত নিভৃত কেলি-বিলাস দর্শনের নিমিত্ত নয়নদ্বয় উপযুক্ততা লাভ করিয়াছে, দেখিব ॥ ১০৬ ॥

হে শ্রীরাধে। নিজ বিটেন্দ্রের সহিত রহঃগোষ্ঠী শ্রবণের নিমিত্ত, তোমাকে করে ধারণ-পূর্ব্বক নবরমণতল্পে মিলিত করিবার নিমিত্ত এবং কেলি সংমর্দ্দে বিগলিত কেশপাশকে সংযত করিবার নিমিত্ত আমাকে অধিকারোৎসব রস প্রদান করিবেন কি ? ॥ ১০৭ ॥

শ্রীবৃন্দাবনে নব নব রসানন্দপুঞ্জযুক্ত ও গুঞ্জনশীল ভৃঙ্গীকুল মুখরিত নিকুঞ্জে মধুর মধুর প্রহাসের সহিত পরস্পর কন্দুক-ক্ষেপণ-ধারণ প্রাপ্ত-সঙ্গোপনাদি ক্রীড়ারত ও বিবিধ কেলিকুশল রসিক-যুগল জয়যুক্ত হউন ॥ ১০৮ ॥

হে কোটিশারদচন্দ্রবদনে ! হে ভুবনোজ্জ্বলকম্বুকণ্ঠী ! হে পট্টদুকূলবাসিনি ! তোমার পাদাম্বুজ-শোভি শ্রীনূপুর শব্দিত হইতেছে ; কোমল ভূজকল্পলতাস্থিত কঙ্কণ সঞ্চালিত হইতেছে এবং তোমার কবরীতে মল্লিকামালার সৌরভে অলিকুল বিকলীকৃত হইতেছে, হে রাধে ! তোমার এতাদৃশ অদ্ভুত রূপ-মাধুর্য্য আমি কবে দর্শন করিব ? ॥ ১০৯ ॥

হে ঈশ্বরি ! সখীনিবাস শ্রীকৃষ্ণ ইহাতে ভয়, লজ্জা, কুল, যশ, শ্রী ইত্যাদি অখিল শৃঙ্খলা তোমার কারণেই নষ্ট করিয়াছেন ; অথচ তুমি মোহন শ্রীকৃষ্ণেরই আকাঙ্ক্ষায় বহু সগদ্গদ্ বাক্যে প্রহাসের সহিত "কি প্রকার কি প্রকার" কবে আমাকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিবে ? ॥ ১১০ ॥

অহো ! শ্রীকৃষ্ণ চাটুবাক্যে তোষামোদ করিলে তুমি যখন তাঁহার সহিত রহস্যালাপে নিবিষ্ট হইবে, সেই সময় আমি তোমার বস্ত্রাঞ্চল স্পর্শ করিলে এবং উল্লাসভরে তোমার ভুজলতা ধারণ করিলে তুমি হুঙ্কার করিয়া আমার প্রতি (ক্রোধ-দৃষ্টিতে) চাহিবে কি ? অনন্তর তোমাকে রোমাবলী শোভিত ও রসলীন মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তোমার হাস্য-মাধুরী কি দর্শন করিব ? ॥ ১১১ ॥

অহো ! নিকুঞ্জে নবনাগরীগণের কুচমণ্ডলে কৈশোরোচিত কেলিই যাঁহার প্রিয় এবং সখীগণকে প্রকাশ্যরূপে সম্পূর্ণ প্রণতি করাই যাঁহার উৎসব অর্থাৎ আনন্দময় ব্যাপার সেই রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনে অনির্ব্বচনীয়রূপে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইতেছেন। তিনি এই কৃপা করুন, যেন নিজ প্রিয়তমা শ্রীরাধার রসময় শ্রীচরণ-কমলে স্থিতি লাভ ঘটে ॥ ১১২ ॥

যিনি সখীগণ-কর্ত্তৃক বিচিত্র বরভূষণ, উজ্জ্বল দুকূল, উৎকৃষ্ট কঞ্চুলিকা, তিলক ও গন্ধমাল্যাদি দ্বারা বিভূষিতা এবং নৃত্য-গীত-বাদ্যাদি সমস্ত কলাবিদ্যা বিষয়ে স্বয়ংই সুশিক্ষিতা সেই স্বামিনী শ্রীরাধা আমাদের সুন্দর ও মধুর রসোৎসবে আসিয়া প্রবেশ করিবেন ? ॥ ১১৩ ॥

উৎকৃষ্ট মণিময় কিঙ্কিণী, বলয়-নূপুর-রঞ্জিত মহামধুর মণ্ডলে অদ্ভুত-বিলাস রাসোৎসবে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের বৃহদ্ ভুজদণ্ডদ্বয় দ্বারা গৃহীতকণ্ঠ হইয়াও কবে আমরা কেবল নিজরসেশ্বরী শ্রীরাধার শ্রীচরণ-যুগলের উনবিংশতি চিহ্নই দর্শন করিব ? ॥ ১১৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণকথারূপ সুধাহ্রদে যে চিত্তকে বিস্তারিত করা হইয়াছে বা তদ্গুণ-কীর্ত্তনার্চ্চন ও বিভূষণাদি দ্বারা যে সুদিন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে ; কিম্বা তৎপ্রিয়জনের প্রতি যে যে আত্যন্তিকী প্রীতির বিধান করা হইয়াছে তাহার দ্বারা আমাদের গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের জীবন প্রণয়িনী শ্রীরাধিকা তুষ্টি লাভ করুন ॥ ১১৫ ॥

আমি যদি সেই পূর্ণপ্রণয়রসমূর্ত্তি ব্রজপতি বৃষভানুপুত্রী শ্রীরাধার রহঃদাস্য (কিঙ্করীত্ব) লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের কি ধর্ম্ম, দেবত্ব, বিধি, ঈশ, কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গের চেষ্টা কিছুরই প্রয়োজন নাই ।। ১১৬ ।।

হে চন্দ্রাননে ! হে হরিণাক্ষি ! হে দেবি ! হে সুনাসিকে ! হে শোভাধরে ! হে সুস্মিতে ! হে শ্রীভুজবল্লি ! হে কম্বুরুচিরগ্রীবে ! হে গিরীন্দ্র-স্তনি ! হে ক্ষীণমধ্যে ! হে বৃহন্নিতম্বে ! হে কদলীখণ্ডোপম উরুশালিনি ! হে চরণকমলে উদ্ভাসিত নখচন্দ্রমণ্ডলভূষিতে ! আমি কবে তোমাকে আরাধনা করিব ? ।। ১১৭ ।।

মোহন শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধাপদাম্বুজে আমার অকৈতবা ও অবিচলা ভক্তি-দর্শনে প্রীত হইয়া অত্যধিক মহাপ্রেমরসে কবে আমাকে আলিঙ্গন, চুম্বন ও নিজ বদন হইতে আমার বদনে তাম্বূল অর্পণ করিবেন ? আরও স্নেহবশে নিজ বনমালা কবে আমার কণ্ঠে পরাইয়া দিবেন ? ।। ১১৮ ।।

হে বরাঙ্গীর লাবণ্য পরমাদ্ভুত, রতিকলা-চাতুর্য্য অদ্ভুত, কান্তি অনির্ব্বচনীয়া মহাদ্ভুতা, লীলাগতি অদ্ভুতা এবং নয়নভঙ্গী অদ্ভুত হইতেও অদ্ভুততমা এবং যাঁহার মৃদুহাস্যও অদ্ভুত, সেই অদ্ভুতমূর্ত্তি শ্রীরাধা কবে আমাকে অদ্ভুত দাস্যরস প্রদান করিবেন ? ।। ১১৯ ।।

হে রাধিকে ! আমি তোমার ঘূর্ণিত ভ্রূভঙ্গী সুন্দর, চারু বিম্বাধরশোভী মধুর হুঙ্কারযুক্ত, প্রণয়-কেলি-কোপাকুল ও রসিকমৌলি শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক সভয়ে অথচ কৌতুকভরে পরিদৃষ্ট ও রতিকলা সুখদ শ্রীমুখকে স্মরণ করি ।। ১২০ ॥

যাঁহার উন্মীলিত মুকুটচ্ছটায় দিঙ্মণ্ডল বিলাসিত, যাঁহার কেয়ূর অঙ্গদ-হার-কঙ্কণ-ঘটা রত্নচ্ছবিকেও নির্ধূত করিয়াছে, যাঁহার নিতম্বদেশে কিঙ্কিণীর কলধ্বনি এবং শ্রীপদ-কমলে নূপুরের মধুর ধ্বনি হইতেছে, হে মন ! সেই শ্রীরাধাভিধান মহঃতেজ ভজনা কর ।। ১২১ ।।

অহো ! যিনি শ্যামা (শীতকালে ভবেদুষ্ণা গ্রীষ্মকালে চ শীতলা । পদ্মসন্ধি মুখং যস্যাঃ সা 'শ্যামা' পরিকীর্ত্তিতা ॥) গোপাঙ্গনাগণের শিরোভূষণমণিস্বরূপা, যাঁহার শ্রীঅঙ্গ শ্যামানুরাগবশতঃ বিকসিত রোমাঞ্চ দ্বারা বিভূষিত, যিনি কুঙ্কুম-গৌরকান্তি, যিনি অত্যন্ত উন্মাদপ্রদ কন্দর্পকেলিদ্বারা বিচলিতা, মৃদু হাস্যযুক্তা ও কল্পকুঞ্জমন্দিরগতা সেই গোবিন্দ-পটেশ্বরী শ্রীরাধা আমাকে রক্ষা করুন ॥ ১২২ ॥

হে অধিশ্বরি ! তোমার শ্রীচরণ কমল ললিতাদি মুখ্যাব্রজকিশোরীগণের নিত্য উপাস্য এবং তোমার ভাবোৎসব নারদাদি মহাপুরুষগণেরও অপরিভাব্য । হে শ্রীরাধে ! সেই অগাধরসের নিলয় তোমার পদকমলের মধুরোজ্জ্বলা সেবাবিধানে আমাকে আজ্ঞা কর ॥ ১২৩ ॥

হে শ্রীরাধিকে ! নাগরবর শ্রীকৃষ্ণাঙ্গে তোমার অঙ্গ মিলিত দর্শন করতঃ আমি কবে নিজ কর নখসমূহ দ্বারা তোমার অলকামঞ্জরী প্রসাধন করিয়া আমি তোমার আনম্রবদনচন্দ্র, তোমার ঈষৎ নয়নাপঙ্গ ছটা, কিঞ্চিৎদর্শি মস্তকে অবগুণ্ঠন বস্ত্র এবং সচকিত অবলোকনাদি লীলা বিলাসের অবধি কদ্দের্শন করিব ॥ ১২৪ ।।

পূর্ণচন্দ্র যাঁহার অনুপম রসানন্দকন্দ বদনচন্দ্রের কিরণকণার অণুমাত্রেরও সমতুল্য নহে, যাঁহার অরুণাধর শ্রীবিধৃত নবসুধামাধুরীর সারসিন্ধু, সেই কামবাধাবিধুর মধুপতি শ্রীকৃষ্ণের জীবন-দায়িনী শ্রীরাধা আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন ।। ১২৫ ।।

হে শ্রীরাধে ! এককালে বিচিত্র বহু বহু চন্দ্র উদিত হইলে তাহার প্রেমামৃত জ্যোতি-তরঙ্গে যদি অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ হইয়া যায় তথাপি তাহা এই বৃন্দাবন নিকুঞ্জসীমায় তোমার শ্রীমুখ-মাধুরীর তুলনায় আভাসমাত্র পরিলক্ষিত হইতেছে , অতএব ভাবের দ্বারাই আমি তোমার শ্রীমুখের চন্দ্রের সহিত তুলনা করিতেছি ।। ১২৬ ।।

যিনি যমুনাতীরবর্ত্তি কল্পতরুতলস্থিতভবনে প্রোল্লসিত কেলি-বিলাসের মূলস্বরূপা, বৃন্দাবনে সর্ব্বদা প্রকাশমানা রহোবল্লবীগণের (ললিতাদির) ভাব-বিভাবিতা এবং ভক্তগণের হৃদয়-কমলে মধুর রসসুধাস্রাবী পদারবিন্দ-বিশিষ্টা সেই সান্দ্রানন্দ-মূর্ত্তি অমন্দা নিত্যাভিনব প্রেমলক্ষ্মী (শ্রীরাধা) আমাদের হৃদয়ে স্ফুরিত হউন ।। ১২৭ ।।

যিনি বিশুদ্ধ প্রেমলীলা-নিধি এবং কি আশ্চর্য্য, প্রিয়তম অঙ্কে অবস্থিত আছেন, অথচ যিনি তাঁহার বিচ্ছেদাশঙ্কায় মহাতঙ্ক ধারণ করিতেছেন, যিনি প্রচুর প্রকাশমান অতুল কৃপাস্নেহ মাধুর্য্যের মূর্ত্তি এবং শ্রীকৃষ্ণও কোটী প্রাণসখী-কর্ত্তৃক নিরাজিত শ্রীচরণ-সুষমা-মাধুরী-বিশিষ্টা, সেই শ্রীরাধা অগাধামৃতরসপূর্ণ দাস্যে কবে আমাকে অভিষিক্ত করিবেন ॥ ১২৮ ॥

যিনি বৃন্দাবনের নিকুঞ্জ-সীমায় স্বানঙ্গ-রঙ্গোৎসবে অদ্ভুত মাধবাধরসুধারূপ মাধ্বীক আস্বাদন করিয়া মদমত্তার ন্যায় অবস্থান করিতেছেন এবং শ্রীগোবিন্দের প্রিয়বর্গের দুরধিগম্য সখীগণ-কর্ত্তৃক অনালক্ষিতা, সেই বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধা কৃপাপূর্ব্বক কবে আমাকে দাস্য প্রদান করিবেন ॥ ১২৯ ॥

যাঁহার মল্লিকা-মালা-নিবদ্ধ চারুকবরী, সিন্দুর রেখোজ্জ্বল সীমন্ত, নবরত্ন-চিত্রিত তিলক, কুণ্ডলশোভী গণ্ড, স্বর্ণ-পদকশোভী গ্রীবা, মহান হার, প্রভাত-সূর্য্যের ন্যায় অরুণবর্ণ দুকুল, কোটি তড়িৎসম অঙ্গপ্রভা, সেই স্মরোৎসবময়-রাধাখ্য মহ আমি দর্শন করিতেছি ॥ ১৩০ ॥

সেই প্রেমোল্লাসের সীমা, শৃঙ্গাররস-চমৎকার-বৈচিত্র্যের সীমা, সৌন্দর্য্যের সীমা, অনির্ব্বচনীয় নববয়োরূপ লাবণ্যের সীমা, লীলামাধুর্য্যের সীমা, নিজজনের প্রতি পরমৌদার্য্য-বাৎসল্যের সীমা, সৌখ্যসীমা এবং রতিকেলি-মাধুর্য্যের সীমা শ্রীরাধা সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করিতেছেন ॥ ১৩১ ॥

শ্রীবৃন্দাবনস্থা নিখিল শ্যামা-রমণীর মণিস্বরূপার (ললিতাদির) মণ্ডল যাঁহার সুকোমল সুন্দর পদযুগের উন্মীলিত মহামাধুরীধারাসারধুরীণ (শ্রীকৃষ্ণের) কেলিই যাঁহার একমাত্র বৈভব, সেই শুদ্ধপ্রেমবিলাসমূর্ত্তি শ্রীরাধিকাই আমার গতি ॥ ১৩২ ॥

অমন্দরস-তুন্দিল (তৃপ্ত) ভ্রমর সমূহাকীর্ণ বৃন্দাবনস্থ নিকুঞ্জবর মন্দিরে অনির্ব্বচনীয় সুন্দর নাগর-নাগরীযুগল শ্রীযমুনার সলিলকণাবাহী সমীরের মৃদুস্পর্শে রতিশ্রম অবগত হওয়ায় অদ্ভুত ক্রীড়া দ্বারা আনন্দিত হইতেছেন ॥ ১৩৩ ॥

শ্রীবৃন্দাবনে প্রফুল্লিত ইন্দীবর ও বিকসিত স্বর্ণকমলের সম্মিলন শোভাযুক্ত, নিস্রবমান রতিরসের আন্দোলনকারী কন্দর্পকেলি-সমন্বিত, নবরস সুধাস্যন্দিপদারবিন্দ-বিশিষ্ট ও অনির্ব্বচনীয় পরমানন্দকন্দ জ্যোতির্দ্বন্দ্ব প্রকাশ পাইতেছেন ॥ ১৩৪ ॥

কখন তাম্বুল অর্পণ করিব, কখন চরণদ্বয় সম্বাহন করিব, কখন মাল্যাদিদ্বারা ভূষিত করিব, কখন বীজন করিব, আবার কখন কর্পূরাদিবাসিত সুস্বাদু সলিলামৃত পান করাইব; এইরূপভাবে আমি নিশ্চিত কবে নিকুঞ্জগৃহে শ্রীরাধা-মাধবের সেবা করিব ॥ ১৩৫ ॥

যিনি প্রতি অঙ্গে উচ্ছলিত উজ্জ্বলামৃতরসপ্রেমের একমাত্র পূর্ণাম্বুধি, লাবণ্যের সুধানিধি, বিপুল কৃপাবাৎসল্যের সারনিধি, নবযৌবনবিলসিত মাধুর্য্যসাম্রাজ্যের ভূমি, রসরূপ শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়াবধি সেই রাধা নামক এক গুপ্তমহানিধি সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করিতেছেন ॥ ১৩৬ ॥

যাঁহার প্রকাশমান পদনখজ্যোতিরছটার বিলাস, নিবিড় প্রেমামৃতরসের কোটি সিন্ধুস্বরূপ, সেই শ্রীরাধা যদি কখন কৃপাদৃষ্টিপাত করেন তাহা হইলে বহুশঃ প্রাকৃতাপ্রাকৃত শ্রীও মুক্তি তুচ্ছীভূত হইয়া যায় ॥ ১৩৭ ॥

মধুরাদপি মধুর আনন্দরসপ্রদ শ্রীবৃন্দাবনে আমি প্রিয়েশ্বরী শ্রীরাধার কেলিভবন নবকুঞ্জ সমূহকে কবে অন্বেষণ করিব? এবং কবেই বা তাঁহার পদকমল-মাধ্বীক-লহরী পরিবাহ (জলপ্লাবন) দ্বারা আমার চঞ্চল চিত্তমধুপ উন্মাদিত হইবে ॥ ১৩৮ ॥

শ্রীরাধারস-সুধানিধিঃ স্তোত্রকাব্যম দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীরাধা নামোচ্চারণ করিতে করিতে শ্রীরাধার কেলিকুঞ্জপথে বিচরণ করিতে করিতে, রসের সহিত শ্রীরাধার অনুরূপ পরমধর্ম্ম (লজ্জাদিত্যাগ ও অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনরূপ) আচরণ করিতে করিতে এবং বিবিধ উপাচার-দ্বারা আনন্দ-

সহকারে শ্রীরাধার শ্রীচরণাম্বুজদ্বয় সেবা করিতে করিতে আমি কবে শ্রুতিশেখরের উপরিচর (শ্রুতি-স্মৃতির অনধিগম্য) আশ্চর্য্য চর্য্যা আচরণ করিতে থাকিব ? ।। ১৩৯ ।।

(শ্রীকৃষ্ণ) বহুবার যাতায়াতের পর সম্মিলিত পরস্পর মুখচন্দ্রদর্শনে সঞ্জাত বহুল অনঙ্গ-সিন্ধুর উচ্ছ্বাসযুক্ত, কুঞ্জ-কুটীরাভ্যন্তরে কেলিতল্পগত ও দিব্যাদ্ভুত ক্রীড়ারত শ্রীরাধা-মাধবের মঞ্জীর-কাঞ্চীধ্বনি আমি কবে শ্রবণ করিব ।। ১৪০ ।।

অহো ! মধুর মাধবীমণ্ডপে মধূৎসব-সমুৎসুক, পরস্পর দৃঢ়তর অনুরাগোল্লাসী মদবিশিষ্ট, অনুপম নীল-পীতচ্ছবি, ভুবনমোহন, বিদগ্ধযুগল কবে আমার মনকে চিরতরে প্রমোদিত করিবেন ।। ১৪১ ।।

আমার জিহ্বা রাধানাম-রূপ সুধারস আস্বাদনে বিহ্বলা হউক, আমার পদযুগল শ্রীরাধার পদাঙ্ক-লাঞ্ছিত শ্রীবৃন্দাবনের পথে পথে বিচরণ করুক, করদ্বয় শ্রীরাধারই কর্ম্মে নিযুক্ত হউক, হৃদয় তাঁহার শ্রীচরণযুগল ধ্যান করুক, এবং তাঁহার ভাবোৎসব হইতে তাঁহার প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণে আমার পরম রতি উপজাত হউক ।। ১৪২ ।।

যাহা অপ্রাকৃত ও অমন্দ এবং চন্দ্রচূড়শিবাদির ও উন্মাদকন্দ (মূল) শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর পদারবিন্দ যুগলোত্থ সেই নির্ম্মল প্রেমানন্দকেও তুচ্ছজ্ঞান পূর্ব্বক আমার মন কেবল শ্রীরাধার কেলিকথা-রসাম্বুধির চঞ্চল তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনের নিকুঞ্জমন্দিরের বরপ্রাঙ্গনে আনন্দ প্রাপ্ত হউক ।। ১৪৩ ।।

অনুদিন শ্রীরাধানাম শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ কার্য্যপ্রাপ্ত হইলে কোটী শ্রেষ্ঠ সাধনও পরিত্যজ্য হইয়া যায় এবং শ্রীরাধাপদ-কমল সুধা নীরাজন করিয়া সংপুরুষার্থাগ্র কোটীও পরিত্যজ্য হয়। যেহেতু শ্রীরাধাপাদাব্জ লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবনে অমন্দ কোটী কল্পতরু সর্ব্বদা বিদ্যমান এবং শ্রীরাধা-কিঙ্করীগণের চরণে অদ্ভুত সিদ্ধিকোটি সদা বিলুণ্ঠিত ।। ১৪৪ ।।

অহো ! পরস্পর ভঙ্গীকোটী-প্রবহমান অনুরাগামৃত রসের উদ্গত তরঙ্গরূপ ভ্রূভঙ্গদ্বারা যাঁহাদের বাহ্যাভ্যন্তর আলোড়িত এবং নেত্রযুগল মদ-ঘূর্ণিত, সেই নবকৈশোর-মিথুন কুঞ্জমধ্যে বিচিত্র রতিকলা-বিলাস রচনা করিয়া জয়যুক্ত হইতেছেন ।। ১৪৫ ।।

নন্দনন্দনের দর্পযুক্ত বাহুদ্বয়ের দৃঢ় পরিরম্ভে নিস্পন্দগাত্রী এবং সান্দ্রানন্দামৃত রসঘন প্রেমমূর্ত্তি কোন কিশোরীমণি বৃন্দাবনের নবলতা মন্দিরে দিব্যানঙ্গাদ্ভুত রসকলা কল্পনা করিয়া বিরাজ করিতেছেন ।। ১৪৬ ।।

যে ব্যক্তি এই রহঃ-প্রদেশে ব্রজমণি শ্রীরাধার ভাব ও রস নিশ্চয়রূপে ভজনা করেন, অহো ! সে ব্যক্তি লোকও জানে না, নিগম-তত্ত্বও অবগত নহে এবং জাত হইয়াও কুল-পরম্পরা কোন বিষয়ই জ্ঞাত নহেন, এমন কি সাধুগণের চরিত্রও তাঁহার অবিদিত, এরূপ অবস্থায় যাঁহার স্থিতি, তাঁহার কখনই সাধারণ গতি হয় না ।। ১৪৭ ।।

কেহ কেহ ব্রহ্মানন্দৈকবাদী, কেহ কেহ বা ভগবদ্বন্দনে আনন্দমত্ত, কেহ কেহ বা গোবিন্দ-সখ্যাদি অনুপম পরমানন্দ আস্বাদন করেন। কিন্তু শ্রীরাধা-কিঙ্করীগণ শ্রীরাধার পাদপদ্মরাজিত নখমণিজ্যোতির একটিমাত্র ছটাতেই অখিল-সুখ-চমৎকারসারের অবধি লাভ করেন ।। ১৪৮ ।।

যে শ্রীরাধা-মাধবের রহস্য ব্রহ্মাদি দেবগণ, হরিভক্তগণ, এমন কি সুহৃদাদিও নিশ্চয়রূপে সুবিদিত নহেন, হরি হরি! সেই শ্রীরাধা-মাধবের দাসী হইয়া তদুচিত কেলি অসময়ে দৃষ্টিগোচর করিবার নিমিত্ত আমার দুরন্ত প্রত্যাশা হইতেছে ।। ১৪৯ ।।

"হে শ্যামে ! হে নিত্য-প্রণয়িনি ! হে বিদগ্ধে ! হে প্রিয়ে ! তুমি রসনিধি, তোমাতে আমার অতিরাগ ভূয়োভূয়ঃ সুদৃঢ় হউক"—এই কথা প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ বলিলে যিনি মৃদুহাস্যের সহিত "হে রমণ ! আমার মনেও তোমারই কথা" এইরূপ বলিলে, সেই শ্রীরাধা আমার হৃদয়ে বিলাস করুন ।। ১৫০ ।।

বৃন্দাবনের নবলতা মন্দিরাভ্যন্তরে কন্দর্পোন্মাদরতিকলাকৌতুকরস, সদানন্দ, কিশোরাকৃতি সেই জ্যোতি-যুগল অমন্দ ও শীতল স্বপদ-মকরন্দ দ্বারা আমার অতিঘোর জলন্ত ভবজ্জালাকে প্রশমিত করুন ।। ১৫১ ।।

হে প্রফুল্ল নবমল্লিকামালা-শোভিত-কবরীভারে! হে বৃহন্নিতম্বমণ্ডলেমেখলাকলেবরে! হে শব্দায়মান নূপুর-ধারিণি! হে কেয়ূরাঙ্গদকঙ্কণাবলি-বিলসিত বাহুবল্লীদীপ্তিচ্ছটে! হে কনক-কমল-কলিকাস্তনি! হে রাধে! তুমি কবে আমার দর্শন-পিপাসার শান্তি করিবে? ॥ ১৫২ ॥

হে রাধে! মর্য্যাদাকে অতিক্রম করিয়া যে সুরতরসের সুধা-সমুদ্র উদ্ভূত হইয়াছে, তাহার উত্তুঙ্গ সুধাঙ্গ দ্বারা তোমার তনু অনির্ব্বচনীয়রূপে আন্দোলিত হইতেছে, তুমি প্রিয়তমের অঙ্গে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে এবং তুমি প্রফুল্ল-কনক-কমলমুখী, তুমি কবে সখীগণের (আমাদের) নয়নসুখ বিধান করিবে? ॥ ১৫৩ ॥

হে রাধে! আমার সহিত তোমার প্রতি অক্ষরে অনুপম প্রেম জলধিনির্ঝরিণী, শ্রবণপুটে সুধাধারা-বর্ষিণী, রসার্দ্রা, সুকোমলা-পরমসুখদা, শীতলতরা অনির্ব্বচনীয়া সুকথা কি হইবে ॥ ১৫৪ ॥

হে রাধে! অতিশয় কৃষ্ণপ্রেমাবিষ্ট হইয়া যে ব্যক্তি তোমার এই রাধানাম-সুধারস একবার আস্বাদন করেন, তিনি অনন্ত সদপরাধকেও গণ্য না করিয়া কেবল তোমার পরমদেয় দাস্যকেই চিন্তা করেন। অতএব তোমার দাস্যৈকচিত্ত ব্যক্তিগণের মহিমার সীমা কে স্পর্শ করিবে? ॥ ১৫৫ ॥

ঘনপুলক-কপোলা অনির্ব্বচনীয় দাসী-বৎসলা শ্রীরাধে! লুলিত নবলবঙ্গ ও প্রচুর কর্পূরে সমন্বিত প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র-নির্গলিত তাম্বূলখণ্ড আস্বাদন করিতে করিতে কবে আমার বদনে তাহা অর্পণ করিবেন? ॥ ১৫৬ ॥

যিনি সৌন্দর্য্যামৃতের রাশি-স্বরূপা, অদ্ভুত মহালাবণ্য-লীলাকলা, যমুনার তরঙ্গাটোপ অপেক্ষাও যাঁহার চমৎকার কটাক্ষচ্ছবি এবং যিনি কন্দর্পকেলির কোটী কোমলকলা-বৈচিত্র্য-বিস্ফুরিত-প্রেমানন্দ-ঘনাকৃতি সেই অনির্ব্বচনীয় কিশোরীমণি আমাকে দাস্যপ্রদান করুন॥ ১৫৭ ॥

যিনি অতি কোমল কৌসুম্ভারুণ দুকূল পরিধান করিয়াছেন, যাঁহার ধম্মিল্ল মধুমল্লিকার ললিত মাল্যে নিবদ্ধ, যাঁহার বিপুল কটিতটে মুখর-মেখলা সুশোভিত, সেই কনকচম্পকাভ মহঃ অর্থাৎ জ্যোতিরূপকে আমি কবে প্রাপ্ত হইব ॥ ১৫৮ ॥

প্রেমোন্মাদ রসবিলাস, অদ্ভুতময় এবং চারিদিকে শোভিত মধুপতি সখীবৃন্দ-বলয়যুক্ত রাসমণ্ডলে যিনি প্রফুল্লকান্তের সহিত স্বরচিত মহালাস্যকলা বিস্তার করিয়া নৃত্য করিতেছেন, সেই শ্রীরাধাকে আমি ব্যজন ও নব-তাম্বূলখণ্ডদ্বারা কবে সেবা করিব? ॥ ১৫৯ ॥

যাঁহাতে বিস্তারপ্রাপ্ত পটবাস, প্রেমসীমার বিকাশ, মধুর মধুর হাস, দিব্যভূষার বিলাস, এবং পুলকিত দায়িতাংসে সুবিন্যস্ত বাহুপাশ সেই অতিললিত রাসে আমি কবে শ্রীরাধাকে উপাসনা করিব? ১৬০ ॥

শ্রীরাধার বদন যদি কনক-কমলবৎ প্রফুল্ল, কোটি চন্দ্রাংশু-পূর্ণ, নব নব মকরন্দস্যন্দী, সৌন্দর্য্য-নিলয়, চঞ্চল নয়ন-খঞ্জনদ্বন্দ্বশোভিত ও মধুর হাস্যযুক্ত হয়, তবে তাহা দত্ত দাস্য হইবে নাকি? ॥ ১৬১ ॥

হে রাধিকে! সুধাকরেরও সুধাকর, প্রতিপদে দেদীপ্যমানা মাধুরীসাররূপ নবচন্দ্রিকাসমুদ্রের বর্দ্ধক,
অতৃপ্ত হরিলোচনদ্বয়রূপচকোরের পেয় এবং রসাম্বুধির ক্ষোভকারক তোমার বদনচন্দ্র আমি কবে দর্শন করিব॥ ১৬২ ॥

যিনি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনজনিত মধুরতর মহাকীর্ত্তি পীযূষের সিন্ধু, যিনি ইন্দুকোটি বিনিন্দিত বদনা ও অতি
মদালোল-নয়না এবং যিনি সৌকুমার্য্যাদ্ভুত ললিততনু, সেই শ্রীরাধার আনন্দনিস্যন্দিনী-কেলিকল্লোলিনীর
প্রণয়-রসময় প্রবাহে আমি অবগাহন করিব কি? ॥ ১৬৩ ॥

"আমার কণ্ঠে নখাঘাত করিও না, আমি তৃণাবর্ত্ত (দৈত্যরাজ) নহি এবং আমার কুচতটে পীড়াপ্রদানও
করিও না, আমি পূতনা নহি"—হে সখি। প্রিয়সঙ্গর কালে তোমার এইরূপ বাক্য প্রভাতে শুকদ্বারা অনুকৃত হইলে
আমি কবে তোমার সেই কেলিকুঞ্জ মার্জ্জনা করিতে করিতে শ্রবণ করিব? ॥ ১৬৪ ॥

আমার জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থায় রাধা-পাদাব্জছটা স্ফূরিত হউক, বৈকুণ্ঠে অথবা নরকে রাধা বিনা যেন

আমার অন্যগতি না হয়, পরন্ত রাধা-কেলি-কথারূপ সুধাসমুদ্রের তরঙ্গান্দোলিত মন যমুনাতীরবর্তী কুঞ্জমন্দিরাঙ্গনে বিরাজ করুক ॥ ১৬৫ ॥

অহো! যমুনাতীরবর্ত্তী নবলতামন্দিরাঙ্গণে কন্দর্পক্রীড়াজনিত শ্রমজলপ্রবাহপূর্ণতনু, সুখস্পর্শে ঈষন্মীলিত নয়ন শ্রীরাধাকৃষ্ণের অতুল শীত-সংবীজন আমি কবে করিব ॥ ১৬৬ ॥

অহো মধুর সঙ্গমেরপ্রণয়কেলিময় বৃন্দাবনে বিদগ্ধবরনাগরী শ্রীরাধা ও রসিকশেখর-শ্রীকৃষ্ণ ক্ষণে মধুর গান করিয়া, ক্ষণে অমন্দ হিন্দোলায় দুলিয়া, ক্ষণে কুসুম-মারুত সেবন করিয়া এবং ক্ষণে কন্দর্পকেলিনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া ক্রীড়া করিতেছেন ॥ ১৬৭ ॥

অহো! কেলিকুঞ্জসীমায় একজন কাঞ্চন চম্পককান্তি অপর নীলাম্বুদ শ্যামল, একজন কন্দর্প দ্বারা চঞ্চলীকৃত, অপর বাহ্যতঃ প্রতিকূল, আবার একজন বহুমানভঙ্গি, অপর সরসচাটুকারী, এইরূপ মহামোহন যুগলকে আমি কি দর্শন করিব? ॥ ১৭০ ॥

অহো! নিভৃত মঞ্জুকুঞ্জাভ্যন্তরে মহামদনাবেগে আকুল, অনুক্রমে বিচিত্ররতিবিক্রমধারী অনির্ব্বচনীয় অভিনব নীল-পীতবসন বিনিময়কারী এবং পরস্পর সম্মিলিত অদ্ভুত পীতনীল মহঃ (শ্রীরাধাকৃষ্ণ) জয়যুক্ত হইতেছেন ॥ ১৭১ ॥

চারুবৃন্দাবনে কবে অদ্ভুত কমল ভ্রমণকারী এবং পরস্পর স্কন্ধে পুলকিত ভুজলতাদ্বয় অর্পণকারী কন্দর্পোন্মত্ত রসিক-যুগলের সহাসরসপেশল মদকরীন্দ্রের শতভঙ্গীতুল্য গতিকে তোমরা স্মরণ কর ॥ ১৭২ ॥

যাঁহার মুগ্ধ নয়ন যুগল মীনবৎ চঞ্চল, অধরপুট মণিবিদ্রুপের ন্যায় উজ্জ্বল, যাঁহার বিপুল নিতম্বরূপ দ্বীপে অসাধারণ কন্দর্প-করভের কুম্ভদ্বয়ের ন্যায় বক্ষোজ-যুগল, যাঁহার গম্ভীরাবর্ত্ত নাভিদেশ এবং যিনি বহুল কৃষ্ণপ্রেমামৃতের মহাসিন্ধু, সেই শ্রীরাধার চরণ কমল পরিচর্যে আমি যোগ্যতা অন্বেষণ করি ॥ ১৭৩ ॥

অহো! যাঁহারা দেহ-ধর্ম্মাদিতে নিমেষমাত্র বিচ্ছেদাভাস মনে করিয়া বাহ্যভ্যন্তরে জলন্ত কোটি প্রলয়াগ্নির জ্বালা অনুভব করেন, সেই অদ্ভুত প্রেমমূর্তিযুগলের গাঢ় স্নেহানুবন্ধগ্রথিতবৎ মধুর শ্রীরাধামাধবাখ্য পরমধামদ্বয়কে আমি অবগত হইতেছি ॥ ১৭৪ ॥

নিকুঞ্জাভ্যন্তরে যৌবনমণির (শ্রীরাধার) নবরতিরণে উন্মুক্ত কেশপাশকে আমি কবে বন্ধন করিয়া দিব, কবেই বা ছিন্ন নবমুক্তাবলির-সন্ধান করিব এবং কবেই বা কস্তূরীপঙ্ক দ্বারা পুনরায় তিলক রচনা করিয়া দিব ॥ ১৭৫ ॥

অন্যত্রের কথা কি? শ্রীবৈকুণ্ঠধামকেও যাহা কুণ্ঠিকৃত করিয়াছে, এতাদৃশ জনপদে মধুপতি শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা-মাধুর্য্য-বেত্তা, আবার শ্রীরাধা সেই মধুপতি-মাধুর্য্য-বেত্তী। এই পরমরসসুধামাধুরী-অগ্রগণ্য মূর্ত্তিমতী (ধুরীণ) শ্রীবৃন্দারণ্যস্থলী রাধিকা-কিঙ্করীগণকে তদুভয়ের আস্বাদনীয় সকলই প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ১৭৬ ॥

শ্রীবৃন্দাবনে প্রফুল্ল-বদন-কমলা, নবীন ও সুগভীর নাভিরূপ আবর্ত্তবিশিষ্টা, নিতম্ব-পুলিন-শোভি মুখর কাঞ্চি-কাদম্বিনী যুক্তা, বিশুদ্ধরসবাহিনী এবং রসিক-সিন্ধু সঙ্গমে উন্মাদিনী কোন এক অনির্ব্বচনীয়া সুর-তরঙ্গিণী-রূপিণী (সুরত-রঙ্গিণী) সর্ব্বদা-সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করিতেছেন ॥ ১৭৭ ॥

অহো! মধুর মধুপ ঝঙ্কৃত মাধবীমণ্ডপে স্মরক্ষুভিত ও কন্দর্প-কেলী-রসোন্মত্ত শ্যামসুন্দর, সুখ-সুধাময় নিজতনু-জলধিতে অনঙ্গ নবরঙ্গিণী রসতরঙ্গিণীরূপে মিলিতা শ্রীরাধিকাকে ধারণ করিয়া বর্দ্ধিত হইতেছেন ॥ ১৭৮ ॥

অহো! যাঁহার রোমাবলী যমুনার ন্যায়, বন্ধুক-বন্ধুর (চন্দ্রের) ন্যায় যাঁহার অঙ্গপ্রভা, যাঁহার সুললিত সর্ব্বাঙ্গে প্রফুল্লচম্পককান্তি বিচ্ছুরিত, যাঁহার সরসী-শোভনা নাভি, বক্ষোজ স্তবকতুল্য, শোভমান ভুজদ্বয় লতা-স্বরূপ এবং যাঁহার শিঞ্জা (ভূষণশব্দ) বিহঙ্গের কলধ্বনি, সেই বৃন্দাটবী তুল্যা শ্রীরাধা মধুপতি শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত হরণ করিতেছেন ॥ ১৭৯ ॥

প্রাতঃকালে সম্মার্জ্জনের নিমিত্ত কুঞ্জমন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আমি শ্রীরাধা-মাধবের বিচিত্র সুরতারম্ভে

প্রসূ-পল্লবাদিবিরচিত শয্যা-সংলগ্ন-অঙ্গরাগ দ্বারা কবে আমার বপু ভূষিত করিব এবং তথায় ছিন্ন ও নিপতিত পুষ্পমাল্যকে পুনঃ পুনঃ গ্রন্থিবন্ধন করিয়া কবে আমি কণ্ঠে ধারণ করিব ? ১৮০ ॥

আমার প্রিয় স্বামিনী শ্রীরাধা প্রিয়-বিরহে ব্যাকুল হইয়া কখনও গৃহশুকগণকে প্রিয়-যশোঙ্কিত শ্লোকাবলী পাঠ করাইতেছেন, কখন একান্তে বসিয়া সুন্দর গুঞ্জাহার ও ময়ূরপুচ্ছের মুকুট রচনা করিতেছেন, কখনও বা প্রিয়তমের মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া আলিঙ্গনচ্ছলে তদুপরি কুচযুগল মর্দ্দন করিতেছেন, এইরূপ ব্যাপারে তিনি দিন যাপন করিতেছেন ॥ ১৮১ ॥

সর্ব্বদা প্রিয়-সঙ্গ-সুখানুভবকারিণী, পুনঃ পুনঃ ভবিষ্যদ্‌ভাবিনী, লীলা-পঞ্চমরাগিণী (বিপরীত সম্ভোগ) শত শত রতিকলায় ভঙ্গী উদ্ভাবনকারিণী, কারুণ্য-প্রবভাবিনী, কটিতটে কাঞ্চিকলা শব্দকারিণী, ও পদযুগলে প্রেমামৃতস্রাবিনী শ্রীরাধাই আমার গতি হউন ॥ ১৮২ ॥

কোটী-চন্দ্র-প্রভাবিহাসিনী, নব-সুধাসম্ভার-সম্ভাষিণী, পয়োধর-যুগলে কনককুম্ভ-শ্রী-গর্ব্বনাশিনী, চিত্রগ্রাম-নিবাসিনী, নব-নব প্রেমোৎসব-উল্লাসিনী, বৃন্দাবন-বিলাসিনী (শ্রীরাধা) কি একান্তে আমার হৃদয়-উল্লাসিনী হইবেন ? ॥ ১৮৩ ॥

প্রফুল্ল নবকমল-কিঞ্জল্ক-রুচি দুকূলে অঙ্গীবৃত করিয়া এবং গোবিন্দারাধনান্তর ললিত তাম্বূলখণ্ড (শ্রীগোবিন্দ মুখনির্গলিত) আস্বাদন করিতে করিতে আনন্দে পুলকিত-তনু হইয়া আমার প্রিয়সখী কবে সঙ্গীত নাট্যে নিজ নৈপুণ্য আমাকে শিক্ষা প্রদান করিবেন ? ॥ ১৮৪ ॥

হে রাধিকে ! তোমার যে বদনমণ্ডল শোভামান দশন মুক্ত-বলির-কান্তিপ্রবাহদ্বারা স্ফুরিত সুচারু নব-পল্লবাধর মণিচ্ছটা-দ্বারা সুন্দর, যাহাতে মকরকুণ্ডল শোভমান এবং যাহাতে চারু নেত্রাঞ্চল চকিত, সেই নির্ম্মল, বদনমণ্ডলকে আমি স্মরণ করি ॥ ১৮৫ ॥

হে রাধিকে ! তোমার যে বদনমণ্ডলে কুঞ্চিত অলকাবলি চঞ্চলীকৃত, কপালে তিলক সুশোভিত ও তিল-ফুল সদৃশ নাসাপুটে মুক্তাফল বিরাজিত এবং যাহা কলঙ্ক বিরহিত অমৃতচ্ছবিদ্বারা সমুজ্জ্বল, সেই রত্যাধিক্যবশতঃ সুন্দর বদনমণ্ডলকে আমি ভাবনা করি। ॥ ১৮৬ ॥

যাহাতে পূর্ণপ্রেমামৃতরস সমুল্লাসরূপ সৌভাগ্যসার বিদ্যমান, যাঁহারা নবরতিকলাকৌতুকে কুঞ্জে কুঞ্জে কেলিপরায়ণ এবং যাঁহারা প্রফুল্লইন্দীবর ও কনককমলের কান্তিচোর সেই কিশোরাকৃতি জ্যোতিঃ যুগল অনির্ব্বচনীয় পরমানন্দকন্দ-স্বরূপে শোভা পাইতেছেন ॥ ১৮৭ ॥

যাঁহার উন্মীলিত কেলিবিলসিত কটাক্ষের একটীমাত্র কলাদ্বারা মদকল বৃন্দাবনকরভেন্দ্রও (শ্রীকৃষ্ণ) বন্দীকৃত হয়েন এবং যাঁহার আজ্ঞা লেশমাত্র কৃতী হইয়াও তিনি ক্রীড়ামৃগের ন্যায় বশীভূত হয়েন, সেই আমাদিগের সাধারণ গতিকে শিথিল করুন ॥ ১৮৮ ।

হে নন্দনন্দনের মোহনার্থ মহাবিদ্যারূপে ! হে স্ফুরিতমাধুরীসার-বিস্তারী রস-সমুদ্রের সহজ প্রস্যন্দি-নেত্রাঞ্চলে (প্রস্রবণ) ! হে করুণার্দ্রকটাক্ষভঙ্গি ! হে মধুর স্মেরানন-কমলে ! হে স্বামিনি ! হে রাধিকে ! হায় ! হায় ! হায় ! তুমি আমাপ্রতি ঈষৎ কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ কর। ॥ ১৮৯ ॥

যাঁহার ওষ্ঠপ্রান্তে দয়িত শ্রীকৃষ্ণের মুখোদ্গীর্ণ তাম্বূলরাগ উচ্ছলিত, যিনি নিজরচিত চিত্রভঙ্গী বীণা দ্বারা উচ্চৈঃস্বরে ললিতাদি রাগ আলাপ করিতেছেন ; যাঁহার গ্রীবা বক্রীভূতা, রুচির হইতে রুচিরতর রূপে উৎকম্পের কারণ, যাঁহার ভ্রূদেশ আকুঞ্চিত, সেই শ্রীরাধা প্রিয়তমের নিকটে বিপুল পুলকে বিমণ্ডিত হইয়া শোভপাইতেছেন ॥ ১৯০ ॥

"হে ধূর্ত্তরাজ ! আমাদের প্রাণসখী শ্রীরাধার নিকট কেন যাইতেছ ? কুচতট স্পর্শমাত্র যে সেই বালা মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।" হে রাধে ! এইরূপ বাগ্‌বৈদগ্ধী দ্বারা পথে পথে তোমার অনুগামী রসিক নাগরকে দূরে ক্ষেপন করিয়া আমি কবে তোমাদের উভয়েরই হৃদয় বিমুগ্ধ করিব ? ॥ ১৯১ ॥

আমি শ্রীরাধার করুণাপূর্ণ পদারবিন্দকে কবে হৃদয়ে ধারণা করিয়া এই সংসারে নিত্যাগত অশেষ উপবিধিকে দূরে পরিহার করিব এবং সর্ব্বসুখদ শ্রীগোবিন্দ স্বয়ং কবে প্রেমসেবাধিকার প্রদানের নিমিত্ত অনন্য ধন্য আমাতে কন্দর্প কলা উপস্থাপিত করিবেন ॥ ১৯২ ॥

উদ্দীপ্ত কন্দর্পযুদ্ধের বিক্রমাবেগ জন্য উদ্গত স্বেদজলে যাঁহাদের তনুযুগল আর্দ্রীভূত, শিথিল ও বিচিত্ররূপ ধারণ করিয়াছে, সেই শ্রীরাধা-রসিকতিলক উভয়ে কুঞ্জদ্বারে সমাসীন হইলে আমি কবে বা তাঁহাদের সুখসেব্য ব্যজন করিয়া সুকৃতিনী হইব ?॥ ১৯৩॥

নিকুঞ্জাভ্যন্তরস্থিত নবকুসুমরচিত শয্যায় শায়িত এবং পরস্পর প্রেমাবেশজনিত বহু পুলকাঙ্কিত ভুজলতাপাশে রচিত আলিঙ্গনোৎবের রসভরে উন্মীলিত-দৃষ্টি অধিস্বামীযুগলের পাদসম্বাহন দ্বারা আমি কবে তাঁহাদের সুখ বিধান করিব ? ॥ ১৯৪ ॥

যিনি শোভমান নববয়ঃ-শ্রীদ্বারা ললিতভঙ্গী লীলাময়, মহাপ্রণয়মাধুরীরস-বিলাসে নিত্যোৎসুক মদারুণ-লোচন ও কনকদর্পহারী, সেই অনির্ব্বচনীয় হেম গৌররূপকে আমি হৃদয়ে ধারণ করি !! ১৯৪ ॥

নবরতিরসাবেশে যাঁহাদের অঙ্গ ও প্রাণ উল্লসিত, প্রণয়পারিপাট্যে পরতর; পরস্পর গাঢ়ালিঙ্গনে বলয়াকার প্রাপ্ত, মদাঘূর্ণনেত্র এবং মরকত ও গলিতসুবর্ণকান্তিবিশিষ্ট শ্রীযুগলরূপ আমার হৃদয়ে স্ফুরিত হউন ॥ ১৯৬ ॥

শ্রীবৃন্দাবনের নব নিকুঞ্জগৃহে পরস্পর প্রেমরসে নিমগ্ন এবং অশেষ সম্মোহনরূপ কেলিবিশিষ্ট নীল-পীত-যুগলরূপ শোভা পাইতেছেন ।। ১৯৭ ॥

হে শ্রীরাধে! বৃষভানু-নন্দিনী! তোমার কিঙ্করীত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা করিয়া এবং ভানুজা যমুনার তীরে অধ্যাসীনা হইয়া কবে আমি বৃন্দাবন-কুঞ্জ-পথের অতিথি হইব ? ১৯৭ ॥

কালিন্দী তটকুঞ্জে অনির্ব্বচনীয় পুঞ্জীভূত রসামৃতস্বরূপ, নিরবধি অদ্ভুতকেলিনিধানস্বরূপ শ্রীরাধা উল্লসিত হইতেছেন ॥ ১৯৯ ॥

মূর্ত্তিমতী প্রীতিস্বরূপিনী, রসসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণের বিমল সারসম্পদতুল্যা ও বিদগ্ধাগণের হৃদয়স্বরূপা কোন এক শ্রীবৃন্দাবনাধীশ্বরী সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করিতেছেন ।। ২০০ ॥

যিনি বিচিত্র কেলি-মহোৎসবে উল্লসিত এবং যাঁহার সুন্দর শিখিচূড়া শ্রীরাধার চরণে ইতস্ততঃ বিলোড়িত সেই রসঘন মোহনমূর্ত্তি শ্রীহরিকে আমি ভজনা করি ॥ ২০১ ।

শ্রীকৃষ্ণের অভিরাম কেলিভবনকে সমার্জ্জিত ও মলয়জছটাদ্বারা অভিষিক্ত করিবার কালে আমি সেই মধুভিদ্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রচুরামৃত রসবিচিত্র চরিতগাথা মধুরাদপি মধুর প্রণালীতে গাহিয়া গাহিয়া কবে রসসিন্ধুতে নিমগ্ন হইব ?॥ ২০২ ॥

অহো! কস্তুরী দ্বারা কুচযুগে অনির্ব্বচনীয় বিচিত্রা পত্রাবলী রচনা করাইয়া সুকৃতিনী হইয়া আমি কবে বা সেই উদ্গত রোমাঞ্চশোভিতা কম্পান্বিতা ও অতি মধুর লীলাময়তনুধারিণী শ্রীরাধাকে দর্শন করিব ?॥ ২০৩॥

অনির্ব্বচনীয় প্রমদমদনোদ্দামরসদা, মহাপ্রেমবতী সদানন্দমূর্ত্তি বৃষভানুকুলমণি শ্রীরাধা কখন শীৎকার করিতেছেন, কখন বা মহাকম্পান্বিতা হইতেছেন, আবার কখন বা "হে শ্যাম! হে শ্যাম!" বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভিলাপ (সঙ্কল্পবাক্য) করিতে করিতে পুলকিতা হইয়া সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করিতেছেন।। ২০৪॥

যাঁহার পদনখ কৌমুদীধারায় হৃদয় অভিষিক্ত হইলে অনির্ব্বচনীয়া চমৎকারিণী সরসাভক্তি সমুদিত হয়, সেই গোকুলেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের মনোহারিণী কিশোরী আমাকে সর্ব্ববেদশিরোমণির পরম রহস্য দাস্য কবে প্রদান করিবেন ? ॥ ২০৫ ॥

যাহা শ্রীহরিকর্ত্তৃক স্বহস্তে তুলিকাদ্বারা ইচ্ছামত অলক্তক-রাগে-চিত্রিতা, যাহা বিবিধ-কেলিকুশলা গোপাঙ্গনাসমূহদ্বারা বন্দিতা এবং যাহা উপনিষদ্‌সমূহের হৃদয়ে সংগুপ্তভাবে বিদ্যমান। সেই নৃত্যমাত্র লীলাময়ী শ্রীরাধার চরণদ্বয়ী আমার গতি হউক।। ২০৬ ॥

হে নিবিড় প্রেমরস-প্রবাহ বর্ষিণি ! হে নবোন্মীলিত মহমাধুরী সাম্রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেলিবিভবযুক্ত কারুণ্য কল্লোলিনি ! হে বৃন্দাবনচন্দ্রের চিত্তকুরঙ্গবন্ধনার্থ বাগুরা (ফাঁদ) স্বরূপে ! হে নবকুঞ্জনাগরি ! হে শ্রীরাধে ! আমি তোমার দাস্যোৎসব দ্বারা ক্রীত হইয়া আছি ॥ ২০৭ ॥

অহো ! হে শ্রীরাধিকে ! দূর হইতে পুষ্পচয়নের কারণই প্রিয়সখীর এই স্বেদ প্রবাহ, বক্ষোজে যে ক্ষত, ইহা কণ্টকাঙ্ক, হায় ! ঘর্ম্মজলেই ইঁহার তিলক-বিলয় হইয়াছে আর ওষ্ঠে যে ব্রণ, উহা হিমবায়ু-স্পর্শে উদ্ভূত, এবম্প্রকারে বিপক্ষাগণের নিকট তোমার স্বয়ংকৃত প্রিয়-সঙ্গকে আমি গোপন করিব ॥ ২০৮ ॥

যাঁহার পদ-কমলে পুনঃ পুনঃ পতিত হইয়া এবং অতিরসহেতু তাঁহার মুখ-কমল মধুপান করিয়া অতিশয় আবেশভরে অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণভৃঙ্গ সেই মধুর হাস্যযুক্ত চন্দ্রমুখীর মুকুলিত কুচযুগরূপ কনক-কমলকে নখর-শিখর-দ্বারা বিদীর্ণ করিতেছেন, আমি দর্শন করিব কি ? ॥ ২০৯ ॥

অহো। ঐ কুঞ্জসকল, ঐ অনুপম রাসস্থল এবং ঐ সেই রতিরঙ্গে প্রণয়িনী গিরিদ্রোণি শোভা পাইতেছে। হরি ! হরি ! যদি কোথাও শ্রীরাধার দর্শন না পাই, হায় ! হে প্রাণেশ্বরি ! তাহা হইলে আমার হৃদয় কবে শতধা বিদীর্ণ হইবে ? ॥ ২১০ ॥

অহো ! এই কুঞ্জেই সেই মোহন-তনুর নবরতিকলা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, এই-খানেই সেই রসনিধি প্রাণকান্তের সহিত নৃত্য করিয়াছিলেন ; হে শ্রীরাধে ! এবম্ভূতা তোমার চরিত পীযুষলহরী পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া এই বৃন্দাবন ভূমিতে আমি কবে চমৎকৃত হইব ? ॥ ২১১ ॥

হে শ্রীরাধে ! তোমার শ্রীমদ্‌বিম্বাধরে নবসুধামাধুরীর কোটিসিন্ধু স্ফুরিত হইতেছে, তোমার নেত্রপ্রান্তভাগ হইতে অদ্ভুত পুষ্পধনুর চণ্ডসৎকাণ্ডকোটি বিকীর্ণ হইতেছে, তোমার শ্রীবক্ষোজে অতি প্রমদরসকলার সারসর্ব্বস্ব-কোটি শোভা পাইতেছে এবং তোমার শ্রীচরণকমল হইতে প্রেমসুধার কোটি কোটি ধারা নিরবধি নিঃসৃত হইতেছে ॥ ২১২ ॥

নিবিড় আনন্দোন্মদ-রসঘন প্রেমপীযূষমূর্ত্তি শ্রীরাধা ও মধুপতি শ্রীকৃষ্ণ উভয়ে কুঞ্জতল্পে নিদ্রিত হইলে তাঁহাদের পদকমল মৃদু মৃদু সম্বাহন করিতে করিতে আমি তন্দ্রাপ্রাপ্ত হইয়া শয্যাতে কি পতিতা হইব ? ॥ ২১৩ ॥

যথায় রাধাচরণকমল হইতে উচ্ছলিত নবরস-প্রেমপীযূষপুঞ্জ বিদ্যমান, সেই কালিন্দীকূলকুঞ্জে আমি হৃদয়ে মহোদার মাধুর্য্য ভাব গ্রহণ করিয়া সেই গরীয়ান গম্ভীরৈকানুরাগবতী শ্রীবৃন্দাবন বীথীস্থিতা ললিতরতিকলা সমন্বিতা নাগরীকে মানসে পরিচর্য্যা করিতে করিতে কবে অন্য সমস্তই বিস্মৃত হইব ? ॥ ২১৪ ॥

শ্রীরাধার সহিত ললিত কন্দর্পক্রীড়াকৌশল প্রকাশ করিবার কালে সেই নাগরমণি শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার অঙ্কে নিমিষমাত্র দর্শন না করিয়া মূর্চ্ছিতবতী আমি একেবারে দুঃখ-সাগরে পতিত হইয়া সেই প্রিয়-বিয়োগার্ত্তাকে আশ্বাসিতা করিবার অবকাশ না পাইয়া কবে আমার সেই নিজ অবস্থার জন্য চির অনুশোচনা করিব ? ॥ ২১৫ ॥

হে কমল নয়নে ! হে শ্রীরাধে ! হে শ্রীরাধে ! তোমার ওই বারংবার নিবারণ করা বৃথা, যেহেতু ঐ ধূর্ত্ত কেবল কথার দ্বারা তোমার অনুগমনে বিরত হইবে না। অতএব এরূপ কিছু কর, যাহাতে মৃদুলচিত্ত চক্ষুর সাহায্যে তোমার সেই কুচতটপ্রান্তে অনুপতিত হইয়া চূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যাউক ॥ ২১৬ ॥

যাহাতে প্রেমমূর্ত্তি শ্রীরাধার মহিম-সুধা কি তদীয় ভাব বর্ত্তমান নাই, সেরূপ সুশাস্ত্র সমূহ অথবা সেই

শাস্ত্র বিহিত সাধুজন-গৃহীত বর্ত্ম সমূহেই বা প্রয়োজন কি ? অহো ! যেখানে আমার রাধা নাই, সেই পরমা বৈকুণ্ঠ-শ্রীতেই বা প্রয়োজন কি ? কিন্তু কোটি জন্মান্তরেও শ্রীবৃন্দাবন ভূমির প্রতি আমার মধুরা আশা হউক ॥ ২১৭ ॥

যিনি অনুপম রসপূর্ণ বর্ণের সহিত বারংবার 'শ্যাম শ্যাম' জপ করিতেছে, থাকিয়া থাকিয়া মধুরাদপি-মধুর-স্বর উচ্চারণ করিতেছেন, যিনি নয়নগলিতমুক্তা স্থূলঅশ্রুবিন্দুসমূহ বহন করিতেছেন, যিনি আনন্দে পুলকিতা এবং প্রতিপদেই চমৎকারবতী, সেই শ্রীরাধা আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ২১৮ ॥

হে প্রণয়িনি ! হে শ্রীরাধে। তোমাকে রুষ্টা জানিয়া সেই মোহনমূর্ত্তি ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমার পদদ্বয়ে পতিত হইয়া এবং দন্তাগ্রে তৃণধারণ করিয়া কাকুতি মিনতি করিতে করিতে পশ্চাৎগমন করিতে থাকিবেন; উদ্দেশ্য যাহাতে তোমার সম্মিলন ঘটাইতে উদ্যম করি। কিন্তু আমি তাহাতে দুঃখিত হইয়া আমার উদ্বেগ তোমাকে নিবেদন করিব কি ? ॥ ২১৯ ॥

অহো সেই বিদগ্ধযুগল এই বৃন্দাবনভূমির কোথাও লীলাগতিদ্বারা গমনশীলহংসমিথুনের অনুসরণ করিয়া, কোথাও ময়ূরীর অগ্রে ময়ূরের নটনভঙ্গীর অনুকৃতি করিয়া এবং কোথাও লতাশ্লিষ্ট তরুবরের অনুকরণ করিয়া ক্রীড়া করিতেছেন ॥ ২২০ ॥

বিকসিত নীলকমল ও স্বর্ণকমলের কান্তিহারী শ্রীযমুনার সুরভি শীতল পবনসেবী সান্দ্রানন্দ, নব নব রসবিশিষ্ট, উল্লসিত কেলিবৃন্দযুক্ত মধুরাদপি মধুর প্রেমকন্দ জ্যোতির্দ্বন্দ্ব শোভা পাইতেছেন ॥ ২২১ ॥

কখন মধুরাস্বরা সারিকাগণকে স্বকীয় রসময়ী গাথা শিখাইতেছেন, কোথাও করতালি দিয়া ময়ূরকে নাচাইতেছেন, কোথাও কনকলতাবৃত তমালের লীলারত্নের ন্যায় সেই অদ্ভুত বিদগ্ধযুগল শ্রীবৃন্দাবনে শোভা পাইতেছেন ॥ ২২২ ॥

হে শ্রীরাধে ! আমি তোমার কপোলফলকে মনোহর পত্রাবলী রচনা করিয়া, নয়ন কমলে কজ্জল, বিম্বফলাধরে তাম্বুলরাগ, স্তনযুগলে কুঙ্কুমানুলেপন করিয়া এবং হে নবসঙ্গমার্থ তরলে ! অতিশয় প্রীতিভরে তোমার পদাঙ্গুলি-পংক্তিতে অলক্তকরস রঞ্জিত করিয়া কবে পূর্ণ মনোরথা হইব ? ॥ ২২৩ ॥

"ওহে গোপেন্দ্রকুমার ! তুমি একমাত্র শ্রীগোবর্দ্ধনশৈল অতি যত্নপূর্ব্বক হস্তে ধারণ করিয়াছিলে। কিন্তু শ্রীরাধার বক্ষে কনককুশৈলযুগল দর্শন করিয়া শঙ্কিত হইতেছ। অতএব পরিহাসচ্ছলে বৃথা গর্ব্ব করিও না।"—হে বৃষভানু-নন্দিনি। আমি এবম্প্রকারে কবে তোমার প্রিয়তমের প্রতি নিবেদন করিব ? ॥ ২২৪ ॥

অহো। মঞ্জুল-নিকুঞ্জ গৃহাঙ্গণে ! বিদগ্ধনাগরী নবকিশোরের কন্দর্পজয়মঙ্গলধ্বনিত কিঙ্কিণী-শব্দ, স্তনাদির বরতাড়ন ও নখর-দন্তাঘাতযুক্ত রতিরণোৎসব প্রকাশ পাইতেছে ॥ ২২৫ ॥

সেই অনির্ব্বচনীয়া বালাগণের শিরোমণি যুবকযুবতীর ঈষৎ লজ্জারূপ নটকলা দর্শনপূর্ব্বক নয়নদ্বয়কে সর্ব্বতোভাবে দীক্ষিত করাইয়া চকিতে সঞ্চিত মহারত্নরূপ স্তনযুগল ও বক্ষদেশকে আবৃত করিয়া এবং বিশ্ববিমোহনের মহাসারূপ্য সঞ্চয় করিয়া বৃষভানুভবনে সখীগণের মধ্যে ক্রীড়া করিতেছেন ॥ ২২৬ ॥

অহো ! ইঁহার বক্ষস্থলে এই গোলাকার জ্যোতিঃপুঞ্জদ্বয়ই আমার হৃদয়কে উন্মত্ত করিতেছে, এক্ষণে ইঁহার অগ্রে এতদপেক্ষাও অধিক কি ফল ফলে দেখা যা'ক। অহে ঐ যে সৎকটাক্ষপ্রবাহরূপ তীক্ষ্ণ শরসমূহ ভ্রূধনুর সহিত সংযোগ না ঘটা সত্ত্বেও প্রাণ সকলকে বিনাশ করিতেছে। অতঃপর বারংবার সংযোগ ঘটিলে কি হইবে জানি না ॥ ২২৭ ॥ (শ্রীকৃষ্ণ-উক্তি)

ওহে শ্রীদাম-সুবল-বৃষভ-স্তোককৃষ্ণ-অর্জ্জুনাদি সখাগণ ! তোমরা কি দেখিয়াছ ? আমার চকিতাদৃষ্টি কুঞ্জে প্রবেশলাভ না করিলেও আমি কি দেখিয়াছি, বলি শুন ;—নিখিলভুবনপ্লাবি-লাবণ্যময়ী এক দেবী দূর হইতেই প্রিয়সখার অখিলবস্তু অপহরণ করিতেছেন ॥ ২২৮ ॥

গো-সকল দূরে চলিয়া গিয়াছে, দিবাও অবসান প্রায়; আমরা গোসকলকে ফিরাইতে অক্ষমবিধায় ক্লান্ত হইলাম! তোমার বর্ষ্মনয়না জননী অকস্মাৎ তোমার এই ভূমিতে আসিয়া বাক্য বিরহিতে সজল নয়নে ও দীনবদনে লুঠাইতেছেন, আমারাও নিশ্চয় আর প্রাণধারণের ইচ্ছা করি না ।। ২২৯ ।।

হে শ্রীরাধে! তুমি নাসাগ্রে সুরুচির স্বর্ণোজ্জ্বল নবমৌক্তিকধারিণী এবং নানা ভঙ্গিবিশিষ্ট অনঙ্গরঙ্গের-লীলা-তরঙ্গাবলিবিলাসিনী, তুমি রত্নচ্ছটামঞ্জরীসমন্বিত উর্দ্ধভাগ চিত্রযুক্ত কঞ্চুক আচ্ছাদিত পয়োধরযুগলের শোভা দ্বারা ব্রজমণি শ্রীকৃষ্ণকে সম্যক্‌প্রকারে প্রলুব্ধ কর ।। ২৩০ ।।

অদর্শনে কৃত নিশ্চয়া হইয়াও বহুক্ষণ ধরিয়া নয়নকোণে দর্শন করিতেছেন, মৌনে দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়াও অহো! "তাঁহার নিকট যাও" এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন, এবং স্পর্শ করিব না এইরূপ দৃঢ়সংকল্প করিয়াও (শ্রীকৃষ্ণের) হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া কুঞ্জের বাহির করিয়া দিতেছেন, আমি হাসিতে হাসিতে শ্রীরাধার এইরূপ মানের অপলাপ কবে দর্শন করিব ।। ২৩১ ।।

যিনি অগাধরসপূর্ণ শ্রীরাধা-হৃদয়সরোবরে হংসস্বরূপ, যাঁহার করতলে, শ্রবণে, পদে পদে অমৃতগুণহস্তে সঙ্গকারী বংশী শোভমান, যাঁহার মস্তকে চঞ্চল ময়ূর-পুচ্ছের মুকুট, যাঁহার প্রমদারচিত কর্ণভূষণ এবং যাঁহার কণ্ঠে গুঞ্জামালা শোভিত সেই রসিকমৌলি নিশ্চয় আমার সহিত মিলিত হউন।। ২৩২ ।।

সেই মহালম্পটমণি ব্রজপুরে অকস্মাৎ কাহার নববসন আকর্ষণ করিতেছেন, কাহারওবা মুরলীদ্বারা কবরী স্পর্শ করিতেছেন, আবার কাহারওবা হস্তধারণ করিতেছেন, পরন্তু নিত্য রাধাপদকমলমূলে লুটাইতেছেন, এবম্প্রকারে ব্রজের পথে পথে ভ্রমণ করিতেছেন ।। ২৩৩ ।।

একের রতি অপহরণ করিতে করিতে পুনঃ চকিতের ন্যায় অন্যের স্তনান্তরে হস্তারোপ করিয়া, অন্য এক সুলোচনার কবরীস্থিত মল্লিকা-মালা বেণু দ্বারা আকর্ষণ করিতেছেন। কাহারওবা পুলকিত ভুজবল্লী ধারণ করিয়া অন্যের সহিত কুঞ্জান্তরে প্রবেশের সঙ্কেত করিতেছেন; সুতরাং শ্রীরাধার পদদ্বয়ে লুণ্ঠান নিরর্থকমাত্র; আমি ওই মহা-লম্পটকে জানি।। ২৩৪ ।।

অহো! হরি (শ্রীকৃষ্ণ) প্রিয়াস্কন্ধে উদ্দামপুলকযুক্ত ভুজদণ্ড আরোপনপূর্ব্বক মদকলকরীন্দ্রের ন্যায় অদ্ভুত গতিতে শ্রীবৃন্দাবনে কোথাও ভ্রমণ করিয়া এবং কোথাও কোন মধুপগুঞ্জিত রহঃকুঞ্জে নিজ অত্যাদ্ভুত কন্দর্প-কেলি শিক্ষা প্রকটিত করিয়া ক্রীড়া করিতেছেন। ২৩৫ ।।

সৃষ্ট্যাদি বার্ত্তা দূরে থাকুক নারদাদি স্বভক্তগণেরও কিছুমাত্র তত্ত্ব লয়েন না, শ্রীদামাদি সুহৃদবর্গের সহিতও মিলিত হন না, এমন কি, পিতামাতার স্নেহবৃদ্ধিও চান না, কিন্তু মধুপতি শ্রীকৃষ্ণ মধুর রসসুধা-সিন্ধুসার দ্বারা আগাধা (গাম্ভীরা) প্রেমৈকসীমা শ্রীরাধাকেই জানিয়া সর্ব্বদা কুঞ্জপথেই অবস্থান করিতেছেন। ২৩৬ ।।

'শ্রীবৃন্দাবনে অনির্ব্বচনীয় সুস্বাদু রসতুন্দিল ইন্দীবরবৃন্দ সুন্দর রাধাবক্ষোজভূষণ-জ্যোতি আনন্দপ্রাপ্ত হইতেছেন ।। ২৩৭ ।।

অনির্ব্বচনীয়া পরমোজ্জ্বলকান্তি নবসঙ্গমশোভা চন্দ্রিকোদ্ভাসিনী অদ্ভুতবর্ণকঞ্চিত রুচি, নিত্যাধিকাঙ্গচ্ছবি, লজ্জানম্রতনু, গর্ব্বমধুরা, কেলিবিলাসিনী ও সুন্দর মুক্তামালার শোভাশালিনী শ্রীরাধা নিজ আত্ম-সমর্পণে অচ্যুতকে সন্তুষ্ট করিতেছেন ।। ২৩৮ ।।

এই শ্রীবৃন্দাবনে মনোহর বেতস-কুঞ্জে নারদ-অজ-ঈশ ও শুকদেবেরও অনধিগম্য, কৃষ্ণ-মনোহরণে একমাত্র বিজ্ঞ কিছু পরমরহস্য বিদ্যমান আছে ।। ২৩৯ ।।

যাহা লক্ষ্মীরও গোচরীভূত নয়, কৃষ্ণসখাগণও যাহা প্রাপ্ত হন না, বিরিঞ্চি-নারদ-শিব ও স্বায়ম্ভূতাদি দ্বারাও যাহা

সম্ভব নহে, কিন্তু যাহা শ্রীবৃন্দাবন-নাগরী গোপাঙ্গনার ভাবলভ্য সেই শ্রীরাধামাধবের রহঃ-দাস্যাধিকারোৎসব আমার হউক ॥ ২৪০ ॥

হে শ্রীরাধে। হে রসদে! তোমারই সেই উচ্ছিষ্টামৃতভুক্ আমি তোমারই চরিত গাথা শ্রবণ করিতে করিতে তোমারই শ্রীচরণকমল রজঃস্মরণ করিতে করিতে তোমারই কুঞ্জালয়ে বিচরণ করিতে করিতে, তোমারই দিব্য গুণাবলী গাহিতে গাহিতে এবং তোমারই শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতে করিতে শুদ্ধ কায়মনোবাক্যে তোমারই আশ্রিত আছি ॥২৪১॥

যাঁহার ক্রীড়াশীল মীনের ন্যায় নয়নযুগল, যাহার অধরে মণিবিক্রম স্ফুরিক এবং নিতম্বরূপ দ্বীপের অন্তরালে কন্দর্প—করিশিশুর কুম্ভদ্বয়ের শোভার ন্যায় যাঁহার বক্ষোজদ্বয়ের শোভা, যাঁহার গম্ভীর আবর্ত্তযুক্ত নাভি এবং যিনি বিপুল কৃষ্ণপ্রেমামৃতের সিন্ধু-স্বরূপা, সেই শ্রীরাধার চরণকমল পরিচর্য্যায় আমি কেবল যোগ্যতাই চাই ॥ ২৪২ ॥

শ্রীবৃন্দাবনের নিভৃতকুঞ্জে প্রেমার্ত্তিভারোদ্গমবিবশা অধীশ্বরী শ্রীরাধা পুষ্পমালা গ্রন্থনের শিক্ষা দিয়া, মৃদু মৃদু চন্দন ঘর্ষণের আদেশ করিয়া, অদ্ভুত লড্ডুকাদি রচনার বিধান করিয়া এবং কুঞ্জপ্রান্তপর্য্যন্ত সম্মার্জ্জন করিতে বলিয়া, প্রাণকান্ত শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে এইরূপ পরিচারণ দ্বারা কবে আমা-কর্ত্তৃক দাস্যা হইবেন? ॥ ২৪৩ ॥

প্রেমাম্ভোধি শ্রীকৃষ্ণের রসোল্লাসকারী-তারুণ্যারম্ভে যাঁহার গাম্ভীর দৃষ্টিভঙ্গি এবং যিনি সভঙ্গি-মৃদুহাস্যামৃত-রূপ নবজ্যোৎস্না-প্রফুল্ল-শ্রীমুখী সেই কন্দর্প-লীলানিধি শ্রীরাধা, শোভাশালী শ্রীবৃন্দাবনের সুখময় কুঞ্জে প্রিয়তমের অঙ্কে রতি-কৌতুক করিতেছেন ॥ ২৪৪ ॥

অপ্রাকৃত প্রেমবিলাস-বৈভব নিধি, কৈশোর-শোভানিধি, বৈদগ্ধীগণের মধুর অঙ্গচাতুর্য্যনিধি, লাবণ্য বৈভবনিধি, মহারসনিধি, কন্দর্পলীলানিধি, সৌন্দর্য্যৈক সুধানিধিঃ এবং শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বস্বভূতোনিধি শ্রীরাধা জয়যুক্ত হইতেছেন ॥ ২৪৫ ॥

স্বকীয় প্রতিবিম্ব অবলোকন পূর্ব্বক বিমোহিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—"তোমার এই কুচদ্বয়ে নীলেন্দীবরবৃন্দের কান্তিলহরী চৌরকিশোরদ্বয় শোভা পাইতেছে। তাহাদের এবম্বিধরূপে অনির্ব্বচনীয় সম্মোহন? অতএব আমাকে নিজসখী অঙ্গীকার কর; তাহা হইলে এই দ্বিতরুণী আমাদের উভয়কেই দৃঢ় আলিঙ্গন করিবে।" এইরূপ হরিতে মোহ উদয় দর্শনে শ্রীরাধার মৃদুহাস্য আমাদিগকে রক্ষা করুন। ॥ ২৪৬ ॥

হে শ্রীরাধিকে! মহোৎসবে সম্মিলিত হইয়াও প্রিয়তমের হৃদয়স্থিত কৌস্তুভমণিতে মধুরাকার নিজ প্রতিবিম্ব অবলোকনপূর্ব্বক উৎপন্ন রোষে ও ক্ষোভে প্রিয়তমের হস্তউৎক্ষিপ্ত করিয়া এবং "থাক হে বিনয়" বলিয়া বাহিরে গিয়া সখিগণকে অশ্রুপূর্ণনয়নে নিবেদন করিবে; আমি কি তাহা শ্রবণ করিব? ॥ ২৪৭ ॥

হে শ্রীরাধিকে! মহামণি-মালাশোভিত কুসুমকলাপ-ব্যাপ্ত মহামরকতপ্রভা-গ্রথিত শ্যামল এবং মহারস-মহীপতির বিচিত্র সিদ্ধাসনের ন্যায় তোমার কবরীভার আমি কবে অবলোকন করিব ॥ ২৪৮ ॥

হে শ্রীরাধে! মধ্যে মধ্যে কুসুমখচিত রত্নমালা-নিবদ্ধ, ঘনপরিমলযুক্ত লম্বমান মালতীমাল্য দ্বারা বিভূষিত, পশ্চাতে মহামণিমাণিক্যগুচ্ছ শোভিত এবং হরিকরধৃত তোমার ধম্মিল্ল কবে আমি দর্শন করিব ॥ ২৪৯ ॥

অহো! তোমার সীমন্তে ললিত মণিমুক্তাদিলসিত রসাবেশবিত্ত, কন্দর্পের মধুর বৃত্তাখিল মহাদ্ভুত নবকনক-পট্ট বিচিত্র ভঙ্গীবিস্তার দ্বারা চিত্তে পরম বিস্ময় ও আনন্দ প্রদান করিয়া সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত শোভা পাইতেছে ॥ ২৫০ ॥

অহো! হে শ্রীরাধে! তোমার সীমন্তে নবরুচির সিন্দুর রচিতা এই সুরেখা,—কুটিলরুচিরশ্যাম, সুস্নিগ্ধ অনুরাগাশ্রিত রস-প্রবাহের ক্রিয়াবিশেষদ্বারা দ্বিধাভূত করিবার উপযুক্ত, ইহা আমাদিগকে বিজ্ঞাপিত করিবার নিমিত্তই যেন জয়যুক্ত হইতেছেন ॥ ২৫১ ॥

হে শ্রীরাধে! সেই মধুপতি শ্রীকৃষ্ণের নয়ন, তোমার বদনচন্দ্রের সুধাপানে চকোর-স্বরূপ, তোমার শ্রীচরণ-

কমলে মধুকর, জঘন-পুলিনে খঞ্জনবর, রসসরসী তোমাতে চঞ্চল মীন এবং সুধারণ্য তোমাতে হরিণ স্বরূপে উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ২৫২ ॥

মৃদুকরতলে সুস্নিগ্ধ প্রতিঅঙ্গ স্পর্শ করিয়া নিবিড় আনন্দামৃত-রসহ্রদে নিমজ্জিত মাধবের অঙ্কে শোভামানা, পঙ্কজ-নয়না, প্রেমমূর্ত্তি, গাঢ়ালিঙ্গনে উন্নমিত চিবুকা-চুম্বিতা শ্রীরাধা আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ২৫৩ ॥

শ্রীরাধার নবনিভৃত কেলিকুঞ্জকাননে নিরন্তর অবস্থানপূর্ব্বক মধুরাদপিমধুর শ্রীরাধাপ্রিয়বশ ও নিবিড় আনন্দ-স্বরূপা নবরসদ শ্রীরাধাপতিকথা সর্ব্বদা গাহিতে গাহিতে এবং শ্রীরাধাপদ-সুধা সর্ব্বদা ধ্যান করিতে করিতে আমি কবে বিবশ হৃদয় হইব ? ॥ ২৫৪ ॥

যিনি হে শ্যাম! হে শ্যাম! এই অমৃত রসস্রাবি বর্ণসমূহ জপ করিতেছেন, ক্ষণমাত্র প্রেমোৎকণ্ঠায় রোমাঞ্চের সহিত উচ্চৈস্বরে গান করিতেছেন, যিনি সর্ব্বত্র উচ্চাটন প্রাপ্ত হইয়াছেন, বহুদুঃখের সহিত দিবাবসান বাঞ্ছা করিতেছেন, এবং দিনকরের প্রতি বৃথা ক্রোধ প্রকাশ করিতেছেন, সেই শ্রীরাধা রক্ষা করুন ॥ ২৫৫ ॥

কখন প্রিয়তমের রতিকলাবৈভব গতি গান করিতেছেন, কখন প্রিয়সহ ভবিষ্যৎ কেলি-বিলাসের বিষয় ধ্যান করিতেছেন, কখন বা "পরিহিত ভূষণাদি মোচন কর, উহাতেই বা কি প্রয়োজন" এইরূপ অতিমধুর মুগ্ধ প্রলাপের সহিত দিনযাপন করিতেছেন, সেই শ্রীরাধা কবে আমাদিগকে আনন্দ প্রদান করিবেন ॥ ২৫৬ ॥

হে শ্রীগোবিন্দ! হে অধিস্বামিন্! তোমার কোটি প্রাণাদপি অধিক পরমপ্রেষ্ঠা লক্ষ্মী যাঁহার পাদপদ্মে পতিতা সেই ব্রজবরবধূদের চূড়ামণি শ্রীরাধা অদ্ভুত নবরসযুক্ত কৈঙ্কর্য্যের সহিত আমাকে অঙ্গীকার করুন, প্রতিমুহূর্ত্তে বারম্বার আমি ইহাই প্রার্থনা করি ॥ ২৫৭ ॥

অহো! এই যে আমি গলিত-সুবর্ণ-পীতচ্ছবিবসন ময়ূর পিচ্ছরচিত মুকুটধারী, নীলেন্দীবরকান্তি কিশোর শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক ধ্যান করিতেছি, ইহাতে সুখময়ী শ্রীরাধা অতিশয় প্রীতা হইয়া সুদূর-দৃষ্টি-গণের পদস্বরূপ নিজ কৈঙ্কর্য্যপদবী আমাকে প্রদান করুন ॥ ২৫৮ ॥

সেই শিখিপিঞ্ছমৌলি শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বদা ধ্যান করিতে করিতে, তাঁহার নাম সর্ব্বদা কীর্ত্তন করিতে করিতে, তাহার শ্রীচরণকমল নিত্য পরিচর্য্যা করিতে করিতে, তাঁহার মন্ত্ররাজ নিত্য জপ করিতে করিতে এবং আমার পরমাভীষ্ট শ্রীরাধাপদদাস্য হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক তদনুগ্রহে পরমোদ্ভুত অনুরাগোৎসব কবে হইবে ॥ ২৫৯ ॥

শ্রীরাধা রসিকেন্দ্রের-রূপগুণাদি-সমন্বিত গীতসমূহ শ্রবণ করাইতে করাইতে, সুন্দরগুঞ্জাহার ও বর্হমুকুটাদি পুরোভাগে সমর্পণ করিতে করিতে এবং শ্যামপ্রেরিত গুবাক-মাল্য নবগন্ধ-নখচ্ছটা রূপে প্রীতি সম্পাদন করিতে করিতে আমি কবে তাঁহাদের চরণকমলের নখচ্ছটারূপ রসহ্রদে মগ্ন হইব ? ॥ ২৬০ ॥

কোথায় নিগমপদবী হইতে দূরে বর্ত্তমান, অর্থাৎ বেদবিধির অগোচরা শ্রীরাধা, কোথায় তাঁহার স্তনকমল-যুগলের মধ্যে একান্তভাবে অবস্থানকারী শ্রীকৃষ্ণ, অহো! আর কোথায় আমি অতি অধম, গর্হিতকর্ম্মা তুচ্ছ জীব! তথাপি যখন তাঁহার নাম স্ফুরিত হইতেছে, তখন ইহা নিশ্চয়ই শ্রীবৃন্দাবনের মহিমা ॥ ২৬১ ॥

আমি এই বৃন্দাবনে সেই রসিক শিরোমণির সহ কেলিবিলাসবতী শ্রীরাধাকে ধ্যান করিতে করিতে তনুত্যাগ করিয়া সেই নবরস কলাকোমল প্রেমমূর্ত্তি শ্রীরাধার চরণকমলের সুগন্ধ মাধুর্য্যের অবধিস্বরূপ দাসী কিরূপে হইব ॥ ২৬২ ॥

হা যমুনে! তোমাতেই আমার নিধি শ্রীরাধা প্রিয়তমের সহিত ক্রীড়া করিতেন, ওহে! ও দিব্যাদ্ভুত-তরুলতাগণ! তোমরা তাঁহার করস্পর্শরূপ সৌভাগ্যের পাত্র; হে রাধার কেলিভবনস্থ শুকবৃন্দ! হে ময়ূর-সমূহ! হে মৃগযূথ! আমি তোমাদিগকে ভূয়োভূয়ঃ প্রণতিপূর্ব্বক তোমাদের কৃপা প্রার্থনা করিতেছি ॥ ২৬৩ ॥

অহো! যিনি জলক্রীড়াবেশে গলিত অনুপম প্রেমরসদ শ্রীরাধার কুচকলসলগ্ন-কুঙ্কুম পঙ্ক বহন করিতেছেন, সেই প্রফুল্ল নবেন্দীবররুচি যমুনা আমার মন্দীভূত হৃদয়কে সর্ব্বদা সন্দীপিত করুন ॥ ২৬৪ ॥

অদ্ভুত মহিমাবিশিষ্ট মধুর বৃন্দাবনে সম্মিলিত ক্রূর পাপী, এমন কি, যাহারা সাধুগণের সম্ভাষণে ও দর্শনেরও অযোগ্য, তাহারা সকলেই যোগীন্দ্রগণের সুদূর্ল্ভ নিবিড়রসদ ও আনন্দৈকসত্তাপ্রদরূপে মূর্ত্তিমান। বস্তুতঃ তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিয়াই আমার পরমশ্রেষ্ঠ আরাধ্যবুদ্ধি স্ফুরিত হইতেছে ॥ ২৬৫ ॥

যাহা শ্রীরাধার পদ-কিঙ্করীকৃতহৃদয়-গণের সম্যগ্ গোচরীভূত, যাহা তাঁহার কৃপাস্পর্শ বিনা হৃদয়ে কদাপি ধ্যেয় নহে, যাহা পাদৈকভজনকারীগণেরও প্রেমামৃতসিন্ধুসার রসদ, সেই বৃন্দাবনের দুষ্প্রবেশ মহিমাশ্চর্য্য হৃদয়ে স্ফুরিত হউক ॥ ২২৬ ॥

আমি কবে প্রেমবিবশাকৃতি হইয়া রাধাকেলিকলাসাক্ষী প্রকট উজ্জ্বলাদ্ভুত রসযুক্ত পবিত্র শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিব? এবং তেজোরূপ নিকুঞ্জ কলিত-নেত্রাদিপিণ্ডস্থিত তাদৃশ স্বীয় উপযোগী দিব্যকোমলবপু কবে অবলোকন করিব? ॥ ২৬৭ ॥

নরকে অথবা স্বর্গে কর্ম্মবশতঃ যে যে স্থানেই আমার জন্ম হউক না কেন, সেই সেই স্থানেই শ্রীরাধার কেলিকুঞ্জ-মণ্ডলী যেন আমার হৃদয়ে বিরাজ করে ॥ ২৬৮ ॥

কোথায় আমি মূঢ়মতি, আর কোথায় পরমানন্দের সাররসরূপ শ্রীনাম? তথাপি শ্রীরাধার চরণানুভব কথন-দ্বারা নিস্যন্দমান আমার বাক্যসমূহ প্রায়শঃ কোমল কুঞ্জ পুঞ্জবিলসিত শ্রীবৃন্দাবনে সংলগ্ন এবং ক্রীড়মান শ্রীরাধার-পদনখজ্যোতির ছটায় উদ্ভাসিত হইতেছে ॥ ২৬৯ ॥

বেদসমূহ, নারদাদি বুধগণ ও ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুও যাঁহার সদ্বৈভবের অন্বেষণ করিয়া থাকেন, তাদৃশ সদ্বৈভ-ববিশিষ্টে! হে শ্রীরাধে! ত্বদীয় স্বস্তোত্রে আমার সহজ-যোগ্যতার অহঙ্কার থাকিলেও, উহা আপনারই কৃপাবশতঃ হইয়াছে। অতএব হে স্নেহজলাকুলাক্ষি! আমি পদ্যরচনাদ্বারা সর্ব্বদা অপরাধী হইয়া ও সাধুমার্গ বিরোধী হইয়াও তোমাতেই একমাত্র আশান্বিত, সুতরাং তুমি আমার প্রতি অনির্ব্বচনীয় কৃপা-প্রীতি প্রদর্শন কর ॥ ২৭০ ॥

হে বুধগণ! যদি অদ্ভুত আনন্দোপভোগে লোভ হয়, তাহা হইলে এই শ্রীরাধারস-সুধানিধি-নামক স্তব কর্ণ-কলসে গ্রহণ করিয়া পান করিতে থাকুন ॥ ২৭১ ॥

যিনি শ্রীরাধারস-সুধানিধির দ্বারা মায়াবাদার্কতাপসন্তপ্ত হৃদয়াকাশকে উত্তমরূপে শীতল করিয়াছেন সেই শ্রীগৌরপয়োধি জয়যুক্ত হইতেছেন ॥ ২৭২ ॥ সমাপ্ত

সপ্তম দ্যুতি

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর প্রয়োজনতত্ত্ব বিচার

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২৩ অধ্যায়ে শ্রীসনাতন শিক্ষায় বর্ণিত প্রয়োজন বর্ণন :—এবে শুন ভক্তিফল 'প্রেম' প্রয়োজন। যাহার শ্রবণে হয় ভক্তিরস-জ্ঞান ॥ কৃষ্ণে রতি গাঢ় হৈলে 'প্রেম' অভিধান। কৃষ্ণভক্তি-রসের সেই 'স্থায়ীভাব' নাম। এই দুই,—ভাবের 'স্বরূপ,' 'তটস্থ' লক্ষণ। প্রেমের লক্ষণ এবে শুন, সনাতন ॥ কোন ভাগ্যে কোন জীবের 'শ্রদ্ধা' যদি হয়। তবে সেই জীব 'সাধুসঙ্গ' করয় ॥ সাধুসঙ্গ হৈতে হয় 'শ্রবণ-কীর্ত্তন'। সাধনভক্ত্যে হয় 'সর্ব্বানর্থনিবর্ত্তন'। অনর্থনিবৃত্তি হৈলে ভক্তি 'নিষ্ঠা হয়। নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয় ॥ রুচি ভক্তি হৈতে হয় 'আসক্তি' প্রচুর। আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর ॥ সেই 'রতি' গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম'-নাম। সেই প্রেমা—'প্রয়োজন' সর্ব্বানন্দ-ধাম ॥ যাঁহার হৃদয়ে এই ভাবাঙ্কুর হয়। তাঁহাতে এতেক চিহ্ন সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥ এই

নব প্রীত্যঙ্কুর যাঁর চিত্তে হয়। প্রাকৃত-ক্ষোভে তাঁর ক্ষোভ নাহি হয়॥ কৃষ্ণ-সম্বন্ধ বিনা কাল ব্যর্থ নাহি যায়?
ভুক্তি, সিদ্ধি, ইন্দ্রিয়ার্থ তাঁরে নাহি ভায়॥ 'সর্ব্বোত্তম' আপনাকে 'হীন' করি' মানে। 'কৃষ্ণ কৃপা করিবেন'—
দৃঢ় করি' মানে॥ সমুৎকণ্ঠা হয় সদা লালসা-প্রধান। নাম-গানে সদা রুচি, লয় কৃষ্ণনাম॥ কৃষ্ণগুণাখ্যানে করে
সর্ব্বদা আসক্তি। কৃষ্ণলীলা-স্থানে করে সর্ব্বদা বসতি॥ কৃষ্ণে রতির চিহ্ন এই কৈলুঁ বিবরণ। কৃষ্ণপ্রেমের চিহ্ন এবে
শুন, সনাতন॥ যাঁর চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমা করয়ে উদয়। তাঁর বাক্য, ক্রিয়া, মুদ্রা, বিজ্ঞেহ না বুঝয়॥ প্রেমা ক্রমে বাড়ি'
হয় স্নেহ, মান, প্রণয়। রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়॥ বৈছে ইক্ষুরস-বীজ—গুড়, খণ্ড-সার। শর্করা, সিতা—
মিছরী শুদ্ধমিছরি আর॥ ইহঁা বৈছে ক্রমে ক্রমে বাড়ে নির্ম্মল স্বাদ। রতি-প্রেমাদির তৈছে বাড়য়ে আস্বাদ॥
অধিকারী-ভেদে রতি—পঞ্চ প্রকার। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর আর॥ এই পঞ্চ স্থায়ীভাবে হয় পঞ্চ 'রস'।
যে-রসে ভক্ত 'সুখী', কৃষ্ণ হয় 'বশ'॥ প্রেমাদি স্থায়ীভাব সামগ্রী-মিলনে। কৃষ্ণভক্তিরসরূপে পায় পরিণামে॥
বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী। স্থায়ীভাব 'রস' হয় এই চারি মিলি॥ দধি যেন খণ্ড-মরিচ-কর্পূর-মিলনে।
'রসালাখ্য' রস হয় অপূর্ব্বাস্বাদনে॥ দ্বিবিধ 'বিভাব',—আলম্বন, উদ্দীপন। বংশীস্বরাদি—উদ্দীপন, কৃষ্ণাদি—আলম্বন॥
'অনুভাব'—স্মিত, নৃত্য, গীতাদি উদ্ভাস্বর। স্তম্ভাদি—'সাত্ত্বিক' অনুভাবের ভিতর॥ নির্ব্বেদ-হর্ষাদি—তেত্রিশ
'ব্যভিচারী'। সব মিলি, 'রস' হয় চমৎকারকারী॥ পঞ্চবিধ রস—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য। মধুর-রসে শৃঙ্গার-
ভাবের প্রাবল্য॥ শান্তরসে শান্তিরতি 'প্রেম' পর্য্যন্ত হয়। দাস্যরতি 'রাগ' পর্য্যন্ত ক্রমেতে বাড়য়॥ সখ্য-বাৎসল্য-
রতি পায় 'অনুরাগ'-সীমা। সুবলান্তের 'ভাব' পর্য্যন্ত প্রেমের মহিমা॥ শান্তাদি রসের 'যোগ', 'বিয়োগ'—দুই ভেদ।
সখ্য-বাৎসল্যে যোগাদির অনেক বিভেদ॥ 'রূঢ়', 'অধিরূঢ়' ভাব—কেবল 'মধুরে'। মহিষীগণের 'রূঢ়', 'অধিরূঢ়'
গোপিকা-নিকরে॥ অধিরূঢ়-মহাভাব—দুই ত' প্রকার। সম্ভোগে 'মাদন' বিরহে 'মোহন' নাম তার॥ মাদনে চুম্বনাদি
হয় অনন্ত বিভেদ। 'উদ্‌ঘূর্ণা', 'চিত্রজল্প'—মোহনে দুই ভেদ॥ চিত্রজল্পের দশ অঙ্গ—প্রজল্পাদি-নাম। 'ভ্রমর-গীতা'র
দশ শ্লোক তাহাতে প্রমাণ॥ উদ্‌ঘূর্ণা, বিরহ-চেষ্টা—দিব্যোন্মাদ-নাম। বিরহে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি, আপনাকে 'কৃষ্ণ' জ্ঞান॥
সম্ভোগ, বিপ্রলম্ভ-ভেদে দ্বিবিধ শৃঙ্গার। সম্ভোগের অনন্ত অঙ্গ, নাহি অন্ত তার॥ বিপ্রলম্ভ চতুর্ব্বিধ—পূর্ব্বরাগ, মান।
প্রবাসাখ্য, আর প্রেমবৈচিত্ত্য-আখ্যান॥ রাধিকাদ্যে 'পূর্ব্বরাগ' প্রসিদ্ধ 'প্রবাস', 'মানে'। 'প্রেমবৈচিত্ত্য' শ্রীদশমে
মহিষীগণে॥ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ—নায়ক-শিরোমণি। নায়িকার শিরোমণি—রাধা-ঠাকুরাণী॥ অনন্ত কৃষ্ণের গুণ,
চৌষট্টি-প্রধান। এক এক গুণ শুনি' জুড়ায় ভক্তকাণ॥ অনন্ত গুণ শ্রীরাধিকার, পঁচিশ—প্রধান। যেই গুণের 'বশ'
হয় কৃষ্ণ ভগবান্। নায়ক, নায়িকা, দুই রসের 'আলম্বন'। সেই দুই শ্রেষ্ঠ—রাধা, ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ এই মত দাস্যে
দাস, সখ্যে সখাগণ। বৈছে রস হয়, শুন তাহার লক্ষণ॥ এই রস আস্বাদ নাহি অভক্তের গণে। কৃষ্ণভক্তগণ করে রস
আস্বাদনে॥ সংক্ষেপে কহিলুঁ এই 'প্রয়োজন' বিবরণ। পঞ্চম-পুরুষার্থ—এই 'কৃষ্ণপ্রেম' মহাধন॥ এবং চৈঃ চঃ মধ্য
৮ম পরিচ্ছেদে রায় রামানন্দ সংবাদে—প্রভু কহে,—"পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।" রায় কহে,—'স্বধর্ম্মাচরণে
বিষ্ণুভক্তি হয়॥" প্রভু কহে,—"এহো বাহ্য, আগে কহ আর।" "রায় কহে, "কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ—সর্ব্বসাধ্যসার॥
"প্রভু কহে,—"এহো বাহ্য, আগে কহ আর" রায় কহে, "স্বধর্ম্ম-ত্যাগ,—এই সাধ্য সার॥ "প্রভু কহে,—"এহো
বাহ্য, আগে কহ আর।" রায় কহে, "জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি—সাধ্য-সার॥ প্রভু কহে,—"এহো বাহ্য, আগে কহ আর।"
রায় কহে "জ্ঞানশূন্যা ভক্তি—সাধ্যসার॥" প্রভু কহে,—"এহো হয়, আগে কহ আর।" রায় কহে, "প্রেমভক্তি—
সর্ব্বসাধ্যসার॥" প্রভুকহে,—"এহো হয়, আগে কহ আর।" রায় কহে, "দাস্য-প্রেম—সর্ব্বসাধ্যসার॥" প্রভু কহে,—
"এহো হয়, কিছু আগে আর রায় কহে, "সখ্য-প্রেম"—সর্ব্বসাধ্যসার॥ প্রভু কহে,- "এহো উত্তম, আগে কহ আর।"
রায় কহে,—"বাৎসল্য-প্রেম—সর্ব্বসাধ্যসার॥ প্রভু কহে,—"এহো উত্তম আগে কহ আর।" রায় কহে, "কান্তভাব—
প্রেমসাধ্যসার॥ কৃষ্ণ-প্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়। কৃষ্ণ-প্রাপ্তি-তারতম্য বহুত আছয়॥ কিন্তু যাঁর যেই রস, সেই

সর্ব্বোত্তম। তটস্থ হইয়া বিচারিলে, আছে তরতম ॥ পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-রসের গুণ—পরে পরে হয়। এক-দুই-গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাড়য় ॥ গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি-রসে। শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে ॥ আকাশাদির গুণ যেন পর-পর ভূতে। দুই-তিন-গণনে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥ পরিপূর্ণ-কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই 'প্রেমা' হৈতে। এই প্রেমার বশ—কৃষ্ণ, কহে ভাগবতে। কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ব্বকালে আছে। যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥ এই 'প্রেমে'র অনুরূপ না পারে ভজিতে। অতএব 'ঋণী' হয়, কহে ভাগবতে। যদ্যপি কৃষ্ণসৌন্দর্য্য—মাধুর্য্যের ধুর্য্য। ব্রজদেবীর সঙ্গে তাঁর বাড়য়ে মাধুর্য্য ॥ প্রভু কহে, এই—'সাধ্যাবধি' সুনিশ্চয়। কৃপা করি' কহ, যদি আগে কিছু হয় ॥ ইহার মধ্যে রাধার প্রেম—'সাধ্যশিরোমণি'। যাঁহার মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেতে বাখানি ॥ প্রভু কহে,—আগে কহ, শুনিতে পাই সুখে। অপূর্ব্বামৃত-নদী বহে তোমার মুখে।' চুরি করি' রাধারে নিল গোপীগণের ডরে। অন্যাপেক্ষা হৈলে প্রেমের গাঢ়তা না স্ফুরে ॥ রাধা লাগি' গোপীরে যদি সাক্ষাৎ করে ত্যাগ। তবে জানি,—রাধায় কৃষ্ণের গাঢ়-অনুরাগ ॥ রায় কহে,—তবে শুন প্রেমের মহিমা। ত্রিজগতে রাধা-প্রেমের নাহিক উপমা॥ গোপীগণের রাস-নৃত্য-মণ্ডলী ছাড়িয়া। রাধা চাহি' বনে ফিরে বিলাপ করিয়া ॥** শতকোটি গোপী-সঙ্গে রাস-বিলাস। তার মধ্যে এক-মূর্ত্ত্যে রহে রাধা-পাশ ॥** সাধারণ-প্রেমে দেখি সর্ব্বত্র 'সমতা'। রাধার কুটিল-প্রেম হইল 'বামতা'॥ ক্রোধ করি' রাস ছাড়ি' গেলা মান করি'। তাঁরে না দেখিয়া ব্যাকুল হৈল হরি॥ সম্যক্ বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছা রাসলীলা। রাসলীলা-বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা। তাঁহা বিনা রাসলীলা নাহি ভাঁর চিত্তে। মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে ॥ ইতস্ততঃ ভ্রমিয়া কাঁহা রাধা না পাঞা। বিষাদ করেন কামবাণে খিন্ন হঞা ॥ শতকোটি-গোপীতে নহে কাম-নির্ব্বাপণ। তাহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ ॥*** রায় কহে,—কৃষ্ণ হয় 'ধীর-ললিত'। নিরন্তর কামক্রীড়া—যাঁহার চরিত ॥ রাত্রি দিন কুঞ্জে ক্রীড়া করে রাধা-সঙ্গে। কৈশোর-বয়স সফল কৈল ক্রীড়া-রঙ্গে ॥ প্রভু কহে,—এহো হয়, আগে কহ আর। রায় কহে,—ইহা বই বুদ্ধি গতি নাহি আর ॥ যেবা 'প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত' এক হয়। তাহা শুনি' তোমার সুখ হয়, কি না হয় ॥ এত বলি', আপন-কৃত গীত এক গাহিল। প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তাঁর মুখ আচ্ছাদিল ॥ গীত :—পহিলেহি রাগ নয়নভঙ্গে ভেল। অনুদিন বাঢ়ল, অবধি না গেল ॥ না সো রমণ, না হাম রমণী। দুঁহু-মন মনোভব পেষল জানি' ॥ এ সখি, সে-সব প্রেম কাহিনী। কানুঠামে কহ বিছুরল জানি'। না খোঁজলুঁ দূতী, না খোঁজলুঁ আন্। দুঁহুকো মিলনে মধ্যে পাঁচবান্ ॥ অব্ সোহি-বিরাগ, তুঁহু ভেলি দূতী। সু-পুরুখ-প্রেমক ঐছন রীতি ॥ প্রভু কহে,—'সাধ্যবস্তুর অবধি' এই হয়। তোমার প্রসাদে ইহা জানিলুঁ নিশ্চয় ॥ 'সাধ্যবস্তু' 'সাধন' বিনা কেহ নাহি পায়। কৃপা করি' কহ, রায়, পাবার উপায় ॥ রায় কহে, "মোর মুখে বক্তা তুমি, তুমি হও শ্রোতা। অত্যন্ত রহস্য, শুন, সাধনের কথা ॥ রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর। দাস্য-বাৎসল্যাদি-ভাবে না হয় গোচর ॥ সবে এক সখীগণের ইহাঁ অধিকার ॥ সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার। সখী বিনা এই লীলা পুষ্ট নাহি হয়। সখী লীলা বিস্তারিয়া, সখী আস্বাদয়। সখী বিনা এই লীলায় অন্যের নাহি গতি। সখীভাবেযে তাঁরে করে অনুগতি॥ রাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়। সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায় ॥ সখীর স্বভাব এক আশ্চর্য্য-কথন। কৃষ্ণ-সহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন ॥ কৃষ্ণ সহ রাধিকার লীলা যে করায়। নিজ-সুখ হৈতে তাতে কোটি সুখ পায় ॥ রাধার স্বরূপ—কৃষ্ণপ্রেম-কল্পলতা। সখীগণ হয় তার পল্লব-পুষ্প-পাতা। কৃষ্ণলীলামৃত যদি লতাকে সিঞ্চয়। নিজ-সুখ হৈতে পল্লবাদ্যের কোটি-সুখ হয় ॥ যদ্যপি সখীর কৃষ্ণ-সঙ্গমে নাহি মন। তথাপি রাধিকা যত্নে করান সঙ্গম ॥ নানা-ছলে কৃষ্ণে প্রেরি' সঙ্গম করায়। আত্মসঙ্গ-সুখ হৈতে কোটি-সুখ পায়। অন্যোন্য বিশুদ্ধ প্রেমে করে রস পুষ্ট। তাঁ-সবার প্রেম দেখি' কৃষ্ণ হয় তুষ্ট। সহজ গোপীর প্রেম,—নহে প্রাকৃত কাম। কাম-ক্রীড়া-সাম্যে তার কহি 'কাম'-নাম ॥ নিজেন্দ্রিয়-সুখ-হেতু কামের তাৎপর্য্য। কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্য গোপীভাব-বর্য্য ॥

নিজেন্দ্রিয়সুখবাঞ্ছা নাহি গোপিকার। কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গম-বিহার। সেই গোপীভাবামৃতে যাঁর লোভ হয়। বেদধর্ম্ম ত্যজি' সে কৃষ্ণকে ভজয়॥ রাগানুগ-মার্গে তাঁরে ভজে যেই জন। সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ ব্রজজনের কোন ভাব লঞা যেই ভজে। ভাবযোগ্য দেহ পাঞা কৃষ্ণ পায় ব্রজে॥ তাহাতে দৃষ্টান্ত—উপনিষদ্ শ্রুতিগণ। রাগমার্গে ভজি' পাইল ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ (ভাঃ ১০।৮৭।২৩)। 'সমদৃশঃ'-শব্দে কহে 'সেই ভাবে অনুগতি'। 'সমাঃ'-শব্দে কহে শ্রুতির-গোপীদেহ-প্রাপ্তি।' 'অঙ্ঘ্রি পদ্মসুধা'য় কহে 'কৃষ্ণসঙ্গানন্দ'। বিধিমার্গে না পাইয়ে ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র॥ অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার। রাত্রি-দিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার॥ সিদ্ধদেহে চিন্তি' করে তাহাঁঞি সেবন। সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ॥ গোপী-আনুগত্য বিনা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে। ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে॥

প্রভু কহে,—"কোন্ বিদ্যা বিদ্যা-মধ্যে সার?" রায় কহে,—"কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর॥" 'কীর্ত্তিগণ-মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি?' 'কৃষ্ণ ভক্ত বলিয়া যাঁহার হয় খ্যাতি।' 'সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি?' 'রাধাকৃষ্ণে প্রেম যাঁর, সেই বড় ধনী।' 'দুঃখ-মধ্যে কোন দুঃখ হয় গুরুতর?' 'কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর।' 'মুক্ত-মধ্যে কোন্ জীব মুক্ত করি' মানি?' 'কৃষ্ণপ্রেম যাঁর সেই মুক্ত-শিরোমণি।' 'গান-মধ্যে কোন্ গান—জীবের নিজ ধর্ম্ম?' 'রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি'—যেই গীতের মর্ম্ম।' 'শ্রেয়ো-মধ্যে কোন্ শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার?' 'কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর।' 'কাঁহার স্মরণ জীব করিবে অনুক্ষণ?' 'কৃষ্ণ'-নাম-গুণ-লীলা—প্রধান স্মরণ।' 'ধ্যেয়-মধ্যে জীবের কর্ত্তব্য কোন্ ধ্যান'? 'রাধাকৃষ্ণপদাম্বুজ-ধ্যান প্রধান।' 'সর্ব্ব ত্যজি' জীবের কর্ত্তব্য কাঁহা বাস?' 'শ্রীবৃন্দাবনভূমি—যাঁহা নিত্য-লীলারাস।' 'শ্রবণমধ্যে জীবের কোন্ শ্রেষ্ঠ শ্রবণ?' 'রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা কর্ণ-রসায়ন।' 'উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান?' 'শ্রেষ্ঠ-উপাস্য—যুগল রাধাকৃষ্ণ নাম।' 'মুক্তি, ভুক্তি বাঞ্ছে যেই, কাঁহা দুঁহার গতি?' 'স্থাবরদেহ, দেবদেহ যৈছে অবস্থিতি।' অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিম্বফলে। রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র-মুকুলে॥ অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্ক জ্ঞান। কৃষ্ণ-প্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্॥

ব্রজ-মাধুর্য্য-লীলার শ্রেষ্ঠত্ব ও শ্রীরাধার ভাব-বৈচিত্র্য; বিপ্রলম্ভান্তে কুরুক্ষেত্র মিলন বর্ণনেঃ—
"সেই তুমি, সেই আমি, সেই নব সঙ্গম॥ তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন। বৃন্দাবনে উদয় করাও আপন-চরণ॥ ইহাঁ লোকারণ্য, হাতী, ঘোড়া, রথধ্বনি। তাহাঁ পুষ্পারণ্য, ভৃঙ্গ-পিক-নাদ শুনি॥ এই রাজ-বেশ, সঙ্গে সব ক্ষত্রিয়গণ। তাহাঁ গোপবেশ, সঙ্গে মুরলী-বাদন॥ ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই সুখ-আস্বাদন। সেই সুখসমুদ্রের ইহাঁ নাহি এক কণ॥ আমা লঞা পুনঃ লীলা করহ বৃন্দাবনে। তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয় ত' পূরণে॥** অন্যের হৃদয়—মন, মোর মন—বৃন্দাবন, 'মনে', 'বনে' এক করি' জানি! তাহাঁ তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়, তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি॥ প্রাণনাথ, শুন মোর নিবেদন। ব্রজ—আমার সদন, তাহাঁ তোমার সঙ্গম, না পাইলে না রহে জীবন॥ পূর্ব্বে উদ্ধব-দ্বারে, এবে সাক্ষাৎ আমারে, যোগ-জ্ঞানে কহিলা উপায়। তুমি—বিদগ্ধ, কৃপাময়, জানহ আমার হৃদয়, মোরে ঐছে কহিতে না যুয়ায়॥ চিত্ত কাড়ি, তোমা হৈতে, বিষয়ে চাহিলা লাইতে যত্ন করি, নারি কাড়িবারে। তারে ধ্যান শিক্ষা করাহ, লোক হাসাঞা মার, স্থানাস্থান না কর বিচারে॥' নহে গোপী যোগেশ্বর, পদকমল তোমার ধ্যান করি, পাইবে সন্তোষ' তোমার বাক্য। পরিপাটী, তার মধ্যে কুটিনাটী, শুনি' গোপীর আরো বাড়ে রোষ॥ দেহ-স্মৃতি নাহি যার, সংসারকূপ কাহাঁ তার, তাহা হৈতে না চাহে উদ্ধার। বিরহ সমুদ্র-জলে, কাম-তিমিঙ্গিল গিলে, গোপীগণে নেহ' তার পার॥ বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন, যমুনা-পুলিন, বন, সেই কুঞ্জে রাসাদিক লীলা। সেই ব্রজের জনগণ, মাতা, পিতা, বন্ধুগণ, বড় চিত্র, কেমনে পাসরিলা॥ বিদগ্ধ, মৃদু, সদ্গুণ-সুশীল, স্নিগ্ধ, করুণ, তুমি, তোমার নাহি দোষাভাস। তবে যে তোমার মন, নাহি স্মরে ব্রজজন, সে—আমার

দুর্দ্দৈব-বিলাস ॥ না দেখি' আপন-দুঃখ, দেখি' ব্রজেশ্বরী-মুখ, ব্রজজনের হৃদয় বিদরে। কিবা মার' ব্রজবাসী, কিবা জীয়াও ব্রজে আসি', কেন জীয়াও দুঃখ সহাইবারে? তোমার যে অন্য বেশ, অন্য সঙ্গ, অন্য দেশ, ব্রজজনে কভু নাহি ভায়। ব্রজভূমি ছাড়িতে নারে, তোমা না দেখিলে মরে, ব্রজজনের কি হবে উপায় ॥ তুমি—ব্রজের জীবন, ব্রজরাজের প্রাণধন, তুমি—সকল ব্রজের সম্পদ্। কৃপার্দ্র তোমার মন, আসি' জীয়াও ব্রজজন, ব্রজে উদয় করাও নিজ-পদ ॥ শুনিয়া রাধিকা-বাণী, ব্রজপ্রেম মনে জানি' ভাবে ব্যাকুলিত দেহ-মন। ব্রজলোকের প্রেম শুনি', আপনাকে 'ঋণী' মানি', করে কৃষ্ণ তাঁরে আশ্বাসন ॥ প্রাণপ্রিয়ে, শুন, মোর এই সত্য-বচন। তোমা-সবার স্মরণে, ঝুরোঁ মুঞি রাত্রিদিনে, মোর দুঃখ না জানে কোন জন ॥ ব্রজবাসী যত জন, মাতা, পিতা, সখাগণ, সবে হয় মোর প্রাণসম। তাঁর মধ্যে গোপীগণ—সাক্ষাৎ মোর জীবন, তুমি—মোর জীবনের জীবন ॥ তোমা-সবার প্রেমরসে, আমাকে করিল বশে, আমি তোমার অধীন কেবল। তোমা-সবা ছাড়াঞা, আমা দূর-দেশে লঞা, রাখিয়াছে দুর্দ্দৈব প্রবল ॥ প্রিয়া প্রিয়-সঙ্গহীনা, প্রিয় প্রিয়া সঙ্গ বিনা, নাহি জীয়ে,—এ সত্য প্রমাণ। মোর দশা শোনে যবে, তাঁর এই দশা হবে, এই ভয়ে দুঁহে রাখে প্রাণ ॥ সেই সতী—প্রেমবতী, প্রেমবান্ সেই পতি, বিয়োগে যে বাঞ্ছে প্রিয়-হিতে। না গণে আপন-দুঃখ, বাঞ্ছে প্রিয়জন-সুখ, সেই দুই মিলে অচিরাতে ॥ রাখিতে তোমার জীবন, সেবি আমি নারায়ণ, তাঁর শক্ত্যে আসি নিতি-নিতি। তোমা-সনে ক্রীড়া-করি', পুনঃ যাই যদুপুরী, তাহাঁ তুমি মানহ মোর স্ফূর্ত্তি ॥ মোর ভাগ্য মো-বিষয়ে, তোমার যে প্রেম হয়ে, সেই প্রেম—পরম প্রবল। লুকাঞা আমা আনে, সঙ্গ করায় তোমা-সনে, প্রকটেহ আনিবে সত্বর ॥ যাদবের বিপক্ষ, যত দুষ্ট কংসপক্ষ, তাহা আমি কৈলুঁ সব ক্ষয়। আছে দুই-চারি জন, তাহা মারি' বৃন্দাবন, আইলাম আমি, জানিহ নিশ্চয় ॥ সেই শত্রুগণ হৈতে, ব্রজজন রাখিতে, রহি রাজ্যে উদাসীন হঞা। যেবা স্ত্রী-পুত্র-ধনে, করি রাজ্য আবরণে, যদুগণের সন্তোষ লাগিয়া ॥ তোমার যে প্রেমগুণ, করে আমা আকর্ষণ, আনিবে আমা দিন দশ বিশে। পুনঃ আসি' বৃন্দাবনে ব্রজবন্ধু তোমা-সনে, বিলসিব রজনী-দিবসে ॥ এত তাঁরে কহি' কৃষ্ণ, ব্রজে যাইতে সতৃষ্ণ, এক শ্লোকে পড়ি' শুনাইল। সেই শ্লোক শুনি' রাধা, খণ্ডিল সকল বাধা, কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যে প্রতীতি হইল ॥ (ভাঃ ১০।৮২।৪৪)—ময়ি ভক্তির্হি ভূতানা মমৃতত্বায় কল্পিত। দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥ অর্থাৎ আমার প্রতি ভক্তিই জীবের পক্ষে অমৃত। হে গোপীগণ, আমার প্রতি তোমাদের যে স্নেহ, তাহাই একমাত্র তোমাদের পক্ষে মৎপ্রাপ্তির হেতু ॥

শ্রীগৌরপার্ষদপ্রবর শ্রীলজগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামি বিরচিত শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে:—

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, কর্ণামৃত, রায়ের গীতি, এসব অমূল্য শাস্ত্র জান। এসবে নাহিক কাম, এসব প্রেমের ধাম, অপ্রাকৃত তাহাতে বিধান ॥ স্ত্রী-পুরুষ-বিবরণ, যেকিছু তেঁহি বর্ণন, সে সব উপমামাত্র সার। প্রাকৃত-কাম-বর্ণন, তাহে কৃষ্ণ অদর্শন, অপ্রাকৃত করহ বিচার ॥ 'কি পুরুষ কিবা নারী, এ তত্ত্ব বুঝিতে নারি, জড়দেহে করে রসরঙ্গ। সে গুরু কৃষ্ণের ভাণে, শুদ্ধ রীতি নাহি জানে, তাহার ভজন মায়ারঙ্গ ॥ **কৃষ্ণ-প্রেম**:—কৃষ্ণপ্রেম সুনির্ম্মল, যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল, সেই প্রেম অমৃতের সিন্ধু। নির্ম্মল সে অনুরাগ, নাহি তাতে জড়দাগ, শুক্লবস্ত্রে শূন্যমসীবিন্দু ॥ শুদ্ধপ্রেম-সুখসিন্ধু, পাই তার এক বিন্দু, সেই বিন্দু জগৎ ডুবায়। জড়দেহে করি প্রীতি, কেবল কামের রীতি, শুদ্ধ দেহ না হয় উদয় ॥ দূরে শুদ্ধ প্রেমবন্ধ, কপট প্রেমেতে অন্ধ, সেই প্রেমে কৃষ্ণ নাহি পায়। তবে যে করে ক্রন্দন, স্বসৌভাগ্য প্রখ্যাপন, করে ইহা, জানিহ নিশ্চয় ॥ কৃষ্ণপ্রেম যাঁর হয়, তাঁর বিভাব চিন্ময়, অনুভাব দেহেতে প্রকাশ। সাত্ত্বিকাদি ব্যভিচারী, চিন্ময়-স্বরূপ ধরি, চিৎস্বরূপে করয়ে বিলাস ॥ ধন্য সেই লীলাশুক, কৃষ্ণ তারে হ'য়ে সম্মুখ, দিল ব্রজের অপ্রাকৃত রস। ছাড়িল এদেহ-রঙ্গ, প্রাকৃতালম্বন ভঙ্গ, তাহে কৃষ্ণ পরম সন্তোষ ॥ বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস, ছাড়ি পূর্ব্ব রসাভাস, অপ্রাকৃত রসলাভ কৈল। পূর্ব্বে ছিল তুচ্ছ রস, তাহা ছাড়ি প্রেমবশ, হঞা, কৃষ্ণভজন লভিল ॥ তুচ্ছ রসে মাতওয়ার, না পায় কৃষ্ণ-রসসার, নহে বংশীবদনালম্বন। জড় দেহে সাজে সাজ, মাথায় তার পড়ে

যায়, প্রাণকীটের করয়ে ধারণ। সেই তুচ্ছ রস ত্যজি, শ্রীনন্দনন্দন ভজি, দেখে কৃষ্ণ শ্রীবংশীবদন॥ নিজে গোপীদেহ পায়, ব্রজবনে বেগে যায়—পূর্ব্ব সঙ্গ করয় ত্যজন॥ **ব্রজগোপী ব্যতীত পীরিতি বুঝে না**—পীরিতি পীরিতি পীরিতি বলে পীরিতি বুঝিল কে? যে জন পীরিতি বুঝিতে পারে ব্রজগোপী হয় সে॥ পীরিতি বলিয়া তিনটী আঁখর বিদিত ভুবন মাঝে। যাহাতে পশিল, সেই সে মজিল, কি তার কলঙ্কলাজে॥ ব্রজ গোপী হঞা, চিদ্দেহ স্মরিয়া জড়ের সম্বন্ধ ছাড়ে। বিষয়ে আশ্রয়ে, শুদ্ধ আলম্বন, পারকীয় রস বাড়ে॥

সহজীয়ার প্রীতি ঃ—ব্রজ বিনা কোথাও নাহি পারকীয় ভাব। বৈকুণ্ঠ লক্ষ্মীতে তার সদা অসদ্ভাব॥ সংসারে যতেক, পুরুষ রমণী, আলম্বনদোষে সদা। রক্তমাংসদেহে, আরোপ করিতে, নারকী হয় সর্ব্বদা॥ অতএব তা'রা, সহজ সাধনে, কৃষ্ণকৃপা যবে পায়। জড়দেহগন্ধ, ছাড়িয়া সে সব, চিদানন্দ রসে ধায়।

রায় রামানন্দের প্রীতি ঃ—প্রকৃত সহজ শ্রীকৃষ্ণভজন, করে রামানন্দ রায়। সুবৈধ সাধনে, এ জড় দেহেতে, সুযুক্ত বৈরাগ্য ভায়॥ বিশুদ্ধ দেহেতে, ব্রজে কৃষ্ণ ভজে, মহাপ্রভু-কৃপা পাঞা। নাটকাভিনয়ে, দেবদাসীশিক্ষা, সঙ্গদোষশূন্য হঞা॥

প্রীতিশিক্ষার অধিকারী ঃ—রামানন্দ বিনা, তাহে অধিকার, কেহ নাহি পায় আর। পরস্ত্রী দর্শন, স্পর্শন, সেবন, বুদ্ধি হৃদে আছে যার॥ পীরিতি-শিক্ষায়, জানিবে নিশ্চয়, নাহি তার অধিকার॥

কভু এ সংসারে, স্ত্রী-পুং-ব্যবহারে, না হয় পীরিতি-ধন। চর্ম্মসুখ যত, অনিত্য নিয়ত, নহে নিত্য সংঘটন॥ গোপীভাব ধরি, চিদ্ধর্ম্ম আচরি, পীরিতি সাধিবে যেই। স্ত্রী-পুং-ব্যবহার, নাহিক তাহার, ভিতরে গোপিণী সেই॥ বাহিরে সজ্জন, ধর্ম্ম-আচরণ, আমরণ বৈধাচার॥ অন্তরেতে গোপী, চিত্তে কৃষ্ণ সেবে, কেবল পীরিতি তার॥ "যঃ কৌমার হর," ইত্যাদি কবিতা, কেবল উপমাস্থল। নায়ক নায়িকা, চিৎস্বরূপ হঞা, কৃষ্ণ ভজে সুনির্ম্মল॥ **জড়েতে এইভাব আরোপ, নরক,—কলির ছলনা**—কেহ যদি বলে ইহা আরোপ চিন্তায়। পর পুরুষেতে কৃষ্ণভজন উপায়॥ চৈতন্য আজ্ঞায় আমি একথা না মানি। জড়েতে এরূপ বুদ্ধি নরকবলি মানি॥ জড়দেহে চিদারোপ, সঙ্গ তুচ্ছ অতি। তাহে কৃষ্ণভাব আনা সমূহ দুর্ম্মতি॥ কলির ছলনা এই জানিহ নিশ্চয়। ইহাতে বৈষ্ণব ধর্ম্ম অধঃপথে যায়॥ সুকৃতি পুরুষমাত্র উপমা বুঝিয়া। স্বীয় অপ্রাকৃতদেহে কৃষ্ণ ভজে গিয়া॥ চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি আদি মহাজন। পূর্ব্ববুদ্ধি দূরে রাখি করিল ভজন॥ সে সবার শেষ বাক্য চিন্ময়ী পীরিতি। আছে তবু নাহি বুঝে দুষ্কৃতির রীতি॥

শ্রীরঘুনাথের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা ঃ—"গ্রাম্য কথা না শুনিবে, গ্রাম্য বার্ত্তা না কহিবে। ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে॥ অমানী, মানদ. কৃষ্ণ নাম সদা লবে। ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে॥ এই আজ্ঞা পাঞা রঘু বুঝিল তখন। **পীরিতি না হয় কভু জড়েতে সাধন**॥ মানসেতে সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন। সেই দেহে রাধানাথের করিবে সেবন॥ অমানী মানদ ভাবে অকিঞ্চন হঞা। বৃক্ষ হেন সহিষ্ণুতা আপনে করিয়া॥ বাহ্যদেহে কৃষ্ণনাম সর্ব্বকাল গায়। অন্তর্দ্দেহে থাকে রাধাকৃষ্ণের সেবায়॥ ভাল খাওয়া ভাল পরা পরিত্যাগ করি। প্রাণবৃত্তি দ্বারা জড়দেহযাত্রা ধরি॥

মর্কট বৈরাগী ঃ—এই জড়দেহে রাধাকৃষ্ণ বুদ্ধ্যারোপ। মর্কট বৈরাগী করে সর্ব্ব ধর্ম্ম লোপ॥ প্রভু বলিয়াছেন "মর্কট বৈরাগী সে জন। বৈরাগীর প্রায় থাকি করে প্রকৃতি সম্ভাষণ॥

বিশুদ্ধ বৈরাগী ঃ—বিশুদ্ধ বৈরাগী করে নাম সংকীর্ত্তন। মাগিয়া খাইয়া করে জীবন যাপন॥ বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাপেক্ষা। কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥ বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস। পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ॥ বৈরাগী করিবে সদা নাম সংকীর্ত্তন। শাকপত্রফলমূলে উদর ভরণ॥ জিহ্বার লালসে যেই সমাজে বেড়ায়। শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥

বিবর্ত্তবিলাসসেবা ঃ—প্রেমের বৈচিত্র্যগত, প্রেমের বিবর্ত্তন যত, মোর মনে নাচে নিরন্তর। কলহ গৌরের

সনে, করি আমি দিনে দিনে, 'কুন্দলে জগাই' নাম মোর ॥ গেলাম ব্রজ দেখিবারে, রহি সনাতনের ঘরে, কলহ করিনু তার সনে। রক্তবস্ত্র সন্ন্যাসীর শিরে বাঁধি আইলা ধীর, ভাতের হাঁড়ি মারিতে কৈনু মনে ॥ সনাতনের বিনয় দেখে, ছাড়ি তারে এক পাকে, লজ্জায় বসিনু এক ধারে। গৌর মোর যত জানে, আমায় পাঠায় বৃন্দাবনে, মজা দেখে থাকি নিজে দূরে ॥ ভাল তার হউক সুখ, মোর হউক চির দুঃখ, তার সুখে হবে মোর সুখ। আমি কাঁদি রাত্রিদিনে, গৌর-বিচ্ছেদ ভাবি মনে, গৌর হাসে দেখি কাঁদা মুখ ॥ সেই ত কপট ন্যাসী, তার লীলা ভালবাসি, মধুমাখা কথাগুলি তার। যে ভাব ব্রজেতে ভেবে, পুন সেই ভাব এবে, বুঝেও না বুঝি আর বার ॥ চন্দনাদি তৈল আনি, বাঁকা বাঁকা কথা শুনি, তৈল-ভাণ্ড ভাঙ্গিলাম বলে। মান করি নিজাসনে, শুঞা রৈনু অনশনে, সে মান ভাঙ্গিল নানা ছলে ॥ আমারে করায় পাক, অন্নব্যঞ্জন আবোনা শাক, বলে ক্রোধের পাক বড় মিষ্ট। বাড়ায় আমার রোষ, তাতে তাঁর সন্তোষ, তার প্রসন্নতা মোর ইষ্ট ॥ জিজ্ঞাসিল সনাতন, যাইতে কৈনু বৃন্দাবন, তাতে মোরে রাখে বোকা করি। বাল্য-বুদ্ধি দেখি তার, চিত্তে হয় চমৎকার, আমি তার পাদপদ্ম ধরি' ॥ বৃন্দাবনে যাইতে চাই, তাতে আজ্ঞা নাহি পাই, নানা ছল করে মোর সনে। যখন কোন্দল হয়, নবদ্বীপে যেতে কয়, সেই তার কৃপা জানি মনে ॥ মাতৃ-আজ্ঞা ছল করি, আছেন বৈকুণ্ঠপুরী, নিজধাম ছাড়িয়া এখন। তাতে পাঠায় নিজপুরে, যাহাকে সে কৃপা করে, যেন গোপের গোলোক-দর্শন ॥ এই ভাবে গৌর-সেবা, করি আমি রাত্র দিবা, গৌরগণের এই ত স্বভাব। গৌর-গদাধর-পদ, আমার ত সম্পদ, দামোদর জানে এই ভাব।

অষ্টম দ্যুতি

প্রয়োজনতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা।

লালসাময়ীঃ—১। 'গৌরাঙ্গ' বলিতে হ'বে পুলক শরীর। 'হরি হরি' বলিতে নয়নে ব'বে নীর ॥ আর কবে নিতাই চাঁদের করুণা হইবে। সংসারবাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে ॥ বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন। কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন ॥ রূপ-রঘুনাথ-পদে হইবে আকুতি। কবে হাম বুঝব সে যুগলপীরিতি ॥ রূপ-রঘুনাথ-পদে রহু মোর আশ। প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস ॥

সংপ্রার্থনাত্মিকাঃ—রাধাকৃষ্ণ! নিবেদন এই জন করে। দোঁহে অতি রসময়, সকরুণ-হৃদয়, অবধান কর নাথ মোরে ॥ হে কৃষ্ণ গোকুলচন্দ্র, গোপীজন-বল্লভ, হে কৃষ্ণপ্রেয়সী-শিরোমণি। হেমগৌরী শ্যাম-গায়, শ্রবণে পরশ পায়, গুণ শুনি জুড়ায় পরাণী ॥ অধম দুর্গতিজনে, কেবল করুণা মনে, ত্রিভুবনে এ যশঃ-খেয়াতি। শুনিয়া সাধুর মুখে, শরণ লইনু সুখে, উপেখিলে নাহি মোর গতি ॥ জয় রাধে, জয় কৃষ্ণ, জয় জয় রাধে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় জয় রাধে। অঞ্জলি মস্তকে করি' নরোত্তম ভূমে পড়ি' কহে দোঁহে পূরাও মনঃসাধে ॥

দৈন্য বোধিকাঃ—হরি হরি! কি মোর করমগতি মন্দ। ব্রজে রাধাকৃষ্ণপদ, না ভজিনু তিল-আধ, না বুঝিনু রাগের সম্বন্ধ ॥ স্বরূপ, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ, ভূগর্ভ, শ্রীজীব, লোকনাথ। ইহা সভার পাদপদ্ম, না সেবিনু তিল-আধ, আর কিসে পূরিবেক সাধ ॥ কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রসিক ভকত মাঝ, যেঁহো কৈল চৈতন্য-চরিত। গৌর-গোবিন্দ-লীলা, শুনিতে গলয়ে শিলা, তাহাতে না হৈল মোর চিত ॥ সে সব ভকত সঙ্গ, যে করিল তার সঙ্গ, তার সঙ্গে কেনে নহিল বাস। কি মোর দুখের কথা, জনম গোঙাইনু বৃথা, ধিক্ ধিক্ নরোত্তম-দাস ॥ হরি হরি! বিফলে জনম গোঙাইনু। মনুষ্যজনম পাইয়া, রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া, জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু ॥ গোলোকের প্রেমধন, হরিনামসঙ্কীর্ত্তন, রতি না জন্মিল কেনে তায়। সংসার-বিষানলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে, জুড়াইতে না কৈনু উপায় ॥ ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীসুত হৈল সেই, বলরাম হইল নিতাই। দীন হীন

যত ছিল, হরিনামে উদ্ধারিল, তার সাক্ষী জগাই মাধাই ॥ হা হা প্রভু নন্দসুত, বৃষভানুসুতাযুত, করুণা করহ এইবার। নরোত্তমদাস কয়, না ঠেলিহ রাঙ্গা পায়, তোমা বিনে কে আছে আমার ॥

প্রাণেশ্বর ! নিবেদন এই জন করে। গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র, পরম আনন্দ কন্দ। গোপীকুলপ্রিয় দেখ মোরে ॥ তুয়া পাদপদ্মসেবা, এই ধন মোরে দিবা, তুমি নাথ করুণার নিধি। পরম মঙ্গল যশ, শ্রবণে পরম রস, কার কিবা কার্য্য নহে সিদ্ধি ॥ দারুণ সংসারগতি, বিষম-বিষয়-মতি, তুয়া বিসরণ-শেল বুকে। জরজর তনু মন, অচেতন অনুক্ষণ, জীয়ন্তে মরণ ভেল দুঃখে। মো-হেন অধম জনে, কর কৃপা নিরীক্ষণে, দাস করি রাখ বৃন্দাবনে। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-নাম, প্রভু মোর গৌরধাম, নরোত্তম লইল শরণে ॥

হরি হরি ! কৃপা করি' রাখ নিজপদে। কাম ক্রোধ ছয় জনে, লঞা ফিরে নানা স্থানে, বিষয় ভুঞ্জায় নানামতে ॥ হইয়া মায়ার দাস, করি' নানা অভিলাষ, তোমার স্মরণ গেল দূরে। অর্থলাভ এই আশে, কপট-বৈষ্ণব-বেশে, ভ্রমিয়া বুলয়ে ঘরে ঘরে ॥ অনেক দুঃখের পরে, লয়েছিলে ব্রজপুরে, কৃপাডোর গলায় বান্ধিয়া। দৈবমায়া বলাৎকারে, খসাইয়া সেই ডোরে, ভব কূপে দিলেক ডারিয়া। পুনঃ যদি কৃপা করি' এ জনার কেশে ধরি, টানিয়া তুলহ ব্রজধামে। তবে সে দেখিয়ে ভাল, নতুবা পরাণ গেল, কহে দীন দাস নরোত্তমে ॥

হরি হরি ! বড় শেল মরমে রহিল। পাইয়া দুর্ল্লভ তনু, শ্রীকৃষ্ণভজন বিনু, জন্ম মোর বিফল হইল ॥ ব্রজেন্দ্রনন্দন হরি, নবদ্বীপে অবতরি, জগৎ ভরিয়া প্রেম দিল। মুঞি সে পামরমতি, বিশেষে কঠিন অতি, তেঁই মোরে করুণা নহিল ॥ স্বরূপ, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ, তাহাতে না হৈল মোর মতি। দিব্য চিন্তামণি ধাম, বৃন্দাবন হেন স্থান, সেই ধামে না কৈনু বসতি ॥ বিশেষ বিষয়ে মতি, নাহিল বৈষ্ণবে রতি, নিরন্তর খেদ উঠে মনে। নরোত্তম দাস কহে, জীবার উচিত নহে, শ্রীগুরুবৈষ্ণব-সেবা বিনে ॥

দৈন্য বোধিকা :—হরি হরি ! কি মোর করম অভাগ। বিফলে জীবন গেল, হৃদয়ে রহিল শেল, নাহি ভেল হরি-অনুরাগ। যজ্ঞ, দান, তীর্থস্নান, পুণ্যকর্ম্ম, জপ, ধ্যান, অকারণে সব গেল মোহে। বুঝিলাম মনে হেন, উপহাস হয় যেন, বস্ত্রহীন অলঙ্কার দেহে ॥ সাধুমুখে কথামৃত, শুনিয়া বিমল চিত, নাহি ভেল অপরাধ-কারণ। সতত অসৎ-সঙ্গ, সকলি হইল ভঙ্গ, কি করিব আইলে শমন ॥ শ্রুতি স্মৃতি সদা রবে', শুনিয়াছি এই সবে, হরিপদ অভয় শরণ। জনম লইয়া সুখে, কৃষ্ণ না বলিনু মুখে, না করিনু সে-রূপ ভাবন ॥ রাধাকৃষ্ণ দুঁহ-পায়, তনু মন রহু তায়, আর দূরে যাউক বাসনা। নরোত্তম দাসে কয়, আর মোর নাহি ভয়, তনু মন সঁপিনু আপনা ॥

স্বাভীষ্ট লালসা—হরি হরি ! হেন দিন হইবে আমার। দুঁহ অঙ্গ পরশিব, দুঁহ অঙ্গ নিরখিব, সেবন করিব দোঁহাকার ॥ ললিতা-বিশাখা-সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে, মালা গাঁথি' দিব নানা ফুলে। কনকসম্পুট করি' কর্পূর তাম্বুল পুরি' যোগাইব অধর যুগলে ॥ রাধাকৃষ্ণ, বৃন্দাবন, এই মোর প্রাণধন, এই মোর জীবন-উপায়। জয় পতিত-পাবন, দেহ মোরে এই ধন, তোমা বিনে অন্য নাহি ভায় ॥ শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, অধম জনার বন্ধু, লোকনাথ লোকের জীবন। হা হা ! প্রভু কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া, নরোত্তম অইল শরণ ॥

হরি হরি। কবে মোর হইবে সুদিনে। কেলিকৌতুকরঙ্গে করিব সেবনে। ললিতা বিশাখা সনে, যতেক
সঙ্গীর গণে, মণ্ডলী করিব দোঁহ মেলি ॥ রাই কানু করে ধরি, নৃত্য করে ফিরি ফিরি ; নিরখি' গোঙাব কুতুহলী ॥
অলস-বিশ্রাম-ঘরে, গোবর্দ্ধন গিরিবরে, রাইকানু করিবে শয়ন। নরোত্তমদাসে কয়, এই যেন মোর হয়, অনুক্ষণ
চরণ সেবন ॥ গোবর্দ্ধন গিরিবর, কেবল নির্জ্জন স্থল, রাই কানু করিবে শয়নে। ললিতা বিশাখা সঙ্গে, সেবন
করিব রঙ্গে, সুখময় রাতুল চরণে ॥ কনক সম্পুট করি' কর্পূর তাম্বুল ভরি' যোগাইব বদনকমলে ॥ মণিময়
কিঙ্কিণী, রতন নূপুর আনি, পরাইব চরণযুগল ॥ কনক কটোরা পূরি' সুগন্ধি চন্দন বুরি, দোঁহাকার শ্রীঅঙ্গে ঢালিব।
গুরুরূপা সখী বামে, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে, চামরের বাতাস করিব ॥ দোঁহার কমল আঁখি, পুলক হইয়া দেখি'
দুঁহ পদ পরশিব করে। চৈতন্যদাসের দাস, মনে মাত্র অভিলাষ, নারাত্তমদাসে সদা স্ফুরে ॥

হরি হরি! আর কি এমন দশা হব। কবে বৃষভানুপুরে, আহিরী গোপের ঘরে, তনয়া হইয়া জনমিব। যাবটে আমার কবে, এ পাণি-গ্রহণ হবে, বসতি করিব কবে তায়। সখীর পরম শ্রেষ্ঠ, যে তাঁহার হয় প্রেষ্ঠ, সেবন করিব তাঁর পায়॥ তেঁহ কৃপাবান্ হৈঞা, রাতুল চরণে লঞা, আমারে করিবে সমর্পণ। সফল হইবে দশা, পুরিবে মনের আশা, সে‌ ছুঁহার যুগল-চরণ॥ বৃন্দাবনে দুইজন, চতুর্দ্দিকে সখীগণ, সেবন করিব অবশেষে। সখীগণ চারিভিতে, নানাযন্ত্র লৈঞা হাতে, দেখিব মনের অভিলাষে॥ দুঁহু চাঁদমুখ দেখি' জুড়াবে তাপিত আঁখি, নয়নে বহিবে অশ্রুধার। বৃন্দার নিদেশ পাব, দোঁহার নিকটে যাব, হেন দিন হইবে আমার॥ শ্রীরূপমঞ্জরী সখী, মোরে অনাথিনী দেখি' রাখিবে রাতুল দুটী পায়'। নরোত্তম দাস ভণে, প্রিয়নর্ম্মসখীগণে, কবে দাসী করিবে আমায়॥

হরি হরি! আর কি এমন দশা হব। ছাড়িয়া পুরুষদেহ, কবে বা প্রকৃতি হব, দুঁহু অঙ্গে চন্দন পরাব॥ টানিয়া বাঁধিব চূড়', নব গুঞ্জাহারে বেড়া, নানা ফুলে গাঁথি দিব হার। পীতবসন অঙ্গে পরাইব সখী সঙ্গে, বদনে তাম্বুল দিব আর॥ দুঁহু রূপ মনোহারী, হেরিব নয়ন ভরি' নীলাম্বরে রাই সাজাইয়া। নবরত্ন-জরি আনি, বাঁন্ধিব বিচিত্র বেণী, তাহে ফুল মালতী গাঁথিয়া॥ সেই রূপমাধুরী, দেখিব নয়ন ভরি', এই করি মনে অভিলাষ। জয় রূপ সনাতন, দেহ মোরে এই ধন, নিবেদয়ে নরোত্তম দাস॥ কুসুমিত-বৃন্দাবনে, নাচাত শিখিগণে, পিককুল ভ্রমর ঝঙ্কারে॥ প্রিয়া সহচরী সঙ্গে, গাইয়া যাইবে রঙ্গে, মনোহর নিকুঞ্জ-কুটীরে॥

হরি হরি! মনোরথ ফলিবে আমারে। দুঁহুক মন্থর গতি, কৌতুকে হেরব অতি, অঙ্গ ভরি' পুলক অন্তরে॥ চৌদিকে সখীর মাঝে, রাধিকার ইঙ্গিতে, চিরুণী লইয়া করে করি'। কুটিল কুন্তল সব, বিথারিয়া আঁচরব, বনাইব বিচিত্র কবরী॥ মৃগমদ মলয়জ, সব অঙ্গে লেপব, পরাইব মনোহর হার। চন্দন-কুঙ্কুমে, তিলক বনাইব, হেরব মুখ-সুধাকর॥ নীল পট্টাম্বর, যতনে পরাইব, পায়ে নিব রতন-মঞ্জীরে। ভৃঙ্গারের জলে রাঙ্গা-চরণ ধোয়াইব, মুছব আপন চিকুরে॥ কুসুম-কমলদলে, শেষ বিছাইব', শয়ন করাব দোঁহাকারে। ধবল চামর আনি, মৃদু মৃদু বীজব, ছরমিত দুঁহুক শরীরে॥ কনকসম্পুট করি' কর্পূর তাম্বুল ভরি' যোগাইব দোঁহার বদনে। অধর সুধারসে, তাম্বুল-সুবাসে, ভোখব অধিক যতনে। শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, লোকনাথ দীনবন্ধু, মুই-দীনে কর অবধান। রাধাকৃষ্ণ, বৃন্দাবন, প্রিয়নর্ম্মসখীগণ, নরোত্তম মাগে এই দান॥

পুনঃ স্বাভীষ্ট-লালসা—হরি হরি! কবে মোর হইবে সুদিন। গোবর্দ্ধন-গিরিবরে, পরম নিভৃত ঘরে, রাই কানু করাব শয়ন॥ প্রিয়সখীগণ-সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে, চরণ সেবিব নিজ করে। দুঁহুক কমল-দিঠি, কৌতুকে হেরব, দুঁহু অঙ্গ পুলক অন্তরে॥ মল্লিকা মালতী যুঁথি, নানা ফুলে মালা গাঁথি, কবে দিব দোহার গলায়। সোণার কটোরা করি' কর্পূর চন্দন ভরি' কবে দিব দোঁহাকার গায়॥ আর কবে এমন হব, দুহু মুখ নিরখিব, লীলারস নিকুঞ্জশয়নে। শ্রীকুন্দলতার সঙ্গে, কেলি-কৌতুক-রঙ্গে, নরোত্তম করিবে শ্রবণে॥

শ্রীরূপমঞ্জরী-পদ, সেই মোর সম্পদ সেই মোর ভজন-পূজন। সেই মোর প্রাণ-ধন, সেই মোর আভরণ, সেই মোর জীবনের জীবন॥ সেই মোর: রসনিধি, সেই মোর বাঞ্ছাসিদ্ধি, সেই মোর বেদের ধরম। সেই ব্রত, সেই তপ, সেই মোর মন্ত্র জপ, সেই মোর ধরম করম॥ অনুকুল হবে বিধি, সে-পদে হইবে সিদ্ধি, নিরখিব এ দুই নয়নে। সে রূপ মাধুরীরাশি, প্রাণ-কুবলয়-শশী, প্রফুল্লিত হবে নিশিদিনে। তুয়া-অদর্শন-অহি, গরলে জারল দেহি, চিরদিন তাপিত জীবন। হা হা প্রভু! কর দয়', দেহ মোরে পদছায়া, নরোত্তম লইল শরণ॥

শুনিয়াছি সাধুমুখে বলে সর্ব্বজন। শ্রীরূপকৃপায় মিলে যুগলচরণ॥ হা হা প্রভু সনাতন গৌরপরিবার। সবে মিলি' বাঞ্ছাপূর্ণ করহ আমার॥ শ্রীরূপের কৃপা যেন আমা প্রতি হয়। সে পদ আশ্রয় যার, সেই মহাশয়॥ প্রভু লোকনাথ কবে সঙ্গে লঞা যাবে। শ্রীরূপের পাদপদ্মে মোরে সমর্পিবে॥ হেন কি হইবে মোর—নর্ম্মসখীগণে। অনুগত নরোত্তমে করিবে শাসনে॥

এই নব-দাসী বলি' শ্রীরূপ চাহিবে। হেন শুভক্ষণ মোর কতদিনে হবে॥ শীঘ্র আজ্ঞা করিবেন—দাসী হেথা আয়। সেবার সুসজ্জা-কার্য্য করহ ত্বরায়॥ আনন্দিত হঞা হিয়া আজ্ঞাবলে। পবিত্র মনেতে কার্য্য করিবে তৎকালে॥ সেবার সামগ্রী রত্নথালেতে করিয়া। সুবাসিত বারি স্বর্ণঝারিতে পুরিয়া॥ দোঁহার সম্মুখে লয়ে দিব শীঘ্রগতি। নরোত্তমের দশা কবে হইবে এমতি॥ শ্রীরূপ-পশ্চাতে আমি রহিব ভীত হঞা! দোঁহে পুনঃ কহিবেন আমা পানে চাঞা॥ সদয় হৃদয়ে দোঁহে কহিবেন হাসি'। কোথায় পাইলে রূপ, এই নব দাসী॥ শ্রীরূপমঞ্জরী তবে দোঁহবাক্য শুনি'। মঞ্জুমালী দিল মোরে এই দাসী আনি'॥ অতি নম্রচিত্ত আমি ইহারে জানিল। সেবাকার্য্য দিয়া তবে হেথায় রাখিল॥ হেন তত্ত্ব দোঁহাকার সাক্ষাতে কহিয়া। নরোত্তমে সেবায় দিবে নিযুক্ত করিয়া॥

হা হা প্রভু লোকনাথ, রাখ পাদদ্বন্দ্বে। কৃপাদৃষ্ট্যে চাহ যদি হইয়া আনন্দে॥ মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি তবে হও পূর্ণতৃষ্ণ। হেথায় চৈতন্য মিলে, সেথা রাধাকৃষ্ণ॥ তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আর। মনের বাসনা পূর্ণ কর এইবার॥ এ তিন সংসারে মোর আর কেহ নাই। কৃপা করি, নিজ পদতলে দেহ' ঠাঞি॥ রাধাকৃষ্ণ-লীলাগুণ গাও রাত্রি দিনে। নরোত্তম-বাঞ্ছা পূর্ণ নহে তুয়া বিনে॥ লোকনাথ প্রভু, তুমি দয়া কর মোরে। রাধাকৃষ্ণচরণ যেন সদা চিত্তে স্ফুরে॥ তোমার সহিত থাকি সখীর সহিতে। এই ত বাসনা মোর সদা উঠে চিতে॥ সখীগণজ্যেষ্ঠ যেঁহো, তাঁহার চরণে। মোরে সমর্পিবে কবে সেবার কারণে॥ তবে সে হইবে মোর বাঞ্ছিত পূরণ। আনন্দে সেবিব দোঁহার যুগল চরণ॥ শ্রীরূপমঞ্জরি সখি, কৃপাদৃষ্টে চাঞা। তাপী নরোত্তমে সিঞ্চ সেবামৃত দিঞা॥ হা হা প্রভু, কর দয়া করুণা তোমার। মিছা মায়া জালে তনু দহিছে আমার॥ কবে হেন দশা হবে—সখী-সঙ্গ পাব। বৃন্দাবনে ফুল গাঁথি' দোঁহাকে পরাব॥ সম্মুখে বসিয়া কবে চামর ঢুলাব। অগুরু-চন্দন-গন্ধ দোঁহ অঙ্গে দিব॥ সখীর আজ্ঞায় কবে তাম্বূল যোগাব। সিন্দুর-তিলক কবে দোঁহাকে পরাব॥ বিলাসকৌতুককেলি দেখিব নয়নে। চন্দ্রমুখ নিরখিব বসায়ে সিংহাসনে॥ সদা সে মাধুরী দেখি মনের লালসে। কতদিনে হবে দয়া নরোত্তম দাসে॥ হরি হরি, কবে হেন দশা হবে মোর। সেবিব দোঁহার পদ আনন্দে বিভোর॥ ভ্রমর হইয়া সদা রহিব চরণে। শ্রীচরণামৃত সদা করিব আস্বাদনে॥ এই আশা করি আমি—যত সখীগণ। তোমাদের কৃপায় হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥ বহুদিন বাঞ্ছা করি, পূর্ণ যাতে হয়। সবে মেলি দয়া কর হইয়া সদয়॥ সেবা-আশে নরোত্তম কাঁন্দে দিবানিশি। কৃপা করি' কর মোরে অনুগত দাসী॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ কৃপা করি' সবে মেলি করহ করুণা। অধম পতিতজনে না করিহ ঘৃণা॥ এ তিন-সংসার-মাঝে তুয়া পদ সার। ভাবিয়া দেখিনু মনে—গতি নাহি আর॥ সে পদ পাবার আসে খেদ উঠে মনে। ব্যাকুল হৃদয় সদা করিয়ে ক্রন্দনে॥ কিরূপে পাইব কিছু না পাই সন্ধান। প্রভু-লোকনাথ-পদ নাহিক স্মরণ॥ তুমি ত দয়াল প্রভু, চাহ একবার। নরোত্তম-হৃদয়ের ঘুচাও অন্ধকার॥

হরি হরি! কবে মোর হইবে সুদিন। ভজিব শ্রীরাধাকৃষ্ণ হৈঞা প্রেমাধীন॥ সুযন্ত্রে মিশাঞা গাব সুমধুর তান। আনন্দে করিব দুঁহার রূপগুণ-গান॥ 'রাধিকা গোবিন্দ' বলি' কান্দিব উচ্চৈঃ স্বরে। ভিজিবে সকল অঙ্গ নয়নের নীরে॥ এইবার করুণা কর রূপ সনাতন। রঘুনাথ দাস মোর, শ্রীজীব জীবন॥ এইবার করুণা কর ললিতা-বিশাখা। সখ্যভাবে শ্রীদাম-সুবল-আদি সখা॥ সবে মিলি 'কর দয়া পুরুক মোর আশ'। প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তমদাস॥

হরি হরি! আর কি এমন দশা হব। এ ভব সংসার ত্যজি' পরম আনন্দে মজি' আর কবে ব্রজভূমে যাব॥ সুখময় বৃন্দাবন, কবে হবে দরশন, সে-ধূলি লাগিবে কবে গায়। প্রেমে গদগদ হৈঞা, রাধাকৃষ্ণ নাম লৈয়া, কান্দিয়া বেড়াব উভরায়॥ নিভৃতে নিকুঞ্জে যাঞা, অষ্টাঙ্গে প্রণাম হৈয়া, ডাকিব 'হা রাধানাথ' বলি'। কবে যমুনার তীরে, পরশ করিব নীরে, কবে পিব করপুটে তুলি'॥ আর কবে এমন হব, শ্রীরাসমণ্ডলে যাব, কবে গড়াগড়ি দিব তায়। বংশীবট-ছায়া পাঞা, পরম আনন্দ হঞা, পড়িয়া রহিব তার ছায়॥ কবে গোবর্দ্ধন গিরি, দেখিব নয়ন ভরি' কবে হবে রাধাকুণ্ডে বাস। ভ্রমিতে ভ্রমিতে কবে, এ দেহ পতন হবে, কহে দীন নরোত্তম দাস॥

হরি হরি! আর কবে পালটিবে দশা। এ সব করিয়া বামে, যাব বৃন্দাবন ধামে, এই মনে করিয়াছি আশা ॥ ধন, জন, পুত্র, দারে, এ সব করিয়া দূরে, একান্ত হইয়া কবে যাব। সব দুঃখ পরিহরি' বৃন্দাবনে বাস করি' মাধুকরী মাগিয়া খাইব ॥ যমুনার জল যেন, অমৃত সমান হেন, কবে পিব উদর পুরিয়া। কবে রাধাকুণ্ডজলে, স্নান করি' কুতুহলে, শ্যামকুণ্ডে রহিব পড়িয়া ॥ ভ্রমিব দ্বাদশ বনে, রসকেলি যে যে স্থানে, প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিয়া ॥ শুধাইব জনে জনে, ব্রজবাসিগণ স্থানে, নিবেদিব চরণ ধরিয়া ॥ ভজনের স্থান কবে, নয়নগোচর হবে, আর যত আছে উপবন। তার মধ্যে বৃন্দাবন, নরোত্তম দাসের মন আশা করে যুগল চরণ ॥ করঙ্গ কৌপীন লঞা, ছেঁড়া কান্থা গায় দিয়া, তেয়াগিব সকল বিষয়। কৃষ্ণে অনুরাগ হবে, ব্রজের নিকুঞ্জে কবে, যাইয়া করিব নিজালয় ॥ হরি হরি! কবে মোর হইবে সুদিন। ফল মূল বৃন্দাবনে, খাঞা দিবা অবসানে, ভ্রমিব হইয়া উদাসীন ॥ শীতল যমুনাজলে, স্নান করি কুতুহলে, প্রেমাবেশে আনন্দিত হৈঞা। বাহুর উপর বাহু তুলি, বৃন্দাবনে কুলি কুলি, কৃষ্ণ বলি বেড়াব কান্দিয়া ॥ দেখিব সঙ্কেতস্থান, জুড়াবে তাপিত প্রাণ, প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিব। কাঁহা রাধা প্রাণেশ্বরি, কাঁহা গিরিবরধারি, কাঁহা নাথ বলিয়া ডাকিব ॥ মাধবী কুঞ্জের' পরি, সুখে বসি' শুকশারী, গাইবেক রাধাকৃষ্ণ-রস। তরুমূলে বসি' তাহা, শুনি' জুড়াইব হিয়া, কবে সুখে গোঞাব দিবস ॥ শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ, শ্রীমতী-রাধিকা-সাথ দেখিব রতন-সিংহাসনে। দীন-নরোত্তমদাস, করয়ে দুর্ল্লভ আশ, এ মতি হইবে কতদিনে ॥

হরি হরি! কবে হব বৃন্দাবনবাসী। নিরখিব নয়নে যুগল-রূপ রাশি ॥ ত্যজিয়া শয়ন-সুখ, বিচিত্র পালঙ্ক। কবে ব্রজের ধূলায় ধূসর হবে অঙ্গ ॥ ষড়রস-ভোজন দূরে পরিহরি। কবে ব্রজে মাগিয়া খাইব মাধুকরী ॥ পরিক্রমা করিয়া বেড়াব বনে বনে। বিশ্রাম করিব যাই যমুনাপুলিনে ॥ তাপ দূর করিব শীতল বংশীবটে। (কবে) কুঞ্জে বৈঠব হাম বৈষ্ণব-নিকটে ॥ নরোত্তমদাস কহে করি' পরিহার। কবে বা এমন দশা হইবে আমার ॥ আর কি এমন দশা হব। সব ছাড়ি' বৃন্দাবনে যাব ॥ আর কবে শ্রীরাসমণ্ডলে। গড়াগড়ি দিব কুতুহলে ॥ আর কবে গোবর্দ্ধন গিরি। দেখিব নয়নযুগ ভরি ॥ শ্যামকুণ্ডে রাধাকুণ্ডে স্নান। করি' কবে জুড়াব পরাণ ॥ আর কবে যমুনার জলে। মজ্জনে হইব নিরমলে ॥ সাধুসঙ্গে বৃন্দাবনে বাস। নরোত্তমদাস করে আশ ॥

কবে কৃষ্ণধন পাব, হিয়ার মাঝারে থোব, জুড়াইব তাপিত-পরাণ। সাজাইয়া দিব হিয়', বসাইব প্রাণ প্রিয়া, নিরখিব সে চন্দ্রবয়ান। হে সজনি, কবে মোর হইবে সুদিন। সে প্রাণনাথের সঙ্গে, কবে বা ফিরিব রঙ্গে, সুখময় যমুনা পুলিন ॥ ললিতা বিশাখা লঞা, তাঁহারে ভেটিব গিয়া, সাজাইয়া নানা উপহার। সদয় হইয়া বিধি, মিলাইবে গুণনিধি, হেনভাগ্য হইবে আমার ॥ দারুণ বিধির নাট, ভাঙ্গিল প্রেমের হাট, তিলমাত্র না রাখিল তার। কহে নরোত্তম দাস, কিশোর জীবনে আশ, ছাড়ি' গেল ব্রজেন্দ্রকুমার ॥

এইবার পাইলে দেখা চরণ দু'খানি। হিয়ার মাঝারে রাখি' জুড়াব পরাণী ॥ তাঁ'রে না দেখিয়া মোর মনে বড় তাপ। অনলে পশিব কিংবা জলে দিব ঝাঁপ ॥ মুখের মুছাব ঘাম খাওয়াব পান গুয়া। ঘামেতে বাতাস দিব চন্দনাদি চুয়া ॥ বৃন্দাবনের ফুলের গাঁথিয়া দিব হার ॥ বিনাইয়া বান্ধিব চূড়া কুন্তলের ভার ॥ কপালে তিলক দিব চন্দনের চাঁদ। নরোত্তমদাস কহে পিরীতের ফাঁদ ॥

বৃন্দাবন রম্যস্থান, দিব্য চিন্তামণিধাম, রতন-মন্দির মনোহর। আবৃত কালিন্দী-নীরে, রাজহংস কেলি করে, তাহে শোভে কনক-কমল ॥ তার মধ্যে হেমপীঠ, অষ্টদলে বেষ্টিত, অষ্টদলে প্রধানা নায়িকা। তার মধ্যে রত্নাসনে, বসে' আছেন দুইজনে, শ্যাম সঙ্গে সুন্দরী রাধিকা ॥ ওরূপ লাবণ্যরাশি, অমিয় পড়েছে খসি' হাস্য পরিহাস সম্ভাষণে। নরোত্তমদাস কয়, নিত্যলীলা সুখময়, সদাই স্ফুরুক মোর মনে ॥ কদম্ব তরুর ডাল, নামিয়াছে ভূমে ভাল, ফুটিয়াছে ফুল সারি সারি। পরিমলে ভরল, সকল বৃন্দাবন, কেলি করে ভ্রমরা ভ্রমরী। রাইকানু বিলাসই রঙ্গে। কিবা রূপ-লাবণি, বৈদগধ ধনি, মণিময় আভরণ অঙ্গে ॥ রাধার দক্ষিণকর, ধরি প্রিয় গিরিধর, মধুর মধুর চলি' যায়। আগে পাছে সখীগণ, করে ফুল বরিষণ, কোন সখী চামর ঢুলায় ॥ পরাগে ধূসর স্থল, চন্দ্র-করে

সুশীতল, মণিময় বেদীর উপরে। রাই কানু কর যোড়ি' নৃত্য করি ফিরে ফিরি' পরশে পুলকে তনু ভরে'। মৃগমদ-চন্দন, করে করি' সখীগণ, বরিখয়ে ফুল গন্ধরাজে। শ্রমজল বিন্দু বিন্দু, শোভা করে মুখ-ইন্দু, অধরে মুরলী কিবা বাজে॥ হাস-বিলাস-রস, সরল মধুর ভাষ, নরোত্তম-মনোরথ ভরু। দুঁহুক বিচিত্র বেশ, কুসুমে রচিত কেশ, লোচন-মোহন লীলা করু॥ **স্বনিষ্ঠা**—ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র, প্রাণ মোর যুগল কিশোর। অদ্বৈত আচার্য্য বল, গদাধর মোর কুল, নরহরি বিলসই মোর॥ বৈষ্ণবের পদধূলি, তাহে মোর স্নানকেলি, তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম। বিচার করিয়া মনে, ভক্তিরস আস্বাদনে, মধ্যস্থ শ্রীভাগবত পুরাণ॥ বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট, তাহে মোর মনো নিষ্ঠ, বৈষ্ণবের নামেতে উল্লাস। বৃন্দাবনে চৌতারা, তাহে মোর মনো ঘেরা, কহে দীন নরত্তোম দাস॥

নিত্যানন্দ-নিষ্ঠা ঃ—নিতাই-পদ-কমল, কোটিচন্দ্র-সুশীতল, যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়। হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই, দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়॥ সে সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল তার, সেই পশু বড় দুরাচার। নিতাই না বলিল, মুখে মজিল সংসার সুখে, বিদ্যা কুলে কি করিবে তার॥ অহঙ্কারে মত্ত হৈঞা, নিতাই-পদ পাসরিয়া, অসত্যেরে সত্য করি' মানি। নিতাইয়ের করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে, ধর নিতাইয়ের চরণ দু'খানি॥ নিতাইয়ের চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য, নিতাই-পদ সদা কর আশ। নরোত্তম বড় দুঃখী, নিতাই মোরে কর সুখী, রাখ রাঙ্গা-চরণের পাশ॥

সাবরণ গৌর-নিষ্ঠা ও মহিমা এবং প্রার্থনা ঃ—আরে ভাই! ভজ মোর গৌরাঙ্গচরণ। না ভজিয়া মৈনু দুখে, ডুবি' গৃহ-বিষ-কূপে, দগ্ধ কৈল এ পাঁচ পরাণ॥ তাপত্রয়-বিষানলে, অহর্নিশি হিয়া জ্বলে, দেহ সদা হয় অচেতন। রিপুবশ ইন্দ্রিয় হৈল, গোরাপদ পাশরিল, বিমুখ হইল হেন ধন॥ হেন গৌর দয়াময়, ছাড়ি' সব লাজ-ভয়, কায়মনে লহ রে শরণ। পরম দুর্ম্মতি ছিল, তারে গোরা উদ্ধারিল, তারা হৈল পতিত পাবন॥ গোরা দ্বিজ-নটরাজে, বান্ধহ হৃদয়-মাঝে, কি করিবে সংসার-শমন। নরোত্তমদাসে কহে, গোরা-সম কেহ নহে, না ভজিতে দেয় প্রেমধন॥ গৌরাঙ্গের দুটি পদ, যার ধন সম্পদ, সে জানে ভকতি-রস-সার। গৌরাঙ্গের মধুর লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা, হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার॥ যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়, তারে মুঞি যাই বলিহারি। গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে, সে জন ভকতি-অধিকারী॥ গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্যসিদ্ধ করি' মানে, সে যায় ব্রজেন্দ্রসুতপাশ। শ্রীগৌরমণ্ডল-ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি, তার হয় ব্রজভূমে বাস॥ গৌরপ্রেমরসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে, সে রাধামধব-অন্তরঙ্গ। গৃহে বা বনেতে থাকে, 'হা গৌরাঙ্গ' ব'লে ডাকে, নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে। তোমা বিনা কে দয়ালু জগৎ-সংসারে'। পতিত-পাবন-হেতু তব অবতার। মো সম পতিত প্রভু না পাইবে আর॥ হা হা প্রভু নিত্যানন্দ, প্রেমানন্দসুখী। কৃপাবলোকন কর আমি বড় দুঃখী॥ দয়া কর সীতাপতি অদ্বৈত গোসাঞি। তব কৃপাবলে পাই চৈতন্য-নিতাই॥ হা হা স্বরূপ, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ। ভট্টযুগ শ্রীজীব, হা প্রভু লোকনাথ॥ দয়া কর শ্রীআচার্য্য প্রভু শ্রীনিবাস। রামচন্দ্র সঙ্গ মাগে নরোত্তমদাস॥

বিরহ জনিত বিলাপ ঃ—যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর। হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর॥ কাঁহা মোর স্বরূপ-রূপ, কাঁহা সনাতন? কাঁহা দাস-রঘুনাথ পতিত পাবন? কাঁহা মোর ভট্টযুগ, কাঁহা কবিরাজ? এককালে কোথা গেল গোরা নটরাজ? পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব। গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব? সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস। সে সঙ্গ না পাঞা কান্দে নরোত্তমদাস॥ গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু। প্রেম-রতন-ধন হেলায় হারাইনু॥ অধনে যতন করি' ধন তেয়াগিনু। আপন করমদোষে আপনি ডুবিনু॥ সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস। তে-কারণে লাগিল যে কর্ম্ম-বন্ধ ফাঁস॥ বিষয় বিষম

বিষ সতত খাইনু। গৌরকীর্ত্তনরসে মগন না হৈনু ॥ কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ পাইয়া। নরোত্তমদাস কেন না গেল মরিয়া ॥

হরি হরি! কি মোর করম অনুরত। বিষয়ে কুটিলমতি, সৎসঙ্গে না হইল রতি, কিসে আর তরিবার পথ ॥ স্বরূপ, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ, ভট্টযুগ, লোকনাথ সিদ্ধান্তসাগর। শুনিতাম যে-সব কথা, ঘুচিত মনের ব্যথা, তবে ভাল হইত অন্তর ॥ যখন গৌর-নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ, নদীয়া নগরে অবতার। তখন না হৈল জন্ম, এবে দেহে কিবা কর্ম্ম, মিছা মাত্র বহি' ফিরি ভার ॥ হরিদাস আদি বুলে, মহোৎসব আদি করে, না হেরিনু সে সুখ-বিলাস। কি মোর দুঃখের কথা, জনম গোঙানু বৃথা, ধিক্ ধিক্ নরোত্তমদাস ॥

বৈষ্ণব-মহিমা ও বিজ্ঞপ্তিঃ—ঠাকুর বৈষ্ণবপদ, অবনীর সুসম্পদ, শুন ভাই, হঞা এক মন। আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে, আর সব মরে অকারণ ॥ বৈষ্ণবচরণজল, প্রেম-ভক্তি দিতে বল, আর কেহ নহে বলবন্ত। বৈষ্ণব-চরণ-রেণু, মস্তকে ভূষণ বিনু, আর নাহি ভূষণের অন্ত ॥ তীর্থজল পবিত্র গুণে, লিখিয়াছে পুরাণে, সে সব ভক্তির প্রবঞ্চন। বৈষ্ণবের পাদোদক-সম নহে এইসব, যাতে হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥ বৈষ্ণব-সঙ্গেতে মন, আনন্দিত অনুক্ষণ, সদা হয় কৃষ্ণপরসঙ্গ। দীন নরোত্তম কান্দে, হিয়া ধৈর্য্য নাহি বান্ধে, মোর দশা কেন হৈল ভঙ্গ ॥

ঠাকুর বৈষ্ণবগণ, করি এই নিবেদন, মো বড় অধম দুরাচার। দারুণ-সংসার-নিধি, তাহে ডুবাইল বিধি, কেশে ধরি' মোরে কর পার ॥ বিধি বড় বলবান্, না শুনে ধরম-জ্ঞান, সদাই করমপাশে বান্ধে। না দেখি তারণ লেশ, যত দেখি সব ক্লেশ, অনাথ, কাতরে তেঞি কান্দে ॥ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, অভিমান সহ, আপন আপন স্থানে টানে। ঐছন আমার মন, ফিরে যেন অন্ধজন, সুপথ বিপথ নাহি জানে ॥ না লইনু সৎ মত, অসতে মজিল চিত, তুয়া পায়ে না করিনু আশ। নরোত্তমদাসে কয়, দেখি' শুনি' লাগে ভয়, তরাইয়া লহ নিজ পাশ ॥

এইবার করুণা কর বৈষ্ণব-গোসাঞি। পতিতপাবন তোমা বিনে কেহ নাই ॥ কাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়? এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায়? গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন। দর্শনে পবিত্র কর—এই তোমার গুণ ॥ হরিস্থানে অপরাধে তারে' হরিনাম। তোমা স্থানে অপরাধে নাহিক এড়ান ॥ তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ-বিশ্রাম। গোবিন্দ কহেন—মম বৈষ্ণব পরাণ ॥ প্রতিজন্মে করি আশা চরণের ধূলি। নরোত্তমে কর দয়া আপনারে বলি' ॥

কিরূপে পাইব সেবা মুই দুরাচার। শ্রীগুরুবৈষ্ণবে রতি না হইল আমার ॥ অশেষ মায়াতে মন মগন হইল। বৈষ্ণবেতে লেশমাত্র রতি না জন্মিল ॥ বিষয়ে ভুলিয়া অন্ধ হৈনু দিবানিশি। গলে ফাঁস দিতে ফিরে মায়া সে পিচাশী ॥ ইহারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরুকৃপা বিনা নাহিক উপায় ॥ অদোষদরশি প্রভো, পতিত উদ্ধার'। এইবার নরোত্তমে করহ নিস্তার ॥

শ্রীরূপরতিমঞ্জরি ও সখীবৃন্দে বিজ্ঞপ্তিঃ—রাধাকৃষ্ণ সেবোঁ মুঞি জীবনে মরণে। তাঁর স্থান, তাঁর লীলা দেখোঁ রাত্রি দিনে ॥ যে স্থানে লীলা করে যুগল কিশোর। সখীর সঙ্গিনী হঞা তাহে হও ভোর ॥ শ্রীরূপমঞ্জরী-পদসেবোঁ নিরবধি। তাঁর পাদপদ্ম মোর মন্ত্র-মহৌষধি ॥ শ্রীরতিমঞ্জরী দেবি, মোরে কর দয়া। অনুক্ষণ দেহ তুয়া পাদপদ্মছায়া ॥ শ্রীরসমঞ্জরী দেবি, কর অবধান। অনুক্ষণ দেহ তুয়া পাদপদ্মধ্যান ॥ বৃন্দাবনে নিত্য নিত্য যুগল-বিলাস। প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস ॥

রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল-কিশোর। জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর ॥ কালিন্দীর কূলে কেলি-কদম্বের বন। রতন বেদীর উপর বসাব দুজন ॥ শ্যাম গৌরী অঙ্গে দিব (চুয়া) চন্দনের গন্ধ। চামর ঢুলাব কবে হেরিব মুখচন্দ্র ॥ গাঁথিয়া মালতীর মালা দিব দোঁহার গলে। অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বূলে ॥ ললিতা বিশাখা

আদি যত সখীবৃন্দ। আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস। সেবা অভিলাষ করে নরোত্তমদাস॥

সিদ্ধদেহে শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরির প্রতি সাক্ষাদ্বিজ্ঞপ্তি ঃ—প্রাণেশ্বরি, এইবার করুণা কর মোরে। দশনেতে তৃণ ধরি' অঞ্জলি মস্তকে করি' এইজন নিবেদন করে॥ প্রিয় সহচরী-সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে, অঙ্গে বেশ করিবেক সাধে। রাখ এই সেবা কাজে, নিজ পদ-পঙ্কজে, প্রিয় সহচরীগণ মাঝে॥ সুগন্ধি চন্দন, মণিময় আভরণ, কৌষিক বসন নানা রঙ্গে। এই সব সেবা যাঁর, দাসী যেন হও তাঁর, অনুক্ষণ থাকি তাঁর সঙ্গে॥ জল সুবাসিত করি, রতন ভৃঙ্গারে ভরি' কর্পূরবাসিত গুয়া পান। এসব সাজাইয়া ডালা, লবঙ্গ-মালতী, মালা, ভক্ষ্যদ্রব্য নানা অনুপম॥ সখীর ইঙ্গিত হবে, এসব আনিয়া কবে, 'যোগাইব' ললিতার কাছে। নরোত্তমদাস কয়, এই যেন মোর হয়, দাঁড়াইয়া রহু সখীর পাছে॥

অরুণ-কমল-দলে, শেষ বিছাইব, বসাইব কিশোরকিশোরী। অলকা-আবৃত-মুখ-পঙ্কজ মনোহর, মরকত-শ্যাম হেম-গৌরী॥ প্রাণেশ্বরি, কবে মোরে হবে কৃপাদিঠি। আজ্ঞায় আনিয়া কবে, বিবিধ ফুলবর শুনব বচন দুঁহু মিঠি॥ মৃগমদ-তিলক, সসিন্দুর বনায়ব, লেপব চন্দন-গন্ধে। গাঁথি, মালতী ফুল, হার পহরাওব, ধাওয়াব মধুকরবৃন্দে॥ ললিতা কবে মোরে, বীজন দেওয়ায়ব, বীজন মারুত মন্দে। শ্রমজল-সকল, মিটব দুঁহু কলেবর, হেরব পরম আনন্দে॥ নরোত্তমদাস-আশ পদপঙ্কজ-সেবন-মাধুরীপানে। হোওয়ব হেন দিন, না দেখিয়ে কোন চিহ্ন, দুঁহুজন হেরব নয়ানে॥

শ্রীকৃষ্ণে বিজ্ঞপ্তি ঃ—"প্রভু হে, এইবার করহ করুণা। যুগল চরণ দেখি' সফল করিব আঁখি, এই মোর মনের কামনা। নিজ পদ-সেবা দিবা, নাহি মোরে উপেখিবা, দুঁহু পঁহু করুণাসাগর। দুহু বিনু নাহি জানোঁ, এই বড় ভাগ্য মানোঁ, মুই বড় পতিত পামর॥ ললিতা-আদেশ পাঞা, চরণ সেবিব যাঞা, প্রিয়সখী সঙ্গে, হয় মনে। দুঁহু দাতাশিরোমণি, অতি দীন মোরে জানি'। নিকটে চরণ দিবে দানে॥ পাব রাধাকৃষ্ণ-পা, ঘুচিবে মনের ঘা, দূরে যাবে এসব বিকল। নরোত্তমদাসে কয়, এই বাঞ্ছা সিদ্ধি হয়, দেহ প্রাণ সকল সফল॥

যুগলমিলন ঃ—আজি রসে বাদর নিশি। প্রেমে ভাসল সব বৃন্দাবনবাসী॥ শ্যাম-ঘন বরিখয়ে প্রেম-সুধাধার। কোরে রঙ্গিণী রাধা বিজুরী-সঞ্চার॥ প্রেমে পিছল পথ—গমন ভেল বঙ্ক। মৃগমদ-চন্দন-কুঙ্কুমে ভেল পঙ্ক॥ দিগ্‌বিদিগ্‌ নাহি—প্রেমের পাথার। ডুবিল নরোত্তম না জানে সাঁতার॥ ইতি প্রার্থনা সমাপ্ত॥

শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তি চন্দ্রিকা

শ্রীগুরুচরণপদ্ম, কেবল ভকতিসদ্ম, বন্দোঁ মুঞি সাবধান মতে। যাঁহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই, কৃষ্ণ-প্রাপ্তি হয় যাহা হ'তে॥ গুরুমুখপদ্মবাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য, আর না করিহ মনে আশা। শ্রীগুরুচরণে রতি, এই সে উত্তম গতি, যে প্রসাদে পুরে সর্ব্ব আশা॥ চক্ষুদান দিলা যেই; জন্মে জন্মে প্রভু সেই, দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত। প্রেমভক্তি যাঁহা হৈতে, অবিদ্যা-বিনাশ যাতে, বেদে গায় যাঁহার চরিত॥ শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, অধম জনার বন্ধু, লোকনাথ লোকের জীবন। হা হা প্রভো! কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া, এবে যশ ঘুষুক ত্রিভুবন॥ বৈষ্ণব-চরণ-রেণু, ভূষণ করিয়া তনু, যাহা হৈতে অনুভব হয়। মার্জ্জন হয় ভজন, সাধুসঙ্গে অনুক্ষণ, অজ্ঞান-অবিদ্যা-পরাজয়॥ জয় সনাতন-রূপ, প্রেমভক্তি-রসকূপ, যুগল-উজ্জ্বলরস-তনু। যাঁহার প্রসাদে লোক, পাসরিল সব শোক, প্রকটল কল্পতরু জনু॥ প্রেমভক্তিরীতি যত, নিজগ্রন্থে সু-ব্যকত, করিয়াছেন দুই মহাশয়। যাহার শ্রবণ হৈতে, পরানন্দ হয় চিতে, যুগল-মধুর-রসাশ্রয়॥ যুগল-কিশোর-প্রেম, জিনি' লক্ষবাণ হেম, হেন ধন প্রকাশিলা যাঁরা। জয় রূপ সনাতন, দেহ' মোরে সেই ধন, সে রতন মোর গেল হারা॥ ভাগবতশাস্ত্রমর্ম্ম, নববিধ ভক্তি-ধর্ম্ম, সদাই

করিব সুসেবন। অন্যদেবাশ্রয় নাই, তোমারে কহিনু ভাই, এই ভক্তি পরম কারণ॥ সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য, সতত ভাসিব প্রেমমাঝে। কর্ম্মী, জ্ঞানী, ভক্তিহীন, ইহারে করিবে ভিন, নরোত্তম এই তত্ত্ব গাজে॥ অন্য-অভিলাষ ছাড়ি' জ্ঞানকর্ম্ম পরিহরি' কায়-মনে করিব ভজন। সাধুসঙ্গে কৃষ্ণসেবা, না পূজিব দেবীদেবা, এই ভক্তি পরম-কারণ॥ মহাজনের যেই পথ, তাতে হব অনুরত, পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার। সাধন-স্মরণ-লীলা, ইহাতে না কর হেলা, কায়-মনে করিয়া সুসার॥ অসৎসঙ্গ সদা ত্যাগ, ছাড় অন্য গীতরাগ, কর্ম্মী, জ্ঞানী পরিহরি' দূরে। কেবল ভকত-সঙ্গ-প্রেম-কথা রসরঙ্গ, লীলাকথা ব্রজরসপুরে॥ যোগি-ন্যাসি-কর্ম্মি-জ্ঞানী, অন্যদেব-পূজক-ধ্যানী, ইহ-লোক, দূরে পরিহরি'। কর্ম্ম, ধর্ম্ম, দুঃখ, শোক, যেবা থাকে অন্য যোগ, ছাড়ি' ভজ গিরিবরধারী॥ তীর্থযাত্রা-পরিশ্রম, কেবল মনের ভ্রম, সর্ব্বসিদ্ধি গোবিন্দচরণ। দৃঢ়বিশ্বাস হৃদে ধরি' মদ-মাৎসর্য্য পরিহরি' সদা কর অনন্যভজন॥ কৃষ্ণভক্তসঙ্গকরি' কৃষ্ণভক্ত-অঙ্গ হেরি' শ্রদ্ধান্বিতে শ্রবণ-কীর্ত্তন। অর্চ্চন, বন্দন, ধ্যান, নবভক্তি মহাজ্ঞান, এই ভক্তি পরম কারণ॥ হৃষীকে গোবিন্দ-সেবা, না পূজিব দেবীদেবা, এই ত অনন্যভক্তি-কথা। আর যত উপালম্ভ, বিশেষ সকলি দম্ভ, দেখিতে লাগয়ে মনে ব্যথা॥ দেহে বৈসে রিপুগণ, যতেক ইন্দ্রিয়গণ, কেহ কার বাধ্য নাহি হয়। শুনিলে না শুনে কাণ, জানিলে না জানে প্রাণ, দঢ়াইতে না পারে নিশ্চয়॥ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, দম্ভসহ, স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব। আনন্দ করি' হৃদয়, রিপু করি' পরাজয়, অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব॥ 'কাম' কৃষ্ণ-কর্ম্মার্পণে 'ক্রোধ' ভক্তদ্বেষি-জনে, 'লোভ' সাধুসঙ্গে হরিকথা। 'মোহ' ইষ্ট লাভ-বিনে', 'মদ' কৃষ্ণগুণগানে, নিযুক্ত করিব যথা তথা॥ অন্যথা স্বতন্ত্র কাম, অনর্থাদি যার ধাম, ভক্তিপথে সদা দেয় ভঙ্গ। কিবা বা করিতে পারে, কাম-ক্রোধ সাধকেরে, যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ॥ ক্রোধে বা না করে কিবা, ক্রোধত্যাগ সদা দিবা, লোভ-মোহ এই ত কথন। ছয় রিপু সদা হীন, করিব মনের অধীন, কৃষ্ণচন্দ্র করিয়া স্মরণ॥ আপনি পলাবে সব, শুনিয়া গোবিন্দ-রব, সিংহরবে যেন করিগণ। সকল বিপত্তি যাবে, মহানন্দসুখ পাবে, যার হয় একান্ত ভজন॥ না করিহ অসৎ চেষ্টা, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা, সদা চিন্ত' গোবিন্দচরণ। সকল সন্তাপ যাবে, পরমানন্দ সুখ পাবে, প্রেমভক্তি পরম কারণ॥ অসৎসঙ্গ কুটিনাটী, ছাড় অন্য পরিপাটী, অন্যদেবে না করিহ রতি। আপন আপন স্থানে, পিরীতি সবাই টানে, ভক্তিপথে পড়য়ে বিগতি॥ আপন ভজন-পথ, তাহে হব অনুরত, ইষ্টদেবস্থানে লীলাগান। নৈষ্ঠিক ভজন এই, তোমারে কহিল ভাই, হনুমান তাহাতে প্রমাণ॥ (শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি। তথাপি মম সর্ব্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ॥)

দেবলোক, পিতৃলোক, পায় তারা মহাসুখ, 'সাধু, সাধু' বলে অনুক্ষণ। যুগল ভজয়ে যারা, প্রেমানন্দে ভাসে তারা, তাঁদের নিছনি ত্রিভুবন॥ পৃথক্ আয়াসযোগ, দুঃখময় বিষয়ভোগ, ব্রজে বাস গোবিন্দ-সেবন। কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণনাম, সত্য সত্য রসধাম, ব্রজ-জন-সঙ্গে অনুক্ষণ॥ সদা সেবা-অভিলাষ, মনেতে করি' বিশ্বাস, সদাকাল হইয়া নির্ভয়। নরোত্তমদাস বোলে, পড়িনু অসৎ-ভোলে, পরিত্রাণ কর মহাশয়॥ তুমি ত দয়ার সিন্ধু, অধমজনার বন্ধু, মোরে প্রভু কর অবধান। পড়িনু অসৎ-ভোলে, কাম-তিমিঙ্গিলে গিলে, ওহে নাথ কর পরিত্রাণ॥ যাবৎ জনম মোর, অপরাধে হৈনু ভোর, নিষ্কপটে না ভজিনু তোমা। তথাপিহ তুমি গতি, না ছাড়িহ প্রাণপতি, মোর সম নাহিক অধমা॥ 'পতিতপাবন' নাম, ঘোষণা তোমার শ্যাম, উপেখিলে নাহি মোর গতি। যদি হঙ অপরাধী, তথাপিহ তুমি গতি, সত্য সত্য যেন সতীর পতি॥ তুমি ত পরম দেবা, নাহি মোরে উপেখিবা, শুন শুন প্রাণের ঈশ্বর। যদি করোঁ অপরাধ, তথাপিহ তুমি নাথ, সেবা দিয়া কর অনুচর॥ কামে মোর হতচিত, নাহি জানে নিজ হিত, মনের না ঘুচে দুর্ব্বাসনা। মোরে নাথ অঙ্গীকুরু, তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু, করুণা দেখুক সর্ব্বজনা॥ মো-সম পতিত নাই, ত্রিভুবনে দেখ চাই, 'নরোত্তম-পাবন' নাম ধর। ঘুষুক সংসারে নাম, পতিত উদ্ধার' শ্যাম, নিজদাস কর গিরিধর॥ নরোত্তম বড় দুঃখী, নাথ! মোরে কর সুখী, তোমার ভজন-সংকীর্ত্তনে। অন্তরায় নাহি যায়, এই সে পরম ভয়, নিবেদন করি অনুক্ষণে॥

আন কথা, আন ব্যথা, নাহি যেন যাই তথা, তোমার চরণ-স্মৃতি মাঝে। অবিরত অবিকল, তুয়া গুণ কলকল, গাই যেন সতের সমাজে॥ অন্যব্রত, অন্যদান, নাহি করোঁ বস্তুজ্ঞান, অন্যসেবা, অন্যদেবপূজা। হা হা কৃষ্ণ! বলি' বলি'? বেড়াব আনন্দ করি' মনে আর নহে যেন দুজা॥ জীবনে মরণে গতি, রাধাকৃষ্ণ প্রাণপতি, দুঁহার পিরীতিরস-সুখে। যুগল ভজয়ে যারা, প্রেমানন্দে ভাসে তারা, এই কথা রহু মোর বুকে॥ যুগল-চরণ-সেবা, এই ধন মোরে দিবা, যুগলেতে মনের পিরীতি। যুগল-কিশোর-রূপ, কামরতিগুণভূপ, মনে রহু ও লীলা-পিরীতি॥ দশনেতে তৃণ ধরি' হা হা কিশোর-কিশোরী, চরণাব্জে নিবেদন করি। ব্রজরাজসুত শ্যাম, বৃষভানুসুতা নাম, শ্রীরাধিকা-নাম মনোহারী॥ কনক-কেতকী রাই, শ্যাম মরকত তায়, কন্দর্প-দরপ করু চুর। নটবর-শিরোমণি, নটিনীর শিখরিণী, দুঁহু গুণে দুঁহু মন ঝুর॥ শ্রীমুখ সুন্দরবর, হেমনীলকান্তিধর, ভাব-ভূষণ করু শোভা। নীল-পীত-বাসধর, গৌরীশ্যাম মনোহর, অন্তরের ভাবে দোঁহে লোভা॥ আভরণ মণিময়, প্রতি অঙ্গে অভিনয়, তছু পায় নরোত্তম কহে। দিবানিশি গুণ গাঙ, পরম আনন্দ পাঙ, মনে এই অভিলাষ হয়ে॥

রাগের ভজনপথ, কহিএবে অভিমত, লোক বেদ-সার এই বাণী। সখীর অনুগা হঞা, ব্রজে সিদ্ধদেহ পাঞা, এই ভাবে জুড়াবে পরাণী॥*** বৃন্দাবনে দুইজন, চারিদিকে সখীগণ, সময়ের সেবা-রস-সুখে। সখীর ইঙ্গিত হবে, চামর ঢুলাব তবে, তাম্বুল যোগাব চাঁদমুখে॥ যুগলচরণ সেবি, নিরন্তর এই ভাবি, অনুরাগে থাকিব সদায়। সাধনে ভাবিব যাহা, সিদ্ধদেহে পাব তাহা, রাগপথের এই সে উপায়॥ সাধনে যে ধন চাই, সিদ্ধদেহে তাহা পাই, পক্কাপক্ক মাত্র সে বিচার। পাকিলে সে প্রেম-ভক্তি, অপক্কে 'সাধন' খ্যাতি, ভকতি-লক্ষণ অনুসার॥ নরোত্তম দাস কহে, এই যেন মোর হয়ে, ব্রজপুরে অনুরাগে বাস। সখীগণ-গণনাতে, আমারে গণিবে তাতে, তবহুঁ পূরিব অভিলাষ॥ সখীনাং সঙ্গিনীরূপামাত্মানং বাসনাময়ীম্। আজ্ঞাসেবাপরাং তত্তৎ কৃপালঙ্কারভূষিতাম্॥ কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্। তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা॥

যুগল-চরণ প্রতি, পরম-আনন্দ-ততি, রতিপ্রেমা হউ পরবন্ধে। কৃষ্ণনাম-রাধানাম, উপাসনা রসধাম, চরণে পড়িয়ে পরানন্দে॥ মনের স্মরণ প্রাণ, মধুর মধুর নাম, বিলাস যুগল স্মৃতিসার। সাধ্য সাধন এই, আর নাহি ইহা বই, এই তত্ত্ব সর্ব্বতত্ত্বসার॥ জলদ-সুন্দর-কান্তি, মধুর মধুর ভাতি, বৈদগধি-অবধি সুবেশ। সুপীত বসনধর, আভরণ মণিবর, ময়ূরচন্দ্রিকা করু কেশ॥ মৃগমদ-সুচন্দন, কুঙ্কুমাদিবিলেপন, মুগ্ধকারী মুরতি ত্রিভঙ্গ। নবীন-কুসুমাবলী, শ্রীঅঙ্গে শোভয়ে ভালি, মধুলোভে ফিরে মত্ত ভৃঙ্গ॥ ঈষৎ মধুরস্মিত, বৈদগধি-লীলামৃত, লুবধল ব্রজবধূবৃন্দ। চরণ-কমল-পর, মণিময় সুমঞ্জীর, নখমণি জিনি' বালচন্দ্র॥ নূপুর-মরাল-ধ্বনি, কুলবধূ-মরালিনী, শুনিঞা রহিতে নারে ঘরে। হৃদয়ে বাড়য়ে রতি, যেন মিলে পতি সতী, কুলের ধরম যায় দূরে॥ কৃষ্ণমুখ-দ্বিজরাজে, সরলা বংশী বিরাজে, যার ধ্বনি ভুবন মাতায়। শ্রবণের পথ দিয়া, হৃদয়ে প্রবেশ হঞা, প্রাণ আদি আকর্ষি' আনয়॥ গোবিন্দ সেবন সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য, বৃন্দাবনভূমি তেজোময়। তাহাতে যমুনাজল, করে নিত্য ঝলমল, তার তীরে অষ্ট কুঞ্জ হয়॥ শীতল কিরণ-কর, কল্পতরু-গুণধর, তরুলতা ষড়ঋতু-সেবা। পূর্ণচন্দ্রসম জ্যোতিঃ, চিদানন্দময় মূর্ত্তি, মহানন্দ দরশনলোভা॥ গোবিন্দ আনন্দময়, নিকটে বনিতাচয়, বিহরে মধুর অতি শোভা। দুঁহু প্রেমে ডগমগি, দুঁহে দোঁহা অনুরাগী, দুঁহু রূপে দুঁহু মনোলোভা॥ ব্রজপুর-বণিতার, চরণ আশ্রয় সার, কর মন একান্ত করিয়া। অন্য বোল গণ্ডগোল, নাহি শুন উতরোল, রাখ প্রেম হৃদয়ে ভবিঞা॥ কৃষ্ণ প্রভু একবার, করিবেন অঙ্গীকার, জেন' মন এ সত্য বচন। ধন্য লীলা বৃন্দাবন, রাধাকৃষ্ণ-শ্রীচরণ, ধন্য সখী মঞ্জরীর গণ॥ পাপপুণ্যময় দেহ, সকল অনিত্য এহ, ধন জন সব মিছা ধন্দ। মরিলে যাইবে কোথা, তাহাতে না পাও ব্যথা, তবু কার্য্য কর সদা মন্দ॥ রাজার যে রাজ্যপাট, যেন নাটুয়ার নাট, দেখিতে দেখিতে কিছু নয়। হেন মায়া করে যেই,

পরম ঈশ্বর সেই, তাঁরে মন সদা কর ভয়॥ পাপে না করিহ মন, অধম সে পাপিজন, তারে মন দূরে পরিহরি'। পুণ্য যে সুখের ধাম, তার না লইও নাম, 'পুণ্য', 'মুক্তি' দুই ত্যাগ করি'॥ প্রেমভক্তি-সুধানিধি, তাহে ডুব নিরবধি, আর যত ক্ষারনিধিপ্রায়। নিরন্তর সুখ পাবে, সকল সন্তাপ যাবে, পরতত্ত্ব করিলে উপায়॥ অন্যের পরশ যেন, নাহি হয় কদাচন, ইহাতে হইবে সাবধান। রাধাকৃষ্ণনামগান, এই সে পরম ধ্যান, আর না করিহ পরমাণ॥ কর্ম্মী, জ্ঞানী, মিছাভক্ত, না হবে তায় অনুরক্ত, শুদ্ধভজনেতে কর মন। ব্রজ-জনের যেই মত, তাহে হবে অনুগত, এই সে পরমতত্ত্ব-ধন॥ প্রার্থনা করিব সদা, শুদ্ধভাবে প্রেমকথা, নাম মন্ত্রে করিয়া অভেদ। আস্তিক করিয়া মন, ভজ রাঙ্গা শ্রীচরণ, গ্রন্থিপাপ হবে পরিচ্ছেদ॥ রাধাকৃষ্ণ-শ্রীচরণ, মাত্র পরমার্থ-ধন, যতনে হৃদয়েতে লও। দুঁহু নাম শুনি' শুনি' ভক্তসুখে পুনিপুনি, পরম আনন্দ সুখ পাও॥ হেমগৌরতনু রাই, আঁখি দরশন চাই' রোদন করয়ে অভিলাষে। জলধর ঢরঢর, অঙ্গ অতি মনোহর, রূপেতে ভুবন পরকাশে॥ সখিগণ চারিপাশে, সেবা করে অভিলাষে, পরম সে শোভাসুখ ধরে। এই মনে আশা মোর, ঐছে রসে হঞা ভোর, নরোত্তম সদাই বিহরে॥

রাধাকৃষ্ণ করোঁ ধ্যান, স্বপনে না বল আন, প্রেম বিনু আর নাহি চাও। যুগলকিশোর-প্রেম, জিনি' লক্ষবাণ হেম, আরতি-পিরীতিরসে ধাঁও॥ জল বিনু যেন মীন, দুঃখ পায় আয়ুহীন, প্রেম বিনু এইমত ভক্ত। চাতক-জলদ-গতি, এমতি একান্ত-রতি, যেই জানে, সেই অনুরক্ত॥ সরোজ ভ্রমর যেন, চকোর চন্দ্রিকা তেন, পতিব্রতা স্ত্রীলোকের পতি। অন্যত্র না চলে মন, যেন দরিদ্রের ধন, এইমত প্রেমভক্তি-রীতি॥ বিষয় গরলময়, তাতে মান' সুখচয়, সে না সুখ, দুঃখ করি' মান'। গোবিন্দবিষয় রস, সঙ্গ কর তাঁর দাস, প্রেমভক্তি সত্য করি' জান॥ মধ্যে মধ্যে আছে দুষ্ট, দৃষ্টি করি হয় রুষ্ট, গুণহি বিগুণ করি' মানে। গোবিন্দ-বিমুখ জনে, স্ফুর্ত্তি নহে হেন ধনে, লৌকিক করিয়া সব জানে॥ অজ্ঞান অভাগা যত, নাহি লয় সত-মত, অহঙ্কারে না জানে আপনা। অভিমানী ভক্তিহীন, জগমাঝে সেই দীন, বৃথা তার অশেষ ভাবনা॥ আর সব পরিহরি' পরম ঈশ্বর হরি, সেব মন প্রেম করি' আশা। এক ব্রজরাজপুর, গোবিন্দ রসিকবর, করহ সদাই অভিলাষা॥ নরোত্তমদাস কহে, সদা মোর প্রাণ দহে, হেন ভক্ত-সঙ্গ না পাইয়া। অভাগ্যের নাহি ওর, মিছামোহে হৈনু ভোর, দুঃখ রহে অন্তরে জাগিয়া॥

বচনের অগোচর, বৃন্দাবন ধামবর, স্বপ্রকাশ প্রেমানন্দঘন। যাহাতে প্রকট সুখ, নাহি জরামৃত্যু-দুঃখ, কৃষ্ণলীলারস অনুক্ষণ॥ রাধাকৃষ্ণ দুঁহু প্রেম, জিনি' লক্ষবাণ হেম, দোঁহার হিল্লোলে রসসিন্ধু। চকোর নয়ন-প্রেম, কাম রতি করে ধ্যান, পীরিতিসুখের দুঁহে বন্ধু॥ রাধিকা প্রেয়সীবরা', বাম অঙ্গে মনোহরা, কনক-কেশর-কান্তি ধরে। অনুরাগ রক্ত-শাড়ী, নীলপট্ট মনোহারী, প্রত্যঙ্গে ভূষণ শোভা করে॥ করয়ে লোচন পান, রূপালী লাদুঁহু প্রাণ, আনন্দে মগন সহচরী। বেদ-বিধি-অগোচর, রতনবেদীর' পর, সেব নিতি কিশোর-কিশোরী॥ দুর্লভ জনম হেন, নাহি ভজ হরি কেন, কি লাগিয়া মর ভব-বন্ধে। ছাড় অন্য ক্রিয়া-কর্ম্ম, নাহি দেখ বেদ-ধর্ম্ম ভক্তি কর কৃষ্ণপদদ্বন্দ্বে॥ বিষয় বিষম গতি, নাহি ভজ ব্রজপতি, শ্রীনন্দনন্দন সুখসার। স্বর্গ আর অপবর্গ, সংসার নরকভোগ, সর্ব্বনাশ জনমবিকার॥ দেহে না করিহ আস্থা, মন্দ রীতে যম শাস্তা, দুঃখের সমুদ্রে কর্ম্মগতি। দেখিয়া শুনিয়া ভজ, সাধুশাস্ত্রমত যজ, যুগলচরণে কর রতি॥ কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষেরভাণ্ড, 'অমৃত' বলিয়া যেবা খায়। নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে, তার জন্ম অধঃপাতে যায়॥ রাধাকৃষ্ণে নাহি রতি, অন্য জনে বলে পতি, প্রেমভক্তি কিছু নাহি জানে। নাহি ভক্তির সন্ধান, ভরমে করায় ধ্যান, বৃথা তার সে ছার ভাবনে॥ জ্ঞান কর্ম্ম করে লোক, নাহি জানে ভক্তিযোগ; নানা মতে হইয়া অজ্ঞান। তার কথা নাহি শুনি, পরমার্থতত্ত্ব জানি প্রেমভক্তি ভক্তগণপ্রাণ॥ জগত-ব্যাপক হরি, অজ-ভব আজ্ঞাকারী, মধুর মধুর লীলাকথা। এই তত্ত্ব জানে যেই, পরম উত্তম সেই, তাঁর সঙ্গ করিব সর্ব্বথা পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ, তাতেঁ হও অতিতৃষ্ণ, ভজ তাঁরে ব্রজভাব লঞা। রসিক ভকত-সঙ্গে বিহর নিয়ত রঙ্গে ব্রজপুরে বসতি করিঞা॥ দিবানিশি ভাবভরে, মনেতে ভাবনা ক'রে, নন্দব্রজে রহিবে সদাই।

এই বাক্য সত্য জান, কভু ইথে নাহি আন, পরমাণ শ্রীজীব গোঁসাই ॥ শ্রীকৃষ্ণ-ভকতজন, তাঁহার চরণে মন. আরোপিয়া কথা-অনুসারে। সখীর সর্ব্বথা মত, হইয়া তাঁহার যুথ, সদা বিহরিব ব্রজপুরে ॥ লীলারসকথা গান, যুগলকিশোর ধ্যান, প্রার্থনা করিব অভিলাষে। জীবনে মরণে এই, আর কিছু নাহি চাই, কহে দীন নরোত্তমদাসে ॥

আন কথা না শুনিব, আন কথা না বলিব, সকলি কহিব পরমার্থ। পার্থনা করিব সদা, লালসা অভীষ্ট কথা ইহা বিনু সকলি অনর্থ ॥ ঈশ্বরের তত্ত্ব যত, তাহা বা কহিব কত, অনন্ত অপার কেবা জানে। ব্রজপুর-প্রেম নিত্য, এই সে পরম সত্য, ভজ সদা অনুরাগ-মনে ॥ গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র, পরম আনন্দকন্দ, পরিবার-গোপ-গোপী-সঙ্গে। নন্দীশ্বর যাঁর ধাম গিরিধারী যাঁর নাম, সখী-সঙ্গে ভজ তাঁরে রঙ্গে ॥ প্রেমভক্তিতত্ত্ব এই, তোমারে কহিল ভাই, আর দুর্ব্বাসনা পরিহরি। শ্রীগুরুপ্রসাদে ভাই, এ সব ভজনপাই, প্রেমভক্তি সখী অনুচরি' ॥ সার্থক ভজনপথ, সাধুসঙ্গ অবিরত, স্মরণ ভজন কৃষ্ণ-কথা। প্রেমভক্তি হয় যদি, তবে হয় মনঃশুদ্ধি, তবে যায় হৃদয়ের ব্যথা ॥ বিষয় বিপত্তি জান, সংসার স্বপন মান', নরতনু ভজনের মূল। অনুরাগে ভজ সদা, প্রেমভাবে লীলাকথা, আর যত হৃদয়ের শূল ॥ রাধিকা-চরণরেণু, ভূষণ করিয়া তনু, অনায়াসে পাবে গিরিধারী। রাধিকা-চরাশ্রয়, করে যেই মহাশয়, তারে মুক্রি যাঙ বলিহারি ॥ জয়জয় রাধানাথ, বৃন্দাবন যাঁর ধাম, কৃষ্ণসুখবিলাসের নিধি। হেন রাধা-গুণ-গান, না শুনিল মোর কাণ, বঞ্চিত করিল মোরে বিধি। তাঁর ভক্তসঙ্গে সদা, রসলীলা-প্রেমকথা, যে করে সে পায় ঘনশ্যাম। ইহাতে বিমুখ যেই তার কভু সিদ্ধি নাই, নাহি যেন শুনিতার নাম ॥ কৃষ্ণ নাম-গানে ভাই, রাধিকা-চরণ পাই, রাধা-নাম-গানে কৃষ্ণচন্দ্র। সংক্ষেপে কহিল কথা, ঘুচাও মনের ব্যথা, দুঃখময় অন্যকথা দ্বন্দ্ব ॥ অহঙ্কার, অভিমান, অসৎ-সঙ্গ, অসজ্জ্ঞান, ছাড়ি' ভজগুরুপাদপদ্ম। কর আত্ম-নিবেদন, দেহ গেহ পরিজন, গুরুবাক্য পরম মহত্ত্ব ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, নিরবধি তাঁরে সেব, প্রেম-কল্প-তরু-বরদাতা। শ্রীব্রজরাজনন্দন, রাধিকা-জীবনধন, অপরূপ এই সব কথা ॥ নবদ্বীপে অবতরি' রাধাভাব অঙ্গীকরি' তাঁর কান্তি অঙ্গের ভূষণ। তিন বাঞ্ছা অভিলাষি' শচীগর্ভে পরকাশি' সঙ্গে লঞা পারিষদগণ ॥ গৌরহরি অবতরি' প্রেমের বাদর করি' সাধিলা মনের তিন কাজ। রাধিকার প্রাণপতি, কিবা ভাবে কান্দে নিতি, ইহা বুঝ ভকত-সমাজ ॥ গোপনে সাধিলে সিদ্ধি, সাধন নবধা ভক্তি, প্রার্থনা করিব দৈন্যে সদা। করি' হরি-সংকীর্ত্তন, সদাই বিভোল মন, ইষ্টলাভ বিনু সব বাধা ॥ সংসার-বাটোয়ারে, কাম-ফাঁসে বান্ধি মারে, ফুকারি কহয়ে হরিদাস। করহ ভকতসঙ্গ, প্রেমকথা-রস-রঙ্গ, তবে হবে বিপদ বিনাশ ॥ স্ত্রী-পুত্র-বান্ধব যত, মরি' যাবে শত শত, আপনাকে হও সাবধান। মুক্রি সে বিষয়হত না ভজিনু হরিপদ, মোর আর নাহি পরিত্রাণ। রামচন্দ্র কবিরাজ, সেই সঙ্গে মোর কাজ, তাঁর সঙ্গ বিনু সব শূন্য। যদি হয় জন্ম পুনঃ, তাঁর সঙ্গ হয় যেন, তবে হয় নরোত্তম ধন্য ॥ আপন ভজন কথা, না কহিব যথা তথা, ইহাতে হইও সাবধান। না করিহ কেহো রোষ, না লইহ মোর দোষ, প্রণমহ ভক্তের চরণ ॥ শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু মোরে বোলান যে বাণী। তাহা কহি, ভাল মন্দ কিছুই না জানি ॥ লোকনাথ-প্রভুপদ হৃদে করি' আশ। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা কয় নরোত্তম দাস ॥

ইতিশ্রীল নরোত্তমদাস-ঠাকুর-বিরচিত শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা সমাপ্ত।

নবম দ্যুতি

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ তদীয় রাগবর্ত্মচন্দ্রিকায় প্রয়োজনতত্ত্ব বর্ণন করিয়াছেন:—ইহাতে রাগানুগাভক্তি বিস্তৃতভাবে বর্ণিতহইবে। শাস্ত্র-শাসনই যদি ভক্তিতে প্রবৃত্তির প্রতি কারণ হয়, তবে সেই ভক্তিকে বৈধী-ভক্তি বলে। আর যদি লোভই ভক্তিতে প্রবৃত্তির কারণ হয়, তবে তাহাকে রাগানুগ-ভক্তি বলে। ভক্তির

অঙ্গসমূহ অনুষ্ঠানের ঐকান্তিকী ইচ্ছাই—ভক্তিতে প্রবৃত্তি হওয়া কারণ। শাস্ত্রশাসন-ভয়ে এবং লোভবশতঃ-ভক্তিসাধনে দ্বিবিধ অধিকারী। কর্ম্মাদি সাধনমার্গে যেরূপ অধিকারীর বিচার ও তারতম্য জনিত ভেদ আছে, ভক্তি-সাধনে সেরূপ অধিকারীর বিচারাদি নাই। তবে এই ভক্তি সাধনের প্রতি প্রবৃত্ত হইতে হইলে তদনুষ্ঠানের প্রতি ঐকান্তিকী ইচ্ছাই একমাত্র কারণ। এই ইচ্ছাটী দুই প্রকারে সঞ্জাত হইতে পারে। শাস্ত্র জীবমাত্রকে ভগবদ্ভজনের জন্য বিধান দিয়াছেন, তাহা না করিলে প্রত্যবায় অবশ্যম্ভাবী এই ভয়ে, আর শাস্ত্র হইতে ভাগবৎ-নিত্যপরিকরগণের ভাবসমূহ শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের ভাবে লোভ বশতঃ ভগবচ্চরণে ভক্তি করিবার ইচ্ছা জন্মে। শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়জনের ভাব-পরিপাটী শ্রবণ করিয়া তাহা যথাকথঞ্চিৎ অনুভব করিয়া চিত্তবৃত্তি যদি স্বভাবতঃ সেই কৃষ্ণ প্রিয়জনের সজাতীয়ভাব পাইবার জন্য অপেক্ষা করে, তাহাতে শাস্ত্র এবং যুক্তির যদি অপেক্ষা না করে, তবে তাহাই লোভোৎপত্তির লক্ষণ বলিয়া জানিতে হইবে। ব্রজলীলার পরিকরে বিদ্যমান শৃঙ্গারাদি ভাবসমূহের মাধুর্য্য শ্রুতিগোচর হইলে "আমার এই জাতীয় ভাবটী উৎপন্ন হউক" এই প্রকার অপেক্ষার উদয়কালে শাস্ত্র বা তদনুকুল যুক্তির কোন প্রকার অপেক্ষা থাকিতে পারে না। যদি থাকে, তবে সেই অপেক্ষাকে লোভ বলা যাইতে পারে না। কাহারও কখনও শাস্ত্রদৃষ্টি হইতে লোভ উৎপন্ন হয় না, কিম্বা লোভনীয় বস্তু প্রাপ্তি-বিষয়ে কাহারও মনে নিজের যোগ্যতা বা অযোগ্যতা সম্বন্ধে কোন বিচারও উপস্থিত হয় না। কিন্তু লোভনীয় বস্তুর শ্রবণমাত্রেই কিম্বা দর্শনমাত্রেই স্বতঃই লোভ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

উক্ত লোভটী ভগবৎকৃপা হইতে এবং অনুরাগী ভক্তজনের কৃপা হইতে প্রাদুর্ভূত হয় বলিয়া তাহা দুইভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে ভগবদ্ভক্ত-কৃপাজনিত লোভ আবার প্রাচীন ও আধুনিক ভেদে দ্বিবিধ। জন্মান্তরীন শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তগণের —শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরগণের ভাবাদিমাধুর্য্যানুরাগী ভক্তগণের কৃপা হইতে সমুদ্ভূত লোভকে প্রাক্তন লোভ বলা হয়। আর বর্ত্তমান জন্মে তাদৃশ ভক্ত-কৃপাজনিত লোভ আধুনিক নামে অভিহিত। যাঁহার লোভ পূর্ব্বজন্মে সঞ্জাত হইয়াছে, তিনি লোভস্ফূর্ত্তির পর তাদৃশ রাগানুগীয় ভক্ত-গুরুর শ্রীচরণাশ্রয় গ্রহণ করেন। আর আধুনিক লোভবিশিষ্ট, তাঁহার গুরুচরণাশ্রয়ের পর লোভের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। "কেবল শ্রীকৃষ্ণ এবং তদ্‌ভক্তবৃন্দের কৃপা হইতে সঞ্জাত যে লোভ, তাহা যে ভক্তির প্রবর্ত্তনে একমাত্র কারণ, তাহাকে রাগানুগা-ভক্তি বলে। (ভঃ রঃ সিঃ)॥ কেহ কেহ ইহাকে পুষ্টিমার্গবলিয়া থাকেন।

অতএব প্রাক্তন ও আধুনিক উভয়বিধ লোভবিশিষ্ট ভক্ত, যখন শ্রীকৃষ্ণ-নিত্য-পরিকরগণের ভাবপ্রাপ্তির উপায়-জিজ্ঞাসু হয়, তখন সেই অবস্থায় শাস্ত্র এবং তদনুকুল যুক্তির অপেক্ষা দেখা যায়। যেহেতু, কেবল শাস্ত্রবিধি দ্বারা এবং শাস্ত্র-প্রতিপাদিত যুক্তি দ্বারাই উক্ত লোভনীয় ভাবপ্রাপ্তির উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে। অন্য কোনও রকমে তৎপ্রাপ্তির উপায় উদ্দর্শিত হয় নাই। যেমন যদি কাহারও দুগ্ধাদি পানে লোভ হয়, তখন তাহা প্রাপ্তির উপায় জানিবার ইচ্ছা হয়। সেই সময় তদভিজ্ঞ বিশ্বস্তজন-কৃত উপদেশ-বাক্যের অপেক্ষা দৃষ্ট হয়। তখন তৎসম্বন্ধীয় বিবিধ বিষয় শিক্ষালাভ করিতে হয়; উপদেশ ভিন্ন স্বতঃ জ্ঞানলাভ হয় না; তদ্রূপ এস্থলেও শাস্ত্রোপদেশ ব্যতিরেকে স্বতঃ উপায় বিদিত হওয়ার সম্ভাবনা দৃষ্ট হয় না। ভাঃ ৮।৬।১২ শ্লোকে—"যেমন মনুষ্যগণ উপায়-পরম্পরা দ্বারা ইন্ধনকাষ্ঠের মধ্যে অগ্নি, গাভীর মধ্যে দুগ্ধ, পৃথিবীর মধ্যে অন্ন ও পানীয় জল এবং বাণিজ্যাদি পুরুষকারের মধ্যে আপন জীবিকা লাভ করিয়া থাকে, তদ্রূপ হে বিষ্ণো! বুদ্ধি দ্বারা সত্ত্বাদি গুণসকলের মধ্যে তোমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহাই বিশেষজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন।" তাৎপর্য্য :—যেমন এই জগতে লোভনীয় সকল বস্তুর প্রাপ্তির উপায় শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করা আছে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় তাদৃশ ভাবলাভের উপায়ও শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং লোভোৎপত্তির প্রতি যদ্যপি শাস্ত্রাদির কোনও অপেক্ষা নাই তথাপি অভীপ্সিত ভাবটী পাইবার জন্য শাস্ত্রাদির উপদেশের অপেক্ষা আছে।

উক্ত লোভ আবার রাগমার্গাবলম্বী ভক্তগণের সম্বন্ধে শ্রীগুরু-চরণাশ্রয়ের সাধনের প্রথম সোপান হইতে আরম্ভ করিয়া নিজ অভীষ্ট বস্তু প্রেমের সাক্ষাৎকার কাল পর্য্যন্ত সাধনভক্তিদ্বারা অন্তঃকরণের যে পরিমাণে প্রতিদিন বিশুদ্ধিতা ঘটে, সেই পরিমাণে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্রীভগবানের উক্তিদ্বারা ইহার সুস্পষ্ট উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা - অঞ্জনলিপ্ত চক্ষু যেমন যে পরিমাণে উত্তরোত্তর পরিষ্কৃত হয়, সেই পরিমাণে ক্রমশঃ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর পদার্থ দর্শনে সমর্থ হয়, তদ্রূপ আমার পবিত্র কথাসকল শ্রবণ ও কীর্ত্তনাদির দ্বারা আত্মা যে পরিমাণে পরিষ্কৃত হয় সেই পরিমাণে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বস্তুতত্ত্বসকল সাধকের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি হয়।

একবার লোভ সমুদ্ভূত হইলে—"শ্রীভগবান্ স্বয়ং বাহিরে শ্রীগুরুদেবরূপে উপদেশ দ্বারা এবং অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে নিজ ইষ্টবস্তুর আস্বাদনের উপায় প্রদান দ্বারা মনুষ্যের বিষয়-বাসনা নিরসন করিয়া নিজরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন।" শ্রীল উদ্ধব মহাশয়ের (ভাঃ ১১।২৯।৬) এই উক্তি অনুসারে শাস্ত্রে প্রকাশিত পূর্ব্বোক্ত ভাবলাভের উপায়-সমূহ সম্বন্ধে কাহারও কাহারও শ্রীগুরুদেবের মুখোক্ত উপদেশ হইতে কাহারও বা রাগানুগাভাবাভিজ্ঞ অনুরাগী ভক্তের মুখ হইতে সম্যক্ জ্ঞানলাভ হয়। কাহারও কাহারও ভক্তিসুধা-বিধৌত চিত্তবৃত্তিতে তাহা আপনা আপনিই স্ফুরিত হয়। তদনন্তর বিষয়-সুখাভিলাষী ব্যক্তিগণের বৈষয়িক ভোগ্যবস্তুলাভের উপায়সমূহে প্রবৃত্তির ন্যায় তাঁহাদিগের তত্তদ্ভাব লাভে উল্লাসপূর্ণ সাতিশয় প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়। সেই তদ্ভাব-লাভের শাস্ত্র—"যাহা সকল উপনিষদের সারভূত এবং 'যাঁহাদিগের সম্বন্ধে আমি প্রিয়, আত্মা, পুত্র, সখা, গুরু, সুহৃৎ, দেবতা ও ইষ্ট ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ-ব্যঞ্জক 'বাক্যসমূহের আকর সদৃশ, সেই শ্রীমদ্ভাগবতই এই বিষয়ে শাস্ত্ররূপে গ্রাহ্য। আর সেই শ্রীমদ্ভাগবত-প্রতিপাদিত ভক্তির বিবৃতিমূলক শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি ভক্তি-গ্রন্থ ও উক্ত শাস্ত্র-শব্দদ্বারা গ্রহণ করিতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজ সমীহিতম্। তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা।। (ভঃ রঃ সিঃ)

উক্ত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে তিনটি বাক্য নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম বাক্য যথা—"কৃষ্ণং স্মরন্" শ্রীকৃষ্ণকে এবং নিজাভীপ্সিত তৎপ্রিয়-পরিকরজনকে স্মরণ করিবে এবং তাঁহাদের কথায় রত থাকিবে; আর সামর্থ্য থাকিলে সশরীরে শ্রীধাম বৃন্দাবনে বাস করিবে, অসমর্থ হইলে মনের দ্বারা শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিবে। "কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া" এই কথা দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, রাগ যেমন মানসিক ধর্ম্মবিশেষ, তদ্রূপ স্মরণও মানসিক ধর্ম্ম হওয়ায় রাগানুগামার্গে স্মরণাঙ্গেরই প্রাধান্য। শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ প্রিয়তম অর্থাৎ নিজভাবোচিত লীলা-বিলাসকারী শ্রীবৃন্দাবনাধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ। "জনঞ্চাস্য" বলিতে শ্রীকৃষ্ণের জন। তাঁহারা কে?—"নিজসমীহিতং" অর্থাৎ নিজের অভিলষণীয় বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকা, শ্রীললিতা, শ্রীবিশাখা ও শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি। উজ্জ্বল-ভাবলিপ্সু ভক্তের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ নিজের অভিলষণীয় হইলেও শ্রীকৃষ্ণ-পরিকর শ্রীরাধাদি ব্রজসুন্দরীগণের একমাত্র উজ্জ্বলভাবেই প্রগাঢ় নিষ্ঠা বলিয়া তাঁহারাই তাদৃশ ভক্তের অধিকতর অভিলষণীয়। "ব্রজে বাস করিবে" এই কথা-দ্বারা অসমর্থ হইলে মনের দ্বারাও ব্রজবাস করিবে। সাধক-শরীর দ্বারা ব্রজবাসের বিষয় পরবর্ত্তী শ্লোকের ব্যাখ্যাতেই পাওয়া যায়।

২। "সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি। তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ।।" রাগানুগমার্গে সাধক-স্বরূপে অর্থাৎ যথাবস্থিত সাধক-দেহদ্বারা এবং "সিদ্ধরূপেণ" অর্থাৎ নিজের অভীষ্ট অন্তশ্চিন্তিত এবং শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সেবার উপযোগী দেহদ্বারা ব্রজস্থিত নিজ অভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়জনের যে ভাব অর্থাৎ রতি-বিশেষ, তল্লিপ্সু হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়জন ও তদনুগজনের অনুসরণ পূর্ব্বক তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হইবে। "সাধকরূপেণ" ইহার অর্থ :—যথাবস্থিত সাধক-দেহ দ্বারা, "সিদ্ধরূপেণ"—নিজের অভীষ্ট অন্তশ্চিন্তিত এবং শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সেবোপযোগী দেহদ্বারা। "তদ্ভাবলিপ্সুনা"—নিজপ্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক এবং নিজের অভিলষণীয় শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়া শ্রীরাধা প্রভৃতিতে আশ্রয় করিয়া যে উজ্জ্বলভাব বর্ত্তমান তাহা লাভ করিবার জন্য সমুৎসুক হইয়া। সেবাটী কিরূপ—মানসে সংগৃহীত

কিম্বা সাক্ষাদ্রূপেও সংগৃহীত যথাযোগ্য দ্রব্যাদিদ্বারা পরিচর্য্যা করিবে। ঐ সেবা কি ভাবে করিতে হয়—ব্রজলোকানুসারতঃ" ব্রজবাসিগণের অনুসরণে অর্থাৎ ভক্তগণ সাধকদেহে যাঁহাদের অনুগমন করেন, সাধকদেহে সেই শ্রীরূপগোস্বামিপাদ প্রভৃতির এবং সিদ্ধদেহে শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি ব্রজবাসিগণের ব্যবহার-প্রণালী অনুসারে। এই প্রকারে সাধক-স্বরূপে অনুগম্যমান ব্রজলোক বলিতে, যাঁহারা বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ-লাভ করিয়াছেন, এবম্ভূত চন্দ্রকান্তি প্রভৃতি সখীবৃন্দ, বৃহদ্বামনপুরাণোক্ত প্রসিদ্ধ দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণ এবং শ্রুতিগণকেও বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত ব্রজবাসিগণের অনুসরণে অর্থাৎ তাঁহাদিগের আচরণ দেখিয়া। এই প্রকারে প্রথম দুইটী শ্লোকের দ্বারা স্মরণ ও ব্রজ বাসের বিষয় বর্ণন করিয়া তৃতীয় শ্লোকে শ্রবণাদি সাধনাঙ্গের কথা কথিত হইতেছে।

৩। শ্রবণোৎকীর্ত্তনাদীনি বৈধীভক্ত্যদিতানি তু। যান্যঙ্গানি চ তান্যত্র বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ॥ অর্থাৎ বৈধী-ভক্তিতে যে সমস্ত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গের কথা অধিকারী অনুসারে উল্লিখিত হইয়াছে, পণ্ডিতগণ এই রাগানুগা ভক্তিতেও যোগ্যতানুসারে সেই সেই অঙ্গের উপযোগিতা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।" এই শ্লোকত্রয় শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে রাগানুগার অধিকারী নির্ণয়ে উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে কামানুগা-পক্ষে ব্যাখ্যাত হইতেছে। "শ্রবণোৎকীর্ত্তনাদীনি" অর্থাৎ শ্রবণ ও কীর্ত্তনাদি। ইহাতেই আক্ষেপ দ্বারা শ্রীগুরু-পাদাশ্রয়াদি সকল অঙ্গই প্রাপ্ত হওয়া যায়। উক্ত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধন ব্যতীত ব্রজ-লোকের আনুগত্য প্রভৃতি কোনও ফল দিতে সমর্থ নহে বলিয়াই "মনীষিভিঃ" অর্থাৎ বুদ্ধিমন্তজনগণ নিজ বিবেকবুদ্ধির সাহায্যে সম্যক্ বিবেচনা করিয়া স্বীয়ভাবের সমুপযুক্ত সাধনাঙ্গ-সকল আচরণ করিবেন, ভাব-বিরুদ্ধ কিছুই আচরণ করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ, তাহা ভাবাবির্ভাবের পথে অন্তরায়-স্বরূপ হয়।

অহংগ্রহোপাসনা ("আমি শ্রীকৃষ্ণ" এইরূপ অভেদ-ভাবনাত্মক উপাসনা) মুদ্রা, ন্যাস, দ্বারকা-ধ্যান, শ্রীরুক্মিণ্যাদি মহিষীগণের পূজা প্রভৃতি বিধানসমূহ তন্ত্রশাস্ত্রে উল্লিখিত হইলেও অর্চ্চনাঙ্গ-ভক্তিতে তাহাদের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ ঐগুলি রাগমার্গীয় সাধকের স্বীয়ভাবের বিরোধী। এই ভক্তিসাধন-পথে সাধনাঙ্গের কিছু কিছু বিকলতা সমুপস্থিত হইলেও তাহাতে কোন দোষ হয় না—ইহাই শাস্ত্রাদিতে শ্রুত হওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতেও নিমি-নবযোগেন্দ্র সংবাদে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—"হে রাজন্! এই ভক্তিপথে গন্তুকাম মনুষ্যসকল ভাগবত-ধর্ম্মের আশ্রয় অঙ্গীকার করিয়া কখনও বিপদাপন্ন হয় না। এমন কি এই ভক্তিপথে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অর্থাৎ শ্রুতি-স্মৃতি-জ্ঞানাদির অপেক্ষা না করিয়া, শাস্ত্রোক্ত ক্রমসকল লঙ্ঘন করিয়া ধাবিত হইলেও কেহ স্খলিত অর্থাৎ ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত বা পতিত (একেবারে ভ্রষ্ট) হয় না।" শ্রীভগবান্‌ও শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন—"হে উদ্ধব। মদ্ভক্তি-লক্ষণ এই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইতেই অঙ্গবৈগুণ্যাদি দোষবশতঃ ইহার বিন্দুমাত্রও ধ্বংস হয় না॥"

যদ্যপি অঙ্গবৈকল্য-জনিত কোন দোষ এই ভক্তিমার্গে নাই, তথাপি অর্চ্চনাদি অঙ্গী-সাধনের হানিতে অর্থাৎ অন্যথাচরণে বা আচরণে কিন্তু দোষ আছেই। যেহেতু "যানাস্থায়" শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে "যান্" অর্থাৎ 'শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি অঙ্গীরূপ ভাবগত-ধর্ম্ম সকলকে আশ্রয় অর্থাৎ তাহাদের যথাযথ আচরণ করিয়া যদি অঙ্গহানি হয়, তবেই কোন দোষ হয় না।' অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে যে,—"শ্রুতি, স্মৃতি সমগ্র পুরাণ ও নারদ-পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রে কথিত লক্ষণবিশিষ্ট যে ভক্তি, তাহাকে অতিক্রম করিয়া কাহারও যদি অভিনব প্রকারের একান্ত ভক্তিও দৃষ্ট হয়, তবে সে ভক্তি উৎপাতেরই কারণ হইয়া থাকে।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে—পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রসমূহে মহানুভব ঋষিগণ ভক্তির যে সমস্ত লক্ষণ ও বিভাগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই গুলি ব্যতীত অন্য লক্ষণাক্রান্ত ভক্তির সদ্ভাব স্বীকার করা যায় না। কারণ, সকল বিষয়ই সূক্ষ্মদৃষ্টি-ঋষিগণের জ্ঞানগোচর। অতএব তদতিরিক্ত নবীন-ভক্তি প্রকাশিত হইলে তাহা যে মূল অঙ্গী-ভক্তি-সকলকে অতিক্রম করিবে, তাহাকে আর সন্দেহ কি?

কেহ শাস্ত্রশাসনে প্রবৃত্ত না হইয়া, লোভ-বশতঃ ভজনে প্রবৃত্ত হইলেও যগুপি নিজ ভাবের প্রতিকূলরূপে কথিত দ্বারকা-ধ্যানাদি আচরণগুলির "শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মসকল পরিত্যাগ করা উচিত নহে" এই জ্ঞানে অনুষ্ঠান করে, তবে তিনি দ্বারকাপুরে মহিষীবৃন্দের পরিজনত্ব প্রাপ্ত হইবেন। এ বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ দিতেছেন, যথা— "যিনি উৎকৃষ্ট রমণাভিলাষ করিয়া কেবলমাত্র বিধিমার্গের দ্বারাই সেবন করেন, তিনি দ্বারকাপুরে মহিষীগণত্বই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।" এই স্থলে শ্লোকোক্ত কেবল শব্দের অর্থ "কৃৎস্নেনৈব", অর্থাৎ নিজভাব-প্রতিকূল দ্বারকাধামস্থ মহিষীপূজা প্রভৃতি কোন কোন অংশ পরিত্যাগ না করিয়াই সর্ব্বতোভাবে কেবল বিধিমার্গের সাধন দ্বারাই। কেবল শব্দের অর্থ কৃৎস্ন (অমরকোষ)। কেবলমাত্র বিধিমার্গাবলম্বনে সাধন করিলে দ্বারকাপুরে মহিষীবৃন্দের দাসীত্ব লাভ হয়। আর মিশ্র অর্থাৎ রাগমার্গোক্ত সাধনের সহিত মিশ্রিত বিধিমার্গ অঙ্গীকার করিয়া ভজন করিল মথুরাধামে মহিষীগণের পরিকরত্ব লাভ হয়, যদি কেহ এই প্রকার ব্যাখ্যা করেন, তাহা যুক্তিযুক্ত হয় না। কারণ দ্বারকাপুরীতে মহিষীত্ব বলিতে যেমন রুক্মিণী-দেবী প্রভৃতি মহিষীগণের পরিকরত্ব বুঝায়, সেই প্রকার মথুরা-ধামে মহিষীত্ব বলিতে কুব্জাদেবীর পরিকরত্ব বলিলে, তাহা একান্ত অসঙ্গত। যেহেতু শ্রীরুক্মিণী-দেবী হইতে কুব্জারাণীর রসাংশে ন্যূনতা রসগ্রন্থে নির্ণীত হইয়াছে। যগুপি কেবল বৈধীভক্তি দ্বারা (কেবল) দ্বারকার রুক্মিণী-পরিকরত্ব আর রাগমার্গাশ্রিত বৈধীভক্তিদ্বারা মথুরায় কুব্জা-পরিকরত্ব লাভ হয়, তবে কেবল-বৈধীভক্তের ফল হইতে মিশ্র-বৈধীভক্তির ফলের অপকর্ষতা সম্পাদন করা হয়। ইহা অত্যন্ত অন্যায়। "বিভু শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবলদেব, শ্রীঅনিরুদ্ধ, শ্রীপ্রদ্যুম্ন ও শ্রীরুক্মিণীদেবীর সহির মথুরাধামে নিত্য বিরাজমান আছেন" গোপালতাপনী-শ্রুতিগ্রন্থের এই বাক্য-প্রমাণানুসারে শ্রীরুক্মিণীদেবীর বিবাহ মথুরাতেই হইয়াছে। অতএব মিশ্রবিধি-ভক্তির ফল-স্বরূপ মথুরার মহিষীত্ব বলিতে শ্রীরুক্মিণীদেবীর পরিকরত্ব লাভ হইবে, এই প্রকার ব্যাখ্যাও সঙ্গত হয় না। যেহেতু মথুরাতে রুক্মিণী-পরিণয় সর্ব্বজনানুমোদিত নহে। বিশেষতঃ ইহা স্বীকার করিলেও মহা অনিষ্ট উপস্থিত হয়। যেহেতু শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনা করিয়া সাধক কি জন্য কুব্জারাণী বা রুক্মিণীদেবীর পারিজনত্ব লাভ করিবেন? ইহাও দ্বিতীয় প্রকার অন্যায়। বস্তুতঃ লোভ-হেতু প্রবৃত্ত হইয়া বিধিমার্গাবলম্বনে সেবাকেই রাগমার্গ বলে এবং শাস্ত্রশাসন দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়া বিধিমার্গানুসারে সেবা বিধিমার্গ-নামে অভিহিত। বিধি বিনা শ্রীকৃষ্ণের সেবা কিন্তু নারদ-পঞ্চরাত্রোক্ত "শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি" প্রমাণ হেতু উৎপাতের জন্যই হইয়া থাকে। বিশেষতঃ যতদিন পর্য্যন্ত শ্রীল ব্রজবাসিগণের রাগ ও রাগ-পরিপাটীতে যথাযথ রুচির উদয় না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত বিধিমিশ্রিতা রাগানু-গারই অনুষ্ঠান করিবে। রুচি বা লোভ শব্দের অর্থ শ্রীকৃষ্ণ-সুখ-হেতুক ভক্তির অনুষ্ঠান ভিন্ন অন্যত্র অনভিরুচি। যাহা যাহা অনুষ্ঠান করিলে শ্রীকৃষ্ণ সুখী হয়েন, শাস্ত্র হইতে শ্রবণ করিবামাত্রেই তাহাই অনুষ্ঠান করিবার জন্য প্রাণের আকুলতাময়ী পিপাসাই রুচির স্বরূপ-লক্ষণ। তদ্ভিন্ন কার্য্যে অনভিরুচিত্বই তটস্থ-লক্ষণ।

অনন্তর রাগানুগা-ভক্তির কোন্ কোন্ অঙ্গ ভজনীয় এবং সে গুলি কি কি, তাহাদের প্রকারই বা কি, তাহাদের স্বরূপই বা কি, কি প্রকারেই বা তাহার অনুষ্ঠান ও ত্যাগ করিতে হয়, তাহাই বলিতেছেন; শাস্ত্রে এই পাঁচ প্রকার ভজনানুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়:—নিজ অভীষ্ট-ভাবময়, নিজ অভীষ্টভাব-সম্বন্ধী, নিজ অভীষ্ট-ভাবানুকূল, নিজ অভীষ্ট ভাবের অবিরুদ্ধ এবং নিজ অভীষ্ট ভাব-বিরুদ্ধ। উক্ত ভজনাঙ্গ পঞ্চকের মধ্যে কতকগুলি সাধ্য ও সাধন উভয়বিধরূপ, অর্থাৎ সাধনেও যাহা সাধ্যেও তাহা, কেবল পক্ক ও অপক্ক অবস্থা-ভেদ-মাত্র। আর কতকগুলি সাধ্য-প্রেমের উপাদান-কারণ-স্বরূপ, কতকগুলি নিমিত্ত-কারণ-স্বরূপ, কতকগুলি অপকারক ও কতকগুলি উপকারক বা অপকারক কিছুই নয়, (তটস্থ)। এইগুলি বিভাগ পূর্ব্বক ক্রমান্বয়ে প্রদর্শিত হইতেছে।

দাস্য, সখ্য প্রভৃতি ভাবময় ভজনসমূহ সাধ্য ও সাধন উভয় অবস্থাতে অবিকৃত থাকে বলিয়া সাধ্য-সাধন-রূপ। শ্রীগুরুপদাশ্রয় হইতে আরম্ভ করিয়া মন্ত্রজপ ও ধ্যানাদি পর্য্যন্ত কয়েকটী ভজনানুষ্ঠান সাধ্যপ্রেমের উপাদান-কারণ

বলিয়া তাহাকে ভাব-সম্বন্ধী বলা যায়। "প্রতিদিন অনন্যচিত্তে জপ করিবে" ইত্যাদি উক্তি-হেতু নিত্যকৃত্য-সকল, "নিজ অভীষ্ট-সংসর্গী কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র জপ করা কর্ত্তব্য" এই গণোদ্দেশদীপিকার উক্তি অনুসারে সিদ্ধরূপে যাঁহাদের অনুসরণ করা যায়, তাঁহাদেরও মন্ত্র-জপ দর্শনহেতু, উপাদান-কারণ বলিয়া ভাব-সম্বন্ধী হইতেছে। এক্ষণে স্বাভীষ্ট-সংসর্গী কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র কি তাহাই বলিতেছেন।

গণোদ্দেশদীপিকায় এই অর্থ করিয়াছেন যে, গোবিন্দ-শব্দে, আমার গো অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকল ব্যাপিয়া গোপস্ত্রীজন-বল্লভ অর্থাৎ গোপীজন-বল্লভ ভবতি অর্থাৎ বর্ত্তমান আছেন। অতএব নিজ অভীষ্ট-সম্বন্ধী কৃষ্ণ-নামই মহামন্ত্র। এই অর্থবশতঃ অষ্টাদশাক্ষর ও দশাক্ষর-মন্ত্রই সর্ব্ব-মন্ত্র-শ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। নিজ ভাবোপযোগী শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা প্রভৃতির শ্রবণাদি সাধনগুলিও সাধ্যবস্তু-লাভের প্রতি উপাদান-কারণ হয় বলিয়া, তাহাদিগকে ভাব-সম্বন্ধী বলা হয়। "লজ্জাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সঙ্গরহিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-অর্থ-প্রকাশক বিবিধ ভাষা-সম্বলিত শ্রীকৃষ্ণের নাম ও রূপমাধুর্য্য গান করিয়া বিচরণ করিবে।" এবং 'ভক্তসকল তোমার চরিত্র নিরন্তর শ্রবণ-কীর্ত্তন-উচ্চারণ ও স্মরণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকেন" এই সকল প্রমাণানুসারে দেখা-যাইতেছে যে, উক্ত ভাব-সম্বন্ধী সাধনগুলি নিরন্তর কর্ত্তব্য বলিয়া নির্ণীত হইতেছে। এই রাগানুগাতে মুখ্যাঙ্গ-সাধন পূর্ব্বোক্ত স্মরণেরও কীর্ত্তনাধীনত্ব অবশ্য বলিতেই হইবে। যেহেতু বর্ত্তমান কলিযুগে কীর্ত্তনাঙ্গ-ভজনেরই অধিকার। সকল ভক্তিমার্গই সর্ব্বশাস্ত্র কর্ত্তৃক কীর্ত্তনাঙ্গেরই নিখিল ভক্তির অঙ্গ হইতে উৎকর্ষ-বিশেষ প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব কীর্ত্তনাধীন স্মরণ অবশ্যই বলিতে হইবে। উজ্জ্বলনীলমণি-গ্রন্থে অনুগম্যমান শ্রুতিগণ "শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া তপস্যা করিয়া পূর্ণ প্রেম লাভকরতঃ ব্রজে জন্ম লাভ করিয়াছিলেন" এই প্রমাণানুসারে গোপী-জাতীয় প্রেমপ্রাপ্তির প্রতি তপস্যার কারণত্ব শুনিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান কলিযুগে অন্য তপস্যার নিন্দা শ্রবণ করা যায় বলিয়া "আমার জন্য কৃত ব্রতই তপস্যা" এই শ্রীভগবানের উক্তি থাকা জন্য শ্রীএকাদশী, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি ব্রতসমূহ তপঃ রূপ। এই হেতু সকল ব্রত ভাব-প্রাপ্তির প্রতি নিমিত্ত-কারণ। ঐ ব্রতসকল নৈমিত্তিক কৃত্য; অকরণে প্রত্যবায় শ্রবণ হেতু ইহাদের নিত্যতা স্বীকৃত বলিয়া বুঝিতে হইবে। স্মৃতি-শাস্ত্রে একাদশী-ব্রতের অবশ্য-কর্ত্তব্যতা-প্রতিপাদক বচনে "একাদশীতে উপবাস করাই শ্রীগোবিন্দ-স্মরণ", এইরূপ উক্তি আছে বলিয়া নিজ অভীষ্ট ভাবপ্রাপ্তির উপাদান-কারণ-স্বরূপ স্মরণাঙ্গের প্রাপ্তি জন্য শ্রীএকাদশী-ব্রতের আংশিক ভাবসম্বন্ধিত্বও প্রাপ্ত হওয়া যায়। এবং "যে জন একাদশী-ব্রত না করেন, সে জন মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, ভ্রাতৃহত্যা ও গুরুহত্যা পাপে পাতকী" এইপ্রকার স্কান্দাদি পুরাণ-বচন হইতে গুরুহত্যা প্রভৃতি পাতকের শ্রবণ জন্য একাদশীব্রত অকরণে গুরুর অবজ্ঞারূপ নামাপরাধের উদ্গম হইয়া থাকে। বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তর বচনে "ব্রহ্মহত্যাকারী, সুরাপায়ী, অপহরণকারী ও গুরুতল্পগামীর ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্ত দেখা যায়, কিন্তু একাদশীতে অন্ন ভোজনকারীর প্রায়শ্চিত্ত কোন শাস্ত্রে দেখা যায় না" এই বচনে এইরূপ উল্লেখ হেতু অবিনাশী পাপ-বিশেষের প্রাপ্তি হইতেছে। এই সকল নিন্দা শ্রবণ জন্য শ্রীএকাদশ্যাদি ব্রতের অত্যাবশ্যক-কৃত্যত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে এবং উহার নিত্যতা স্বীকৃত হইতেছে। আর অধিক কি বলা যাইবে, "পরম আপদ বা পরম আনন্দ উপস্থিত হইলে, যিনি একাদশীব্রত ত্যাগ করেন না, তাঁহারই বৈষ্ণবী-দীক্ষা যাথার্থ্য। আর যিনি সমস্ত-কর্ম্ম শ্রীবিষ্ণুতে সমর্পণ করেন, তিনি যথার্থ বৈষ্ণব।" এই প্রকার স্কন্দপুরাণোক্ত বচন-দ্বয় একাদশী-ব্রতের বৈষ্ণব-লক্ষণই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আরও "শ্রীভগবানে অনিবেদিত বস্তু ভোজন বৈষ্ণবের পক্ষে নিষেধ জন্য বৈষ্ণব যদি অনবধানতা-বশতঃ একাদশীর দিন ভোজন করেন" এই বচনে একাদশী দিনে মহাপ্রসাদ ভোজন নিষেধ হইয়াছে। কারণ, বৈষ্ণব মহাপ্রসাদ ভিন্ন কখনও ভোজন করেন না। অতএব বৈষ্ণবের একাদশী ব্রত বলিতে মহাপ্রসাদ-ভোজন-ত্যাগই বুঝিতে হইবে। কার্ত্তিকব্রতও তপস্যাংশে নিমিত্ত-কারণ ও শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-অংশে উপাদান-কারণ। শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদ

"কার্ত্তিক-দেবতা, উর্জ্জদেবী উর্জ্জেশ্বরী" এই সকল নাম বহুবার বহুস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া বিশেষতঃ ঐ কার্ত্তিক-ব্রতের শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী-প্রাপকত্বই অবগত হওয়া যায়। "অম্বরীষ! শুকপ্রোক্ত শ্রীমদ্ভাগবত নিত্য শ্রবণ করুন" এইপ্রকার পুরাণ বচন-দৃষ্টে ক্রমান্বয়ে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণও নিত্যকৃত্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইতেছেন। "আমি তোমার নিকট মহাপুরুষদিগের এই সকল কথা কীর্ত্তন করিলাম" ইত্যাদির পর, "নিত্য অমঙ্গল-নাশক উত্তম-শ্লোক শ্রীভগবানের যে গুণাহ্লাদ কীর্ত্তিত হয়, শ্রীকৃষ্ণে বিশুদ্ধা ভক্তিলাভ করিতে অভিলাষী ব্যক্তি তাহাই প্রতিদিন নিরন্তর শ্রবণ করিবেন" এই প্রকার দ্বাদশস্কন্ধের উক্তি অনুসারে দশমস্কন্ধ-সম্বন্ধী নিজ প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র শ্রবণাদির যথাযোগ্য নিত্যকৃত্যত্ব ও ভাব-সম্বন্ধিত্ব সিদ্ধ হইতেছে। নিবেদিত তুলসীগন্ধ-চন্দন-মালা ও বসনাদির ধারণ ভাব-সম্বন্ধী ; তুলসীকাষ্ঠের মালা গোপীচন্দনাদিকৃত তিলক নামমুদ্রা ও চরণচিহ্নাদি ধারণাদি বৈষ্ণব-চিহ্নসকল ভাবানুকূল।

গো অশ্বত্থ ধাত্রী ও ব্রাহ্মণাদির সম্মাননা প্রভৃতি ভাবাবিরুদ্ধ অঙ্গ-সকল তদুপকারক বৈষ্ণব-সেবা উক্ত সমস্ত লক্ষণ বিশিষ্ট জানিতে হইবে। উক্ত সমস্তই কর্ত্তব্য-মধ্যে গণ্য। যেমন পোষ্য শ্রীকৃষ্ণ হইতেও তৎপোষক আবর্ত্তিত দুগ্ধ দধিনবনীতাদিতে ব্রজেশ্বরীর অধিক অপেক্ষা দেখা যায়, যেহেতু তিনি স্তন্যদুগ্ধ-পান-পরায়ণ শ্রীকৃষ্ণকে ক্ষুধিত-অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া তদীয় দুগ্ধের উত্তারণের জন্য গমন করিয়াছিলেন ; তদ্রূপ রাগমার্গানুগমন রসাভিজ্ঞ ভক্তবর্গের সম্বন্ধে পোষ্য শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি হইতে তৎপোষক উক্ত অঙ্গ-সকলে বিশেষ অপেক্ষা অনুচিত হইতেছে না। অহংগ্রহোপাসনা ন্যাসমুদ্রা দ্বারকাধ্যান ও মহিষীবর্গের অর্চ্চনাদি অপকারক বলিয়া অকর্ত্তব্য। পুরাণান্তরের কথা শ্রবণাদি তটস্থ অর্থাৎ উপকারক বা অপকারক কিছুই নয়। সচ্চিদানন্দরূপা ভক্তির বিকার না থাকিলেও যে উহাকে উপাদান-রূপা প্রভৃতি বলা হইয়াছে, তাহা কেবল দুর্ব্বোধ্য-বিষয়ের সুখবোধার্থ। ভক্তিশাস্ত্রে যেমন "স্নেহাদি ছয়টী ভাবকে প্রেমের বিলাস" বলা হইয়াছে, রসশাস্ত্রে যেমন রসকে বিভাবাদি শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এখানেও তদ্রূপ ভক্তিকে উপাদানাদি শব্দদ্বারা ব্যক্ত করা যাইতেছে। ইহা সুখবোধার্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় প্রকাশঃ—যাঁহারা কন্দর্পকে আপনার সুহৃদ্রূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাদৃশ ব্রজসুন্দরীগণকর্ত্তৃক গ্লানি, সমাবৃত হইয়া শ্রীশ্যামসুন্দর বৃন্দাবনে সদাসর্ব্বদা এমন আবিষ্ট হইয়া বিহার করেন যে, তাহাতে কোন হানি, কোন নিজ-গৃহকার্য্য, কোন বিপদ, কোন ভয়, কোন চিন্তা, শত্রু-কর্ত্তৃক কোন পরাভব ইত্যাদি কিছুই অবগত হইতে পারেন না। এই সকল প্রমাণের দ্বারা ইহাই আশঙ্কা হয় যে, শ্রীরাধিকাদি ব্রজবধূগণের প্রেমবিলাস-মুগ্ধ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের অন্য কোথাও মনসংযোগ করিবার অবকাশ নাই। তাহা হইলে নানা দিক ও দেশবর্ত্তী অনন্ত রাগানুগীয় ভক্তগণ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের উদ্দেশ্যে যে পরিচর্য্যাদি করিয়া থাকেন, তাহা কে গ্রহণ করেন? তাঁহাদের কর্ত্তৃক পঠিত বিজ্ঞপ্তি এবং স্তব-পাঠাদিই বা কে শ্রবণ করেন? যদি এই প্রকার সমাধান করা যায় যে, শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের অংশ পরমাত্মারূপে যিনি সর্ব্বজীবে অধিষ্ঠিত, অংশ এবং অংশীর ঐক্য বশতঃ তিনিই গ্রহণ ও শ্রবণ করেন,—ইহা তাদৃশ রাগানুগীয় কৃষ্ণভক্তগণের অত্যন্ত ব্যাধি সদৃশ হইবে। তদুত্তরে শ্রীউদ্ধবের উক্তি, যথা ;—হে প্রভো জরাসন্ধ-বধ ও রাজসূয়-যজ্ঞ প্রভৃতির জন্য গমন করা উচিত কি না ; মুগ্ধজনের ন্যায় আমার নিকট জিজ্ঞাসা করায়, তোমার মুগ্ধতা ও সর্ব্বজ্ঞতা আমাকে মুগ্ধই করিতেছে। এই প্রকার সমাধানও সঙ্গত হয় না। কারণ, চেষ্টা-রহিত তোমার কর্ম্ম এবং জন্ম রহিত তোমার জন্ম—এই সকল অসঙ্গত বাক্যের মধ্যে, এই বাক্যের উপন্যাস ব্যর্থ হয়। অতএব শেষোক্ত প্রকারের ব্যাখ্যা করা কর্ত্তব্য নহে। এই নিমিত্ত "দ্বারকালীলাতে সর্ব্বজ্ঞতা থাকিলেও যেমন মুগ্ধতা স্বীকার করিতে হয়, সেই প্রকার বৃন্দাবনীয় লীলাতেও মুগ্ধতা থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য-শক্তিসিদ্ধ সর্ব্বজ্ঞতা স্বীকার করিতে হইবে।" অতএব লীলাশুক শ্রীবিল্বমঙ্গল-ঠাকুর বর্ণন করিয়াছেন যে, "শ্রীভগবানের সকল লীলাতেই যখন সর্ব্বজ্ঞতা ও মুগ্ধতা যুগপৎ দৃষ্ট হইতেছে, তখন ইহা তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তিসিদ্ধ

বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।" এই স্থলে সর্ব্বজ্ঞতা বলিতে মহৈশ্বর্য্য-সম্পন্নতা, মাধুর্য্য নহে; আর ঐশ্বর্য্য ব্যতিরিক্ত কেবলমাত্র নরলীলার অনুকরণে যে মুগ্ধতা, তাহাই মাধুর্য্য, ইহা স্থূলবুদ্ধি মানবগণই বলেন।

অতঃপর মাধুর্য্যাদির স্বরূপ নির্ণয় করা যাইতেছে। যেস্থলে মহৈশ্বর্য্যের প্রকাশেই হউক বা অপ্রকাশেই হউক, যদি নরলীলানুরূপ ভাবের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম না ঘটে, তাহাকেই মাধুর্য্য বলে। যথা,—যখনই পূতনা-রাক্ষসীর প্রাণ-হরণ-কার্য্যটী সম্পাদিত হইতেছে, সেই সময়েই শ্রীকৃষ্ণের স্তন্য-পান-লক্ষণ মনুষ্য-বালকের অনুরূপ ভাবটি বর্ত্তমান রহিয়াছে। যে ক্ষণেই মহাকঠোর শকট স্ফুটিত হইতেছে, সেই ক্ষণেই শ্রীকৃষ্ণের অতি সুকোমল চরণকমল-বিশিষ্ট উত্তানভাবে শয়নকারী তিন মাস মাত্র বয়স্ক নরশিশুর ভাব প্রকাশ পাইতেছে। মহাদীর্ঘ রজ্জুদ্বারা যখনই শ্রীকৃষ্ণ বদ্ধ হইতেছেন না, তখনই তাঁহার মাতা হইতে ভীতিজনিত বিক্লবতা দৃষ্ট হইতেছে। ব্রহ্মা ও বলদেব প্রভৃতির মোহনাবস্থায় সর্ব্বজ্ঞতা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণের গোবৎসচারণলীলা; আবার ঐশ্বর্য্যসত্ত্বেও তাঁহার অপ্রকাশ অবস্থায় দধিদুগ্ধ-চৌর্য্য এবং গোপরমণী-লাম্পট্য প্রভৃতি কার্য্যসকল প্রকাশ পাইয়াছে। ঐশ্বর্য্য-রহিত কেবলমাত্র মনুষ্য-লীলার অনুরূপ মুগ্ধতাকেই যদি মাধুর্য্য বলা হয়, তবে ক্রীড়াচপল প্রাকৃত নরবালকের মুগ্ধতাকেও মাধুর্য্য বলিতে হয়। অতএব মাধুর্য্যের এ প্রকার লক্ষণ করা উচিত নহে।

নরলীলাগত ভাবকে অপেক্ষা না করিয়া কেবলমাত্র ঈশ্বর-ভাবের আবিষ্করণকে ঐশ্বর্য্য বলে। যথা,—পিতামাতা শ্রীবসুদেব ও দেবকী-দেবীকে ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—"হে পিতঃ! হে মাতঃ! আমি তোমাদিগকে এই যে আমার চতুর্ভুজ রূপ দেখাইলাম, ইহা কেবল আমার পূর্ব্বতন জন্ম তোমাদিগকে স্মরণ করাইবার জন্য। অন্যথা মানবচিহ্ন দ্বারা মদ্বিষয়ক জ্ঞান লাভ হয় না।" আবার অর্জ্জুনকে—"আমার ঐশ্বর্য্যপূর্ণ রূপ দর্শন কর" ইহা বলিয়া স্বীয় ঐশ্বর্য্য দেখাইয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে ও স্বীয় মঞ্জুমহিমা প্রদর্শনকালে ব্রহ্মাকে সহস্র সহস্র চতুর্ভুজাদি মূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন।

অনন্তর ভক্তজননিষ্ঠ ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানের বিষয় বর্ণিত হইতেছে। যে ভাবের দ্বারা 'ইনি ঈশ্বর' এই প্রকার জ্ঞান হয় এবং যে ভাবে উক্ত ঈশ্বর-জ্ঞান হইতে সমুত্থিত হৃৎকম্প-জনক সম্ভ্রম হেতু ভক্তের হৃদয়বর্ত্তী প্রীতিময় সম্বন্ধান্বিত ভাব শিথিল হইয়া পড়ে, তাহাকেই ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান বলে। তদ্বিষয়ে শ্রীবসুদেব ও অর্জ্জুনের উক্তিই প্রমাণ। যথা;—শ্রীকৃষ্ণ-বলদেবের মহৈশ্বর্য্য-ব্যঞ্জক কার্য্যাবলী স্মরণ করিয়া শ্রীবসুদেব তাঁহাদিগকে বলিয়াছেন "তোমরা দুইজন আমার পুত্র নও সাক্ষাৎ প্রধান পুরুষ ঈশ্বর।" এবং শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া অর্জ্জুন-মহাশয় বলিয়াছিলেন, "হে কৃষ্ণ! তোমার মহিমা অবগত না হইয়া প্রমাদ বা প্রণয় হেতু আমি তোমাকে মিত্র মনে করিয়া হঠাৎ যে সমস্ত কথা বলিয়াছি, এক্ষণে তুমি সেই সকল ক্ষমা কর। ইহাঁদের এই সমস্ত উক্তি হইতে পাওয়া যাইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দর্শনে তাঁহাদের বাৎসল্য ও সখ্যভাবের শৈথিল্য হইতেছে। ইহাই ঐশ্বর্য্যজ্ঞান। ইনি ঈশ্বর—এই প্রকার জ্ঞান সত্ত্বেও যে ভাবে হৃৎকম্প-জনিত সম্ভ্রমের গন্ধ মাত্রও সমুদ্গত হয় না, বরং স্বীয় হৃদয়স্থ ভাবটীরই অতিস্থিরতা সম্পাদিত হয়, সে ভাবকে মাধুর্য্যজ্ঞান বলে। যথা—"গন্ধর্ব্বাদি উপদেবতারা স্তাবক হইয়া গীতবাদ্য ও পুষ্পাদি উপহার দ্বারা তাঁহারা পূজা করতঃ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়াছিল" এবং "পথে ব্রহ্মাদি বৃদ্ধসকল তাঁহার চরণ বন্দনা করে।" ইত্যাদি যুগল-গীতির উক্তি অনুসারে গোচারণ করিয়া অরণ্য হইতে গোষ্ঠে গাভী-প্রত্যানয়ন-সময়ে ব্রহ্মা, ইন্দ্র, নারদাদি দেবগণকৃত শ্রীকৃষ্ণের স্তব ও গীতবাদ্যাদি সহকারে পুজোপহার প্রদান-পূর্ব্বক চরণ বন্দনাদি দর্শন করিয়াও শ্রীদাম-সুবলাদি সখাগণের সখ্যভাবের শিথিলতা দেখা যাইতেছে না এবং ঐ সকল শ্রবণ করিয়াও ব্রজসুন্দরীগণের মধুর-ভাবের অশৈথিল্য দেখা যাইতেছে। তদ্রূপ ব্রজরাজকৃত ব্রজবাসিগণের প্রতি আশ্বাস-বাক্যদ্বারা ব্রজেশ্বরীরও বাৎসল্য-ভাবের শিথিলতার গন্ধমাত্রও দৃষ্ট হয় না, তৎপরিবর্ত্তে বরং "আমিই ধন্য—যে, আমার পুত্র সাক্ষাৎ পরমেশ্বর" এইপ্রকার মাতৃত্বের গরিমা চিত্তে

আবির্ভূত হওয়াতে, তাঁহার পুত্রভাবের দৃঢ়তাই লক্ষিত হইতেছে। পুত্র পৃথিবীর অধীশ্বর হইলে প্রাকৃত জননীর যেমন সেই পুত্রের প্রতি বাৎসল্যভাব শিথিল না হইয়া বরং দৃঢ় হয়, সেই প্রকার মা যশোদারও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাৎসল্য-ভাবের স্ফীততাই প্রকাশ পাইয়াছিল। "যে আমাদের সখা পরমেশ্বর, সেই আমরা ধন্য" এই প্রকার সখাগণের; এবং "পরমেশ্বরই যে আমাদের প্রেষ্ঠ, সেই আমরাও ধন্য" এইপ্রকার প্রেয়সীগণের উক্তি অনুসারেও ঈশ্বর-জ্ঞানের উদয়ে তাঁহাদের নিজ নিজ ভাবের দৃঢ়তাই ব্যক্ত হইতেছে। আরও সংযোগটী চন্দ্রকিরণের তুল্য বলিয়া অতিশয় শীতল; অতএব সংযোগকালে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান সম্যক্ প্রকাশিত হয় না। কিন্তু সূর্য্যের প্রখর রশ্মির ন্যায় অতিশয় উষ্ণ বলিয়া বিরহ-সময়ে উক্ত ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান সম্যক্ প্রকাশ পাইয়া থাকে। তথাপি ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান স্ফূর্ত্তিকালে হৃৎকম্পজনক সম্ভ্রম ও তজ্জনিত আদরাদির অভাব থাকে বলিয়া তাহাকে যথার্থ ঐশ্বর্য্যজ্ঞান বলিয়া স্বীকার করা যায় না। শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৪৭ অধ্যায়ে শ্রীরাধারাণী দিব্যোন্মাদ অবস্থায় ভ্রমরকে দূত কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন,—"হে ভ্রমর! শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কথা সকল স্মরণ করিয়া আমরা বড় ভীত হইতেছি। তিনি এমন ক্রূর যে, রামাবতারে ব্যাধের ন্যায় বালিরাজকে বিদ্ধ করেন; সাধারণ ব্যাধ মাংসভক্ষণ-লালসায় প্রাণিহত্যা করে, তিনি কিন্তু বিনা কারণে বালিকে হত্যা করিয়াছেন, অতএব তিনি ব্যাধ হইতেও অতিশয় ক্রূর। আবার স্ত্রী-পরতন্ত্র হইয়া কামুকী সূর্পনখার নাসাকর্ণচ্ছেদন করেন। বামন-অবতারে কাকের ন্যায় বলিরাজার পূজা গ্রহণ করিয়া তাহাকে বন্ধন করেন। অতএব সেই কৃষ্ণবর্ণ পুরুষের সখ্যে আমাদের প্রয়োজন নাই। তবে যে তাঁহার কথা আলোচনা করি, সে কেবল তাঁহার কথা পরিত্যাগ করা দুঃসাধ্য বলিয়া।" ইহাতে দেখা যায় যে, ব্রজগোপীগণের শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে সন্ধান থাকিলেও তজ্জন্য সম্ভ্রম বা আদরাতিশয় দেখা যায় না। গোবর্দ্ধন-ধারণের পূর্ব্বে ব্রজবাসিগণের শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে ঈশ্বর-জ্ঞান ছিল না। গোবর্দ্ধন-ধারণ ও বরুণ-লোক গমনের পর "এই শ্রীকৃষ্ণই সাক্ষাৎ ঈশ্বর" এই প্রকার ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান সঞ্জাত হইলেও তাঁহাদের হৃদয় পূর্ব্ববৎ মাধুর্য্য-জ্ঞানেই পরিপূর্ণ ছিল। শ্রীবসুদেব যেরূপ "তোমরা আমাদের পুত্র নও" এই প্রকার কৃষ্ণ এবং বলদেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, সেই প্রকার বরুণ-দেব এবং উদ্ধব মহাশয়ের বাক্যানুসারে ব্রজেশ্বর শ্রীনন্দমহাশয়ের সাক্ষাৎ ঈশ্বরজ্ঞান সঞ্জাত হইলেও "কৃষ্ণ আমার পুত্র নহে" ইহা মনে মনে চিন্তা, বা এইপ্রকার বাক্যের লেশমাত্রও শুনা যায় না। অতএব ব্রজবাসিগণের বিশুদ্ধ মাধুর্য্য-জ্ঞানই পূর্ণ ছিল, কিন্তু পুরলীলার পরিকরগণের ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-মিশ্রিত মাধুর্য্যজ্ঞান পূর্ণ ছিল।

পুরলীলায় বসুদেব-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যের ন্যায় লীলা করিয়াও "আমি ঈশ্বর" বলিয়া যেমন জানিতেন, সেই প্রকার ব্রজলীলায় নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে ঈশ্বর বলিয়া স্বয়ং জানিতেন কি না? যদি বলা যায় —জানিতেন তবে দামবন্ধন প্রভৃতি লীলায় মা যশোদা হইতে শ্রীকৃষ্ণের ভয় এবং তজ্জনিত অশ্রুপাতাদি ঘটিতে পারে না। ভীতি বা তজ্জনিত অশ্রুপাতাদি কেবল অনুকরণ মাত্র, ইহা অভিজ্ঞ ভক্তগণের মুখে শোভা পায় না, তাহা কেবল অল্পবুদ্ধি জন-সমাজই বলিতে পারেন। কারণ—"হে কৃষ্ণ! তুমি দধিভাণ্ড-স্ফোটনরূপ অপরাধ করিলে, মা যশোদা যখন তোমাকে বন্ধন করিতে রজ্জু গ্রহণ করেন, তখন তোমার লোচনদ্বয় ভয়ে ব্যাকুলিত ও তদ্ভ্রষ্ট কজ্জল অশ্রুর সহিত সম্মিশ্রিত হইয়াছিল। যে তোমা হইতে সাক্ষাৎ ভয়ও ভীত হয়, সেই তুমিই ভয়ের ভাবনায় ভীত ও অধোবদন হইয়া মার অঙ্গে স্বীয় বদন লুক্কায়িত করিয়াছিলে। তোমার সেই সময়ের সেই অবস্থা আমার স্মৃতিপথে উদিত হইয়া আমাকে বিমোহিত করিতেছে।" এই যে কুন্তিদেবীর উক্তি, তাহাতে মোহ বর্ণিত হইত না। এস্থলের তাৎপর্য্য এই যে, সাক্ষাৎ ভয়ও যাহা হইতে ভীত হয়,—এই উক্তি দ্বারা কুন্তিদেবীর ঐশ্বর্য্যজ্ঞান ব্যক্ত হইতেছে আবার "ভয় ভাবনয়া স্থিতস্য" অর্থাৎ 'ভয়ের ভাবনায় ভীত হইয়া' এই উক্তি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃস্থিত ভয় যে যথার্থ, তাহাই কুন্তিদেবীর অভিমত। যদি শ্রীকৃষ্ণের এই ভীতি অনুকরণ মাত্র বলিয়া কুন্তিদেবী

জানিতেন, তবে তাঁহার মোহ-সম্ভাবনা হইত না। অতএব শ্রীকৃষ্ণের ভীতি বা অশ্রুপাতাদি অনুকরণ মাত্র নহে, তাহা যথার্থ। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া জানিতেন—এই উক্তি সঙ্গত হয় না। আর যদি বলা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া জানিতেন না, তবে এস্থলে এই সংশয় হয় যে, নিত্য জ্ঞানানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণের নিত্যজ্ঞানের আবরণ কাহার দ্বারা সম্পন্ন হয়? তদুত্তরে,—মায়ার বৃত্তিস্বরূপা অবিদ্যা, জীবসকলকে সংসার বন্ধনে নিপতিত করিয়া কেবল মাত্র দুঃখ অনুভব করাইবার জন্য যেমন তাহাদের জ্ঞান আবৃত করে, এবং চিচ্ছক্তির বৃত্তিস্বরূপা যোগমায়া মহামধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণলীলাসুখ অনুভব করাইবার জন্য ত্রিগুণাতীত শ্রীকৃষ্ণপরিকর শ্রীব্রজেশ্বরী প্রভৃতির জ্ঞান যেরূপ আবৃত করিয়া থাকেন, সেই প্রকার চিচ্ছক্তির সার-বৃত্তিস্বরূপা প্রেমই শ্রীকৃষ্ণ আনন্দ-স্বরূপ হইলেও তাঁহাকে আনন্দাতিশয় অনুভব করাইবার জন্য ত্রিগুণাতীত শ্রীকৃষ্ণ পরিকর শ্রীব্রজেশ্বরী প্রভৃতির স্বরূপ হইলেও তাঁহাকে আনন্দাতিশয় অনুভব করাইবার জন্য তাঁহার স্বরূপজ্ঞান আবৃত করিয়া থাকেন। আরও প্রেম শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি বলিয়া, প্রেম দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ জ্ঞানের আবরণে কোন দোষ ঘটিতেছে না। যে প্রকার অবিদ্যা স্বীয় বৃত্তি মমতাদ্বারা জীবকে দুঃখ প্রদান করিবার জন্যই বন্ধন করে এবং দণ্ডীয়জনের গাত্রবন্ধন যেরূপ দুঃখপ্রদ রজ্জু ও শৃঙ্খলদ্বারা সম্পাদিত হয়, আর যেমন মাননীয়জনের গাত্রবন্ধন আনন্দদায়ক বহুমূল্য সুগন্ধ গাত্রাবরণ ও উষ্ণীষ প্রভৃতি দ্বারা সম্পন্ন হয়; সেইপ্রকার আবিদ্যাকৃত বন্ধনদশাপ্রাপ্ত জীব কেবল দুঃখই ভোগ করে। আর প্রেমাধীন শ্রীকৃষ্ণের প্রেমদ্বারা বন্ধন হয় বটে, কিন্তু সেই বন্ধন দুঃখ না দিয়া কেবল সুখই প্রদান করিয়া থাকে। ভ্রমর যেরূপ কমলকোষকৃত আবরণে বদ্ধ হইয়াও সুখভোগ করে; সেই প্রকার শ্রীকৃষ্ণের প্রেমকৃত-আবরণ সুখ-বিশেষ ভোগের জন্যই। এই নিমিত্ত উক্ত হইয়াছে যে, "হে নাথ! তুমি তোমার নিজজন ভক্তেগণের হৃদয়পদ্ম হইতে অপগত হও না" এবং "তোমার শ্রীচরণপদ্ম ভক্তগণ প্রণয়রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে।" আরও—অবিদ্যা যেরূপ স্বীয় অল্পতা এবং অধিক্য-বশতঃ জ্ঞানাবরণ-বিষয়েও অল্পতা ও আধিক্য জন্মাইয়া তদনুরূপ অবিদ্যাদি প্রপঞ্চ-ক্লেশের স্বল্পতা ও অধিকতা বিধান করিয়া থাকে, তদ্রূপ প্রেমও স্বীয় অল্পতা ও আধিক্যবশতঃ প্রেমের বিষয় ও আশ্রয়ের জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যের আবরণের তারতম্য জন্মাইয়া তাঁহাদের বিবিধ প্রকার সুখের স্বল্পতা ও আধিক্য বিস্তার করিয়া থাকে। তন্মধ্যে যশোদা প্রভৃতি ব্রজবাসিনিষ্ঠ শুদ্ধ প্রেম স্বীয় বিষয় কৃষ্ণ এবং স্বীয় আশ্রয় ব্রজবাসিভক্তকে মমতারূপ রজ্জুদ্বারা বন্ধন করতঃ পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বশীভাব জন্মাইয়া জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যাদি আবরণপূর্ব্বক যে প্রকার অধিক সুখদানে সমর্থ, তদ্রূপ দেবকী প্রভৃতি পুরবাসিনিষ্ঠ জ্ঞানৈশ্বর্য্যমিশ্র-প্রেম তাদৃশ অধিক সুখ দিতে সমর্থ নহে। অতএব তাদৃশ ব্রজেশ্বরী যশোদাদি ভক্তগণের নিকট তাঁহাদের বাৎসল্য-প্রেম-মুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণ নিজকে ঈশ্বর বলিয়া জানেনই না। দানবসকল ও দাবানল প্রভৃতির উৎপাত উপস্থিত হইলে যে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বজ্ঞতা দেখা যায়, তাহা, তাদৃশ প্রেম-সমন্বিত ভক্তগণের পালনই যাঁহার প্রয়োজন, সেই লীলা-শক্তিই স্ফূর্তি করাইয়া থাকেন। আরও শ্রীকৃষ্ণের মুগ্ধতা-সময়েও সাধক-ভক্তের পরিচর্য্যাদি গ্রহণ বিষয়ে সর্ব্বজ্ঞতা যে অচিন্ত্য-শক্তিদ্বারা উদ্ভাবিত হয়, তাহা পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই রূপে বিধিমার্গের ও রাগমর্গের বিচার, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের বিচার এবং ঐশ্বর্য্যজ্ঞান ও মাধুর্য্যজ্ঞানের বিচার প্রদর্শিত হইল। স্বকীয়া-পরকীয়া-সম্বন্ধে যে মীমাংসা তাহা উজ্জলনীলমণির আনন্দচন্দ্রিকা-টীকায় বিস্তারিতভাবে কথিত হইয়াছে।

তন্মধ্যে বিধিমার্গ অবলম্বনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজন করিলে মহাবৈকুণ্ঠস্থ গোলোকে স্বকীয়া-পরকীয়া-ভেদভাব-বর্জ্জিত ঐশ্বর্য্যজ্ঞান পাওয়া যায়। মধুর-ভাবে লোভ থাকিলে বিধিমার্গাবলম্বনে ভজন করিলে শ্রীরাধা ও সত্যভামার ঐক্যবশতঃ দ্বারকায় সত্যভামার পরিকররূপে স্বকীয়া ভাব এবং ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্র-মাধুর্য্যজ্ঞানের প্রাপ্তি ঘটে। আর রাগমার্গ-অবলম্বনে ভজন করিলে ব্রজভূমিতে শ্রীরাধাপরিকররূপে পরকীয়া ভাব ও শুদ্ধ মাধুর্য্যজ্ঞান পাওয়া যায়।

যদিও শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূতা হ্লাদিনী শক্তি, শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধিকার স্বকীয়জন—তথাপি লীলা-সমন্বিত শ্রীরাধাকৃষ্ণেরই উপাসনা কর্ত্তব্য; লীলা-বিহীন শ্রীরাধাকৃষ্ণের নহে। লীলায় কিন্তু কোনও ঋষির প্রণীত শাস্ত্রে ব্রজভূমিতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের দাম্পত্য প্রতিপাদিত হয় নাই। তজ্জন্য শ্রীরাধা প্রকট এবং অপ্রকট-প্রকাশে পরকীয়াই, স্বকীয়া নহে। এই প্রকারে সমস্ত কথার সংক্ষিপ্ত সারভূত অর্থ প্রকাশিত হইল।

অনন্তর রাগানুগীয়-ভক্তজনের ক্রমশঃ অনর্থ-নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি এবং আসক্তির পর প্রেম-ভূমিকায় আরূঢ় হইলে কি প্রকারে সাক্ষাৎ স্বীয় অভীষ্ট-বস্তুর প্রাপ্তি ঘটে, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। উজ্জ্বলনীলমণি-গ্রন্থে কথিত হইয়াছে যে, "যাঁহারা ব্রজবাসিজনের ভাবে বিশেষ অনুরক্ত হইয়া রাগানুগা-মার্গের সাধনে ভজনপরায়ণ হইয়াছিলেন, তাঁহারা রাগানুগা-ভজনোচিত উৎকণ্ঠা-রাশিকে প্রাপ্ত হইয়া উৎকণ্ঠার অনুরূপ একে একে অথবা দুই তিনজন একত্র মিলিয়া সময়ে সময়ে ব্রজভূমিতে ব্রজবধূরূপে জন্মলাভ করিয়াছিলেন।" এস্থলে অনুরাগৌঘ-শব্দের অর্থ—রাগানুরাগা-ভজনোচিত উৎকণ্ঠা বুঝিতে হইবে; অনুরাগরূপ স্থায়িভাব নহে। যেহেতু, সাধক-দেহে প্রেম পর্য্যন্ত আবির্ভাব হইতে পারে, অনুরাগরূপ স্থায়ীভাব আবির্ভাবের সম্ভাবনা নাই। "ব্রজে জন্মিয়াছিল" অর্থে—অবতারকালে নিত্যপ্রিয়া ব্রজবধূগণ যে ভাবে আবির্ভূত হ'ন, তদ্রূপ গোপিকা-গর্ভে সাধন-সিদ্ধাগণও আবির্ভূত হন। তদনন্তর নিত্যসিদ্ধা প্রভৃতি ব্রজদেবীগণের সঙ্গপ্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ এবং তৎপরিকর-গণের দর্শন, শ্রবণ ও কীর্ত্তনাদি দ্বারা ক্রমশঃ স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ এবং মহাভাবও সেই গোপিকা দেহে প্রাদুর্ভূত হয়। যেহেতু, পূর্ব্বজন্মে সাধক-দেহে উক্ত ভাব-সমূহের উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব। সুতরাং ব্রজে শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়সখীগণের অসাধারণ লক্ষণ নিম্নে প্রদর্শিত হইল। শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হইয়াছে, যেসকল ব্রজসুন্দরী-গণের শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত ক্ষণকালও যুগশতের মত বোধ হয়, সেই গোপীগণের গোবিন্দ-দর্শনে পরমানন্দ জন্মিয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রজসুন্দরীগণের শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে উক্তি আছে যে,—"তোমাকে দর্শন না করিয়া আমাদের এক নিমেষও যুগবৎ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। "ক্ষণকাল শত শত যুগের ন্যায় বোধ হওয়া মহাভাবের লক্ষণ।"

এই স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, প্রেমভূমিকাপ্রাপ্ত সাধকের দেহভঙ্গ হইলেই গোপীগর্ভে জন্ম ব্যতীতই অপ্রকট-প্রকাশে গোপিকাদেহ প্রাপ্তি হউক; তদন্তর সেই দেহেই নিত্যসিদ্ধ গোপিকাগণের সঙ্গ-প্রভাবে প্রাদুর্ভূত স্নেহাদিভাবের প্রাপ্তি হউক; এরূপ হইলে দোষ কি? তদুত্তরে—না, তাহা হইবে না। কারণ, গোপীগর্ভে জন্ম ব্যতীত এই সখীটী কাহার কন্যা, কাহার বধূ, কাহার স্ত্রী ইত্যাদি নরলীলোচিত স্ত্রী-কন্যাদি ব্যবহার-সামঞ্জস্য লাভ করিতে পারে না।

আচ্ছা, অপ্রকট-প্রকাশেই জন্ম হউক যদি ইহাই বলা যায়, তাহাতে ক্ষতি কি? তদুত্তরে—না, তাহাও হইতে পারে না। যেহেতু, প্রাকৃত জগতের অতীত দেশের শ্রীবৃন্দাবনীয় প্রকাশ-বিশেষে সাধক কিম্বা প্রাকৃত-জনের গমন করিতে দেখা যায় না; শুধু সিদ্ধ-ব্যক্তিরাই প্রবেশ করিতে পারেন। কারণ, উক্ত ধাম কেবল সিদ্ধভূমি। যথায় সাধক কিম্বা সাধনের কিঞ্চিৎও অধিকার নাই। অতএব তথায় স্ব স্ব সাধন দ্বারাও স্নেহাদি ভাব-সমূহ শীঘ্র ফলপ্রদ হইতে পারে না। অতএব সেই প্রপঞ্চগোচর শ্রীবৃন্দাবনীয় প্রকাশে উৎপত্তির পর শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গের পূর্ব্বেই সেই স্নেহাদিভাব সিদ্ধির জন্য, যোগমায়া, যাঁহাদের প্রেম প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, তাদৃশ ভক্তগণকে শ্রীকৃষ্ণাবতার-সময়ে প্রাকৃত-জনগোচর শ্রীবৃন্দাবনীয় প্রকাশে লইয়া যায়েন। সাধকভক্ত, কর্ম্মী এবং সিদ্ধ-ভক্তগণের সেই প্রপঞ্চগোচর শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ করিতে দেখা যায় বলিয়া উক্ত ধাম সাধকভূমি ও সিদ্ধভূমিরূপে-অনুভূত হয়। এস্থলে সন্দেহ হয় যে, জাতপ্রেম পরমোৎকণ্ঠাবান্ ভক্ত, সাধকদেহ-ভঙ্গানন্তর গোপীদেহ-প্রাপ্তির পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত এতাবৎকাল কোথায় থাকেন? তদুত্তরে—সাধকদেহ-নাশের পরই যিনি বহুকালাবধি সাক্ষাৎ সেবালাভের অভিলাষে উৎকণ্ঠাশীল, সেই প্রেমবান্ ভক্তকে ভগবান্ কৃপা পূর্ব্বকই সপরিকর স্বীয় দর্শন এবং উক্ত ভক্ত স্নেহাদি

প্রেমবিলাস সকল লাভ না করিলেও তাঁহাকে তদীয় অভিলষণীয় সেবাদি কিঞ্চিৎ দান করিয়া থাকেন। যেমন পূর্ব্বজন্মে নারদকে দর্শনাদি দিয়াছিলেন। আর চিদানন্দময় গোপীদেহও দান করিয়া থাকেন। সেই দেহই যোগমায়া, শ্রীকৃষ্ণপরিকরগণের আবির্ভাব-সময়ে শ্রীবৃন্দাবনীয় প্রকট—প্রকাশে গোপীগর্ভ হইতে প্রাদুর্ভূত করান—এ বিষয়ে নিমিষ মাত্রও কালবিলম্ব করেন না। যেহেতু অনবরত প্রকটলীলা চলিতেছেই, তাহার কখনও বিচ্ছেদ নাই। সেই সময়ে সেই ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীবৃন্দাবনীয়-লীলার প্রকটন ; সেখানেই, এই ব্রজ ভূমিতেই গোপীগর্ভে উৎপত্তি বুঝিতে হইবে। সুতরাং সাধক প্রেমবান্ ভক্তের দেহভঙ্গের সমকালেও সপরিকর শ্রীকৃষ্ণের প্রাদুর্ভাবও সততই আছে। অতএব হে মহানুরাগী উৎকণ্ঠাশীল ভক্তগণ! ভয় করিবেন না, স্থির হউন ; আপনাদের মঙ্গলই বিদ্যমান।

হে গোকুলানন্দন! তুমি লীলাবিলাসী, তুমি ভক্তি-মঞ্জরীর লুব্ধ মধুকর, তুমি মুগ্ধতা এবং সর্ব্বজ্ঞতার আকর, তোমাকে নমস্কার করি। হে প্রভো! তুমি স্বয়ং বলিয়াছ—"আমি আমার ভক্তকে বুদ্ধিযোগ দান করি, যে বুদ্ধি-যোগের দ্বারা ভক্ত আমাকে প্রাপ্ত হয়।" তজ্জন্য আমি ইহাই প্রার্থনা করিতেছি যে, "হে ব্রজেন্দ্রনন্দন! গোপীবৃন্দের স্তন দ্বারা অলঙ্কৃত, তোমার দাস্য যে প্রকারে লাভ হয়, তদ্রূপ বুদ্ধিযোগ আমাকে দান কর।"

যাঁহারা রাগানুগাভক্তি সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে শাস্ত্রবিধির সম্পূর্ণ অতীত এইরূপ বলিয়া থাকেন, তাঁহারা, "যে সকল ব্যক্তি শাস্ত্রবিধিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রদ্ধা সহকারে অর্চ্চনা করে" "বিধিহীন অসৃষ্টান্ন" ইত্যাদি গীতার বাক্য-হেতুক নিন্দনীয়—আর তদ্দ্বারা বারম্বার উৎপাত অনুভব করিয়াছে, করিতেছে এবং করিবে। অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

অহো, রাগানুগামার্গ দেবগণেরও দুর্দ্দর্শ। বুদ্ধিমান্ ভক্ত, এই চন্দ্রিকা দ্বারা রাগ-পথের পরিচয় করিয়া লউন। ইতি রাগবর্ত্ম-চন্দ্রিকা সমাপ্ত।

"শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ-মাধুর্য্য-কাদম্বিনী গ্রন্থে প্রয়োজন প্রাপ্তি সম্বন্ধে বর্ণন করিয়াছেন", যথা—প্রথমে প্রেমোদয়ে অতিশয় চমৎকৃত ভক্তের লোচনযুগলে প্রভু ভগবান্ নিজ সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। অনন্তর তাঁহার ঐ মাধুর্য্যের দ্বারা ভক্তের সর্ব্বেন্দ্রিয় ও নয়নযুগলের সহিত মিলিত হইয়া সেই মহামাধুর্য্য দর্শনে লোচনময় ভাব প্রাপ্ত হইলে স্তম্ভ, কম্প ও বাষ্পাদির দ্বারা বিঘ্ন জন্মিতে থাকে ও তাহাতে ভক্তের আনন্দ-মূর্চ্ছা উপস্থিত হইলে শ্রীভগবান্ তখন তাদৃশ ভক্তকে প্রবোধিত করিবার জন্য তাঁহার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে তাঁহার দ্বিতীয় মাধুর্য্য সৌরভ্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। তখন সর্ব্বেন্দ্রিয়ের শক্তি কেন্দ্রীভূত হইয়া ভক্তের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে প্রস্ফুরিত হওয়ায় সকলেন্দ্রিয়ের ঘ্রাণময় ভাব হওয়ায় ভক্তের দ্বিতীয় আনন্দ-মূর্চ্ছার আবির্ভাব হইলে শ্রীভগবান্—"অরে মদ্ভক্ত, আমি তোমারই সম্পূর্ণ অধীন হইয়াছি, তুমি বিহ্বল না হইয়া আমাকে অনুভব করিয়া কামনার পূরণ কর" ইহা বলিয়া ভক্তের নিকট তাঁহার তৃতীয় মাধুর্য্য সৌস্বর্য্যের আবির্ভাব ঘটাইয়া থাকেন। উহার আবির্ভাবে যখন ভক্তের সর্ব্বেন্দ্রিয়-শক্তি পূর্ব্ববৎ শ্রবণময় ভাব প্রাপ্ত হয় ও তৃতীয় আনন্দ-মূর্চ্ছার উপক্রম হয়, তখন শ্রীভগবান্ নিজের চরণারবৃন্দ, করকমল, বক্ষোদেশ প্রভৃতির দ্বারা নিজ অঙ্গস্পর্শদান করিয়া তাঁহাকে নিজের চতুর্থ মাধুর্য্য সৌকুমার্য্য অনুভব করাইয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ দাস্য-ভাবযুক্ত ভক্তের মস্তকে চরণস্পর্শ, সখ্য-ভাবযুক্ত ভক্তের পানিযুগলে কর-কমলস্পর্শ, বাৎসল্য-ভাবযুক্ত ভক্তের স্বীয় করতলে অশ্রুমার্জ্জন এবং মধুর-ভাবযুক্ত ভক্তের বক্ষোদেশে বক্ষঃস্পর্শের দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া থাকেন, ভক্তের ভাব-ভেদে শ্রীভগবান্ এই প্রকার আচরণ করিয়া থাকেন—ইহাই বুঝিতে হইবে। পুনরায় শ্রীভগবান্ চতুর্থ মহামূর্চ্ছার প্রারম্ভে পঞ্চম মাধুর্য্য নিজ অধরসম্বন্ধীয় যে সৌরভ ভক্তের রসনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য করিয়া থাকেন এবং প্রেয়সী-ভাবশীল ভক্তের নিকট সেই সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া তাঁহার অভিলষিত রতি-ভজন প্রকাশ করিয়া থাকেন, এরূপ ভক্তের নিকট ভিন্ন তাহা তিনি অন্যত্র প্রকাশিত করেন না। তদনন্তর পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ভাবের ন্যায় তৎকালে প্রকাশিত আনন্দ-মূর্চ্ছার অত্যন্ত গাঢ়তা জন্মিলে অন্য কোনও প্রকারে প্রবোধ দান করিতে অসমর্থ হইয়া শ্রীভগবান্ ষষ্ঠ মাধুর্য্য-স্বরূপ নিজের

ঔদার্য্য বিস্তার করেন। সৌন্দর্য্যাদি সর্ব্বগুণকে ভক্তের নয়নাদি সর্ব্বেন্দ্রিয়ে বল পূর্ব্বক যুগপৎ বিতরণ করার নামই ঐ ঔদার্য্য। তৎকালে ভগবদিঙ্গিতজ্ঞ হইয়াই যেন প্রেম অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া তাহার অনুরূপ তৃষ্ণাদিকে অত্যন্ত বর্দ্ধিত করিয়া নিজেই চন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া সেই ভক্তে যুগপৎ শত শত আনন্দ-সমুদ্রের তরঙ্গের লীলার দ্বারা আলোড়িত ও জর্জ্জরিত করিয়া তাঁহার অন্তঃকরণকে পুনর্গঠনের দ্বারা নিজেই তাঁহার মনের অধিদেবতা হইয়া স্বীয় শক্তিকে এরূপ ভাবে বিস্তারিত করেন যে, যাহাতে ভক্তের অন্তঃকরণে নির্ব্বিবাদে ঐ সকল গুণের যুগপৎ আস্বাদন ঘটিয়া থাকে। একথা বলা উচিত নহে যে, ভক্তের মন অনেকাগ্র বা যুগপদ্ বহুবিষয়ের সম্পূর্ণভাবে আস্বাদন করিতে অসমর্থ—ঐ সমস্ত আস্বাদনের পরিপূর্ণ আনন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হয় না ; কারণ, শ্রীভগবানের অলৌকিক অচিন্ত্য শক্তির বলে তিনি অভূতপূর্ব্ব চমৎকারিত্ব বিস্তার করিয়া সকল ইন্দ্রিয়ের এক কালেই নয়নীভাব, শ্রবণীভাবাদি বিশেষ-ভাবে সম্পাদন করিয়াই ঐ প্রকার আস্বাদনের অতি সান্দ্রত্ব বা অত্যন্ত পরিপূর্ণানন্দময়ত্ব ঘটাইয়া থাকেন। এই অলৌকিক বিষয়ে লৌকিক অনুভববেদ্যতর্কের কোনও অবকাশ নাই ; কারণ, অলৌকিক বিষয়কে লৌকিক তর্কদ্বারা বুঝিবার বা বুঝাইবার চেষ্টা শাস্ত্রেই নিষিদ্ধ হইয়াছে।

তদনন্তর শ্রীভগবানের যত প্রকার মাধুর্য্য বর্ত্তমান, তাহার সকলগুলিই এককালে আস্বাদনের ইচ্ছাসত্ত্বেও ভক্ত-চাতকের চঞ্চুপুটে জলবিন্দুসমূহের ন্যায় পরিমিত হইতেছে না দেখিয়া শ্রীভগবান্ "তবে আমি কেন এত সৌন্দর্য্যাদি ধারণ করিতেছি," বলিয়া তখন যে তৎসমস্ত সৌন্দর্য্যাদি সম্যক্ ভোগ করাইবার জন্য তাঁহার সপ্তম মাধুর্য্য কারুণ্য বিস্তার করিয়া থাকেন। উহা শ্রীভগবানের সর্ব্বশক্তিসমূহের অর্দ্ধাক্ষাস্বরূপ হওয়ায় আগমাদিতে বিমলা, উৎকর্ষিণী ইত্যাদি অষ্টদিগ্‌দলে বর্ত্তমানা অষ্টস্বরূপশক্তি মধ্যস্থিত কর্ণিকায় মহারাজ-চক্রবর্ত্তিনীর ন্যায় অবস্থিতা হইয়া ভগবানের ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ নামে উক্তা হইয়া ভগবানের নয়নারবিন্দে আপনাকে প্রকাশিত করিয়া কখনও বা দাসাদিতে কৃপাশক্তির-বিলাস, কখনও মাতৃগণের বাৎসল্য, কখনও বা কারুণ্য, প্রিয়াদিতে কখনও চিত্ত-বিদ্রাবিণী আকর্ষিণীশক্তি, কোথাও বা কখনও অন্য অনুরূপ কোনও নামে অভিহিত বস্তুর উদয় করাইয়া থাকেন। ঐ কৃপাশক্তি কর্ত্তৃকই তাঁহার সর্ব্বব্যাপিনী ইচ্ছাশক্তি সাধুগণে সুষ্ঠুরূপে রাগপ্রাপ্তা হইয়া পরমাত্মারামকেও মহাচমৎকৃতিভূমিতে অধ্যারোহণ করাইয়া থাকেন অর্থাৎ আত্মারামগণ ঐ শক্তির চমৎকারিতা অনুভব করিয়া মুগ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে রত হইয়া থাকেন। এই কৃপাশক্তির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়া ভগবানের "ভক্তবাৎসল্য"-নামক গুণ শ্রীভাগবতের প্রথম স্কন্ধে ১।১৬।২৭ ,পৃথিবী-দেবী কর্ত্তৃক কথিত তাঁহার স্বরূপভূত সত্য-শৌচাদি মঙ্গলময় গুণ সকলকে সম্রাটের ন্যায় শাসন করিয়া থাকেন। অর্থাৎ সত্য-শৌচাদি গুণ ভগবানের ভক্তবাৎসল্য-গুণেরই আংশিক অভিব্যক্তি এবং ঐ ভক্তবাৎসল্য গুণ আবার তাঁহার কৃপাশক্তির অংশ। মোহ, তন্দ্রা, ভ্রম, রুক্ষরসতা, তীব্র-কাম, লোলতা, মদ, মাৎসর্য্য, হিংসা, খেদ, পরিশ্রম, অসত্য, ক্রোধ, আকাঙ্ক্ষা, আশঙ্কা, বিশ্ববিভ্রম, বিষমত্ব ও পরাপেক্ষা—দোষ এই অষ্টাদশ প্রকার। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীভগবদ্গুণ এই অষ্টাদশ প্রকার দোষরহিত। শ্রীভগবানে এই অষ্টাদশ (১৮) দোষ শাস্ত্রানুসারে সর্ব্বপ্রকারে নিষিদ্ধ হলেও ঐ কারুণ্যগুণের অনুরোধে রাম-কৃষ্ণাদি অবতারে কখনও কখনও বিদ্যমান বলিয়া ভক্তগণ কর্ত্তৃক অনুভূত হইয়া থাকে এবং তখন তাহারা মহাগুণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তদনন্তর শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক বিস্তারিত সৌন্দর্য্যাদিগুণ আস্বাদন করিবার জন্য ওজস্বী-ভক্ত ঐ সকল গুণ পুনঃ পুনঃ আস্বাদন করিয়া সেই সেই গুণের চমৎকৃতির পরাকাষ্ঠা পুনঃ পুনঃ লাভ করিয়া ভগবানের ভক্তবাৎসল্য বাস্তবিকই অশ্রুতচর মনে মনে পুনঃ পুনঃ অনুভব করিয়া তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া থাকে। তখন শ্রীভগবান্ এই প্রকার ভক্তকে বলিয়া থাকেন—"হে ভক্তবর্য্য ! তুমি বহুজন্ম আমার জন্য দারাগার ধনাদি পরিত্যাগ করিয়া আমারই পরিচর্য্যার অনুরোধে শীত, বাত, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ব্যথা, রোগাদি প্রভৃত ক্লেশ সহ্য করিয়াছ। তুমি বহুজন্মকৃত অবমাননাদিও গ্রাহ্য কর নাই, ভিক্ষাচর্য্যার দ্বারা তুমি জীবন যাপন করিয়াছ, আমি এতাদৃশ তোমাকে কিছুমাত্র দিতে না পারিয়া তোমার নিকট ঋণী আছি।

সার্ব্বভৌমত্ব, ব্রহ্মত্ব, যোগসিদ্ধি প্রভৃতি কিছুই তোমার অনুরূপ নহে, সুতরাং আমি কেমন করিয়া তাহা তোমাকে বিতরণ করিতে পারি? পশুর খাদ্য যে ঘাস-তুষাদি, তাহা কিরূপে মানুষকে দেওয়া যায়? সুতরাং আমি অজিত হইয়াও তোমা-কর্ত্তৃক জিত হইলাম, তোমার সৌশল্যই আমার একমাত্র অবলম্বন।" তখন অতিস্নিগ্ধ এই সকল বাক্যমাধুরী কর্ণভূষণরূপে গ্রহণ করিয়া ভক্ত বলিতে থাকেন—"হে প্রভো! হে ভগবান্! হে কৃপাপারাবার! আপনি আমাকে ঘোর সংসার-প্রবাহে পতিত ও তত্রত্য নক্রাবলী দ্বারা চর্ব্বিত ও ক্লেশপ্রাপ্ত দেখিয়া করুণোদ্রেকে আপনার নবনীত তুল্য কোমল-হৃদয় দ্রবীভূত হওয়ায় অখিল লোকাতীত শ্রীগুরুর রূপ ধারণপূর্ব্বক কামাদি অবিদ্যার ধ্বংসকারী সুদর্শন-স্বরূপ আপনার দর্শনের দ্বারা তাহাদিগকে ছেদন করিয়া তাহাদিগের করালদংষ্ট্রা হইতে আমাকে মোচন করিয়াছেন এবং নিজ চরণকমল যুগলের দাসীরূপে নিযুক্ত করিবার ইচ্ছায় নিজ মন্ত্র-বর্ণালী আমার কর্ণপথে প্রবেশ করাইয়া আমাকে ব্যথারহিত করিয়া বারংবার নিজের গুণের ও নামের শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির দ্বারা আমাকে শোধন করিয়াছেন। পরন্তু আমাকে নিজ ভক্তগণের সঙ্গ-দানের দ্বারা নিজের সেবাপ্রণালী বুঝাইয়া দিলেও আমি অধমতম দুর্ব্বুদ্ধি একদিনের জন্যও প্রভুর পরিচর্য্যা করিলাম না, এবম্প্রকারে এই দুরাচারী দণ্ডার্হ হইলেও দণ্ডদান না করিয়া বরং তাহাকে আপনার দর্শন-মাধুরী পান করাইলেন। পরন্তু "আমি নিজে ঋণী হইলাম" বলিয়া আমি প্রভুবরের শ্রীমুখবাণীর দ্বারা বিড়ম্বিত হইয়াছি বলিয়া আমি মনে করিতেছি। এখন আমি কি করি—পাঁচ, সাত, আট বা লক্ষকোটি যে অপরাধ আমার বর্ত্তমান, তাহা এক্ষণে ক্ষমা প্রার্থনা করাও আমার নিতান্ত ধৃষ্টতা। আমার অপরাধ পরার্দ্ধ হইতেও অধিক সংখ্যক বলিয়া বোধ হইতেছে। সেই চিরন্তন অপরাধ সকল অতি প্রবল, অতএব ভোগাবশিষ্ট-গুলিরও ফল ভোগ হউক। সম্প্রতি পূর্ব্বদিকে নবমেঘ, নীলপদ্ম ও নীলমণির সহিত শ্রীঅঙ্গের, চন্দ্রের সহিত শ্রীমুখের, নব-পল্লবের সহিত শ্রীচরণের সৌন্দর্য্যের উপমা দিয়া, দগ্ধসর্ষপার্দ্ধের সহিত স্বর্ণচূড় পর্ব্বতকে, চণক-কণার সহিত চিন্তামণিকে, ফেরুর সহিত সিংহকে এবং মশকের সহিত গরুড়কে সমান করিয়া আমি দুর্ব্বুদ্ধি-প্রযুক্ত যে স্পষ্ট অপরাধ করিয়াছি, ইহা এক্ষণে বুঝিতে পারিলাম। সেই সময়ে আমি প্রভুকে স্তব করিতে যাইয়া নিজের মূর্খতাকেই কবিত্ব বলিয়া লোকের নিকট প্রখ্যাপিত করিয়াছি। ইহার পর এখন হইতে আমার চক্ষুকর্ত্তৃক ক্ষণকালের জন্যও পরিদৃষ্ট শ্রীমূর্ত্তির রূপ-বৈভব ও বেগের দ্বারা বিতাড়িতা ধৈর্য্যরহিতা গাভীর ন্যায় আমার বাক্য আর কখনও শ্রীমূর্ত্তির সৌন্দর্য্যকল্পলতাকে আর উপমারূপ দংষ্ট্রার দ্বারা দূষিত করিতে সমর্থ হইবে না।

ভক্ত এইরূপে বহু প্রকারে জল্পনা করিতে থাকিলে শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়া পুনরায় প্রেয়সী প্রভৃতির ভাব-সম্বলিত সেই ভক্তকে যথাসম্ভব অভীষ্টানুরূপ তাৎকালিক স্ববিলাস বিলক্ষিত শ্রীবৃন্দাবন-কল্পবৃক্ষ, মহাযোগপীঠে স্বপ্রেয়সীবৃন্দমুখ্যা শ্রীবৃষভানুনন্দিনী, শ্রীললিতাদি তাঁহার সখীগণ, তাঁহাদের কিঙ্করীসকল, শ্রীসুবলাদি নিজ বয়স্যগণ, স্বপাল্যমানা দাসীগণ, শ্রীযমুনা, শ্রীগোবর্দ্ধন, ভাণ্ডীরবন, নন্দীশ্বরগিরি, তত্রত্য জনক-জননী, ভ্রাতা, আত্মীয় দাসাদি সমস্ত ব্রজবাসীকে রসোৎকর্ষ সহকারে দর্শন করাইয়া ঐ ভক্তকে দর্শনাদি-জনিত আনন্দোদ্ভূত মহা-মোহের তরঙ্গিণীতে নিমগ্ন করিয়া স্বয়ং পরিকর-গণের সহিত অন্তর্হিত হন। তদনন্তর ঐ ভক্ত কিয়ৎক্ষণ পরেই জাগরিত হইয়া পুনরায় প্রভুর দর্শন-প্রার্থী হইয়া নয়ন উন্মীলন করিয়া তাঁহাকে না দেখিতে পাইয়া অশ্রুজলে নিজে অভিসিঞ্চিত হইতে থাকেন এবং মনে করেন—"আমি কি স্বপ্ন দেখিলাম? তাহা হইলে শয্যালস্য বা নয়নের আবিলতা থাকিত, তাহা ত নাই; অতএব স্বপ্ন নহে। তবে ইহা কি কাহারও মায়া? তাহাও ত নহে; কারণ, এতাদৃশ আনন্দ কখনও মায়িক হওয়া অসম্ভব; তবে ইহা কি আমার চিত্তের ভ্রমময়ী কোনও বৃত্তি? তাহাও ত নহে; কারণ, তাহা হইলে ত' চিত্তে লয়বিক্ষেপাদির অনুভব হইত—তাহা ত' হইতেছে না। তবে কি ইহা আমার মনোভিলাষের পরিণাম প্রাপ্ত কোনও স্বকল্পিত বস্তুবিশেষ? না না তাহাও ত' নহে; কারণ, ঈদৃশ পদার্থের সীমাও কখন মনোরথে আরোহণ করিতে সমর্থ নহে। তবে কি ইহা স্ফূর্ত্তিলব্ধ ভগবৎসাক্ষাৎকার? তাহাও ত হইতে

পারে না ; কারণ, পূর্ব্ব পূর্ব্বোদ্ভূত স্ফূর্ত্তিসকল স্মরণ আছে। তাহা হইতে ইহা অতিশয় বিলক্ষণ।" এই প্রকার বিবিধ প্রকার সংশয়ের বশবর্ত্তী হইয়া ধরণীতে পতিত হইয়া ধূলিধূসরিত হইয়া পুনঃ পুনঃ তদ্দর্শন প্রার্থনা করিয়াও না পাইয়া তিনি খেদ করিতে করিতে ভূমিতে লুণ্ঠন ও রোদন করিতে করিতে গাত্রক্ষত করিয়া মূর্চ্ছা, জাগরণ, উত্থান, উপবেশন, অভিদ্রবণ (ক্ষরণ) করিতে করিতে উন্মত্তের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কখনও ক্রন্দন, কখনও জ্ঞানীর ন্যায় ক্ষণকাল তুষ্ণীভাব অবলম্বন করেন ; ভ্রষ্টাচারের ন্যায় কখনও বা নিত্যক্রিয়ার লোপ করেন, কখনও কখনও বা গ্রহাবিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় অসম্বন্ধ প্রলাপ করিতে থাকেন, কখনও বা কোনও ভক্ত আত্মীয়জন আশ্বাস প্রদান করিতে আসিয়া নিভৃতে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহাকে নিজের অনুভূত বিষয় বলিয়া থাকেন। সেই ব্যক্তি যদি যুক্তি দ্বারা তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন যে, "সখে। বহু ভাগ্যে তোমার ভগবৎসাক্ষাৎকার হইয়াছে" ; তবে ক্ষণকালের জন্য প্রকৃতিস্থেরন্যায় হইয়া ও প্রবোধবাক্যে হৃষ্ট হইয়া থাকেন। পুনরায় "হায় হায়! আমার পুনরায় কেন সেই রূপ দর্শন হইল না" ভাবিয়া বিষন্ন হইয়া বলিতে থাকেন—"হায়! কোন মহানুভাবচূড়ামণি মহাভাগবতের কৃপার ফলে আমার এরূপ হইয়াছিল, আমি নিতান্ত দুর্ভাগ্য বলিয়া কোনও দিন কখনও বিন্দুমাত্রকাল শ্রীভগবানের পরিচর্য্যা করি নাই, কোনও দিবসে কোনও প্রকারে প্রাপ্ত অহৈতুকী কৃপার ফলেই বোধ হয় উহা হইয়াছিল, অথবা বৈগুণ্য-সমুদ্রে অবস্থিত অতি ক্ষুদ্র আমাকে ঐ প্রকার করুণা করিয়া শ্রীভগবানের করুণা যে নিতান্তই নিরুপাধিকা ; তাহাই দর্শন করাইবার জন্য আমাতে মূর্ত্তিমতী হইয়া প্রকাশিতা হইলেন ; হায় হায়, কোন্ অনির্ব্বচনীয় ভাগ্যে এই নিধি আমার করতলগত হইল এবং কোন্ মহাপরাধের ফলেই বা ইহা হস্তচ্যুত হইল ? আমি নিতান্ত অজ্ঞ—এ বিষয়ের কিছুই নিশ্চয় করিতে সমর্থ হইতেছি না, এই প্রকার বিপদে আমার বুদ্ধিবৃত্তি শুদ্ধ হইয়াছে, আমি কোথায় যাইব ? কি করিব, ইহার কি উপায়—তাহাই বা কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব ? মহাশূন্যের ন্যায়, আত্মীয়স্বজনহীনের ন্যায়, নিরাশ্রয়ের ন্যায়, দাবানলে দগ্ধপ্রায়ের ন্যায় আমাকে যেন ত্রিভুবন গ্রাস করিতে আসিতেছে—আমার এইরূপ বোধ হইতেছে। এই লোকসঙ্গ হইতে দূর হইয়া নির্জ্জন প্রদেশে অবস্থিত হইয়া ক্ষণকাল এই বিষয়ে প্রণিধান করি।" এই বলিয়া নির্জ্জনে যাইয়াও ভক্ত বলিতে থাকেন, "হা প্রভো! হে সুন্দর-মুখারবিন্দ-মাধুরী-ধারিন্, হে পরমামৃতময়! নিখিল বিপিনের শ্রী-ধারণকারী আপনার শ্রীবিগ্রহের সৌন্দর্য্যে শ্রীবৃন্দাবন ভাবিত ও বাসিত হইতেছে। আপনার গলদোলিত বনমালার পরিমলে অলিকুল চঞ্চল হইয়া উহার চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছে, আমি কেমন করিয়া পুনরায় ক্ষণমাত্রের জন্যও আপনার দর্শন লাভ করিব ? আমি একবার মাত্র আপনার মাধুর্য্যামৃত আস্বাদন করিয়াছি, আমি আপনার ঐ অপরূপ মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার জন্য কি আর পুনরায় আপনার অভ্যর্থনা করিতে সমর্থ হইব না ?" ভক্ত এই প্রকার বিলাপ করিতে করিতে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইতে থাকেন, উন্মাদগ্রস্ত হইয়া যান এবং প্রতিদিকে তাঁহাকে দর্শন করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া কখনও যেন তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া হাসিতে থাকেন, কখনও বা ভ্রমণ করিতে থাকেন, কখনও বা গান করিতে থাকেন, আবার কখনও বা তাঁহাকে পুনরায় না দেখিতে পাইয়া অনুতাপ ও রোদন করিতে থাকেন। তিনি এইরূপ অলৌকিক চেষ্টা পরায়ণ হইয়া আয়ুকাল অতিবাহিত করিতে করিতে নিজের দেহও থাকিল কি না তাহারও অনুসন্ধান করেন না। অনন্তর ভক্ত যথাসময়ে শরীর ত্যাগ করিয়া নিজ শরীর সম্বন্ধে কোন জ্ঞান না থাকায় আমার দ্বারা অভ্যর্থিত হইয়া সেই করুণা সাগর প্রত্যক্ষীভূত হইয়া আমাকে সাক্ষাৎ সেবায় নিযুক্ত করিয়া স্বভবনে লইয়া যাইবেন ইহা নিশ্চিত বুঝিতে পারিয়া কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন।

অনন্তর ইহার পর উত্তরোত্তর স্বাদুবৈশিষ্ট্যশালী স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, মহাভাব নামক ভক্তিকল্পলতার ঊর্দ্ধপল্লবে জাত ফল আছে। সাধকদেহ তাহাদিগের আস্বাদ-সম্পদের উষ্ণতা, শৈত্য ও সংমর্দ্দ সহ্য করিবার যোগ্য

নহে। সুতরাং এই দেহে তাহাদের প্রকাশ অসম্ভব বলিয়া তাহাদের কথা এস্থলে বিবৃতি হইল না। এস্থলে রুচি, আসক্তি, ভাব ও প্রেমের লক্ষণ—নির্দ্দিষ্ট হইল। তাহাদের সাক্ষাৎ অনুভবগোচরতার কথাই বর্ণিত হইল। কেহ যদি ইহার প্রমাণের অপেক্ষা করেন তবে "তস্মিংস্তদা লব্ধরুচের্মহামতে" ভাঃ ১।৫।২৭ শ্লোক রুচির, "গুণেষু সক্তং বন্ধায় রতং বা পুংসি মুক্তয়ে" ভাঃ ৩।২৫।১৫ শ্লোকে আসক্তির, "প্রিয়শ্রবস্তঙ্গ মমাভবদ্রতি" ভাঃ ১।৫।২৬ শ্লোকে রতির, "প্রেমাতিভর-নির্ভিন্ন-পুলকাঙ্গোঽতিনির্বৃতো" ভাঃ ১।৬।১৮ শ্লোকে প্রেমের, "তা যে পিবন্ত্যবিতৃষো নৃপ গাঢ়কর্ণৈস্তান্ ন স্পৃশন্ত্যশনতৃড্ ভয়-শোক-মোহ" এই শ্লোকে রুচ্যনুভাবের "গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গ" শ্লোকে আসক্ত্যনুভাবের—"যথা ভ্রাম্যত্যয়ো ব্রহ্মন্ স্বয়মাকর্ষসন্নিধৌ। তথা মে ভ্রাম্যতে চেতশ্চক্রপাণের্যদৃচ্ছয়া॥" এই শ্লোকে রত্যনুভাবের,—"এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা" (ভাঃ ১১।২।৩৯) এই শ্লোকের "হসত্যথো রোদিতি তি গায়তীতি" প্রভৃতির দ্বারা প্রেমের অনুভাবের, "আহূত ইব মে শীঘ্রং দর্শনং যাতি চেতসা" এই শ্লোকে সেই সেই স্থানে স্ফূর্ত্তির; "পশ্যন্তিতে মে রুচিরাণ্যম্ব সন্ত" (ভাঃ ৩।২৫।৩৫ এই শ্লোকে সাক্ষাদ্দর্শনের "তৈর্দর্শনীয়াবয়বৈরুদারবিলাস-হাসেক্ষিত-বামসূক্তৈঃ" (ভাঃ ৩।২৫।৩৬) এই শ্লোকে লব্ধদর্শন ভক্তের অবস্থার, "স্বভাবে বাসো যথা পরিবৃতং মদিরা মদান্ধ" এই শ্লোকে চেষ্টার প্রমাণ আছে। ইতি মাধুর্য্য কাদম্বিনী সমাপ্ত॥

শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদ শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত গ্রন্থে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলার কথা বর্ণনা করিয়াছেন।

দশম দ্যুতি

প্রয়োজনতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সিদ্ধান্ত

আমি কে? এই জড়ব্রহ্মাণ্ডই বা কি? ভগবদ্বস্তুই বা কি? এবং আমাদের পরস্পর সম্বন্ধই বা কি? এই চারটী প্রশ্নের সদর্থ পাইলে 'সম্বন্ধ জ্ঞান' হয়। সম্বন্ধজ্ঞান-প্রাপ্ত পুরুষের কর্ত্তব্য কি? ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া সেই কর্ত্তব্যাবলম্বনকেই সর্ব্বশাস্ত্রের 'অভিধেয়' বলিয়া জানিতে হইবে। কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের পর যে রকম ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহারই নাম—'প্রয়োজন'।

সুখই প্রয়োজন বটে, কিন্তু জড়ীয় দেহ-সুখ বা বাসনা-সুখ যথার্থ নিত্য-সুখ নহে। চিৎ সুখই সুখ। তাহাই প্রয়োজন। অত্যন্ত মোক্ষে অত্যন্ত-দুঃখ-নিবৃত্তি বই কোনপ্রকার সুখ নাই। সুতরাং নিত্যসুখরূপ প্রয়োজন-জ্ঞানদ্বারা সম্বন্ধ-জ্ঞানের পুষ্টি এবং অভিধেয় আচরণের দৃঢ়তা ও শুদ্ধতা হয়।

তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, প্রীতিই জীবের প্রয়োজন। প্রীতির জন্য মানবগণ জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করেন। প্রীতিই মধু। প্রীতি কৃষ্ণ বিষয়ক হইলে অত্যন্ত উপাদেয় এবং ইতর-বিষয়ক হইলে অত্যন্ত হেয়। সুতরাং পূর্ত্ত, তপস্যা, যজ্ঞ, দান প্রভৃতি সমস্ত শুভকর্ম্মের, অষ্টাঙ্গ-যোগ এবং ব্রহ্মজ্ঞান, সমাধি প্রভৃতি সমস্ত শ্রেয়ঃ-চেষ্টার চরমফলরূপে ভগবৎপ্রীতিকেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তাহাই জীবের শাস্ত্রাভিধেয় পালনের একান্ত মঙ্গলময় ফল।"

'আমি কৃষ্ণদাস'—এই বুদ্ধির অনুগত যে-সমস্ত বাসনা, তাহাই কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা হইতে পারে। 'আমি ফলভোক্তা'—এই বুদ্ধি হইতে যে-সমস্ত বাঞ্ছার উদয়, সে-সমস্তই কামবাঞ্ছা। জীবের পক্ষে কৃষ্ণের "বিচ্ছেদগত" ভাবই স্বাভাবিক ভজন। "অপ্রাকৃত ব্রজে অপ্রাকৃত জীব অপ্রাকৃত গোপীদেহ লাভ করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে স্বীয় গুরুরূপা সখীর কুঞ্জে পাল্যদাসীভাবে অবস্থিতি করত বাহে নিরন্তর নাম-আশ্রয়-পূর্ব্বক কৃষ্ণের অষ্টকালীয় সেবায় শ্রীমতী রাধিকার পরিচর্য্যা করাই শ্রীচৈতন্যচরনাশ্রিত ব্যক্তির ভজন-চাতুরী।"

চতুর্ব্বর্গঃ—ওরে মন, কর্ম্মের কুহরে গেল কাল। স্বর্গাদি সুখের আশে, পড়িলাম কর্ম্মফাঁসে, উর্ণনাভ-সম

কর্ম্মজাল ॥ উপবাস-ব্রতধরি', নানা কায়ক্লেশ করি', ভস্মে ঘৃত ঢালিয়া অপার। মরিলাম নিজ-দোষে, জরা-মরণের ফাঁসে, হইবারে নারিনু উদ্ধার ॥ (কঃ কঃ)

কাম-প্রেম দেখ ভাই, লক্ষণেতে ভেদ নাই, তবু কাম 'প্রেম' নাহি হয়। তুমি ত' বরিলে কাম, মিথ্যা তাহে 'প্রেম' নাম, আরোপিলে কিসে শুভ হয়। (কঃ কঃ)

কেবল বৈরাগ্য করি', তাহা না পাইতে পারি, কেবল জ্ঞানেতে তাহা নাই। বৈরাগ্য-জ্ঞানের বলে, বিষয়বন্ধন গলে, জীবের কৈবল্য হয় ভাই ॥ কৈবল্যে আনন্দ নাই, সর্ব্বনাশ বলি তাই, কৈবল্যের নিতান্ত ধিক্কার। এদিকে বিষয় গেল. শ্রেষ্ঠ কিছু না মিলিল, কৈবল্যের করহ বিচার ॥ (নবদ্বীপ মাহাত্ম্য ৭ অং)

ব্রহ্মবাদীদিগের ব্রহ্মতত্ত্বে আত্মার লয় অর্থাৎ সম্পূর্ণ সাযুজ্যরূপ মোক্ষানুসন্ধানটী নিতান্ত আত্মচৌর্য্যরূপ দোষ-বিশেষ; যেহেতু তাহাতে কিছুমাত্র আনন্দ নাই; জীবেরও কোন লাভ নাই এবং ব্রহ্মেরও কোন প্রকার উদ্দেশ্য সাধন হয় না। যে-সকল-দৈত্যকে শাস্ত্রে গো-বিপ্রাদিঘাতী বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন, সেই কংসাদি দৈত্য যে সাযুজ্য-মোক্ষ লাভ করিয়াছেন, সেই মোক্ষকে কিরূপে শ্লাঘ্য বলা যায়?

সাযুজ্য দুই প্রকার—ব্রহ্মসাযুজ্য ও ঈশ্বরসাযুজ্য। মায়াবাদী বৈদান্তিকের মতে, জীবের চরম ফল—ব্রহ্ম-সাযুজ্য; পাতঞ্জল-মতে, কৈবল্য-অবস্থায় ঈশ্বর-সাযুজ্য। এই দুই সাযুজ্যের মধ্যে ঈশ্বর-সাযুজ্যই অধিকতর ঘৃণার্হ। ব্রহ্মসাযুজ্যে নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানদ্বারা নির্ব্বিশেষ-গতি-লাভ; কিন্তু সবিশেষ-ঈশ্বরকেই ধ্যান করিয়া যে কৈবল্যরূপ ঈশ্বর সাযুজ্য লাভ হয়, তাহাই বাসনাদোষে অতিরিক্ত পতনরূপ ফল। 'ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষ-বিশেষঃ ঈশ্বরঃ। 'স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালানবচ্ছেদাৎ।' এতদ্দ্বারা সবিশেষ ঈশ্বরের নিত্যত্ব দেখা যায়। পুনরায় ঐ পাতঞ্জলে কৈবল্যপাদে 'পুরুষার্থ-পুণ্যানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপ প্রতিষ্ঠা বা চিতি শক্তিরিতি'—এই সূত্রদ্বারা সাধকের সিদ্ধাবস্থায় অন্য পুরুষ ঈশ্বরের অবস্থানাভাব। সবিশেষ-তত্ত্বাশ্রয়চ্ছলে যোগমার্গ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। অর্থাৎ যোগ-পন্থায় সবিশেষ-তত্ত্বের উপাসনায় সবিশেষ ফল না হইয়া অত্যন্ত সুদূরবর্ত্তী ধিক্কার-যোগ্য ফল হইল। অঃ প্রঃ ভাঃ মঃ ৬।২৬৯। সাযুজ্য-মুক্তিসুখ সর্ব্বদাই কেবল অস্ফুট, সুতরাং ক্ষুদ্র ও একাকার। ভক্তিসুখ একরূপ হইয়াও অদ্ভুতরূপে বহুরূপ। শ্রীহরির মহাভক্তিবিলাস—মাধুরীভর, সুতরাং তদুভয়প্রকার সুখই সর্ব্বদা পরস্পর বিপরীত অর্থাৎ প্রতিযোগী। ভক্তিসুখ যাঁহারা আস্বাদন করেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে তাহা অবিতর্ক্য। (বৃঃ ভাঃ তাৎপর্য্যানুবাদ)

স্থায়িভাব-রতি ঃ—অন্য সকল ভাবকে নিজ-বশে রাখিয়া যে ভাব কর্ত্তৃত্ব করে, তাহাই স্থায়িভাব। জাত-ভাব-পুরুষের যে রতি লক্ষিত হইয়াছে, তাহাই কৃষ্ণে অনন্য-মমতাসংযুক্ত ও কিয়ৎপরিমাণে গাঢ় হইতে হইতেই রসোপযোগী স্থায়ীভাব হইতে পারে। যদিও ঐ রতি স্বীয় নির্দিষ্ট সীমা অর্থাৎ অবিমিশ্র একভাবত্ব অতিক্রম করিয়া প্রেমপ্রকোষ্ঠে পদার্পণ করিয়াছে, তথাপি তাহাকে রতিই বলা যাইবে, যেহেতু প্রেম অসীমত্ব-প্রযুক্ত সর্ব্বাবস্থায় রতিত্ব-দশায় পরিচিত হয় না। কোন অবস্থায় প্রেম রসের পরাকাষ্ঠাকে আত্মসাৎ করিয়া পরিচিত হয়, এতএব স্থায়িভাব বলিতে রতিই অগ্রসর হইবে।

রতিই প্রেমের প্রথমাবস্থা এবং প্রেমই রতির গাঢ়াবস্থা। প্রেম—সূর্য্যস্বরূপ এবং রতি বা ভাব—তাহার কিরণস্বরূপ। রতি উদিত হইলে অল্প-অল্প সাত্ত্বিকাদি ভাব উদিত হয়। রতি-বদ্ধজীবের মনোবৃত্তিতে আবির্ভূত হইয়াও স্বয়ং চিদ্ব্যাপার, অতএব স্বপ্রকাশ হইয়াও প্রকাশ্যভাবের ন্যায় প্রতীত হন এবং মনোবৃত্তিরূপে লক্ষিত হইতে থাকেন। কৃষ্ণের বা কৃষ্ণভক্তের প্রসাদ ও সাধনাভিনিবেশ হইতে জগতে এইরূপ দুই প্রকারে রতির উদয় হয়। জগতে "সাধনাভিনিবেশজ' রতিই সবর লক্ষিত হয়। "প্রসাদজ" রতি বিরলোদয়। সাধনাভিনিবেশজ রতি আবার বৈধ-সাধনজ ও রাগানুগা-সাধনজ-ভেদে দ্বিবিধ। (শ্রীচৈঃ শিঃ ১১) জড়দেহে যে রতি

নহে। সুতরাং এই দেহে তাহাদের প্রকাশ অসম্ভব বলিয়া তাহাদের কথা এস্থলে বিবৃতি হইল না। এস্থলে রুচি, আসক্তি, ভাব ও প্রেমের লক্ষণ—নির্দ্দিষ্ট হইল। তাহাদের সাক্ষাৎ অনুভবগোচরতার কথাই বর্ণিত হইল। কেহ যদি ইহার প্রমাণের অপেক্ষা করেন তবে "তস্মিংস্তদা লব্ধরুচের্মহামতে" ভাঃ ১।৫।২৭ শ্লোক রুচির, "গুণেষু সক্তং বন্ধায় রতং বা পুংসি মুক্তয়ে" ভাঃ ৩।২৫।১৫ শ্লোকে আসক্তির, "প্রিয়শ্রবস্যঙ্গ মমাভবদ্রতি" ভাঃ ১।৫।২৬ শ্লোকে রতির, "প্রেমাতিভর-নির্ভিন্ন-পুলকাঙ্গোঽতিনির্বৃতঃ" ভাঃ ১।৬।১৮ শ্লোকে প্রেমের, "তা যে পিবন্ত্যবিতৃষো নৃপ গাঢ়কর্ণৈস্তান্ ন স্পৃশন্ত্যশনতৃড়্ ভয়-শোক-মোহ" এই শ্লোকে রুচ্যনুভাবের "গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গ" শ্লোকে আসক্ত্যনুভাবের—"যথা ভ্রাম্যত্যয়ো ব্রহ্মন্ স্বয়মাকর্ষসন্নিধৌ। তথা মে ভ্রাম্যতে চেতশ্চক্রপাণেযদৃচ্ছয়া॥" এই শ্লোকে রত্যনুভাবের,—"এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা" (ভাঃ ১১।২।৩৯) এই শ্লোকের "হসত্যথো রোদিতি তি গায়তীতি" প্রভৃতির দ্বারা প্রেমের অনুভাবের, "আহূত ইব মে শীঘ্রং দর্শনং যাতি চেতসা" এই শ্লোকে সেই সেই স্থানে স্ফূর্ত্তির; "পশ্যন্তিতে মে রুচিরাণ্যম্ব সন্ত" (ভাঃ ৩।২৫।৩৫ এই শ্লোকে সাক্ষাদ্দর্শনের "তৈর্দর্শনীয়াবয়বৈরুদারবিলাস-হাসেক্ষিত-বামসূক্তৈঃ" (ভাঃ ৩।২৫।৩৬) এই শ্লোকে লব্ধদর্শন ভক্তের অবস্থার, "স্বভাবে বাসো যথা পরিবৃতং মদিরা মদান্ধ" এই শ্লোকে চেষ্টার প্রমাণ আছে। ইতি মাধুর্য্য কাদম্বিনী সমাপ্ত॥

শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদ শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত গ্রন্থে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলার কথা বর্ণনা করিয়াছেন।

দশম দ্যুতি

প্রয়োজনতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সিদ্ধান্ত

আমি কে? এই জড়ব্রহ্মাণ্ডই বা কি? ভগবদ্বস্তুই বা কি? এবং আমাদের পরস্পর সম্বন্ধই বা কি? এই চারটী প্রশ্নের সদর্থ পাইলে 'সম্বন্ধ জ্ঞান' হয়। সম্বন্ধজ্ঞান-প্রাপ্ত পুরুষের কর্ত্তব্য কি? ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া সেই কর্ত্তব্যাবলম্বনকেই সর্ব্বশাস্ত্রের 'অভিধেয়' বলিয়া জানিতে হইবে। কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের পর যে রকম ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহারই নাম—'প্রয়োজন'।

সুখই প্রয়োজন বটে, কিন্তু জড়ীয় দেহ-সুখ বা বাসনা-সুখ যথার্থ নিত্য-সুখ নহে। চিৎ সুখই সুখ। তাহাই প্রয়োজন। অত্যন্ত মোক্ষে অত্যন্ত-দুঃখ-নিবৃত্তি বই কোনপ্রকার সুখ নাই। সুতরাং নিত্যসুখরূপ প্রয়োজন-জ্ঞানদ্বারা সম্বন্ধ-জ্ঞানের পুষ্টি এবং অভিধেয় আচরণের দৃঢ়তা ও শুদ্ধতা হয়।

তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, প্রীতিই জীবের প্রয়োজন। প্রীতির জন্য মানবগণ জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করেন। প্রীতিই মধু। প্রীতি কৃষ্ণ বিষয়ক হইলে অত্যন্ত উপাদেয় এবং ইতর-বিষয়ক হইলে অত্যন্ত হেয়। সুতরাং পূর্ত্ত, তপস্যা, যজ্ঞ, দান প্রভৃতি সমস্ত শুভকর্ম্মের, অষ্টাঙ্গ-যোগ এবং ব্রহ্মজ্ঞান, সমাধি প্রভৃতি সমস্ত শ্রেয়ঃ-চেষ্টার চরমফলরূপে ভগবৎপ্রীতিকেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তাহাই জীবের শাস্ত্রাভিধেয় পালনের একান্ত মঙ্গলময় ফল।"

'আমি কৃষ্ণদাস'—এই বুদ্ধির অনুগত যে-সমস্ত বাসনা, তাহাই কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা হইতে পারে। 'আমি ফলভোক্তা'—এই বুদ্ধি হইতে যে-সমস্ত বাঞ্ছার উদয়, সে-সমস্তই কামবাঞ্ছা। জীবের পক্ষে কৃষ্ণের "বিচ্ছেদগত" ভাবই স্বাভাবিক ভজন। "অপ্রাকৃত ব্রজে অপ্রাকৃত জীব অপ্রাকৃত গোপীদেহ লাভ করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে স্বীয় গুরুরূপা সখীর কুঞ্জে পাল্যদাসীভাবে অবস্থিতি করত বাহ্যে নিরন্তর নাম-আশ্রয়-পূর্ব্বক কৃষ্ণের অষ্টকালীয় সেবায় শ্রীমতী রাধিকার পরিচর্য্যা করাই শ্রীচৈতন্যচরনাশ্রিত ব্যক্তির ভজন-চাতুরী।"

চতুর্ব্বর্গঃ—ওরে মন, কর্ম্মের কুহরে গেল কাল। স্বর্গাদি সুখের আশে, পড়িলাম কর্ম্মফাঁসে, উর্ণনাভ-সম

কর্ম্মজাল ॥ উপবাস-ব্রতধরি', নানা কায়ক্লেশ করি', ভস্মে ঘৃত ঢালিয়া অপার। মরিলাম নিজ-দোষে, জরা-মরণের ফাঁসে, হইবারে নারিনু উদ্ধার ॥ (কঃ কঃ)

কাম-প্রেম দেখ ভাই, লক্ষণেতে ভেদ নাই, তবু কাম 'প্রেম' নাহি হয়। তুমি ত' বরিলে কাম, মিথ্যা তাহে 'প্রেম' নাম, আরোপিলে কিসে শুভ হয়। (কঃ কঃ)

কেবল বৈরাগ্য করি', তাহা না পাইতে পারি, কেবল জ্ঞানেতে তাহা নাই। বৈরাগ্য-জ্ঞানের বলে, বিষয়বন্ধন গলে, জীবের কৈবল্য হয় ভাই ॥ কৈবল্যে আনন্দ নাই, সর্ব্বনাশ বলি তাই, কৈবল্যের নিতান্ত ধিক্কার। এদিকে বিষয় গেল. শ্রেষ্ঠ কিছু না মিলিল, কৈবল্যের করহ বিচার ॥ (নবদ্বীপ মাহাত্ম্য ৭ অং)

ব্রহ্মবাদীদিগের ব্রহ্মতত্ত্বে আত্মার লয় অর্থাৎ সম্পূর্ণ সাযুজ্যরূপ মোক্ষানুসন্ধানটী নিতান্ত আত্মচৌর্য্যরূপ দোষ-বিশেষ ; যেহেতু তাহাতে কিছুমাত্র আনন্দ নাই ; জীবেরও কোন লাভ নাই এবং ব্রহ্মেরও কোন প্রকার উদ্দেশ্য সাধন হয় না। যে-সকল দৈত্যকে শাস্ত্রে গো-বিপ্রাদিঘাতী বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন, সেই কংসাদি দৈত্য যে সাযুজ্য-মোক্ষ লাভ করিয়াছেন, সেই মোক্ষকে কিরূপে শ্লাঘ্য বলা যায় ?

সাযুজ্য দুই প্রকার—ব্রহ্মসাযুজ্য ও ঈশ্বরসাযুজ্য। মায়াবাদী বৈদান্তিকের মতে, জীবের চরম ফল—ব্রহ্ম-সাযুজ্য ; পাতঞ্জল-মতে, কৈবল্য-অবস্থায় ঈশ্বর-সাযুজ্য। এই দুই সাযুজ্যের মধ্যে ঈশ্বর-সাযুজ্যই অধিকতর ঘৃণার্হ। ব্রহ্মসাযুজ্যে নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানদ্বারা নির্ব্বিশেষ-গতি-লাভ ; কিন্তু সবিশেষ-ঈশ্বরকেই ধ্যান করিয়া যে কৈবল্যরূপ ঈশ্বর সাযুজ্য লাভ হয়, তাহাই বাসনাদোষে অতিরিক্ত পতনরূপ ফল। 'ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষ-বিশেষঃ ঈশ্বরঃ। 'স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালানবচ্ছেদাৎ।' এতদ্দ্বারা সবিশেষ ঈশ্বরের নিত্যত্ব দেখা যায়। পুনরায় ঐ পাতঞ্জলে কৈবল্যপাদে 'পুরুষার্থ-পুণ্যানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপ প্রতিষ্ঠা বা চিতি শক্তিরিতি'—এই সূত্রদ্বারা সাধকের সিদ্ধাবস্থায় অন্য পুরুষ ঈশ্বরের অবস্থানাভাব। সবিশেষ-তত্ত্বাশ্রয়চ্ছলে যোগমার্গ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। অর্থাৎ যোগ-পন্থায় সবিশেষ-তত্ত্বের উপাসনায় সবিশেষ ফল না হইয়া অত্যন্ত সুদূরবর্ত্তী ধিক্কার-যোগ্য ফল হইল। অঃ প্রঃ ভাঃ মঃ ৬।২৬৯। সাযুজ্য-মুক্তিসুখ সর্ব্বদাই কেবল অস্ফুট, সুতরাং ক্ষুদ্র ও একাকার। ভক্তিসুখ একরূপ হইয়াও অদ্ভুতরূপে বহুরূপ। শ্রীহরির মহাভক্তিবিলাস—মাধুরীভর, সুতরাং তদুভয়প্রকার সুখই সর্ব্বদা পরস্পর বিপরীত অর্থাৎ প্রতিযোগী। ভক্তিসুখ যাঁহারা আস্বাদন করেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে তাহা অবিতর্ক্য। (বৃঃ ভাঃ তাৎপর্য্যানুবাদ)

স্থায়িভাব-রতি ঃ—অন্য সকল ভাবকে নিজ-বশে রাখিয়া যে ভাব কর্ত্তৃত্ব করে, তাহাই স্থায়িভাব। জাত-ভাব-পুরুষের যে রতি লক্ষিত হইয়াছে, তাহাই কৃষ্ণে অনন্য-মমতাসংযুক্ত ও কিয়ৎপরিমাণে গাঢ় হইতে হইতেই রসোপযোগী স্থায়ীভাব হইতে পারে। যদিও ঐ রতি স্বীয় নির্দিষ্ট সীমা অর্থাৎ অবিমিশ্র একভাবত্ব অতিক্রম করিয়া প্রেমপ্রকোষ্ঠে পদার্পণ করিয়াছে, তথাপি তাহাকে রতিই বলা যাইবে, যেহেতু প্রেম অসীমত্ব-প্রযুক্ত সর্ব্বাবস্থায় রতিত্ব-দশায় পরিচিত হয় না। কোন অবস্থায় প্রেম রসের পরাকাষ্ঠাকে আত্মসাৎ করিয়া পরিচিত হয়, এতএব স্থায়িভাব বলিতে রতিই অগ্রসর হইবে।

রতিই প্রেমের প্রথমাবস্থা এবং প্রেমই রতির গাঢ়াবস্থা। প্রেম—সূর্য্যস্বরূপ এবং রতি বা ভাব—তাহার কিরণস্বরূপ। রতি উদিত হইলে অল্প-অল্প সাত্ত্বিকাদি ভাব উদিত হয়। রতি-বদ্ধজীবের মনোবৃত্তিতে আবির্ভূত হইয়াও স্বয়ং চিদ্ব্যাপার, অতএব স্বপ্রকাশ হইয়াও প্রকাশ্যতত্ত্বের ন্যায় প্রতীত হন এবং মনোবৃত্তিরূপে লক্ষিত হইতে থাকেন। কৃষ্ণের বা কৃষ্ণভক্তের প্রসাদ ও সাধনাভিনিবেশ হইতে জগতে এইরূপ দুই প্রকারে রতির উদয় হয়। জগতে "সাধনাভিনিবেশজ" রতিই সর্বত্র লক্ষিত হয়। "প্রসাদজ" রতি বিরলোদয়। সাধনাভিনিবেশজ রতি আবার বৈধ-সাধনজও রাগানুগা-সাধনজ-ভেদে দ্বিবিধ। (শ্রীমঃ শিঃ ১১) জড়দেহে যে রতি

আছে, সে রতি চিতানলে দগ্ধ হয়, আত্মার সহিত নিত্যরূপে থাকে না। পৃথিবীতে যে স্ত্রী-পুরুষ-ব্যবহার আছে, তাহা অতি তুচ্ছ ; কেন না, দেহের সুখ দেহের সহিত শেষ হয়। জীব যিনি, তিনি আত্মা, তাঁহার একটি নিত্য-দেহ আছে। সেই নিত্য-দেহে সকল-জীবই স্ত্রী এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই একমাত্র পুরুষ। জড়-দেহের চেষ্টা-সকলকে ক্রমশঃ খর্ব্ব করিয়া নিত্য-দেহের চেষ্টাকে বৃদ্ধি করিতে হইবে। যেমন জড়ীয় স্ত্রী দেহের রতি উৎকট-ভাবে পুরুষের প্রতি ধাবিত হয়, তদ্রূপ নিত্য-স্ত্রী-দেহের অপ্রাকৃত রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ধাবিত করাই প্রয়োজন। বিষয়ের প্রতি চিত্তের যে লালসা, তাহাকেই 'রতি' বলে। "অপ্রাকৃত-সিদ্ধ-দেহের যে স্বাভাবিকী কৃষ্ণলালসা," তাহাই জীবের "নিত্য-রতি"। (প্রেঃ প্রঃ ৭ম)

রসবিচারশূন্য ভাবুক ব্যক্তিগণ রসবিচারশূন্য হইলেও কার্য্যতঃ তাঁহারা কিয়ৎপরিমাণে যে রসের আলোচনা করেন, তত্ত্বজ্ঞানাভাবে তাহাকেই চিন্তাগত ধ্যান, ধারণা, নিদিধ্যাসন, সমাধি, পূজা, প্রার্থনা (prayer) বা এবাদৎ ইত্যাদি নাম দিয়া থাকেন। যে-সময়ে উপাসক পূজা, প্রার্থনা বা এবাদৎ প্রভৃতি ক্রিয়াতে আবিষ্ট হন, তখন বিদ্যুৎগতির ন্যায় একটী ভাব তাঁহার অন্তরাত্মা হইতে উঠিয়া মনকে কম্পিত করে এবং দেহে রোমাঞ্চ প্রভৃতির কিছু কিছু ব্যাপ্তি উদ্ভাবন করে। তখন মনে হয়, ঐ ভাবটী যদি আমাতে স্থায়িরূপে থাকে, তাহা হইলে আর আমার কষ্ট হয় না। সে ভাবটী কি ? তাহা কি জড়ের ধর্ম্ম,—না চিন্তার ধর্ম্ম,—না জড়-বিপরীত ধর্ম্ম ? সমস্ত জগৎ অন্বেষণ কর, জড়ের মধ্যে কোথাও সেরূপ ভাব দেখিবে না। তড়িৎ পদার্থ (Elictricity) বা চুম্বক (Magnetism) যাহারা জড়ের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম, তাহাদের মধ্যে সে অবস্থা নাই। চিন্তাকে যদি বিচার করিয়া দেখা যায়, তাহাতেও সে ভাব নাই। জড়-বিপরীত চিন্তাতে ত' কিছুই নাই। তবে তাহা কোথা হইতে আসিল ? গম্ভীররূপে বিচার করিলে, জড়-আচ্ছাদিত জীবের সিদ্ধসত্তা হইতেই সেই ভাব উচ্ছলিত হয়। (চৈঃ শিঃ ২।৭।২) ॥

রতি একটি স্বাভাবিকী বৃত্তি, তাহার হেতু নাই, বিষয় দেখিলেই উত্তেজিত হয়। রতি প্রেমের বীজ, শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে সেই বীজকে অঙ্কুরিত করিতে হয়। (প্রেঃ প্রঃ ৭) ॥ অপ্রস্ফুট-প্রীতি প্রথমাবস্থায় কেবল উল্লাসময়ী। তখন তাহার নাম—রতি। সেই রতি শান্তরসে অনুমিত হয়। রতি জন্মিলে কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বস্তুকে তুচ্ছ জ্ঞান হয়। (শ্রীঃমঃশি) ॥ যতই অনর্থ বিগত হয়, ততই উন্নত সোপান অতিক্রম করিতে করিতে নিষ্ঠা রুচিরূপে, রুচি আসক্তিরূপে এবং আসক্তি ভাবরূপে প্রকাশিত হইতে থাকে। ভাব স্থায়ী হইয়া রতিরূপে সামগ্রীযোগে রস হয়। (সঃ তোঃ) ॥ ভাবাপন্ন-দশায় জড়দেহের অভিমান দূর হইয়া সিদ্ধদেহের অভিমান প্রবল হইয়া পড়ে। (হঃ চিঃ)

যোগৈশ্বর্য্য, ভোগৈশ্বর্য্য—সকলি সভয়। বৃন্দাবনে আত্মরতি জীবের অভয় ॥ (কঃ কঃ)

কোন ব্যক্তিতে সাধন দেখা গেল না, কিন্তু শুদ্ধ রতির উদয় দৃষ্ট হইলে বুঝিতে হইবে যে, প্রাগ্‌ভবীয় সুসাধন কোন কারণে স্থগিত ছিল। সেই বিঘ্ন বিনষ্ট হওয়ায় ফলোদয় হইল (শ্রীঃ মঃ শিঃ)। জাতরতি পুরুষের আচার-ব্যবহার যদি বৈগুণের ন্যায় লক্ষিত হয়, তথাপি তিনি কৃতার্থ ; তাঁহাতে কেহ অসূয়া করিবেন না। বস্তুতঃ "জাতরতি ব্যক্তির চরিত্র নির্দ্দোষ।" কোন কোন সামান্য ক্রিয়া সাধারণ বৈধাচারের বিরুদ্ধ বলিয়া দেখা যায়, তাহা বস্তুতঃ তাঁহার পক্ষে দূষনীয় নয় ; বিধি-প্রসক্ত নিম্নাধিকারীর চক্ষে তাহা বৈগুণ্যের ন্যায় বোধ হয় মাত্র। (শ্রীমঃ শিঃ ১১)।

রতি অতি দুর্ল্লভ পদার্থ। মুমুক্ষু ও বুভুক্ষু প্রভৃতি ব্যক্তি-সমূহে যে-সমস্ত রতি-লক্ষণ দেখা যায়, সে-সমস্তই রত্যাভাস কাহারও যদি নিরপেক্ষত্ব সত্ত্বেও ভাব হয়, তবে তিনি ধন্য। কিন্তু বিচার-পূর্ব্বক যদি ভাব-লক্ষণ-সকল স্বীকার করেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে—সে ভাবসমূহ যথার্থ ভাব নয়, সে-সকল কেবল ভাবাভাসমাত্র। 'ভাব'-সম্বন্ধে বিশুদ্ধপ্রেমাচার্য্য শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন—কিন্তু বালচমৎকারকারী তচ্চিহ্ন বীক্ষয়া। অভিজ্ঞেন সুবোধ্যোঽয়ং রত্যাভাসঃপ্রকীর্ত্তিতঃ ॥ প্রতিবিম্বস্তথা ছায়া-রত্যাভাসো দ্বিধা মতঃ রত্যাভাস দুই প্রকার—প্রতিবিম্ব রত্যাভাস ও ছায়া-রত্যাভাস। রত্যাভাস-

মাত্রেই সর্ব্বপ্রকার রতি-লক্ষণ লক্ষিত হয়। তাহাতে নির্ব্বোধ লোকেরা চমৎকৃত হইয়া পড়ে; কিন্তু যথার্থ রতির আস্বাদকগণ তাহা চিনিতে পারেন। (সঃ তোঃ ২।৬)

সাধন-ভক্তি যখন 'ভাবাবস্থা' প্রাপ্ত হয়, তখন কৃষ্ণ-কৃপা-বলে প্রেমরূপ অঞ্জন সেই ভাব-ভক্তের চক্ষে প্রযুক্তহয়; তাহা হইলেই সাক্ষাদ্ দর্শন হয় (ব্রঃ সং ৫।৩৮)॥

শান্তরতি:—জীবের শুদ্ধা রতি অনেকদিন আশ্রয়ের সহিত জড়কুণ্ঠতা ও বিকৃতি ভোগ করিয়া, অনর্থোপশম হইলে, আহা! কি ভয়ঙ্কর আপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইলাম বলিয়া স্বীয় শুদ্ধাবস্থায় বিশ্রামে লাভ করে। সে-সময় শান্তিরূপ একটী আশ্রয়গত-ভাব তাহাকে স্পর্শ করিলে, রতি তখন শান্তি-রতি হয়। উপাস্য-বস্তু নির্ব্বিশেষ নয়, কিন্তু সবিশেষ, এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা ভগবত্তত্ত্ব-সম্বন্ধি-বুদ্ধিকে 'শম' বলা যায়। শম যে উপাসকের হৃদয়ে আসীন হইয়াছে, সে উপাসক যখন উৎপন্ন-রতি হন, তখন তাঁহার রতিকে 'শান্তিরতি' বলে। শান্ত জীবই শান্তরতির আশ্রয়। সবিশেষ ভগবান্ই সেই রতির বিষয়। শান্ত জীব ভগবত্তত্ত্বে জড়-বুদ্ধি-পরিশূন্য। চিৎসুখ-প্রাপ্তির যোগ তাঁহার উপাসনা-লিঙ্গ। বিষয়োন্মুখতা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিজানন্দে তিনি স্থিত হন। অতএব কৃষ্ণ তাহার সম্বন্ধে পরমাত্মা বা কিঞ্চিৎ সবিশেষ ব্রহ্মরূপে প্রতীত হইয়া তাঁহার রতির বিষয় হন॥ (চৈঃ শিঃ ৭।৩)।

দাস্য-রতি:—রতিতে অনন্য মমতা সংযুক্ত হইলে দাস্য বা প্রীতি-রতি হয়। তখন ভগবান্কে 'প্রভু' বোধ করত জীব আপনাকে তাঁহার 'নিত্যদাস' বলিয়া সম্বন্ধ স্থাপনা করেন। দাস্য-রতি দুইপ্রকার—সম্ভ্রমগত ও গৌরবগত। সম্ভ্রমগত দাস্যে জীব আপনাকে অনুগৃহীত মনে করেন, গৌরবগত-দাস্যে আপনাকে লাল্য বলিয়া মনে করেন। কিঙ্করসকল—সম্ভ্রমগত দাস্যের আশ্রয়। পুত্রসকল—গৌরবগত দাস্যের আশ্রয়। দাস্যগত রসে স্থায়িভাব প্রেম অর্থাৎ রতি মমতার দ্বারা পুষ্ট হইয়া 'প্রেম' হইয়া থাকে। অতএব দাস্যে রতি ও প্রেমরূপ লক্ষণদ্বয়-যুক্ত স্থায়িভাব আছে। তাহাতে স্নেহ ও রাগ কিছু কিছু থাকে। (চৈঃ শিঃ ৭।১)॥ কৃষ্ণে দাসাভিমানী ব্যক্তিদিগের ব্রজেন্দ্রনন্দনে সম্ভ্রমবিশিষ্টা প্রীতি উৎপন্ন হয়। তাহাই পুষ্ট হইয়া 'সম্ভ্রম-প্রীত' সংজ্ঞা লাভ করে। এই রসে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণদাসগণ আলম্বন। (জৈঃ ধঃ ২৯)

সখ্য:—সখ্য বা প্রেমভক্তিরসে স্থায়িভাব প্রণয়। রতি ও প্রেম তাহাতে নিহিত আছে। দাস্যে যে সম্ভ্রম ও গৌরব ছিল তাহা পরিপাক হইয়া সখ্যে বিশ্রম্ভ বা অটল বিশ্বাস হইয়া যায়। ইহাতে রতি, প্রেম, প্রণয় বলবান; স্নেহও রাগ কিছু কিছু থাকে। (চৈঃ শিঃ ৭।১)

বাৎসল্য:—বৎসল-রসে বিশ্রম্ভ পরিপাক-অবস্থায় অনুকম্পা হইয়া পড়ে। তাহাতে রতি, প্রেম, প্রণয় ও স্নেহ পর্য্যন্ত প্রবল। রাগও থাকে। (চৈঃ শিঃ ৭।১)॥

মধুর-রতি:—শৃঙ্গার বা মধুর ভক্তিরসে কমনীয়ত্ব প্রবল হইয়া সম্ভ্রম, গৌরব, বিশ্রম্ভ ও অনুকম্পাকে স্বসত্তায় পর্য্যবসিত করিয়া ফেলে। ইহাতে স্থায়িভাব যে প্রিয়তা নামা রতি, তাহা প্রেম, প্রণয়, স্নেহ, রাগ পর্য্যন্ত ভাবে পুষ্ট হয়। ভাবও মহাভাব ইহাতে উদিত হয়। (চৈঃ শিঃ ৭।১)

যে-সকল মুক্তিকামী লোক মুক্তিলাভের জন্য ঈশ্বরের উপাসনা করে, তাহাদের যে পুলকাশ্রু, তাহা রত্যাভ্যাস হইতে হয়। যাহাদের হৃদয় শ্লথ, তাহাদের হৃদয়ে অকারণ আহ্লাদ ও বিস্ময়াদির আভাস উদিত হয়। সে আভাস হইতে যে-সকল বিকার হয়, সে-সমুদয় সত্ত্বাভাস জনিত। (চৈঃ শিঃ ৭।১)

রসতত্ত্ব। ভগবানের সহিত জীবের নিত্যসম্বন্ধাবিকারই রসোদয়। (চঃ শিঃ) রসতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে অপ্রাকৃত; তাহাতে জড়দেহের স্ত্রী-পুরুষ-সম্বন্ধ নাই, তাহাতে সমস্তই চিন্ময়। (সঃ তোঃ ৫।১)॥ জীবের সিদ্ধ-দেহেই রসোদ্ভাবন করা কর্ত্তব্য; কোনক্রমে এই জড়বদ্ধদেহে তাহার সম্বন্ধ না জন্মে। রস তিন প্রকার—বৈকুণ্ঠ-রস, স্বর্গীয়-রস ও পার্থিব-রস। পার্থিব-রস (মিষ্টাদি)-ষড়্ বিধ। স্বর্গীয় রস মানসিক ভাবনিচয়ে দৃষ্ট হয়। তাহাতেই জীব ও জীবের মধ্যে নায়ক-

নায়িকাত্ব স্থাপিত হইয়া রসোদ্ভাবিত হয়। বৈকুণ্ঠ-রস কেবল আত্মাতেই লক্ষিত হয়। আত্মাতে রসের প্রাচুর্য্য হইলে মন পর্য্যন্ত তাহার ঢেউ লাগে। ঢেউ মনকে অতিক্রম করত সাধক-শরীরে ব্যাপ্ত হয়। তখনই পরস্পর রসের পরিচয়। “বৈকুণ্ঠরসে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই একমাত্র নায়ক”। এক বৈকুণ্ঠ-রসই ফলিত হইয়া স্বর্গীয় মানস-রসরূপে পরিণত; পুনশ্চ প্রতিফলিত হইয়া পার্থিব রস হইয়াছে। তজ্জন্য ত্রিবিধ রসেরই বিধান, প্রক্রিয়া ও স্বরূপ একই প্রকার। বৈকুণ্ঠ-রসই বৈষ্ণবের জীবন। অন্য দুই প্রকার রস বৈকুণ্ঠরসোদ্দেশক না হইলে নিতান্ত ঘৃণিত ও অশ্রদ্ধেয়। নীচ-প্রবৃত্তি-পরবশ লোকেরাই স্বর্গীয় ও পার্থিব-রসে মুগ্ধ হন। বৈষ্ণবগণ বিশেষ সতর্কতা-সহকারে স্বর্গীয় ও পার্থিব-রসকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠ-রসের আলোচনা করিয়া থাকেন।

ভাব ও রস :—ভাব এক-একটি ছবির ন্যায়; রস একখানি চিত্রপট-স্বরূপ—যাহাতে অনেকগুলি ছবি থাকে। কয়েকটি ভাব সমবেত হইয়া রসকে উদয় করায়। (প্রেঃ প্রঃ ৮)

শুদ্ধভক্তিবাদী বেদান্তমূলক বৈষ্ণবগণ—চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তন্মধ্যে শ্রীমাধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায় স্বীকার-পূর্ব্বক শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী বৈষ্ণব-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাধ্বাচার্য্য হইতে মাধবেন্দ্রের গুরু শ্রীলক্ষ্মীপতি পর্য্যন্ত ঐ সম্প্রদায়ে শৃঙ্গার-রসময়ী ভক্তি ছিল না। তাঁহাদের যেরূপ ভক্তি ছিল, তাহা মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ-ভ্রমণ-সময়ে তত্ত্ববাদিগণের সহিত যে বিচার হয়, তাহাতে জাতিতে পারা যায়। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী এক অপূর্ব্বশ্লোক-রচনা দ্বারা শৃঙ্গার রসময়ী ভক্তির বীজ বপন করেন। ইহাতে ভাব এই যে, “মথুরা-রাজ্যপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদে শ্রীমতী রাধিকার “মহাপ্রেমের যে উচ্ছ্বাস হইয়াছিল, সেই ভাবের অনুগত হইয়া যে কৃষ্ণভজন করা যায় তাহাই সর্ব্বোত্তম।” এই রসে আপনাকে অত্যন্ত দীনজ্ঞানে দীনদয়ার্দ্রনাথকে এইভাবে ডাকিবেন—শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিয়াছেন, তাঁহার অদর্শনে শ্রীমতীর হৃদয় নিতান্ত কাতর হওয়ায় তিনি তাঁহার দর্শন-লালসায় বলিতেছেন,—‘হে কান্ত, তোমার দর্শনাভাবে আমার হৃদয় নিতান্ত ব্যাকুল; বল, আমি কি করিলে তোমার দর্শন পাই? আমাকে দীন-জন জানিয়া তুমি দয়ার্দ্র হও।’’ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর এই ভাবের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুতে প্রকাশিত শ্রীমতীর উদ্ধব দর্শনে যে ভাব-বৈচিত্র্যের বর্ণন হইয়াছে, তাহার সাদৃশ্য অনায়াসেই দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্যই মহাজনগণ বলিয়াছেন যে, মাধবেন্দ্রপুরী—শৃঙ্গার-রসতরুর মূল, ঈশ্বরপুরী—তাঁহার প্ররোহ, শ্রীমন্মহাপ্রভু—তাঁহার মূল স্কন্ধ, প্রভুর অনুগত ভক্তগণ—তাঁহার শাখা-প্রশাখা। (অঃ প্রঃ ভাঃ মঃ ৪।১৯৭)॥

অধিকারী :—নিবৃত্তিপথাবলম্বী ব্যক্তিদিগের শুষ্কতা-নিবন্ধন তাহাদের পক্ষে মধুর-রস নিতান্ত অনুপযোগী; আবার জড়প্রবৃত্তিপর ব্যক্তিদিগের পক্ষে জড়বিলক্ষণ-ধর্ম্ম দুরূহ হয়। ইতর-বিষয়ে বৈরাগ্যপ্রাপ্ত জাতপ্রেম লোকেরাই রসাধিকারী। যাহারা এখন পর্য্যন্ত শুদ্ধ-রতি ও জড় হইতে বৈরাগ্য লাভ করে নাই, তাহাদের রসাধিকার-চেষ্টা বিফল; সুতরাং চেষ্টা করিতে গেলে “রসকে ‘সাধন’ বলিয়া কদাচারে প্রবৃত্ত হইবে”। “রস সাধনাঙ্গ নয়”; অতএব যদি কেহ বলেন,—‘আইস, তোমাকে রস-সাধন শিক্ষা দেই’, সে কেবল ধূর্ত্ততা বা মূর্খতা-মাত্র। রস জ্ঞাত হইবার বিষয় নয়, কেবল আস্বাদনের বিষয়। জিজ্ঞাসা ও সংগ্রহ যে দুইটী জ্ঞানের প্রাথমিক ব্যাপার, তাহা সমাপ্ত না হইলে জ্ঞানের চরম ব্যাপার যে আস্বাদন, তাহা হয় না। কেবল যুক্তি দ্বারা চিদ্রস অনুভূত হয় না। যুক্তি দ্বারা চিদ্রস অনুভূত হওয়া দূরে থাকুক, জড়রসও বিচারিত হইতে পারে না। (চৈঃ শিঃ ২।৭।১)

গোপী হইয়া কৃষ্ণকে মধুর রসের দ্বারা সেবাই ভক্তের কর্ত্তব্য। “যিনি কৃষ্ণ সাজিয়া এই রসাস্বাদন করিবেন, তিনি অবশ্য অবিলম্বে নরকে গমন করিবেন।” শঠ, ধূর্ত্ত, কুটীনাটি-পরায়ণ লোকেরাই এই অপরাধ করিয়া থাকে। রস—নিত্য, অখণ্ড, অচিন্ত্য, পরমানন্দস্বরূপ। শুদ্ধরতি হইতে মহাভাব পর্য্যন্ত রস উর্দ্ধগত। শুদ্ধরতির নীচ-গতিতে ঐ রস জড়গত মোহ পর্য্যন্ত বিকৃত হয়। উপাসনাই রস। জড়ক্রিয়া বা চিন্তা কিংবা জড়বিপরীত নির্ব্বিশেষ চিন্তা কখনও উপাসনা নয়; সেই সকল ক্রিয়া সর্ব্বদা নীরস। (চৈঃ শিঃ ৭।৭,১,২)

রসের ক্রম-বিকাশ ঃ—পরতত্ত্বে নির্বিশেষ-ভাব যোজনা করিলে কোন রসই থাকে না। 'রসো বৈ সঃ' ইত্যাদি বেদবাক্য বৃথা হইয়া পড়ে ; তাহাতে সুখের নিতান্ত অভাব বলিয়া নির্বিশেষ-ভাব অনুপাদেয়। সবিশেষ-ভাবের যত প্রকাশ হয়, ততই রসের বিকাশ হয়। নায়ক-নায়িকা পরস্পর অত্যন্ত পর হইয়াও যখন রাগের দ্বারা মিলিত হয়, তখন যে অদ্ভুত রস হয়, তাহাই পারকীয় রস। আত্মারামতার দিকে টানিলে ক্রমশঃ রসের শুষ্কতা হইয়া পড়ে। লীলা-রামতার দিকে যত টানা যায় রসের ততই প্রফুল্লতা হয়। "শ্রীকৃষ্ণই যে-স্থলে একমাত্র নায়ক, সে-স্থলে পারকীয়তা কখনই ঘৃণাস্পদ হয় না।" গোকুলরমণীগণ কৃষ্ণের নিত্য-শক্তি হইয়াও গোলোকে যে পারকীয় রস আস্বাদন করেন, সে রস সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কৃষ্ণচন্দ্র সেই পরম রসবাদকে জগতে আনিবার জন্য স্বীয় গোলোক-রমণীগণকে গোকুলে আনিয়াছেন, তাহাতে কি দোষ আছে ? তিনি ত' প্রাকৃত নায়ক ন'ন ? অতএব তাহা জীবের মঙ্গলের জন্যই হইয়াছে, না হইলে জীব কিরূপে উৎকৃষ্ট মধুর রস আস্বাদন করিয়া সর্ব্বোত্তম রস-লাভের যোগ্য হইত ? (চৈঃ শিঃ ২।৭।৭)।

পারকীয়রসের অপ্রাকৃতত্ব ও শুদ্ধত্ব ঃ—ব্রজলীলায় অতি ক্ষুদ্র মায়োপাধিক বিবাহ-বিধির স্থান নাই। 'সেই গোলোকবিহারী যখন স্বীয় পরম পারকীয় রসকে প্রপঞ্চে গোকুলের সহিত আনয়ন করেন, তখন গোকুল-ললনাদিগের প্রতি জড়ীয় পারকীয়-নিন্দা স্থান পায় না। (চৈঃ শিঃ ২।৭।৭)

শ্রীরূপ-সনাতনের মত—যত প্রকার লীলা গোকুলে প্রকটিত হইয়াছে, সে-সমস্তই সমাহিত ও মায়াগন্ধ-শূন্যভাবে গোলোকে আছে। সুতরাং পারকীয় ভাবও সেই বিচারাধীনে কোনপ্রকার অচিন্ত্য-শুদ্ধভাবে গোলোকে অবশ্য থাকিবে। যোগমায়া-কৃত সমস্ত প্রকাশই শুদ্ধ ; "পরদার-ভাবটি—যোগমায়াকৃত, সুতরাং অবশ্যই কোন শুদ্ধ-তত্ত্বমূলক।" স্বকীয়-অভিমানে রসের অত্যন্ত দুর্ল্লভতা হয় না ; তজ্জন্য অনাদিকাল হইতেই গোপীদিগের নিসর্গতঃ 'পোরোঢ়া' অভিমান আছে এবং কৃষ্ণও সেই অভিমানের অনুরূপ স্বীয় 'ঔপপত্য'-অভিমান-স্বীকার পূর্ব্বক বংশী-প্রিয়সখীর সাহায্যে রাসাদি লীলা করেন। (ব্রঃ সং ৫।৩৭)।

প্রকট ও অপ্রকট লীলার-বৈশিষ্ট্য ঃ—পূতনা-বধ হইতে আরম্ভ করিয়া কংস-বধ পর্য্যন্ত অসুরবধ-লীলা। সেই সকল লীলা ব্যতিরেকরূপে ব্রজে এবং নির্গুণ "গোলোক-লীলায় অভিমান-মাত্র-স্বরূপে" আছে। বস্তুতঃ তাহারা তথায় নাই এবং থাকিতেও পারে না। ব্যতিরেক-লীলাপাঠে রসিক ভক্ত শুদ্ধ ভাবযুক্ত হইয়া অন্য লীলারস আস্বাদন করিতে করিতে গোলোক দর্শন পাইবেন। ব্যতিরেক অনুশীলনের যতদিন প্রয়োজন, ততদিন মহারসে মগ্ন হওয়া যায় না। (চৈঃ শি ২.৭।৭)

বাৎসল্য-রসও অবতারীকে আশ্রয়-পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠে নাই ;—ঐশ্বর্য্যের গতিই এইরূপ। কিন্তু পরম-মাধুর্য্যময় গোলোকে ঐ রসের মূল-অভিমান ব্যতীত আর কিছু নাই। তথায় নন্দ-যশোদা প্রত্যক্ষ আছেন, কিন্তু "জন্ম-ব্যাপার নাই", জন্মাভাবে নন্দ-যশোদার যে পিতৃ-মাতৃত্বাদি অভিমান, তাহা বস্তুতঃ নয়,—পরন্তু "অভিমান-মাত্র" ; যথা—জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদঃ' ইত্যাদি। রসসিদ্ধির জন্য ঐ অভিমান নিত্য। শৃঙ্গার-রসেও সেইরূপ "'পরোঢ়াত্ব' ও 'ঔপপত্য'-অভিমানমাত্র" নিত্য হইলে দোষ-মাত্র থাকে না এবং কোনরূপ শাস্ত্র বিরুদ্ধও হয় না। "ব্রজে যখন গোলোক-তত্ত্ব প্রকট হন, তখন প্রাপঞ্চিক-জগতের প্রপঞ্চময়-দৃষ্টিতে ঐ অভিমানদ্বয় কিছু স্থূল হয়,—এইমাত্র ভেদ।" বৎসল-রসে নন্দ-যশোদার পিতৃত্বাদি-অভিমান কিছু-স্থূলাকারে কৃষ্ণ-জন্মাদি-লীলারূপে প্রতীত হয় এবং শৃঙ্গার-রসে সেই সেই গোপীগত পরোঢ়াত্ব-অভিমান স্থূলরূপে অভিমন্যু-গোবর্দ্ধনাদির সহিত বিবাহ-আকারে প্রতীত হয়। বস্তুতঃ গোপীদিগের পৃথক্ সত্তা-গত পতিত্ব না আছে গোলোকে,—না আছে গোকুলে। (ব্রঃ সং ৫।৩৭)।

কোন কোন উপসম্প্রদায়ে চিদ্রস আবির্ভাব করাইবার ছলে জড়রসকে আশ্রয় করেন, সে কেবল নিতান্ত বিপথ-গমন-মাত্র (চৈঃ শিঃ ২।৭।১)॥

রস পরীক্ষা ঃ—কোন্ জীবের কোন্ রস, তাহা সেই জীবের গূঢ় রুচির দ্বারা লক্ষিত হয়। ভজন-শ্রদ্ধার উদয়কালে ঐ রুচিক্রমে সাধক স্বীয় রসকে ভালবাসেন। সেই রুচি বিচার করিয়া গুরুদেব তাঁহাকে ভজন-দীক্ষা দেন।

শান্তরস ঃ—আদৌ শান্তরস। এই রসে শান্তি-রতিই স্থায়িভাব। নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানন্দে এবং যোগীদিগের আত্মসৌখ্যে যে আনন্দ আছে, তাহা নিতান্ত শিথিল। ঈশময় সুখ তদপেক্ষা নিগূঢ়॥ ঈশস্বরূপানুভবই সেই সুখের হেতু। শান্তরসের আলম্বন—চতুর্ভুজ-নারায়ণ-মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি বিভূতা, ঐশ্বর্য্যাদি গুণান্বিত। আলম্বনান্তর্গত বিষয় ও অনুভাব এইরূপ। শান্তপুরুষগণ শান্তরতির আশ্রয়। আত্মারামগণ ও ভগবদ্বিষয়ে বদ্ধ-শ্রদ্ধ তাপসগণই শান্ত-পুরুষ। সনক-সনন্দনাদি চারিজন প্রধান আত্মারাম। ইঁহারা বালসন্ন্যাসিবেশে বিচরণ করেন। ইঁহাদের প্রথমে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মে রতি ছিল। ভগবন্মূর্ত্তি-মাধুর্য্যদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া চিদ্ঘন-মূর্ত্তির উপাসনা আরম্ভ করিয়াছেন। নির্ব্বিণ্ণতা হইতে যুক্তবৈরাগ্য-দ্বারা বিষয়-বর্জ্জন হইয়াছে বটে, কিন্তু মুক্তি-বাঞ্ছা দূর হয় নাই,—এইরূপ তাপস-সকল শান্তরসে প্রবেশ লাভ করেন (জৈঃ ধঃ ২৯)।

শান্ত-ভক্তের "কৃষ্ণের প্রতি মমতা হয় না॥" মমতা স্বভাবতঃ স্বরূপ-নিবন্ধন ভাব-বিশেষ। অতএব শান্ত-ভক্তের রতি অসম্পর্কতা-বশতঃ শুদ্ধ অবস্থাতেই থাকে। সচ্চিদানন্দঘনীভূতস্বরূপ, "আত্মারাম-শিরোমণি", পরমাত্মা, পরব্রহ্ম, সদা-স্বরূপ-সংপ্রাপ্ত, গতিদাতা, দয়াশীল, বিভু—এবম্ভূত গুণবিশিষ্ট "হরিই" শান্তি-রতির আলম্বন অর্থাৎ বিষয়। ঐ রতির "আশ্রয়" যে জীব, তিনি হয় "আত্মারাম বা তাপস"। সমস্ত গুণবর্জ্জিত, অতীন্দ্রিয়, স্বপ্রকাশ, চিদ্ঘন কোন মুকুন্দনামা বস্তুর "সাক্ষাৎকরণশীল রতিই" ইহার "স্থায়িভাব"। "প্রধান প্রধান উপনিষৎ শ্রবণ ; বিবিক্ত-স্থানে স্থিতি" ; অন্তর্বৃত্তি-বিশেষের স্ফূর্ত্তি , তত্ত্ববিচার ; বিদ্যাশক্তির প্রভাব; বিশ্বরূপ-দর্শন ; তত্ত্ববিদ-ভক্তজনের সংসর্গ ; ব্রহ্মসূত্র অর্থাৎ সমবিদ্য-দিগের সহিত উপনিষৎ ও বেদান্ত-সূত্রার্থ-বিচার—এই সকল "শান্তরসের উদ্দীপন"। নাসিকাগ্র-দর্শন ; অবধূত-চেষ্টা ; গমন-সময়ে চারিহাত পর্য্যন্ত দৃষ্টিপাত ; অঙ্গুষ্ঠ-তর্জ্জনীস্পর্শরূপ জ্ঞানমুদ্রা-প্রদর্শন ; ভগবদ্বিদ্বেষীর প্রতি দ্বেষরহিততা ; ভক্তগণের সামান্য সম্মান ; অত্যন্ত সংসারধ্বংসরূপ সিদ্ধির প্রতি আদর ; লিঙ্গ ও স্থূল শরীরদ্বয়ে অনাবেশের সহিত স্থিতিরূপ জীবন্মুক্তির বহুমানন ; নিরপেক্ষতা ; নির্ম্মমতা ; নিরহঙ্কারিতা ও মৌন ইত্যাদি ক্রিয়া-সমূহই শান্তি-রতির অনুভাব। প্রলয় ব্যতীত অন্য সকল রোমাঞ্চ প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাব শান্ত-ভক্তের হইয়া থাকে ; কিন্তু তাঁহার শরীরগত অভিমান-শূন্যতা-বশতঃ ঐ সকল সাত্ত্বিক-ভাব কেবল ধূমায়িত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কখন কখন জ্বলিতবৎ প্রকাশিত হয়। কখনই দীপ্ত বা উদ্দীপ্ত হয় না, শান্ত-রসে নির্ব্বেদ, ধৈর্য্য, হর্ষ, মতি, স্মৃতি, ঔৎসুক্য, আবেগ ও বিতর্ক প্রভৃতি ব্যভিচারী বা সঞ্চারি-ভাব-সকল কখন কখন লক্ষিত হয়। এবম্ভূত বিশেষে বিশিষ্ট হইয়া শান্তরস রস-মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। (চৈঃ শিঃ ৭,৩)

প্রীতিভক্তিরস ঃ—ব্রজলীলারূপ চিদ্রস-বর্ণনে শান্তরস পরিলক্ষিত হয় না ; যেহেতু এই রস কোন বিশেষসিদ্ধ এক স্বরূপগত নয়। এতন্নিবন্ধন মমতাশূন্য। জীবের বহুভাগ্যক্রমে ভগবৎস্বরূপে মমতা জন্মে। "সেই মমতা জন্মিলেই শুদ্ধা রতি প্রেমরূপে পুষ্ট হয়।" তখন প্রীত-ভক্তিরস প্রকাশিত হয়। প্রীত-ভক্তি-রসকে অনেকে দাস্য-রস বলেন। কিন্তু প্রীত-ভক্তি-রস দুইপ্রকার—সম্ভ্রমগত ও গৌরবগত। "সম্ভ্রমগত প্রীত-রসকেই দাস্য' রস বলা যায়। গৌরবগত প্রীত-রসকে গৌরব-প্রীত-ভক্তি-রস বলা যায়,—দাস্য বলা যায় না। দাস্য-প্রীতিতে প্রেম, স্নেহ ও রাগ পর্য্যন্ত লক্ষিত হয়।

বিশ্রম্ভ ঃ—যন্ত্রণাশূন্য গাঢ় বিশ্বাসকে বিশ্রম্ভ বলা যায়। তাহাকেই সম্ভ্রমশূন্য বিশ্বাস বলা হইয়াছে।

প্রণয় ঃ—প্রণয়ক্রমে প্রেমা, স্নেহ, রাগ পর্য্যন্ত সখ্যরতিতে বৃদ্ধি লাভ করে। সম্ভ্রমাদি যোগ্যতা প্রাপ্ত হইয়াও রতি যখন সম্ভ্রম-গন্ধে স্পৃষ্ট না হয়, তখন তাহাকে 'প্রণয়' বলা যায়।

বিচ্ছেদঃ—প্রকট-লীলার অনুসারে সখ্যরসে 'বিরহ' বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজবাসী-দিগের কখনই বিচ্ছেদ নাই।

বাৎসল্যরসের উৎকর্ষঃ—কৃষ্ণরতির অপ্রতীতিস্থলে প্রীতরসের অপুষ্টতা হয়। সেরূপ স্থলে সখ্যরতির তিরোভাব হয়। কিন্তু বাৎসল্যে সেরূপ হইলেও কোন ক্ষতি নাই। এইটাই বাৎসল্যরসের উৎকর্ষ।

রসবৈশিষ্ট্যঃ—বলদেবের সখ্য প্রীতিও—বাৎসল্যরস-সঙ্কুলিত। যুধিষ্ঠিরের বাৎসল্য-দাস্য সখ্যের দ্বারা অন্বিত। আহুক প্রভৃতির দাস্য—বাৎসল্য-মিশ্রভাব। বৃদ্ধ আভীরদিগের বাৎসল্য—সখ্যমিশ্রিত। নকুল, সহদেব ও নারদাদির সখ্য—দাস্যমিশ্রিত। শিব, গরুড়, উদ্ধবাদির দাস্য—সখ্যমিশ্রিত। অনিরুদ্ধ প্রভৃতি কৃষ্ণনপ্তৃদিগের ভাবও তদ্রূপ মিশ্র। অন্যান্য ভক্তদিগের মধ্যেও সেইরূপ ভাবমিশ্রতা লক্ষিত হয়।

মধুর রসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও শ্রীরূপানুগ-ভজনের পরমোপাদেয়ত্বঃ—পঞ্চ মুখ্য-মধ্যে ভাই, মধুরের গুণ গাই, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রসরাজ বলি। গুণ অন্য রসে যত, মধুরেতে আছে তত, আর বহু বলে হয় বলী॥ গৌণ-রস আছে যত, সব সঞ্চারীর মত, হঞা শৃঙ্গারের পুষ্ট করে। শ্রীরূপের অনুগত, ভজনে যে হয় রত, স্থিতি তার কেবল মধুরে॥

গৌণরসের উপাদেয়ত্বঃ—কৃষ্ণভক্তিরসে সাতপ্রকার গৌণরসও উপাদেয়, যেহেতু তাহারা শ্রীকৃষ্ণ-লীলা-রসকে পুষ্ট করিয়া থাকে। ব্যভিচারী বা সঞ্চারি-ভাবের মধ্যেই কৃষ্ণভক্তিরসে হাস্যাদি সপ্তরস পরিগণিত। তাহারা উপযুক্ত কালে উদিত হইয়া রস-সমুদ্রের উর্ম্মির ন্যায় সমুদ্রের সৌন্দর্য্য ও পুষ্টিসাধন করে। কেহ কেহ রসতত্ত্বের অপ্রাকৃত অনুসন্ধান করিতে অসমর্থ হইয়া এরূপ সংশয় করিতে পারেন যে, হাস, বিস্ময় ও উৎসাহ যদিও মঙ্গলময় রসের অন্তর্গত হইলেও হইতে পারে; কিন্তু শোক, ক্রোধ, ভয়, জুগুপ্সা—ইহারা কি প্রকারে অমৃত-স্বরূপ, অশোক-স্বরূপ, অক্ষোভ-স্বরূপ রসের ভিতর স্থিতি লাভ করে? তাহাদিগকে রসের মধ্যে স্থান দিলে রসকে প্রাকৃত বা জড়ময় করা হয়! তদুত্তরে—"পরমানন্দময় রসতত্ত্বে বৈচিত্র্য-সত্ত্বেও সমস্ত ব্যাপারই আনন্দমূলক, জড়-দুঃখ-মূলক নয়।"

স্থায়িভাবই—রসের মূল। বিভাব—রসের হেতু। অনুভাব—রসের কার্য্য। সাত্ত্বিক-ভাবও রসের কার্য্যবিশেষ। সঞ্চারি বা ব্যভিচারি-ভাব-সমূহই রসের সহায়। বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারি-ভাব-সমূহ স্থায়ি-ভাবকে স্বাদ্যত্ব-অবস্থায় নীত করিয়া রসাবস্থা প্রদান করে।

রসাভাসঃ—সুমিষ্ট পানীয় দ্রব্যে ক্ষারাম্লাদি সংযোগের ন্যায় বিরসতা উৎপাদন করে। এরূপ রসবিরোধকে অত্যন্ত 'রসাভাস' বলা যায়। রস অঙ্গহীন হইলে তাহাকেও 'রসাভাস' বলা যায়। উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ-ভেদে রসাভাসকে 'উপরস', 'অনুরস' ও 'অপরস' বলা যায়। স্থায়ী, বিভাব, অনুভাবাদি দ্বারা শান্তাদি দ্বাদশ রসই উপরস হয়। স্থায়িবৈরূপ্য, বিভাববৈরূপ্য মনোভাববৈরূপ্য "উপরসের" হেতু। কৃষ্ণের সাক্ষাৎ সম্বন্ধহীন রসই "অনুরস"। যেমন কক্খটী-নৃত্যে গোপীদিগের হাসি, ভাণ্ডীরবনস্থ বৃক্ষে শুকপক্ষীদিগের বেদান্ত-বিচার দেখিয়া নারদের অদ্ভুত রসের উদয়, তদ্রূপ। কোন প্রকার দূর সম্বন্ধে কৃষ্ণসম্বন্ধ দেখা যায়, কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধ দেখা যায় না—এস্থলে "অনুরস"। "অপরস":—কৃষ্ণ অথবা কৃষ্ণের বিপক্ষেরা যদি হাস্যাদির বিষয়াশ্রয়তা প্রাপ্ত হয়, তখন ঐ হাস্যাদি 'অপরস'। কৃষ্ণকে পলাইতে দেখিয়া জরাসন্ধ যে বারংবার হাস্য করিয়াছিল, তাহা অপরস। (জৈঃ ধঃ ৩০)

পরোঢ়াত্ব রহস্যঃ—মায়া-কল্পিত বিবাহিত পতিদিগের সহিত ব্রজদেবীদিগের কখনই সঙ্গম হয় নাই। "ব্রজগোপীদিগের পতিগণ কেবল তত্তদ্ভাবের মায়াবতার মাত্র। বিবাহও মায়িক প্রত্যয়-মাত্র—পরদারত্ব নাই, তথাপি পরোঢ়াত্ব-অভিমান নিত্য বর্ত্তমান।" তাহা না থাকিলে বামতা, দুর্ল্লভতা, প্রতিবন্ধকতা, নিষেধ-ভয়জনিত অপূর্ব্ব রসোদয় কখনই স্বভাবতঃ হয় না। তদ্রূপ অভিমান না থাকিলে ব্রজরসে নায়িকাত্ব লাভ করা যায় না, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীই তাহার উদাহরণ। (জৈঃ ধঃ ৩২)

নৈতিক ব্যক্তিগণের জড়ীয় রসের প্রতি যে ঘৃণা থাকে, তাহা যদি অপ্রাকৃত-রসচিন্তায় আনা যায়, তাহাকে

একটি 'কুসংস্কার' বলি। সেই কুসংস্কারপরবশ হইয়া চিন্ময় জীবের অপ্রাকৃত-দেহে অপ্রাকৃত কৃষ্ণের সহিত রাসলীলাদিরূপ অপ্রাকৃত রসকে ভাগ্যহীন লোকসকল ঘৃণা করিয়া থাকে। তাহাতে তাহাদের আত্মবঞ্চাই ফল হয়। (শ্রীমঃ শঃ ৫)।

যেমত স্ত্রী কোন নিজ-বিবাহিত স্বামীকে বাহ্যে আদর করত কোন পরপুরুষের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া গোপনে অনুরক্ত হয়; তদ্রূপ কৃষ্ণপ্রেমকারী পুরুষেরা ও পূর্ব্বাশ্রিত বৈধমার্গের বিধি-সকলের এবং ঐ সকল বিধির নিয়ন্তা ও রক্ষক-সকলের প্রতি কেবল বাহ্য-সম্মান করত ভিতরে-ভিতরে রাগানুশীলনদ্বারা পারকীয় রস আশ্রয় করিয়া থাকেন। (কুঃসং)

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে অপ্রাকৃত রসের ক্রম-বিকাশের ইতিহাস—পঞ্চরসের ইতিহাস দেখিলে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, শান্তরস সর্ব্বাদৌ ভারতবর্ষে পরিদৃশ্য হইয়াছিল। যখন প্রাকৃত-বস্তুতে যজ্ঞাদি ক্রিয়াদ্বারা আত্মা সন্তুষ্ট হইল না, তখন সনক, সনাতন, সনন্দন, সনৎকুমার, নারদ, মহাদেব প্রভৃতি পরমার্থবাদীরা প্রাকৃত জগতে নিস্পৃহ হইয়া পরব্রহ্মে অবস্থিতি-পূর্ব্বক শান্তরসের অনুভব করিলেন। তাহার বহুকাল পর কপি-পতি হনুমানের দাস্যরসের উদয় হয়, ঐ দাস্যরস ক্রমশঃ ব্যাপ্ত হইয়া এশিয়া-দেশের উত্তর-পশ্চিমাংশে মোজেস্-নামক মহাপুরুষে সুন্দররূপে পরিদৃশ্য হয়। কপি-পতির বহুকাল পর উদ্ধব ও অর্জ্জুন ইঁহারা সখ্যরসের অধিকারী হন এবং ঐ রস জগতে প্রচার করেন। ক্রমশঃ ঐ রস ব্যাপ্ত হইয়া আরবদেশে মহম্মদ নামক-ধর্ম্মবেত্তার হৃদয়কে স্পর্শ করে। বাৎসল্য-রস সময়ে সময়ে ভারতবর্ষে ভিন্ন-ভিন্ন আকারে উদয় হইয়াছিল। তন্মধ্যে ঐশ্বর্য্যগত বাৎসল্য-রস ভারত অতিক্রম করত ইহুদীদিগের ধর্ম্ম-প্রচারক যীশু-নামক মহাপুরুষে অসম্পূর্ণ উদিত হয়। মধুর-রসটী প্রথমে ব্রজধামেই জাজ্জ্বল্যমান হয়; বদ্ধজীব-হৃদয়ে ঐ রসের প্রবেশ করা অতীব দুরূহ; কেন না, উহা অধিকার-প্রাপ্ত শুদ্ধজীবনিষ্ঠ। নবদ্বীপচন্দ্র শচীকুমার স্বদল-সহকারে ঐ নিগূঢ় রসের প্রচার করেন। ভারত অতিক্রম করিয়া উক্ত রস এ পর্য্যন্ত অন্যত্র ব্যাপ্ত হয় নাই। অল্প দিন হইল নিউম্যান্ নামক এক পণ্ডিত ইংলণ্ডদেশে ঐ রসের কিয়ৎ পরিমাণ উপলব্ধি করিয়া একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশস্থ ব্যক্তিরা এ পর্য্যন্ত যীশু-প্রচারিত গৌরবগত বাৎসল্য-রসের মাধুর্য্যে পরিতৃপ্ত হন নাই। আশা করা যায় যে, ভগবৎ-কৃপাবলে তাঁহারা অনতিবিলম্বেই মধুর-রসের আসব-পানে আসক্ত হইবেন। দেখা যাইতেছে যে, যে-রস ভারতে উদিত হয়, তাহা অনেক দিন পরে পশ্চিমদেশসকলে ব্যাপ্ত হয়; অতএব মধুর-রসের জগতে সম্যক্ প্রচার হইবার এখনও কিছুকাল বিলম্ব আছে। যেমন সূর্য্যদেব প্রথমে ভারতে উদয় হইয়া ক্রমশঃ পশ্চিমদেশ সকলে আলোক প্রদান করেন, তদ্রূপ পরমার্থ-তত্ত্বের অতুল্য কিরণ সময়ে সময়ে ভারতে উদয় হইয়া কিয়দ্দিবস পরে পাশ্চত্ত্য-দেশে ব্যাপ্ত হয়। (কুঃ সং উপক্রমণিকা)।

বিষ্ণুস্বামী, নিম্বাদিত্য ও রামানুজ প্রভৃতি আচার্য্যগণ মহাপ্রভুর অনেক পূর্ব্বে ঐ সকল রসের প্রচার করেন। মহাপ্রভুর দাদা-গুরু শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী প্রথমেই মধুর-রস-প্রচারের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি পত্তন করেন; শ্রীঈশ্বরপুরী তাহাকে উন্নত করেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ঐ রস-তত্ত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। জয়দেব, বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবিগণ ঐ রসের তাত্ত্বিক আস্বাদন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেই তত্ত্ব সে-সময়ে সামাজিক হয় নাই। জয়দেব কেন, "স্বয়ং শ্রীমদ্ভাগবতই মধুর-রসের সম্পূর্ণ ভাণ্ডার।" "কিন্তু সেই রসভাণ্ডার খুলিয়া সাধারণকে ঐ রস-পান শ্রীমহাপ্রভুর পূর্ব্বে আর কেহ করান নাই।" (সঃ তোঃ ২।৯)।

প্রেমরস—দুগ্ধসমুদ্রতুল্য, তাহাতে বিতর্করূপ গো-মূত্র ফেলিলে বৈরস্য উদয় হয়।

বিপ্রলম্ভঃ—বিপ্রলম্ভের অর্থ—বিরহ বা বিয়োগ। রঞ্জিত বস্ত্রে পুনরায় রং দিলে যেরূপ রাগ বৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ বিরহের দ্বারা সম্ভোগের রসোৎকর্ষ হয়। বিপ্রলম্ভ ব্যতীত সম্ভোগের পুষ্টি হয় না। (জৈঃ ধঃ ৩৭)

চিন্ময়দেহে রস প্রকাশঃ—জীবের নিত্যশুদ্ধ দেহ চিন্ময়, তাহাতে স্ত্রীত্ব-পুরুষত্ব ভেদ নাই। চিন্ময়-শরীর—

স্বতন্ত্র শুদ্ধকাম-ময়। যখন যে ভাব হয়, তাহাতে শুদ্ধজীবের স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব হইয়া উঠে। শান্তরসে—নপুংসকত্ব, দাস্য-সখ্যে—পুরুষত্ব, মাতৃবাৎসল্যে—স্ত্রীত্ব এবং পিতৃবাৎসল্য—পুংস্ত্ব সিদ্ধ হয়। মধুর উজ্জলরসে সকল জীবই শুদ্ধ স্ত্রীরূপা এবং এক পরম পুরুষ কৃষ্ণের সেবা করেন।

প্রপঞ্চগত রস :—যে রস প্রপঞ্চগত, জড়কাব্যে প্রকাশিত, পরম-রসের অসম্মূর্তি। অসম্মূর্তি নিত্য নয়, আদর্শের ছায়া হয়, যেন মরীচিকায় জল-স্ফূর্তি। (রূপানুগ-ভজন-দর্পণ ৬)।

রস ব্যতীত জীবন থাকে না। প্রাকৃত জীবন সর্ব্বদা জড়-রসময়। চিদ্‌রস ভাবভক্ত-জীবনে বিদ্যুৎ-প্রভার ন্যায় ক্ষণিক ব্যাপার-বিশেষ। সদ্‌গুরু লাভ-ক্রমে ও সাধুসঙ্গ-বলে ঐ অবস্থা উন্নত হইয়া ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত অবস্থা হয়। সাধুসঙ্গাভাবে এবং নাস্তিক্যময় উপদেশ ও নির্ব্বিশেষ-উপদেশক্রমে ঐ কুণ্ঠিত উপাসনাও ক্রমশঃ অতি কুণ্ঠিত, অত্যন্ত কুণ্ঠিত ও বিলুপ্তপ্রায় অবস্থা স্বীকার করে। ইহা জীবের পক্ষে অত্যন্ত দুর্ভাগ্য। (চৈঃ শিঃ ২।৭।২)।

নিম্বার্ক ও গৌড়ীয়ের রস বৈশিষ্ট্য :—ভজন-পর্ব্বে নিম্বার্ক-মতে পারকীয় রস স্বীকৃত হয় নাই। স্বকীয়ত্বই নিত্য। গৌড়ীয়-মতে—পারকীয় রসই সর্ব্ব-প্রধান। স্বকীয় মতের মাধুর্য্য অপেক্ষা পারকীয়ে মাধুর্য্য অধিকতর। শ্রীজীবগোস্বামীপ্রভুর নিজের কোনপ্রকার স্বকীয় ভজন নাই, তবে তিনি দেখিয়াছিলেন যে ব্রজেও কতকগুলি উপাসকের স্বকীয়-ভাব-গন্ধ ছিল। এই কারণেই ভিন্ন-ভিন্ন-রুচিপ্রাপ্ত শিষ্যদিগের প্রতি তাঁহার পৃথক্ পৃথক্ উপদেশ। 'স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ' ইত্যাদি 'লোচনরোচনী'-গত তদীয় শ্লোকে সে-কথা স্পষ্টরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। জৈঃ ধঃ ৩৯)।

চিদ্ব্যাপার একটী রহস্য-মণি ; তাহাতে আবার পারকীয় মধুর-রসটী সেই মণিগণ-মধ্যে কৌস্তুভ-বিশেষ। (চৈঃশিঃ ৭।৭)। শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রকট ও অপ্রকটভেদে দুইপ্রকার। বিপ্রলম্ভরসে যে বিরহাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা প্রকট-লীলা-অনুসারে কথিত হইয়াছে। যদা রাসাদি-বিভ্রমের সহিত, বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজদেবীদিগের কখনই বিরহ হয় না। মথুরা মাহাত্ম্যে কথিত আছে যে গোপ-গোপিকা-সঙ্গে তথায় কৃষ্ণক্রীড়া করেন। 'ক্রীড়তি' এই বর্ত্তমান-প্রয়োগে বৃন্দাবনে কৃষ্ণক্রীড়া নিত্য,—ইহাই জানিতে হইবে। সুতরাং গোলোক বা বৃন্দাবনের অপ্রকট লীলায় কৃষ্ণলীলার দূর প্রবাসগত বিরহ নাই। সম্ভোগই নিত্য। (জৈঃ ধঃ ৩৮)

প্রেম ঃ—দৃঢ়মমতাশয়াত্মিকা প্রীতিঃ প্রেমা॥ প্রীতি দৃঢ়-মমতাতিশয়রূপিণী হইলে 'প্রেম'-নাম প্রাপ্ত হয়। রতি সর্ব্বাতিক্রমী সামর্থ্যপ্রযুক্ত সমর্থা নাম প্রাপ্ত হয়। ইহা গাঢ় সর্ব্ববিস্মরণকারিণী শক্তিবিশিষ্টা। বিরুদ্ধ-ভাবদ্বারা অভেদ্যরূপে দৃঢ়া হইলে 'প্রেম'-নাম প্রাপ্ত হয়। প্রেম ক্রমে নিজ-মাধুর্য্য প্রকাশ করিয়া স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাবরূপ ধারণ করে। পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া যে প্রেম চিদ্দীপ-দীপন-লক্ষণ প্রাপ্ত হন এবং হৃদয়কে দ্রব করেন, সেই প্রেমাই 'স্নেহ'। ঘৃতস্নেহ ও মধুস্নেহ-ভেদে স্নেহ দুই প্রকার। অত্যন্ত আদরময় স্নেহই ঘৃতস্নেহ। মদীয়ত্বাতিশয়-রূপ স্নেহই মধুস্নেহ। রতির আকার দুইটী অর্থাৎ 'তাঁহার আমি' এবং 'তিনি আমার'—এই ভাবনা ময়ী রতি। ঘৃতস্নেহে 'আমি তাঁহার.—ইহা চন্দ্রাবলীর স্নেহ। মধুস্নেহে 'তিনি আমার' এই ভাবটী শ্রীরাধার মধুস্নেহ। উৎকৃষ্ট স্নেহ অদাক্ষিণ্য ও কৌটিল্য-প্রকাশ-পূর্ব্বক 'মান হয়। উদাত্ত ও ললিত ভেদে মান দুইপ্রকার। অভেদ-মননরূপ বিশ্রম্ভযুক্ত মানই 'প্রণয়'। কোন স্থলে স্নেহ হইতে মান হইয়া প্রণয়ত্ব প্রাপ্ত হয়। প্রণয়ের উৎকর্ষে অতিশয় দুঃখও সুখরূপে যাহা প্রতীত হয় তাহাই 'রাগ'। নীলিমাও রক্তিমা-ভেদে রাগ দুইপ্রকার। স্থায়ী মধুর ভাব, ত্রয়স্ত্রিংশৎ ব্যভিচারী ভাব এবং হাসাদি সপ্ত, একত্রে একচত্বারিংশৎ ভাবান্তর। যে রাগ স্বয়ং নব-নব ভাবে সদা অনুভূত প্রিয়কে প্রতিক্ষণে নব-নব করিয়া দেয়, তাহাই 'অনুরাগ'। ইহাতে বশিত্বভাব, প্রেমবৈচিত্ত্য এবং

অপ্রাপ্তিমধ্যে জন্মলালসা হইয়া অনুরাগ অনন্ত উন্নতি ধারণ করে এবং বিপ্রলম্ভে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি করায়। "বিপ্রলম্ভই প্রেমবৈচিত্ত্য।" যাবদাশ্রয় বৃত্তিরূপে অনুরাগ স্বয়ং বেদ্য-দশাকে প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশিত হইলে তিনিই 'ভাব' বা 'মহাভাব' হন। (চৈঃ শিঃ ৭।৭)।

প্রীতির-স্বরূপ ও কার্য্য ঃ—প্রীতি অশেষ তরঙ্গ-রঙ্গে চিদ্বিলাস-স্বরূপিণী হইয়া সচ্চিদানন্দস্বরূপ কৃষ্ণে সর্ব্বদা রসবিস্তারিণী। প্রীতির স্বভাবক্রমে কৃষ্ণে প্রৌঢ়ানন্দ-চমৎকার-রস প্রকটিত হয়। কৃষ্ণ-তত্ত্বের জনাকর্ষণ-বিশেষ হইতে কৃষ্ণনাম ; শ্যামরূপ চিদ্ঘনানন্দসর্ব্বস্ব হইয়া পরমামৃত ও প্রীতিজনক ; গোপীবল্লভ কৃষ্ণ অনন্তকল্যাণগুণদ্বারা সম্পূর্ণ এবং নিত্যলীলা-রসাঢ্য। এই নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিচয়ের দ্বারা আত্মার প্রেষ্ঠতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণই সাক্ষাৎ পরিদৃষ্ট।
(শ্রীমঃ শিঃ ১১)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা-মতে কেবল প্রেমই—সর্ব্বোত্তম ফল। ভাবোত্থ ও প্রসাদোত্থ ভেদে প্রেমও দুইপ্রকার। ভাবোত্থ আবার বৈধ-ভাবোত্থ ও রাগানুগীয় ভাবোত্থ-ভেদে দ্বিবিধ। প্রসাদোত্থ প্রেম বিরল ; ভাবোত্থ প্রেমই সাধারণ। আবার প্রেম দুইপ্রকার—কেবল-প্রেম ও মহিম-জ্ঞানযুক্ত প্রেম। রাগানুগা-ভক্তির সাধনক্রমে প্রায়ই কেবল-প্রেম উদিত হয়। বিধি-মার্গীয় সাধন-ভক্তগণ প্রায়ই মহিম-জ্ঞানযুক্ত প্রেম লাভ করত সার্ষ্ট্যাদি অবস্থা প্রাপ্ত হন। (শ্রীমঃ শিঃ ১১)॥ "তৃপ্তির অভাবই প্রেমের লক্ষণ।" সেই প্রেমই ভক্তির ফল। মোক্ষাদি কেবল ভক্তির অবান্তর-ফল-মাত্র। তদবস্থায় "আত্মারামতা প্রেমের বাধক" বলিয়া সাধুগণের মতে অতি হেয়। (বৃঃ ভাঃ তাৎপর্য্য)

প্রার্থনা ঃ—শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর অরুণ-বর্ণ পাদপদ্মে আমার কায়মনোবাক্যজ প্রেম দিনে-দিনে বৃদ্ধি হউক ; শুদ্ধবৈষ্ণবে আমার প্রীতি থাকুক ; প্রভুর গুণসাগরে আমার প্রীতি থাকুক ; কৃষ্ণ-বৈষ্ণব-সেবায় আমার প্রীতি থাকুক ; কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে আমার প্রীতি থাকুক ; আশ্রিত-জনে এবং ভজনোন্মুখ ব্যক্তিতে আমার প্রীতি থাকুক ; কৃষ্ণোন্মুখ স্বীয় আত্মায় আমার এরূপ প্রীতি থাকুক, যাহাতে কৃষ্ণ-ভক্তি হয়। (আঃ বিঃ ভাঃ টীঃ)।

বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তগণই মহাজন। তাঁহাদের প্রতি প্রীতিই প্রার্থনীয়। স্বীয় আত্মাই ক্ষেত্র ; তথায় প্রীতি আরোপণীয়া। হৃদয়ে প্রীতিকে অবরোধ করুন। কৃষ্ণই জগতের একমাত্র ধন। বৈষ্ণবগণ তাঁহার নিকটস্থিত ব্যক্তিবিশেষ। প্রেম বা প্রীতিই সর্ব্বাগ্র বস্তু ; প্রীতি অপেক্ষা আর কিছুই নাই। বেদশাস্ত্র শাখা-সহস্র-সম্পন্ন। ইহার মধ্যে একটী মাত্র প্রভুর প্রিয়। সেই শাখার নাম কৃষ্ণভক্তি-শাখা ; প্রীতিই সেই শাখার সৎফল ; তাহা হইতে এই ভূতলে আর কিছু শ্রেষ্ঠ নাই। সেই প্রীতিই একমাত্র প্রার্থনীয় বস্তু। প্রীতি বা প্রেমই প্রভুর একমাত্র অস্ত্র। সেই অস্ত্রের যদি উদয় হয়, তবে সর্ব্ববিঘ্ন দূর হইয়া সকলেই সুখী হইবেন ; জীবচিত্ত আর ভব-দুঃখ প্রাপ্ত হইবে না। যেমন অপুত্রক পিতার পুত্র-স্নেহের উদয় হয় না, অবিবাহিতা স্ত্রীর স্বামীর প্রতি স্নেহ উপলব্ধ হয় না, উপকারী পুরুষের প্রতি অজ্ঞান-বশতঃ উপকৃত ব্যক্তির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায় না, তদ্রূপ ইতরানুরাগী মূঢ়দিগেরও স্বতঃসিদ্ধ ভগবৎ-প্রেম কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। (তঃ সূঃ ৪)

জীবের পক্ষে প্রেমাপেক্ষা আর উচ্চ লাভ কিছুই নাই। মোক্ষ—প্রেমের নিকট একটী ক্ষুদ্র ও ক্ষণিক তত্ত্ব-বিশেষ। প্রেমের বহুতর অবান্তর ফলের মধ্যে 'মোক্ষ' একটী ফল। জড়সম্বন্ধ থাকিতে থাকিতে যদি প্রেমোদয় হয়, জড়সম্বন্ধ তখন আর উপলব্ধ হয় না। "প্রেমভক্তের জীবন অত্যন্ত জড়সঙ্গ-রহিতও কৃষ্ণময়।" সূর্য্যোদয়ে খদ্যোতের ন্যায় প্রেমোদয়ে বিধি লুক্কায়িত হয়। প্রেমভক্তের সম্মুখে প্রপঞ্চ পর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠরূপে প্রতিভাত হয়। জীবাত্মা ভক্তি-বলে জড়মুক্ত হইলেই সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু সে মুক্তি ভক্তির অবান্তর ফল অর্থাৎ মুখ্য ফল নহে। মুক্ত পুরুষ যে বিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেন, তাহাই সাধনভক্তির মুখ্য ফল। বিশ্বপ্রেম অথবা মানুষে মানুষে প্রেম কেবল আত্মপ্রেমের বিকার মাত্র। আত্মায় ও আত্মায় যে প্রেম, তাহাই একমাত্র আদর্শ। (সঃ তোঃ ৮।৯)

সাধুসঙ্গ ঃ—প্রেম একটি পরমশুদ্ধ চিদ্ধর্ম্মফলকবিশেষ। সাধুচিত্তই তদ্গ্রহণে যোগ্য ও প্রবণ এবং সাধুচিত্ত

তাহার বিক্ষেপক। সাধুসঙ্গ না থাকিলে সেই কলক জীব-হৃদয়ে সহসা প্রবেশ করে না। তড়িৎসম্বন্ধে আকর্ষণ ও অনাকর্ষণের ন্যায় সাধুসঙ্গ ও অসাধুসঙ্গ প্রবলরূপে কার্য্যকর। (হঃ চিঃ)

সমুদায়ের মূলেই বিশুদ্ধ প্রেম। অনৈতিক জীব ঐ প্রেমকে বিকৃতভাবে জড়ীয় অবস্থায় রাখে। পাশ্চাত্ত্য নৈতিক পণ্ডিত কোঁৎ (বা কম্‌ট?) তাহাকে "একটু-নিঃস্বার্থ-বিধিবদ্ধ করিয়া বিশ্বময় করিতে উপদেশ করেন।" শ্রীশ্রীমহাপ্রভু সিদ্ধ জীবের শুদ্ধ চিন্ময় প্রেমের আলোচনা শিক্ষা দিয়াছেন। জড়মূলক কোঁৎ ঐ প্রেমের জড়শুদ্ধ বিকারকে নৈতিক অবস্থায় বিস্তৃত করিতে বলেন। কোঁৎএর উপদেশে জীবের মঙ্গল নাই, কেবল লৌহ-শৃঙ্খল-ত্যাগ-পূর্ব্বক স্বর্ণশৃঙ্খল ধারণ করিবার বিধি দেখা যায়। মহাপ্রভু জীবের শৃঙ্খল দূর করিয়া বিশুদ্ধ প্রেম আস্বাদন করিতে জীবকে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণলীলা শিক্ষা দিয়াছেন। (সঃ তোঃ ২।.)

অচিন্ত্য-প্রভাব :—কৃষ্ণপ্রেম এমনই এক বস্তু যে, উহা সুখকে দুঃখ করে এবং দুঃখকে সুখ করে। (জৈঃ ধঃ ৩৯)।

নিত্যরাস ও প্রীতির বিশুদ্ধ পরিচয় :—বৃহজ্জড় ক্ষুদ্র-জড়কে টানে। সূর্য্য বৃহদ্বস্তু, সুতরাং অন্যান্য গ্রহ ও উপগ্রহগণকে আপনার দিকে টানে, কিন্তু সেই সেই গ্রহ ও উপগ্রহগণ স্বীয় স্বীয় স্বতন্ত্র-গতিবলে সূর্য্য হইতে পৃথক্ থাকিতে গিয়া গোলাকারে ভ্রমণ করে। আবার গ্রহদিগের পরস্পর আকর্ষণ ও গতিও সেই কার্য্যের সহায় হইয়াছে। যেরূপ প্রতিফলিত জগতে দেখা যায়, সেইরূপ চিজ্জগতেও দেখিতে হইবে। চিন্ময় বৃন্দাবনবিহারীই চিজ্জগতের সূর্য্য; জীবসমূহ—তাঁহার লীলা-পরিকর। "কৃষ্ণ জীবকে প্রেমাকর্ষণ-ধর্ম্মে টানিতেছেন। জীবনিচয় নিজ স্বতন্ত্র-গতিক্রমে তাঁহা হইতে পৃথগ্‌ভাবে থাকিতে চেষ্টা করিতেছেন।" ফল এই যে, বলবৎ আকর্ষণ জীবগণকে টানিয়া কৃষ্ণের নিকট লইয়া যায়। ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র জীবগতি পরাভূত হইয়াও জীবগণকে মণ্ডলাকার কৃষ্ণরূপ-সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ফিরাইতেছে। ইহাই কৃষ্ণের **নিত্যরাস**। তন্মধ্যে কৃষ্ণের স্বরূপশক্তিগত সহচরীগণ বিশেষভাবে তাঁহার নিকটস্থ এবং সাধনসিদ্ধা সহচরীগণ কিয়দ্দূরে অবস্থিত। কৃষ্ণের চিন্ময়-লীলাই প্রীতি-ধর্ম্মের বিশুদ্ধ পরিচয়। (সঃ তোঃ ৮।৯)॥ আকর্ষ (Mognet) উপযুক্তস্থলে আসিলে লৌহ যেমত তাহার প্রতি স্বাভাবিক ধর্ম্মবশতঃ প্রবৃত্ত হয়, অণুচৈতন্য জীবও সেইরূপ পরমচৈতন্যরূপ কৃষ্ণের প্রতি সাম্মুখ্য অবস্থায় যে স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি দেখান, তাহাই শুদ্ধ-প্রীতির **স্বরূপ-লক্ষণ**। (শ্রীমঃ শিঃ ১১)

বিষয়প্রীতি ও কৃষ্ণপ্রীতির ভেদ এই যে, সেই একই প্রবৃত্তি যখন জড় হইতে শুদ্ধভাবে কৃষ্ণোন্মুখী হয়, তখনই কৃষ্ণপ্রীতি। যখন কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হইয়া বিষয়াভিমুখী থাকে, তখনই তাহার নাম— জড়-প্রীতি বা বিষয়াসক্তি। (শ্রীমঃ শিঃ ১১) মহাপ্রভুর-বাক্যের দ্বারা প্রপঞ্চান্তর্ব্বর্ত্তি-জীবগণের পূর্ব্বরাগাদিময় বিপ্রলম্ভই আস্বাদনীয়। (সঃ ভাঃ ৭)

স্বরূপ ও বস্তু :—চিন্ময়ধামরূপ বৃন্দাবনে প্রকৃতির অতীত অভিনব মদনস্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান। 'মদন'-শব্দে সামান্যতঃ জড় কবিসকল যাহাকে অর্থ করেন, তাহা—প্রাকৃত-জগতে মাংসপিণ্ডের পরস্পর আকর্ষী, নিতান্ত প্রাকৃত ও হেয় কামতত্ত্ব। জীবসকল জড়ে বদ্ধ হইয়া দেহে আত্মাভিমান করত সেই কামের অধীনতা স্বীকার করিয়াছে। কৃষ্ণসম্বন্ধতত্ত্ব জানিতে পারিলে জীবের অপ্রাকৃত চিন্ময় অবস্থায় অবস্থিতি হয়। সেই অবস্থা দুইপ্রকার—'স্বরূপগত' ও 'বস্তুগত'। তত্ত্ব-প্রতীতি হইয়াছে, কিন্তু 'বস্তুতঃ' এখনও জড়সম্বন্ধ বিগত হয় নাই,—এমতাবস্থায় চিন্ময়-তত্ত্ব কথঞ্চিদুদয় হইলে 'স্বরূপতঃ' বৃন্দাবনাবস্থিতি হয়; "কিন্তু 'বস্তুতঃ' হয় না।" স্থূল ও লিঙ্গময় জড়তত্ত্বের সহিত কৃষ্ণেচ্ছাক্রমে সম্বন্ধ-গন্ধ-রহিত হইলেই 'বস্তুতঃ' বৃন্দাবনাবস্থিতি হয়। স্বরূপ-অবস্থিতিতে 'সাধনা' আছে। সেই সময় চিন্ময় কাম-গায়ত্রী ও চিন্ময় কামবীজে কৃষ্ণের উপাসনা হইতে থাকে। পুরুষ বা স্ত্রী, স্থাবর বা জঙ্গম—সকলকেই সেই সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষক মন্মথমন্মথরূপ কৃষ্ণ আকর্ষণ করিয়া থাকেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ মঃ ৮।১৩৭—১৩৮)

নিত্যানন্দ বলে ডাকি' দুহাত তুলিয়া। এস জীব কর্ম্ম-জ্ঞান-সঙ্কট ছাড়িয়া॥ সুখ-লাগি চেষ্টা তব আমি

তাহা দিব। তার বিনিময়ে আমি কিছু না লইব ॥ কষ্ট নাই, ব্যয় নাই, না পাবে যাতনা। শ্রীগৌরাঙ্গ বলি নাচ নাহিক ভাবনা ॥ যে সুখ আমি ত' দিব তার নাহি সম। সর্ব্বদা বিমলানন্দ নাহি তার ভ্রম ॥ (নঃ, ধাঃ, ১ম)।

কেহ কেহ বলেন, আত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যভাব ব্যতীত অপ্রাকৃতাবস্থায় প্রণয়ভাব, মহাভাব প্রভৃতি যে-সকল অবস্থার বিচার করা যায়, তাহা কেবল মায়িক চিন্তাকে অপ্রাকৃত চিন্তা বলিয়া স্থির করা মাত্র। এই অশুদ্ধ মত-সম্বন্ধে কথিত হইল যে, নিত্যসিদ্ধ জীবের প্রণয়-বিকারসকল জড়গত-অবিদ্যার বিকার নয়, কিন্তু চিদ্গত বিলাস বলিয়া জানিতে হইবে। শুদ্ধ চিন্ময়স্বরূপ বৈকুণ্ঠে যে-সকল বিলাস আছে, সে-সমুদায়ই সর্ব্বদোষ-রহিত আনন্দ সমুদ্রের তরঙ্গ-বিশেষ; তাহাদিগের প্রতি 'বিকার' শব্দ প্রযুক্ত হয় না। (কৃঃ, সং ১।১১-১২)

প্রেম-মন্দির ঃ—কৃষ্ণপ্রেমের মন্দির—শ্রীগোলোক-বৃন্দাবনের উচ্চ-চূড়ায় স্থাপিত। তথায় উঠিতে হইলে প্রাকৃত কর্ম্মকাণ্ডীয় চৌদ্দলোকময় জগদ্রূপ সোপান অতিক্রম করত বিরজা-ব্রহ্মলোকরূপ জ্ঞানকাণ্ডীয় সোপান ভেদ করিয়া বৈকুণ্ঠের উপরিভাগে উঠিতে হয়। কর্ম্ম-জ্ঞানের সোপানাবলীর নিষ্ঠা ক্রমশঃ ত্যাগ করিতে করিতে ভক্তির অধিকার লাভ হয়। ভক্তি-সোপানগুলি অতিক্রম করিয়া প্রেম-মন্দিরের দ্বার দর্শন করিতে হয়। (সঃ তোঃ ১০।১০)

প্রেমারুরুক্ষু ভক্তের ক্রমোন্নতি ঃ—হে প্রেমারুরুক্ষু সাধক-ভক্তগণ! আপনারা বৈধভক্তির দ্বারা লব্ধ ভাব-মার্গে এই জগতের স্থূল চতুর্দ্দশ স্তরকে অতিক্রম করিয়াছেন। এই চতুর্দ্দশ স্তরের উর্দ্ধভাগে লিঙ্গ-জগতের হরধামরূপ চতুঃসংখ্যক স্তরকে পরিত্যাগ করিয়া উর্দ্ধগামী হউন। বিরজারূপ বিশুদ্ধ-সত্ত্বময় দুইটী স্তর ভেদ করুন, তবে গোলোক-বৃন্দাবনের সীমা লাভ করিবেন। ঐ দুই স্তরই ব্রহ্মধাম ও বৈকুণ্ঠ। গোলোকে আত্মভাবময় পঞ্চ স্তর দেদীপ্যমান—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। মধুর স্তরে গিয়া শ্রীগোপীদেহরূপ নিজের নিত্যসিদ্ধ চিন্ময়-দেহ অবলম্বন করত "শ্রীমতী রাধিকার যূথে শ্রীমতী ললিতার গণে প্রবেশ-পূর্ব্বক শ্রীরূপমঞ্জরীর কৃপায়" নিজ-হৃদয়ে শুদ্ধ চিন্ময় বিভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী ভাবের দ্বারা স্বীয় স্থায়িভাবকে রসাবস্থায় উন্নত করুন। "নামাকৃষ্ট রসজ্ঞ হইলে অনায়াসে মহাভাব পর্য্যন্ত প্রেমধন অর্জ্জন" করত কৃতকৃতার্থ হইবেন। স্বীয় বর্ত্তমান অধিকার-বিচার ও জড়দেহে যুক্তবৈরাগ্য এবং নিরন্তর নামরসপানে সর্ব্বোত্তম অধিকার লাভ করুন। (চৈঃ শিঃ ৭।৭)।

প্রেমই জীবের প্রয়োজনতত্ত্ব ঃ ভাব জীবন পুষ্ট হইয়া প্রেমজীবন হয়। জীব কৃষ্ণোন্মুখ হইয়া উর্দ্ধে উঠিতে উঠিতে ক্রমে প্রেম-মন্দির প্রাপ্ত হন। অতএব প্রেমাধিকারে দুইটী অবস্থা অর্থাৎ 'প্রেমারুরুক্ষু' এবং 'প্রেমারূঢ়'-অবস্থা। প্রেমারূঢ় হইলে আর তাহা হইতে উচ্চাবস্থা নাই। সেখানে অখণ্ড-কৃষ্ণরসই এক অদ্বয়তত্ত্ব। আরুরুক্ষু-অবস্থায় প্রেমভক্তগণ একান্ত কৃষ্ণভক্ত। একান্ত শরণাগতিই তাঁহাদের সাধারণ লক্ষণ। সারগ্রাহিগণ প্রেমতত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অতি শীঘ্র বাঞ্ছনীয় স্থল প্রাপ্ত হন। তাঁহারাই প্রেমারুরুক্ষু। তাঁহারাই অতি শীঘ্র "প্রেমারূঢ় বা সহজ পরমহংস" হন। (চৈঃ শিঃ ৬.৩-৪)৹

বিভুচৈতন্য ও অণুচৈতন্য—উভয়েই প্রীতিধর্ম্মবিশিষ্ট। আত্মা ব্যতীত আর কিছুতেই বিশুদ্ধ প্রীতিধর্ম্ম নাই। আত্মার ছায়া যে মায়া-প্রসূত জড়, তাহাতে সেই বিশুদ্ধ ধর্ম্মের বিকৃতি-মাত্র আছে, ধর্ম্ম স্বয়ং তথায় নাই। এই কারণেই জড়জগতে কোন ভৌতিক বস্তুতে প্রীতির বিশুদ্ধ স্বরূপ নাই, প্রীতির বিকৃত স্বরূপ আকর্ষণ ও গতিমাত্র তাহাতে আছে। সেই বিকৃত-ধর্ম্মানুসারে পরমাণু-সকল পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া স্থূল হয়; আবার স্থূল বস্তু-সকল পরস্পর আকর্ষণ দ্বারা পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে। (সঃ তোঃ ৮.৯)

প্রেমবিলাস বিবর্ত্ত ঃ—প্রেমবিলাস-তত্ত্বে দুইপ্রকার ভাব আছে—অর্থাৎ সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ। বিপ্রলম্ভ ব্যতীত সম্ভোগের স্ফূর্ত্তি হয় না। বিচ্ছেদের নাম—বিপ্রলম্ভ, তাহাই প্রেমবিলাসের বিবর্ত্ত অর্থাৎ "বিচ্ছেদকালে অধিকরূঢ়ভাব-বশতঃ সম্ভোগ-অভাবেও সম্ভোগ-স্ফূর্ত্তি।" রায় রামানন্দ নিজ-কৃত ঐ রসের একটী সঙ্গীত গান করিলে মহাপ্রভু স্বীয়ভাবে বিহ্বল হইয়া তাঁহার মুখ আচ্ছাদন করিলেন। গীতটি বিচ্ছেদকালে শ্রীমতীর উক্তি, সুতরাং স্ফূর্ত্তি "বিপ্রলম্ভ-দশায়

সম্ভোগ-স্ফূর্ত্তি প্রেমবিলাস-সম্ভোগেও যেরূপ আনন্দ, বিপ্রলম্ভেও সেইরূপ। বিশেষতঃ বিপ্রলম্ভে অধিরূঢ়-মহাভাবরূপ সর্পে রজ্জুভ্রমের ন্যায় তমালাদিতে কৃষ্ণভ্রমজনিত বিবর্ত্তভাবাপন্ন একরূপ সম্ভোগের উদয় হয়। (অঃ পঃ ভাঃ ৮।১৯১-৪)

সমাধিঃ—সমাধি দুই প্রকার—সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প। জ্ঞানিগণের সম্প্রদায়ে সমাধির যে-কিছু ব্যাখ্যা হইয়া থাকুক, সাত্বতগণ অত্যন্ত সহজ-সমাধিকে 'নির্ব্বিকল্প' ও কূট-সমাধিকে "সবিকল্প-সমাধি" বলিয়া থাকেন। আত্মা—চিদ্বস্তু; অতএব স্বপ্রকাশতা, পরপ্রকাশতা, উভয় ধর্ম্মই তাহাতে সহজ। স্বপ্রকাশ-স্বভাব-দ্বারা আত্মা আপনাকে আপনি দেখিতে পায়। পর-প্রকাশধর্ম্ম-দ্বারা আত্মেতর সকল-বস্তুকে জ্ঞাত হইতে পারে। যখন এই ধর্ম্ম আত্মার স্বধর্ম্ম হইল, তখন নিতান্ত সহজ-সমাধি যে নির্ব্বিকল্প, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আত্মার বিষয়-বোধ-কার্য্যে যন্ত্রান্তরের আশ্রয় লইতে হয় না, এজন্য ইহাতে বিকল্প নাই।

আত্মা যখন সহজ-সমাধি অবলম্বন করেন, তখন প্রথমে আত্ম-বোধ, দ্বিতীয়ে আত্মার ক্ষুদ্রতা-বোধ, তৃতীয়ে আশ্রয়-বোধ, চতুর্থে আশ্রিত ও আশ্রয়ের সম্বন্ধ-বোধ, পঞ্চমে আশ্রয়ের গুণকর্ম্মাত্মক স্বরূপগত সৌন্দর্য্য-বোধ, ষষ্ঠে আশ্রিতগণের পরস্পর-সম্বন্ধ-বোধ, সপ্তমে আশ্রিতগণ ও আশ্রয়ের সংস্থানরূপ পীঠ-বোধ, অষ্টমে তদ্গত অবিকৃত-কাল-বোধ, নবমে আশ্রিতগণের ভাবগত নানাত্ব-বোধ, দশমে আশ্রিত ও আশ্রয়ের নিত্য-লীলা-বোধ, একাদশে আশ্রয়ের শক্তি-বোধ, দ্বাদশে আশ্রয়-শক্তিদ্বারা আশ্রিতগণের উন্নতি ও অবনতি-বোধ, ত্রয়োদশে অবনত আশ্রিতগণের স্বরূপ-ভ্রম-বোধ, চতুর্দ্দশে তাহাদের পুনরুন্নতিকারণ-রূপ আশ্রয়ানুশীলন-বোধ, পঞ্চদশে অবনত আশ্রিত-জনের আশ্রয়ানুশীলন দ্বারা স্ব-স্বরূপ পুনঃ-প্রাপ্তি-বোধ ইত্যাদি অনেক অচিন্ত্যতত্ত্বের বোধোদয় হয়। (কৃঃ সং ১।৫)

আচার্য্যগণের হৃদয়ে ভক্তিসিদ্ধান্ত-তত্ত্ব স্ফূর্ত্তিকিরূপে সাধিত হয়? "সমুদ্রশোষণং রেণোর্যথা ন ঘটতে কচিৎ। তথা মে তত্ত্ব নির্দ্দেশো মূঢ়স্য ক্ষুদ্রচেতসঃ॥ কিন্তু মে হৃদয়ে কোঽপি পুরুষঃ শ্যামসুন্দরঃ। স্ফুরন্ সমাদিশৎ কার্য্য-মেতত্তত্ত্বনিরূপণম্॥ (কৃঃ সং ১.২৩)

স্বরূপসিদ্ধি ও বস্তুসিদ্ধিঃ—ভক্তদিগের মুক্তি দুই প্রকার—'স্বরূপ-মুক্তি' ও 'বস্তুমুক্তি'। যাঁহারা ভজন-বলে এই জড় জগতেই স্বরূপ সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, তাঁহাদের দেহান্ত পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়াই মুক্তি তাঁহাদিগের সেবা আরম্ভ করেন। তাঁহাদের এই অবস্থায় স্বরূপমুক্তি হইয়াছে; আবার দেহত্যাগ হইলেই কৃষ্ণকৃপায় তাঁহাদের বস্তুমুক্তি হইবে।' (শ্রীমঃ শিঃ ৮)।

আপনদশা ও স্বরূপসিদ্ধিঃ—নামস্মরণ, রূপস্মরণ, গুণধারণা, লীলার ধ্রুবানুস্মৃতি এবং লীলাপ্রবেশে কৃষ্ণরসে মগ্ন হওয়া-রূপ সমাধি—এই সমস্ত ক্রমে হইলে আপন-দশা উপস্থিত হয়। স্মরণ ও আপনে অষ্টকাল কৃষ্ণ-নিত্যলীলা-সাধন হয় এবং তাহাতে গাঢ় অভিনিবেশ হইলে স্বরূপসিদ্ধি হয়। (চৈঃ শিঃ ৬।৪)। তখন (ভাবাপন-দশায়) স্ব-স্বরূপে ক্ষণে-ক্ষণে ব্রজবাস হয়। স্ব-স্বরূপ-গত রাধা-কৃষ্ণ সেবায় বড় সুখোদয় হয়। এমত কি, অনেকক্ষণ ব্রজধাম-দর্শন ও তথায় স্বরূপাভিমানে অবস্থিতি এবং চিদ্বিলাসগত লীলার স্ফূর্ত্তি হয়। (হঃ চিঃ)

আসক্তি গত হইলেও লিঙ্গদেহ থাকা পর্য্যন্ত জড়-সান্নিধ্য থাকে। কৃষ্ণ-কৃপাক্রমে তাহা অতিশীঘ্রই সমাপ্ত হইয়া থাকে। এ জড়-সান্নিধ্যের নাম বিঘ্ন। যতদিন বিঘ্ন আছে, ততদিন জীব বস্তু-সিদ্ধ হয় না। কিন্তু প্রেম-দশা-প্রাপ্ত রতি হইলেই রস-লাভের যোগ্য হন এবং তাহাতে স্বরূপসিদ্ধি উদিত হয়। অপ্রাকৃত তত্ত্বের স্বরূপবোধই—"স্বরূপসিদ্ধি"। ইহার নামই প্রকৃত সম্বন্ধজ্ঞান। সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হইলে প্রেম-অনুশীলনরূপ অভিধেয় ও প্রেমপ্রাপ্তিরূপ প্রয়োজন লাভ হয়। (চৈঃ শিঃ)। ভক্তিসিদ্ধি দুইপ্রকার—স্বরূপ-সিদ্ধি ও বস্তু-সিদ্ধি। "স্বরূপ-সিদ্ধির সময়ে গোকুলে গোলোক-দর্শন এবং বস্তুসিদ্ধির সময়ে গোলোকে গোকুল দর্শন হয়।" (ব্রঃ সং ৫।২)। কৃষ্ণ-কৃপা হইলে দেহবিগম-সময়ে বস্তুতঃ সিদ্ধদেহে ব্রজলীলার পরিকর হওয়ার নাম বস্তুসিদ্ধি। ইহাই নামভজনের চরম ফল। (চৈঃ শিঃ ৬।৪)। এই অবস্থায় ভজন করিতে করিতে কৃষ্ণসাক্ষাৎকৃতি অবশ্য হইবে এবং হঠাৎ তদিচ্ছা-

ক্রমে স্থূলদেহাপগমে লিঙ্গদেহ নষ্ট হইয়া পড়িবে। পাঞ্চভৌতিক দেহের পতন হইতে হইতেই সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃত মনোবুদ্ধি-অহঙ্কাররূপ লিঙ্গদেহ খসিয়া পড়ে। তখন শুদ্ধ চিদ্দেহ স্পষ্ট অনাবৃতভাবে উদিত হইয়া "চিদ্ধামে যুগলসেবা" করিতে থাকে। ইহাই নিত্য লীলাপ্রবেশ। (হঃ চিঃ)। বস্তুসিদ্ধি হইলে প্রাকৃত জগতে আর থাকা যায় না ; ভক্তগণ তখন অপ্রাকৃত জগতে অবস্থান করেন। (শ্রী ভাঃ মঃ মাঃ ১°।২৪)

সিদ্ধিতে দর্শন :—"(কবে) শ্বপচ-গৃহেতে মাগিয়া খাইব, পিব সরস্বতী-জল। পুলিনে পুলিনে, গড়াগড়ি দিব, করি' কৃষ্ণকোলাহল ॥ (গীঃ মাঃ)

বিপ্রলম্ভ :—রাধিকাচরণ, ত্যজিয়া আমার ক্ষণেকে প্রলয় হয়। রাধিকার তরে, শতবার মরি, সে দুঃখ আমার সয় ॥ **চিত্তবৃত্তি** :—শ্রীকৃষ্ণবিরহে, রাধিকার দশা, আমি ত' সহিতে নারি। যুগল-মিলন, সুখের কারণ, জীবন ছাড়িতে পারি ॥ **পক্ষপাতিত্ব** :—রাধা-পক্ষ ছাড়ি, যে জন সে জন, যে ভাবে সে ভাবে থাকে। আমি ত রাধিকা-পক্ষপাতী সদা কভু নাহি হেরি তা'কে ॥ **স্বারসিকী সিদ্ধির স্বরূপ** :—স্বারসিকী সিদ্ধি ব্রজগোপী-ধন, পরমচঞ্চলা সতী। যোগীর ধেয়ান, নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান, না পায় এখানে স্থিতি ॥ সাক্ষাৎ দর্শন, মধ্যাহ্ন-লীলায়, রাধাপদ-সেবার্থিনী। যখন যে-সেবা, করহ যতনে, শ্রীরাধাচরণে ধনি ॥ (গীঃ মাঃ) ॥ সংসিদ্ধি-লালসাঃ—কবে বা এ-দাসী, সংসিদ্ধি লভিবে, রাধাকুণ্ডে বাস করি'। রাধাকৃষ্ণ-সেবা, সতত করিবে, পূর্ব্ব স্মৃতি পরিহরি। সেবার স্বরূপ :—তুমি রাধিকার দাসী, রাধিকার অনুমতি ব্যতীত কৃষ্ণসেবা স্বতন্ত্রা হইয়া করিবে না। রাধাকৃষ্ণে সমান স্নেহ রাখিয়াও কৃষ্ণের দাস্য-প্রেম অপেক্ষা রাধিকার দাস্য-প্রেমে অধিকতর আগ্রহ করিবে। ইহারই নাম 'সেবা'। শ্রীরাধার অষ্টকালীন সেবাই তোমার সেবা ॥ (জৈঃ ধঃ ৩৯)

গোপীগৃহে জন্ম :—কোন কোন ভক্তলেখক স্বরূপসিদ্ধিকে সাধকের সাধন সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বেই গোপগৃহে ব্রজে জন্মগ্রহণ করা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; তাহাও মিথ্যা নয়। ইহাই ভক্তবৈষ্ণবের বস্তুসিদ্ধির পূর্ব্বে দ্বিজত্ব-লাভ বলিয়া জানিতে হইবে। ভক্তের গোপীদেহ-প্রাপ্তিই সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ দ্বিজত্বপ্রাপ্তি বা আপনদশা। যখন সেই অবস্থায় গুণময় দেহ বিগত হয়, তখনই সাধকের 'স্বরূপসিদ্ধি' হইতে 'বস্তুসিদ্ধি' হয়। (চৈঃ শিঃ ৬।৫)

শ্রীধামপ্রীতি ও ভক্তসেবা-লালসা :—(কবে) ধামবাসী জনে প্রণতি করিয়া, মাগিব কৃপার লেশ। বৈষ্ণব চরণ-রেণুগায় মাখি, ধরি অবধূত বেশ ॥ গৌড় ও ব্রজধামঃ—(কবে) গৌড়-ব্রজবনে ভেদ না দেখিব, হইব বরজ-বাসী। ধামের স্বরূপ স্ফুরিবে নয়নে হইব রাধার দাসী ॥ (গীঃ মাঃ)

বিশ্বমঙ্গল :—সংসারের স্থূল উন্নতি বা অবনতির বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন, কিন্তু সংসারগত জীবাত্মা-নিচয়ের পরমার্থতত্ত্বে উন্নতি-সম্বন্ধে আমরা স্বভাবতঃ ব্যস্ত, এমত কি, সমস্ত জীবনসুখে জলাঞ্জলি দিয়া ভ্রাতৃগণের আত্মোন্নতি সম্বন্ধে আমরা সর্ব্বদা চেষ্টান্বিত থাকি। পতিত ভ্রাতাদিগকে সংসারকূপ হইতে উদ্ধার করা বৈষ্ণবদিগের প্রধান কর্ম্ম। বৈষ্ণব-সংসার যত প্রবল হইবে, ক্ষুদ্রাশয়গ্রস্ত পাষণ্ড-সংসার ততই হ্রাস পাইবে,—ইহাই ব্রহ্মাণ্ডের নৈসর্গিকী গতি। সেই অনন্তরূপি-পরমেশ্বরের প্রতি "সর্ব্বজীবের প্রীতিস্রোতঃ প্রবাহিত হউক, পরমানন্দস্বরূপ বৈষ্ণবধর্ম্ম ক্রমশঃ উন্নত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হউক, ঈশ্বরাভিমুখ লোকদিগের চিত্ত পরমতত্ত্বে দ্রবীভূত হউক, কোমলশ্রদ্ধ মহোদয়েরা ভগবৎকৃপাবলে সাধুসঙ্গাশ্রয়ে ও ভক্তিতত্ত্ব-প্রভাবে উত্তমাধিকারী হইয়া বিশুদ্ধ প্রীতিকে আশ্রয় করুণ, মধ্যমাধিকারী মহাত্মাগণ সংশয় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক জ্ঞানালোচনা সমাপ্ত করিয়া প্রীতিতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হউন, সমস্ত জগৎ হরিসংকীর্ত্তনে প্রতিধ্বনিত হউক।" (কৃঃ সং উপক্রমণিকা)

কর্ম্মের চরম ফল :—নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধিই কর্ম্মের বাস্তবিক ফল ; অন্য যে ফলশ্রুতি, তাহা কেবল নৈষ্কর্ম্ম্য-কর্ম্মে রুচি উৎপাদনার্থে উক্ত হইয়াছে। পরমেশ্বর প্রাপ্তপ্রেমজীবন ভক্তকে এইভাবে আহ্বান করেন,—এই (রস-)ভাণ্ডার আমি মত্ত করিয়া তোমার জন্যই রাখিয়াছি ; তুমিই ইহার একমাত্র অধিকারী।*** তোমার ভয়নাই, শোক নাই, তুমি অমৃত লাভ করিয়াছ। তুমি আমার জন্য সমস্ত শৃঙ্খল ছেদন করিলে। আমি তোমার প্রীতি-ঋণ শোধ করিতে পারিব না। (চৈঃ শিঃ উপসংহার)

একাদশ দ্যুতি

শ্রীলসরস্বতী ঠাকুরের প্রয়োজনতত্ত্ব-বর্ণন

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো" (ভাঃ ৩।২৫।২৫); ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য (ভাঃ ১১।২৬.২৬) প্রমুখ-ভাগবতীয় শ্লোক আমাদের একান্তভাবে অনুসরণীয় বিষয় হওয়ায় জগতের সকল লোকের সহিত সর্ব্বতোভাবে মিশিয়া উঠা আমাদের পক্ষে কখনই সম্ভবপর হয় না। আমাদের গুরুবর্গ কর্ম্ম ও জ্ঞানকে 'ঠগের ধর্ম্ম' বলিয়া থাকেন। ভক্তির পথই আমাদের একমাত্র অনুসরণীয় পথ। যাঁহারা সেই পথের পথিক, তাঁহাদের সঙ্গই আমাদের প্রয়োজনীয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার অন্ত্যলীলায় দ্বাদশ বর্ষ যে ভাবে তাঁহার পরমপ্রেষ্ঠ অন্তরঙ্গ শ্রীস্বরূপ-রামানন্দ-সঙ্গে কৃষ্ণ কথা রঙ্গে গম্ভীরা-মধ্যে যাপন করিয়াছিলেন, তাহাই আমাদের একমাত্র অনুশীলনীয় ও অনুসরণীয় বিষয় হউক। আশ্রয়ের ভাবে বিভাবিত মহাপ্রভু যখন তাঁহার দিব্য বিরহোন্মাদ-লীলায় লোক-জনের সহিত দেখা-শুনার কার্য্য, তীর্থ-ভ্রমণ-লীলা, প্রচার-কার্য্য-পর্য্যবেক্ষণাদি—সমস্ত কার্য্য-ছাড়িয়া, গম্ভীরা-মধ্যে অহর্নিশ "কাহাঁ মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন। কাহাঁ করোঁ কাহাঁ পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ কাহারে কহিব, কেবা জানে মোর দুঃখ। ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা ফাটে মোর বুক॥" এই প্রকার সুতীব্র-বিরহ কাতর, তখন কেবল "রামানন্দের কৃষ্ণকথা, স্বরূপের গান। বিরহ-বেদনায় প্রভুর রাখয়ে পরাণ॥ তাঁর সুখ-হেতু সঙ্গে রহে দুই জনা। কৃষ্ণরস-শ্লোক-গীতে করেন সান্ত্বনা॥ দুই জনার সৌভাগ্য কহন না যায়। প্রভুর 'অন্তরঙ্গ' বলি' যাঁরে লোকে গায়॥ "সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে।" শ্রীরূপপাদের এই কথাটি আমাদের সঙ্গ-বিচারে বিশেষভাবে জ্ঞাতব্য।

বহুশিষ্য করা উচিত নহে। আমি কাহাকেও শিষ্য করি নাই, সকলেই আমার গুরুবর্গ। তাঁহারা যেন তাঁহাদের অকৃত্রিম ভজনাদর্শ অনুসরণ করিবার সুযোগ দান করেন। শতকোটি গোপীর শতকোটি মত হইলে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণে বাধা পড়িয়া যায়। শ্রীবৃষভানু-নন্দিনীর আনুগত্য-ব্যতীত মাধবের মন রাখিবার ক্ষমতা আর কাহারও নাই। 'শতকোটি গোপী মাধব-মন। রাখিতে নারিল করি' যতন॥ বেণুগীতে ডাকে 'রাধিকা'-নাম। 'এস, এস, রাধে'। ডাকয়ে শ্যাম॥ ভাঙ্গিয়া শ্রীরাসমণ্ডল তবে। রাধা-'অন্বেষণে চলয়ে যবে॥ 'দেখা দিয়া, রাধে, রাখহ প্রাণ।' বলিয়া কাঁদয়ে কাননে কান॥ নির্জ্জন-কাননে রাধারে ধরি'। মিলিয়া পরাণ জুড়ায় শ্রীহরি॥ বলে,—"তুঁহু বিনা কাহার রাস? তুঁহু লাগি' মোর বরজ-বাস"॥ এ হেন রাধিকা-চরণতলে। ভকতিবিনোদ কাঁন্দিয়া বলে॥ "তুয়া গণ-মাঝে আমারে গণি'। কিঙ্করী করিয়া রাখ' আপনি"॥

কর্ম্মের পথে আমরা যে সকল নশ্বর ফল পাইব, তাহাতে কোন নিত্যমঙ্গলের কথা নাই। সেই জন্য শ্রীমদ্ভাগবতে "জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তি-সহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতম্"। মনুষ্যজাতি সাধারণতঃ আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-ব্যতীত আর কিছুই বুঝিতে চাহেন না। "আমার সুখ-সুবিধা হউক অন্যের শত-সহস্র অসুখ অসুবিধার বিনিময়ে"—ইহাই কর্ম্মকাণ্ডীয় চিন্তাস্রোত। জ্ঞান-কাণ্ডীয় বিচার—জগতের সুখ ও অসুখ উভয়কেই পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বিশেষ হইয়া যাওয়া। আমার প্রীতি ও আমার বীতরাগ পরিত্যাগ করিলে "মুরারেস্তু তৃতীয়ঃ পন্থাঃ" বলা হয়। দুই জনের প্রীতিতে বিরোধ হওয়ার দরুণ ভক্তির পথ লওয়াই নিঃসংশয়িত বিচার। জ্ঞান ও কর্ম্ম দুইটিই—ঠগের বিচার। কর্ম্মী নিজের শক্তির প্রাধান্য স্থাপনে ব্যস্ত, আর জ্ঞানী সর্ব্বশক্তিমান ভগবান্‌কে নিঃশক্তিক প্রতিপন্ন করিতে পারিলে নিশ্চিন্ত হন। কিন্তু এতদুভয়-ক্ষেত্রেই ভগবানের শক্তি বহুমানিত না হওয়ায় আমাদের শক্তি পরস্পরে বিবাদমানা হইয়া পড়ে। পরস্পর বিবাদমান এই জ্ঞান ও কর্ম্মের বিচার হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় কি, তাহাই আমাদের সর্ব্বাগ্রে চিন্তনীয় বিষয় হওয়া আবশ্যক। বাস্তব সত্যের জন্য সমস্ত কার্য্য এবং সমস্ত জ্ঞান উদ্দিষ্ট হইলেই সকল বিবাদ প্রশমিত হইয়া যায়, তাহারই নাম ভক্তিযোগ। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ভগবানে যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ করার নামই ভক্তি বা একায়ন-

পন্থা। সজাতীয়াশয় স্নিগ্ধ অর্থাৎ সমজাতীয় আশয় উদ্দিষ্ট বিষয় হইলে ভক্তির পথ অনুসৃত হইল ; নতুবা স্ব-স্ব-প্রাধান্য স্থাপনে যত্ন আসিয়া উৎপথগামী হইতে হয়। আমার আশয় যেখানে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবসত্যের সেবায় উন্মুখ, সেখানেই জানিব সাধুতা। নতুবা সর্ব্বত্রই অসাধুতা বিরাজিত। "যা'র যা'র গুরু, তা'র তা'র গুরুর জয়।"—যিনি যাহা করিবেন, তাহাই গ্রহণ করিয়া লইতে হইবে, ইহাতে কোন মঙ্গলের বিচার নাই ; আছে কেবল—একমাত্র ভগবান্‌কে বিস্মৃত হইবার উপযোগিতা।

পরস্বভাব কর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্নগর্হয়েৎ," (ভাঃ ১১।২৮।১) এই উপদেশটি অগ্রাহ্য করিয়া যাঁহারা দিবানিশি পরচর্চ্চায় আনন্দ উপভোগ করেন, তাঁহারা কখনও আত্মমঙ্গল লাভ করিতে পারেন না। তাই আমরা প্রত্যেক দিন সকাল বেলায় উঠিয়া সর্ব্বাগ্রে নিজের মনকে দু'শ ঘা জুতা, আর পাঁচ শ' ঘা ঝাঁটা মারিয়া মনকে শিখাইতে হইবে—"মন, তোমার পরচর্চ্চা করিয়া লাভ কি ? তোমার চর্চ্চা তুমি কর না কেন ? পরচর্চ্চকের গতি নাহি কোন কালে। শ্রীমদ্ভাগবত (১১।২৩।৪৫) বলেন :—সমস্ত উপায়ই মনোনিগ্রহরূপ ফল-লাভের জন্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। মনোনিগ্রহই পরম-যোগরূপে কথিত হইয়াছে। "পরচর্চ্চা"-শব্দে 'পর' বলিতে পরমেশ্বর-বিমুখ জনের চর্চ্চা। উহাদ্বারা অমঙ্গল হয় ; কিন্তু 'পর' অর্থাৎ পরমেশ্বরের চর্চ্চার দ্বারা আত্মমঙ্গল হয়।

সাধু ও অসাধুর বিচার এক নহে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই ভগবানের কথায় না যাপন করিলে মিছা বাবাজী হইয়া গেলাম—হরিভজন হইতে সম্পূর্ণরূপে ছুট পাইলাম। দাম্ভিকগণ কখনও হরিভজন করিতে পারে না। ভগবদ্ভক্তকে অসম্মান করাই দাম্ভিকের কার্য্য। এইজন্য শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভু "সদা দম্ভং হিত্বা কুরু রতিম" বলিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছেন। অন্যাভিলাষ কর্ম্ম ও জ্ঞান মার্গে প্রবৃত্তিই দাম্ভিকতার পরিচয়। তাহাতে হাতে হাতে ভুল বুঝিবার, ও ভুল ঘটিবার সম্ভাবনা।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১৯ পরিচ্ছেদে শ্রীরূপশিক্ষায় "ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব। গুরু কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥" ইত্যাদি কথা প্রসঙ্গে মহাপ্রভু যে-সকল উপদেশ করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে আলোচ্য হওয়া আবশ্যক। ভক্তিলতার কৃষ্ণচরণ' কল্পবৃক্ষে আরোহণ-পথে যাহাতে 'বৈষ্ণবাপরাধ'-রূপ মত্তহস্তি এবং 'ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা,' 'নিষিদ্ধাচার,' 'কুটীনাটী,' 'জীবহিংসন,' 'লাভ', 'পূজা,' 'প্রতিষ্ঠাশা' প্রভৃতি উপশাখা কোন বিঘ্ন উৎপাদন করিতে না পারে তৎপ্রতি সাধকের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন না করিলে ভক্ত্যঙ্গ-যাজন অভিনয় সত্ত্বেও ভক্তিহীনতা অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে, ফলে প্রাকৃত সহজিয়া বা কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত হইতে হয়। সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সর্ব্বক্ষণ একমাত্র স্বরাট লীলা-পুরুষোত্তমের ইন্দ্রিয়-তর্পণই শুদ্ধভক্তির বিচার। সমস্তই এক কৃষ্ণ-তাৎপর্য্য-পর না হইলে পরস্পরে মতদ্বৈধতা—বিবাদ-বিসম্বাদ অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীরাধা-গোবিন্দের সেবায়ই আমাদের সর্ব্বস্ব নিযুক্ত হউক ; আমাদের সর্ব্বেন্দ্রিয় তাঁহাদেরই অনুশীলনে প্রবৃত্ত হউক ; অখিল রস অখিলরসামৃতমূর্ত্তি কৃষ্ণচন্দ্রের সেবায় নিযুক্ত হইলেই রুচি-বিবেক, সৌন্দর্য্য-বিবেক বা রস-বিবেক পরিপূর্ণতা লাভ করে। তাহা না হইলেই সমূহ বিপদ। শ্রীমদ্ভাগবত যে সমস্ত বড় বড় কথা বলিয়াছেন, তাহা কাহার জন্য, কে কোথায় কিভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, আর মনুষ্যজাতি তাঁহাদের আধ্যক্ষিক চিন্তাধারায় যতই না কেন বড় কথা আবিষ্কার করুন, তাহা কোথায় কি ভাবে, কাহার উদ্দেশ্যে নিযুক্ত হইতেছে, তাহা নিরপেক্ষভাবে সমালোচিত হইলে আধ্যক্ষিকতারই সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্যতা প্রতিপাদিত হইবে। যতই না কেন বড় কথা হউক, কৃষ্ণ-সেবায় না লাগিলে তাহা 'ছায়া' হইয়া গেল, তাহার মূল্য অন্ধ কপর্দকও রহিল না। প্রাকৃত-সহজিয়াগুলি ঈশ্বরে মনুষ্যবুদ্ধি বা মনুষ্যে ঈশ্বর-বুদ্ধি হইয়া ঈশ্বরে নরত্ব আরোপ বা মানুষের ক্রিয়াকলাপ ঈশ্বরে আরোপ-দ্বারা যে রাই-কানুর গান গাহিয়া বেড়ায় তাহা রাইকানুর ইন্দ্রিয়-তর্পণের পরিবর্ত্তে তাহাদেরই ভোগের বিষয় হইয়া থাকে।

তাহারা নিজেরাও যেমন উল্টা-পাল্টা, তাহাদের বিচারগুলিও তেমন। কিন্তু প্রাকৃত-সহজিয়া-দলের ব্যভিচার কখনও সদাচার বা হরিভজন নহে।

আমাদিগকে হরিভজন করিতে হইবে। শ্রীল দাসগোস্বামিপ্রভুর মনঃশিক্ষার 'সদা দম্ভং হিত্বা'-বিচার অনুসরণ করিতে হইবে। আমাদের এক উদ্দেশ্য—এক পদ্ধতি—একায়ন-পন্থা হওয়াই প্রয়োজনীয়। বহুয়ন-পন্থা হইলে পরস্পরের স্বার্থ লইয়া নানা প্রকার বিবাদ-বিসম্বাদ উত্থিত হইবে।

ভগবানের সেবার জন্য আমাদের দরকার পড়িয়া গেলে তাহার সম্বন্ধে কি কথা আছে, তাহা আমাদের জানিয়া রাখা আবশ্যক, ভবিষ্যতে প্রয়োজন হইবে। এখানে থাকিতে থাকিতে ভগবানের সঙ্গে কি কি কার্য্য আছে ও পরে কি কি কার্য্য হইবে এবং সেই কার্য্যের প্রতিকূলে কি কি কার্য্য আমাদের উদ্দেশ্যের প্রতিবন্ধক হইয়া পড়ে, সেই সকল বিঘ্নের হস্ত হইতে পরিত্রাণেরই বা উপায় কি, তাহা জানিয়া রাখা দরকার।

শ্রীরূপ-সনাতন-শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীনরোত্তম ঠাকুর প্রমুখ মহাজনগণের গ্রন্থে যে সকল কথা পাওয়া যায়, সে সকল কথার সন্ধান রাখা দরকার। তাঁহারা এ দেশের লোক ছিলেন না, তাঁহারা সাক্ষাৎ গোলোকের বস্তু—গোলোকনাথের নিজ-পরিকর। তাঁহারা Absolute এর—বাস্তববস্তু বিষয়-বিগ্রহের সহিত তদাশ্রিত সম্প্রদায়ের কি কি কৃত্য—কি কি কথাবার্ত্তা আছে, তাহার কিছু কিছু তাঁহাদের গ্রন্থাদিতে রাখিয়া গিয়াছেন। অপ্রাকৃত রসবিচার সম্বন্ধে যাহা শ্রোতব্য এবং শ্রবণের পর যাহা আমাদের কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধানে আলোচনা হওয়া আবশ্যক। কিন্তু আমাদের ভাগ্যে তদনুকূল যোগাযোগ না ঘটিলে কিছুতেই সুবিধা হইয়া উঠে না। তজ্জন্য এ জগতে missing line ও cementing bridge দরকার হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে জগৎ কি জিনিষ, জগতের অধীশ্বর জগন্নাথ কোন বস্তু, জগন্নাথের সহিত জগতের কি সম্বন্ধ তাহা 'তস্মাদিদং জগদশেষ সৎস্বরূপ' প্রভৃতি শ্লোকে বলা হইয়াছে। জগতের ভোক্তৃ-অভিমানীর ভোগ্য বিষয় ও জগন্নাথের ভোগ্য বিষয়গুলি এক নহে। ইহজগতের অনিত্য সুখ-সাচ্ছন্দ্য-প্রাপ্তিই ভোগীর আকাঙ্ক্ষনীয় বস্তু, ভগবানের সঙ্গে তাহাদের একপ্রকার সংস্রবই নাই। মাঝামাঝি বা মিশ্রভাবযুক্ত যাঁহারা, তাঁহারাও ভগবানের সেবার কথা কিছুই বুঝিতে পারেন না। এতদুভয়ের অতীত অবস্থা যাঁহাদের, যাঁহারা সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে অন্যাভিলাষিতাশূন্য জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃত হইয়া অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনের বিচার বরণ করেন, তাঁহারাই কৃষ্ণ ভজনের সন্ধান পান। নতুবা সে রহস্য কাহারও ভেদ করিবার সামর্থ্য নাই।

শ্রীল রঘুনাথদাসগোস্বামী বলিতেছেন শ্রীরূপপাদকে অর্থাৎ শিষ্য বলিতেছেন গুরুপাদপদ্মকে—"হে সখি! শ্রীরূপমঞ্জরি! আপনি এই ব্রজমণ্ডলে বাস করিতেছেন, ব্রজে সচ্চরিত্রা—সতী বলিয়া আপনার প্রসিদ্ধি আছে। আপনি কখনও' পরপুরুষের মুখও সন্দর্শন করেন না। আবার আপনি প্রোষিতভর্ত্তৃকা; আপনার স্বামী দূরে বাস করেন। তবে ভর্ত্তার অনুপস্থিতি কালে আপনার কপোল-দেশে যে সম্ভোগের চিহ্ন দেখা যাইতেছে, কোন শুকপাখী কি এ কার্য্য করিয়াছে?" এরকম ধরণের কথা সাধারণ লোকের আলোচ্য বিষয় নহে। আপনি পরপুরুষের সঙ্গ করেন না, পতিপ্রাণা, সচ্চরিত্রা আপনি' ইত্যাদি গুরুর এ চেহারাকে লক্ষ্য করিয়া ত বলা হইতেছে না। শিষ্যের মুক্তাবস্থায় গুরুকে ব্রজবাসিনী-বিচারে এসকল কথা বলা হইয়াছে। শ্রীরতিমঞ্জরী রঘুনাথ মুক্তবিচারে মুক্তবিচারের গুরুপাদপদ্ম শ্রীরূপমঞ্জরীকে বলিতেছেন,—"বোধ হয় শুকপাখীতে মুখটা ক্ষত করিয়াছে, নতুবা স্বামী নাই, অথচ সম্ভোগের চিহ্ন কেন!" এই যে অপ্রাকৃত পারকীয় রসের বিচার, যাহা শিষ্য গুরুকে বলিতেছেন, ইহাই ভজনের কথা। কিন্তু ইহা ত' সাধারণ ক্লাসের ব্যক্তির বুঝিবার নয়। আধ্যক্ষিকতা লইয়া শত-সহস্র-যুগ যুগান্তর ধরিয়া পড়িয়া শুনিয়া অধোক্ষজ-পরতত্ত্বের ভজন রহস্যের কথা কি বুঝিবে? মাঝে ত' অনেক gap পড়িয়া গেল! আধ্যক্ষিকগণ অক্ষজ-বিচার-দ্বারা অপ্রাকৃত ভূমিকার কথা বুঝিতে গিয়া নানা অনর্থ ঘটাইতেছে। এ জগতে

যে পারকীয় রসের কথা অত্যন্ত হেয়, সে জগতে—যেখানে ভোক্তা এক অদ্বিতীয় স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তম অধোক্ষজ-পরতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন, আর সকলেই তাঁহার ভোগ্য, সেখানে পারকীয় বিচারই সর্ব্বাপেক্ষা উপাদেয় বলিয়া পরমমুক্ত-কুলশিরোমণিগণ-কর্ত্তৃক বন্দিত হইয়াছে—'পারকীয় ভাবে হয় রসের উল্লাস'। সাধারণ নীতিবাদিগণ ইহাতে নীতির অভাব দেখেন, অথচ এইটিই মুক্ত পুরুষদিগের একমাত্র আলোচ্য বিষয়।

এই সকল বিচারের গ্রন্থ আছেন, তবে সেই সমস্ত sealed book. ঠাকুর মহাশয়ের গ্রন্থে মুক্ত-জীবনের ভজন-লালসার কথার কিছু কিছু ইঙ্গিত দেওয়া আছে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও অতি সন্তর্পণে কিছু কিছু ইঙ্গিত দিয়াছেন। তাঁহার কল্যাণ কল্পতরুর 'অভিসার' গীতি-শেষে আছে—

কেন মোর দুর্ব্বলা লেখনী নাহি সরে। 'অভিসার' আরম্ভিয়া সকম্প অন্তরে॥ মিলন সম্ভোগ বিপ্রলম্ভাদি বর্ণন। প্রকাশ করিতে নাহি সরে মোর মন॥ দুর্ভাগ্য না বুঝে রাসলীলা তত্ত্বসার। শূকর যেমন নাহি চিনে মুক্তাহার। অধিকার হীন-জন-মঙ্গল চিন্তিয়া। কীর্ত্তন কারনু শেষ, কাল বিচারিয়া॥

অবশ্য ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার ঐ গ্রন্থের পর আরও অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ভজনের ক্রমপন্থা উল্লঙ্ঘন করিয়া যাহারা অনধিকার-চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হয়, তাহারা ভগবত্তত্ত্বে অপরাধী হইয়া মহাজনের বিচার-তাৎপর্য্য বোধে সম্পূর্ণ অসমর্থ হয়। বিষয়-বিচারে যাহাতে লোকের অসুবিধা না হয় এজন্য missing line দেখাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন হইতেছে। কি করিয়া আত্মা পরজগতে কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষে নীত হইতে পারেন; সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি কি প্রকার, তারা নানা প্রকারে বুঝাইবার যত্ন হইতেছে। ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীশ্যামানন্দ ও শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুদের আনুগত্যের নামে বঙ্গদেশে নানা ব্যভিচার-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। প্রকৃতিজাত জগৎ এক জিনিষ, আর অপ্রাকৃত জগৎ যে সম্পূর্ণ অন্য জিনিষ, তাহা অল্পবুদ্ধি লোক বুঝিয়া উঠিতে পারে না। অপ্রাকৃত-বিচারকে প্রাকৃত-ব্যভিচারের অন্তর্গত করিবার এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি সর্ব্বতোভাবে গর্হণ যোগ্য। 'প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর। বিষ্ণুনিন্দা নাহি আর ইহার উপর॥

সাধারণ অজ্ঞলোক non-absolute এর রাজ্যে বাস করায় তাহারা কৃষ্ণ, কালী, শিব, বিষ্ণুতে তফাৎ বুঝে না। তাহারা শ্রীমদ্ভবদ্গীতোক্ত—"কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তে অন্যদেবতাঃ। তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যানিয়তাঃ স্বয়া॥" শ্লোকের মর্ম্ম বুঝিতে পারে না। মনুষ্যজাতি কৃষ্ণকথা ছাড়িয়া অন্যান্য কথায় ব্যস্ত হইয়া অন্য দেবতা পূজার জন্য দৌড়াইতেছে। ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাস্রোতে ভাসমান হইয়া ভিন্ন ভিন্ন কামনার বশবর্ত্তী হইতেছে। অমেধ্য-ভক্ষণ-প্রবৃত্তি, ধন-জন-পাণ্ডিত্য-রূপবতীভার্য্যা প্রভৃতির আকাঙ্ক্ষা, পরস্বাপহরণ-চেষ্টা, পরসুখাসহিষ্ণুতা প্রভৃতি কতপ্রকার অবিচারের কথা যে মানুষের নিকট আসিয়া পড়িতেছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

অচেতনের দর্শনশাস্ত্র ও অপ্রাকৃত জগতের চরমোৎকর্ষ সম্পূর্ণ বিপরীত। আমাদের কৃত্য পড়িয়া গিয়াছে—অপরমার্থিক ক্লাসের লোককে টানিয়া আনিয়া নিরপেক্ষতা শিখান'—পরমার্থ পথের সন্ধান জানান। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে জিনিষটি দিবার জন্য আসিলেন তাহার সন্ধান না পাইয়াই আমাদের বিচার অন্যরূপ হইয়া যাইতেছে। শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি আমাদের হৃদয়কন্দরে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হউন, এ প্রার্থনা জাগিতেছে না। শ্রীচৈতন্যদেব যে বিশেষত্বের কথা বলিলেন, সে রাজ্যের কথা কেবল ভারতের কেন, জগতের কোন লোকই জানেন না। অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি ব্রজেন্দ্রনন্দন উপাস্য; দ্বাদশ প্রকার রসে 'রসো বৈ সঃ'; তাঁহার ইন্দ্রিয় তর্পণই উপাসনা; এই সকল কথার কোন সন্ধান না রাখিয়া উপাস্য-উপাসনা-নির্ণয়ে আমাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণ-বিচারই প্রবল হইয়া উঠিতেছে।

শ্রীল দাসগোস্বামী অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তির মূল আশ্রয়-বিগ্রহের কথা লইয়া যে সকল কথা বলিতেছেন, সে-সকল এখানকার কথা নহে। তাঁহারা অপ্রাকৃত জগতের বস্তু, সেখান-কার কথাই বলিতেছেন। এ দেশের লোকগুলি মায়াশক্তির ছায়াশক্তির কথা লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সুতরাং ইহারা এক দিকে আর তাঁহারা এক দিকে।

ইহারা বলিবে—উহাদিগের বুদ্ধি কম, তাহারাই বেশী বুঝ্‌দার। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া থাকেন—"আমি বিজ্ঞ, সেই মূর্খে বিষয় কেনে দিব। স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব।" অর্থাৎ কৃষ্ণেতর বিষয়-গ্রহণটাই মূর্খতা; কৃষ্ণ সেই মূর্খতা দূর করেন, যদি আমাদের হৃদয়ে কপটতা না থাকে। কিন্তু কপটতা থাকিলে অর্থাৎ কৃষ্ণকে সেবা করিবার—তাঁহার প্রতি অনুরাগ দেখাইবার ভান করিয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-ব্যতীত অন্তরে নিজেন্দ্রিয়-তর্পণাভিলাষ পোষণ করিলে কৃষ্ণের নিষ্কপট কৃপা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়।

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া। কভু ভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া॥

Higher truth, better truth, more efficaciour truth—এখানকার কোন কথা নহে। Non-absolute এর কথা লইয়া যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের কথা নহে। অবাস্তব কথা লইয়া যাঁহারা সময়াতিপাত করেন তাঁহাদিগকে 'বিদ্বান' আখ্যা দেওয়া যায় না। "দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে। পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।" আধ্যক্ষিকদিগের বিদ্যা আধ্যক্ষিকী বা অবিদ্যা। অধোক্ষজ-সেবকগণ অধোক্ষজ-বিদ্যা বা পরমার্থ বিদ্যায়-বিদ্বান্—অধোক্ষজ ভগবানের ইন্দ্রিয়-তর্পণ বিচারেই তাঁহাদের বিদ্যাবত্তা। শ্রীরাধিকা, শ্রীনন্দ-যশোদা, শ্রীদামাদি কৃষ্ণসখা, রক্তক-পত্রকাদি কৃষ্ণদাস—ইহারা সকলেই কৃষ্ণসেবায় উন্মুখ। কিন্তু এ জগতের কান্ত, পিতা-মাতা, সখা, দাস প্রভৃতির বিচার বিপরীত জাতীয়, এখানকার সবই ছায়া। যাঁহারা এই সকল ছায়ার মায়ায় মুগ্ধ, তাঁহারা অপরাবিদ্যা বা অবিদ্যার কিঙ্কর হইয়া কামাদি-রিপু-কবলিত। ইহ জগতে এই কামাদির হস্ত হইতে যদি কেহ পরিত্রাণ পাইবার ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহার বাস্তব সত্যে অকপট শ্রদ্ধা হওয়া দরকার। শ্রদ্ধা হইলেই অপ্রাকৃত রাজ্যের কথা ধরিতে পারা যায়। শ্রদ্ধাই medium পর-বিদ্যার প্রতি শ্রদ্ধা না হইয়া বোকামির দিকে হইলে মঙ্গল হইবে কি প্রকারে? তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥ ভগবৎ কথা শ্রবণে শ্রদ্ধা না হওয়া পর্য্যন্ত মনুষ্যের নানা বিষয়ে মতি দৃষ্ট হয়। এখানে যদি সংসারটাই প্রবল হয়, তবে সে দেশের কথাটী বিপরীত বলিয়া মনে হইবে।

আমরা বৃথা সময় কাটাইতেছি না। এ জগতের কোন কথায় আমাদের দরকার নাই। কৃষ্ণপাদপদ্মই একমাত্র বাস্তব সত্য, যে সত্য তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান নহে, তাহা কখনই সত্য নহে, তাহা মিথ্যা, তাহার অনুসরণ ধ্বংসের পথে লইয়া যায়। তাঁহার নিষ্কপট সেবাই আমাদের একমাত্র প্রয়োজন। তাহাকেই প্রকৃত সত্যের অনুসরণ বলে। শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথাই আমাদের একমাত্র জীবাতু হউক।

কখন ভূতোদ্বেগ দেওয়া উচিত নহে। ভগবানের সেবা করিলেই জীবে দয়া করা হয়। জীবকে হরিভজন করানই সর্ব্বোৎকৃষ্ট দয়া। নিজ-সুখৈষণা প্রবল হইলে বিচার হয়—'আমার হরিভক্তি বেশী হইয়াছে, আমার প্রতিষ্ঠা বেশী বাড়িয়াছে, সকলেই আমার অধীন—ইহার নাম বৈষ্ণবাপরাধ। বৈষ্ণবাপরাধে অমঙ্গল হইবে। এক বুঝিতে আর বুঝা এবং হরিভজন না করাই মূর্খতা।

এক সময়ে শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজীমহারাজ তাঁহার আশ্রিতাভিমানী এক বাবাজীর উপর বেগুনগাছে জল দিবার আদেশ করেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর তথায় উপস্থিত হইলে—ভজনকুটীরের বাবাজীরা শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের বিরুদ্ধে তাঁহার নিকট নালিশ করে। তাহাদের আপত্তি এই ছিল যে—"আমরা হরিনাম করিতে আসিয়াছি, আমরা বেগুনগাছে জল দিব কেন? শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাহাদের বৈষ্ণবাপরাধ লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—'অনুকরণ করিলে হরিনাম হইবে না।' তিনি তিনজন বাবাজীর সংশোধনের জন্য তিন প্রকার ব্যবস্থা করিলেন—প্রথমটীকে চারি ধাম ভ্রমণ, দ্বিতীয়টীকে দ্বাদশ পাট পরিভ্রমণ এবং তৃতীয়টীকে বেগুনগাছে জল দেওয়াইবার ব্যবস্থা করিলেন।

সর্ব্বক্ষণ মহতের অনুসরণ চাই, অনুকরণ চাই না। অপসম্প্রদায়-ভুক্ত ব্যক্তিরা আনুকরণিক সম্প্রদায়।

অনুসরণ কার্য্যটী সাধন ও সিদ্ধ সর্ব্বাবস্থায়ই বরণীয়। ভাবরাজ্যেও অনুসরণ করা যাইবে। "কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্। তত্তৎকথা-রতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা। সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি। তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥" হরিভজন ব্যতীত যে স্মার্ত্তবিধান, তাহা কিছু নয়। Higher level এর কথা বুঝিতে পারিলেই জীবের সুবিধা হয়। শ্রীল রায় রামানন্দের প্রাকৃত কামগন্ধশূন্যাবস্থায় দেবদাসীদের দ্বারা যে সজ্জা ও তাহাদিগকে যে কৃষ্ণ-সেবাশিক্ষা-প্রদান তাহার অনুকরণই প্রাকৃত-সহজিয়াগিরি। অনুকরণের দ্বারা কখনও সুবিধা হইবে না। আনুকরণিকেরা বেশীক্ষণ টিঁকিতে পারে না। নাকে তিলক, মন্ত্র দেওয়া, ঠাকুর দেখাইয়া পয়সা নেওয়া, অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত ভাগবত-পাঠ প্রভৃতি আনুকরণিক কার্য্যে সুবিধা হইবে না। কৌপীন লই আর না লই হরিসেবা হইতেছে কি না দেখিতে হইবে। "যেষাং সএব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্। তে দুস্তরামতি তরন্তি চ দেবমায়াং নৈষাং মামাহমিতিধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে।"

কপটতা পরিহার করিবার একমাত্র উপায়—শুদ্ধ-বৈষ্ণবের সেবা ও অনুসরণ। অনুকরণে হরিভজন নাই। তোমরা কেহ জনকই হও আর রামানন্দ রায়ই হও, পতিত হইও না। তোমাদের যাবতীয় চেষ্টা হরিসেবায় নিযুক্ত হউক। ২৪ ঘণ্টা হরিকীর্ত্তন করিয়া লোকের উপকার কর। কপটতা পরিত্যাগ কর। অনুসরণ কর, অনুকরণ করিও না। আলস্যে দিন কাটাইও না। ভণ্ডামী যেন প্রবেশ না করে। পয়ঃপানকারী ব্রহ্মচারীর বা সন্ন্যাসীর কোন সুবিধা হইবে না। এ দেশের অল্পবিদ্যার পণ্ডিতেরা জয়দেব বিদ্যাপতির ভাব বুঝিতে পারেন না, অথচ নিন্দা করিয়া থাকেন। পণ্ডিতাভিমানীর বিচারও অপরাধীর হাত হইতে অব্যাহতি পায় না। বহু ব্যক্তি বহু শুদ্ধভক্তের অনুকরণ করিতে গিয়া অসুবিধায় পড়িতেছে। ভগবদ্ভক্তগণ বড় কঠিন ঠাঁই। তাঁহাদের অনুকরণ করিলে জীবের অব্যাহতি নাই।

রসতত্ত্ব—শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থে রসের এই রূপ সংজ্ঞা দিয়াছেন। আমাদের বক্তব্য-রস—জড়রস নহে। জড়রস সেই অপ্রাকৃত রসেরই হেয়, বিকৃত, খণ্ড প্রতিফলন মাত্র। রসের সংজ্ঞা এই:—"ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকার ভারভূঃ। হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ॥"—ভাবনার পথ অতিক্রম-পূর্ব্বক চমৎকারাতিশয়ের আধারস্বরূপ যে স্থায়ীভাব শুদ্ধসত্ত্ব-পরিমার্জ্জিত উজ্জ্বল হৃদয়ে আস্বাদিত হয়, তাহাই 'রস' বলিয়া বিবেচিত হয়। জগতে বিষয় ও আশ্রয়ের বহুত্ব, কিন্তু মূল আদর্শে বিষয় একমাত্র এক অদ্বয়তত্ত্ব, তিনিই কৃষ্ণ; তাঁহারই সমস্ত আশ্রিতবর্গ। কৃষ্ণ আশ্রিত বর্গের কাহারও নিকট নিরপেক্ষ, কাহারও প্রভু, সখা, পুত্র ও কান্ত। বৃন্দাবন, যমুনা, কদম্ববৃক্ষ, পুলিন, বংশী, গাভী, বেত্র, বিষাণ প্রভৃতি অচেতনপ্রায় চিন্ময়বস্তু শান্ত রসের আশ্রয়। রক্তক, পত্রক, মধুকণ্ঠ, প্রভৃতি তাঁহার অনুগামী ভৃত্য। ব্রজে শ্রীদাম, সুদাম, বসুদাম প্রভৃতি তাঁহার প্রিয়সখা ইত্যাদি। ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য-ভেদে ভগবত্তা প্রকাশ দ্বিবিধ। নর-লীলার অপেক্ষা না করিয়াই যে পরমৈশ্বর্য্যের আবির্ভাব, তাহাকেই 'ঐশ্বর্য্য' বলে। যেমন শ্রীকৃষ্ণ বসুদেব-দেবকীকে চতুর্ভুজ-রূপ ও অর্জ্জুনকে যোগৈশ্বর্য্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই প্রকাশ ভগবানের ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ। আর পরমৈশ্বর্য্যের প্রকাশ বা অপ্রকাশে যদি নর-লীলার অতিক্রম না হয়, তাহাকে 'মাধুর্য্য' বলে। যেমন, পুতনার প্রাণ-হরণকালে শ্রীকৃষ্ণের স্তন-চূষণরূপ নর-বালকচেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের পরমৈশ্বর্য্য প্রকাশিত হইলেও উহা নর-লীলাকে অতিক্রম করে নাই। আবার শ্রীকৃষ্ণের পরমৈশ্বর্য্য থাকিলেও কোথাও তিনি তাহা প্রকাশ না করিয়া সামান্য নর-বালকের ন্যায় আচরণ করিয়াছিলেন; যেমন দধি-দুগ্ধ-চৌর্য্য প্রভৃতি। সমস্ত শাস্ত্র শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর বলিয়া স্তব করিলেও যশোমতী তাঁহাকে তাঁহার সামান্য পুত্র-মাত্রই বিচার করিয়াছিলেন। যিনি নিখিল বিশ্বের পালকগণেরও পালক সেই শ্রীকৃষ্ণকে নন্দ-যশোদা তাঁহাদের পাল্য জ্ঞান করিয়াছিলেন। সখাগণ অতিশয় বিশ্রম্ভ-সহকারে শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধের উপরে আরোহণ করিয়া নানাবিধ ক্রীড়া করিয়াছিলেন। ব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণকে দেবগণের দ্বারা বন্দিত দর্শন

করিয়াও তাঁহাকে কান্ত-জ্ঞান করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রেই একমাত্র পরিপূর্ণতা রহিয়াছে। ইহাই মূল আদর্শ। এই পরমোপাদেয় মূল আদর্শের বিকৃত প্রতিফলনই মায়িক জগতের অনিত্য, হেয়, খণ্ডরস-সমূহ। শ্রীকৃষ্ণে কোন প্রকার হেয়তা আরোপিত হইতে পারে না। ব্রজ-গোপীগণের সহিত যে শ্রীকৃষ্ণের লীলা, তাহা এই প্রাকৃত-রাজ্যের অন্তর্গত নহে। প্রাকৃত-রাজ্যে বিন্দুমাত্র অভিনিবেশ থাকা পর্য্যন্ত তাহা আমাদের বুদ্ধির গোচরীভূত হয় না।

কোন-কোন পাশ্চাত্ত্যদেশীয় ব্যক্তিগণ কৃষ্ণ-লীলার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে 'অশ্লীল' মনে করেন, কেহ বা রূপক-ব্যাখ্যাদি করিয়া সেই অশ্লীলতাকে শ্লীলতায় পর্য্যবসিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু উভয় চেষ্টারই কোন মূল্য নাই। শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র অক্ষজ-জ্ঞানের পক্ষে নিদারুণ লগুড়াঘাত সদৃশ। বরং তথাকথিত নীতি কৃষ্ণপাদপদ্মের পক্ষে বুদ্ধিভ্রংশের হেতু। শ্রীকৃষ্ণ স্বরাট-পুরুষ, নিরঙ্কুশ-ইচ্ছাময়, পরম-স্বতন্ত্র; সুতরাং তাঁহাতে 'অশ্লীলতা' বলিয়া কোন প্রকার জিনিষ থাকিতে পারে না। তাঁহার সমস্তই 'শ্লীল' অর্থাৎ পরম শোভাযুক্ত। বদ্ধ-জীবের পক্ষেই 'শ্লীল' 'অশ্লীল'-বিচার। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান, নিরঙ্কুশ ইচ্ছাময়, অধোক্ষজ।

ইহা কেবল 'আইডিয়া' বা ধারণা-মাত্র নহে, ইহা বাস্তব-সত্য। এই জগতে কাব্য বা সাহিত্যের কথার মত ইহা কেবল কথামাত্র নহে; যাবতীয় সাহিত্য ও কাব্য শ্রীকৃষ্ণের পদনখ হইতে প্রসূত। বৃন্দাবন সমস্ত অপ্রাকৃত সাহিত্য ও কাব্যের পীঠ। জগতের সাহিত্য ও কাব্যসমূহ—যাহার এক একটি ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখা আলোচনা করিতে করিতেই প্রাকৃত লোক মুগ্ধ, বিস্মিত ও মোহিত হইয়া পড়েন, তাহা সেই অপ্রাকৃত, অখণ্ড, অনন্ত সাহিত্য-বৈচিত্র্যের হেয়, সান্ত ও খণ্ড বিকৃত-প্রতিফলন মাত্র।

ব্রজবণিতাগণের রচিত উপাসনাই কৃষ্ণের উপাসনা। কৃষ্ণ—পূর্ণশক্তিমান্, নিরঙ্কুশ-ইচ্ছাময়। পূর্ণশক্তিমানের একটি পূর্ণশক্তি আছে, সেই একই শক্তির তিনরূপ কার্য্য—(১) আনন্দ বা রসাস্বাদন-দান, (২) কর্ত্তৃত্ব-পরিচালন বা ভোক্তৃত্ব-সম্পাদন, (৩) সত্তা-প্রকাশন বা অস্তিত্ব-বিধান। প্রথমোক্ত শক্তির নাম হ্লাদিনী, দ্বিতীয় প্রভাবের নাম সম্বিৎ ও তৃতীয় প্রকাশের নাম সন্ধিনী। কৃষ্ণের যাবতীয় ভোগ্য-বস্তুই সন্ধিনীর পরিণতি। শ্রীকৃষ্ণের ধাম, অবয়ব, বিলাসের উপকরণ প্রভৃতি যাবতীত চিদ্বৈভবকে এই সন্ধিনী-শক্তি প্রকাশ করিয়া কৃষ্ণের সেবা করিতেছেন; সম্বিৎ-শক্তি ভগবানের অনুভব-কর্ত্তৃত্ব, আনন্দের ভোক্তৃত্ব উপলব্ধি এবং অদ্বয়জ্ঞানে ভগবজ্-জ্ঞানের অনুভব করাইয়া কৃষ্ণের সেবা করিতেছেন; হ্লাদিনীশক্তি রসের বিবর্দ্ধন ও নব-নবায়মান রস-চমৎকারিতার জন্য আপনাকে বহুভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহারাই ব্রজবণিতা; ব্রজবধূগণ মূর্ত্তিমতী কৃষ্ণপ্রীতি-পরাকাষ্ঠা, কৃষ্ণাকর্ষিণী শ্রীরাধারই কায়-বিস্তার। শ্রীরাধা—কৃষ্ণের যাবতীয় ঐশ্বরী-শক্তির মূল-আশ্রয়-স্বরূপা। এই চিল্লীলা-মিথুন (Divine couple) একস্বরূপ হইয়াও আস্বাদক এবং আস্বাদিতরূপে দুই-দেহ! Mohaprobhu comes to establish sirvice through subordination to srimati Rodhika.

ইহা জগতের অন্যান্য দশটী দর্শনের অন্যতম বা উহাদের তুলনায় উচ্চ-দর্শন নহে—ইহা অধোক্ষজ অসমোর্দ্ধ দার্শনিক তত্ত্ব। শ্রীল জীবগোস্বামী তাঁহার ষট্সন্দর্ভে অধোক্ষজের সংজ্ঞা এইরূপ [দিয়াছেন,—যাহা ইন্দ্রিয়জজ্ঞান মাপিয়া লইতে পারে না, তাহাই—অধোক্ষজ। সেই অপ্রাকৃত জ্ঞান কেবল সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ে স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হন, তখনই তাহা উপলব্ধির বিষয় হয়, নতুবা কৃষ্ণতত্ত্ব জাগতিক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাণ্ডিত্য, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমত্তা, বিচারশক্তি কিছুর দ্বারাই আংশিকভাবেও জানা যায় না। অথচ অনেকে তাঁহাকে প্রাকৃত-সাহিত্য বা দর্শনের মত মনে করিয়া ভোগ্য বুদ্ধিতে তাহা আলোচনা করিতে যায়। তাঁহাদের কাছে অধোক্ষজ বস্তু কখনও প্রকাশিত হন না। আমরা বর্ত্তমানে সৃষ্টিকর্ত্তার দ্বারা যে সকল ইন্দ্রিয় সরঞ্জামে ভূষিত হইয়াছি, তাহা দ্বারা কখনও চতুর্থ বা পঞ্চম আয়তন মাপিয়া লইতে পারি না—না পারিয়া অনেক সময়েই "to the infinity" বলিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচি। বৈকুণ্ঠ বা অধোক্ষজ বস্তু 'তুরীয়' (চতুর্থ) কাজেই তাঁহাকে ধারণা করিতে অসমর্থ হইয়া আমরা 'নির্ব্বিশেষ' বলিয়া গোঁজামিল দিতে চাই; কিন্তু অধোক্ষজ তুরীয় পূর্ণবস্তু কখনও নির্ব্বিশেষ নহেন।

পরিপূর্ণ চেতনের বিভিন্ন অণুচেতনাংশ বিভু-চেতনে নিত্যকাল আকৃষ্ট থাকিয়া তাঁহাদের চেতনবৃত্তির বিচিত্রতা-দ্বারা পূর্ণ-চেতনকে যে-ভাবে আকৃষ্টি বা অনুরাগ প্রদর্শন করেন, তাহাই চিদ্‌বিলাসবৈচিত্র্য। এস্থানে আত্মা পূর্ণভাবে পরমাত্মার সহিত নিত্যকাল ক্রীড়া করিয়া থাকেন, ইহাতে অচিদ্‌বাদের ন্যায় আত্মার আবৃতাবস্থা, অচিন্মাত্র-বাদের ন্যায় আত্মা ও পরমাত্মার লোপ চেষ্টা, চিন্মাত্র-বাদের ন্যায় আত্মহত্যা প্রভৃতি পাপ ও অপরাধ নাই। এখানে পরমাত্মা ও আত্মার পূর্ণবিকাশ—পূর্ণসৌন্দর্য্য—পূর্ণ মিলন।

এই দার্শনিকতত্ত্ব এতদূর দুরূহ যে বিজ্ঞ, পণ্ডিত ও প্রবীনলোকও তাহাতে প্রবেশ করিতে অসমর্থ। কাজেই একান্ত সেবোন্মুখ হইয়া পুনঃ পুনঃ শ্রবণ না করিলে এ সকল কথা ধারণা করা অসম্ভব; কারণ, ইহা সাধারণ প্রচলিত কথার অন্যতম নহে। এই জন্য শ্রীচৈতন্যদেব "তৃণাদপি সুনীচ' ও "তরুর ন্যায় সহিষ্ণু' হইয়া ভগবৎ কথা শ্রবণ কীর্ত্তনের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

অর্চ্চনঃ—শ্রীরূপ-সনাতন-শ্রীরঘুনাথাদির শুদ্ধসাত্ত্বিক পূজা বা মহাভাগবতগণের অর্চ্চনের অভিনয় প্রাকৃত কনিষ্ঠাধিকারগত অর্চ্চন নহে, তাহা প্রেমরূপা ভাবসেবা বা সাক্ষাৎ সেবা। শ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামিপ্রভুর মহাপ্রভু-প্রদত্ত গুঞ্জামালা ও গোবর্দ্ধন-শিলা-পূজা 'সম্ভ্রমজ্ঞানযুক্ত অর্চ্চন' নহে, তাহা সাক্ষাৎ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের পরম-রাগময়ী অন্তরঙ্গা সেবা। শ্রীল কবিরাজগোস্বামীপ্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অর্চ্চাপূজক শ্রীগুণার্ণবমিশ্র বিপ্র (আঃ ৫।১৬৮) এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদত্ত গোবর্দ্ধন-শীলা ও গুঞ্জামালা-সেবক নিখিল ব্রজভক্তকুলের গুরুদেব শ্রীস্বরূপ-রূপ-প্রিয়তম গৌর-পরমপ্রেষ্ঠ শ্রীল রঘুনাথপ্রভু—এই দুইজনের পূজানিষ্ঠা-মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা বিশেষভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন বিপ্র গুণার্ণবমিশ্রের শ্রীমূর্ত্তির পূজা-চেষ্টা-প্রদর্শন কনিষ্ঠাধিকারগত অর্চ্চন; শ্রীল রঘুনাথদাসগোস্বামিপ্রভুর গিরিধারী-বিগ্রহ ও গান্ধর্ব্বারূপিণী গুঞ্জামালার শুদ্ধ-সাত্ত্বিক-পূজা সাক্ষাৎ রাধাকৃষ্ণের প্রেমময়ী অন্তরঙ্গ-সেবা।

'অর্চ্চন' ও 'ভজন', 'পূজা' ও 'সেবা'-শব্দদ্বয়ের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য বিরাজমান, তাহা অনুধাবন না করিয়া অনেকে 'অর্চ্চন'-শব্দে 'ভজন', 'পূজা'-শব্দে 'সেবা'কেই নির্দ্দেশ করেন। নববিধা ভক্তিমূলে ভজন সম্ভাবিত হইলেও অর্চ্চন তদন্তর্গত হওয়ায় উহাও 'ভজনাঙ্গ' বলিয়া গৃহীত হয়। 'সমগ্রভজন' ও 'ভজনাঙ্গ' এক তাৎপর্য্যপর নহে। সম্ভ্রমজ্ঞান-সহ অর্চ্চ্যের উপাসনায় 'অর্চ্চন' সংশ্লিষ্ট। উপচারসহ প্রপঞ্চগত-বিচারে মর্য্যাদামূলে ভগবৎসেবা 'অর্চ্চন' নামে অভিহিত। বিশ্রম্ভ-সেবায় গৌরব-জ্ঞানের প্রখররশ্মি ক্ষীণ-প্রভ প্রতীত হইলেও স্নিগ্ধ-কমনীয় চন্দ্রিকালোকের মাধুর্য্যোৎকর্ষ কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। অর্চ্চনে স্থূল ও সূক্ষ্মশরীরগত সম্বন্ধ ন্যূনাধিক বিজড়িত; ভজনরাজ্যে স্থূল ও সূক্ষ্মাতীত শরীরী ভগবানে সাক্ষাদ্ ভাব-সেবা-ব্রত। সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত ভজন-শীলের ইন্দ্রিয়-সমূহের প্রতীতিগত ভাব প্রাপঞ্চিক মাত্র নহে, তাহা ভাবনা-পথের অতীত অদ্বয়জ্ঞানের সাক্ষাৎ সান্নিধ্য-বশে কালাতীত হইয়া অতীন্দ্রিয়-সেবাপর। নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভজনপরায়ণ পুরুষ সংসার মুক্ত হইয়া যখন কৃষ্ণেতর বাসনাবদ্ধ জনসঙ্গ হইতে মুক্ত হন, তখনই তাঁহার অষ্টকাল বা সর্ব্বকাল সেবা-প্রবৃত্তির উদয় হয়। সকল সময়েই সর্ব্বতোভাবে ঐকান্তিক নিষ্ঠাসহ কৃষ্ণভজন বৈষ্ণবেরই সম্ভব। ইতরাশ্রিতায় সার্ব্বকালিক ভজন সম্ভবপর হয় না। লব্ধস্বরূপ ভজনপর বৈষ্ণবগণই অষ্টকাল বা নিরন্তর কৃষ্ণসেবনপর।

অপ্রাকৃত লীলা অধোক্ষজ-সেবাময়ী, তাহা দেহাসক্ত বা অনর্থযুক্ত ব্যক্তির বিচরণ-ভূমিকা নহে। সাধন ও সিদ্ধির ভূমিকায় বিবর্ত্ত উপস্থিত হইলেই জীব 'প্রাকৃত-সহজিয়া' হইয়া পড়ে। রাগানুগ মুক্ত পুরুষেরই অপ্রাকৃত রাসাদি লীলা শ্রবণে অধিকার; অনর্থমুক্ত ব্যক্তিই লীলাস্মরণের অধিকারী। ভাবনার পথ অতিক্রান্ত হইলে শুদ্ধ-সত্ত্বোজ্জ্বলচিত্তে যে অধোক্ষজ-লীলা-কল্লোল প্রবাহিত হয়, তাহা কখনও প্রাকৃত কৃত্রিম ভাবনা বা চিন্তার বিষয় নহে। আত্মার শুদ্ধ সহজ ভাবকে কৃত্রিমতায় পরিণত করিলে বা আরোহবাদীর ধারণামূলে কৃত্রিমতার দ্বারা সহজভাব-প্রাপ্তির আশা করিলে ফলকালে বিপরীত ফলই লাভ হয়। যাঁহারা এইরূপ কৃত্রিম উপায়ে লীলা-স্মরণাদির পক্ষপাতী;

তাহারাই অপ্রাকৃত সহজ বৈষ্ণবগণের নিকট আনুকরণিক 'প্রাকৃত-সহজিয়া' বলিয়া গণ্য। ইহারা অধোক্ষজ-সেবাময়ী কৃষ্ণ-লীলাকে ভোগান্তর্গত ব্যাপার মনে করে—"তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্" ও "তৎপরো ভবেৎ" পদের বিকৃতার্থ করিয়া অপ্রাকৃততত্ত্বে প্রাকৃতত্বের আবর্জ্জনা নিক্ষেপ করে। "তাদৃশী ক্রীড়া" শব্দের অর্থ-ভ্রমে ইন্দ্রিয়-তর্পণে নিমগ্ন হয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে অপ্রাকৃত রতিই "তাদৃশী" শব্দের মুখ্যার্থ। যাহারা বিধিলিঙের 'ভবেৎ' পদ দেখিয়া এই রুচিলভ্য রাগানুগ-পথকে অধিকার-নির্ব্বিশেষে অনর্থযুক্ত ভোগীরও বৈধ পথ মনে করে, সেই প্রাকৃত কাম-লুব্ধ জীবের সম্বন্ধ-জ্ঞান লাভ করিবার পরিবর্ত্তে প্রাকৃত-বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া নিজ ভোগময় রাজ্যে অবস্থানপূর্ব্বক সাধনভক্তি পরিত্যাগে কৃষ্ণের রাসাদি অপ্রাকৃত বিহার বা লীলাকে নিজ-সদৃশ প্রাকৃত-ভোগের আদর্শ জানিয়া কিংবা নিজেকে নিজেই বঞ্চনা করিয়া তাহার শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিলেই জড়কাম বিনষ্ট হইবে,—প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের এইরূপ বিপ্রলিপ্সাযুক্ত বা আত্মবঞ্চনামূলক বিচারকে নিষেধ করিবার জন্যই ভাগবত-বক্তা শ্রীশুকদেব 'শ্রদ্ধা'-শব্দ এবং মহাপ্রভু 'বিশ্বাস' শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলিয়াছেন,—"নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ। বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥ (ভাঃ ১০।৩৩।৩০)—সামর্থ্যহীন অনধিকারী ব্যক্তি মনের দ্বারাও কদাচ এরূপ আচরণ করিবেন না। রুদ্র সমুদ্রজাত বিষ-ভক্ষণ করিয়াছিলেন। মূঢ়তা-প্রযুক্ত যদি কেহ সেরূপ আচরণ করেন, তাহা হইলে তিনি বিনাশপ্রাপ্ত হন।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বৃহদ্ভাগবতামৃতে :—"তুমি যদি শ্রীমৎকৃষ্ণপদকমলের অপেক্ষা কর, তবে নাম সংকীর্ত্তন-বহুলা, কর্ম্মজ্ঞানাদি-বিনির্ম্মুক্তা, বিশুদ্ধাভক্তির আচরণ কর।" "যাঁহারা সমস্ত সাধন ও সাধ্যে অপেক্ষা রহিত, কেবল মাত্র শ্রীমান্ মদনগোপালদেবের পরম-মহা-প্রিয়তমা শ্রীবার্ষভানবীর দাস্যের অভিলাষী, তাঁহারাই সর্ব্বতোঽসাধারণী পরম-পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্তা অনির্ব্বচনীয়া স্বাভাবিকী প্রীতির বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীরাস-রসিকের নাম উচ্চৈঃস্বরে সম্যক অর্থাৎ নিরপরাধে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।" ইহার দ্বারা রাধাপদাম্ভোজ-সেবা-দাস্যাভিলাষিগণের লক্ষণ বলিলেন অর্থাৎ তাঁহারা নিরন্তর নাম-সংকীর্ত্তনপর।

ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামীদের মধ্যে বিবাদময়ী সাপত্ন্যভাব বর্ত্তমান। কিন্তু সাপত্ন্যভাব একেবারে পরিহৃত হইয়াছে রাসস্থলীতে। প্রত্যেক গোপী তাঁ'দের ভজনীয় বস্তুকে নিয়ে আনন্দে মণ্ডলী নৃত্য ক'রেছেন। অনূঢ়া, পরোঢ়া প্রভৃতি গোপীগন আর্য্যপথ, স্বজন পরিত্যাগ ক'রে কৃষ্ণ পাদপদ্মে এসে' উপস্থিত। মায়াবাদীর কপটতা ধরা প'ড়েছে এই রাসস্থলীতে। পাওয়া জিনিষটার মাধুর্য্য কিরূপ, তা' মুক্তাবস্থায় বুঝ্‌তে পারা যায়। কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা অনুগ্রহ বেশী কা'র প্রতি তা' জানা দরকার। গোপী বা যুথেশ্বরী হওয়ার অভিমান ক্ষুদ্র চেষ্টা; কিন্তু রাধিকার পাল্যকিঙ্করী অভিমানই বড় কথা। ভক্তি প্রচুর পরিমাণে লাভ হ'লে কুণ্ডতীরে নিত্যস্থান আছে জান্‌তে পারি।

শ্রীরাধিকা পারকীয়-বিচারে কৃষ্ণের সহিত সঙ্গত না হ'ন, এ জন্য অভিমন্যু অরিষ্টাসুরের দ্বারা বাধা প্রদান করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ সেই চতুষ্পাদ অরিষ্টাসুরকে বধ করেন। শ্রীরাধা নিত্যা কৃষ্ণপত্নী। জড়-জগতে বহু নায়ক। কিন্তু গোলোকে একমাত্র কৃষ্ণই নায়ক। আর সকল নারী—রমা, লক্ষ্মী, ভগবতী প্রভৃতি সকলেই রাধার কায়ব্যূহ। এ জগতের সাধারণ সুনীতি অপেক্ষা গোলোক-নীতি অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ জানাইবার জন্যই অপ্রাকৃত পারকীয় বিচার প্রকাশিত হইয়াছে। গোপীজনবল্লভ একমাত্র পতি। "গোপী" শব্দের অর্থ 'রক্ষিতা', অর্থাৎ তাঁহাদের সর্ব্ব-স্বত্ব একমাত্র কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক রক্ষিত। কৃষ্ণই একমাত্র তাঁহাদের একচেটিয়া ভোক্তা। "জগন্নাথবল্লভ" নাটকে শ্রীরায় রামানন্দ অরিষ্টাসুরের বাধা অপসারিত করিয়া শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের মিলন প্রসঙ্গ বর্ণন করিয়াছেন বলিয়া রায়-রামানন্দকে মহাপ্রভু এত আদর করিতেন।

কুণ্ডতীরে ২৪ ঘণ্টাকাল রাধার নিকটে কৃষ্ণের অবস্থান। রাধাকুণ্ডে মধ্যাহ্নকালে লীলা-কালে অন্তস্থানে শ্রীকৃষ্ণের অনবস্থান হয়। কিন্তু সর্ব্বক্ষণই কৃষ্ণ রাধাকুণ্ডে অবস্থান করেন।

চন্দ্রা, শৈব্যা, প্রভৃতি রাধাকুণ্ডে প্রবেশ করিতে পারে না। বল্লভাচার্য্য, হরিবংশ, নিম্বার্ক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণের শ্রীরাধাকুণ্ডের ভজন রহস্যে প্রবেশ নাই। তাঁহারা যদিও রাধার অনুগত বলিয়া বলেন, তথাপি গৌড়ীয়গণের সহিত তাঁহাদের বিচারের পার্থক্য আছে। যদিও নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের দশ-শ্লোকীয় মধ্যে গৌড়ীয়-ভজনের অনুকরণ দেখিতে পাওয়া যায়। তথাপি তাঁহারা গৌড়ীয়ের ন্যায় রাধার একচেটিয়া সর্ব্বস্ব মধ্যাহ্ন-বিহারী শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলন করেন না। শ্রীরূপানুগভজনপদ্ধতিতে শ্রীরাধাভাববিভাবিত শ্রীগৌরসুন্দরের প্রদর্শিত যে অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন—'রাধার-কৃষ্ণের' অনুশীলন, তাহা অন্য সম্প্রদায়ের আনুকরণিক বিচারে নাই।

বৈকুণ্ঠ অজের অবস্থান-ক্ষেত্র বটে। কিন্তু অজবস্তু অজত্ব পরিত্যাগের লীলা প্রকাশ করিয়া নিজের স্বতন্ত্রতা প্রকার করিয়াছেন মথুরায়। মথুরা কেবল-জ্ঞান-ভূমি। অজ জন্মগ্রহণ করায় মানব-জ্ঞানের দ্বারা অধিক বোদ্ধব্য হইয়াছে মথুরায়—বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা।

বৃন্দাবনে গোপনে নৈশবিহার, আর গোবর্দ্ধনে গরু চরাইবার সময় গোপীগণের সঙ্গে বিহার; এজন্য এখানে কৃষ্ণ—উদারপাণি—board-day-light এ গোপীরমণ কৃষ্ণ। আবার গোবর্দ্ধন হইতে রাধা কৃষ্ণকে লইয়া নিজস্বস্থানে শ্রীরাধাকুণ্ডে লইয়া যা'ন—মধ্যাহ্ন-বিহারের জন্য। শ্রীরাধার স্বায়ত্তীকৃত কৃষ্ণ একমাত্র রাধাকুণ্ড। রাধাকুণ্ডে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবভজনরহস্যের সর্ব্বোচ্চ দুর্গ। এজন্য স্বয়ং মহাপ্রভু আরিট্‌গ্রামে শ্রীকুণ্ড দেখাইয়া দিলেন। রাধাকুণ্ডে সর্ব্বতীর্থের অবস্থান। রাধিকার পাদনখ-শোভায় সকল ethical principle আবদ্ধ আছে। এই জন্যই রাধাকুণ্ডে সর্ব্বতীর্থের আগমন। "বরজ-বিপিনে যমুনা-কূলে মঞ্চ মনোহর শোভিত ফুলে।।" "শতকোটি গোপী মাধব-মন। রাখিতে নারিল করি' যতন॥" "রাধা-ভজনে যদি মতি নাহি ভেলা। কৃষ্ণভজন তব অকারণ গেলা।।"

রাস তিনটি—(১) যমুনরাস (বৃন্দাবনের ধীর-সমীরে), (২) পরাসৌলিতে রাস (গোবর্দ্ধনে) ও (৩) রাধাকুণ্ডে রাস। রাধাকুণ্ড হইতে রাধার চলিয়া যাওয়ার কথা নাই। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের back ground এ পাঁচটী গ্রন্থের কথা কবিরাজ গোস্বামী প্রভু উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থ মহাপ্রভুর আলোচ্য ছিল—(১) চণ্ডীদাস, (২) বিদ্যাপতি, (৩) রায়ের নাটক-গীতি, (৪) কর্ণামৃত, (৫) শ্রীগীতগোবিন্দ। স্বরূপ-রামানন্দ-সনে মহাপ্রভু রাত্র-দিনে, গায়, শুনে পরম আনন্দে॥ বিষ্ণুস্বামী বা নিম্বার্কের সময় রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। স্বয়ং মহাপ্রভু রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিলেন। শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমময়ী উপাসনাই সেই রহস্য। পূর্ব্ব-পূর্ব্ব আচার্য্যগণের সময় বিজ্ঞান-সমন্বিত জ্ঞান পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু রহস্য অনুদ্‌ঘাটিত ছিল। কারণ, স্বয়ং বস্তু না হইলে কেহ রহস্য প্রদান করিতে পারেন না। ইহা ভগবান্ চতুঃশ্লোকীতেও বলিয়াছেন—"জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্‌বিজ্ঞানসমন্বিতম্। সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া।" কপাল পোড়া থাকিলে এই রহস্যের মধ্যে আমরা প্রবেশ করিতে পারিব না। ২৪টি ঘণ্টা অনুকূল কৃষ্ণের অনুশীলন না করিলে এই রহস্য অনুদ্‌ঘাটিত থাকিবে। যাঁহারা মহাপ্রভুর আশ্রিত নহেন, স্বরূপরূপানুগবর শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিশেষ বিশ্রম্ভ সেবক নহেন, তাঁহারা এই রহস্য জানিতে পারেন না।

আমরা গৌড়ীয়ের শ্রীরূপানুগসম্প্রদায়। শ্রীরূপের আনুগত্যে সেবা ব্যতীত আমাদের আর কোনও কথা নাই। শ্রীরূপানুগগণের অনুগত ব'লে আমরা তাঁ'দের নামে যে কলঙ্ক আরোপ ক'রেছি, সেই কলঙ্ক-পঙ্ক হ'তে শ্রীরূপের উপদেশামৃত আমাদিগকে উদ্ধার ক'রবার জন্য যে সকল কথা ব'লেছেন তাহা শ্রবণ করা দরকার। শ্রীবৃষভানু-নন্দিনীর কৃপা লাভ ক'র্‌তে হ'লে শ্রীরূপমঞ্জরীর আনুগত্যব্যতীত উপায় নাই। শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী শ্রীরূপের সর্ব্বপ্রধান অনুগ। শ্রীজীব রঘুনাথের অনুগ। শ্রীরূপগোস্বামী যে উপদেশ দিয়েছেন, তাহা পরমহংস বৈষ্ণবগণের হৃদয়ে প্রকাশিত আছে। শ্রীরাধাকুণ্ডতট জম্বুদ্বীপ বা বৈকুণ্ঠ কিংবা মথুরামণ্ডলের ন্যায় পবিত্র তীর্থ-মাত্র নহে; শ্রীরাধাপাদ-পদ্ম-ভিখারীগণের আশ্রয়ণীয় আর কোন বস্তু নাই। শ্রীকুণ্ডই তাঁহাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল। সেই কুণ্ডের পথে কিরূপে যে'তে হ'বে, 'উপদেশামৃত' সেই সন্ধান দিয়েছেন।

শ্রীরূপের প্রথম শ্লোক—পরমহংসগণের হৃদয়ে শ্রীরূপের বাণীর আভাস পাওয়া যায় ব'লে। মহাভারতের হংসগীতার একটি শ্লোক শ্রীউপদেশামৃতের শ্লোকের সহিত এক। সেটি এই,—"বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধ-বেগং জিহ্বা-বেগমুদরোপস্থবেগম্। এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ ॥" 'বাক্য-বেগ'—শ্রীকৃষ্ণ-কথা ও শ্রীকার্ষ্ণের কথা ত্যাগ ক'রে অন্য কথা বলার নাম বাক্য-বেগ। মৌন হ'য়ে ব'সে থাকাটাও বাক্য-বেগ—সেটা অব্যক্ত বাক্য-বেগ। যাঁ'রা জগতের অনেক কিছু গ্রাম্য কথা ব'লেছেন—এজন্মেই হউক বা পূর্ব্বজন্মেই হউক, যাঁ'দের বাক্‌শক্তি স্বৈরীণীর মত গ্রাম্যকথাতেই ব্যস্ত হ'য়ে রয়েছে, তাঁরা তাঁ'দের পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌বার জন্য অনেক কথা বলার পর খানিকটা বিশ্রাম নিবার ইচ্ছায় মৌন হ'য়ে থাকেন। কেহ সপ্তাহে একবার মৌন হ'চ্ছেন, কেহ বা যুগ-যুগান্তর ধ'রে মৌন থাক্‌বার অভিনয় ক'র্‌ছেন। কিন্তু তাঁ'দের অন্তরে অব্যক্ত বাক্‌বেগের কামান গুলিভরা অবস্থায় র'য়েছে। ঐ প্রকার কৃত্রিম চেষ্টা দ্বারা কখনও অত্যান্তিক মঙ্গল হ'তে পারে না। যে জিহ্বা কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করে, তাহাই সতী। আর যে জিহ্বা ভেকের ন্যায় গ্রাম্য কোলাহল ক'রে, অথবা অজগরের ন্যায় চুপ্‌টি ক'রে ব'সে থেকে অব্যক্ত বাক্যবেগের প্রশ্রয় দেয়, সেই জিহ্বার সতীত্ব নাই। আমাদের মৌন থাক্‌বার কোন প্রয়োজন নাই। আমরা মহাবাক্য শুনেছি,—"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—সর্ব্বদাই হরিকীর্ত্তন ক'র্‌তে হ'বে। কৃষ্ণানুশীলনের বিভিন্ন রসের রসিকগণের তত্তদ্রসের আশ্রয় ও বিষয়ের আলোচনা করা কর্ত্তব্য। ভগবদ্ভক্তের অন্য কোন প্রকার জীবন নয়। তাঁ'দের জীবন কেবলাভক্তিময়—কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের অনুসন্ধানময়। তাঁ'দের ভক্তি জ্ঞানমিশ্রা, যোগমিশ্রা বা তপস্যামিশ্রা নহে। তাঁ'দের সমগ্রজীবন—কৃষ্ণসেবাসর্ব্বস্ব, কৃষ্ণসেবা-জীবাতু।

অপ্রাকৃত গোপীপদরেণু শিরে ধারণ ক'রে সম্রাট্ হ'তে পার্‌লে কৃষ্ণসেবা হয়। নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণের পদপরাগ শিরোভূষণ ক'রলে সর্ব্বসিদ্ধি হয়। 'নৈষাং মতিস্তাবৎ' (ভাঃ ৭।৫।৩২)। ভূসুর ব্রাহ্মণাদি সকলেরই একমাত্র কৃত্য—কৃষ্ণসেবা ; তা' না হ'লে সকলকেই যমদণ্ড হ'তে হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে যমরাজ তাঁ'র দূতগণকে ব'লেছেন,—তানানয়-ধ্বমসতো বিমুখান মুকুন্দপদারবিন্দমকরন্দরসাদজস্রম্। নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংসকুলৈরসঙ্গৈর্জুষ্টাদগৃহে নিরয়বর্ত্মনি বদ্ধতৃষ্ণান্॥ জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্গুণনামধেয়ং চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্। কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি তানানয়ধ্বমসতোঽকৃতবিষ্ণুকৃত্যান্॥ (ভাঃ ৬।৩।২৮-২৯)

মনসঃ ক্রোধবেগম্"—মনের দু'রকম বেগ,—পরস্পর প্রণয় ও পরস্পর বিরোধ, প্রীতিবেগও বিরোধ-বেগ। "জিহ্বা, উদর ও উপস্থ বেগ"—এই তিন প্রকার শারীর-বেগ। কায়মনোবাক্যবেগ যে ব্যক্তি সংযত ক'র্‌তে পারেন, তিনিই ত্রিদণ্ডী। এই ত্রিবিধ বেগ কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করাই গোস্বামিত্বের লক্ষণ। কৃষ্ণভজন ক'র্‌তে হ'লে 'গোস্বামী' হ'তে হ'বে। কাম্যবনবাসী শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী ছিলেন।

শ্রীরূপের দ্বিতীয় উপদেশ ঃ—"অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ। জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্‌ভির্ভক্তি-র্বিনশ্যতি ॥" অত্যন্ত আহার, প্রচুর পরিমাণে অর্থসংগ্রহ, বলসংগ্রহ, প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহ—এ সকলই 'অত্যাহার'। সকল বিষয়ে "যাবন্নির্ব্বাহ প্রতিগ্রহ'ই হ'বে বৈষ্ণবের বৃত্তি। 'প্রজল্প'—কৃষ্ণভজনের কথা ছেড়ে দিয়ে বাদবাকী সকল কথাই প্রজল্প। জাগতিক পাপ-পুণ্যের কথা—সকলই প্রজল্প। 'নিয়মাগ্রহ' ব'ল্‌তে নিয়মে অত্যন্ত আসক্তি ও অনাশক্তি উভয়ই বুঝায়। নিয়মে আসক্তি ক'রে কৃষ্ণভজন ছেড়ে দিব বা কৃষ্ণভজনের নিয়ম ত্যাগ ক'র্‌ব—এ দু'টোই হরিভজনের প্রতি বিমুখতা। শ্রীরাধাকুণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবকবর রূপানুগবর শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুর সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন,—"রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা।" (চৈঃ চঃ অঃ ৬।৩০৯)। 'জনসঙ্গ' ব'লতে—কৃষ্ণভজন-বিমুখের সঙ্গ বুঝায়। বহু বহির্ম্মুখ ধনী, মানী, জ্ঞানীকে শিষ্য মনে ক'রে তা'দের সঙ্গ বা কৃষ্ণা-ভক্তের সঙ্গই জনসঙ্গ। কার্ষ্ণের সহিত সঙ্গ জনসঙ্গ নয়।

শ্রীরূপের তৃতীয় উপদেশ—"উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ। সঙ্গত্যাগাৎসতো বৃত্তেঃ ষড়্‌ভির্ভক্তিঃ

প্রসিদ্ধতি ॥" কৃষ্ণসেবায় উত্তরোত্তর উৎসাহ, কৃষ্ণসেবায়ই সমস্ত মঙ্গল হ'তে পারে,—এরূপ নিশ্চয়, যে যে কার্য্যে কৃষ্ণের সুখ উৎপন্ন হয়, সেই সকল কার্য্য সাধন, কৃষ্ণাভক্তের সঙ্গত্যাগ, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গী ও যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ পরিবর্জন, সাধু-মহাজনগণের সদাচারের অনুবর্ত্তন—এই ছয়প্রকার ভক্তির অনুকূল কার্য্যের দ্বারা ভক্তিসিদ্ধি হয়।

শ্রীরূপের চতুর্থ উপদেশ—হ'চ্ছে সঙ্গ-বিষয়ক। সঙ্গ কা'কে বলে এবং কি কি ভাবে আমাদের অপরের সঙ্গ হয়? "দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি। ভুঙ্ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্বিধং প্রীতিলক্ষণম্ ॥" কৃষ্ণভজনকারীর যে কিছু প্রয়োজনীয় দ্রব্য, তাঁ'কে প্রীতিপূর্ব্বক দান ক'র্‌তে হ'বে। আর ভক্তের দেওয়া জিনিষ গ্রহণ ক'র্‌তে হ'বে। প্রকৃত কৃষ্ণভজনকারীর নিকট নিজের অন্তরের কথা ব'ল্‌তে হ'বে ও তাঁ'র কাছ থেকে তাঁ'র অন্তরের কথা শুনতে হ'বে। বৈষ্ণবকে প্রীতিপূর্ব্বক ভোজন করা'তে হ'বে ও বৈষ্ণবের প্রদত্ত প্রসাদ নিজে ভোজন ক'রতে হ'বে—এই ছ'টি হ'চ্ছে প্রীতির লক্ষণ। এই ছয় রকমে সাধু ও অসাধু উভয়ের সঙ্গেই আমাদের সঙ্গ হ'য়ে যায়। যাঁ'রা অপস্বার্থপর হ'য়ে বিষয়ীর সঙ্গে পাপীর সঙ্গে, নাস্তিকের সঙ্গে, কিম্বা ধর্ম্মধ্বজী 'ভক্তবিটেল' প্রাকৃত-সহজিয়াগণের সঙ্গে ঐ ছ'রকমের ব্যবহার করে, তা'দের কৃষ্ণভজন হয় না, অসৎসঙ্গ হ'য়ে যায়। যে গুরুব্রুব বিষয়ী ও পাপী শিষ্যের বিষয় বর্দ্ধন ও পাপের প্রশ্রয় দান করে, সেই বিষয়ী ও পাপীর সঙ্গ ক'রে থাকে, সেই গুরুব্রুব ও শিষ্যব্রুবের পরস্পর অসৎসঙ্গই হ'য়ে যায়, কৃষ্ণভজন হয় না।

শ্রীরূপের পঞ্চম উপদেশ—বৈষ্ণব-সেবা-সম্বন্ধে। কোন্ বৈষ্ণবের সঙ্গ কতটুকু ক'র্‌ব?—"কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসা-দ্রিয়েত দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্। শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্যনিন্দাদিশূন্যহৃদমীপ্সিতসঙ্গলব্ধ্যা ॥ যিনি (সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে) কৃষ্ণনাম গ্রহণ করেন, তাঁ'কে মনে মনে আদর ক'র্‌তে হ'বে। আর যদি দীক্ষিত হ'য়ে তিনি অকপট গুরুসেবাময় হরিভজনে প্রবৃত্ত থাকেন, তা' হ'লে তাঁ'কে মধ্যম বৈষ্ণব জেনে প্রণামাদি-দ্বারা তাঁ'র আদর ক'র্‌তে হ'বে। আর যিনি অনন্যশরণ হ'য়ে নিন্দা-বন্দনাদিতে উদাসীন থেকে অষ্টকাল অকৃত্রিম কৃষ্ণভজনে নিযুক্ত থাকেন, তা হ'লে সেরূপ মহাভাগবতকে বাঞ্ছিত-সঙ্গ জেনে সর্ব্বপ্রকারে তাঁ'র শুশ্রূষা ক'র্‌তে হ'বে। কায়মনো-বাক্যে মহাভাগবতের সেবাই কৃষ্ণভজনের মূল। "কনিষ্ঠাধিকারী আপনাকে অনেক সময় গুরুর অভিমানে 'মহাভাগবত' মনে ক'রে অধঃপতিত হ'য়ে যায়।" বৈষ্ণবকে হৃদয়ের সহিত আদর ক'র্‌তে হ'বে, আর অবৈষ্ণবকে লৌকিক বাহ্য সম্মান দিতে হ'বে। বৈষ্ণবকে যদি হৃদয়ের সহিত আদর না করি, তা' হ'লে আমাদের পতন অনিবার্য্য। "হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি। ক্রুধ্যতে যাতিনোহর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্ ॥ (স্কন্দপুরাণ) ॥ বৈষ্ণবকে হত্যা করা, বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা, বিদ্বেষ করা, বৈষ্ণবের নিন্দা করা, বৈষ্ণবকে দেখে প্রণাম না করা, অধিক কি, তাঁ'কে দেখে হৃদয়ে আনন্দানুভব না করা,—এ ছ'টি অধঃপতনের কারণ।

দীক্ষা—শব্দের সংজ্ঞা আগম-প্রমাণ যথা—'দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্। তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ ॥" যে গুরু মন্ত্রদানের দ্বারা প্রাকৃত জ্ঞানের পরিবর্ত্তে চিন্ময় অনুভূতি প্রদান ক'রে জড়ীয় পাপরূপ অবৈধ-চেষ্টা-সমূহ নিরাস ক'র্‌তে সমর্থ, তিনি দীক্ষা-দাতা, আর তদাশ্রিত ব্যক্তি—দীক্ষিত। যিনি মন্ত্রদীক্ষা লাভ ক'রে ধন্য হ'য়েছেন, সেই বৈষ্ণবের জড়াহঙ্কার নাই। শ্রীজীবপ্রভু পুরাণ-বচন উল্লেখ ক'রে ব'লেছেন—"অহঙ্কৃতির্মকারঃ স্যান্নকারস্তন্নিষেধকঃ। তস্মাত্ত নমসা ক্ষেত্রি-স্বাতন্ত্র্যং প্রতিষিধ্যতে ॥ ভাগবৎপর-তন্ত্রোহসৌ তদায়ত্তাত্মজীবনঃ। তস্মাৎ স্বসামর্থ্যবিধিং ত্যজেৎ সর্ব্বমশেষতঃ ॥

ভগবন্নাম—সাক্ষাৎ ভগবান্। সেই ভগবানে আনুগত্য-জ্ঞাপিকা ভক্তিবৃত্তিতে নমঃ-শব্দযোগেই ভগবন্মন্ত্র। 'ম'কার শব্দে—প্রাকৃত অহঙ্কার, উহার নিষেধের জন্য 'ন'কার। ভগবদানুগত্যে জড়াহঙ্কার-ত্যাগের উদ্দেশ্যে 'নমঃ' শব্দের প্রয়োগ হ'য়েছে। যাঁ'র দেহরূপ ক্ষেত্র আছে, সেই ক্ষেত্রের অধিপই জীব-শব্দ বাচ্য। 'নমঃ' শব্দের প্রয়োগের দ্বারা সেই জীবের জড়াভিনিবেশরূপ স্বতন্ত্রতা নিবারণ করা হ'য়েছে।

ভজনকারীর ত্রিবিধ সংজ্ঞা—কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম। ভজনেও তিন প্রকার কথা—ঈশ্বরে প্রেম, তদধীনে মৈত্রী ও অজ্ঞজনে কৃপা। বিদ্বেষীকে উপেক্ষাও ব্যতিরেকভাবে কৃপা বা অসৎসঙ্গ-ত্যাগ। বিদ্বেষীকে দূর হ'তে দণ্ডবৎ দিবে। কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তকে দূর হ'তে দণ্ডবৎ, অন্যান্য দেবতা-সম্প্রদায়কেও দূর হ'তে দণ্ডবৎ। যিনি হরিকথা শুনাতে চান, তাঁ'কেই হরিকথা শুনাতে হ'বে। হরির আরাধনাই মূল বিষয়। তপস্যা-ব্রতাদি মূল কথা নয়। পূর্ব্বে শ্রী সম্প্রদায়ে যোগ-মিশ্রিত বিচার ছিল। গোষ্ঠীপূর্ণপাদ তা' ছুট ক'রে দিলেন।

মহাভাগবতের লক্ষণ হচ্ছে—'সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ। ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥" (ভাঃ ১১।২।৪৫)॥ 'সবে কৃষ্ণ ভজন করে' এই মাত্র জানে।' সকল লোকই ভক্ত, আমার কিছু ভক্তি হ'লো না—"ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্। বংশীবিলাস্যাননলোকনং বিনা বিভর্ম্মি যৎপ্রাণ-পতঙ্গকান্ বৃথা॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২.৪৫)॥ 'হে সখি, কৃষ্ণে আমার সামান্য প্রেমগন্ধও নাই। তবে যে আমি ক্রন্দন করি, তাহা কেবল নিজের সৌভাগ্যাতিশয্য প্রকাশ করিবার জন্য! বংশী-বদন কৃষ্ণের দর্শন বিনা আমি যে প্রাণপতঙ্গ ধারিণ, তাহা বৃথা॥ সকলের অন্তর্য্যামিরূপে ভগবনের অবস্থিতি। আশ্ব-গোখর-চণ্ডাল—সকলকেই প্রণাম ক'র্‌ছেন মহাভাগবত। কনিষ্ঠত্ব, মধ্যমত্ব ও উত্তমত্ব—ভাগবত ও পঞ্চরাত্র উভয় মতে বিচারিত হ'য়েছে। পাঞ্চরাত্রিকগণ—অর্চ্চনমার্গে রুচিবিশিষ্ট, আর ভাগবতগণ—কীর্ত্তনপর। প্রত্যহ চব্বিশঘণ্টা হরিনাম গ্রহণ ক'র্‌তে হ'বে। সকল সময় যাঁ'র ভজনে অধিকার হ'য়েছে, তিনি 'সকল লোকই হরিভজন ক'র্‌ছে, আমারই হরিভজন হ'লো না'—এরূপ বিচার ক'রে থাকেন।' 'কেহ ভাল, কেহ মন্দ'—এই বিচার তাঁ'র নয়; কিন্তু কনিষ্ঠাধিকারী, মধ্যমাধিকারী বা অন্যাভিলাষী ব্যক্তিগণ যদি মহাভাগবতের অনুকরণ ক'রে 'কোন ভাল-মন্দ বিচার ক'র্‌ব না, সৎসঙ্গ অসৎসঙ্গ উভয়ই এক'—এরূপ মনে করে, তা' হ'লে তা'রা অসৎ-সঙ্গেই লিপ্ত হ'য়ে প'ড়্‌বে, ভজনরাজ্যের ত্রিসীমানায় যেতে পার্‌বে না। মধ্যমাধিকারীকে প্রণাম ও কনিষ্ঠাধিকারীকে আদর অর্থাৎ উৎসাহ দিতে হ'বে—তীর্থগুরু পাণ্ডাজীদিগকে আদর ক'র্‌তে হবে, তাঁ'রা অর্চ্চনকারী; আর ভজনকারিগণকে প্রণাম ক'র্‌তে হ'বে এবং ভজনবিজ্ঞকে কায়মনোবাক্যে শুশ্রূষা ক'র্‌তে হ'বে, তাঁ'র সেবার জন্য সব সময় চেষ্টান্বিত থাক্‌তে হ'বে। বাইরের দৃষ্টিতে ভগবানের সেবা ছেড়েও ভক্তের সবা ক'র্‌তে হ'বে।

'আমি সকলের গুরু হ'য়ে গিয়েছি, সকলেই আমার শিষ্য'—এরূপ বিচরের নাম—অহঙ্কার। ত্রিদণ্ডী—নিরাশী-নির্ণমক্রিয়ঃ। পূর্ব্বাশ্রমের মাতা-পিতাও ত্রিদণ্ডীকে প্রণাম ক'র্‌বেন।

শ্রীরূপের ষষ্ঠ উপদেশ—"দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈর্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ। গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্বুদফেনপঙ্কৈর্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ॥ এই জগতে অবস্থিত ভগবদ্ভক্তের নীচবর্ণ, কর্কশতা, আলস্য প্রভৃতি স্বাভাবিক দোষ বা কদর্য্যবর্ণ, কুগঠন ও পীড়াজনিত কুদর্শন প্রভৃতি শারীরিক দোষ কখনও প্রাকৃত দৃষ্টিতে দেখ্‌তে নাই। যেহেতু আমাদের চক্ষেই ঐ সকল দোষ প্রতিভাত হ'চ্ছে, সুতরাং হরিভজনকারী বৈষ্ণবও সাধারণ জীবের ন্যায় প্রাণিবিশেষ, এরূপ বিচার আসলে আমাদের অমঙ্গল হ'বে। গঙ্গাজল-প্রবাহে কত বুদ্বুদ, ফেন, পঙ্ক ও নানাপ্রকার আবর্জনা দেখ্‌তে পাওয়া যায়, কিন্তু তাই ব'লে দ্রবব্রহ্ম গঙ্গার মহিমা খর্ব্ব হয় না।

শঠকোপ দাস শূদ্রকুলে অবতীর্ণ হ'লেও ব্রাহ্মণ-কুলে অবতীর্ণ মহাত্মা-যামুন মুনি শঠকোপ প্রভুকে ব'লেছিলেন, —"আমার কুলের প্রথম আচার্য্য শ্রীশঠকোপের শ্রীমৎ পদযুগলকে আমি মস্তকের দ্বারা প্রণাম ক'র্‌ছি। আমার বংশীয় সকলের সর্ব্বস্বই শ্রীশঠকোপ প্রভুর শ্রীচরণ। তাঁদের মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র, ঐশ্বর্য্য—সমস্তই ঐ শঠকোপ দেবের পাদপদ্ম।" যামুনাচার্য্য আরও ব'লেছেন,—"হে ভগবন্ আপনার ভক্ত বৈষ্ণবের গৃহে আমার কীটজন্মও ভাল,

কিন্তু অবৈষ্ণবের গৃহে সাক্ষাৎ ব্রহ্মশরীরেও অবস্থান করিতে আমি ইচ্ছা করি না। আশ্চর্য্য রামানুজ ব'লেছেন,—বৈষ্ণবদিগের জন্ম, নিদ্রা ও আলস্য প্রভৃতি জানা থাকলেও দম্ভ ক'রে নিন্দার উদ্দেশ্যে কখনও লোকের নিকট সে সকল কথা ব'লবে না। বৈষ্ণবের আপাতঃ-প্রতীয়মান দোষগুলি পরিত্যাগ ক'রে গুণাবলী কীর্ত্তন ক'রবে।

প্রাকৃত-সহজিয়াগণের প্রাকৃতবুদ্ধি শ্রীরূপপ্রভু এই শ্লোকে নিরাস ক'রেছেন। প্রভু-বংশে বা আচার্য্য-বংশে জন্মগ্রহণ না ক'রলে অকৃত্রিম কৃষ্ণভক্তকে যাঁ'রা 'গোস্বামী' বা 'প্রভু' জানেন না, আর প্রভু বা আচার্য্য-বংশের পরিচয়-প্রদানকারী হরিসেবা-বিমুখ কপট ব্যক্তিগণকে যাঁ'রা 'গোস্বামী' বা 'প্রভু' কল্পনা করেন, তাঁ'দের প্রাকৃত-দর্শন হয়, তাঁ'রা কখনও ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ ক'রতে পারেন না। যিনি শুদ্ধভক্তকে প্রাকৃত-দৃষ্টিতে না দেখে তাঁ'র অনন্য-ভজন দর্শন ক'রে থাকেন, তিনি অবিলম্বে মহাভাগবতের সেরূপ দুরাচার-দর্শন হ'তে মুক্ত হ'য়ে সাধুতা লাভ ক'রত পারেন। অজাতরতি সাধক ও সিদ্ধভক্তের মধ্যে ভেদ আছে; প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় একথা ধ'রতে পারে না। তাঁ'দের এক ব্যক্তিকে শিষ্য, আর এক ব্যক্তিকে গুরু জান্‌তে হবে। শ্রীগুরুকে উপদেশ দিতে হ'বে না। শিষ্যের নিকট হ'তে উপদেশ গ্রহণ ক'রতে হ'বে না। বাইরের বিরাগ বা বাইরের আসক্তি দেখে বৈষ্ণব চেনা যায় না। হরিভজনের জন্য কতটা অকৃত্রিম আসক্তি, কতটা অকপট নৈরন্তর্য্য, তা' দেখে প্রকৃত-বৈষ্ণবই 'বিষ্ণব' চিন্‌তে পারেন। সাধক ও সিদ্ধকে একাকার ক'রতে হ'বে না। নবদ্বীপের বংশীদাস বাবাজী মহারাজের তাম্বুলভোজনের বা তামাক-পানের স্বভাব দেখ্‌তে হ'বে না; আর তাঁ'র অনুকরণও ক'রতে হ'বে না। দেখ্‌তে হ'বে তাঁ'র ভজনের বৃত্তি কতটা। ভাঃ ১।১৭।৩৮-৪১ শ্লোকোক্ত—পান, তামাক প্রভৃতি মাদকদ্রব্য কলির স্থান। ভজনকারী কখনও মাদকদ্রব্যের সেবা ক'রবেন না। কোন সাধুতে যদি মাদকদ্রব্য-সেবার আদর্শ দেখ্‌তে পাওয়া যায়, তবে তাঁ'র সেবা-বৃত্তি কিরূপ দেখ্‌তে হ'বে নতুবা তিনি অধিক গাঁজা পান ক'রতে পারেন ব'লে তাঁ'কে সাধু ব'লতে হ'বে না, নেশাখোরেরা হয় ত' তা'কে 'সাধু'—ব'লতে পারেন, কিন্তু হরিভজনকারীগণ ব'লবেন না।

অভক্ত ব্যক্তির বপুর দোষ বিচার ক'রতে হ'বে। তা'র উঁচু নীচু জাত্ দেখ্‌তে হ'বে। তা'দিগকে 'হরিজন' নাম দিয়ে অপ্রাকৃত হরিজনগণের সঙ্গে একাকার ক'রতে হ'বে না। অম্বরীষ গৃহস্থ ছিলেন, সুতরাং তিনি সন্ন্যাসী হ'তে কম; তিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন, সুতরাং ব্রাহ্মণের সেবক—এরূপ বিচার ক'রতে হ'বে না। তাঁ'কে ঐরূপ মনে ক'রলে দুর্ব্বাসার ন্যায় অসুবিধা হ'বে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ব'লছেন,—এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম। অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ॥ (চৈঃ চঃ ম ২২।৯০)।

যমুনার জলে যখন নালার জল মিশে যায়, তখন আর বিচার ক'রতে হ'বে না—কোন্ জল? তুলসীদাসজীর একটি দোঁহা আছে;—"ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র সব্ কোই করত বিচার। হরি না ভজে ত চারো চামার॥"

শ্রীরূপের সপ্তম উপদেশ—"স্যাৎ কৃষ্ণনাম-চরিতাদি সিতাঽপ্যবিদ্যাপিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু। কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী॥" পিত্তরোগীর মুখে যেরূপ সুমিষ্ট মিছরিও তিক্ত মনে হয়, সেইরূপ অবিদ্যা-পিত্তদ্বারা যা'দের রসনা অনাদিকালথেকে উত্তপ্ত, সেই সকল অনাদি-বহির্ম্মুখ জীবেরও সুমধুর কৃষ্ণনামে রুচি হয় না। কিন্তু পিত্তরোগীর পক্ষে মিছরিতিক্তবোধ হ'লেও যেমন মিছরিই পিত্ত-দমনের ঔষধ, সেরূপ হরিনামই অবিদ্যা-নিবৃত্তি ও কৃষ্ণপ্রেম-লাভের একমাত্র মহৌষধি। নিরন্তর অপ্রতিবন্ধকভাবে হরিনাম গ্রহণ ক'রতে ক'র্‌তেই কৃষ্ণনামে রুচি হ'বে। তারক-ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন না ক'রে চুপ ক'রে ধ্যান ক'র্‌তে হ'বে—এরূপ বিচার বিষয়ী ও মায়াবাদিগণের। কিন্তু শ্রীসনাতন-প্রভু ব'লেছেন,—জয়তি "জয়তি নামানন্দরূপং মুরারের্বিরমিত-নিজধর্ম্ম-ধ্যান-পূজাদিযত্নম্। কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে॥" (বৃঃ ভাঃ ১।১।৯)।

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-যাজন, ধ্যান ও পূজাদি-চেষ্টা যাঁ'র অপ্রাকৃত নাম-শ্রবণ-কীর্ত্তন হ'তে বিরাম লাভ হয়, সেই আনন্দকন্দস্বরূপ মুরারির নাম পুনঃ পুনঃ জয়যুক্ত হউন। হরিনামের আভাসেই জীবের অবিদ্যা-নিবৃত্তি হ'য়ে থাকে। হরিনামই একমাত্র অমৃতস্বরূপ, আমার জীবন ও ভূষণ। যিনি হরিনাম সংকীর্ত্তন করেন, তাঁ'র বর্ণধর্ম্ম, আশ্রম-ধর্ম্ম সব ছুটি হ'য়ে যায়। তাই শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপদের যে বাণী শ্রীরূপ-প্রভু তাঁ'র পদ্যাবলীতে সংগ্রহ ক'রেছেন, তা'তে শুন্‌তে পাই,—"হে সন্ধ্যা-বন্দন, তোমার মঙ্গল হউক, হে স্নান, তোমাকে নমস্কার ; হে দেবগণ ও পিতৃগণ, আমি তর্পণকার্য্যে অক্ষম, আমাকে ক্ষমা করুন ; আমি যে কোন স্থানে অবস্থান ক'রে যাদবকুলের শিরোভূষণ কংসারি কৃষ্ণকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ ক'রে অনায়াসে সংসারদুঃখ ও পাপাদি বিনাশ ক'র্‌তে পার্‌ব। কাজেই এই অচিরস্থায়ী সংসারদুঃখ বা পাপ-প্রবৃত্তি দূর কর্‌বার জন্য আমার নৈমিত্তিক সন্ধ্যা-বন্দনাদি-কার্য্যের প্রয়োজন নাই।

ব্রাহ্মী, সান্‌কি, খ-রৌষ্টি বা পুষ্করাসাদি লেখ-প্রণালীর শব্দ হ'তে শব্দীর ভেদ আছে। সেই সকল লেখ-প্রণালীতে যে-সকল অভিধান সৃষ্টি হ'য়েছে, তা' বহির্ম্মুখ জীবের ভোগ্যবস্তু ; নামের বিচার তদ্রূপ নয়। 'যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেবঃ সমর্চ্চিতঃ। তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১১।২৩৭)॥ শ্রীমন্মহাপ্রভু ব'লেছেন,—"নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ। এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥" আমার অর্চ্চনে, তীর্থস্নানাদিতে রুচি হ'লো, কিন্তু একান্ত নাম-ভজনে রুচি হ'লো না। অর্চ্চন, তীর্থস্নান প্রভৃতি অনুষ্ঠানের যাবতীয় ফল ও প্রভাব শ্রীনামে অতি আনুসঙ্গিকভাবেই অনুস্যূত র'য়েছে। অধিক কি, শ্রীনামে শ্রীনামীর নিজস্ব সর্ব্বশক্তি অর্পিত আছে ; তথাপি জীবের এমনই দুর্দ্দৈব যে, নামে রুচি হয় না। তাই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় গান ক'রেছেন,—"তীর্থযাত্রা পরিশ্রম, কেবল মনের ভ্রম, সর্ব্বসিদ্ধি গোবিন্দচরণ।" কর্ম্মকাণ্ডীর বিচারে—চিত্তশুদ্ধির জন্য তীর্থযাত্রা, কিন্তু নামকীর্ত্তনকারীর চিত্তশুদ্ধি স্বতঃসিদ্ধা—"অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্। তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥ (ভাঃ ৩।৩৩।৭)।

খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ ব'লে থাকেন,—ভগবানের নাম বৃথা নেওয়া দরকার নেই, যখন-তখন ভগবানের নাম নিলে ভগবান্‌কে উদ্বেগ দেওয়া হয়। কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণ বলেন,—চাতুর্ম্মাস্যকালে বিষ্ণু শয়ন ক'রে থাকেন, সুতরাং সেই সময় উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম ক'র্‌লে হরির নিদ্রাভঙ্গ হ'তে পারে এবং তিনি রাগ ক'রে দেশে দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি প্রভৃতি আন্‌তে পারেন, কাজেই চুপচাপ ক'রে অব্যক্ত বাক্যবেগ, না হয় প্রজল্প বা গ্রাম্যকথা ব'লে ভোগের প্রশ্রয় দেওয়া যা'ক! কিন্তু খৃষ্টধর্ম্মে যে, অনাবশ্যক ভগবন্নাম-গ্রহণের নিষেধ র'য়েছে, তা'র উদ্দেশ্য এই নয় যে, সকল সময় ভগবান্‌কে ডাকা উচিত নয়। তা'র উদ্দেশ্য হ'চ্ছে—একমাত্র ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যেই ভগবান্‌কে ডাক্‌তে হ'বে। ভগবান্‌কে বাগানের মালির মত ডাক্‌তে হ'বে না, নিজের কোন সুবিধা ক'রে নেওয়ার জন্য। কোন কোন পার্থিব সুবিধা আদায়ের জন্য ভগন্নাম-গ্রহণই—বৃথা নাম গ্রহণ ; তা'কেই বৈষ্ণব-শাস্ত্রে 'নামাপরাধ' বলা হ'য়েছে।

শ্রীরূপের অষ্টম উপদেশ—হ'চ্ছে অখিল উপদেশের সার,—"তন্নামরূপচরিতাদি-সুকীর্ত্তনানুস্মৃত্যোঃ ক্রমেণ রসনামনসী নিযোজ্য। তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগিজনানুগামী কালং নয়েদখিলমিত্যুপদেশসারম্॥ সাধক ক্রম-পন্থা অনুসরণ ক'রে কৃষ্ণনাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলার কীর্ত্তন-স্মরণাদিতে বাক্য ও মন নিয়োগ ক'রে যখন জাতরুচি হ'বেন, তখন ব্রজবাসিগণের আনুগত্যে ব্রজে বাস ক'রে কালাতিপাত ক'র্‌বেন,—ইহাই হ'চ্ছে সকল উপদেশের সার। আমাদের সর্ব্বক্ষণ ব্রজবাসিগণের অনুগত থাক্‌তে হ'বে। কৃষ্ণকামকেলি-নিকেতন যমুনার সৈকত, যমুনার জল, গো, বেত্র, বিষাণ ও বেণু—এরা সকলেই ব্রজবাসী—এরা শান্ত-রসের ব্রজবাসী। রক্তক, চিত্রক, পত্রক প্রভৃতি দাস-রসের নিত্যব্রজবাসী। বাহিরে ব্রজবাসের অভিনয়, আর অন্তরে কৃষ্ণেতর বিষয়ের

চিন্তা এ'র নাম 'ব্রজবাস' নয়। কৃষ্ণচন্দ্রের সেবা ছাড়া যাঁ'রা অজ্ঞানে অবশেও অন্য কিছু ক'র্তে পারেন না, কৃষ্ণসেবায়ই যাঁ'দের অনুক্ষণ স্বাভাবিক অনুরাগ, তাঁ'রাই ব্রজবাসী। এ শরীরে ব্রজবাস ক'র্তে না পার্লে শুদ্ধচিত্তে অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিত হ'য়ে মনে মনে ব্রজবাস ক'র্তে হ'বে। মনকে সর্ব্বদা ব্রজের বিচারে সংলগ্ন রাখ্তে হ'বে। এ মন ভোগ ও ত্যাগের বিচারের মন নয়। ভোগ ও ত্যাগ—এ উভয় বুদ্ধিকে ছেড়ে দিতে হ'বে। "ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ।" অত্যন্ত আসক্ত স্ত্রৈণ গৃহব্রত ও অত্যন্ত শুষ্কবৈরাগীর হরিভজন হ'বে না। ক্রম-পথ অনুসরণ ক'র্তে হ'বে। আগে শ্রবণ-দশা। কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণকথা শুন্তে হ'বে। কৃষ্ণনামই রূপ-নাম, রূপ-গুণ, রূপ-পরিকর ও রূপ-লীলারূপে আত্মপ্রকাশ ক'র্বেন। শ্রবণ-দশার পর বরণ-দশা। শ্রবণ ক'র্তে ক'র্তে বরণ-দশা উপস্থিত হ'লে শ্রুত বিষয়ের কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। অনুক্ষণ অকপটে কীর্ত্তন ক'র্তে ক'র্তে স্মরণাবস্থা লাভ হয়। স্মরণ, ধারণা, ধ্যান, অনুস্মৃতি ও সমাধি-ভেদে স্মরণ পাঁচ প্রকার। ব্যবধান-রহিত সম্পূর্ণ নৈরন্তর্য্যই সমাধি। স্মরণ-দশার পরেই আপন-দশা। এই অবস্থায় সাধকের নিজের স্বরূপ উপলব্ধি হয়। ইহার পরে সম্পত্তি-দশায় বস্তুসিদ্ধি-লাভ।

ভগবানের নাম, রূপ, চরিতাদির সুকীর্ত্তন ক'র্তে হ'বে। কুকীর্ত্তন বা কীর্ত্তনের অভিনয় ক'র্লে হ'বে না। "শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্। নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি॥ (ভাঃ ২।৮।৪)॥ কীর্ত্তন ছেড়ে স্মরণে যা' বিরাম লাভ করে, তা' স্মরণ নয়। কীর্ত্তন ছেড়ে স্মরণের অভিনয়ের দ্বারা ভোগ্য বিষয় ধ্যান হ'য়ে যা'বে। শাস্ত্রে প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ঃ—এই দু'টি পথের কথা ব'লেছেন। আমাদের যেটি ভাল লাগে, সেটি প্রেয়ঃপন্থা, আর আমাদের যেটি ভাল না লাগ্লেও আমাদের মঙ্গলজনক, সেটি শ্রেয়ঃ পথ। "শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ যখন এক হ'য়ে যায়, যখন শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ের যুগলমিলন হয়, তখন শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবায় আমাদের চিত্ত ধাবিত হ'য়ে থাকে। তখন শ্রেয়ঃই 'প্রেয়ঃ' ও প্রেয়ঃই 'শ্রেয়ঃ' হয়।" কৃষ্ণভজনকারী মহাভাগবতের প্রেয়ঃই শ্রেয়ঃ, আর শ্রেয়ঃই প্রেয়।

'তদনুরাগী' ব'ল্তে রাগাত্মিক-ব্রজজন। গো-বত্র-বিষাণ-বেণু-কদম্ব-যমুনাপুলিন—এরা শান্তরসের অনুরাগী; রক্তক-চিত্রক-পত্রক-বকুল—যাঁ'রা নন্দের ঘরের চাকর—কৃষ্ণ উত্তরগোষ্ঠ হ'তে ফিরে আস্লে যাঁ'রা তাঁ'র সেবা করেন, তাঁ'রা দাস্যরসের 'তদনুরাগী'; শ্রীদাম-সুদামাদি বিশ্রম্ভ-সখ্যরসের 'তদনুরাগী'; অর্জ্জুনের জ্ঞানমিশ্র-বিচার, তাঁ'র শুদ্ধসখ্য নয়; গৌরব-সখ্যে ও বিশ্রম্ভ-সখ্যের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীদাম-সুদামাদির বিশ্রম্ভ-সখ্যে তাঁ'রা কৃষ্ণের কাঁধে উঠে তালবনে তাল পেড়ে এঁটো তালফল কৃষ্ণকে খাওয়ান, কৃষ্ণের সঙ্গে মারামারি ক'রে থাকেন, কৃষ্ণ সখাদের কাঁধে করে খেলা করেন; কিন্তু অর্জ্জুন বিরাট্ রূপ দেখে আশ্চর্য্যান্বিত হ'য়ে যান। "তুমি এত ঐশ্বর্য্যশালী, তোমাকে আমি সখা ব'লে অপরাধ ক'রেছি, আমার অপরাধ ক্ষমা কর"—কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হ'য়ে এ সকল কথা ব'লে থাকেন।

নন্দ-যশোদা প্রভৃতি বাৎসল্যরসের 'তদনুরাগী'। মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য রঘুপতি উপাধ্যায় ব'লেছিলেন,—"শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভব-ভীতাঃ। অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম॥" চৈঃ চঃ ম ১৯।৯৬॥ ব্রজগোপীগণ উন্নত উজ্জ্বলরসের 'তদনুরাগী'। বিরহ-বিধুরা গোপীগণ স্যমন্তপঞ্চকে কৃষ্ণকে পেয়ে ব'লেছিলেন,—"আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ। সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥" (চৈঃ চঃ ম ১।৮১)॥ সংসারীর বিচার—সংসার হ'তে উত্তীর্ণ হ'তে পার্লেই তা'দের মঙ্গল হয়, আর সংসারত্যাগী ধ্যানযোগীর বিচার—সূক্ষ্মানুভূতি—যাঁ'কে তাঁ'রা 'চিন্মাত্রানুভূতি' বলেন, ইহা প্রগাঢ় অনুভূতি নয়। এই বিচার ছেড়ে দিয়ে পারকীয় বিচারে যে ভগবৎসেবার পরাকাষ্ঠা, তাহাই গোপীগণে দেখ্তে পাওয়া যায়। ধ্যানযোগীর ন্যায় গোপীগণে কৃষ্ণকে দূর হ'তে সেবা ক'র্তে প্রস্তুত ন'ন; তাঁ'দের ধ্যান সহজ ও অতি স্বাভাবিক। গোলোক ও ভৌমব্রজে এই পাঁচপ্রকার রস সম্ভব। বৈকুণ্ঠের বিচারে আড়াই প্রকার রস আছে—শান্ত, দাস্য ও সখ্যের অর্দ্ধ অর্থাৎ সেখানে গৌরবসখ্য পর্য্যন্ত আছে, বিশ্রম্ভ সখ্য নাই।

শ্রীরূপের নবম উপদেশে—ভজন-স্থানের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান কি, তা' তুলনামূলক বিচারের দ্বারা
নির্দ্দিষ্ট হ'য়েছে,—"বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্ বৃন্দারণ্যমুদারপাণিরমণাত্তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতপ্লাবনাৎ কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ॥"
শ্রীরাধার পাল্যদাসীর বিচারে কুণ্ডতীরেই সর্ব্বক্ষণ বাস ক'র্তে হ'বে। নারায়ণ স্বামীতে মাতা-পিতার বিচার নাই,
কার্য্য-কারণ-বিচারে মহাকারণের কারণ নাই, তিনি অজ ; কিন্তু মথুরায় দেবকী-বসুদেবের পুত্ররূপে অজের জন্ম-লীলা
দেখ্‌তে পাওয়া যায়। বৈকুণ্ঠে ভগবান্ কেবল অজ, কিন্তু মথুরায় অজ ভগবান্‌ও তাঁর অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে জন্ম-
লীলা প্রকাশ করায় ভগবত্তার অধিকতর চমৎকারিতা প্রকাশিত। তাই বৈকুণ্ঠ হ'তে মথুরা শ্রেষ্ঠ। সাধকের
বিশুদ্ধ মনে কৃষ্ণচন্দ্রের জন্ম হয়। সেই বিশুদ্ধ মনও মথুরা। অনেকে মথুরাকে রূপক বা আধ্যাত্মিক মনে করেন,
কিন্তু তা' নয় ; "রূপক বা আধ্যাত্মিক করবার চেষ্টা—কৃষ্ণের অবিচিন্ত্য শক্তিকে অস্বীকার করা।" কৃষ্ণের অচিন্ত্য-
শক্তিক্রমে এই ভৌমজগতে কৃষ্ণের সহিত মথুরা অবতীর্ণ হয়। কৃষ্ণের জন্ম স্থান মথুরা হ'তেও কৃষ্ণের রাসোৎসব
ক্ষেত্র বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ। "শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ। কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ॥"
(চৈঃ চঃ আঃ ১।১৭)॥ মথুরায় কৃষ্ণ অপগণ্ড শিশু, রাসস্থলীতে কিশোর কৃষ্ণ। রাসস্থলীতে মণ্ডলি-নৃত্য হ'চ্ছিল—
পাঁচমিশালি গোপীগণের সঙ্গে। শ্রীরাধাজী এসে দেখ্‌লেন,—তাঁ'র সেবার বৈশিষ্ট্য পঞ্চায়েতী মণ্ডলি-নৃত্যে রক্ষিত
হ'তে পারে না ; তাই তিনি রাসস্থলী ছেড়ে গোবর্দ্ধনে চ'লে আসলেন। তখন যুথেশ্বরী চন্দ্রাও এসে গেলেন।
গোবর্দ্ধন-গুহায় কৃষ্ণ ব'সে আছেন, চন্দ্রা প্রভৃতিকে দেখে চা'র হাত দেখা'লেন ; তুলসী, ধনিষ্ঠা প্রভৃতি রাধাপক্ষীয়
গোপীগণ চন্দ্রার দূতি শৈব্যাকে বঞ্চনা ক'রে চন্দ্রাবলীকে সখীস্থলীতে পাঠিয়ে দিলেন। রূপানুগবর শ্রীল দাস
গোস্বামী প্রভু এজন্য সখীস্থলীকে দূর হ'তে দণ্ডবৎ ক'রেছেন। চন্দ্রাবলীকে বঞ্চনা ক'রে রাধার অনুগতাগণ শ্যাম-
সুন্দরকে রাধাকুণ্ডে নিয়ে আসেন।

পঞ্চায়েতী রাসলীলার স্থান বৃন্দাবন হ'তে যে গোবর্দ্ধন-গুহায় রাধা ও কৃষ্ণের সুগোপ্য রতিক্রীড়া হ'য়ে থাকে,
সেই গোবর্দ্ধন বৃন্দাবন হ'তে শ্রেষ্ঠ। "কোটি কোটি গঙ্গা হ'তেও শ্রেষ্ঠ শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ডকে মস্তকে বহন ক'রে
গোবর্দ্ধন মহাদেব অপেক্ষাও অধিকতর পূজনীয় হ'য়েছেন। এই স্থানে শত শত লক্ষ্মীর বন্দনীয়া সখীগণে পরিবেষ্টিত
কৃষ্ণের রসময় সৌরভ-শোভিত বাহুদ্বারা আলিঙ্গিতা হ'য়ে মাধবপ্রিয়া রাধিকা মধুমাসে নৃত্য ক'রেছিলেন ; তাই
গোবর্দ্ধনে দ্বিতীয় রাসস্থলী বিরাজ ক'র্ছে।

গোবর্দ্ধন হ'তেও রাধাকুণ্ড শ্রেষ্ঠ ; এস্থান কৃষ্ণপ্রেমামৃতের পূর্ণতম প্লাবন-ক্ষেত্র। শ্রীগৌরসুন্দরের মর্ম্মজ্ঞ
শ্রীরূপমঞ্জরী শ্রীগৌরহরির হৃদয়ের সর্ব্বোচ্চতম অভীষ্ট রাধাকুণ্ড-সেবাকেই সেবার পরাকাষ্ঠা ব'লে উপদেশ ক'রেছেন।
নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণের বা চন্দ্রাবলীর অনুগত কোন সম্প্রদায়ের কিংবা গৌরভক্তিহীন মধুর-রসাশ্রিতাভিমানী
ব্যক্তিগণের পক্ষেও এই শ্রীরাধাকুণ্ড সম্পূর্ণ দুর্জ্ঞেয় ও অগম্য। তাই রূপানুগবর শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু ব'লেছেন,—
(স্তবাবলী রাধাকুণ্ডাষ্টকে ২) "যে রাধাকুণ্ড-স্নানকারী ব্যক্তির হৃদয়ে অবিলম্বে কৃষ্ণপ্রেমরূপ কল্পতরুর আবির্ভাব হয়, যে
প্রেমকল্পবৃক্ষ ব্রজভূমি তথা মুরারি কৃষ্ণের প্রেয়সীগণেরও দুষ্প্রাপ্য, সেই কৃষ্ণপ্রিয়তম রাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয়স্থল হউন।

শ্রীরূপের দশম উপদেশের মধ্যে—তুলনামূলক বিচারের দ্বারা ভজনকারীর মধ্যে কে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তা' নিরূপণ
ক'রেছেন, "কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিনস্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী।" পাপী
ও অসৎকর্ম্মী হ'তে সর্ব্বপ্রকার সৎকর্ম্ম-নিরত পুণ্যবান্ কর্ম্মী ভাল, আবার পুণ্যবান্ কর্ম্মী হ'তে সর্ব্বতোভাবে গুণত্রয়-
বর্জ্জিত ব্রহ্মজ্ঞানই ভাল, সকল প্রকার ব্রহ্মজ্ঞানী হ'তে জ্ঞানবিমুক্ত ভক্তি-প্রধান সনকাদি শুদ্ধভক্তগণ কৃষ্ণের অধিক
প্রিয়, তাঁ'দের চেয়ে প্রেমৈকনিষ্ঠ নারদাদি শুদ্ধভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের অধিক প্রিয়, কৃষ্ণগতপ্রাণা ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের

তদপেক্ষা প্রিয়, সর্ব্বপ্রকার গোপীগণের মধ্যে শ্রীরাধিকাই কৃষ্ণের প্রিয়তমা। শ্রীরাধিকার ন্যায় রাধাকুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি অপ্রাকৃত শ্রীরাধাকুণ্ডে অপ্রাকৃত চিত্তবৃত্তির সহিত বাস ক'রে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টকাল ভজন করিয়া থাকেন।

গোলোকের সর্ব্বোচ্চস্থান, মধুর রসের রসিকগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়—শ্রীরাধাকুণ্ড। ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ—এই তিন লোক সকাম পুণ্যকামী গৃহস্থদিগের ভোগস্থান ; আর তদূর্দ্ধবর্ত্তী মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য—এই চা'র লোক অগৃহস্থদিগের ভোগাগার। উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারী মহর্লোক, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী জন লোক, বানপ্রস্থাশ্রমী তপোলোক এবং সন্ন্যাসিগণ সত্যলোক ভোগ ক'রে থাকেন। গীতায় দেখ্‌তে পাই,—আব্রহ্মভূবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।" সান্দ্রানন্দ চিদাত্মক বৈকুণ্ঠধাম মুক্তপুরুষগণেরও দুর্ল্লভ। নিষ্কাম ভগবদ্ভক্তগণ দেহান্তে সদ্যঃ ঐ লোক লাভ ক'রে থাকেন। এই বৈকুণ্ঠ হ'তেও মথুরা শ্রেষ্ঠ, মথুরা হ'তে রাসোৎসব-লীলা-নিকেতন বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ, বৃন্দাবন হ'তে গোবর্দ্ধন শ্রেষ্ঠ, আর রাধাকুণ্ড সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

সনাতন গোস্বামী প্রভুর ত্রিপাদ-বিভূতির বিচার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুবৈজ্ঞানিক। কারণবারির পরে নির্ব্বিশেষ লোক। পঞ্চোপাসকের কাল্পনিক সূর্য্যদেবতা, গণদেবতা, শক্তিদেবতা কিছুই থাকবে না—ব্রহ্মের কাল্পনিক রূপ সব একাকার হ'য়ে যাবে—নির্ব্বিশেষবাদীর এই জাতীয় বিচার। বস্তুতঃ—"যে যে শ্রুতি তত্ত্ববস্তুকে প্রথমে নির্ব্বিশেষ বলেন, সেই সেই শ্রুতি অবশেষে সবিশেষ তত্ত্বকেই প্রতিপাদন ক'রে থাকেন। নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ ভগবানের এ দু'টো গুণই নিত্য, ইহা বিচার ক'র্‌লে সবিশেষ-তত্ত্বই প্রবল হ'য়ে উঠে।" শ্রীমন্মহাপ্রভু ব'লেছেন—"নির্ব্বিশেষ তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ। প্রাকৃত নিষেধি করে অপ্রাকৃত-স্থাপন॥" চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৪১॥

"জড়সবিশেষ যখন নিরস্ত হ'য়েছে, সুতরাং চিৎসবিশেষও পরিত্যাগ ক'র্‌তে হ'বে, জড়সবিশেষের ন্যায় চিৎসবিশেষও মায়া," যা'রা এরূপ বাদ অবলম্বন ক'রেছে, তা'রাই মায়াবাদী। কারণ-বারির পরপারে নির্ব্বিশেষধাম। অচিৎ গুণত্রয় ধৌত ক'রে ওপারে ব্রহ্মজ্যোতির বিচার ; কিন্তু—"জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপমতুলং শ্যামসুন্দরম্।" বৈকুণ্ঠে চিৎসবিশেষের বিচার। সেখানে মর্য্যাদা-বিচার। আড়াই-প্রকার রস। অনন্তশক্তিমান্ ঈশ্বর এবং তাঁ'রই অধীন চিৎ ও অচিৎ,—যেরূপ রামানুজের বিচার। অচিৎ ও চিৎশক্তির মালিক—ঈশ্বর।

অবৈষ্ণবের পৃথিবী ভোগ কর্‌বার বিচার ; কিন্তু বৈষ্ণবের বিচার তা' নয়। পৃথিবী-ভোগ ও পৃথিবী-ত্যাগ—এ দু'টোই বৈষ্ণবের বিচার নয়। এখানে বিষয়াভিমানী অনেক, বৈকুণ্ঠে এক অদ্বিতীয় বিষয় ; কিন্তু আশ্রয় বহু—"লক্ষ্মী-শতসহস্র-সেব্যমানম্"।

মর্য্যাদাময়ী পূজা ও বিশ্রম্ভ-সেবার মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। উৎক্রান্ত দশায় যখন মাতা-পিতার প্রদত্ত শরীর ছুটী হ'য়ে যা'বে, তখন অপ্রতিহত সেবা লাভ হ'বে। পরমেশ্বর স্বতন্ত্র পুরুষোত্তম, তাঁ'র স্বতন্ত্রেচ্ছাই স্বীকার ক'র্‌তে হ'বে। যা'র সেবাবৃত্তি উদিত হয় নাই, যে স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহে আবদ্ধ, তা'র জন্যই বিধি। নতুবা এ স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহে আবদ্ধ হ'য়ে অপ্রাকৃত-সহজধর্ম্মের বিচার-গ্রহণাভিনয় প্রাকৃত-সহজিয়াগিরি মাত্র।

'কাব্য-প্রকাশ', 'সাহিত্যদর্পণ' প্রভৃতি অলঙ্কার-গ্রন্থের বর্ণিত রস জড়-সম্বন্ধগত। এক মানব, আর এক মানবী বা বহু মানব, বহু মানবীর রসের বিচার। আবার আড়াই প্রকার রস ভগবানের জন্য ও বাকী আড়াই প্রকার রস ভগবানে প্রযুক্ত না হ'য়ে ভগবদ্‌বিস্মৃত জীবের অনুপাদেয়. হেয় ব্যাপারে নিযুক্ত হ'লেও রস-বিচারের পূর্ণতা প্রকাশিত হ'লো না। পূর্ণরাজ্য গোলোকে সম্পূর্ণ পাঁচপ্রকার রস। নাভির নিম্নদেশ ও উচ্চ প্রদেশের মধ্যে ছোট বড় বিচার অপ্রাকৃত গোপিকার নাই। তাঁ'রা সর্ব্বাঙ্গদ্বারা—সর্ব্বেন্দ্রিয়-দ্বারা কৃষ্ণসেবা করেন। যে-সকল মুনি গোপাল-উপাসক হ'য়ে অভীষ্ট সিদ্ধ ক'র্‌তে পারেন নাই, তাঁ'রা শ্রীরামচন্দ্রের সৌন্দর্য্য দেখে নিজাভীষ্ট-সাধনে যত্ন ক'রেছিলেন। কিন্তু একপত্নীব্রতধর শ্রীরামচন্দ্রের লীলায় সেই রসে অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়া সম্ভব ছিল না। তাই সে-সকল মুনি লব্ধভাব

হ'য়ে ব্রজে গোপীরূপে জন্মগ্রহণ ক'রেছিলেন,—একথা পদ্মপুরাণে আছে। তাঁ'দের মধ্যে কেউ কেউ রাসারম্ভে সিদ্ধি লাভ ক'রেছিলেন, এরূপ উক্তি বৃহদ্বামনপুরাণে আছে। মহোপনিষদ্‌গণ গোপীগণের ভাগ্য দেখে বিস্মিত হ'য়েছিলেন এবং কৃষ্ণসেবার উৎকণ্ঠায় আরাধনা করার ফলে প্রেমবতী গোপী হ'য়ে ব্রজে জন্মগ্রহণ ক'রেছিলেন।

শান্ত, দাস্য ও সখ্যপ্রেম অপেক্ষাও তটস্থ-বিচারে মধুর রসের গোপীকাগণের প্রেম আরও অধিকতর চমৎকারিতাময়। গোপীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধিকা। শ্রীমতী সর্ব্বযূথেশ্বরীর প্রধানা। ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি অষ্টসখী শ্রীমতী রাধিকার পৃথক্ পৃথক্ গণ-নায়িকা। বহুভাগ্যফলে শ্রীমতী ললিতার গণে প্রবেশ-লাভ হয়। কেউ কেউ যূথেশ্বরী-বিচারে চন্দ্রাবলীকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন ; কিন্তু মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধার পাল্যদাসী হওয়ার সৌভাগ্য-লাভ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

শ্রীমদ্ভাগবত বহির্ম্মুখ লোকের হাতে পড়ে যেতে পারে, সেজন্য ভজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়-স্বরূপা কৃষ্ণপ্রিয়তমা রাধার নাম ভাগবতে গুপ্তভাবে র'য়েছে। কিন্তু মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দর ও আমার গুরুদেব শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু প্রকৃত অধিকারিগণের নিকট গোপন না ক'রে শ্রীরাধার কথা জানিয়েছেন। "যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা। সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥ (লঃ ভাঃ ভাঃ মৃঃ ১০)॥

শ্রীরূপের একাদশ উপদেশঃ—শ্রীরাধার কৃপা হ'লে কুণ্ডতটে নিত্যস্থান পাওয়া যায়। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান। তাই শ্রীরূপপ্রভু উপদেশামৃতের চরম উপদেশে কুণ্ডস্নানের কথাই বলেছেন,—"কৃষ্ণস্যোচ্চৈঃ প্রণয়বসতিঃ প্রেয়সিভ্যোঽপি রাধাকুণ্ডং চাস্যা মুনিভিরভিতস্তা-দৃগেব ব্যধায়ি। যৎ প্রেষ্ঠৈরপ্যলমসুলভং কিং পুনর্ভক্তিভাজাং তং প্রেমেদং সকৃদপি সরঃ স্নাতুরাবিষ্করোতি॥" শ্রীরাধা কৃষ্ণের অন্যান্য প্রেয়সীগণ অপেক্ষাও সর্ব্বপ্রকারে অধিক প্রিয়তমা। শ্রীমতীর কুণ্ডই কৃষ্ণের প্রিয়তম, মুনিগণ একথা সকল শাস্ত্রেই ব'লেছেন। সাধারণ সাধক-ভক্তগণের সম্বন্ধে আর কথা কি, নারদাদি প্রেষ্ঠবর্গের পক্ষেও যে প্রেম অত্যন্ত দুর্ল্লভ, শ্রীরাধাকুণ্ড তাঁর স্নানকারীকে সেই প্রেম কৃপা-পূর্ব্বক প্রদান ক'রে থাকেন। 'আমি শ্রীরাধাকুণ্ডে স্নান ক'রে ফেলেছি, শ্রীরাধাকুণ্ডে ডুব দিয়ে ফেলেছি, আমি রক্ত-মাংসের পিণ্ড, আমি পত্নীর ভর্ত্তা বা আমি সন্ন্যাসী, আমি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র'—এরূপ বিচার নিয়ে কুণ্ড-স্নানের অধিকার নেই। এমন কি, ঐশ্বর্য্য-মার্গের বিচার নিয়েও কুণ্ডস্নান করা যায় না। আমাদিগকে শ্রীরাধার পাল্যদাসীগণের বিচার 'অনুসরণ' ক'র্‌তে হ'বে, 'অনুকরণ' ক'র্‌তে হ'বে না, 'সখীভেকী' হ'লে মঙ্গল হ'বে না। পুরুষ-শরীরকে স্ত্রীদেহ সাজালেই শ্রীরাধা-কুণ্ড-সেবায় অধিকার হয় না। বৈধমার্গে—ত্রিদণ্ড, আর অনুরাগ-পথে পারমহংস্য-বিচারে শ্বেতবস্ত্র। অনুরাগ-পথের পথিকের বৈধমার্গের বেষ 'রক্তবস্ত্র পরিতে না যুয়ায়'। কিন্তু কপটতা থাকলে কোন্ পথেই মঙ্গল হ'বে না। অন্তরে অনুরাগ-বিচার রেখেও কেউ কেউ বাহ্য ত্রিদণ্ডাদি গ্রহণ করেন বা কাষায়বস্ত্র পরিধান করেন, অজ্ঞলোক তা'তে বঞ্চিত হয়। 'রাধারস-সুধানিধি'র লেখক কাম্যবনবাসী শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী বাহ্যে ত্রিদণ্ড-গ্রহণের অভিনয় ক'রেও হৃদয়ে অনুরাগের বিচার প্রবল ক'রেছিলেন। প্রাকৃত-বিচার পরিত্যাগ ক'র্‌তে হ'বে। অপ্রাকৃত ব্রজে অপ্রাকৃত আত্মা অপ্রাকৃত গোপীদেহ লাভ ক'রে অপ্রাকৃত শ্রীরাধাকুণ্ডে অপ্রাকৃত নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠা গুরুরূপা সখীর অপ্রাকৃত কুঞ্জে অপ্রাকৃত পাল্যদাসীভাবে অবস্থান ক'রে বাহ্যে অনুক্ষণ অপ্রাকৃত নামাশ্রয়-পূর্ব্বক অপ্রাকৃত কৃষ্ণের অপ্রাকৃত অষ্টকাল-সেবায় অপ্রাকৃত রাধার পরিচর্য্যা, ক'রে থাকেন। জলাদিতে তীর্থবুদ্ধি ও স্থূলশরীরে আত্মবুদ্ধি থাক্‌লে শ্রীরাধাকুণ্ড-দর্শন বা শ্রীরাধাকুণ্ড-স্নান হয় না। প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় মনে করে স্থূলশরীরে আত্মবুদ্ধি, স্ত্রী-পুত্র-পরিবারাদিতে নিজ-বুদ্ধি, মৃন্ময়াদি জড়বস্তুতে ঈশ্বর-বুদ্ধি, জলাদিতে তীর্থবুদ্ধি ক'রে শুদ্ধভগবদ্ভক্তে অকপট আত্মীয়বুদ্ধি না থাক্‌লেও অর্থাৎ ভোগময় ও বহির্ম্মুখ ত্যাগময় দর্শনেও শ্রীরাধাকুণ্ড-স্নান হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু ব'লেছেন,—দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ। সেইকালে কৃষ্ণ তাঁ'রে করে আত্মসম॥ সেই দেহ করে তাঁর চিদানন্দময়।**অপ্রাকৃত-দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥** (চৈঃ চঃ অঃ ৪।১৯২-১৯৩)॥ চেতনের বৃত্তিতে বৈষ্ণবতা প্রকাশিত

হ'লে অপ্রাকৃত শরীর প্রকাশিত হয়; জড় কিন্তু চিৎ হয় না, চিৎ নিত্যকালই চিৎ, জড় কখনও চিৎ নয়। ভাবকে স্থূলে আন্‌তে হ'বে না। সখীভেকীর কৃত্রিম সজ্জিত দেহের সজ্জা উন্মোচন ক'র্‌লে তাঁ'র স্বাভাবিক পুরুষদেহ প্রকাশিত হ'য়ে প'ড়বে। রাধারমণ-চরণ-দাসজীকে আমি এ কথা ব'লেছিলাম। শ্রীরাধাকুণ্ড-স্নানই পরমার্থ-রাজ্যের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতম কথা।

বিরহ বা বিপ্রলম্ভ :—গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের চরম প্রাপ্য —বিরহ। তাঁহাদের জীবন বিরহেরই। এই বিকৃত প্রতিবিম্বিত জগতে বিরহ কেহই চায় না, কেন না, তাহাতে অভাব, ক্লেশ, সন্তাপ ও ব্যবধানাদি ধর্ম্ম আছে। কারণ এখানকার বিরহের পাত্র, বিরহী ও বিরহ,—এই তিন বস্তুর মধ্যে অত্যন্ত-ভেদ। কিন্তু অপ্রাকৃত রাজ্যের বিরহ তাহা নহে। সেখানে বিরহ-সেবার প্রগাঢ়তা, পরাকাষ্ঠা, পূর্ণতম-সেবার সান্দ্রমূর্ত্তি; বিরহ—সম্ভোগের পুষ্টিকারক। বিরহের ন্যায় প্রগতিশালী দ্বিতীয় বস্তু আর নাই। আকর্ষণের যত কিছু বৃত্তি আছে, তাহার পূর্ণতম অভিব্যক্তি ও সমষ্টিকে বিরহ ক্রোড়ীভূত করিয়া রাখিয়াছে। অপ্রাকৃত বিরহের একমাত্র নায়ক—আকর্ষক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ,—"পুরুষ, যোষিৎ, কিম্বা স্থাবর-জঙ্গম। সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন॥ শৃঙ্গার-রসরাজময়-মূর্ত্তিধর। অতএব আত্মপর্য্যন্ত-সর্ব্ব-চিত্তহর॥ লক্ষ্মীকান্তাদি অবতারের হরে মন। লক্ষ্মী-আদি নারীগণের করে আকর্ষণ॥ আপন-মাধুর্য্যে হরে আপনার মন। আপনা আপনি চাহে করিতে আলিঙ্গন॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ৮)

'কৃষ্ণ'-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এই যে, 'কৃষি' বা 'কৃষ' ধাতু 'ভূ' বাচক, 'ণ' প্রত্যয় আনন্দবাচক—এই উভয়ের ঐক্যই পরব্রহ্ম। এইজন্যই তিনি 'কৃষ্ণ'—এই শব্দে কথিত হন। কিন্তু এখানে 'কৃষ্ণ' শব্দ যোগারূঢ় বলিয়া বিখ্যাত অর্থাৎ নন্দনন্দন-বাচক বলিয়া প্রসিদ্ধ। কৃষি-শব্দ 'ভূ' বাচক; এস্থানে 'ভূ' শব্দটি 'ভূ' ধাতুর উত্তর ভাব-বাচ্যে ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন। অতএব অর্থ সম্যক প্রস্ফুটিত হইতেছে না বলিয়া এইটুকু যোগ করা হইল 'ভূ'-শব্দ ভাব-শব্দের ন্যায় কেবল ধাতুর অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। ধাতুর অর্থ এ স্থানে কেবল আকর্ষণ। ঐ আকর্ষণ শব্দ প্রকাশ্যভাবে আপ্ত ব্যক্তিগণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে। দয়িতা ও দয়িত যেরূপ ভিন্ন পদার্থরূপে অবগত হয়, সেরূপ আকর্ষণ এবং আনন্দ ভিন্ন পদার্থ বলিয়া বিখ্যাত। এই উভয়ের ঐক্য বা যোগ ঘটিয়া থাকে। ঐ ঐক্যযুক্ত আনন্দই সর্ব্বাকর্ষক আনন্দ। বৃহৎ বস্তু ক্ষুদ্র বস্তুকে আকর্ষণ করে। যিনি পরব্রহ্ম অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, যাঁহা হইতে বৃহৎ বা যাঁহার সমান ও বৃহৎ আর কোন বস্তু নাই, একমাত্র তিনিই নিখিল বস্তুকে আকর্ষণ করেন। তিনি পূর্ণ চেতন। সুতরাং যেখানে চেতনতা যবনিকামুক্ত, সেখানে তাঁহার আকর্ষণ; সাক্ষাৎ চেতনে চেতনে আকর্ষণেই—প্রেম, আর জড়ে জড়ে আকর্ষণ—কাম। চেতনের মধ্যে যত কিছু সর্ব্বাকর্ষক কৃষ্ণে আকৃষ্ট আছেন, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পূর্ণতমরূপে অধিক আকৃষ্টের অগ্রণী শ্রীগুরুপাদপদ্মাভিন্ন শ্রীমতী রাধারাণী। যেখানে সর্ব্বাঙ্গে আকৃষ্ট হইয়াও তিনি অদ্বিতীয় আকর্ষণকে আকর্ষণী বিদ্যায় এরূপ আকর্ষণ করিতেছেন যে, পরম আকর্ষকের আকর্ষণও সেখানে পরাভূত হইয়াছে। আকৃষ্টের এই সর্ব্বাঙ্গীন আকর্ষণের প্রগতি যেখানে প্রগাঢ় হইতে প্রগাঢ়তর, প্রগাঢ়তর হইতে প্রগাঢ়তম; এ জগতের ব্যাকরণের সীমা অতিক্রম করিয়া প্রগাঢ়তম হইতেও যদি প্রগাঢ়তর বলিয়া কোন পদ রচনা করা যায়, আবার 'তরপ্' ও 'তমপ্' প্রত্যয়কে এইরূপ অফুরন্ত-ভাবে বর্দ্ধিত করা যায়, তখন যে আকর্ষণী বিদ্যার দিকদর্শন মাত্র হয়, তাহাই 'বিরহে'র সামান্য বাস্তব পরিচয়। শ্রীবার্ষভানবী এই শ্রীকৃষ্ণ-বিরহের রূপ ধরিয়া কৃষ্ণ-সেবার জন্য—কৃষ্ণানন্দ-বর্দ্ধনের জন্য—কৃষ্ণ-কামানলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইন্ধনরূপে আত্মপ্রকাশের জন্য অনন্তকোটী ব্যূহ বিস্তার করিয়া সর্ব্বদা বর্ত্তমান। "প্রেমের 'স্বরূপ-দেহ'—প্রেমের ভাবিত। 'কৃষ্ণের প্রেয়সী-শ্রেষ্ঠ' জগতে বিদিত॥ মহাভাব-চিন্তামণি রাধার স্বরূপ। ললিতাদি সখী তাঁর কায়ব্যূহ-রূপ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৮)

গৌরাবতার—এই মহাভাবস্বরূপিণী বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীমতী বার্ষভানবীর ভাবে বিভাবিত হইয়া স্বয়ং প্রেমের নায়ক জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। স্বয়ং সম্ভোগ-মূর্ত্তি সম্ভোগ অপেক্ষা বিরহ-মাধুরীর অধিকতর চমৎকারিতা ও পুষ্টিকারিণী শক্তির সাক্ষ্যপ্রদানের জন্য বিরহের বিগ্রহ-রূপে জগতে আসিয়াছিলেন। সম্ভোগ এই একবার-মাত্র

বিরহের রূপ ধারণ করিয়া জগতের সৌভাগ্যগগনে উদিত হইয়াছেন। সুতরাং 'বিরহতত্ত্ব' বুঝিতে ও বুঝাইতে হইলে শ্রীচৈতন্যের চরিত্রই অদ্বিতীয় বিরহতত্ত্বের বেদ। আর শ্রীচৈতন্য হইতে অবিচ্ছিন্ন শ্রীচৈতন্যভাগবতগণের জীবনও তাহার অকৃত্রিম ভাষ্য। ইহা Theory মাত্র নহে; তাহা 'রূপ' ধরিয়া পরম বাস্তবতার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে। তত্ত্ব আর 'ভাব'-মাত্র নাই, তত্ত্ব স্বয়ং বস্তুরূপে অপ্রাকৃত-বস্তু ও তত্ত্বের অভিন্নতা প্রদর্শনের জন্য জগতে প্রকাশিত হইয়াছেন। তাহা স্বয়ং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্যভাগবতগণের সাক্ষাৎ জলন্ত জীবন।

শ্রীগৌরসুন্দরের সন্ন্যাস-লীলা সুবুদ্ধিমন্তগণের হৃদয়ে বিরহলীলা বলিয়াই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাহা নিজেই তাঁহার হৃদয় প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন,—"সন্ন্যাসী আমারে নাহি জানিহ নিশ্চয়॥ কৃষ্ণের বিরহে মুঞি বিক্ষিপ্ত হইয়া। বাহির হইনু শিখা-সূত্র মুড়াইয়া॥ (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩য়)॥ পরমাত্মনিষ্ঠা-মাত্র বেষ-ধারণ। মুকুন্দ-সেবায় হয় সংসার-তারণ॥ সেই বেষ কৈলু এবে বৃন্দাবনে গিয়া। কৃষ্ণ-নিষেবন করি নিভৃতে বসিয়া॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ৩য়)

বিরহময়ী মধুরাভক্তির বীজ এ জগতে পুনরায় শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ আবিষ্কার করেন। তিনি তাঁহার "অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ" শ্লোকটিতে অপ্রাকৃত বিরহের বীজ সম্পুটিত করিয়া রাখিয়াছেন। উক্ত শ্লোকটি শ্রীরাধার উক্তি। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—এই শ্লোকটির আস্বাদন একমাত্র শ্রীরাধাঠাকুরাণী, তাঁহার কৃপায় শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী ও সপার্ষদ ভগবান্ শ্রীগৌরচন্দ্র ইহার আস্বাদন জানেন; এতদ্ব্যতীত আর চতুর্থ ব্যক্তি এই শ্লোকের মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। বিরহ-কাতরতা-দৈন্যাত্মক 'দীন'-শব্দ। কৃষ্ণবিরহী আপনাকে 'দীন' মনে করেন। তাঁহার দৈন্য বিরহকাতরতা, তদ্ব্যতীত তাঁহার আর কিছু ধন নাই। এই বিরহ-দৈন্যে বিভূষিত হইয়া বিরহিগণ 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' বলিয়া অনুক্ষণ কীর্তন-ক্রন্দন করেন। 'তৃণাদপি সুনীচ'-অর্থে—বিরহ-বিভাবিত হৃদয়। এই কথাই শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার 'তৃণাদপি সুনীচ' শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি নিজ-বিরহ-লীলায় ক্রন্দন করিয়া জানাইয়াছেন,—'প্রেমধন বিনা ব্যর্থ "দরিদ্র জীবন"! দাস করি' বেতন মোরে দেহ প্রেম-ধন!' কৃষ্ণসেবাসুখ-তাৎপর্য্যতাই 'প্রেম'; তদ্‌বিরহিত জীবন দারিদ্র্যময় ও ব্যর্থ। তাই শ্রীগৌরসুন্দর বলিতেছেন,—হে কৃষ্ণ! আমাকে তোমার দাস করিয়া তাহার বেতনস্বরূপ প্রেমধন প্রদান কর। জগতে যত প্রকার লৌকিক বা পারলৌকিক ধর্ম আছে, তাহার মূল উদ্দেশ্য তাহারা কোন না কোন প্রকারে নিজ-নিজ সুখ বা সম্ভোগের অনুসন্ধান করে। 'দান' অর্থে—ত্যাগ। "কর্মীর কৃচ্ছ্রতা ভাবী সম্ভোগের মাশুল মাত্র, নির্ভেদজ্ঞানী অধিক চতুর হইলেও সম্ভোগবাদী, অচিন্মাত্রবাদী—প্রচ্ছন্ন-সম্ভোগবাদী"। চিন্মাত্রবাদী ও অচিন্মাত্রবাদী উভয়ের অন্তরে আত্ম-সম্ভোগবাদ লুক্কায়িত। কর্মিগণের কপটতা সাধারণের গ্রাহ্য, কিন্তু নির্ভেদজ্ঞানীর কপটতা সাধারণের দুরবিগম্য। জগতের যাবতীয় নৈমিত্তিক ধর্ম্ম-মত কোনও না কোন সম্ভোগের পিপাসা হইতে উত্থিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু যে অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত শান্তদাস, দাস-দাস, সখা-দাস, বৎসল-দাস ও মধুর-দাস-পদবীর নিত্যসিদ্ধ চেতন-বৃত্তির বেতন-রূপে প্রেমধনের নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে আত্ম-সম্ভোগবাদের কোন প্রকার গন্ধ-লেশ নাই। তাহাতে প্রেমাস্পদের সম্ভোগসেবা পূর্ণমাত্রায় করিয়াও 'কিছুই করিতে পারিলাম না,'—এইরূপ নবনবায়মান প্রগাঢ় হইতে প্রগাঢ়তর সেবাকাঙ্ক্ষার আত্যন্তিক আর্ত্তি সর্ব্বদা প্রদীপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

তাই মহাপ্রভু 'দীন'-শব্দে প্রেমধহীন 'দরিদ্র-জীবন'কেই লক্ষ্য করিয়াছেন। 'দীন' শব্দে—বিরহ-কাতর; প্রেমের এমনই স্বভাব যে, পূর্ণতমরূপে সেবা করিয়াও তাহা পূর্ণতমতর সেবার জন্য চিত্তকে উৎকণ্ঠিত করায়। "প্রেমের স্বভাব যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ। সেই মানে,—"কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তিগন্ধ॥" (চৈঃ চঃ অঃ ২০।২৮)॥ এই দীনাভিমানী বিরহ-কাতর জনগণ কি আকাঙ্ক্ষা করেন? কৃষ্ণ-বিরহ-কাতর ভগবদ্ভক্তগণ অনুক্ষণ কৃষ্ণ কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও আলোচনাতেই রত থাকেন; তাই কৃষ্ণ-বিরহিণী গোপীগণ বলিয়াছেন;—"তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্। শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি

তে ভুরিদা জনাঃ ॥ (ভাঃ ১০।৩১।৯)॥ হে কৃষ্ণ! যে সকল লোক এ পৃথিবীতে বিরহ-তাপিত ব্যক্তিগণের জীবাতুস্বরূপ অপ্রাকৃত রসিকগণের আরাধিত বিরহ-জ্বর-দুঃখ-বিনাশক, বিরহ-তাপিতগণের কর্ণরসায়ণ সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত তোমার কথামৃত বিস্তার করেন, তাঁহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে মহাবদান্য। হরিকথামৃত-বিতরণকারীর মত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা আর কোথাও নাই। জগতের অন্যান্য দাতৃগণের দানের আয়ু অতীব অল্প এবং সেই সকল দান আপাততঃ শোভন ও সুগন্ধযুক্ত হইলেও পরিণামে মন্দপ্রসবকারী। যাঁহাদের হৃদয় কৃষ্ণ-বিরহে উদ্দীপ্ত হয় নাই, তাহারাই একমাত্র হরিকথা-ব্যতীত আত্মসম্ভোগের জন্য মর্ত্ত্যজগতের অন্যান্য মর্ত্ত্যদানের দাতা ও গ্রহীতা হইয়া থাকেন। অন্নদান, বস্ত্রদান, অর্থদান, দুর্ভিক্ষ-বন্যা-মহামারী-রোগ-শোক-কাতর ব্যক্তিগণকে তাহাদের প্রয়োজনীয় পার্থিব বস্তু-দান, শিক্ষা-দান প্রভৃতি সামাজিক ও নৈতিক দানের পরমায়ু ও সার্থকতা অত্যন্ত অল্প। আর ঐ সকল দানের মূলে দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই ন্যূনাধিক আত্মসম্ভোগের অনুসন্ধান ও অভিসন্ধি অন্তরে লুক্কায়িত থাকে।

যাঁহাদের হৃদয়ে—যে সকল চেতনের নিত্যসিদ্ধ স্বভাবে কৃষ্ণসেবাবিরহের অগ্নি উদ্বেলিত হইয়াছে, সেই সকল চেতনের বিরহের-মহৌষধি-স্বরূপ হরিকামৃত-শ্রবণ, কীর্ত্তন ও পৃথিবীতে বিতরণই সর্ব্ব প্রথম, সর্ব্বমুখ্য ও একমাত্র কৃত্য হইয়া পড়ে। সর্ব্বাগ্রে আত্মরক্ষা করিতে গিয়া অন্যান্য কর্ত্তব্য কার্য্যের প্রতি যে আপাত অমনোযোগ, যাহা সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়, তাহা ঐরূপ ক্ষেত্রে কখনও অযৌক্তিক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। এই জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—কাম ত্যজি' কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি'। দেব-ঋষি-পিতৃদিগের কভু নহে ঋণী ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।১৩৫)॥ দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্। সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্ ॥ (ভাঃ ১১।৫।৪১)॥ শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী "মথুরানাথ" বলিয়া ব্রজ-জীবন শ্রীকৃষ্ণকে যে আহ্বান করিতেছেন, ইহাতেও পুরীপাদের বিরহের আগ্নেয়গিরির উদ্বেলন প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।

বরিহ বা বিপ্রলম্ভ চারিটি বিচিত্রতায় প্রকাশিত হয়—(১) পূর্ব্বরাগ (মিলনের পূর্ব্বে দর্শন ও শ্রবণাদি-দ্বারা উৎপন্ন রতি), (২) মান, (৩) প্রেমবৈচিত্ত্য এবং (৪) প্রবাস। শ্রীরূপপ্রভু বলেন,—প্রণয়ীদ্বয়ের অসমাগমন জন্য 'রতি' নামক ভাব যখন উৎকৃষ্টতা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহা 'বিপ্রলম্ভ' বা বিরহ নামে উক্ত হইয়া থাকে। প্রাকৃত জগতের মান আত্মসম্ভোগময় নিজ ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিরই অপস্বার্থপরতা-পরিপূর্ণ অত্যন্ত হেয় বণিগ্‌বৃত্তি ॥ কিন্তু অপ্রাকৃত মান কৃষ্ণকে অধিকতর সুখে সমৃদ্ধ করিবার জন্যই প্রকাশিত হইয়া থাকে। কারণ কৃষ্ণপ্রেম জিনিষ এমনই যে, তাহার সকল বিচিত্রতাই কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যময়। এমন কি, গোপীগণের নিজদেহের প্রতি প্রীতি, কৃষ্ণকে দর্শন করিবার লালসা, কৃষ্ণের প্রতি মান-সহকারে কটূক্তি,—সকলই কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকে অধিকতর সমৃদ্ধ করিবার জন্য। আত্ম-সুখ-দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার। কৃষ্ণসুখহেতু করে সব ব্যবহার ॥** তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজ-দেহে প্রীত। সেহো ত' কৃষ্ণের লাগি' জানিহ নিশ্চিত ॥ এই দেহ কৈলুঁ' আমি কৃষ্ণে সমর্পণ। তাঁ'র ধন, তাঁ'র এই সম্ভোগ কারণ ॥ এ দেহ-দর্শন-স্পর্শে কৃষ্ণ-সন্তোষণ। এই লাগি' করে অঙ্গের-মার্জ্জন-ভূষণ ॥ (চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পঃ)॥ গোপীগণ নিজেদের শরীরকে কৃষ্ণের ভোগ্য জানিয়াই তাহাতে যত্ন প্রকাশ করেন।

সম্ভোগবাদীর ন্যায় "আমার হৃৎকমলে বামে হেলে দাঁড়িয়ে বাজাও বাঁশরী" অর্থাৎ "আমি তোমাকে (?) আমার চক্ষুর্দ্বারা ভোগ করিয়া আমার চক্ষুর কাম চরিতার্থ করি,"—এরূপ সম্ভোগবাদের বশবর্ত্তী হইয়া গোপীগণ কৃষ্ণ-দর্শনের জন্য লালসা প্রকাশ করেন না; কিন্তু "কৃষ্ণ আমাকে দর্শন করিয়া সুখী হইবেন, কৃষ্ণের তাহাতে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হইবে,"—এজন্যই তাঁহারা কৃষ্ণ-দর্শনে ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন—কৃষ্ণের সুখ হইতেছে বলিয়াই তাঁহাদের আনন্দ। তাঁহাদের কৃষ্ণদর্শন-স্পৃহা, প্রাকৃত-সহজিয়াগণের সম্ভোগবাদ বা যাহারা 'ভগবান্‌কে দর্শন করিব'—এরূপ বিচার-সম্পন্ন ভক্তব্রুব প্রচ্ছন্ন সম্ভোগবাদ বা আত্মসম্ভোগ-লালসা নহে; পরন্তু অধিকতর বিরহ বা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ কামনার স্ফূর্ত্তি অর্থাৎ কৃষ্ণকে অধিকতর সুখ-প্রদানের জন্য অধিকতর কৃষ্ণসেবা করিবার জন্যই উৎকণ্ঠা।

"গোপীগণ করেন যবে কৃষ্ণ-দরশন। সুখবাঞ্ছা নাহি, সুখ হয় কোটিগুণ॥ 'আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ।' এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গ-মুখ॥ চৈঃ চঃ আঃ ৪র্থ পঃ॥

যদি কৃষ্ণের দর্শন বা কৃষ্ণের সেবা করিয়া নিজের আনন্দ-প্রাপ্তিতে কৃষ্ণসুখের বিন্দুমাত্রও বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তাহা হইলে প্রকৃত নিরুপাধিক প্রেমিক ভক্ত সেরূপ আনন্দ বাঞ্ছা করেন না। এবং সেরূপ নিজানন্দের লেশকেও সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করেন।

অনেকে 'প্রেমিক ভক্ত' বলিয়া খ্যাতি-লাভের উদ্দেশ্যে অপরকে বিগলিত-অশ্রুধারা প্রদর্শনের জন্য বড়ই লালায়িত হন। কেহ বা ভগবদ্দর্শনের সাক্ষ্য প্রদানের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া নিজের পুলকাদি (?) প্রভৃতি চিহ্ন-সমূহ বা নিজের দর্শন (?)-বৃত্তান্ত লোকে জানিতে পারুক, এরূপ আন্তরিক অভিসন্ধিযুক্ত থাকেন; কিন্তু ভক্তিবিজ্ঞান-শাস্ত্রের মূল আচার্য্য শ্রীল রূপপাদ জনাইয়াছেন—"ঐরূপ চিত্তবৃত্তিসমূহ সম্ভোগবাদী প্রাকৃত সহজিয়ার।" প্রকৃত-বিরহী প্রেমিকের চিত্তবৃত্তি তাহা নহে।

নিজ-প্রেমানন্দে কৃষ্ণসেবানন্দ বাধে। সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে॥ চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পঃ॥ শ্রীল রূপপ্রভু ভক্তি রসামৃতসিন্ধুতে ক-একটি উদাহরণ উল্লেখ করিয়াছেন, (১) একসময়ে সদারুক শ্রীকৃষ্ণকে চামর ব্যজন সেবা করিতে করিতে প্রেমানন্দজনিত দেহের জড়তা উপস্থিত হইলে, তাহা কৃষ্ণসেবানন্দের বাধক বলিয়া তাহা অভিনন্দন করিলেন না। (২) শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণ-দর্শন-জনিত আনন্দাশ্রুকে কৃষ্ণসেবার বাধক বলিয়া অত্যন্ত নিন্দা করিতে লাগিলেন। (ভঃ রঃ সিঃ পঃ বিঃ ২য় লঃ ২৩ শ্লোকে ও দঃ বিঃ ৩য় লঃ ৩২ শ্লোক)।

একদা ব্রজ হইতে মথুরা আগমন-কালে উদ্ধব শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, মথুরায় অবস্থিত তাঁহার প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার পক্ষ হইতে কি সন্দেশ উপহার দেওয়া যাইবে? তদুত্তরে শ্রীমতী উদ্ধবকে বলিলেন,—"হে উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে আগমন করিলে আমার সুখ হয় বটে, কিন্তু তাহাতে যদি শ্রীকৃষ্ণের কিঞ্চিন্মাত্রও ক্ষতি হয়, তবে যেন তিনি কখনও না আসেন। আর তিনি মথুরা-নগর হইতে আমাদের নিকট না আসিলে যদিও আমাদের গুরুতর পীড়া উপস্থিত হয়, কিন্তু তাহাতে যদি তাঁহার চিত্তে সুখোদয় হয়, তবে তিনি সেই স্থানেই চিরকাল বাস করুন।—তুমি কৃষ্ণকে এই সন্দেশ দিও।"

এই শ্যাম-বিরহিণী শ্রীমতীর ভাবেরই অনুরূপ শ্লোক শ্রীগৌরসুন্দর প্রকাশ করিয়াছেন,—"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা। যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ।।" প্রকৃত বিরহী প্রেমিকের এইরূপই উক্তি। "এই পাদরতা দাসীকে কৃষ্ণ তাঁহার ইচ্ছা হয় আলিঙ্গন-পূর্ব্বক পেষণ করুন, অথবা অদর্শন-দ্বারা মর্ম্মাহতই করুন, সেই লম্পট আমার প্রতি যেরূপ বিধানই করুন না কেন, তিনি অপর কেহ নহেন একমাত্র আমারই প্রাণনাথ।" এখানে 'লম্পট' শব্দ, তাহাও বিরহেরই স্ফুটোক্তি। শ্রীমতীর পক্ষীয় বিরহিণী গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে কামুকেশ্বর', 'কিতবেশ্বর' (কপট-শিরোমণি,) 'চেলচৌর' প্রভৃতি বলিয়া যে কটূক্তি করেন, তাহা প্রাকৃত রাজ্যের কটূক্তির ন্যায় নিজ-নিজ কামচরিতার্থতার অভাবজনিত ক্রোধব্যঞ্জক ঘৃণ্য গ্রাম্য উক্তি নহে, পরন্তু তাহা অধিকতর কৃষ্ণসুখ-প্রদানের ঐকান্তিকী লালসার অপ্রাকৃত স্ফুটোক্তি। 'প্রিয়া যদি মান করি' করয়ে ভর্ৎসনা। বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন॥ চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ। পারমার্থিক শিশুগণের প্রাথমিক পাঠস্বরূপ শ্রুতিমন্ত্রে পরব্রহ্মের উদ্দেশ্যে যে স্তবাদি দৃষ্ট হয়, তাহাতে সেবার পরম প্রগাঢ় ভাবের আদর্শ নাই। কেবল কৃতজ্ঞতা, কর্ত্তব্যবুদ্ধি, অনুশাসন প্রভৃতি নীতি বাবিধির বাধ্য হইয়া ভগবানের প্রতি যে স্তব-স্তুতি, তাহাতে আত্মার স্বাভাবিক অনুরাগ প্রকাশিত হয় না। কিন্তু আত্মার আন্তরিক স্বাভাবিক অনুরাগের পরাকাষ্ঠা যখন বিরহ বা অধিকতর প্রগাঢ়ভাবে সেবার উৎকণ্ঠার মধ্যে প্রকাশিত হয়, তখন তাহাতে যে-সকল কটূক্তি দেখা যায়, তাহা কর্ত্তব্যবুদ্ধি-প্রণোদিত স্তাবক-সম্প্রদায়ের প্রশংসা-সূচক বাক্য অপেক্ষা অনন্তগুণে অধিক বিশ্রম্ভ, মমতা এবং সর্ব্বাঙ্গের দ্বারা সেবা করিবার স্পৃহা ও

মধুরতাময়ী। অতএব শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ "মথুরানাথ" বলিয়া যে আহ্বান করিয়াছেন, তাহা শ্রীকৃষ্ণকে অধিকতর সুখ-প্রদানেরই ইচ্ছামূলক। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবনিতাগণের সেবাতেই সর্বাপেক্ষা অধিকতর সুখ প্রাপ্ত হন। সেই মাধুর্য্যময় নিজস্ব বিহার-ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া তিনি কেন মাথুর-সাধারণী-কান্তাগণের নিকট গমন করিয়াছেন ?—ইহাই পুরীপাদ বিরহকাতরা শ্রীরাধার কিঙ্করী অভিমানে জ্ঞাপন করিতেছেন।

শ্রীগৌরসুন্দর ঐরূপ শ্যাম-বিরহিনীর চিত্তবৃত্তিতেই নীলাচলে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া কুরুক্ষেত্রে গোপীগণের কৃষ্ণদর্শনের ভাবে উদ্দীপ্ত হইয়াছিলেন এবং 'লোকারণ্য, হাতী, ঘোড়া, রথধ্বনি, রাজবেশ, ক্ষত্রিয়গণ প্রভৃতি ঐশ্চর্য্য সম্পদ্ হইতে পুষ্পারণ্য, ভৃঙ্গ, পিকনাদ, গোপ-গোপী, ধেনু প্রভৃতি সহজ মাধুর্য্যময় বৃন্দাবন-সম্পদের মধ্যে অর্থাৎ নীলাচল হইতে সুন্দরাচলে লইয়া গিয়া "কৃষ্ণকে অধিক সুখ দিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। সূর্য্যগ্রহণে স্নানের ছল-দ্বারা কর্ম্মমার্গীয় পতিগণকে বঞ্চনা করিয়া বিরহ-বিধুরা গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার জন্য কুরুক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার হইলে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন,—"হে পদ্মনাভ! সংসারকূপে পতিতজনের উদ্ধারের একমাত্র অবলম্বন-স্বরূপ তোমার পাদপদ্ম—যাহা অগাধবোধ যোগেশ্বরগণের হৃদয়েই সর্ব্বদা চিন্তনীয় তাহা তোমার সহজ-গৃহধর্ম্মপরায়ণা বিরহসিন্ধুনিমগ্না আমাদিগের হৃদয়ে উদিত হউক।" অর্থাৎ তুমি আমাদের দূরের বস্তু নহ যে, যোগিগণের ন্যায় আমরা তোমাকে দূরে রাখিয়া; ধ্যান করিব। তুমি আমাদের অতি নিকটতম প্রত্যক্ষের বস্তু, সুতরাং আমরা তোমাকে আমাদের গৃহের মধ্যে রাখিয়া নিত্যকাল সেবা করিতে চাই। ''দেহ-স্মৃতি নাহি যা'র, সংসারকূপ কাঁহা তা'র, তাহা হৈতে না চাহে উদ্ধার। বিরহ সমুদ্র-জলে, কাম-তিমিঙ্গিল গিলে, গোপীগণে নেহ' তার পার॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৩।১৪২)

বিরহকাতরা গোপীগণ বিরহ-দুঃখ হইতে মুক্ত হইবার জন্য যে কৃষ্ণসঙ্গ বাঞ্ছা করেন, তাহাও কৃষ্ণেরই সুখ-তাৎপর্য্যের উদ্দেশ্যে; কৃষ্ণ হইতে আপনাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিজ-সুখের জন্য নহে;—"না দেখি' আপন-দুঃখ, দেখি' ব্রজেশ্বরী মুখ-ব্রজেজনের হৃদয় বিদরে।

কিবা মার' ব্রজবাসী, কিবা জীয়াও ব্রজে আসি', কেন, জীয়াও দুঃখ সহাইবারে? তোমার যে অন্য বেশ, অন্য সঙ্গ, অন্য দেশ, ব্রজজনে কভু নাহি ভায়। ব্রজভূমি ছাড়িতে নারে, তোমা না দেখিলে মরে; ব্রজজনের কি হ'বে উপায়॥ চৈঃ চঃ মঃ ১৩।১৪৫-১৪৬॥

পরস্পরের বিচ্ছেদ মৃত্যুজনক হইলেও পরস্পরের প্রীতির জন্যই বিরহ-বিধুর কান্ত ও কান্তা জীবন ধারণ করেন—সম্ভোগবাদীর ন্যায় আত্মহত্যা করেন না। ইহাই শ্রীরূপানুগ শ্রীচৈতন্যভাগবতগণের চরিত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। "প্রিয়া প্রিয়-সঙ্গহীনা, প্রিয় প্রিয়া-সঙ্গ বিনা, নাহি জিয়ে,—এ সত্য প্রমাণ। মোর দশা শোনে যবে, তাঁ'র এই দশা হ'বে, এই ভয়ে দুঁহে রাখে প্রাণ॥ সেই সতী—প্রেমবতী, প্রেমবান্ সেই পতি, বিয়োগে যে বাঞ্ছে প্রিয়-হিতে। না গণে আপন-দুঃখ, বাঞ্ছে প্রিয়জন-সুখ, সেই দুই মিলে অচিরাতে॥ চৈঃ চঃ মঃ ১৩।১৫২।১৫৩॥ কৃষ্ণ বিরহে দশমদশা—মৃত্যুপ্রায় অবস্থা উপস্থিত হইলেও তখনও বিরহ-বিধুর সেবক সেব্য-কৃষ্ণকে সর্ব্বাঙ্গের দ্বারা সেবার আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। যথা—শ্রীমতী বার্ষভানবী ললিতাকে বলিলেন—"হে সখি, কৃষ্ণ যদি আগমন না করেন, তবে নিশ্চয়ই আমি তাঁহাকে প্রাপ্ত হইব না এবং তিনিও আমাকে প্রাপ্ত হইবেন না; অতএব অতিকষ্টে এ দেহ-রক্ষার কোন প্রয়োজন নাই। আমি এ দেহ পরিত্যাগ করিলে তুমি আর যত্ন করিয়া রক্ষা করিও না। ইহা পঞ্চত্ব লাভ করিয়া আকাশাদি স্ব স্ব ভূতে প্রবিষ্ট হউক। আমি আমার মস্তকদ্বারা প্রণাম করিয়া বিধাতার নিকট কেবল একটি বর প্রার্থনা করিতেছি, যেন শ্রীকৃষ্ণের বিহারবাপীতে এ দেহের জল, তাঁহার-দর্পণে ইহার অনল, তাঁহার অঙ্গনের আকাশে ইহার আকাশ, তাঁহার গমনাগমনের পথে ইহার পৃথিবী এবং তাঁহার তালবৃন্তে ইহার বায়ু প্রবেশ করে।"

জীবনে-মরণে কৃষ্ণ সুখ-চেষ্টার পরাকাষ্ঠা, বিরহ-বিগ্রহ শ্রীবার্ষভানবীর আদর্শেই দৃষ্ট হয়। সেই আদর্শই শ্রীগৌরসুন্দরের চরিত্রে পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছে। যথা—"না গণি আপন-দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁ'র সুখ, তাঁ'র সুখ—আমার তাৎপর্য্য। মোরে যদি দিয়া দুঃখ, তাঁ'র হৈল মহাসুখ, সেই দুঃখ—মোর সুখবর্য্য॥ যে নারীরে বাঞ্ছে কৃষ্ণ, তাঁ'র রূপে সতৃষ্ণ, তাঁরে না পাঞা হয় দুঃখী। মুই তাঁ'র পায়ে পড়ি', লঞা যাঙ হাতে ধরি', ক্রীড়া করাঞা তাঁ'রে করোঁ সুখী॥ যে গোপী মোর করে দ্বেষে, কৃষ্ণের করে সন্তোষে, কৃষ্ণ যারে করে অভিলাষ। মুই তা'র ঘরে যাঞা, তারে সেবোঁ দাসী হঞা, তবে মোর সুখের উল্লাস॥ কুষ্ঠী-বিপ্রের রমণী, পতিব্রতা শিরোমণি, পতি লাগি' কৈল বেশ্যার সেবা। স্তম্ভিল সূর্য্যের গতি, জীয়াইল মৃত পতি, তুষ্ট কৈলা মুখ্য তিন-দেবা॥ চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০।৫২-৫৩, ৫৬-৫৭। আদিত্য, মার্কণ্ডেয় ও পদ্ম পুরাণে কুষ্ঠীবিপ্রের একটি আখ্যায়িকা আছে,—অনৈক কুষ্ঠী-বিপ্র কুষ্ঠরোগে অকর্ম্মণ্য হইলেও ইন্দ্রিয়-লোলুপ ছিল। ঐব্যক্তি কোন এক বারবনিতার সঙ্গ-লাভের জন্য ব্যাকুল হইলে অনিচ্ছুক বারবণিতাকে রাজি করাইবার জন্য তাহার পতিব্রতাপত্নী উক্ত বেশ্যার গৃহে দাসী হইয়া বিনা বেতনে সেবা দ্বারা প্রীতিভাজন হইয়া পতির উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রস্তাব ও সম্মতি গ্রহণ করেন। তখন পতিব্রতা কুষ্ঠরোগগ্রস্ত স্বামীকে স্কন্ধে লইয়া সেই বেশ্যার গৃহে লইয়া গেলে, বিপ্রের ধিকার উপস্থিত হইয়া উক্ত পাপকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া গৃহে ফিরিবার কালে রাত্রির অন্ধকারে মাণ্ডব্য ঋষির গাত্রে ঐবিপ্রের পদস্পৃষ্ট হইল। ঋষি ক্রুদ্ধ হইয়া সূর্য্যোদয়ের পরেই তাহার প্রাণ বিয়োগ হইবে, বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন। পতিব্রতা সূর্য্যোদয় বন্ধের প্রতিজ্ঞা করিলেন, তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব প্রধান দেবতাত্রয় আসিয়া ঐ পতিব্রতার পতিপরায়ণতায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহার পতিকে নিরাময়তা ও নবজীবন দান করিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু কুষ্ঠীবিপ্র-রমণীর ঐ আদর্শ উল্লেখ করিয়া জানাইয়াছেন যে, ঐ পতিব্রতা পতির সুখের জন্য বেশ্যার সেবা করিয়াছেন, নিজ সম্ভোগের জন্য নহে, সেইরূপ শুদ্ধভক্তগণের চিত্তবৃত্তিতেও নিজ-সম্ভোগের জন্য কোন চেষ্টা নাই। অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ বা বিরহ একমাত্র শুদ্ধভক্তের চিত্তবৃত্তিতেই উদিত হইয়া থাকে সেই বিরহ সেব্যের প্রগাঢ় অহৈতুকী সেবার জন্যই আর্ত্তি বা ব্যাকুলতা।

শ্রীগৌরসুন্দর বিরহের অবধির রূপ প্রকাশ করিয়া কখনও "কাঁহা যাঙ কাঁহা পাঙ মুরলীবদন" বলিতে বলিতে নীলাচলের নীলাম্বুধি-কূলে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া বিচরণ করিতেন, কখনও বা নীলসমুদ্রকে কৃষ্ণ-কেলিনিকেতন যমুনাভ্রমে তাহাতে ঝম্প প্রদান করিতেন, কখনও বা সমুদ্র-সৈকতকে যমুনাপুলিন জ্ঞানে অধিকতর বিরহ-উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হইতেন। তাই শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু গোপালচম্পূতে বলিয়াছেন,—যেমন একশ্রেণীর ব্যক্তি 'ধূলোপড়া' 'ছাইপড়া' প্রভৃতিদ্বারা—অলৌকিক বা অজ্ঞাত মন্ত্রপূত চূর্ণ-দ্বারা লোকের মনকে কোন বিষয়ে অনুরক্ত করিয়া থাকে, সেইরূপ যমুনার বালুকাচূর্ণও কি অপ্রাকৃত-ভাবুক-দর্শকের মনকে কৃষ্ণবিষয়ে অনুরাগ-যুক্ত করিয়া থাকেন?

শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণবিরহোন্মত্ত হইয়া কখনও বা গম্ভীরায় মুখ ঘর্ষণ করিতেন, কখনও বা শ্রীরাধার প্রলাপ ও মহিষীগণের দশপ্রকার চিত্রজল্পোক্তি প্রকাশ করিতেন, কখনও বা অন্তর্দ্দশায় জগন্নাথবল্লভোদ্যানে কৃষ্ণান্বেষণ-লীলা প্রকাশ করিতেন, কখনও বা "গোপীর কিঙ্করী" অভিমানে সর্ব্বত্র কৃষ্ণলীলা দর্শন ও তদন্বেষণ করিতে করিতে উদ্‌ঘূর্ণা লীলা প্রকাশ করিতেন। শ্রীমদ্ভাগবতের "চূত-পিয়াল-পনসাসনকোবিদার" শ্লোক পাঠ করিতে করিতে প্রতি বৃক্ষকে কৃষ্ণ-সন্ধান জিজ্ঞাসা করিতেন। তুলসীকে, পুষ্পবৃক্ষসমূহকে, হরিণীকে কৃষ্ণের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেন। কখনও বা নিজকৃত শ্লোক পাঠ করিতে করিতে বলিতেন,—"যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্। শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে॥"—গোবিন্দের বিরহে আমার নিমেষমাত্র কাল যুগের ন্যায় বোধ হইতেছে, চক্ষু হইতে বর্ষার ন্যায় জল পতিত হইতেছে, সমস্ত জগৎ শূন্যপ্রায় বোধ হইতেছে।

শ্রীচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্যভাগবতগণের চরিত্র এইরূপ অপ্রাকৃত বিরহেরই সান্দ্রমূর্ত্তি, তাই শ্রীল রঘুনাথদাস

গোস্বামী প্রভুর উক্তিতে দেখা যায়,—"আমার জীবাতু-স্বরূপ শ্রীরূপের সহিত বিচ্ছিন্ন হওয়ায় আমার নিকট মহাগোষ্ঠ শূন্যের ন্যায়, গোবর্দ্ধন গিরিরাজ অজগরের ন্যায় এবং শ্রীরাধাকুণ্ড ব্যাঘ্রতুণ্ডের ন্যায় প্রতীত হইতেছে। যদি আমার দেহ ভৃগুপাতের দ্বারা পতিত না হয়, তাহাতে দেহের কোন দোষ নাই; কারণ আমার এ দেহকে বিধাতা অশ্মসারের দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছেন অথবা আমি গাঢ়তর্কের দ্বারা আর একটি কারণ দেখিতে পাইয়াছি যে, আমাভিন্ন আর কে এরূপ দুঃখভার বহন করিবে? আমি যেন রাধাশ্যামের কীর্ত্তি প্রচার করিতে করিতে, রাধানাথের সানুরাগ ও রমণীয় পাদাব্জ স্মরণ করিতে করিতে এবং ব্রজের দধি ও ফল ভোজন করিতে করিতে গোবর্দ্ধন-তটবর্ত্তী কুঞ্জে শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর যে সরোবর, তাহাতেই সর্ব্বকাল বাস করিতে পারি।

শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে শ্রীজগন্নাথ-দর্শন-কালে কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণবিরহিণী গোপীগণের ভাবে বিভাবিত হইতেন, আবার অনবসর-কালে আলালনাথে গমন করিয়া চতুর্ভুজ আলোয়ারনাথ (শ্রীনারায়ণ-মূর্ত্তি)-দর্শনে অধিকতর বিপ্রলম্ভে আবিষ্ট হইতেন। এজন্য আলালনাথ "দ্বিগুণিত বিপ্রলম্ভ-ক্ষেত্র"। নীলাচল বিপ্রলম্ভ-ক্ষেত্র বটে, সেখানে শ্রীজগন্নাথ দ্বিভুজরূপ প্রকাশ করিয়া হস্তী, অশ্ব, রথ, লোকারণ্য প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যের মধ্যে অবস্থান করেন, তাহাতে গোপীগণের হৃদয়ে মাধুর্য্যময় বিগ্রহকে মাধুর্য্যধামে সেবা করিবার জন্য অভিলাষ হয়; কিন্তু আলালনাথে চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি-দর্শনে গোপীর কৃষ্ণ-বিচ্ছেদানল অর্থাৎ কৃষ্ণ-সেবাস্মৃতি আরও অধিকতর উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে।

শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটলীলা আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে ৪৭।১২-২১ ভ্রমর-গীতায়, ৯০।১৫-২৪ মহিষীর-গীতে, ৩০ অঃ, রাসক্রীড়া হইতে কৃষ্ণান্তর্দ্ধানের পর গোপীগণের বিলাপ-গীতে, লীলা-শুকের শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে, শ্রীজয়দেবের গীতগোবিন্দে, শ্রীরূপের পদ্যাবলীতে আহৃত কতিপয় প্রাচীন শ্লোকে; শ্রীরায় রামানন্দের শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটকে, বিদ্যাপতির পদাবলীতে অপ্রাকৃত শৃঙ্গাররসাত্মক বিরহমূলক সাহিত্য পাওয়া যায়। কিন্তু পূর্ব্বে এই সকল কথা কেবল মাত্র সাহিত্যে দর্শন করিয়া লোক ইহার উদ্দেশ ও স্বরূপ বুঝিতে পারেন নাই। শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীরূপানুগ শ্রীচৈতন্যভাগবতগণ তাঁহাদের সাক্ষাৎ চরিত্রকে সেই সকল সাহিত্য শ্রীবিগ্রহরূপে অবতীর্ণ করিয়াছেন।

দ্বারকায় ঐশ্বর্য্যময়ী স্বকীয়া মধুর রতিতে রূঢ়মহাভাব এবং ব্রজে মাধুর্য্যময়ী কেবলা পারকীয়া মধুর রতিতে অধিরূঢ় মহাভাব। অধিরূঢ়মহাভাব দ্বিবিধ—(১) সম্ভোগে 'মাদন' সংজ্ঞা; (২) বিরহে 'মোহন' সংজ্ঞা। উদ্ঘূর্ণা এবং চিত্রজল্প—এই দুই প্রকার মোহন-অধিরূঢ়-মহাভাব। চিত্রজল্প প্রজল্পাদি-ভেদে দশপ্রকার। উদ্ঘূর্ণা-বিরহচেষ্টা—'দিব্যোন্মাদ'-নামে প্রসিদ্ধ। বিরহে দিব্যোন্মাদের চরম অবস্থায় কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হইতে 'আপনাকে কৃষ্ণজ্ঞান'-রূপ একটি ভাব উদিত হয়। প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত অর্থাৎ সেবার পরাকাষ্ঠায় কৃষ্ণে তন্ময়ভাব জন্য সর্পে রজ্জুভ্রমের ন্যায় তমালাদিতে কৃষ্ণভ্রম-জনিত বিবর্ত্ত-ভাবাপন্ন অধিরূঢ়মহাভাবের উদয় হয়।

কএকটি প্রাকৃত সাহিত্যিক গোপীগণের এই অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবাময় পরমচমৎকার সর্ব্বোত্তম দিব্যোন্মাদের অবস্থাকে জীবৈক্য-ব্রহ্মবাদ বা কেবলাদ্বৈতবাদীর অবস্থার সহিত সমান বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। এস্থানে ঐরূপ প্রাকৃত সাহিত্যিক মধুমক্ষিকার ন্যায় কাচ-ভাণ্ডের অন্তর্গত সুরক্ষিত মধু স্পর্শ করিতে অসমর্থ হইয়া বিবর্ত্তে পতিত হইয়াছেন। বিরহের দিব্যোন্মাদ অবস্থা বা বিরহে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তিতে আপনাকে কৃষ্ণ-জ্ঞানে সেবার চমৎকারিতা ও পরাকাষ্ঠা লক্ষিত হয়। আর 'সোঽহং' বাদীদিগের "আমিই সেই" এই কল্পিত বিচারের অধ্যায়ে সেবা-বৃত্তিকে যূপকাষ্ঠে চিরতরে বলি দিবার আগ্রহ লক্ষিত হয়। তাহা সম্ভোগবাদেরই কপটতাময় চিত্তবৃত্তি হইতে উদ্ভূত।

বস্তুতঃ শ্রুতি 'তত্ত্বমসি' বা 'সোঽহং' প্রভৃতি মন্ত্রে যাহা নির্দেশ করেন, তাহাতে জীবের ভূতশুদ্ধি-মাত্র হইয়া থাকে। অর্থাৎ "জীব জড় নহে, পূর্ণতম চেতন পরব্রহ্মেরই শক্তি বা বিভিন্নাংশ অর্থাৎ পূর্ণসচ্চিদানন্দের

স্ফুলিঙ্গকণ বা তজ্জাতীয় অনুসচ্চিদানন্দ, সমজাতীয় না হইলে সেবা হইতে পারে না; জড়বিলাসের সহিত চিদ্বিলাসকে একাকার করিতে হইবে না," ইহা জানাইবার উদ্দেশ্যেই শ্রুতির ঐ প্রকার শিক্ষা। শ্রুতির মধ্যে কোন প্রকার কেবলাদ্বৈতবাদের সমর্থন নাই। শ্রুতির আপাত অভেদপর মন্ত্রসমূহ জড়বিলাসকে নিরাশ করিয়া চিল্লীলামিথুনের অপ্রাকৃত চিদ্বিলাসেরই ভূমিকা-স্বরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

প্রেমবৈচিত্ত্য ঃ—বিরহের চতুর্ব্বিধ অবস্থার মধ্যে 'পূর্ব্বরাগ', 'মান' ও 'প্রবাস'—এই তিনটি ব্রজ-গোপীগণের মধ্যে বিশেষভাবে প্রকাশিত এবং দ্বারকার মহিষীগণে প্রেমবৈচিত্ত্যও কতকটা প্রকাশিত হইয়াছে। কৃষ্ণকে নিকটে পাইয়াও তাঁহার সহিত বিরহের ভয়ে যে পীড়ার উদয় হয়, তাহাই প্রেমবৈচিত্ত্য। অর্থাৎ 'হারাই' 'হারাই'—এই ভাবটি প্রেমবৈচিত্ত্যের লক্ষণ। শ্রীমদ্ভাগবতের মহিষী-গীত প্রেমবৈচিত্ত্যের দৃষ্টান্তের উপমান-স্বরূপ। বোপদেব মুক্তাফলগ্রন্থেও ইহার সুন্দর উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন।

প্রবাস-বিরহ ঃ—'প্রবাস' অনেক প্রকার; দেশ, গ্রাম, বন, স্থানান্তরের ব্যবধান প্রভৃতিকে 'প্রবাস' বলা যায়। অনেক সময় কৃষ্ণ দূরে যাইবেন—এই কথা ভাবিয়া বা শুনিয়া তাঁহার অপ্রাকৃত নিত্যসেবিকাগণের যে অপ্রাকৃত বিরহ উদিত হয়, তাহাকে 'ভাবী প্রবাস' বলা যায়। কৃষ্ণের গোচারণে গমন প্রভৃতি 'কিয়দ্দূর প্রবাস' কালিয়-দমন, নন্দ-মোক্ষণ বা কোন কার্য্যানুরোধে কৃষ্ণের অন্যত্র গমনও 'প্রবাস' বলিয়া গণিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের রাসে অন্তর্দ্ধান গোপীগণের প্রবাস-বিরহ উপস্থিত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের জন্য তাঁহার নিত্য অপ্রাকৃত সেবক-সম্প্রদায়ের যে বিভিন্ন অপ্রাকৃত বিরহ-বিচিত্রতা, তাহা অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণেরই ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য।

অপ্রকটলীলায় বৃন্দাবনে অনুক্ষণ রসাদি ক্রীড়া-দ্বারা বিহারশীল শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপ-গোপীগণের কখনও বিরহ হয় নাই। কেবল প্রকট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু অপ্রকট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই বৃন্দাবনে সন্নিহিত আছেন। তবে সেখানেও সম্ভোগের পুষ্টির জন্য অপ্রাকৃত বিরহ অপ্রাকৃত ভাবরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া সেবার নবনবায়মান প্রগাঢ়তর বিচিত্রতা নিয়ত আবিষ্কার করিতেছেন।

যাঁহাদের হৃদয় সর্ব্বদা কৃষ্ণের বিরহে প্রদীপ্ত অর্থাৎ কৃষ্ণের পূর্ণতম সর্ব্বাঙ্গীন সেবার জন্য ব্যাকুল, তাঁহাদের ক্রিয়া-মুদ্রা জগতের সাধারণ লোক বুঝিতে পারে না—এক বুঝিতে আর এক বুঝিয়া ফেলে। "যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ। নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ সুখ॥ বিষয়-মদান্ধ সব কিছুই না জানে। বিদ্যামদে ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে॥ চৈঃ ভাঃ মঃ ৯।২৪০-২৪১॥

একদিন শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার নবদ্বীপ-লীলায় গোপীভাবে 'গোপী' 'গোপী' নাম উচ্চারণ করিতেছিলেন, এমন সময় জনৈক ব্রাহ্মণ পড়ুয়া আসিয়া মহাপ্রভুর ভাব না বুঝিয়া বলিলেন—"আপনি 'কৃষ্ণ' নাম ছাড়িয়া 'গোপী' 'গোপী' নাম জপ করিতেছেন কেন? উহাতে কি পুণ্য হইবে?" ইহা শুনিয়া মহাপ্রভু হাতে 'ঠেঙ্গা' লইয়া অত্যন্ত ক্রোধে ছাত্রটিকে মারিতে গেলেন। ছাত্রটি ছাত্র-সভায় গিয়া মহাপ্রভুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলে, ছাত্র-সমাজ বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়া নিন্দা আরম্ভ করিল এবং মহাপ্রভুকে মারিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। মহাপ্রভু যে, হৃদয়ে কতবড় অপ্রাকৃত ভাব-সেবায় মগ্ন থাকিয়া বাহ্যে ঐ প্রকার ক্রোধীর ন্যায় প্রতিভাত হইয়াছিলেন, তাহা অজ্ঞানের দুরধিগম্য। 'তৃণাদপি সুনীচ' শ্লোকের শিক্ষক মহাপ্রভুর প্রতিও কেহ কেহ জগাই-মাধাই উদ্ধার কালে চক্র-আহ্বান, কাজীর ঘর-দ্বার-ভাঙ্গা, দেবানন্দ পণ্ডিতের প্রতি তীব্র ভাষায় গালাগালি, ছোট হরিদাসের প্রতি ভীষণ নিষ্ঠুরতা—যাহার ফলে তাঁহাকে জলে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিল; নিজে যুবতী পত্নী ও অনাথিনী মাতাকে পরিত্যাগ, শ্রীরঘুনাথ দাসকে একমাত্র পুত্র হইয়াও পিতামাতার সেবা ও অপ্সরা-সম যুবতীর সঙ্গবিচ্ছিন্ন করন, শ্রীরূপ-সনাতনের ভবিষ্যৎ জীবন 'মাটি' করিয়া দেওয়া, রঘুনাথ ভট্টকে বিবাহ করিতে নিষেধ করায় তাঁহাকে নির্ব্বংশ করা ইত্যাদি কতপ্রকার দোষারোপ করিয়া থাকে। হরিবিমুখ ও কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত সমাজ হরিসেবার পরাকাষ্ঠাকেও সামান্য কাম-

ক্রোধাসক্ত ব্যক্তির ক্রোধের ন্যায় ভাবিয়া কতই না কটুবাক্য ও নিন্দাবাদ করে। প্রকৃত বৈষ্ণব ও আচার্য্যগণের হরিসেবার উৎকর্ষ ও মঙ্গলময়ী কৃপার কথা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদিগকে কাম-ক্রোধাসক্ত জীবের সহিত তুলনা করিয়া নিন্দা করে।

যখন শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু শ্রীরাধাকুণ্ডে ভজন করিতেন, তখন এক ব্রজবাসী বিরহ-ব্যথিত রঘুনাথের অন্নাদি-ত্যাগ এবং মাত্র 'এক দোনা'-পরিমিত ঘোল পানের নিয়ম দেখিয়া সখীস্থলী গ্রাম হইতে ক একটি বৃহৎ পলাশ-পত্র সংগ্রহ করিয়া আনিয়া তদ্দ্বারা দোনা প্রস্তুত করিয়া কিছু অধিক পরিমাণে ঘোল লইয়া শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুকে দিলেন। কিন্তু সখীস্থলী হইতে আনীত পত্রের দোনার কথা শুনিয়া শ্রীরঘুনাথ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দোনাসহ ঘোল দূরে নিক্ষেপ করিলেন। শ্রীল দাস গোস্বামীর হরি সেবার পরাকাষ্ঠার বিষয় বুঝিতে না পারিয়া তাহা সাধারণ ক্রোধীর ন্যায় তাঁহার আচরণকে কেহ কেহ নিন্দা করিয়া থাকে। সাধারণ লোক কোন বিষয় বা ব্যাপারের এক দিক মাত্র আংশিক ও বিকৃতভাবে দর্শন করিবার যোগ্যতা রাখেন, তাহার প্রত্যক্ষের অতীত বিষয় দর্শন করিতে না পারায় বৈষ্ণবের সেবাময় ক্রিয়া-মুদ্রাতেও দোষারোপ করিতে উদ্যত হয়। শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর সখী-স্থলীকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা পূর্ণতমা সেবিকা শ্রীরাধারাণীর বিপক্ষ 'চন্দ্রাবলীর স্থান' জানিয়া তথাকার কোন দ্রব্য গ্রহণে বিরক্তি প্রদর্শন আপাততঃ দর্শনে পক্ষাপক্ষ দোষ সংযুক্ত হইলেও শ্রীরাধাপাদপদ্মের নিষ্ঠা-পরাকাষ্ঠা ও শ্রীকৃষ্ণের রস-পোষণরূপ অপ্রাকৃত সেবার পরমশ্রেষ্ঠ ভাব তাঁহাদের কৃপাভিষিক্ত একান্ত অনুগত সম্প্রদায় ব্যতীত অন্যের দুরধিগম্য। অপ্রাকৃত রাজ্যের বিচিত্রতাই বিকৃতভাবে প্রতিফলিত হইয়া এই জড় জগতে প্রকাশিত হইয়াছে। জগতের বস্তুতে প্রবল অভিনিবেশ থাকিলে যেরূপ আত্মসম্ভোগের প্রকাশক কাম-ক্রোধের উদয় হয়; তদ্রূপ কৃষ্ণ-সেবায় অত্যাসক্তি প্রযুক্ত কৃষ্ণের সম্ভোগ-চরিতার্থতার জন্য অপ্রাকৃত কাম-ক্রোধের বাহুল্য দেখা গেলেও উভয়ের গতি পরস্পর ঠিক বিপরীত দিকে। যাহাদের কৃষ্ণসেবার জন্য ঐরূপ কাম-ক্রোধাদি বৃত্তি লুপ্ত বা ঐ সকল বৃত্তি কেবল নিজ-সম্ভোগের জন্য নিযুক্ত তাহাদের কৃষ্ণ-সেবায় স্বাভাবিকী আসক্তি নাই, জানিতে হইবে—কৃষ্ণাসক্তি সেখানে বন্ধ্যা। আর কৃষ্ণাসক্তি যে স্থানে অপ্রাকৃত কাম-ক্রোধাদি সন্তান-সন্ততি প্রসব করিয়াছে; সে স্থানে সেবাবুদ্ধি পরম শোভাশালিনী; কাজেই যিনি কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সেবা করেন, কৃষ্ণও যাঁহার সেবা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গ্রহণ করেন অর্থাৎ যাঁহার সেবায় কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ইন্দ্রিয়-তর্পণ হয়, ব্যতিরেক ভাবে সেই শ্রীরাধারাণীর সেবা-পুষ্টির জন্য যে চন্দ্রাবলীর অবতারণা, তৎপ্রতি বীতরাগ প্রদর্শন পূর্ব্বক রাধাণীর পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করায় কৃষ্ণ বিরহ-বিধুর রঘুনাথের কৃষ্ণ-সেবাসক্তিকেই পোষণ ও আরতি করিতেছে।

অনেক সময় বৈষ্ণবগণের বাহ্য পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার দেখিয়া অনেকে বঞ্চিত হয়। বৈষ্ণবগণ যেন সাধারণ ভোগিকুলের পদবীর জন্য লালায়িত! "স্বয়ংভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু নানাপ্রকারের চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় ভোজন করিবেন কেন?—ইহা কেবল আধুনিক অজ্ঞ সমাজ নহে, রামচন্দ্রপুরী, সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যের জামাতা অমোঘও মহাপ্রভুকে ঐরূপ অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়াছিলেন! কেহ কেহ বা শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর ত্যাগের প্রশংসা করেন। আর শ্রীরঘুনাথের বন্দিত-চরণ শ্রীনিত্যানন্দেশ্বরী শ্রীজাহ্নবা দেবীর উষ্ণজলে স্নান, সূক্ষ্ম বস্ত্র-পরিধান এবং সেবায় দাস-দাসীগণ নিয়োগ, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর দুইটি বিবাহ প্রভৃতি দ্বারা তাঁহাদের বৈরাগ্য অর্থাৎ কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি শ্রীল রঘুনাথ ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর হইতে কম ছিল এবং তাঁহারা বৈষ্ণব-ধর্ম্মে বিলাসিতা প্রচারের পথ-প্রদর্শক বলিয়া দোষারোপ করেন। ঐ সকল মনোধর্ম্মী ব্যক্তির শ্রীল রঘুনাথ বা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরকে ভাল বলাও যাহা, শ্রীজাহ্নবা ও শ্রীনিবাস আচার্য্যাদিকে মন্দ বলাও তাহাই। মনোধর্ম্মীর 'ভাল'রও মূল্য নাই 'মন্দে'রও মূল্য নাই। এজন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ-চরিত্রকে রামচন্দ্রপুরী দ্বারা নিন্দিত, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ও শ্রীল রায় রামানন্দকে শ্রীল গদাধর পণ্ডিত ও শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্রের দ্বারা সমালোচিত করাইবার লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

অন্তর না দেখিয়া বাহ্য আকার-মাত্র দেখিলে অতীন্দ্রিয় বৈষ্ণব বা বৈষ্ণবতার সম্বন্ধে এইরূপই ভ্রম উদিত হয় এবং তাঁহাদের নিন্দায় নিমগ্ন হইয়া নিরয়ের পিচ্ছিল পথে প্রধাবিত হইতে হয়।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু তাঁহার "বৃহদ্ভাগবতামৃতে" যুধিষ্ঠিরাদির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া জানাইয়াছেন যে, তাঁহাদের বহুমূল্য রাজপোষাক পরিধান, রাজকার্য্য পরিচালন, যুদ্ধবিগ্রহ সমস্তই কৃষ্ণসেবার উদ্দীপনাময়। সাধারণ লোক যাহাকে বিলাস মনে করে, তাহাতে সর্ব্বদা লিপ্ত থাকিয়াও সেই সেই বিলাসদ্রব্য-দ্বারা সমাবৃত থাকিলেও তত্তদ্বস্তু সম্ভোগবুদ্ধি আনয়নের পরিবর্ত্তে তাঁহাদের কৃষ্ণ-বিরহাগ্নিতে অধিকতর ইন্ধন বা উদ্দীপনা প্রদান করিয়া থাকে। এজন্য শ্রীগৌরসুন্দর বৈষ্ণবগণের চরিত্রের রহস্য একটি শ্লোক সম্পুটে রক্ষা করিয়াছিলেন,—"পরব্যসনিনীনারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু। তমেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্॥"—পরপুরুষে অনুরক্ত রমণী যেরূপ গৃহকর্ম্মসমূহে ব্যগ্রতা ও সুপটুতা প্রকাশ করিয়া ও অন্তঃকরণে নূতন সঙ্গরস আস্বাদন করিতে থাকে, তদ্রূপ কৃষ্ণবিরহমগ্ন রূপানুগ ভাগবতগণ বাহিরে অন্যরূপে প্রতিভাত হইয়াও বহির্ম্মুখলোক-বঞ্চনা করিয়া অন্তরে নবনবায়মানভাবে কৃষ্ণকামবর্দ্ধনের জন্য ব্যস্ত থাকেন।

শ্রীমূর্ত্তি ও শ্রীনাম ঃ—যাঁহার রূপ নাই, তাঁহার রূপের কল্পনাই পৌত্তলিকতার প্রকৃত তাৎপর্য্য। যাঁহার নিত্য-রূপ আছে, তাঁহার নিত্যরূপ প্রকটিত হইলে তাঁহাকে পৌত্তলিকতা বলা যায় না। নির্ব্বিশেষবাদিগণ অরূপের 'রূপ' কল্পনা, অশব্দের 'শব্দ' কল্পনা করেন বলিয়াই তাঁহাদের ঐরূপ কল্পনা পৌত্তলিকতা নামে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। কারণ তাঁহাদেরই উক্তি—"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা"। কিন্তু বৈষ্ণবগণ নিত্য, অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ রূপের নিত্য-সেবক। সেই নিত্যরূপেরই অবতারস্বরূপ যে শ্রীবিগ্রহ বৈষ্ণবগণের নিত্য পূজার বস্তু, তাহাতে পৌত্তলিকতার আরোপ হইতে পারে না। কেবল স্থূল মূর্ত্তিই কি 'পুতুল'? ভাব বা শব্দের প্রতীক বর্ণ বা অক্ষর ও সেই যুক্তি-অনুসারে কি পুতুল নহে? কোন কোন ধর্ম্মমতাবলম্বী তাঁহাদের কল্পিত পূজ্য বস্তুর স্তব স্তুতি নাম প্রভৃতি আলোচনাকে পৌত্তলিকতা বলিতে প্রস্তুত নহেন; কিন্তু শ্রীবিগ্রহ-সেবা দেখিলেই তাহাকে পুতুলপূজা মনে করিয়া থাকেন। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ হইতে ইহাই প্রমাণিত হইবে যে, তাঁহাদের ঐ বিচার স্থূলবুদ্ধিরই পরিচায়ক। কেবল স্থূলমূর্ত্তিরই 'রূপ' আছে, ভাব বা শব্দের কোন 'রূপ' নাই—এরূপ ধারণা সুসূক্ষ্ম বিচারের অভাব-জ্ঞাপক। শব্দ যে কেবল অক্ষরাকারে প্রকাশিত হইয়া রূপ গ্রহণ করে, তাহা নহে; শব্দরূপে প্রকাশিত থাকিয়াও তাহার রূপ প্রকাশ করিয়া থাকে। চক্ষুর দ্বারাই যে, সকল রূপ দৃষ্ট হইবে, তাহা নহে, কর্ণদ্বারা, নাসিকাদ্বারা বা জীবের যে কোন ইন্দ্রিয়-দ্বারা যাহা গ্রাহ্য হয়, তাহাই রূপ-বিশিষ্ট। যে সকল শব্দ আমাদের প্রাকৃত কর্ণেন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হয়, যে সকল ভাব আমাদের মন বা বুদ্ধি ইন্দ্রিয়-দ্বারা অনুভূত হয় বা মাপিয়া লওয়া যায়, সেই সকলই 'পুতুল' এবং ঐরূপ অবস্থায় আমরা 'পৌত্তলিক'।

দ্বিতীয়তঃ রেখাসমষ্টির দ্বারাই অক্ষর বা বর্ণ প্রকাশিত হয়; রেখার বিভিন্ন অঙ্কন-বৈচিত্র্যই ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী, সান্কী, পুষ্করাসাদি প্রভৃতি লেখ-প্রণালী (Script) রূপে জগতে প্রকাশ পাইয়াছে। সেই সকল লেখ-প্রণালীতে বিভিন্ন ধর্ম্মের যে সকল উপদেশাদি নিবদ্ধ আছে, তাহাও শ্রীমূর্ত্তিসেবকগণের প্রতি পৌত্তলিকতার দোষারোপকারী ব্যক্তি-গণের যুক্তি-অনুসারে পুতুল বা পৌত্তলিকতা হইয়া পড়ে। যদি রেখার অঙ্কন বর্ণ বা শব্দ পুতুল না হয়, তাহা হইলে রেখাদ্বারা অঙ্কিত আলেখ্যই বা পুতুল বলিয়া গৃহীত হইবে কিরূপে? জাগতিক অক্ষরগুলির আকারের নিত্যরূপ যাঁহারা স্বীকার করেন না, তাঁহারা মূর্ত্তি ভগ্ন করিয়া অক্ষর, শব্দ বা ভাবমাত্রের প্রতি সম্মান দেখাইয়াও 'পুতুল-পূজক'। বৈষ্ণবগণ প্রাকৃতের অপ্রাকৃত আকর-স্বরূপ নিত্য অক্ষর ও নিত্য শ্রীমূর্ত্তি—উভয়ই স্বীকার করেন বলিয়া তাঁহাদের অপ্রাকৃত অক্ষর, অপ্রাকৃত শব্দ, অপ্রাকৃত ভাব ও শ্রীমূর্ত্তিতে কোন ভেদ নাই। এই জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন, —"প্রণব সে মহাবাক্য—ঈশ্বরের মূর্ত্তি' (চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৭৪) ও" প্রতিমা নহ তুমি, সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন"।

(চৈঃ চঃ মঃ ৫।৯৬)। প্রণব নিত্য বৈকুণ্ঠে অবস্থিত। তাহাই জগতে সেই অক্ষর মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ; শ্রীমূর্ত্তিও তদ্রূপ। নিত্য বৈকুণ্ঠস্থ শ্রীমূর্ত্তিই জগতে অবতীর্ণ। তাহা নির্ব্বিশেষবাদী পৌত্তলিকগণের ন্যায় শব্দাকারে বা অক্ষরাকারে কল্পিত কোন প্রতিমা নহে। অপ্রাকৃত বৈষ্ণবগণের পূজিত অধোক্ষজ শ্রীমূর্ত্তি ও শ্রীনাম—উভয়েই নিত্যধামের শ্রীমূর্ত্তি ও শ্রীনামের অপ্রাকৃত অবতার। অক্ষজ জগতে অধোক্ষজ বস্তুর দর্শন ঘটিতেছে না, অথচ সেই অধোক্ষজ-দর্শন আমাদের করিতেই হইবে। সেই অভাব পূরণের জন্যই গোলোকস্থ নিত্য শ্রীবিগ্রহেরা জগতে শ্রীমূর্ত্তিরূপে অবতার। বিরহ-পীড়িত ব্যক্তি যেরূপ বিরহাস্পদের আলেখ্য বা কোন প্রতিভূ বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ করে, শ্রীকৃষ্ণ-সেবা-বিরহ-ব্যথিত ব্যক্তিও সেইরূপ অধোক্ষজ-অবতার শ্রীমূর্ত্তি-সেবা অবলম্বন করিয়া থাকেন। জগৎ বদ্ধজীবের কারাগার বা জড়ভেদের রাজ্য বলিয়া এখানে স্বরূপের সহিত আলেখ্য, চিত্র বা মূর্ত্তির ভেদ বর্ত্তমান। কিন্তু অধোক্ষজ-বস্তুর যে সকল নিত্যবিগ্রহ এ জগতে প্রকটিত, তাহা বস্তুর স্বরূপের সহিত জড়-ভেদ-ধর্ম্মে অবস্থিত নহে। নিত্যবল্লভ কৃষ্ণের দর্শন-বিরহে পীড়িত হইয়া ভাগবতগণ শ্রীমূর্ত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। যেস্থানে বিরহরূপ সেবোন্মুখতার প্রস্ফুটিত পরাকাষ্ঠা, সেস্থানে মাপিয়া লইবার চেষ্টা বা সম্ভোগ-স্পৃহা হইতে উদিত জড় ব্যবধানের কোন কার্য্যই নাই। শ্রীমূর্ত্তিকে 'পুতুল' করা বা 'পুতুল' ধারণা করা, কৃষ্ণকে ভোগ করিবার বা মাপিয়া লইবার স্পৃহা হইতেই উদিত হয়। এক সময় শ্রীকৃষ্ণ সুদূর-প্রবাসে অবস্থিত থাকিবার লীলা আবিষ্কার করিয়া উদ্ধবের দ্বারা শৈব্যার নিকট সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন—"হে দেবি শৈব্যে! তোমরা কোন প্রকারে বিরহ-তাপ সহ্য করিবে; তোমরা আমার প্রতিমা প্রকাশ করিয়া সেবা কর, আমি ২।৩ দিনের মধ্যেই তথায় আগমন করিতেছি।" বিরহব্যথিতজনের নিকট শ্রীকৃষ্ণের এই সুদূরপ্রবাসগত বাক্যও প্রমাণিত করে যে, মহাভাগবতগণ বিরহব্যথিত হইয়াই শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করেন। শ্রীগৌরসুন্দর এইরূপ বিরহ-বিধুর গোপীগণের ভাব লইয়াই শ্রীজগন্নাথ-দর্শন করিতেন। শ্রীজগন্নাথ-দর্শনে তাঁহার সম্ভোগস্পৃহার পরিবর্ত্তে বিরানল বা শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বাঙ্গে সুখপ্রদানের চেষ্টা অধিকতর উদ্দীপ্ত হইত।

নির্ব্বিশেষবাদিগণ, তথাকথিত পঞ্চোপাসকগণ যে কল্পিত মূর্ত্তিতে সাময়িক আসক্তির ছলনা প্রদর্শন করেন এবং পরবর্ত্তিকালে তাহা বিসর্জ্জন করিয়া আকাশময়ী নির্ব্বিশেষ-মূর্ত্তির ভজনা করেন, তাহাতে জড় বা জড়সংস্পর্শযুক্ত তদ্ব্যতিরেকভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহাদের মূর্ত্তিপূজা সম্ভোগচেষ্টামূলে উদিত। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ অর্থাৎ 'আমার তহবিলে কিছু চাই'—এই চারিপ্রকার সম্ভোগবাদের কোন না কোনও একটি স্পৃহা হইতেই সম্ভোগবাদী ধর্ম্মার্থকামমোক্ষকামি-সম্প্রদায় মূর্ত্তি সৃষ্টি করেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত সেবক-সম্প্রদায় যে শ্রীমূর্ত্তির সেবা করেন, যে চিত্তবৃত্তিতে শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করেন, তাহাতে সম্ভোগবাদের কোনও গন্ধ বা প্রাকৃত-বিরহ যাহা সম্ভোগেরই প্রচ্ছন্ন-প্রতিমূর্ত্তি, তাহার কোনও স্পর্শ নাই। শুদ্ধবৈষ্ণবগণের আরাধিত শ্রীমূর্ত্তি সৃষ্ট বস্তু নহে, পরন্তু তাঁহাদের অপ্রাকৃত বিরহ-বিভাবিত অর্থাৎ সেবার প্রগাঢ় লালসাযুক্ত নির্ম্মল চেতনে আকর্ষক শ্রীকৃষ্ণের যে নিত্য শ্রীবিগ্রহ স্বতঃসিদ্ধভাবে স্বরাট্ মূর্ত্তিতে প্রকটিত হন, সেই শ্রীমূর্ত্তিই তাঁহারা অন্তর হইতে বাহিরে উদিত করাইয়া তাঁহাদের বিরহ-বিভাবিত সেবাকুসুমের দ্বারা নিরন্তর কীর্ত্তনমুখে সেবা করিয়া থাকেন।

বিরহ-বিভাবিত চেতন একদিকে যেমন অক্ষজ জগতে অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণকে না পাইয়া অধিকতর বিরহপ্রমত্ত হইয়া উঠেন এবং বিরহের আকর্ষণী বিদ্যা দ্বারা অন্তরের শ্রীকৃষ্ণকে বাহিরে আকর্ষণ করিয়া শ্রীমূর্ত্তিরূপে প্রকাশিত করেন, তেমনি এই শব্দময় জগতে অধোক্ষজ কৃষ্ণকে না পাইয়া তাঁহার শ্রীনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে বিরহ-ব্যথা অর্থাৎ সেবাপ্রগাঢ়তার আর্ত্তি নিবেদন করিয়া থাকেন। 'হে হরে, হে কৃষ্ণ, হে রাধিকারমণ রাম, হে গোপীজনবল্লভ, হে বৃন্দাবনেন্দ্র, হে নন্দসূনো, হে যশোদানন্দন, হে গোকুল মহোৎসব!' এই সকল সম্বোধনাত্মক শব্দ কেবল শ্রীকৃষ্ণের সেবালালসাময়ী বিরহ-ব্যথার প্রস্রবণ-স্বরূপ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন "কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, রক্ষ মাম্। কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, পাহি মাম্॥ রাম রাঘব, রাম রাঘব, রাম রাঘব রক্ষ মাম্। কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব, পাহি মাম্॥" বলিতে বলিতে দিব্যোন্মাদে ছুটিয়াছিলেন, তখন সেখানে 'রক্ষ' বা 'পাহি' শব্দ সম্ভোগবাদের উক্তি নহে। তাহা বিরহ-উদ্ঘূর্ণার অভিব্যক্তি। হে কৃষ্ণ, তুমি বিরহিগণের জীবন-রক্ষৌষধি, গোপীকিঙ্করীকে তোমার বিরহসাগর হইতে রক্ষা কর! "বিরহসাগর হইতে রক্ষা করিয়া আমাকে ব্যক্তিগত সম্ভোগ প্রদান কর"—এই তাৎপর্য্যমূলেও এই উক্তি নহে। পরন্তু, হে রাধানাথ, তোমার প্রিয়তমা শ্রীমতী রাধা তোমাকে সুখ দিবার জন্য যে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা, আমরা তাঁহার সেই বিরহ-দুঃখ সহ্য করিতে পারিতেছি না, আর তোমার বিরহ-মাধুর্য্যামৃতের এমনই ধর্ম্ম যে, যতই উহা হইতে উদ্ধারের জন্য আর্ত্তি উদিত হয়, ততই বিরহামৃত-সমুদ্র অধিকতর উদ্বেলিত হইতে থাকে। তাহার শেষ নাই, কূল নাই, তল নাই, সেই "অপ্রাকৃত প্রেমসমুদ্র অকূল ও অতল।" শ্রীগৌরসুন্দরের যে মহাদান—"শ্রীনাম" ও "প্রেম", তাহা কেবল কৃষ্ণ বিরহের অমৃত-পারাবার-উদ্বেলন মাত্র। ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর সেই বিরহাত্মক সম্বোধনেরই গাথা-স্বরূপ। এই জন্য শ্রীগৌরসুন্দর বিরহদিব্যোন্মাদে মত্ত হইয়া হর্ষভরে পরমপ্রেষ্ঠ নিত্য অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীস্বরূপ-দামোদরকে বলিয়াছিলেন—নাম-সঙ্কীর্ত্তনই কলিতে পরমোপায়। শ্রীগৌরসুন্দর সেই বিরহ-দিব্যোন্মাদে মত্ত হইয়া শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনের বিজয়-বৈজয়ন্তীস্বরূপ নিজ রচিত শিক্ষাষ্টকের শ্লোক কীর্ত্তন করিতে করিতে বিরহ-ভজনমুদ্রা শিক্ষা দিয়াছিলেন। এজন্য শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সেই শিক্ষাষ্টকের অষ্টশ্লোক অবলম্বন করিয়া শ্রীগৌড়ীয়গণের ভজন-রহস্যস্বরূপ অপ্রাকৃত অষ্টকালীয় লীলাসেবার কথা শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনমুখে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর যে নিত্যমুক্ত চেতনের স্বাভাবিক বিচ্ছেদগত ভজনে অভিব্যক্তি, তাহা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি' গ্রন্থে পদকল্পতরুর বাক্য উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন। সেই সকল পদ অনর্থযুক্ত সাধারণের বোধগম্য বা অধিকারযোগ্য না হইলেও শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত মহামন্ত্রে যে অপ্রাকৃত বিরহ-সাহিত্যের সম্পুট সংরক্ষিত হইয়াছে'—যাহা কোন দিন অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভের পরিপোষ্টা শ্রীগুরুদেবের কৃপায় জীবের ভাবনাপথ অতিক্রম করিয়া সম্বোজ্জ্বল হৃদয়ে প্রকাশিত হইবার যোগ্যতা সংরক্ষণ করে।

শ্রীগৌর-রামানন্দ-গীতায় ঃ—"দুঃখ মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর। কৃষ্ণভক্ত-বিরহ-বিনা দুঃখ না দেখি পর॥" শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর-মহাশয়ের বিপ্রলম্ভাত্মিকা গীতি অন্তরের অন্তঃপুরের প্রচ্ছন্ন-সম্ভোগ-পিপাসা দূর করিবে। "যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর। হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর॥ কাঁহা মোর স্বরূপ রূপ কাঁহা সনাতন? কাঁহা দাস-রঘুনাথ পতিতপাবন? কাঁহা মোর ভট্টযুগ, কাঁহা কবিরাজ? এককালে কোথা গেলা গোরা নটরাজ? পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব। গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব? এ সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস। সে সঙ্গ না পাইয়া কাঁদে নরোত্তমের দাস। "এবং" গোরা পহুঁ না ভজিয়া মৈনু। প্রেমরতন ধন হেলায় হারাইনু ইত্যাদি॥

শিমুলিয়ার ভক্ত চতুষ্টয় দ্রুতগতিতে ভজনরাজ্যে উন্নতিলাভ করিতেছেন। তাঁহাদের পরিবর্ত্তন ধারণাতীত, ধন্য সাধু ও ধন্য সাধুসঙ্গের-প্রভাব। শ্রীকৃষ্ণভজন ব্যতীত তাহাদের আর কোনও ব্যবহারিক কর্ত্তব্য বাধা দিয়া রাখিতে পারে না। তাঁহাদের দৈন্য, আর্ত্তি, ব্যাকুলতা দিন দিন প্রবলবেগে বর্দ্ধিত হইতেছে। সর্ব্বক্ষণ মুখে শ্রীহরিনাম, হৃদি ভগবৎকথা-চিন্তা, ভগবন্নৈবেদ্যে উদরভরন ও ভগবৎ ও ভক্তের পাদোদক নির্ম্মাল্যই তাহাদের মস্তকভূষণ হইয়াছিল। প্রত্যহ নিয়মিতভাবে শ্রীহরিকথা-শ্রবণ, দুইলক্ষ নাম-সংকীর্ত্তন, সাধু-গুরুর-সেবা তাঁহাদের ব্রত হইয়াছিল। তাঁহাদের দৈন্য ব্যবহারে সকলেই তাঁহাদিগকে ভাল বাসিতেন। চক্ষে অবিরত ধারা। একদা তাঁহারা শ্রীবাসঅঙ্গণে শ্রীগুরুপাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া দৈন্য নিবেদন করিয়া উঠিলে শ্রীল বাবাজী মহারাজ তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া বসিতে আদেশ করিয়া বলিলেন,—আমি আগামী কল্য আমার কোনও বন্ধুর আহ্বানে শ্রীধাম বৃন্দাবন যাইতেছি, তোমাদের কোনও প্রকার বাধাবিঘ্ন না থাকিলে একত্রে

যাইতে পার, তথায় শ্রীকৃষ্ণের বিহারক্ষেত্র ; ব্রজভূমিও শ্রীনবদ্বীপধাম অভিন্ন। ব্রজধাম শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় মাধুর্য্য-প্রধান এবং গৌরধাম শ্রীগৌরসুন্দরের ন্যায় ঔদার্য্যপ্রধান—এই মাত্র বৈশিষ্ট্য। তথায় বহু সিদ্ধ-মহাত্মাগণ নিত্য সেই ধামের সেবা-রত, তাঁহাদের সঙ্গও লোভনীয়। তখন ভক্তচতুষ্টয় মহানন্দে হরিধ্বনি দিয়া বলিলেন,—আমাদেরও বহুদিন হইতে শ্রীনন্দনন্দনের লীলাক্ষেত্র দেখিতে বাসনা, কিন্তু সাধুসঙ্গ ব্যতীত তাঁহার কৃপালাভের সম্ভাবনা নাই জানিয়া শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের কৃপার প্রতি নির্ভর করিয়া সুযোগ অপেক্ষা করিতেছিলাম। আজ আপনার কৃপায় যখন সেই সৌভাগ্যোদয় ও শুভযোগ আসিতেছে তখন আপনার কৃপা হইতে যেন বঞ্চিত না হই, ইহাই প্রার্থনা। বিশেষতঃ আপনার আদেশ আমাদের অবিচারে পালনীয়।

যথা সময় তাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত শ্রীব্রজধামে গমন করিয়া দ্বাদশ বন পরিক্রমা করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদিন বৈকালে শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের মধ্যবর্ত্তী স্থানে শ্রীগুরু-পদান্তিকে উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—প্রভো! বহুস্থানে শাস্ত্রে 'নিত্যসিদ্ধ'-শব্দের উল্লেখের কথা শ্রবণ করিয়া তাহার বিস্তৃত তথ্য জানিতে উৎকণ্ঠা হইয়াছে। কৃপা-পূর্ব্বক, যদি বলিবার আবশ্যক মনে করেন, আমাদের শ্রবণ সৌভাগ্য লাভ হইবে। তখন শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিতে লাগিলেন,—"পারমার্থিক সাহিত্যে 'নিত্যসিদ্ধ'-শব্দটির প্রচুর ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। নিত্যসিদ্ধভক্তের অর্থ বা পর্য্যায় শব্দ—'পার্ষদ-ভক্ত', 'দিব্যসূরি'। বিশিষ্টাদ্বৈত-সম্প্রদায়ের দ্রাবিড়ী 'আড়্বর' বা 'আল্বর' শব্দেও নিত্যসিদ্ধ পার্ষদভক্ত বুঝায়। ইঁহারা 'বিধিভক্ত' ও 'রাগভক্ত' ভেদে দ্বিবিধ। প্রত্যেকে—'দাস', 'সখা', 'গুরু' ও 'কান্তা' ভেদে চতুর্ব্বিধ। যথা—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যে ২৪।২৮৩—"**নিত্যসিদ্ধ—পারিষদ, 'দাস'। 'সখা', 'গুরু' 'কান্তাগণ'—চারিবিধ প্রকাশ॥" পারিষদগণই নিত্যসিদ্ধ। বলদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রকটিত জীবগণ—নিত্যসিদ্ধ, তাঁহারা গুরু, তাঁহাদিগকে অসূয়াপরবশ হইয়া জীব মনে করা অপরাধ। দ্বাদশ-গোপালাদি যাঁহারা শ্রীবলদেবের গণ, তাঁহারা জীব নহেন—তাঁহারা বলদেবাভিন্ন বিগ্রহ। 'বদ্ধ', 'তটস্থ' ও 'মুক্ত' পরস্পর পৃথক্। স্বরূপে তটস্থভাব সুপ্তভাবে থাকিলেও বদ্ধজীব তটস্থ নহে, মায়া-কবলিত হইয়া গিয়াছে, অতএব বদ্ধ; মুক্ত সম্বন্ধেও তদ্রূপ তাটস্থ্যভাবশূন্যতা, তাঁহারা সতত ভগবৎ সেবারত।

শ্রীসনাতনশিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীতে 'নিত্যমুক্ত', 'নিত্যউন্মুখ', 'কৃষ্ণপার্ষদ' আর তদ্বিপরীত 'নিত্যবদ্ধ'; 'নিত্যবহির্ম্মুখ', বা 'নিত্যসংসার' জীবের ভেদ বর্ণিত আছে। 'নিত্যমুক্ত'—নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ। 'কৃষ্ণ-পারিষদ' নাম, ভুঞ্জে সেবা-সুখ।। 'নিত্যবদ্ধ—কৃষ্ণ হৈতে নিত্য-বহির্ম্মুখ। নিত্যসংসার, ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।১১-১২)। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমৃতপ্রবাহভাষ্যে—"নিত্যমুক্ত জীবগণ কখনই মায়া-সম্বন্ধ আস্বাদন করেন নাই। তাঁহারা কৃষ্ণের চিন্ময়ধামে কৃষ্ণচরণোন্মুখ থাকিয়া কৃষ্ণপারিষদ নামে পরিচিত এবং কৃষ্ণসেবাসুখই তাঁহাদের ভোগ। নিত্যবদ্ধ জীবসকল কৃষ্ণ হইতে নিত্যবহির্ম্মুখ থাকিয়া সংসারের স্বর্গ-নরকাদি সুখ-দুঃখ ভোগ করেন। কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা-দোষের জন্য মায়াপিশাচী তাহাদিগকে স্থূল ও লিঙ্গ আবরণে বদ্ধ করিয়া দণ্ড প্রদান করিয়া থাকেন; অর্থাৎ আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তাহাদিগকে বড়ই জর্জ্জরিত করে; তাহারা কাম-ক্রোধাদি ষড়ূর্ম্মির বশীভূত হইয়া মায়াপিশাচীর লাথি খাইতে থাকে।"

চৈঃ চঃ অঃ ৫।৪৫ অনুভাষ্যে—"যিনি শ্রীরূপের অপ্রাকৃতভাবানুসারে সর্ব্বক্ষণই শুদ্ধ অকৃত্রিম রাগবিশিষ্ট হইয়া মানসে কৃষ্ণসেবা করেন, তাঁহার অপূর্ব্ব ফল-প্রাপ্তি প্রাকৃত-ভাষায় বর্ণনীয় নহে। তিনি নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ, অথবা তাঁহার সিদ্ধপ্রায় শরীর লোকলোচনের দৃশ্য হইলেও স্বরূপসিদ্ধিক্রমে কৃষ্ণসেবনপর ভাবসমূহের অধিষ্ঠান-হেতু অপ্রাকৃত-চেষ্টাবিশিষ্ট। কৃষ্ণেচ্ছায় বস্তুসিদ্ধির অপেক্ষায় তাঁহার শরীর সিদ্ধপ্রায় অপ্রাকৃত।"

নির্ব্বিশেষ ধারণা সাধারণ বহির্ম্মুখ জীবমাত্রেরই স্বতঃসিদ্ধ। তাহারা নিত্যসিদ্ধ সম্বন্ধে অনেক প্রকার

অমূলক কল্পনা-জল্পনা পোষণ করিয়া থাকে। কিন্তু শ্রীরূপ ও শ্রীরূপানুগবরগণের উপদেশে দেখিতে পাওয়া যায়,—নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমে, নিত্যসিদ্ধ অধোক্ষজ-ভক্তিতে, নিত্যসিদ্ধ অপ্রাকৃত সেবাতে যাঁহারা নিত্য উন্মুখ, তাহা হইতে যাঁহাদের কোন দিনই পতন ঘটে নাই, যাঁহারা অপতিত-চরিত্র, যাঁহারা কোনদিনই কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার ভোগে লুব্ধ হইয়া পতিত হন নাই, যাঁহারা হরি-গুরু-বৈষ্ণবের দ্বারা ধর্ম্ম-অর্থ-কাম বা সালোক্য-সামীপ্য- সারূপ্য,-সার্ষ্টি প্রভৃতি মুক্তি কামনার খাজাঞ্চিগিরি করাইয়া লইবার কোন প্রকার চেষ্টায় মুগ্ধ হন নাই, তাঁহারাই নিত্যসিদ্ধ।

নিত্যবদ্ধ সংসারতাপে অত্যন্ত তপ্ত হইয়া কখনও কখনও সদ্গুরুপদাশ্রয়ের অভিনয় দেখাইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের হৃদয়ে নানাপ্রকার অন্যাভিলাষ থাকে। তাঁহারা কখনও কনক, কামিনী বা প্রতিষ্ঠার-দ্বারা লুব্ধ হন, কখনও বা অন্যাভিলাষিতাযুক্ত মিছাভক্তিকেই 'ভক্তি' মনে করেন, কখনও নানাপ্রকার সিদ্ধান্তবিরোধ করেন, কখনও আশ্রয়বিগ্রহ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়েন, কখনও বা কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত-বিচারের অনুগমন করেন, কখনও অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ করিয়া ফেলেন, কখনও বিপ্রলিপ্সার বশীভূত হন, কখনও আবার হরিসেবার অভিনয় প্রদর্শন করিয়া লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যস্ত হন, কখনও বা অকৃত্রিম গুরুবৈষ্ণবের অকপট আনুগত্য করিলে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার মুখে ছাই পড়িবে ভাবিয়া গুরুবৈষ্ণব নিন্দক হইয়া পড়েন, কিন্তু নিত্যমুক্ত বা নিত্যসিদ্ধের স্বভাব তাহা নহে। তিনি নিত্যকাল শ্রীরূপের জীবনস্বরূপ অপ্রাকৃত শ্রীনামপ্রভুর দ্বারা নিয়মিত; নিত্য আশ্রয়-সমাশ্লিষ্ট বিষয়-বিগ্রহের ইন্দ্রিয়-তর্পণে ব্যস্ত, ভ্রমক্রমেও আশ্রয় বা বিষয়-বিগ্রহের নিকট হইতে ভুক্তি-মুক্তি লাভের জন্য লালায়িত নহেন। শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে যে জীবন্মুক্তের লক্ষণ বলিয়াছেন, তাহা তাঁহাতে প্রকাশিত—"ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা। নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥" শ্রীজীবপ্রভুর টীকা:—দেহ, মন ও বাক্যের দ্বারা শ্রীহরির সেবার জন্য অর্থাৎ 'আমি যেন তাঁহার দাস হইতে পারি'—সকল অবস্থাতেই যাঁহার এইরূপ চেষ্টা বা স্পৃহা, তাঁহাকেই 'জীবন্মুক্ত' বলা হয়।

ভঃ রঃ সিঃ কৃষ্ণভক্তপ্রকরণে সাধক ও সিদ্ধের লক্ষণে—কৃষ্ণসেবা-ভাবে বিভাবিত অন্তঃকরণকে 'কৃষ্ণভক্ত' বলা যায়। সেই 'কৃষ্ণভক্ত' সাধক ও সিদ্ধভেদে দ্বিবিধ। সাধকের লক্ষণ এইরূপ—'যাঁহাদের কৃষ্ণবিষয়ে রতি উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বিঘ্ন নিবৃত্তি হয় নাই, অথচ, যাহারা আশ্রয় ও বিষয়বিগ্রহের প্রতি অপরাধী নহেন বলিয়া কৃষ্ণসাক্ষাৎকারের যোগ্য, তাঁহারাই 'সাধক' বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। উদাহরণস্বরূপ শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বিল্বমঙ্গলের নাম উদ্ধার করিয়াছেন। যাঁহারা বিল্বমঙ্গলতুল্য, তাহারাই সাধক।' বিল্বমঙ্গলের পূর্ব্ব ইতিহাসে জড় কামাদিতে অভিনিবেশ ও অন্য সময়ে ভোগের প্রতি বিরক্তিতে ত্যাগ-প্রধান অদ্বৈতবাদে আসক্তি হইয়াছিল; কিন্তু তিনি প্রকৃত-চিন্তামণির সঙ্গবিলাস ও অদ্বৈতবীথি পরিত্যাগ করিয়া সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে অপ্রাকৃত-কৃষ্ণসেবারসে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। যখন তিনি তাঁহার পূর্ব্ব ইতিহাস হইতে পরিমুক্ত হইয়া একান্ত ভগবৎ-পাদপদ্মাশ্রিত হইলেন, যখন তিনি কৃষ্ণকর্ণামৃতের লেখক অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণকারিণী বাণীর সেবক, তখন তাঁহাতে ভক্তিসিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে বিকসিত। জগদ্গুরুর লীলাভিনয়কারী শ্রীমন্মহাপ্রভু বা বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের অধঃস্তন আচার্য্যগণ তখন আর বিল্বমঙ্গলকে সাধক বা সাধনসিদ্ধ বিচার করেন নাই, নিত্যসিদ্ধ বলিয়াই জানিতেন। শ্রীচৈতন্যদেব যে 'কর্ণামৃত' অনুক্ষণ শ্রীস্বরূপ-রামানন্দাদি অন্তরঙ্গ জনগণের সহিত আস্বাদন করিতেন, যাঁহার বাণী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কর্ণরসায়নস্বরূপ এবং পরমমুক্তকুলের একমাত্র ভজনের বস্তু, সেই কৃষ্ণকর্ণামৃতের লেখককে সাধক বা সাধনসিদ্ধ-বিচার শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীরূপ বা শ্রীরূপানুগ বৈষ্ণবগণ করেন না। শ্রীরূপের বিল্বমঙ্গলকে সাধকের দৃষ্টান্তে প্রদর্শন বিল্বমঙ্গর পূর্ব্ব-ইতিহাস-বিচারে। যখন বিল্বমঙ্গলে নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণভক্তির স্বরূপ বিকসিত, তনখ তিনি জগদ্গুরু আচার্য্য ও নিত্যসিদ্ধ-বিচারে প্রতিষ্ঠিত। সিদ্ধিলাভের পর অর্থাৎ লব্ধসিদ্ধি ভগবদ্ভক্তের

প্রতি সাধন বা সাধকত্বের অথবা কোনপ্রকার পূর্ব্ব অনর্থ বা প্রাকৃতত্বের আরোপ—নগ্নমাতৃক-ন্যায়ানুসারে অবৈধ ও অপরাধজনক।

আত্মা—যাহা কৃষ্ণভজন করেন, যাঁহাতে বৈষ্ণবতা প্রকাশিত হয়, তাঁহাকে সাধক বা সিদ্ধ বলা যায় না। আত্মাতে নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সর্ব্বদাই অনুস্যূত আছে, শ্রবণাদি-দ্বারা তাহার প্রকাট্য বিধানই সাধন—"নিত্যসিদ্ধ-কৃষ্ণপ্রেম 'সাধ্য' কভু নয়। শ্রবণাদি-শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥(চৈঃ চঃ ম ২২।১০৪)॥ কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা। নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা (ভঃ রঃ সিঃ পূ ২।২)॥ সাধ্য ভাবভক্তি যখন ইন্দ্রিয়-সাধ্য হয় তখন তাহাকে 'সাধনভক্তি' বলে। ভক্তিই জীবের নিত্যসিদ্ধ 'ভাব, তাহাকে হৃদয়ে প্রকটাবস্থায় আনিবার নামই সাধ্যতা॥

চিজ্জড়সমন্বয়বাদীগণ বা নির্ব্বিশেষবাদিগণ কৃষ্ণভক্তি বা কৃষ্ণপ্রেমকে আত্মার নিত্যসিদ্ধ অবস্থা বিচার করেন না। তাই তাঁহারা বলেন,—যথাক্রমে নৈকষ্যকুলীন ও ভঙ্গের মত নিত্যসিদ্ধ ও সাধনসিদ্ধ পুরুষ। কৃষ্ণভক্তি-সম্বন্ধে ঐরূপ বিচার বা দৃষ্টান্ত উদাহৃত হইতে পারে না। আত্মায় নিত্যসিদ্ধ ভক্তিবৃত্তি উদিত হইলেই তিনি নিত্য-সিদ্ধরূপে প্রকাশিত॥ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় আম্নায়ের আদিগুরু শ্রীনারদ পূর্ব্বজন্মে দাসীপুত্র ছিলেন বা তাঁহার সাধনাভিনয়ের কথা শ্রীমদ্ভাগবতে শুনা যায় বলিয়া তিনি সাধনসিদ্ধ, তিনি নিত্যসিদ্ধ নহেন; বা শ্রীব্যাসদেবের চিত্তে পূর্ব্বে অশান্ত ভাব ছিল তিনি শ্রীনারদের কৃপা লাভপূর্ব্বক বদরিকাশ্রমে সাধন করিবার পর ভক্তিতে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম ব্যাসদেব সাধনসিদ্ধ, নিত্যসিদ্ধ নহেন, কিম্বা শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম-"দৈবমায়া বলাৎকারে খসাইয়া সেই ডোরে, ভব-কূপে দিলেক ডারিয়া।" প্রভৃতি দৈন্যময় বাক্য বলিয়াছেন, অথবা শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভু পরিণত বয়সে বিবাহ করিয়াছেন, আচার্য্যের কার্য্য করিবার কালেও তাঁহার সন্তান-সন্ততি হইয়াছে বা ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৃহস্থলীলাভিনয় করিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ নহেন—এইরূপ বিচার নির্ব্বিশেষবাদী ও প্রাকৃত-সহজিয়াগণে দৃষ্ট হয়। নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণভক্তি কাহারও আত্মবৃত্তিতে অন্যাভিলাষ-কর্ম্মজ্ঞানাদির আবরণ-রহিত হইয়া প্রকাশিত হইলে অপর অনর্থমুক্ত পুরুষগণ সেই নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণভক্তের স্বরূপের পূর্ণপরিচয় পাইতে পারেন, অপরে নহে। অনর্থযুক্ত ব্যক্তিগণ নিত্যসিদ্ধের স্বরূপ দর্শন করিতে পারেন না। নির্ব্বিশেষ বাদী রামচন্দ্রপুরী শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের নিত্যসিদ্ধস্বরূপ দর্শন করিতে পারেন নাই। রূপ কবিরাজও বাউলিয়া কমলাকান্ত বিশ্বাস শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর পূর্ণ-নিত্যসিদ্ধত্ব দর্শন করিতে পারেন নাই। প্রকৃত সাহিত্যিকগণ শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিত্যসিদ্ধস্বরূপ দর্শন করিতে পারেন নাই। প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ—প্রতীপ দল শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিত্যসিদ্ধস্বরূপ দর্শন করিতে পারে নাই।

শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু সিদ্ধের সংজ্ঞা প্রদান করিয়া সিদ্ধের মধ্যেও বিচিত্রতা নির্ণয় করিয়াছেন—যাঁহাদের নিকট অখিল ক্লেশ অবিজ্ঞাত অর্থাৎ যাঁহারা অখিল জাগতিক ক্লেশের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াও শ্রীহরিপাদপদ্মসেবা হইতে বিচ্যুত হন না; যাঁহারা সর্ব্বদা কৃষ্ণাশ্রিত কর্ম্মতৎপর অর্থাৎ কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট এবং সর্ব্বতোভাবে প্রেমসৌখ্যাদির আস্বাদপরায়ণ, তাঁহারাই সিদ্ধ। এই সিদ্ধ দুই প্রকার—(১) সংপ্রাপ্ত সিদ্ধ ও (২) নিত্যসিদ্ধ। সংপ্রাপ্তসিদ্ধ আবার দুই প্রকার—সাধনসিদ্ধ ও কৃপাসিদ্ধ। **সাধনসিদ্ধের** উদাহরণ-স্বরূপ শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু **মার্কণ্ডেয়াদি** ঋষিগণের উদাহরণ উল্লেখ করিয়াছেন; আর **যজ্ঞপত্নী** বিবোচন নন্দন **বলিও শুকদেব** প্রভৃতিকে **কৃপাসিদ্ধের** আদর্শ বলিয়াছেন। সাধনসিদ্ধ গুরুকুলে বাস, আত্মবিচার, শৌচাচার, সন্ধ্যা-উপাসনা প্রভৃতি দ্বারা সিদ্ধি লাভ করেন; আর যাঁহারা গুরুকুলে বাস না করিয়াও, সাধনবিধিতে বিন্দুমাত্র যত্ন না করিয়াও যজ্ঞপত্নী, বলি বা শুকদেবের ন্যায় কেবল মুকুন্দচরণপদ্মের প্রেমসুধাপ্রবাহের দ্বারা চরিতার্থতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা কৃপাসিদ্ধ। শুকদেবও কিন্তু নিত্যসিদ্ধের অন্তর্ভুক্ত হন নাই!

শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু নিত্যসিদ্ধের এইরূপ সংজ্ঞা দিয়াছেন,—"যাঁহাদের গুণাবলী মুকুন্দের ন্যায় নিত্য ও আনন্দস্বরূপ এবং যাঁহারা আপনাপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণে কোটিগুণ প্রেম বিধান করেন-তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ॥' উদাহরণ স্বরূপ শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু যাদব ও গোপসকলকে 'নিত্যসিদ্ধ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহারা স্বেচ্ছায় ভগবানের সহিত ভগবানের লীলার সহায়তার জন্য আবির্ভূত হন ও ভগবানের সহিতই নিত্যধামে গমন করেন। ইঁহাদের জন্ম-মৃত্যু বা কর্ম্মবন্ধন নাই। তবে যে ইঁহাদের জন্মাদির কথা শুনা যায় বা আধ্যক্ষিকগণের দৃষ্টিতে দেখা যায়, তাহা ভক্ত, ভক্তি বা ভগবানের ইচ্ছানুসারে হইয়া থাকে। (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ১৪৫)।

যাদব ও গোপাদি প্রকট ও অপ্রকট—উভয়লীলাতেই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপার্ষদ নিজজন ও নিত্যসিদ্ধ সেবক। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ হইয়াও কোন যাদবগণ শত্রুর অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছেন, গোপগণ কালিয় হ্রদের বিষজল পান করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছেন, শ্রীবসুদেব, শ্রীউদ্ধব, প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, কুরুক্ষেত্রে শ্রীবসুদেব মহাশয় সমাগত মুনিদিগের নিকট সংসার-নিস্তারোপায় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এই পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া শ্রীল শ্রীজীবপ্রভু শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—যেমন ভগবান্ নরলীলার উপযোগী নানাবিধ মনুষ্য-চেষ্টা করেন, তদ্রূপ যাদব ও গোপাদি নিত্যপার্ষদগণও কেবল নরলীলার উপযোগীরূপেই মনুষ্য-চেষ্টা বিস্তার করিয়া থাকেন।

এখানে পুনরায় সংশয় উপস্থিত হয় যে, যদি নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদগণের সাধারণ মনুষ্যের মতই রাগাদি দেখা যায়, তাহা হইলে কিরূপে তাঁহারা স্বয়ং ভগবানের নিত্য-পরিকর হইতে পারেন?—যদি কেহ পূর্ব্বপক্ষ করেন,—ব্রজবাসি-গণের যদি সাধারণ মনুষ্যগণের ন্যায় রাগাদিই দেখা যায়, তাহা হইলে তাঁহারা কিরূপে স্বয়ং ভগবানের নিত্যপরিকর হইতে পারেন? তদুত্তরে কৈমুতিক ন্যায়ানুসারে বলিতেছে—"হে কৃষ্ণ, যে পর্য্যন্ত জীব আপনাতে আত্মসমর্পণ না করে, সেকাল পর্য্যন্তই রাগাদি—তস্করস্বরূপ, ততদিনই গৃহ—কারাগারস্বরূপ এবং মোহ—পদশৃঙ্খলস্বরূপ হইয়া থাকে।" অন্য প্রাকৃত-জন-সম্বন্ধে রাগাদি ততদিনই চৌরাদিসদৃশ কার্য্য করে, যতদিন পর্য্যন্ত তাহারা আপনার না হয় অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে আপনাতে আত্মসমর্পণ না করে। যাঁহারা আপনাতে আত্মসমর্পণ করেন, আপনার সম্বন্ধেই তাঁহাদের রাগাদি বিদ্যমান থাকে। সুতরাং তাঁহাদের সেই রাগাদি প্রাকৃত অর্থাৎ নিজভোগ্য নহে বলিয়া চোরের ন্যায় পুরুষের ধৈর্য্যাদি হরণকারী নহে, প্রত্যুত পরমানন্দস্বরূপ; এই জন্যই শ্রীল প্রহ্লাদ সেইরূপ রাগাদিরই প্রার্থনা করিয়াছেন। অবিবেকিগণের মায়িক-বিষয়ে যেরূপ অনপায়িনী (অবিনাশিনী) প্রীতি, আমার হৃদয় হইতে সেরূপ প্রীতি যেন নিরন্তর তোমার অনুস্মরণ-কালে তিরোহিত না হয়। অতএব শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণকারী সাধকগণের সম্বন্ধেই এইরূপ বার্ত্তা পাওয়া যায়, তখন যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিরতিশয় প্রিয়রূপে বিরাজমান, সেই গোকুলবাসিগণের কথা আর কি? এই জন্যই বলা হইয়াছে যে, নন্দাদি ব্রজগোপগণ কৃষ্ণ-বলরামের কথা পরমানন্দভরে আলোচনা করিয়া এবং তাহাতে স্বাভাবিক প্রীতিশীল হইয়া ভববেদনা জানেন নাই।

নিত্যসিদ্ধ গণের মুখ্য লক্ষণ এই যে, তাঁহারা **আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি অপেক্ষা কৃষ্ণে কোটিগুণ অধিক প্রেম বিধান** করেন এবং **কৃষ্ণের তুল্যধর্ম্মতা** তাঁহাদিগের মধ্যে স্বাভাবিক। শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুর ন্যায় তদনুগ শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামিপ্রভুও শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে নিত্যসিদ্ধ অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের স্বরূপ লক্ষণের কথা জানাইয়াছেন,—**অন্তরঙ্গ ভক্তগণের তুল্যধর্ম্মতা** যাদবগণের উদ্দেশ্যে পদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে,—"ইঁহারা আমার ন্যায় গুণশালী।" গোপগণের শ্রীকৃষ্ণ-সাদৃশ্য সমীচীন বটে; যেহেতু ধর্ম্মরাজ যম নিজ-দূতগণকে বলিতেছেন—সম্পূর্ণ স্বাধীন সকলের অধীশ্বর মায়াধীশ মহাত্মা পরমপুরুষ শ্রীহরির রূপ, গুণ ও স্বভাবাদি যেরূপ, তাঁহার মনোহর অনুচরদিগের স্বভাবাদিও সেইরূপ। তাঁহারা লোকমঙ্গলের জন্য সর্ব্বত্র বিচরণ করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় সাধনসিদ্ধ কাহারা ?— সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য যিনি পূর্ব্বেকর্ম্ম ফলাধীন বৃহস্পতি ছিলেন, গোপীনাথ আচার্য্য—যিনি কর্ম্মবিধাতা ব্রহ্মা ছিলেন—তাঁহারা সাধনসিদ্ধ। **প্রভুপার্ষদ বিচারে তাঁহারাই নিত্যসিদ্ধ। মুক্তাবস্থায় সেবাপরতাই নিত্যসিদ্ধের লক্ষণ। নিত্যসিদ্ধকে প্রাপঞ্চিক-চক্ষে বিদ্ধ দর্শনে 'সাধনসিদ্ধ' বলিয়া মনে হইতে পারে।** শ্রীল ঠাকুর হরিদাসে প্রহ্লাদ প্রবিষ্ট হইয়াছেন বলিয়া কেহ কেহ বলেন। গৌঃ গঃ দিঃ—ঋচিকমুনির পুত্র মহাতপা ব্রহ্মা প্রহ্লাদের সহিত অন্নগ্রহণ করিয়াছেন, ঠাকুর হরিদাস ইনিই।

চৈঃ চঃ গ্রন্থে মুরারিগুপ্ত বলিয়াছেন যে, উক্ত মুনি-পুত্র তুলসীপত্র প্রক্ষালন না করিয়া দেওয়ায় পিতার দ্বারা অভিশপ্ত হইয়া যবনতা প্রাপ্ত হন। তিনি এখন পরম ভক্তিমান্ হরিদাস। **যাঁহারা নিত্যকাল হরিসেবনোন্মুখ তাঁহারাই নিত্যসিদ্ধ আর যাঁহারা পূর্ব্বে বহির্ম্মুখ হইলেও ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের কৃপায় পরে সেবোন্মুখ হইয়াছেন তাঁহারাই সাধনসিদ্ধ।** প্রহ্লাদ নিত্যকৃষ্ণচরণে উন্মুখ। জগাই মাধাই—জয় বিজয়। **তটস্থলীলা প্রদর্শন করিলেও তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ।**

যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের বিপ্রলম্ভভাবের সহায়ক ও গৌরমনোঽভীষ্টের পরিপূর্ণকারী, তাঁহারাই গৌরাঙ্গের সঙ্গী। 'সঙ্গ'—সম্যকরূপে গমনকারী। 'সঙ্গী' অর্থে পার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ ভ্রমণলীলায় যাঁহাদিগকে উদ্ধার হইয়াছেন তাঁহারা ভক্ত, সঙ্গীনহেন। ঠাকুর নরোত্তম সঙ্গী। তিনি নিত্যকাল শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবায় মত্ত, হৃদ্‌গতভাবে বিভাবিত ও মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট পূরণার্থে জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

দ্বাদশ দ্যুতি

অষ্টকাল-লীলা

পরদিন ভক্তচতুষ্টয়ের মধ্যে একজন প্রশ্ন করিল প্রভো শ্রীরূপানুগ ভজনের মধ্যে যে অষ্টকালীয় লীলার কথা শুনা যায় তাহা যদি শুনিবার আমাদের কোনও প্রকার অসুবিধা না থাকে কৃপাপূর্ব্বক বলিতে প্রার্থনা। তখন শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—স্বরাট্‌-লীলা পুরুষোত্তম অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের লীলা 'প্রকট' ও 'অপ্রকট' ভেদে দুই প্রকার। এই উভয় লীলা একই তত্ত্ব। যখন অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণ নিজস্ব গোলোকধামে বিহার করেন, তখন সেই লীলা 'অপ্রকট লীলা' নামে কথিত হয়। আর যখন শ্রীকৃষ্ণ স্বেচ্ছায় নিজ অপ্রাকৃত ধাম ও স্বগণসহ এই জগতে প্রকটিত হইয়া প্রকট-বিহার করেন, তখন তাহা 'প্রকট-ব্রজলীলা'। তখন গোকুলে গোলোক অবতীর্ণ হন—প্রপঞ্চাতীত ধাম প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া অবিচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে তাঁহার প্রপঞ্চাতীত স্বরূপ সংরক্ষণ করেন। কাজেই তাহা ঐতিহাসিক খণ্ড স্থান, কাল, পাত্র কিংবা রূপক অথবা আধ্যাত্মিক কোন কল্পনা আরোপ, বা অবাস্তব ভাব মাত্র নহেন।

প্রকট-ব্রজলীলা নিত্য ও নৈমিত্তিক ভেদে দুইপ্রকার। কোন নিমিত্তকে আশ্রয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে লীলা প্রকাশ করেন, তাহাই নৈমিত্তিকলীলা—যথা পুতনাবধাদি ও দূরপ্রবাসাদি। আর লীলা-পুরুষোত্তম যে লীলা প্রত্যহ বা নিত্যপ্রকাশ করেন, তাহাই নিত্যলীলা। ব্রজের অষ্টকালীয় লীলাই নিত্যলীলা। দিবারাত্র ২৪ ঘণ্টাকে ৮ ভাগ করিলে এক এক ভাগ তিন ঘণ্টা অর্থাৎ সাড়ে সাত দণ্ড বা এক প্রহর করিয়া পড়ে। এই অষ্ট প্রহর অর্থাৎ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা কালই সম্ভোগময় বিগ্রহ অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অপ্রাকৃত সেবিকা তাঁহার নিজস্ব অনুচরীগণের সহিত যেরূপভাবে সেবা করেন—তাঁহার সহিত মিলিত হন, তাহা অনর্থমুক্ত অর্থাৎ যাঁহাদের প্রাকৃত পুরুষ বা স্ত্রী-অভিমান বিদূরিত হইয়াছে, যাঁহারা জগতের কামনা-বাসনা হইতে পরিমুক্ত হইয়াছেন, যাঁহারা চেতন-রাজ্যের সেবা-সংকল্পে নিত্য-প্রতিষ্ঠিত, সেইরূপ **জাতমধুররতিগণই** অষ্টকাল অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবিকাগণের আনুগত্যে কীর্ত্তন মুখে স্মরণ করিয়া থাকেন। বিষয়ী জীব রুচির সহিত

জড়বিষয়ের কথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে করিতে যেরূপ বিষয়ের অনুধ্যানেই অধিকতর সমাধিগ্রস্ত হয়, কামুক বা কামুকী যেরূপ রুচিবশে কামকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে করিতে সহজেই কামচিন্তায় ও কাম-চরিতার্থ করিবার বিবিধ সঙ্কল্পে ভরপুর হইয়া উঠে, তদ্রূপ যাঁহারা জড়বিষয় হইতে মুক্ত হইয়াছেন, যাঁহাদের ভোগের বা জড়ত্যাগের যাবতীয় সঙ্কল্প-বিকল্প বা মনোধর্ম্ম বিদূরিত হইয়াছে, তাঁহারা জড়ভাবনা-পথের পরপারে যে শুদ্ধ-সত্ত্বোজ্জ্বল কেবল-সেবোন্মুখতাময় চিত্তবৃত্তি আছে, তাহাতে রুচির সহিত অপ্রাকৃত কৃষ্ণের বিষয় সদ্গুরুর নিকট হইতে শ্রবণ ও অনুক্ষণ তদনুকীর্ত্তন করিতে করিতে আষ্টকালীয় লীলার স্মরণ করিতে পারেন।

অষ্টকাল-লীলা অষ্টকালে বা অষ্টযামে বিভক্ত হইয়াছে:—(১) নিশান্ত (রাত্রের শেষ ছয় দণ্ড), (২) প্রাতঃকালে (প্রাতে প্রথম ছয় দণ্ড), (৩) পূর্ব্বাহ্ণ (ছয়দণ্ড বেলা হইতে দ্বিপ্রহর দিবস পর্য্যন্ত), (৪) মধ্যাহ্ন (দ্বিপ্রহর দিবস হইতে সাড়ে তিন প্রহর পর্য্যন্ত), (৫) অপরাহ্ণ (সাড়ে তিন প্রহর দিবস হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত) (৬) সায়ং (সন্ধ্যার পর ছয়দণ্ড), (৭) প্রদোষ (ছয়দণ্ড রাত্রি হইতে মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত) ও (৮) রাত্রি (মধ্যরাত্র হইতে সাড়ে তিন প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত)। মধ্যাহ্নলীলা ও রাত্রিলীলা ছয় ছয় মুহূর্ত্ত; অন্য সকল লীলাই তিন তিন মুহূর্ত্ত। দুই দণ্ডে এক মুহূর্ত্ত।

সাত্বত পঞ্চরাত্রের অন্তম 'সনৎকুমার-সংহিতা' ও 'পদ্মপুরাণ, প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত এই অষ্টকালীয় লীলার কথা অনর্থমুক্ত অধিকারিগণ শ্রীগুরুর আদেশ-ক্রমে শ্রীগুরুমুখে শ্রবণ করিতে পারেন। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু অষ্টকালীয় লীলাসম্বন্ধে যে কএকটি শ্লোক গ্রথিত করিয়াছেন; তাহা অবলম্বন করিয়াই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ত্রয়োবিংশতি সর্গবিশিষ্ট 'শ্রীগোবিন্দলীলামৃত' নামক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। এই অষ্টকালীয় লীলা অতীব দুরবগাহ। ইহা কাম-ক্রোধাদির বশীভূত সাহিত্যিক কবি বা বিষয়ী ব্যক্তি দূরে থাকুক, অতীব নির্ম্মল-চরিত্র তপস্বী-জ্ঞানী প্রভৃতিরও অনধিগম্য।

গোবিন্দলীলামৃত ১ম সর্গ ৩য় শ্লোক:—"শ্রীরাধার প্রাণবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্মের প্রেমসেবা—যাহা ব্রহ্মা, শিব, অনন্ত-প্রমুখ মহাপুরুষগণের অজ্ঞেয়, যাহা ব্রজের রাগাত্মিক ও তদনুগজনের গাঢ় লালসা-দ্বারাই একমাত্র লভ্য, অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের যে অপ্রাকৃত মানসী সেবা দ্বারা সেই প্রেমসেবা লাভ করা যায়, যে মানসী সেবা শ্রীগুরুর আনুগত্যে ভাবনার পথ অতিক্রান্ত শুদ্ধ-চেতনের ভূমিকায় কীর্ত্তনমুখে অকৃত্রিমভাবে স্মৃতিপথে উদিত হয়, রাগমার্গের পথিকগণের দ্বারা অনুক্ষণ পরিভাবিত সেই নিত্য কৃষ্ণচরিত্র অর্থাৎ প্রাত্যহিক লীলাকে এখন বিশেষভাবে কীর্ত্তন করিবার জন্য নমস্কার করিতেছি।" এই উক্তি হইতে দেখা যায়, এই অষ্টকালীয় লীলা কি দুরবগাহ বস্তু। অন্যাভিলাষরত, বিষয়বাসনায় সর্ব্বদা ক্লিষ্ট, কামক্রোধাদি-দ্বারা অভিভূত, নানা জড়ীয় সংকল্প-বিকল্পের দ্বারা প্রতিহত ব্যক্তিগণের পক্ষে ত' দূরের কথা স্বয়ং অনন্তদেব, শিব, এমন কি ব্রহ্মাপ্রমুখ মহাপুরুষগণের পক্ষেও এই লীলা দুরধিগম্য।

যাঁহারা রাগাত্মিকজনের অনুগ বলিয়া কৃত্রিম অভিমান প্রদর্শন পূর্ব্বক অন্তরে নানাপ্রকার ভোগ ও ত্যাগ বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত, নানা অনর্থে অভিভূত, তাঁহাদের পক্ষে অষ্টকালীয় লীলা কৃত্রিমভাবে স্মরণ-মনন করিবার অভিনয় ভক্তিদেবীর চরণে অপরাধের যে কতদূর ফল এবং জগজ্জঞ্জালের আদর্শ; তাহা আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সুধীগণের বিচার্য্য। যাঁহারা এইরূপ গুহ্যতম বস্তুকে—গুহ্যতম ভজনকথাকে যথাতথা যেভাবে সেভাবে ছড়াইবার বা অনুশীলনের নামে ভোগ করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারাই প্রাকৃত-সহজিয়া। কোন দিনই তাঁহাদের কৃষ্ণলীলায় প্রবেশ-লাভ হইবে না। মধুমক্ষিকা যেরূপ স্বচ্ছ কাচভাণ্ডোপরি বসিয়াই ভিতরের 'মধুর সংস্পর্শ পাইয়াছে', কল্পনা করে, কৃত্রিম লীলাস্মরণপথের পথিকগণও সেইরূপ আপনিই আপনাকে 'রসে ডগমগ' মনে করিয়া প্রকৃত কৃষ্ণলীলা-রস হইতে চিরতরে বঞ্চিত থাকে। তাহাদের মৌখিক 'তৃণাদপি সুনীচতা' 'রাধারানীর (?) কৃপা যাচ্ঞা

প্রভৃতির অভিনয় কেবল সম্ভোগময়ী চিত্তবৃত্তি হইতে উত্থিত বিকার বিশেষ, তাহা প্রচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠাশাময়ী কপটতা, ভক্তিপথের চির-অর্গলস্বরূপ।

একশ্রেণীর প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় নৈশলীলা হইতে অষ্টকালীয় লীলা-কীর্ত্তন-স্মরণ আরম্ভ করিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় শ্রীরূপের বিচার অনুসরণ করিয়া নিশান্তলীলা হইতেই অষ্টকালীয়-লীলার সেবা আরম্ভ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর অষ্টকালীয় লীলা-বিষয়ক শ্লোকাবলীর সংক্ষেপ করিয়া একটি শ্লোকে অষ্টকালের কোন্ কোন্ সময় কোন্ কোন্ লীলা অনুস্মৃত হইয়া থাকে, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহাতেও নিশান্ত বা কুঞ্জভঙ্গ-লীলা হইতে নিত্যলীলার সেবানুশীলন করিবার কথা আছে। যথা:—যিনি নিশান্তে অর্থাৎ রাত্রি-শেষে প্রেয়সীগণের সহিত কুঞ্জ হইতে গোষ্ঠে অর্থাৎ নন্দগ্রামস্থ নিজগৃহে প্রবেশ করেন, যিনি প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে গোদোহন ও ভোজনাদি লীলা করেন, যিনি পূর্ব্বাহ্নে গোচারণ ও সখাগণের সহিত বিহার করেন, যিনি মধ্যাহ্ন ও রাত্রিকালে বনমধ্যে শ্রীরাধার সহিত বিলাস করেন এবং যিনি অপরাহ্ণ-কালে গোষ্ঠে গমন ও প্রদোষে অর্থাৎ রজনীমুখে সুহৃদগণের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে রক্ষা করুন।

শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের প্রথম সর্গে (১) নিশান্তলীলা, দ্বিতীয় হইতে চতুর্থ সর্গ পর্য্যন্ত (২) প্রাতর্লীলা, পঞ্চম হইতে সপ্তম সর্গ পর্য্যন্ত (৩) পূর্ব্বাহ্ণলীলা, অষ্টম হইতে অষ্টাদশ সর্গ পর্য্যন্ত (৪) মধ্যাহ্ন লীলা; ঊনবিংশ সর্গে (৫) অপরাহ্ণলীলা, বিংশ সর্গে (৬) সায়ংলীলা, একবিংশ সর্গে (৭) প্রদোষলীলা এবং দ্বাবিংশতি ও ত্রয়োবিংশতি সর্গে (৮) রাত্রিলীলা বর্ণিত হইয়াছে। এই অষ্টকালীয় লীলার প্রত্যেক লীলাতেই শ্রীরাধার অনুচরীগণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলনচেষ্টা বর্ণিত হইয়াছে। অষ্টকালীয় লীলায় সখীগণের কৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রীরাধার সহিতই অধিকতর কার্য্য। শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন করাইবার জন্যই তাঁহাদের সর্ব্বতোমুখী চেষ্টা। তাঁহারা শ্রীরাধার সেবায়ই ব্যস্ত। শ্রীরাধার সহায়তা করিয়াই তাঁহারা সুখী। নিজেরা কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইব বা পৃথগ্‌ভাবে কৃষ্ণদর্শন করিব—এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি শ্রীরাধিকার অনুগা গোপীগণের নাই। যখন তাঁহারা নিশান্তে শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গ করিতেছেন, তখনও তদ্দ্বারা শ্রীরাধারই সুখোৎপাদনে চেষ্টান্বিতা। পাছে শ্রীরাধার সহিত গোপনে কৃষ্ণের মিলন-কথা গুরুজন জানিতে পারিয়া শ্রীরাধিকাকে প্রতিরাত্রে কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতে বাধা প্রদান করে, সেইজন্যই তাঁহারা রাত্রি থাকিতে থাকিতেই শ্রীরাধাকে জাগাইয়া দেন।

প্রাতঃকালে শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে গমন করেন, সখীগণও শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার জন্য শ্রীরাধাকে সজ্জিত করিয়া দেন এবং গোষ্ঠ হইতে শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিয়া যাহা যাহা ভোজন করিবেন, সেই ভোজ্যদ্রব্য রন্ধনের জন্য শ্রীরাধা যশোমতীর অনুরোধে শ্রীরাধার সখীগণের দ্বারাই নন্দগৃহে আনীত হন। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলন সংঘটিত হইবে জানিয়াই সখীগণ দূতির কার্য্য ও নানাবিধ সহায়তা করিয়া থাকেন। শ্রীরাধার প্রতি দুর্ব্বাসার বরের ব্যাজে ও নানাছলে কুটিলস্বভাবা জটিলাকে ভুলাইয়া কুন্দলতার শ্রীরাধিকাকে নন্দগৃহে লইয়া আসা প্রভৃতি ব্যাপার ও ললিতা বিশাখা প্রভৃতি সখীগণের শ্রীরাধার পাককার্য্যে নানাপ্রকার সহায়তা শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলনেরই বিবিধ চেষ্টা মাত্র। এইরূপ অষ্টযামের অষ্টলীলা গম্ভীরচিত্তে অনুধাবন করিলে জানা যায়, যিনি শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আরাধিকা, তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসেবায় সহায়তা করিবার জন্যই সখীগণের একমাত্র চেষ্টা। ইহাই ভক্তিরাজ্যের বিচার। যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবক, তাঁহার সর্ব্বতোমুখী সেবা করাই ভক্তির পথ।

শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলাসমূহ কবিকল্পনা বা আরোপিত চিন্তাবিশেষ নহে। এই কথাটি আধ্যক্ষিক সাহিত্যিক সম্প্রদায় জড়-কামক্রোধে আচ্ছন্ন হইয়া অনেক সময়ই বুঝিতে পারেন না। ঔপন্যাসিকের কল্পনা বা কবির স্বপ্নরাজ্যের চিন্তার মত তাঁহারা যেন অষ্টকালীয় লীলাকে মনে না করেন; এই জন্যই ভজনবিজ্ঞগণ এই লীলা-

কথায় যে প্রাকৃত ব্যক্তিগণের প্রবেশ-অধিকার নাই, তাহা জানাইয়াছেন এবং কেশ-শেষাদির অনধিগম্যা এই অপ্রাকৃত লীলা যাহাতে প্রাকৃত চিন্তাচ্ছন্ন ব্যক্তিগণের নিকট কোন প্রকারে প্রকাশিত না হয়, এরূপ শপথ দিয়াছেন। "আপন ভজন-কথা, না কহিবে যথা তথা।"

অষ্টকালীয় লীলা স্মরণানুশীলন একমাত্র রুচিভূমিকায় জাতমধুররতি ব্যক্তিগণের দ্বারা **শুদ্ধনাম-সংকীর্ত্তন-মুখেই** সাধিত হইতে পারে। নিরপরাধে যথেষ্ট নামশ্রবণ ও তদনুকীর্ত্তন করিতে করিতে অকৃত্রিমভাবে যে সহজ স্মরণ হয় অর্থাৎ শ্রীনামই যখন **নাম-নাম, নাম-রূপ, নাম-গুণ, নাম-পরিকর ও নাম-লীলা** প্রকাশ করিয়া আপনাকে সম্প্রকাশিত করেন, তখনই স্মরণ সম্ভব হয়। শ্রবণ ব্যতীত কীর্ত্তন সম্ভব নহে, আবার কীর্ত্তন ব্যতীতও স্মরণ সম্ভব নহে। শ্রবণই কীর্ত্তনরূপে প্রকাশিত, কীর্ত্তনই স্মরণরূপে প্রকটিত; আগে স্মরণ, পরে কীর্ত্তন বা শ্রবণ নহে। আগে শ্রবণ, তৎপরে কীর্ত্তন এবং কীর্ত্তনমুখেই স্মরণ। **'শ্রবণ' পরিত্যাগ করিয়া কীর্ত্তনের অনুশীলন হয় না, কীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়াও স্মরণের অনুশীলন হয় না।** যিনি শ্রবণ করেন, তিনি কীর্ত্তন না করিয়া থাকিতে পারেন না, আবার যিনি কীর্ত্তন করেন, তাঁহার সহজেই কীর্ত্তিত বিষয়ের স্মরণ হয়। আবার যে সকল ব্যক্তি প্রথমেই রূপ-গুণ-লীলার শ্রবণকেই 'শ্রবণ' মনে করেন, সেই সকল প্রাকৃত-সাহজিক চিত্ত-বৃত্তি-যুক্ত ব্যক্তিগণ কোন দিনই অপ্রাকৃত অষ্টকালীয় লীলাস্মরণে অধিকার লাভ করিতে পারেন না। ভজনবিজ্ঞ সদ্গুরু কখনও প্রথমেই মাটিয়াবুদ্ধিতে রূপ-গুণ-লীলা স্মরণ করাইবার আদর্শ প্রদর্শন করেন না। শ্রীনাম শ্রবণ পরিত্যাগ করিয়া পৃথগ্‌ভাবে রূপ-গুণ-লীলা শ্রবণ বা কীর্ত্তন অষ্টকালীয় লীলা-স্মরণানুশীলনের প্রণালী নহে। সদ্গুরুপাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া অনুক্ষণ অপরাধশূন্য নামশ্রবণ ও নামকীর্ত্তন করিতে করিতে অকপট-রুচির সহিত কীর্ত্তিত বিষয়ের যে স্মরণ, তাহাই ক্রমে নাম-নাম শ্রবণ, নাম-রূপ শ্রবণ, নাম-গুণ শ্রবণ, নাম-পরিকর শ্রবণ; নাম-লীলা শ্রবণ; তাহা আবার নাম-নামকীর্ত্তন, নাম-রূপ কীর্ত্তন, নাম-গুণ কীর্ত্তন, নাম-পরিকর কীর্ত্তন ও নাম-লীলা কীর্ত্তন; তাহা হইতে কীর্ত্তনমুখে নাম-নাম স্মরণ, নাম-রূপ স্মরণ, নাম-গুণ স্মরণ, নাম-পরিকর ও স্মরণ, নাম-লীলা স্মরণরূপে পরিস্ফুট হয়। অতএব যেন অষ্টকাল-লীলা-স্মরণের কৃত্রিম অনুকরণ করিবার অভিনয় প্রদর্শন করিয়া প্রকৃত ভজন-পথ হইতে বিচ্যুত না হই। **নামসংকীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া স্মরণের অভিনয় করিলে নামীর সঙ্গলাভ দুর্ঘট হইবে।**

অষ্টকাল-লীলা সম্বন্ধে শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু যে একাদশটি শ্লোক গ্রথিত করিয়াছেন, তাঁহা অনুসরণ করিয়া শ্রীরূপানুগবর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু 'গোবিন্দলীলামৃত'; শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর 'সংকল্প-কল্পদ্রুম' ও 'শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ঐ সমস্ত গ্রন্থই সংস্কৃত শ্লোকে রচিত। বঙ্গভাষায় লিখিত 'একান্নপদ' ও শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের নামে প্রচারিত বিবিধ পদ দৃষ্ট হয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পূর্ব্ব মহাজনগণের বিভিন্ন পদ যথাক্রমে সংগ্রহ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টককে অষ্টকালীয় লীলার সহিত সুগুম্ফিত করিয়া 'ভজন-রহস্য' নামক গ্রন্থ ও বঙ্গভাষায় তাহার পদ্যানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীল রূপপ্রভুর 'ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর'—"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া। ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥ অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি। সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥" শ্লোক-কথিত (১) শ্রদ্ধা (২) সাধুসঙ্গে অনর্থ-নিবৃত্তি, (৩) নিষ্ঠার সহিত ভজন-ক্রিয়া, (৪) রুচি, (৫) আসক্তি, (৬) ভাব, (৭) প্রেম-বিপ্রলম্ভ ও (৮) প্রেমভজন-সম্ভোগ এই আটটি ভজনক্রমকে যথাক্রমে অষ্টযামের অষ্টলীলা-কীর্ত্তন-স্মরণানুশীলনের সহিত সংযোজিত করিয়াছেন। শিক্ষাষ্টকের শ্লোকাষ্টক যামাষ্টকের সাধনের সহিত ঐক্যতান প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের মধ্যে অষ্টকালীয় লীলাকে সুস্পষ্ট করিয়া চিদ্বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রদর্শন করায়

শ্রীরূপানুগবর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্' এই গৌরবাণীরই অনুসরণ করিয়াছেন অর্থাৎ শ্রীনামসংকীর্ত্তনমুখেই অষ্টকালীয় লীলার স্মরণানুশীলন সম্ভব, ইহা জানাইয়াছেন।

শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, অকৃত্রিম নিষ্ঠা, স্বাভাবিকী রুচি, কৃষ্ণাসক্তি উদিত না হইলে মাটিয়া-বুদ্ধি লইয়া কৃত্রিমভাবে লীলা-স্মরণ ও ভাবভক্তিতে অবস্থানের অভিনয় শ্রীরূপের শিক্ষায় সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জিত হইয়াছে। এই জন্যই আত্মমঙ্গলাভিলাষীর সর্ব্বাগ্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'শিক্ষাষ্টক' শ্রীরূপের 'উপদেশামৃত' বা ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর সার-সমবেত "সাধনপথ" শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট শ্রবণ ও অনুশীলন করা কর্ত্তব্য। "গাছে না উঠিতেই এক কান্দি"—এই নীতির অনুসরণ করিয়া ভজনের অভিনয়ের নামে যেন 'ফাজলামি' করিয়া ভজন-পথ হইতে আমরা চির বঞ্চিত না হই।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের একটি উপদেশে জানা যায়,—"সাধন-স্মরণ-লীলা, তাহাতে না কর হেলা।" কৃষ্ণ-বিস্মৃত জীবের কৃষ্ণস্মরণ ব্যতীত মঙ্গলের আর উপায় নাই। ভাঃ ১২।১২।৫৫ শ্লোকে—"শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলের অনুক্ষণ স্মৃতি জীবের যাবতীয় অভদ্র অর্থাৎ অমঙ্গল বিনষ্ট করিয়া অশেষ কল্যাণ বিস্তার করে। তাঁহার চরণ-স্মরণে অন্তঃকরণ-শুদ্ধি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিরাগ-যুক্ত প্রেমলক্ষণা ভক্তি লাভ হয়।" কৃষ্ণস্মৃতি যখন বৈধ অনুশাসন পরিত্যাগ করিয়া স্বাভাবিক রুচি বা লৌল্য ও আসক্তি হইতে অকৃত্রিম স্থায়ী ভাবভক্তিতে প্রকাশিত হয় এবং যখন সেই ভাবভক্তি কেবল মধুর রতিকেই সর্ব্বতোভাবে বরণ করে, তখন যে কৃষ্ণস্মৃতি, তাহাই সর্ব্ববিধ কৃষ্ণস্মৃতির পরাকাষ্ঠা। অষ্টকালীয় লীলাস্মরণ-পদ্ধতিতে জাতমধুররতি ভক্তগণেরই কীর্ত্তনমুখে স্মরণের ভজনপ্রণালী বিবৃত হইয়াছে। ইহাই সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত পরিনির্ম্মল চেতনের সর্ব্বোচ্চ সাধ্য।

অষ্টকালীয় লীলাস্মরণে আর একটি বিষয় বিশেষ জ্ঞাতব্য। 'কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজ-সমীহিতম্। তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা॥ সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি। তদ্ভাব-লিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥ ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব বিঃ ২।১৫০-১৫১।

বাহ্য, অভ্যন্তর,—ইহার দুই ত' সাধন। 'বাহ্যে' সাধক-দেহে করে শ্রবণ-কীর্ত্তন॥ 'মনে' নিজ-সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন। রাত্রি-দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥ নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত' লাগিয়া। নিরন্তর সেবা করে, অন্তর্ম্মনা হৈঞা ॥ চৈঃ চঃ মধ্য ২২।১৫২-৫৩ ও ১৫৫)॥ অনেকে উক্ত বিষয়টি অবধারণ করিতে না পারিয়া মানসী সেবাকে মনোধর্ম্ম বা মনঃকল্পনার সহিত একাকার করিয়া ফেলেন। অপ্রাকৃত মানসী সেবা মনঃকল্পনা বা মনোধর্ম্ম নহে। মনোধর্ম্মগত কৌতূহলও লৌল্য-পদবাচ্য নহে, উহা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ মাত্র। মনোধর্ম্মে 'সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্। হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং' সাধিত হয় না। সেখানে সাধকাভিমানীই জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে কার্য্যতঃ হৃষীক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের ঈশ অর্থাৎ অধিপতি সাজিয়া কল্পনা প্রভাবে লীলা-স্মরণের নামে কৃষ্ণভোগের চেষ্টা করিয়া থাকে। হরিভোগ—হরিসেবা নহে। মনোধর্ম্মও মানসীসেবা নহে। ইহা বিশেষভাবে উপদিষ্ট না হইলে মনঃকল্পনা বা ইন্দ্রিয়ভোগকেই দুষ্ট মন মানসীসেবা বলিয়া বঞ্চনা করিবার চেষ্টা করে।

অষ্টকালীয় লীলায় মাধ্যাহ্নিক-লীলায় সূর্য্যপূজার বৈশিষ্ট্যের কথা বলিয়াছেন,—গোবিন্দলীলামৃত ৮ম সর্গ ৬৮ শ্লোকে—"অনন্তর কৃশাঙ্গী "শ্রীরাধা ভক্তিভরে সূর্য্যদেবকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে এই বর প্রার্থনা করিলেন,—"নির্ব্বিঘ্নে যেন আমার গোবিন্দপদারবিন্দের সঙ্গলাভ হয়। আপনি এই কৃপা করুন"। ধর্ম্মকামিগণ সূর্য্যের উপাসনা করিয়া থাকেন। যিনি বেদধর্ম্ম, লোকধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম, কর্ম্ম, আর্য্যপথ প্রভৃতি স্বধর্ম্ম জলাঞ্জলি দিয়া ব্রজরাজ-নন্দনের অপ্রাকৃত কাম-সাগরে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, সেই বৃষভানুনন্দিনী জটিলা, অভিমন্যু প্রভৃতি আর্য্যজনকে বঞ্চনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার জন্য সূর্য্যপূজার ছল প্রদর্শন করিলেন। যেন তিনি লোকধর্ম্মে কতদূর নিষ্ঠাবতী! বস্তুত সূর্য্যও যাঁহার আজ্ঞায় জগচ্চক্র বিধান করিয়া থাকেন, লোকধার্ম্মিকগণকে বঞ্চনা করিয়া সেই গোবিন্দদেবের পদারবিন্দের সঙ্গমই তাঁহার কামনার বিষয়।

পঞ্চোপাসকগণ গণেশ, সূর্য্য, শিবা, শিব ও কর্ম্মফল বাধ্য (!) বিষ্ণুর উপাসনা করিয়া অর্থ-সিদ্ধি, ধর্ম্ম-সিদ্ধি, কামনা-সিদ্ধি, মোক্ষ-সিদ্ধি প্রভৃতি লাভের চেষ্টা করেন। কুন্দলতা শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার সহিত মিলন করাইবার জন্য সেই পঞ্চোপাসনারই পরামর্থ দিলেন। শ্রীকৃষ্ণের কাম-পরিতৃপ্তিই এই পঞ্চোপাসনার উদ্দেশ্য ; কারণ পঞ্চোপাসক যে যে উদ্দেশ্যে পঞ্চদেবতার উপাসনা করিয়া থাকেন, তদ্দ্বারা বাহিরে উপাসনাব ছলনা থাকিলেও বস্তুতঃ পঞ্চদেবতাকে আজ্ঞাবাহক (order-supplier) সেবকেই পরিণত করা হয়। বিষ্ণুতত্ত্ব কখনও বশ্যতত্ত্বে পরিণত হন্ না, তাই পঞ্চোপাসকের বিষ্ণুপূজা বস্তুতঃ গণেশ, শিব-শিবার পুজারই অন্যতম হইয়া পড়ে। জীব গণেশাদি কৃষ্ণশক্তিদ্বারা নিজের কাম পরিতৃপ্তি করাইয়া লইতে চাইলে বস্তুতঃ ঐ সকল দেবতারই কপট কৃপা বা মায়ায় মুগ্ধ হইয়া পড়ে। কেন-না তত্ত্বতঃ ঐ সকল দেবতা কৃষ্ণেরই সেবক ও আজ্ঞাবাহক—কৃষ্ণেরই কাম-সরবরাহকারী। তাই কৃষ্ণ কুন্দলতার পরামর্শে পঞ্চদেবতার উপাসনার ছলনায় তাঁহাদের দ্বারা নিজ কামাগ্নির ইন্ধন সংগ্রহার্থ প্রস্তুত হইলেন। স্বাংশ বিষ্ণুতত্ত্ব এবং প্রকাশ-বিগ্রহগণও স্বয়ংরূপের বিবিধ সেবা বা কাম পরিতৃপ্তি করিয়া থাকেন, কিন্তু জীব বিষ্ণুতত্ত্বের দ্বারা সেবা করাইয়া লইতে পারে না।

কুন্দলতার শ্রীকৃষ্ণকে রাধার নব অঙ্গে নবগ্রহের পুজার পরামর্শ বা শ্রীরাধাকর্ত্তৃক কৃষ্ণকে অষ্ট দিক্‌পালের পুজার পরামর্শ প্রদান করিয়া নিজস্ব অষ্টসখীকে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা সম্ভোগ করাইবার চেষ্টা। (গোবিন্দলীলামৃত ৯ম সর্গ ৯১-৯৮) প্রভৃতি সকলই কৃষ্ণ-কন্দর্প-যজ্ঞোৎসব-বিধানের প্রয়াস, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকারে, সর্ব্বতোভাবে, সর্ব্বেন্দ্রিয়ে অপ্রাকৃত মদন-মোহন কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি-বাঞ্ছারূপ প্রেমাই ইঁহাদের কাম্য।

মধুররতিতে আশ্রয়বিগ্রহগণের মধ্যে 'সখী' ও 'মঞ্জরী' দুইটি শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। মঞ্জরীগণ সখীর দাসী বা অনুগতা অভিমান করেন। কেহ কেহ সখীত্ব অপেক্ষা শ্রীরাধিকার দাস্যই অধিকতর শ্লাঘ্য বিচার করিয়া থাকেন। যথা—শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু 'বিলাপকুসুমাঞ্জলী'তে—"শ্রীরাধার পাদপদ্মেরদাস্য ব্যতীত কখনও সখীত্বাদি প্রার্থনা করি না। সখীত্বের প্রতি নমস্কার থাকুক, দাস্যের প্রতি অনুরাগ হউক।" মঞ্জরীগণ সখী তাঁহার মঞ্জরী, কখনও বলেন না যে 'আমি সখী' কখনও নিজে কৃষ্ণসেবা করিতে ধাবিত হন না। সখীর অনুগত্যে বার্ষভানবীর সেবাই কৃষ্ণ-সেবার প্রকৃষ্ট প্রকার।

স্বরূপ সিদ্ধি ও বস্তুসিদ্ধি-নামে দুইটি কথা শুনিতে পাওয়া যায়। সূক্ষ্ম শরীর বা জড়ীয় বাসনকোষ হইতে মুক্ত না হইলে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। এই সূক্ষ্ম শরীরের পতন বা জড়ীয়-বাসনা-নির্ম্মুক্তির নামই 'স্বরূপ-সিদ্ধি'। এই স্বরূপসিদ্ধি লাভের পর যখন ভজন করিতে করিতে এই জগৎ হইতে উৎক্রান্ত দশা লাভ হয়, অর্থাৎ যখন এই শরীরের পতন হয়, তখনই তাহা 'বস্তুসিদ্ধি'। দশার পর আর জন্মগ্রহণ করিব না, যদি কাহারও এইরূপ অভিলাষ হয়, তাহা হইলে তিনি মহাপ্রভুর এই শ্লোক অনুশীলন করেন,—"নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য। সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ হা হন্ত হন্তবিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু"। সংসার হইতে অবসর পাইয়া কি করিতে হইবে, তাহারই উত্তরে বলা হইয়াছে—"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্ রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা। শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমার্থোমহান্। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥ এখানে 'আরাধ্য' শব্দের দ্বারা 'অনয়ারাধিতো নূনং' শ্লোকের প্রতিপাদ্য শ্রীরাধার সহিত ব্রজেন্দ্র-নন্দনের উপাসনাই ব্রজবধূবর্গের আনুগত্যে সংসারমুক্ত পুরুষগণের ভজন, এবং শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয় ও শ্রীমন্মহা-প্রভুর সিদ্ধান্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সম্পূর্ণভাবে সকল কথার সমাধান করিতে পারেন তিনি, যিনি সকল বস্তুর মালিক—স্বয়ংরূপ। তাই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যখন ঔদার্য্যময়ী লীলা প্রকাশ করিয়া রাধা-ব্রজেশতনয়-মিলিত-তনুরূপে জগতে আবির্ভূত হ'ন, তখনই পরমমুক্ত পুরুষগণের ভজন-রহস্য জগতে প্রকাশিত হ'তে পারে। শ্রীমদ্ভাগবত বেদের পরিপক্ক ফল। বেদের ডাঁশাফল, খোসা প্রভৃতি Archceology, Zoology, Botany, Chemistry প্রভৃতি রূপে বৈজ্ঞানিকগণের গবেষণার বিষয় হইয়াছে। যাহারা বেদের ঐ সকল খোসার আবরণে পরিপক্ক ফলকে আবৃত বা আচ্ছন্ন করিতে চাহে, তাহাদের পরিপক্ক-ফলের স্পর্শ লাভই হয় না—আস্বাদন ত' দূরের কথা।

বৈকুণ্ঠে শক্তিমান্ শক্তিমত্তত্ত্বের উপর প্রভুত্ব করেন, আর মথুরায় শক্তিতত্ত্ব শক্তিমত্তত্ত্বের উপর প্রভুত্ব করিয়া থাকেন। সান্ত-পদার্থ দিয়া অপ্রাকৃতকে মপিতে গেলে মাঝে একটা অনন্তের ব্যবধান থাকিয়া যায়। দেহ ও মনকে "আমি ও আমার" মধ্যে incorporate করা অত্যন্ত নির্ব্বুদ্ধিতা। যিনি সর্ব্বক্ষণ হরিভজন করেন, তাঁহার মুখে যদি হরিকথা-কীর্ত্তন শুনি, তাহা হইলে নিদ্রিত অবস্থায়ও হরিকীর্ত্তন করিতে পারিব—সর্ব্বেন্দ্রিয়ে হরিকীর্ত্তন হইবে। অপর লোক শুনিতে না পারিলেও আমার কীর্ত্তন হইতে থাকিবে। পরমাত্মাই একমাত্র ভোগী। পরমাত্মার ভোক্তৃত্ব ধর্ম্ম জীবে অণুপরিমাণে আছে বলিয়া জীব পরমাত্মাকে ভোগ করিতে পারে না—অণুর মধ্যে বিভুকে পুরিতে পারা যায় না। ওথেলো ডেসডিমোনা, লয়লা-মজনু, সেখ-সাদি প্রভৃতির রস বিকৃত রস, রস সেখানে তাড়ি হইয়া গিয়াছে। চেতনে যদি শতকরা শত পরিমাণ প্রীতিময়ী সেবাবৃত্তি প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে সেই আত্মা কৃষ্ণভজন ছাড়া আর কিছুই করিতে পারে না।

গৌরাঙ্গৈকগতি না হওয়া পর্য্যন্ত মনুষ্য কৃষ্ণকে বুঝিতে পারিবে না। "কৃষ্ণের চরণাশ্রয় করিতে হইলে গৌর-সুন্দরের চরণাশ্রয় করিতে হইবে, গৌরসুন্দরের চরণাশ্রয় করিতে হইলে নিত্যানন্দ প্রভুর পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হইবে। ছয় গোস্বামীর পদাশ্রয় করিলে নিত্যানন্দপ্রভুকে ভাল করিয়া বুঝা যাইবে;" তবে হরিকীর্ত্তন হইবে। নিরপরাধে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনেরই সর্ব্বোৎকর্ষ বিচার। নাম-কীর্ত্তন প্রভাবেই স্মরণ সম্ভব হয়। পূর্ণপ্রস্ফুটিত নামই অষ্টকালীয় নিত্যলীলা। নাম-কীর্ত্তনমুখে স্মরণ না হইলে নামীরসাক্ষাৎকার ও সেবা লাভ হয় না। নামাপরাধ-কীর্ত্তনও নামকীর্ত্তন এক নহে। নামরূপ কলিকা স্বল্পস্ফুট হইতে হইতেই কৃষ্ণাদি চিন্ময়রূপ বিকশিত হ'ন, পুষ্পের সৌরভের ন্যায় স্ফুটিত কলিকায় কৃষ্ণের চতুঃষষ্টি গুণসৌরভ অনুভূত হয়। নাম-কুসুমপূর্ণ প্রস্ফুটিত হইলে কৃষ্ণের অষ্টকালীয় চিন্ময়ী নিত্যলীলা প্রকৃতির অতীত হইয়াও জগতেউদিতা হন।

"আমরা এতদিন সকলের নিকট লীলাগান কীর্ত্তন প্রকাশ করি নাই। কেন না, ইহা আমাদের অত্যন্ত গুপ্ত সম্পত্তি। ইহাই আমাদের একমাত্র সাধ্য। কিছু পাছে ভুল হয় যে, অনর্থ-নিবৃত্তিই বুঝি প্রয়োজন, অর্থ-প্রবৃত্তির মধ্যে কোন দিনই প্রবেশ করিতে হইবে না; এই জন্য অষ্টকালীয় লীলা-কীর্ত্তন আরম্ভ করাইয়া দিয়াছি। আপনাদের এখনও সে কীর্ত্তন শুনিবার মত অবস্থা হয় নাই, আমি ইহা জানি। কিন্তু জানিয়া রাখুন, ভজনরাজ্যে আপনাদের এরূপ একটি বাস্তব অপ্রাকৃত আদর্শ আছে; যাহার জন্য অনর্থ-নিবৃত্তির প্রয়োজন। অনর্থ নিবৃত্তির পরে অর্থ প্রবৃত্তি অর্থাৎ চিল্লীলা-মিথুনের সেবার যে অপ্রাকৃত বাস্তব রাজ্য আছে, তাহ জানা না থাকিলে হয় ত নির্ব্বিশেষবাদেই সকল চেষ্টা পর্য্যবসিত হইতে পারে। যাঁহারা পনর বিশ বৎসর যাবৎ হরিনাম করিতেছেন, তাঁহারাই এই সকল কথা শুনিয়া রাখুন, প্রাথমিক শিক্ষানবীশগণের এ সকল কীর্ত্তন শুনিবার আবশ্যক নাই।" তাঁহারা এক বুঝিতে আর এক বুঝিবেন। ইহা সেবোন্মুখ বিশিষ্ট শ্রোতৃবর্গের জন্য, সকলের জন্য নহে। "আপন ভজন-কথা; না কহিবে যথা তথা" আমাদের পূর্ব্বগুরুর এই আদেশকে অমান্য করিলে ভজনরাজ্য হইতে চিরপতিত হইতে হইবে।" (শ্রীল প্রভুপাদ গৌঃ ১৩)

প্রাচীন মহাজনগণ শ্রীগৌরসুন্দরের এইরূপ অষ্টকালীন লীলাস্মরণের কথা উপদেশ করিয়াছেন—(১) নিশান্তে অর্থাৎ প্রথমযামে বা রাত্রির শেষ ছয় দণ্ডে গৌরচন্দ্রের নিজগৃহে শয়ন-চিন্তা করিবে। (২) প্রাতঃকালে অর্থাৎ দ্বিতীয় যামে বা সূর্যোদয় হইতে ছয়দণ্ডকাল পর্যন্ত পর্য্যন্ত হইতে উত্থান, পরমানন্দে নিজগণ সহিত সুবাসিত জলে মুখপ্রক্ষালন, তৈলমর্দ্দন, স্নান, ভোজনাদি স্মরণ করিবে। (৩) পূর্ব্বাহ্নে অর্থাৎ তৃতীয় যামে বা ছয়দণ্ড বেলা হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত ভক্তগৃহে গমনার্থ অতি উৎসুক শ্রীগৌরসুন্দরের চিন্তা করিবে। (৪) মধ্যাহ্নে অর্থাৎ চতুর্থ যামে বা দ্বিপ্রহরের পর দেড় প্রহরকাল গঙ্গাতীরে শ্রীগৌরসুন্দরের অতীত আশ্চর্য্য কেলি চিন্তা করিবে। (৫) অপরাহ্নে অর্থাৎ পঞ্চম যামে বা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নানা কৌতুকপূর্ণ নবদ্বীপনগরে ভ্রমণ স্মরণ করিবে। (৬) সায়াহ্নে অর্থাৎ ষষ্ঠযামে বা সন্ধ্যার পর ছয় দণ্ড কাল নিজ মন্দিরে শ্রীগৌরসুন্দরের সুন্দর ও মধুর প্রত্যাবর্ত্তন চিন্তা করিবে। (৭) প্রদোষে বা সপ্তম যামে বা মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত শ্রীবাসগৃহে প্রিয়জন-পরিবেষ্টিত মহাপ্রভুর স্মরণ করিবে। (৮) নিশায় অর্থাৎ অষ্টম যামে বা মধ্যরাত্র হইতে দেড় প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত নিজ রসানন্দে পরিপূর্ণ শ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্কীর্ত্তনোৎসব চিন্তা করিবে। (ভঃরঃচঃ)

অষ্টকাল-লীলা সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত শ্রীভজন রহস্য আলোচ্য।

ত্রয়োদশ দ্যুতি

লীলাপ্রবেশ-বিচার

ভক্তগণ এখন ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন—আর কোন কথা ভাল লাগে না। একদিন তাঁহারা সজলনেত্রে প্রভুর পদে গিয়া পড়িলেন। অন্তরে বহু ভাব উঠিতেছে বাহে কিছু প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না। দীনভাবে কেবল অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতেছেন। তাঁহাদের ভাব দেখিয়া শ্রীগুরুদেব বলিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণলীলায় প্রবেশোপায় অবলম্বন কর। তাহার উপায় শ্রীদাসগোস্বামী প্রভু মনঃশিক্ষার দ্বিতীয় শ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন—"ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু ব্রজে রাধাকৃষ্ণ প্রচুরপরিচর্য্যামিহ তনু। শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরম-জস্রং ননু মনঃ॥"—শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার লইয়া দিনপাত না করিয়া শাস্ত্রযুক্তি ত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় লোভ-ক্রমে রাগানুগা-ভক্তি সাধন কর; ব্রজে রাধাকৃষ্ণের প্রচুর পরিচর্য্যা কর; ব্রজরসের ভজন কর। যদি বল ব্রজরস ভজনের উদ্দেশ কে বলিবে? তবে বলি, শুন—বৃন্দাবনের প্রকটান্তর-ধামরূপ শ্রীধাম নবদ্বীপে শচীগর্ভে যিনি উদিত হইয়া-ছিলেন, সেই প্রাণনাথ শচীসুতকে সাক্ষাৎ নন্দীশ্বরপতির পুত্র বলিয়া জান—কৃষ্ণ হইতে কোন ক্রমেই তাঁহাকে তত্ত্বান্তর মনে করিও না। নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া একটী পৃথক্ ভজনলীলা দেখাইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে নবদ্বীপ-নাগর মনে করিয়া ব্রজভজন পরিত্যাগ করিও না। তিনি সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, সুতরাং অর্চ্চনমার্গে যাঁহারা তাঁহার পৃথক্ ধ্যান মন্ত্রাদির আশ্রয় করেন, তাঁহাদিগকেও তাহা হইতে নিরস্ত করিও না; কিন্তু রসমার্গে তিনি শ্রীরাধাবল্লভরূপে একমাত্র ভজনীয় এবং শচীনন্দনরূপে সেই ব্রজরসের একমাত্র গুরুরূপে উদিত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার ভজন কর। অষ্টকালীয় কৃষ্ণ-লীলার উদ্বোধক ভাবস্বরূপ গৌরলীলা সকল লীলার অগ্রেই স্মরণ কর এবং ভজন-গুরুদেবকে ব্রজ-যূথেশ্বরী বা সখী হইতে পৃথক্ মনে করিও না। এইরূপ ভাবে ভজন করিতে পারিলে ব্রজলীলায় প্রবেশ করিবে।

এই কার্য্যে দুইটী বিষয়ের পরিস্ফুতির আবশ্যক—উপাসক-পরিস্ফুতি ও উপাস্য-পরিস্ফুতি। সাধকের রসতত্ত্ব-জ্ঞান হইলে উপাস্য পরিস্ফুতি হয়। উপাসক-পরিস্ফুতি সম্বন্ধে এগারটী ভাব আছে। তাহা জ্ঞাত হইয়া তাহাতে স্থিতির প্রয়োজন। এগারটী ভাব এই—১। সম্বন্ধ, ২। বয়স, ৩। নাম, ৪। রূপ, ৫। যূথ, ৬। বেশ, ৭। আজ্ঞা, ৮। বাস, ৯। সেবা, ১০। পরাকাষ্ঠা-শ্বাস এবং ১১। পাল্যদাসীভাব। সম্বন্ধ-ভাবই প্রাপ্তির ভিত্তিপত্তন। সম্বন্ধ-কালে কৃষ্ণের প্রতি যে ভাব যাঁহার হয়, তদনুরূপই তাঁহার চরম লাভ। কৃষ্ণকে 'প্রভু' বলিয়া সম্বন্ধ করিলে দাস হওয়া যায়; 'সখা' বলিয়া সম্বন্ধ করিলে সখা এবং 'পুত্র' বলিয়া সম্বন্ধ করিলে 'পিতা-মাতা'। 'স্বকীয় পতি' বলিয়া সম্বন্ধ করিলে পুরবনিতা হওয়া যায়। ব্রজে শান্ত নাই; দাস্য সঙ্কুচিত; উপাসকের স্বাভাবিক রুচি অনুসারে সম্বন্ধ-পত্তন হয়। স্ত্রী-স্বভাবে পারকীয় রসে রুচি হইলে ব্রজবনেশ্বরীর অনুগত হওয়া যায়। তাঁহার সম্বন্ধ এই যে, 'আমি শ্রীরাধিকার পরিচারিকা পরিচারিকার, শ্রীরাধা আমার জীবিতেশ্বরী, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার জীবিতেশ্বর; সুতরাং শ্রীরাধাবল্লভই আমার প্রাণেশ্বর।

শ্রীস্বরূপ গোস্বামী প্রভুই এ রসের গুরু। তিনি শুদ্ধ-পরকীয়ভাব শিক্ষা দিয়াছেন—শ্রীজীব গোস্বামী এবং শ্রীরূপ সনাতনেরও সেই মত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কোন অনুচরই শুদ্ধ-পরকীয়ভাব শূন্য ন'ন। শ্রীজীবের নিজের কোন প্রকার স্বকীয় ভজন নাই, তবে তিনি দেখিয়াছিলেন যে, ব্রজেও কতকগুলি উপাসকের স্বকীয়ভাব-গন্ধ ছিল। সমর্থ-রতি যেস্থলে সমঞ্জসা-রতি গন্ধ প্রাপ্ত হয়, সে স্থলে ব্রজের স্বকীয়ভাব। সেই ভাব হইতে যাঁহাদের কৃষ্ণসম্বন্ধ-স্থাপনকালে কিঞ্চিৎ স্বকীয়ত্ব বুদ্ধি ঘটে, তাঁহারাই স্বকীয় উপাসক। শ্রীজীব গোস্বামীর দুই প্রকারই শিষ্য ছিল, অর্থাৎ শুদ্ধপরকীয়-উপাসক এবং স্বকীয় মিশ্রিতভাবের উপাসক। এই কারণেই তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন রুচি প্রাপ্ত শিষ্য-দিগের প্রতি পৃথক্ পৃথক্ উপদেশ। "স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ" ইত্যাদি লোচনরোচনী-গত তদীয় শ্লোকে সে কথা স্পষ্টরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং বিশুদ্ধ-গৌড়ীয় রূপানুগ-মতে বিশুদ্ধ-পরকীয় ভজনই স্বীকৃত।

বয়স—কৃষ্ণের সহিত যে সম্বন্ধ হয়, তাহাতে একটি অপূর্ব্ব স্বরূপও উদিত হয়—সেই স্বরূপটী ব্রজললনা-স্বরূপ ; সুতরাং তাহাতে সেবার উপযুক্ত বয়সের অবশ্য প্রয়োজন। কৈশোর বয়সই বয়স—দশ বৎসর হইতে ষোল বৎসর পর্য্যন্ত কৈশোর। ইহাকেই বয়ঃসন্ধি বলে। বয়স দশ হইতে সেবোন্নতিক্রমে ষোল বৎসর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে। বাল্য পৌগণ্ড ও বৃদ্ধ বয়স ব্রজললনাদিগের হয় না। তাঁহারা আপনাকে কিশোরী বলিয়া অভিমান করেন।

নাম—ব্রজললনাদিগের বর্ণনাতে সাধকের রুচিগত সেবার অনুরূপ যে রাধিকা—সখীর পরিচারিকা, তাঁহার নামই সাধকের নাম। সাধকের রুচি পরীক্ষা করিয়া শ্রীগুরুদেব যে নাম দিয়াছেন, সেই নামই নিত্য নাম বলিয়া জানিতে হইবে। ব্রজললনাদিগের মধ্যে নামদ্বারা মনোরমা হইবে। এই বিষয় সিদ্ধ, সর্ব্বজ্ঞ শ্রীগুরুদেব শিষ্যের রস ও ভজনরুচি দ্বারা নামকরণ করিবেন। ইহা কল্পনা-প্রসূত কোন ব্যাপার নহে।

রূপ—তুমি যখন রূপযৌবনসম্পন্না কিশোরী, তখন তোমার সিদ্ধরূপ রুচি-অনুসারেই শ্রীগুরুদেব নির্ণয় করিবেন। অচিন্ত্য-চিন্ময়-রূপ-বিশিষ্টা না হইলে শ্রীরাধিকার পরিচারিকা হইতে কেহ পারেন না।

যূথ—শ্রীমতী রাধিকাই যূথেশ্বরী ; শ্রীরাধিকার অষ্টসখীর মধ্যে কাহারও গণে থাকিতে হইবে। শিষ্যের রুচি-ক্রমে শ্রীগুরুদেব নির্ণয় করিবেন। শ্রীললিতারগণে যাঁহারা আছেন ; শ্রীললিতার আজ্ঞাক্রমে শ্রীযূথেশ্বরীর সহিত লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। অনেক জন্মের ভাগ্যক্রমে যূথেশ্বরীর অনুগত হইতে বাসনা জন্মে, সুতরাং শ্রীরাধিকার যূথেই সমস্ত ভাগ্যবান সাধক প্রবেশ করেন। শ্রীচন্দ্রাবলী প্রভৃতি যূথেশ্বরীও শ্রীরাধামাধবের লীলা সম্পাদনের জন্য যত্নবতী—বিপক্ষ-পক্ষ হইয়া রস পুষ্টি করিবার জন্য তত্তদ্ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ শ্রীমতী রাধিকাই একমাত্র যূথেশ্বরী। শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র-লীলা-অভিমানময়ী। যাঁহারা যে সেবা, তাহাতেই তাঁহার অভিমান।

গুণ—যিনি যে সেবা করিবেন, সেই সেবার উপযোগী নানাবিধ শিল্প-কলায় অভিজ্ঞত্যাদি, তদনুরূপ গুণ ও বেশ শ্রীগুরুদেব নির্দ্দিষ্ট করিবেন।

আজ্ঞা—নিত্য ও নৈমিত্তিক-ভেদে আজ্ঞা দুই প্রকার। করুণাময়ী সখী যে নিত্যসেবা আজ্ঞা করিবেন, তাহা নিরপেক্ষ হইয়া অষ্টকালের মধ্যে যখন যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিবেন। আবার উপস্থিত অন্য কোন সেবা প্রয়োজনমত আজ্ঞা করেন, তাহা নৈমিত্তিক আজ্ঞা, তাহাও বিশেষ যত্নের সহিত পাল্য।

বাস—ব্রজে নিত্যবাসই বাস। ব্রজের মধ্যে কোন গ্রামে গোপী হইয়া জন্ম হয়, আবার গ্রামান্তরের কোন গোপের সহিত বিবাহ হয় ; কিন্তু কৃষ্ণের মুরলীরবে আকৃষ্ট হইয়া, সখীর অনুগত হইয়া তাঁহার রাধাকুণ্ডস্থ কুঞ্জে একটী গোষ্ঠবাটীর কুটীরে, বাস করিতেছে—এই অভিমান-সিদ্ধ বাসই বাস। পরকীয়ভাবই নিত্যসিদ্ধভাব।

সেবা—তুমি শ্রীরাধিকার অনুচরী—তাঁহার সেবাই তোমার সেবা। তাঁহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া নির্জ্জনে কৃষ্ণ-সন্নিধানে গেলে, কৃষ্ণ যদি তোমার প্রতি রতি প্রকাশ করেন, তুমি তাহা স্বীকার করিবে না—তুমি শ্রীরাধিকার দাসী, শ্রীরাধিকার অনুমতি ব্যতীত কৃষ্ণসেবা স্বতন্ত্রা হইয়া করিবে না। রাধাকৃষ্ণে সমান স্নেহ রাখিয়াও, শ্রীরাধিকার দাস্য-প্রেমে কৃষ্ণের দাস্য-প্রেম অপেক্ষা অধিকতর আগ্রহ করিবে—ইহারই নাম 'সেবা'। শ্রীরাধার অষ্টকালীন সেবাই তোমার সেবা। শ্রীস্বরূপদামোদরের কড়চা অনুসারে শ্রীদাস গোস্বামী 'বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি' গ্রন্থে সেবার আকার নির্ণয় করিয়াছেন।

পরাকাষ্ঠাশ্বাস—শ্রীদাস-গোস্বামিপ্রভু বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি ১০২-১০০ শ্লোকে পরাকাষ্ঠার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"হে বরোরু রাধে, অমৃত-সমুদ্রময় আশাভরে অতিকষ্টে আমি কালাতিপাত করিয়াছি, এখন তুমি আমাকে কৃপাবিধান কর। তোমার কৃপা ব্যতীত আমার প্রাণ, বা ব্রজবাস বা কৃষ্ণদাস্যেই বা কি আছে? হা গোকুলচন্দ্র! কৃষ্ণ! হা মধুরস্মিত সুপ্রসন্ন মুখারবিন্দ! হা কৃপার্দ্র! তুমি যেখানে প্রণয়ের সহিত শ্রীরাধাকে লইয়া নিত্য বিহার কর, আমাকে প্রিয়-সেবার জন্য তথায় লইয়া রাখ।

পাল্য-দাসী-ভাব—শ্রীদাসগোস্বামিপ্রভু ব্রজবিলাসস্তবে ২৯ শ্লোকে পাল্যদাসীর ভাব নিরূপণ করিয়াছেন—"যিনি গাঢ়প্রেমরসে পরিপ্লুত হইয়া প্রিয়তাদ্বারা প্রাগল্‌ভ্য লাভ করতঃ প্রতিদিন ক্রমে প্রাণপ্রেষ্ঠ রাধাকৃষ্ণের লীলাভিসার করাইয়া থাকেন এবং বৈদগ্ধ্যক্রমে স্বীয় সখী শ্রীরাধিকাকে রসের সহিত মান শিক্ষা দেন, সেই ললিতা আমাকে নিজগণে গ্রহণ করুন অর্থাৎ আমাকে পাল্য-দাসী বলিয়া স্বীকার করুন।

শ্রীললিতার অন্য সহচরীদিগের সহিত পাল্য-দাসীর ব্যবহার সম্বন্ধে শ্রীল দাস গোস্বামিপ্রভুর শিক্ষা,—"যাঁহারা তাম্বুলার্পণ, পাদমর্দ্দন, জলদান ও অভিসারাদি-কার্য্যদ্বারা প্রিয়তার সহিত শ্রীমতী রাধিকাকে নিত্য তুষ্ট করেন, সেই প্রাণপ্রেষ্ঠ সখীগণ অপেক্ষা সেবাকার্য্যে অনস্কোচ-ভাবপ্রাপ্তা সেই বৃষভানুনন্দিনীর রূপমঞ্জরী-প্রমুখ দাসীগণকে আমি আশ্রয় করি; অর্থাৎ আমার সেবাকার্য্যে তাঁহাদিগকে শিক্ষাগুরু বলিয়া অভিমান করি।" (ব্রজবিলাস-স্তব, ৩৮ শ্লোক)।

অন্য প্রধান সখীদিগের প্রতি ভাব;—"যিনি রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-ললিত-কৈতুকের পাত্রী এবং যিনি সুদিব্য গান দ্বারা কোকিলের স্বরকে তুচ্ছীকৃত করিতেছেন, সেই বিশাখা কৃপা করিয়া আমাকে সঙ্গীত শিক্ষা প্রদান করুন। অন্যান্য সকল সখীদিগের প্রতি এইরূপ ভাব হইবে। (ব্রজবিলাস-স্তব ৩০ শ্লোক)।

বিপক্ষ-পক্ষের প্রতি ভাব,—শ্রীরাধিকার শৃঙ্গারপুষ্টির নিমিত্ত সাপত্ন্যভাবে স্থিত সৌভাগ্য, উদ্ভট, গর্ব্ব, বিভ্রম প্রভৃতি গুণে গুণবতীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ ক্ষণকাল ক্রীড়া করেন, সেই ভাগ্যবতী চন্দ্রাবলী-প্রমুখ ব্রজরমণীগণকে আমি পুনঃ পুনঃ বন্দনা করি। বিপক্ষ-পক্ষের প্রতি এইরূপ ভাব চিত্তে থাকিবে, অথচ সেবাকালে যথোচিত পাত্রবিশেষে রস-পরিহাস করিতে পারিবে। (ব্রজবিলাস-স্তব ৪১ শ্লোক)।

তাৎপর্য্য এই যে, 'বিলাপ-কুসুমাঞ্জলিতে যেরূপ 'সেবার ব্যবস্থা' আছে, সেইরূপ সেবা করিবে এবং 'ব্রজবিলাস-স্তোত্রে' যেরূপ 'ব্যবহার' লিখিত হইয়াছে, সেইরূপ পরস্পর ব্যবহার করিতে হইবে, 'বিশাখানন্দাদি'-স্তোত্রে যেরূপ 'লীলাদি' বর্ণিত হইয়াছে, সেইরূপ লীলা-চেষ্টা অষ্টকালীয় লীলার মধ্যে দর্শন করিতে হইবে; 'মনঃশিক্ষা'য় যে 'পদ্ধতি' দিয়াছেন, সেই পদ্ধতিক্রমে চিত্তকে কৃষ্ণলীলায় মগ্ন করিতে হইবে; 'স্বনিয়মে' যে 'ভাব' প্রদর্শিত হইয়াছে, সেইরূপ নিয়মের দৃঢ়তা করিতে হইবে। শ্রীরূপ গোস্বামী রসতত্ত্ব বিস্তৃত করিয়াছেন,—শ্রীগৌরহরি তাঁহাকে সেই ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, এই জন্য তিনি উপাসনায় সেই রসের কিরূপ ক্রিয়া হইবে, তাহা লিখেন নাই—শ্রীল দাসগোস্বামী, শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভুর কড়চা অনুসারে তাহা লিখিয়াছেন।

চতুর্দ্দশ দ্যুতি

সম্পত্তি-বিচার

শ্রবণ-সময় হইতে সম্পত্তি-লাভ পর্য্যন্ত-ভক্তের পাঁচটী দশা হয় যথা,—১। শ্রবণ-দশা, ২। বরণ-দশা, ৩। স্মরণ-দশা, ৪। ভাবাপন-দশা, ৫। প্রেমসম্পত্তি-দশা।

শ্রবণ-দশা—কৃষ্ণকথায় শ্রদ্ধা হইলেই জীবের বহির্ম্মুখ-দশা দূর হইয়াছে, বলিতে হইবে; তখন কৃষ্ণকথা শ্রবণ-লালসা হইয়াছে। আপন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন ভক্তের নিকটই কৃষ্ণকথা-শ্রবণ হয়; যথা ভাঃ ৪।২৯।৪০—"হে নৃপ, মহজ্জনগণের মুখ হইতে কৃষ্ণচরিত্রের অমৃতসার নদী বহিতে থাকে; যাঁহারা একান্ত-চিত্তানুগত-কর্ণে বিতৃষ্ণাশূন্য হইয়া সেই অমৃতসার পান করেন, তাঁহাদিগের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, শোক ও মোহ প্রভৃতি অনর্থ কখনই স্পর্শ করিতে পারে না।" বহির্ম্মুখ অবস্থায় কৃষ্ণকথা-শ্রবণ এবং অন্তর্ম্মুখ অবস্থায় কৃষ্ণকথা-শ্রবণ এ দুয়ে অনেক ভেদ আছে। বহির্ম্মুখদিগের কৃষ্ণকথা-শ্রবণ কোন ঘটনাক্রমে হয়, শ্রদ্ধাক্রমে হয় না। সেই শ্রবণ ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি হইয়া কোন

জন্মে শ্রদ্ধা উদিত করায়। সেই শ্রদ্ধা হইলে, যে কৃষ্ণকথা মহজ্জনের মুখে শ্রবণ হয়, তাহাই মাত্র এই পর্ব্বের শ্রবণ-দশা। এ পর্ব্বের শ্রবণ-দশাও দুই প্রকার অর্থাৎ ক্রমশুদ্ধ-শ্রবণদশা এবং ক্রমহীন-শ্রবণদশা। কৃষ্ণলীলা অসংলগ্নরূপে শ্রবণ করার নাম 'ক্রমহীন' অব্যবসায়ি-বুদ্ধিতে কৃষ্ণলীলা শ্রবণ করিলে অসংলগ্ন হয়—লীলা-সকলের পরস্পর সম্বন্ধ উদিত হয় না, সুতরাং রসোদয় হয় না।

ক্রমশুদ্ধ শ্রবণ-দশা।—ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির-সহিত যখন সংলগ্নরূপে কৃষ্ণলীলা শ্রবণ হয়, তখনই রসোদয়ের উপযোগী হয়। অষ্টকালীয় নিত্যলীলা এবং জন্মাদি নৈমিত্তিক-লীলা পৃথক্ করিয়া শ্রুত হইলে, ক্রমশুদ্ধ-শ্রবণ হয়। এই ক্রমশুদ্ধ শ্রবণই এই ভজনপর্ব্বে প্রয়োজন। ক্রমশুদ্ধ লীলা শ্রবণ করিতে করিতে লীলার মাধুর্য্য প্রকটিত হয় এবং শ্রোতার হৃদয়ে রাগানুগা-প্রবৃত্তি উদিত হয়। তখন শ্রোতা মনে করেন—আহা! সুবলের কি আশ্চর্য্য সখ্যভাব! আমি তাঁহার ন্যায় সখ্যরসে কৃষ্ণসেবা করিব—এই প্রবৃত্তির নাম 'লোভ'। লোভের সহিত ব্রজবাসীর ভাবে অনুগত হইয়া কৃষ্ণভজন করাকে 'রাগানুগা ভক্তি' বলিয়াছেন। সখ্যরসের ন্যায় দাস্যাদি চারি রসেই এই প্রকার রাগানুগা ভক্তি আছে। কৃষ্ণলীলার নিত্যত্ব অনুভব হইলে; তাহা শুদ্ধ অপ্রাকৃত বলিয়া মনোহর হয়; তাহাতে প্রবেশ করিতে ব্যাকুলতা জন্মে। শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে সাধকগত পূর্ব্বোল্লিখিত একাদশটী ভাব দেখাইয়া দেন। শিষ্যের মনোভাব ও লীলার রঞ্জকতা লগ্ন হইলেই শ্রবণ-দশা পূর্ণ হইল; তখন শিষ্য ব্যাকুল হইয়া বরণ-দশা লাভ করেন।

বরণ-দশা—চিত্তের রাগ উক্ত একাদশ ভাবরূপ শৃঙ্খলদ্বারা লীলায় মগ্ন হইয়াছে; শিষ্য ক্রন্দন করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে পতিত হন, তখন গুরু সখীরূপে উদিত হন এবং শিষ্য তাঁহার পরিচারিকা। গোপবধূ কৃষ্ণসেবার জন্য ব্যাকুল, গুরু সেই সেবার পরাকাষ্ঠালব্ধা ব্রজললনা; তখন শিষ্যের মুখে যেরূপ ভাবের কথা হয় তাহা প্রেমাম্ভোজ মকরন্দাখ্য স্তবরাজ, ১১-১২ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে—"হে রাধিকালিকে, তোমার নিকট পতিত হইয়া দন্তে তৃণধারণ-পূর্ব্বক এই অধমজন যাজ্ঞা করিতেছে—তোমার দাস্যামৃত সেচনপূর্ব্বক এই সুদুঃখিত জনকে জীবিত কর; যিনি দয়াময় তিনি শরণাগতকে ত্যাগ করেন না—এই শরণাগতকে তুমিও দয়া কর, ত্যাগ করিও না, আমি তোমার চরণানুগত হইয়া ব্রজযুগলের সেবা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছি।" এইরূপই 'বরণ-দশা'। গুরুরূপা সখী তখন তাঁহাকে ব্রজবাস করিয়া কৃষ্ণনামাশ্রয়পূর্ব্বক লীলা স্মরণ করিতে আজ্ঞা দেন এবং শীঘ্রই মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হইবে বলিয়া আশ্বাস দেন।

স্মরণ-দশা—কৃষ্ণ এবং তদীয় নিজ অভীষ্ট প্রেষ্ঠজনকে সর্ব্বদা স্মরণপূর্ব্বক সেই সেই কথায় রত হইয়া সর্ব্বদা ব্রজে বাস করিবেন, শরীরে ব্রজবাস করিতে অসমর্থ হইলে, মনে মনে ব্রজবাস করিবেন; রাগাত্মিকা ভক্তিতে যাঁহাদের লোভ হয়, তাঁহারা ব্রজগণের কার্য্যানুসারে সাধকরূপে বাহে এবং সিদ্ধরূপে অন্তরে-সেবা করিবেন। বৈধী ভক্তিতে শ্রবণ ও উচ্চকীর্ত্তনাদি যে সকল ভক্ত্যঙ্গ বর্ত্তমান, তত্ত্ববিদ্‌গণ এই রাগানুগাভক্তিতেও সেই সেই অঙ্গের উপযোগিতা আছে, বলিয়া জানিবেন। (ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব ২ লঃ ১৫০-১৫২ শ্লোক)। 'ব্রজবাসের' অর্থ এই যে, অপ্রাকৃত ভাবের সহিত নির্জ্জন-বাসই ব্রজবাস। সংখ্যার সহিত হরিনাম করিতে করিতে অষ্টকালীয় সেবা করিতে হইবে; সমস্ত দেহযাত্রা বিরোধী না হয়, এইরূপ বিবেচনায় তৎসম্বন্ধে সমস্ত ক্রিয়া সেবানুকূলভাবে যথানুরূপ করিবে। চিত্ত রাগানুগা ভক্তিলাভ করিবার সময়েই স্থির হইয়া থাকে, কেননা, চিত্ত রাগগন্ধে যদি ব্রজাভিমুখ হয়, তবে রাগাভাবে আর তাহার বিষয়ের প্রতি গতি থাকিবে না; তবে যদি উৎপাতের আশঙ্কা থাকে, তবে প্রথমেই ক্রম অবলম্বন করিবে। স্থির হইয়া গেলে আর উৎপাত কিছু করিতে পারিবে না। প্রতিদিন নির্জ্জনে কিয়ৎকাল বিষয়োৎপাত ত্যাগপূর্ব্বক ভাবের সহিত নাম করিবে। ক্রমে ক্রমে ঐ কার্য্যের সময়-পরিমাণকে বৃদ্ধি করিতে হইবে। অবশেষে সকল সময়েই এক অদ্ভুতভাব উদিত হইবে, তখন উৎপাত নিকটে আসিতে ভয় করিবে। যে পর্য্যন্ত উৎপাতশূন্য বা উৎপাতের অতীত অবস্থার সম্ভাবনা উদিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত এরূপ করিতে হইবে।

ভাবের সহিত নাম এইরূপ—প্রথমে চিত্তের উল্লাসের সহিত নাম করিয়া, উল্লাসে মমতা যোগ করিতে

হইবে। মমতায় বিশ্রস্ত যোগ করিতে হইবে; ক্রমে ক্রমে শুদ্ধভাব উদিত হইতে হইতে ভাবাপন দশা আসিবে। স্মরণকালে ভাবের আরোপমাত্র। ভাবাপনকালে শুদ্ধভাবের উদয় হয়—তাহাই 'প্রেম'—উপাসক-নিষ্ঠাক্রম এই। এই ব্যাপারে উপাস্য-নিষ্ঠ একটী ক্রম আছে। তাহা এই—যদি অসঙ্কুচিত প্রেমদশা লাভের ইচ্ছা থাকে, তবে মনঃশিক্ষার ৩য় শ্লোকের উপদেশানুসারে ভজন করিতে হইবে।—"যদি রাগের সহিত ব্রজে বাস করিতে ইচ্ছা কর এবং জন্মে জন্মে ব্রজযুগলের সাক্ষাৎ অর্থাৎ বিবাদ-বিধি বন্ধন সহিত পারকীয়-পরিচর্য্যা করিতে ইচ্ছা কর, তবে শ্রীস্বরূপ ও গণসহিত শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনকে স্পষ্টপ্রেমের সহিত নিত্য স্মরণ কর ও গুরুরূপা-সখী বলিয়া প্রণতি কর।" তাৎপর্য্য এই যে, স্বকীয়-রসে সাধন করিয়া ফলকালে সমঞ্জস-রস হয়। তাহাতে যুগলসেবার সঙ্কুচিত ভাব হইয়া পড়ে; সুতরাং শ্রীস্বরূপ, শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের মত হুগারে শুদ্ধ-পরকীয়-অভিমানে ভজন কর। আরোপকালেও শুদ্ধপারকীয় ভাবমাত্র অবলম্বন করিবে। পারকীয় আরোপে পারকীয়-রতি এবং পারকীয়-রতিতে পারকীয়-রস হইবে। তাহাই ব্রজে অপ্রকট-লীলার নিত্যরস।

অষ্টকালীয় লীলায় সকল প্রকার রস-বিচিত্রতা বর্ণন করিয়া শ্রীরূপ প্রভু উঃ নিঃ গৌণ সম্ভোগ প্রঃ ২৩ বলিয়াছেন—"কৃষ্ণলীলা সম্পূর্ণ চিন্ময়, সুতরাং অতল ও অপার—প্রপঞ্চগত ব্যক্তির পক্ষে অতল, কেননা, প্রপঞ্চ ভেদ করিয়া শুদ্ধ অপ্রাকৃত তত্ত্বে প্রবেশ অসাধ্য; অপার, কেননা, অপ্রাকৃত রস এত বিচিত্র ও সর্ব্বব্যাপী যে, পার হওয়া যায় না। আবার যদি কেহ অপ্রাকৃত ভাব প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ সিদ্ধতত্ত্বমধ্যে থাকিয়া তাহা বর্ণন করেন, তবুও তাহা শব্দ-মলক্রমে বিশুদ্ধ ও সম্পূর্ণ হয় না। যদিও ভগবান্ স্বয়ং ও বলেন, তথাপি শ্রোতা ও পাঠকদিগের প্রপঞ্চদোষে তাহাদের পক্ষে প্রতীতি দোষযুক্ত হইয়া পড়ে; এমতাবস্থায় এই রসসমুদ্র দুর্ব্বিগাহ, কেবল তটস্থ হইয়া তাহার কণামাত্র প্রকাশ করা যায়।

মধুর রস অপার—অতল ও দুর্ব্বিগাহ। কৃষ্ণলীলাই তদ্রূপ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে দুইটী অসীম গুণ আছে, তাহাই আমাদের ভরসা স্থল—তিনি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ও ইচ্ছাময়। যাহা অতল, অপার ও দুর্ব্বিগাহ, তাহাও তিনি সঙ্কীর্ণ প্রাপঞ্চিক জগতে হেলায় আনিতে পারেন। প্রপঞ্চ অতিশয় তুচ্ছ হইলেও তিনি তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাব প্রপঞ্চে আনিতে ইচ্ছা করেন; সুতরাং অপ্রাকৃত নিত্য মধুর-রসময়ী লীলা তাঁহার কৃপায় প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন। মাথুরমণ্ডল অপ্রাকৃত প্রপঞ্চাতীত ধাম প্রপঞ্চে আসিয়া অবতীর্ণ—কিরূপে আসিলেন এবং কিরূপে আছেন তাহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে না, কেননা অবিচিন্ত্যশক্তি-ক্রিয়াকে মানবের বা দেবাদির পরিমিত-বুদ্ধি কখনই বুঝিতে সমর্থ নয়। ব্রজলীলাই প্রপঞ্চাতীত সর্ব্বোচ্চ লীলার প্রকট ভাব—তাহা একমাত্র শ্রীরূপানুগ গুরুকৃপাতেই সহজে লভ্য হইতে পারে, ইহাই একমাত্র ভরসা।

প্রকটলীলা ও অপ্রকটলীলা এক বস্তু। যাহা এখানে প্রকট, তাহাই সম্পূর্ণরূপে প্রপঞ্চাতীত রাজ্যে আছে। কিন্তু প্রপঞ্চ বদ্ধজীবের তদনুভব, তটস্থ স্মরণের প্রথম অবস্থায় লীলা যেরূপ অনুভূত হয়, আবার ক্রমে যত পরিপাক হইতে থাকে, ততই অনুভূতি পরিষ্কার হয়—ভাবাপন-অবস্থায় অনুভূতি নির্ম্মল হয়। স্মরণ দশায় বহু সাধন করিলে এবং ঐ সাধনকালে ভাবাপন-যোগ্য চেষ্টা থাকিলে স্মরণ-অবস্থায় ভাবাপন-অবস্থা হয়। স্মরণ-অবস্থায় যে অনুভবগত প্রাপঞ্চিক দুষ্টভাব থাকে, তাহা সম্পূর্ণরূপ বিগত হইলে আপন দশা উপস্থিত হয়। সুযোগ্যরূপে স্মরণদশায় যত শুদ্ধ-ভক্তির সাধন হইতে থাকে, শুদ্ধভক্তি ততই কৃপা করিয়া সাধকচিত্তে উদিত হইতে থাকেন। ভক্তিই একমাত্র কৃষ্ণাকর্ষণী, সুতরাং কৃষ্ণকৃপাক্রমে স্মরণদশায় চিত্তাগত মল ক্রমশঃ দূর হয়। যথা—ভাঃ ১১।১৪।২৬ শ্লোকে—যেমন, চক্ষু অঞ্জন-সংযোগে সূক্ষ্ম-বস্তু দেখিতে পায়, তদ্রূপ জীব আমার পুণ্যকথার শ্রবণকীর্ত্তনাদি-দ্বারা পরিশুদ্ধ হইয়া অতিসূক্ষ্ম (আমার স্বরূপ ও আমার লীলার যথার্থ্য) দর্শন করে। ব্রঃ সং ৫।৩৮—"প্রেমাঞ্জন দ্বারা রঞ্জিত ভক্তি চক্ষু-বিশিষ্ট সাধুগণ, যে অচিন্ত্যগুণ-বিশিষ্ট শ্যামসুন্দর কৃষ্ণকে হৃদয়ে অবলোকন করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

ভাবাপন-দশায় অপ্রাকৃত দৃষ্টিশক্তি উদিত হয়, তখন ভক্ত নিজসখী ও যুথেশ্বরীকে দর্শন পান। গোলোকনাথ কৃষ্ণকে দেখিয়াও যে পর্য্যন্ত তাঁহার লিঙ্গ ও স্থূলদেহ-বিধ্বংসরূপ সম্পত্তি-দশা না হয়, সে পর্য্যন্ত অনুক্ষণ অনুভব হয় না। ভাবাপন-দশায় জড়ের স্থূলদেহ ও লিঙ্গদেহের উপর শুদ্ধজীবের আধিপত্য জন্মে, কিন্তু কৃষ্ণ কৃপা পূর্ণ হইলে যে অবস্থা হয়, তাহার অবান্তর ফল এই যে, জীবের সহিত প্রাপঞ্চিক জগতের সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়। ভাবাপন-দশার নাম 'স্বরূপসিদ্ধি' এবং সম্পত্তি-দশা হইলে 'বস্তুসিদ্ধি' হয়।

বস্তুসিদ্ধি—ইহা অব্যক্ত। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-কৃপা হইলে উপলব্ধির বিষয় হয়। ভাবাপন-অবস্থায় ভক্ত যাহা দেখিতে পান, তাহা ব্যক্ত করিয়াও কোন ফল নাই, কেননা, ব্যক্ত করিলেও তাহা শ্রোতা অনুভব করিতে পারিবে না। শ্রীরূপপ্রভু স্বরূপ-সিদ্ধ ব্যক্তিগণের লক্ষণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন (ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্বতলঃ ২৯ ও ৪ লঃ ১২ শ্লোক)—"জাতভাব ভক্তে যদি বহির্দুরাচারের ন্যায় কোন প্রকার বৈগুণ্যও দেখা যায় তথাপি তাঁহাতে অসূয়া করা কর্ত্তব্য নহে; কারণ, কৃষ্ণেতর বিষয়ে অনাসক্তিহেতু তিনি সর্ব্বতোভাবে কৃতার্থ হইয়াছেন। যাঁহাদের চিত্তে এই নব প্রেম উন্মীলিত হন তাহারাই ধন্য। তাঁহাদের ক্রিয়ামুদ্রা শাস্ত্রবিদ্‌গণেরও অতিশয় দুর্ব্বোধ্য। যাঁহারা ভাগ্যবান্ তাঁহাদিগেরই চিত্তে এই নবীন প্রেম উদিত হয় কিন্তু শাস্ত্রবিদ্‌গণের নিকট এই নবীন প্রেমের সুষ্ঠু পরিপাটী দুরবগাহ।" স্বরূপ-সিদ্ধিকালে মহাজনগণ এবং কৃপা-দর্শনসময়ে ব্রহ্মাদিদেবগণ কখন কখন দর্শনানুসারে স্তবাদিতে বর্ণন করেন, কিন্তু তাঁহাদের বাক্যাভাবে সংক্ষেপ হয় এবং নিম্নাধিকারিগণের পক্ষে অস্ফুটরূপে প্রকাশ পায়। সে সকল বিচারে ভক্তের প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণ কৃপা করিয়া যে প্রকটলীলা উদিত করিয়াছেন, তাহা অবলম্বন করিয়া ভজন করিতে হইবে। তাহাতেই সর্ব্বসিদ্ধি হইবে। অল্প সময়ের মধ্যে নিষ্ঠাযুক্ত ভজনকারীর নিকট গোকুলেই গোলোকের স্ফূর্ত্তি হইবে। গোকুলে যাহা আছে, তাহাই গোলোকে আছে, কেননা, গোকুল ও গোলোক অভিন্ন তত্ত্ব। প্রাপঞ্চিক দ্রষ্টৃদিগের চক্ষে যে সকল মায়া-প্রত্যায়িত ব্যাপার উদিত হয়, তাহা স্বরূপ-সিদ্ধির সময়ে থাকে না। যে অধিকারে যেরূপ দর্শন তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া ভজন করিতে হয়—ইহাই কৃষ্ণের আজ্ঞা। আজ্ঞা পালন করিলে তিনি কৃপা করিয়া ক্রমশঃ নির্ম্মল দর্শন উদিত করাইবেন।

ভক্ত চতুষ্টয় এক্ষণে সমস্ত বিষয়ে নিঃসংশয় হইয়াছেন। নিজের-একাদশভাব শ্রীকৃষ্ণলীলায় সুন্দররূপে সংযোগ করিয়া ধীরভাবে ভজন করিতে লাগিলেন। শ্রীহরিদাস ও শ্রীমধুমঙ্গল দাসের নির্ম্মল হৃদয়ে দাস্য ও সখ্য প্রেম উদিত হইল। তাঁহারা শ্রীনবদ্বীপধামে জাহ্নবীতীরে সুবৈষ্ণবের সঙ্গে কালযাপন করিতে লাগিলেন। শ্রীযশোদা জীবন দাস ব্রজমণ্ডলে শ্রীনন্দগ্রামে যাইয়া ভজন করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বরূপে বাৎসল্য-রস থাকায় শ্রীনন্দ-যশোদার আনুগত্যে বাৎসল্য-রসে কৃষ্ণভজনই তাঁহার রুচিপ্রদ হওয়ায় কিছুদিন তথায় তীব্র উৎকণ্ঠার সহিত শ্রীনাম-ভজন করিতে লাগিলেন। শ্রীঅপ্রাকৃত দাস শ্রীরাধাকুণ্ডতটে ব্রজ-স্বানন্দসুখদ-কুঞ্জের নিকট শ্রীললিতাকুণ্ডের তটে এক কুটীরে বসিয়া নিরন্তর নাম-ভজন করিতে লাগিলেন। তিনি মধুর-রসে পরকীয়া-ভাবাশ্রয়ে ভজন-চাতুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া নিজ-স্বরূপে মধুর-রস জানিয়া শ্রীরাধাকুণ্ড আশ্রয়ে অষ্টকালীয় লীলা স্মরণ করিতে লাগিলেন। কেহই আর গৃহে প্রবেশ করিলেন না।

শ্রীল বাবাজী মহারাজ কিছুদিন পরে শ্রীমায়াপুরে ফিরিলেন এবং শ্রীহরিদাস ও মধুমঙ্গল দাসকে নিরন্তর শ্রীহরিকথা শুনাইতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে শ্রীনবদ্বীপ-ধামের সকল স্থান পরিক্রমা করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে ব্রজ-মণ্ডলস্থ শ্রীযশোদাজীবন দাস ও শ্রীঅপ্রাকৃত দাসকে আকর্ষণ করিয়া শ্রীনবদ্বীপে আনয়ন করিলেন। আহা! এক্ষণে তাঁহাদের ভাব বড়ই মধুর, তাঁহারা সর্বক্ষণ শ্রীনাম ভজন পরায়ণ। তাঁহাদের দৈন্য দেখিলে পাষাণও বিগলিত হইয়া যায়।

শ্রীল বাবাজী মহারাজ শ্রীবাসঅঙ্গনে সকলকে একত্রিত করিয়া প্রত্যহ শ্রীগৌরহরির অত্যদ্ভুতচমৎকারী

ভৌম-লীলামৃত শ্রবণ করাইতে লাগিলেন। কিছুদিন শ্রীগৌর-লীলা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের ভাবোৎকর্ষ দেখা যাইতে লাগিল। যদিও চারিজন, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই রস-চতুষ্টয়ে ভজন করিতেছিলেন এবং তাঁহাদের স্বরূপেও উক্ত রস-চতুষ্টয় বিদ্যমান ছিল, কিন্তু শ্রীরূপানুগ-প্রবর শ্রীল বাবাজী মহারাজের প্রবল কৃপায় সকলেই শ্রীগৌরহরির প্রতি অত্যন্ত-প্রীতিবিশিষ্ট হইলেন এবং অন্তরঙ্গ ভক্তের আশ্রয়ে মধুর রসাশ্রিত হইলেন। সকলেই শ্রীগৌরহরির কৃপা লাভ করিয়া শ্রীরূপানুগ শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় রসোৎকর্ষ লাভে কৃত কৃতার্থ হইলেন। তাঁহারা ক্রমশঃ মধুর-রসে নিত্যাশ্রিত শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ-সেবকের আনুগত্যে শ্রীগৌর-সুন্দরের মহামহা বদান্যতার অনর্পিত-চর প্রেমসম্পত্তি লাভ করিলেন। যেমন শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যের শিষ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ রসোৎকর্ষ-লাভ করিয়া শ্রীগদাধর প্রভুর অনুগত্যে মধুর-রসাশ্রিত হইয়া অন্তরঙ্গ-সেবা লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহারাও শ্রীরূপানুগপ্রবর শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রবল কৃপায় নিজ-স্বরূপস্থ রসাপেক্ষা রসোৎকর্ষ লাভে মহাকৃতার্থ হইয়া শ্রীগৌরহরির-কৃপা বৈশিষ্ট্য লাভ করিলেন। ঔদার্য্য লীলার বিপ্রলম্ভ রসোৎকর্ষ প্রদানই শ্রীগৌরহরির কৃপা বৈশিষ্ট্য। একমাত্র শ্রীগৌর-পার্ষদপ্রবর শ্রীরূপানুগ গুরুপাদপদ্মের কৃপায়ই সম্ভব। তাঁহারা গায়ের জোরে মহাশক্তি প্রকাশে অন্যরসাশ্রিত ভক্তকেও মধুর-পারকীয় রসপ্রদানে শ্রীগৌরহরির-অনর্পিতচর মহাসম্পদের অধিকারী করিতে পারেন। অন্য কাহারও কোন ভগবদাবতাবের রসিকভক্তগণের পক্ষে যাহা একান্ত দুঃসাধ্য, ইহাই শ্রীরূপানুগ শ্রীগৌরহরির ভক্তের বৈশিষ্ট্য। মহাসৌভাগ্যক্রমে সেই ভক্তচতুষ্টয় শুভক্ষণে শ্রীল বাবাজী মহারাজের ন্যায় শ্রীরূপানুগপ্রবরের সঙ্গ ও কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। তাই মহা অসম্ভব দুঃসাধ্য ব্যাপারও আজ সম্ভবপর ও সুসাধ্য হইয়া মহাফলপ্রসূ হইয়াছেন। ধন্য সেই শ্রীগুরুপাদপদ্ম, ধন্যমহামহাবদান্যপ্রবর প্রভু শ্রীগৌরহরি, আর ধন্য সেই তাঁহাদের কৃপালব্ধ-ভক্ত-চতুষ্টয়। সেই মহা-সৌভাগ্য লাভ করিয়া কবে কৃত কৃতার্থ হইব! হায় সেদিন কি আসিবে! সে সৌভাগ্য কি লাভ করিতে পারিব! মহামহাবদান্যপ্রবর শ্রীগৌরহরি ও তদ্ভক্তগণের অপরাসীম ও অহৈতুক দীনবাৎসল্যই একমাত্র ভরসা। ধন্য সেই ভক্ত চতুষ্টয়! তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ ভাবে বিভোর হইয়া শ্রীহরিনাম করেন। কখন নৃত্য করেন, কখন কাঁদেন, কখনও হাস্য করেন, কখনও বা ভূমে বিলুণ্ঠিত হইয়া হা গৌরহরি! বলিয়া আবার হুঙ্কার করিয়া উঠেন ও উন্মাদের ন্যায় বিচরণ করেন। তাঁহাদের ভজন-মুদ্রা আর কে বুঝিবে! তাঁহারা অত্যন্ত বিনীত ও বিমল চরিত্র; ভজনে দৃঢ়। কেহ প্রসাদ আনিলে বা কোন দ্রব্যাদি আনিলে আবশ্যকমত গ্রহণ করেন। কাঁদিতে কাঁদিতে ষোলক্রোশ নবদ্বীপধাম পরিক্রমা করেন। হরিনাম গ্রহণকালে চক্ষে দরদর ধারা, কণ্ঠে গদ্‌গদ বচন এবং শরীরে রোমাঞ্চ লক্ষিত হয়। অতি অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহাদের ভজন সিদ্ধ হইল। শ্রীগৌরহরি কৃপা করিয়া তাঁহার অপ্রকট লীলায় তাঁহাদিগকে অধিকার দিলেন। ক্রমে ক্রমে একে একে তাঁহাদের ভজন-দেহ শ্রীধামের রজের মধ্যে রহিল।

জয় স্বরূপ-রূপ-সনাতন-শ্রীজীব-দাস-রঘুনাথের প্রভু শ্রীগৌরহরি।

গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণবের কৃপাবল ধরি'। এ দীন অধম ছার বহু যত্ন করি'॥
ভজন-সন্দর্ভ গ্রন্থ করিল রচন। গুরু পূর্ণিমাতে গ্রন্থ হৈল সমাপন॥
চৈতন্যাব্দ চারিশত বিরাশি সালেতে। শ্রীরূপানুগ ভজনাশ্রম নিবাসেতে॥
মহাবদান্যবর গৌরাঙ্গপদ বিনি। অন্য কিছু নাহি জানে যেই মহাগুণী॥
এই গ্রন্থরাজ পড়ি' পাইবেন রস। অন্যথা এ গ্রন্থে কারো না হবে' প্রবেশ॥
যদি বা না জানে কেহ সুসিদ্ধান্ত-সার। এই গ্রন্থ পাঠে হবে প্রবীন সবার॥
শ্রদ্ধা-করি যেই জন নিত্যপাঠ করি,। সংসার সাগর হ'তে যাইবেন তরি'॥
অনায়াসে কৃষ্ণভক্তি করিয়া সাধন। গৌর-প্রেম-রসার্ণবে হইবে মগন॥
রূপানুগ মহাজন-শক্তি-সমন্বিত। সুসিদ্ধান্ত মহারত্ন-গণেতে গ্রথিত॥
ভক্তি-রস-সমুদ্রের মহারত্নগণ। জনম সার্থক হ'বে করি আহরণ॥
এই মহাগ্রন্থরাজ অমূল্য রতন। হৃদে রাখি স-যতনে করিবে পূজন॥
সকল কল্মষ ছাড়ি ভজি' গৌর-শশি। মহাপ্রেম রত্নধন পাইবেক বসি।
সকল ভক্তের পদে করিয়া মিনতি। প্রার্থনা করয়ে অতিদীন দুরমতি॥

ইতি ভজন সন্দর্ভ গ্রন্থ ষষ্ঠ বেদ্যে সম্পূর্ণ ও সমাপ্ত।

মুদ্রণ-শোধন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	১৩	একবাত্র	একমাত্র
৪	২৯	আত্ম	আত্ম
৭	৬	অবশ্যকার	আবশ্যকতার
৮	৯	মিথোঽঘোষহরং	মিথোঽঘোষহরং
৯	১১	প্রীতিরের	প্রীতিরেব
১১	৩৩	কৃষ্ণচরাণাব্জ	কৃষ্ণচরণাব্জ
১৯	৩	গননকালে	গমনকালে
১৯	১৬	একস্বরে	একস্বরে
২২	৩০	রিনতানন্দন	বিনতানন্দন
২৮	২১	দূতী-ভেদী	দূতী-ভেদ
২৯	৮	বহুরিধ	বহুবিধ
৩০	৬	কুঞ্জাতে	কুন্জাতে
৩৫	২৮	অতঃকরণ	অন্তঃকরণ
৩৯	৩১	প্রকাস্য	প্রকাম্য
৪০	১২	উদ্বদ্ধ	উদ্বুদ্ধ
৪৫	১	প্রীত্যাভ্যাস	প্রীত্যাভাস
৫১	৫	মার্ধ্যুজ্ঞান	মাধুর্য্যজ্ঞান
৬৩	১৫	সৌভার	সৌভরি
৭৪	১৩	উগদম	উদ্গম
৭৬	৭	উদ্দপীন	উদ্দীপন
৮১	৪	অস্থিতি	অবস্থিতি
৮৮	২৭	ইষ্ট	দুষ্ট
৯৬	৫	নাসক	নামক
৯৮	১৪	সুখজ্জিত	সুসজ্জিত
১০৩	১	ভাষায়	ভূষায়
১০৪	৯	গোমাঞী	গোসাঞী
১০৪	১৭	মাধুর্ষে	মাধুর্য্যে
১০৪	২১	নমস্কায়	নমস্কার
১০৭	৩১	নরোত্তিন্ন	নবোত্তিন্ন
১১২	১৭	পরমাপ্রদা	পরমাপ্রদা
১১৪	২৬	কন্দের্শন	কবে দর্শন
১২৬	২১	যুধগণ	বুধগণ
১২৬	৩২	প্রীত্যঙ্কু	প্রীত্যঙ্কুর
১২৮	২২	কহ	কহবি
১২৯	২৪	যুরলী	মুরলী
১২৯	২৯	চাহিলা গইতে	চাহি লাগাইতে
১৩১	৯	রামাদন্দ	রামানন্দ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৩১	১৮	জড়তে	জড়েতে
১৩৩	১০	কৃপাডের	কৃপাডোর
১৩৩	২৮	অইল	লইল
১৩৬	২৪	হেদভাগ্য	হেনভাগ্য
১৩৬	২৫	কিশোর	কি মোর
১৪০	১৪	ক্রাধ	'ক্রোধ'
১৪০	২৯	তথাপিহ	তথাপিহ
১৪২	২৪	রূপালী লাহুঁহ	রূপ লীলা হুঁহ
১৪৩	৪	পার্থনা	প্রার্থনা
১৪৩	১৪	কৃফ	কৃষ্ণ
১৪৩	২৩	আরনাকে	আপনাকে
১৪৪	২৬	উদেশিত	প্রদর্শিত
১৪৬	২৮	আচরণে	অনাচরণে
১৪৭	৩৫	সুর্ব্বজ্ঞতা	সর্ব্বজ্ঞতা
১৫২	৭	চিচ্ছক্তিশ	বিচ্ছক্তির
১৫৫	১৪	তৎমনস্ত	তৎসমস্ত
১৫৬	১৪	নতান্ত	নিতান্ত
১৬২	১৩	জাতিতে	জানিতে
১৬৩	১৫	চিদষন	চিদঘন
১৬৩	৩৩	সম্রনাশূন্য	সম্রমশূন্য
১৬৮	৫	রসবিস্তারিনী	রসবিস্তারিণী
১৬৯	১৯	আকর্য	আকর্ষক
১৬৯	২০	র্ধর্ম	ধর্ম্ম
১৭২	৩৫	মত্ন	যত্ন
১৭৩	৬	পথ	পথ
১৭৫	৪	বহ্বণ	বহ্বরণ
১৭৬	১৫	তারা	তাহা
১৭৬	২১	শ্রীমদ্ভবদ্	শ্রীমদ্ভগবদ্
১৭৬	২২	লজার	পূজার
১৮৬	১	আশ্চর্য্য	আচার্য্য
১৯২	১৭	'অর্থ সম্যক—হইল পর্য্যন্ত' বাদ যাইবে	
১৯২	৩০	আবর্ষণী	আকর্ষণী
১৯৩	৩	সম্ভার	বিস্তার
১৯৫	১৪	সদারুক	দারুক
১৯৮	৩১	অধ্যায়ে	অধ্যাসে
২০৫	৩৪	বিল্বমঙ্গর	বিল্বমঙ্গলের
২০৬	৩১	বিবোচন	বিরোচন
২০৭	৩২	ভক্তথণের	ভক্তগণের